REG. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ১ম সংখ্যা।

১লা মাঘ, বুধবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।
14th JANUARY, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে দীনদয়াল, হে আশ্চর্য্য দলপতি, তুমি এই দলের কর্ত্তা, তুমি ইহার সংস্থাপক, ইহার পুণ্য ও মঙ্গল বিধাতা, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে, বিশ্বাস থাকে। তুমি তোমার দলকে এবার খুব জমাট করিবে। কার্য্যভার প্রত্যেকের হস্তে দিবে। এবার সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন, এবার উৎসবে সকলেই ভাগীদার হইবেন। পশ্চাতে থাকা কারও ঘটিবে না। সম্মুখে আসিয়া সৈন্যদল সব কার্য্য করিবেন, দেশের নিকট পরিচিত হইবেন। দলপতিরা যাহাদিগকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁরা এবার সম্মুখে আসিবেন। আদর করিয়া আমোদ করিয়া সকল ভাইগুলি দৌড়াইয়া আসিবেন। বলিবেন, আমরাও মার প্রেমের কথা বলিব। একজন দুজন যে স্বর্গের প্রেম একচেটে করেছে তা নয়, সকল ঘটে ব্রহ্মের করুণা, ব্রহ্মের প্রেম। শ্রীহরি, তাই হউক। এই কজন ভক্ত কি পেয়েছেন, তাই জগৎকে বলুন, আমার ক্ষীণ স্বরের সঙ্গে এঁদের স্বর মিলুক। নববিধানের আশ্চর্য্য মাধুরী, হরির কি অপরূপ রূপ, প্রেমের লীলা, সকলে খুব চীৎকার করিয়া বলুন। উৎসব এবার বড় প্রবল ব্যাপার, ভগবান এই যে নূতন ব্যাপার উৎসবের সময় হইতেছে, ইহাতে যা শিক্ষা পাইবার সকলে যেন পান, পবিত্রাত্মা যেন সকলের ভিতর থাকেন। এ কি সহজ কথা? আমার ভাইগুলি যতগুলি আছেন, চীৎকার করিয়া তোমার কথা বলিবেন। এবার সকল প্রচারক, প্রেরিত দল, ভক্তমণ্ডলী, বৈরাগী, গৃহস্থ-সাধক সকলেই একে একে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুসমাচার লইয়া আসিয়াছেন। সাক্ষীর দল ক্রমশঃ বাড়িবে। ক্রমে দশ জন নয়, শত জন নয়, হাজার হাজার লোক মার দয়ার প্রমাণ লইয়া আসিবেন। নববিধানের লক্ষণ মিলাইয়া দিবেন চরিত্রে। হে দেব তুমি ইহাঁদিগকে বলে দাও। মা হাসিতে হাসিতে বাহির হও। একটি একটি ছেলে সকলকে কোলে লইয়া দেখাও পৃথিবীর কাছে। জয়ঢাক বাজিবে, তুরী ভেরী বাজিবে। হরি, এমন সে দৃশ্য কবে দেখিবে? এবারকার উৎসবে যেন দেখি। লোকে যেন বলে প্রাণেশ্বর, এই কটি লোকের জীবনে এমন প্রমাণ ঢেলে দিয়াছেন যে, তাঁদের মুখ দেখিলে পরিত্রাণ হয়। এক একজন বেদীতে দাঁড়াইবেন। রাগ, লোভ, অহঙ্কার এঁদের ভিতর নাই। এঁরা মুক্তির সৈন্য চলেছেন। এঁরা ব্রহ্মকে পেয়েছেন, এঁরা বিশ্বাস পেয়েছেন, নববিধানের লক্ষণগুলি পেয়েছেন। এমনি করে ঠাকুর এঁরা বলুন। এঁদের একেবারে রাগ লোভ সব রিপু দমন হয়েছে, তাই এঁরা চীৎকার করে বলুন। মার প্রেমের প্রমাণ পেয়েছেন তা বলুন। ক্ষুধিত ভারতভূমি এঁদের মুখের ভাল ভাল সত্যান্ন গ্রহণ করে আহার করুক। সকলকে লোকে দেখুক। এই কটা লোক

তৈয়ার করে তুমি জগতের সম্মুখে দাঁড় করাও। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, শত শত আত্মা আপন আপন জীবনে তোমার দয়ার প্রমাণের কথা বলুন, বলিয়া কৃতার্থ হউন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানাচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র।

—•—

পঞ্চনবতিতম মাঘোৎসব।

আমাদের অতি প্রিয় মাঘোৎসব আবার সমাগত। প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া আপনাদের পরম উপাস্য দেবতার পূজা, বন্দনা, গুণকীর্ত্তনে যে স্বর্গের পরমানন্দ সম্ভোগ এবং সেই স্বর্গীয় সম্মিলনে পরস্পর মধ্যে সেই পরমানন্দের আদান প্রদান তাহারই নাম ব্রহ্মোৎসব। মাঘ মাসের এই ব্রহ্মোৎসবের নাম মাঘোৎসব। প্রথম আদি সমাজে এই উৎসব একটী দিনের বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবদ্ধ ছিল। কেশবচন্দ্র আদি সমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর, ১৭৮৯ শকে ৯ই অগ্রহায়ণ এই উৎসবকে সমস্তদিনব্যাপী জমাট উৎসবে পরিণত করিলেন। নববিধানের উচ্চ বিকাশে সেই উৎসব একমাসব্যাপী উৎসবে পরিণত হইয়াছে। এই উৎসব পৃথিবীর রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু, পণ্ডিত মূর্খ, স্বদেশবাসী বিদেশবাসী, পরিচিত অপরিচিত, সকল সম্প্রদায়ের সকলকে লইয়া, সকল শ্রেণীর নর নারীকে লইয়া এই উৎসব। শুধু পৃথিবীর সকল শ্রেণীর নর নারীর সম্মিলনে এই উৎসব নহে, মর্ত্ত্যধামের সকল নর নারীর সঙ্গে স্বর্গের সকল ঋষি-আত্মা ভক্তাত্মা, সকল সাধু মহাজন, সকল দেব দেবীদিগের সম্মিলনে এই মহোৎসব। প্রতি বৎসর ঈশ্বর স্বয়ং লীলাময়ী জননীরূপে তাঁহার বক্ষস্থ ইহকালবাসী পরকালবাসী সকল প্রিয় পুত্র কন্যা লইয়া উৎসবক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং এই স্বর্গীয় উৎসব বিধান করেন। জীবন্ত দেবতার উজ্জ্বল ও নব নব প্রকাশ ভিন্ন, তাঁহার আশ্বাসবাণীর সমাগম ভিন্ন এবং সেই আনন্দময়ী পরম জননীর প্রেমমাখা আনন্দের দিব্যস্পর্শ ভিন্ন তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের প্রাণ কি স্বর্গীয় নব জাগরণে জাগ্রত হয়, না তাহাদের মন জীবন্তভাবে স্বর্গের জীবন্ত নব জীবনপ্রদ অমৃতবর্ষী উৎসব সম্ভোগ করিবার জন্য উদ্বোধিত হয়? সত্যই নববিধানক্ষেত্রের এই উৎসব মা অমৃতভাষিনী, অমৃতবর্ষিণী, পরিত্রাণদায়িনী, চিন্ময়ী জগজ্জননীর সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ব্যাপার, সাক্ষাৎ লীলার ব্যাপার।

ব্রহ্মানন্দ ভক্ত কেশবচন্দ্র ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, ২৩শে জানুয়ারী "Behold the Light of Heaven in India" নামক বিখ্যাত বক্তৃতায় "ভারতে স্বর্গের আলোক সকলে দর্শন কর" এই কথায় ভারতে নবযুগে নবযুগধর্ম্মের শুভ আগমনের বার্ত্তা সর্ব্বপ্রথমে সকলের নিকট ঘোষণা করেন। নবধর্ম্মের যে আলোক মহাত্মা রামমোহনে প্রভাতের পূর্ব্বগগনের ক্ষীণালোকরূপে দেখা দিয়াছিল, সেই আলোক যখন ভারতাকাশে ক্রমে উজ্জ্বল, ঘনীভূত আকারে নবযুগধর্ম্মের দিব্যমূর্ত্তির আকারে প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং সেই স্বর্গীয় আলোক যখন ভক্ত কেশবচন্দ্রের হৃদয়াকাশে ভারতের এবং শুধু ভারতের কেন, সকল পৃথিবীর পরিত্রাণপ্রদ নবযুগধর্ম্মরূপে নিঃসংশয়রূপে উদ্ভাসিত হইল, তখন কি তিনি সেই আশার সংবাদ ভারতের এবং সমস্ত পৃথিবীর নর নারীর নিকট ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারেন? পরে ক্রমে এই স্বর্গের আলোক, নববিধানের লীলাক্ষেত্রে কত নব নব ঈশ্বর-দর্শনে, ঈশ্বরের বাণীর সমাগমে, বাণী শ্রবণে, বিশ্বের পরিত্রাণপ্রদ বিরাট নবধর্ম্মবিধানের আকারে পরিণত হইল, ভারত এবং সমস্ত জগৎ ধীরে ধীরে এখন তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে। "ভারতে স্বর্গের আলোক দর্শন কর" কেশবচন্দ্রের এই নব যুগে প্রথম নববিধান ঘোষণার এবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। সেই হিসাবে এবারের মাঘোৎসব সেই স্বর্গের আলোক ভারতে আগমন ঘোষণার জুবিলী উৎসব। তাই এবারের উৎসব নববিধান-বিশ্বাসী ব্রাহ্মদিগের বিশেষ আনন্দের উৎসব।

এবারের উৎসবের প্রস্তুতির কয়েকটী দিনে লীলাময়ী বিধানজননী, কত ভাবে, কত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া তাঁহার এই নবজীবনপ্রদ নবধর্ম্মের নব নব আলোক বিকীর্ণ করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করিলেন, আমাদের জীবনের জড়তা, শুষ্কতা, নিরাশা, অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য তাঁহার দিব্যস্পর্শ আমাদিগকে দান করিলেন, আমাদিগকে নব উৎসাহে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করিলেন, এ সব আমরা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্

হইতেছি। যাঁহারা ভক্ত বিশ্বাসী তাঁহারা তো স্নেহময়ী জননীর এই অযাচিত কৃপাসম্ভূত আশা উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উৎসবক্ষেত্রে সকল ভাই ভগ্নীর সঙ্গে মিলনে, উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য অগ্রসর হইবেনই। আর আমাদের মত অপরাধী, অবাধ্য অবিশ্বাসী, ক্ষীণ বিশ্বাসী সন্তান যাহারা তাহারাও তো জননীর এই কৃপার সাক্ষ্য পাইয়া স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। পতিতজন উদ্ধার না পাইলে ব্রহ্মকৃপার সাক্ষ্য দান হয় না, বিধানের মহিমা প্রকাশিত হয় না, তাই এবার কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। আশা পাইতেছি, সকলেই এবারে নবজীবন পাইব, পরিত্রাণ পাইব, সাধু ভক্তজন সঙ্গে অনন্তের সাথে অনন্তের পথে অগ্রসর হইব। তাই সকল ভাই ভগ্নীদিগকে আশার সংবাদ দিতেছি। এবারের উৎসবে সকলে আসিয়া সাক্ষাৎ অনন্ত কৃপাময়ী পরম জননীর শ্রীহস্তে উৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করুন, সম্ভোগ করুন, স্বর্গের নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হউন।

—•—

মহোৎসব সম্ভোগ।

দেখিতে দেখিতে মা সসন্তানে তাঁর স্বর্গের মহোৎসব লইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। আকাশের বারিবর্ষণ যেমন মানবীয় চেষ্টা আয়াসে সম্ভাবিত হয় না, স্বয়ং ব্রহ্মকৃপাবতারণে হইয়া থাকে, মহোৎসবও সেইরূপ।

দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা, আমাদিগের জীবনের সাধনা, কিন্তু ব্রহ্মোৎসব আমাদিগের সেই সাধনার পুরস্কাররূপ স্বর্গের মহাপ্রসাদ।

আমাদের সাধা সাধনায় ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ হয় না। যদি সমস্ত বৎসর ধরিয়া আমরা প্রকৃত অকৃত্রিম উপাসনা সাধন করিয়া থাকি, যদি আমরা প্রতিদিন মাতৃপূজায় মাতৃমুখ দর্শন লাভ করিয়া থাকি এবং মাতৃস্বরূপের প্রভাবে জীবন তৎস্বরূপে সম্পন্ন হইতে একটু একটু করিয়া সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই আমরা মহোৎসবের মহা আরতিতে মার উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শনে কৃতার্থ হইব এবং তবেই সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শুদ্ধ পরিবর্ত্তিত নবজীবনরূপ মহোৎসবের মহজ্জীবন লাভ করিতে পারিব।

তাহারই জন্য এই মহোৎসব লইয়া মা সমাগত। তাঁহার অমরাত্মা সাধুগণও মার সঙ্গে অবতীর্ণ। পোষা হস্তী দ্বারা যেমন শীকারীগণ বন্য পাষণ্ড হস্তীদিগকে ধরিয়া থাকেন, তেমনি স্বর্গের দেব দেবীগণ সঙ্গে লইয়া মা আমাদিগকে তাঁহারই করিয়া লইবার জন্য আসিয়াছেন।

সাধারণ কথায় যেমন বলে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, বাস্তবিক এই ভক্তবৃন্দের পবিত্র সঙ্গবিধান দ্বারা আমাদিগকে স্বর্গবাস দিবার জন্যই এই মহোৎসব।

আরতির অর্থ আর কিছুই নহে, ইহা উজ্জ্বল বিশ্বাসচক্ষে ব্রহ্ম-দর্শন। এই উজ্জ্বল বিশ্বাস-যোগে যদি আমরা দেখি মা তাঁহার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে জীবন্তরূপে প্রকাশিত এবং সেই ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের স্বর্গীয় সহবাসরূপ বাতাস বর্দ্ধমান করিয়া আমাদিগকে উৎসবানন্দ সম্ভোগ দান করিতে প্রকট হইয়াছেন। তাহা হইলে আমরা প্রকৃত ভাবে এই মহোৎসব সম্ভোগে কৃতার্থ হইব।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ঈশ্বর-দর্শন।

যাহার চক্ষু আপনার প্রতি আর আর সকল বস্তুর প্রতি একেবারে অন্ধ, সেই অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর দর্শন করিতে সক্ষম হয়।

অশোকের অসম্প্রদায়িকতা।

অশোকের বিধি সকলের মধ্যে, নির্ম্মলিখিতটী কোন পর্ব্বতে খোদিত ছিল ; "কেহ যেন কেবল আপনার সম্প্রদায়েরই প্রশংসা না করে কিম্বা অন্য সম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ বা তাহাকে ঘৃণা না করে। সকল সময় অন্য সম্প্রদায়ের যাহা কিছু ভাল তাহা গ্রহণ করিবে, তাহাতে আপনার সম্প্রদায়ের উপকার ও মঙ্গলই হইবে। অন্য সম্প্রদায়ের অপমান করিলে আপনারই ক্ষতি হয় এবং তাহারও ক্ষতি করা হয়। অতএব মিলনই শ্রেষ্ঠ, কেন না তাহাতে পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম কি জানিতে পারেন এবং তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে পারেন।"

শাস্ত্র-সমন্বয়।

খৃষ্ট শাস্ত্র ম্যাথু ৫। ৪৩। ৪৪ :—শত্রুকে প্রেম করিবে, যে অভিসম্পাত করে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। যে তোমাকে ঘৃণা করে তাহার মঙ্গল কর। প্রার্থনা কর তাহার জন্য যে ব্যক্তি তোমাকে ঘৃণা করে কিম্বা তোমাকে নির্য্যাতন করে।

মহাভারত বলেন :—অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে।

ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্মকে জয় করিবে। সৎকর্ম্ম দ্বারা অসৎকর্ম্মের জয় করিবে। সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে।

গৃহে শত্রু আসিলেও তাহার আতিথ্য সৎকার করিবে, যেমন বৃক্ষকে যে ছেদন করে বৃক্ষ তাহা হইতে ছায়া প্রত্যাহার করে না।

মহা স্বর্গারোহণ

ইতিহাসে বর্ণিত আছে সেই ভীষণ রজনীর কথা, যে রজনীতে গেথসিমেনীর প্রান্তরে শিষ্যগণ রাত্রি জাগরণে প্রতিক্ষা করিতেছিলেন, কখন শত্রু হস্তে প্রিয় আচার্য্য পতিত হন।

কোশীম গ্রামের সালবনেও একদিন প্রাণের তত্ত্ব গাথা, বোধিসত্ত্ব কখন দেহমুক্ত হইয়া শিষ্যগণকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এই ভাবনায় প্রিয় আনন্দ অনুরুদ্ধ প্রভৃতি অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারীর ভীষণ রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মহাসংযমী নবযোগীর "বাবা" "বাবা" "মা মা" "মা মা" ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ে ভেদ করিয়া নিদ্রাহীন আত্মজন প্রিয়জন দীন হীন কাঙ্গাল সেবকজনের বক্ষে যে অশনি পতনের ন্যায় প্রতিঘাত হইয়াছিল, তেমন কি আর কোথাও বর্ণিত আছে?

সে জাগরনী রজনী সে মর্ম্মভেদী বাণী স্মরণে মহা পাষাণও বিগলিত হয়। মহামৃত্যুর ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি যে কি, এমন কে সেখানে ছিলেন যিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই? তায় এ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ অর্পণ করিলেও সে প্রিয় প্রাণ, সে প্রাণের প্রাণ, যদি দেহে প্রাণ পান, কাহার না প্রাণে সে আকুলতা অনুভূত হইয়াছিল?

গভীর রজনীতে সজলনেত্রে যখন সঙ্গীতাচার্য্য গাইলেন, "বিপদ আঁধারে মা তোর এ কি রূপ ভয়ঙ্কর!" সকল ক্রন্দনই নিস্তব্ধ হইল, সে বেদনাতেও যোগের হাসি সে দিব্যমুখে উদ্ভাসিত হইল? এ ক্রন্দন তবে কিসের? কাহার জন্য? মহা যোগে তবে ত এই যে এ ভীষণ মৃত্যুও পরাজিত।

৮ই প্রত্যুষের সূর্য্যোদয়ে সমস্বরে সমবেত ব্রহ্মস্তোত্র কোথায় সে রোগের যাতনা, সে শোকের বেদনা, একেবারে প্রশমিত করিল।

শেষ "মা মা" "মা মা" "বাবা" "বাবা" বলিতে বলিতে ভক্তির অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত হইতে হইতে যখন সেবকবক্ষে পদ রক্ষা করিয়া সে দিব্য দেহ মুক্তি হইলেন।

এই যে "জ্যোতির কোলে জ্যোতি," "চিন্ময়ের কোলে চিন্ময়" "বৃহচ্চন্দ্রের কোলে কেশবচন্দ্র" উত্থান করিলেন, হাসি আর ধরে না যে, সে মুখে।

"কে বলে মরণ এ যে নূতন জীবন। আয়রে জগদ্বাসী, দেখে যা একবার আসি (আমার) কেশবচন্দ্রের হাসি, (ও যে) হাসি হাসি যায় চলি, যায় অমর ভবন।"

প্রকৃত বিশ্বাস।

অমরত্বে বিশ্বাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিশ্বাস আশায় জীবন ধারন করে। ভবিষ্যতই ইহার বাসস্থান। উহা ইহকাল ও পরলোকের নশ্বরতা স্বীকার করিয়া পরলোক ও অনন্তকালের বাস্তবতার উপর জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে। সত্যই এ সংসার এক খেলনার দোকান এবং কাল এক প্রবাহবতী স্রোতস্বতী, সেই জন্য প্রকৃত জ্ঞান উভয়কেই বর্জ্জন করে।

যারা নির্ব্বোধ, তারা এই খেলনাগুলিতে আনন্দ পায় ও নশ্বর বস্তু উপভোগ করে। কিন্তু বিশ্বাস তাহাতে প্রতারিত হয় না উহা সত্য বস্তুর অনুসন্ধান করে। বিশ্বাস বেশ বোঝে যে, এ সংসারে সমস্তই ক্ষণস্থায়ী ও অসার সেই জন্য কখনও উহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্নেহ অনিত্য বস্তুর নিকট বিক্রয় করে না। অসার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপরে, বিশ্বাসও উহার সুখ দুঃখের উর্দ্ধে স্থান।

পার্থিব দুঃখ কষ্ট উহাকে যাতনা দিতে পারে না বা পার্থিব ইন্দ্রজাল উহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, কারণ উহাদের প্রভাব বিশ্বাস মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে। বিশ্বাস এক অভিনব সৃষ্টি। উহা দেহের বিনাশ করে ও আত্মার পুনর্জ্জন্ম প্রদান করে।

সুতরাং বিশ্বাস ইহ সংসারের ভীতি ও প্রলোভনের নিকট মৃতবৎ এবং ঈশ্বর ও অনন্তের নিকট জীবন্ত। উহা অনন্তের বাস্তবিকতার দ্বারা সদা পরিবেষ্টিত থাকে ও উহার নিরেট ভূমির উপর দৃঢ়ভাবে বিচরণ করে, উহার সতেজ শস্য ভক্ষণ করে ও অসীম আত্মার কোলে উহার অনন্ত জীবন প্রসারিত করে।

বিশ্বাস পরলোকে বাস করে ও সম্পূর্ণরূপে অমর জীবনে প্রয়াসী। এই ক্ষুদ্র জগতে আত্মার প্রস্তুতির সময় বিশ্বাসের গুরুতর চিন্তা নিযুক্ত হয়। এইরূপে যেথায় অপরে চঞ্চল আমোদ প্রমোদে খেলা খেলনা ক্রয় করে তথায় বিশ্বাস অমরত্বের নিমিত্ত খাদ্য ও সংযম আয়োজন করে। বিশ্বাসের হৃদয় মৃত্যুর পরপারে এক বিশাল রাজ্যে বাস করে। তথায় উহার প্রকৃত গৃহ ও প্রকৃত পিতাকে চিনিতে পারিয়া আশ্বস্ত হয়।

পরলোক উহার নিকট এক মনঃকল্পিত ধারণা নহে। গৃহের এক বাস্তব দৃশ্য। তথায় উহা তাহার অনন্তকালের মধুর ও সুখময় গৃহে তাহার পারিবারিক সুখ অনুভব করে। কিরূপে সে গৃহকে সুখময় করিবে উহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও সাধনা।

দুঃখভোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া এবং পাপ মুক্ত ও মৃত্যুঞ্জয় হইয়া অসীম করুণাময় পিতার অধীনে সেই গৃহে অনন্তকাল বাস করাই তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা।

(ক্রমশঃ)

—•—

মহর্ষি ঈশার পিতৃ-রাজ্য

(প্রাপ্ত)

যখন ভীষণ পাপাচার, অত্যাচার, এমন কি ধর্ম্মের নামেও ভীষণ ভীষণ পাপের প্রশ্রয় চলিতে লাগিল, জগতের সেই দুর্দ্দিনে স্বয়ং বিশ্ব-নিয়ন্তা তাঁর প্রিয় সন্তান ঈশাকে ধরাবক্ষে পিতৃ-রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি ঈশা দেবাদিদেব ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রিয় সন্তান হইয়াও দীনবেশে "পিতার প্রেম-রাজ্য আসিতেছে তোমরা সব মন ফিরাও এবং তোমারা প্রেমে রাজা প্রজা, নর নারী ধনী দরিদ্র মিলিত হও" কেবল এই কথা বলিয়া ঈশা স্বর্গীয় প্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিতেন। প্রাণাধিক ঈশার উপদেশ, তাঁর আকুল প্রাণের প্রার্থনা, তাঁর সুমধুর আহ্বানের মধ্যে কেবল পবিত্র প্রেমের সৌরভ ও দুঃখী, অনাথ ও নিপীড়িতদের প্রতি সমবেদনার পরিচয়ই আমরা পাইয়া থাকি। পুত্রত্বের অবতার ঈশা, তাঁর সমস্ত জীবনটাই প্রেমে উজ্জ্বল; তাই তিনি প্রেমের কথা ও শান্তির সমাচার প্রচার করিতেন—তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য প্রেমময় পিতার প্রেম-রাজ্য স্থাপন করা, তাই তিনি সজনে, নির্জ্জনে পিতৃ-ভক্তি ও ভ্রাতৃ-প্রেম সাধন করিতেন, বলিতেন—"আমি ও আমার ভাই, ভগিনী এক। আমাতে সমস্ত জগৎ ও আমি সমস্ত জগতের এই প্রকাণ্ড ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া পিতার মধ্যে বাস করিব, তিনিও আমাদের মধ্যে বাস করিবেন।" মহর্ষি ঈশার শ্রেষ্ঠ উপদেশ —"তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরাও তেমনি পূর্ণ হও।" ইহাতে কি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় না যে আমরা অনন্তকাল কেবল পিতৃ-রাজ্যে নিরাপদে বাস করিব? তাই পবিত্রাত্মা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁর বর্ত্তমান নববিধানে পিতার সহিত পুত্র কন্যা-গণের ও প্রভুর সহিত দাসগণের, রাজার সহিত প্রজাগণের, মহাপ্রেমের চির মিলন ঘোষণা করিতেছেন, পবিত্রাত্মা তাঁর নববিধানে বলেন, "স্বর্গের রাজরাজেশ্বরের প্রতিনিধি জানিয়া হে মানব সন্তানগণ! তোমাদের রাজাকে তোমাদের ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান কর, তিনি তোমাদের রক্ষক হইয়া তোমাদের জন্মদাতা পিতার ন্যায়, ভক্তি পাইবার অধিকারী," আবার স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের রাজাকেও বলিতেছেন, "হে রাজন্! এই অগণ্য মানবমণ্ডলীকে তোমার রক্ষণাধীনে আমি স্থাপন করি-য়াছি; তুমি তোমার পুত্র কন্যাস্থানীয়, এই সকল নর নারীকে সযতনে রক্ষা কর" বর্ত্তমানে সত্যই কি রাজা ও প্রজা উভয়েই পবিত্রাত্মার এই মহান্ অনুজ্ঞা পালন করিবেন না? মহাপ্রেমের নববিধানে জগতেরর অশান্তি, অত্যাচার, এবং যুদ্ধবিগ্রহের জন্য পিতৃ রাজ্য এখনও প্রতিষ্ঠা হইল না দেখিয়া সত্যই যে মহর্ষি ঈশা তাঁর প্রাণাধিক ভাই বিশ্বমাতার কোলের শিশু ও ব্রহ্মানন্দকে লইয়া সদলে গভীর ক্রন্দনে স্বর্গ মর্ত্ত্য আন্দোলিত করিতেছেন। তাই আমরাও কাতর প্রাণে প্রার্থনা করি, হে পরম পিতা! ভক্তগণের প্রাণের ক্রন্দন, তুমি দূর করিয়া ধরাবক্ষে তোমার শান্তি ও কুশলের রাজ্য আনয়ন কর।

ব্যথিত সেবক

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—•—

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের একচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক।

গত ৮ই জানুয়ারী নবপ্রতিষ্ঠিত আলবার্ট হলে পরলোকগত আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের পুণ্যস্মৃতি পূজা উপলক্ষে সন্ধ্যায় এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় বহু জনসমাগম হয়, বিশপ এফ, বি, ফিশার শ্রীমতী ফিশার, রায় বাহাদুর হরিধন দত্ত সার্ কে, জি, গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, সত্যানন্দ বোস, ময়ুরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, স্বামী করুণানন্দ, প্রভৃতি তাঁহার বহু ভক্ত, বন্ধু ও গুণগ্রাহী ভদ্রমণ্ডলী, সভায় উপস্থিত ছিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। "ভকত জীবনে হরিলীলা কর দরশন" সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সময়োপযোগী একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া শ্রদ্ধা প্রীতি বিজড়িত, নাতি দীর্ঘ একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন "যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি হেয়ার স্কুল ত্যাগ করিয়া ছাত্ররূপে আলবার্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন।" (বর্ত্তমান আলবার্টহল পূর্ব্বে স্কুল ছিল) কেবল এই মহাত্মার সংস্পর্শে আসিবার জন্য; কারণ যে সকল বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র, বাঙ্গালার ও ভারতের চিন্তাস্রোতে সমভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা এই আলবার্ট স্কুলেই প্রদত্ত হইয়াছিল এবং তিনি উহার অন্য-তম প্রতিষ্ঠাতা ও ইহা আজ বৃহৎ প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে ইহাতে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চিরবিজড়িত থাকিবে। তাহার মানসপটে এখনও তাঁহার সেই ভবিষ্যৎ যুবক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতি স্নেহ ভালবাসাপূর্ণ হাসিমুখ উজ্জ্বল রহিয়াছে। বক্তা তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কার্য্যাবলীর বিবরণ দিয়া, কেশবচন্দ্র একজন ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষার সংস্কার ছিলেন এবং যিনি তাহার পবিত্র সঙ্গ পাইয়াছেন তিনি তাঁহাকে কখনই ভুলিতে পারিবেন না ইত্যাদি এই মহৎ জীবনের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন ও কিছু পাঠ করেন। পুস্তকালয় সম্বলিত এই আলবার্ট ভবন যাহাতে

জাতিধর্ম্ম বর্ণনির্ব্বিশেষে, সর্ব্ববিধ সামাজিক, রাজনৈতিক সম্প্রদায় বন্ধুভাবে এখানে একত্র মিলিতে পারেন তার এই এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ইঁহার ক্রমে উন্নতি হয় এবং উহাতেই কেশবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি রক্ষা হইবে এই বলিয়া বক্তা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

তৎপরে বিশপ ফিশার বক্তৃতা করেন। স্বাধীন আমেরিকাবাসীর ভারত প্রীতিপূর্ণ বক্তৃতায় সে দিন শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার জীবদ্দশায় আমেরিকা, ইউরোপের জগতে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রভাবের কথা বলেন। কেশবচন্দ্রের উদার চরিত্রের অসাম্প্রদায়িক ভাব, ঈশ্বর প্রতি প্রেম, এই দুটি গুণই তাঁহার বিশেষত্ব। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি পাওয়া দুর্লভ। বর্ত্তমান সময়ের জন্য যিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা একান্ত প্রয়োজনীয়; ভারতের সমস্ত জাতির পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব, মিলন এবং প্রেম এ তিনটি প্রতিষ্ঠা করাই পাশ্চাত্যে তাঁহার বাণী ছিল। গত কয়েক বৎসর মহাসমরের পর, পাশ্চাত্য আজ তাহার জীর্ণ ও নিষ্প্রভ সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝিতে পারিয়াছে ও এখন ভারতের সেই বাণী জগতে একান্ত প্রয়োজন। আজ সেই বাণী যাহা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং যাহা আজও ভারতকে অন্য, অন্য দেশ অপেক্ষা উর্দ্ধে স্থান দিয়াছে, তাহা আবার ভারতের অন্তরাত্মার সচল বিগ্রহ মহাত্মার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া, পৃথিবীর চিন্তাজগতে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়াছে এবং ভারতের অন্তরাত্মার বাণী বলিয়া রবীন্দ্রের বাণীও পাশ্চাত্য জগৎ আদরে গ্রহণ করিতেছে, সুতরাং ভারতের এই বাণী যাহা তাঁহাকে যুগ যুগান্তের অমর করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহা পৃথিবীর সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রে সমান ভাবে সমাদৃত হইতেছে, সেই বাণী জগতে প্রচার যাঁহারা করিয়াছেন ও করিতেছেন কেশবচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রদূত। বিশপ ফিশার ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে আমেরিকাবাসকালীন, অনেক বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সে দিনও তিনি এই বাণী দিয়া ঋষি প্রসবিনী ভারতমাতা ও তাঁহার বিশিষ্ট সন্তানগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা সমাপ্ত করেন। তিনি বলেন, "হে ভারত! তুমি যুগযুগান্তর ধরিয়া যে উচ্চ আদর্শ রাখিয়াছ তাহা ভুলিও না। ভুলিও না, তোমার সেই শান্তি, আত্মত্যাগ, সেবা ও তীব্র ব্রহ্ম অন্বেষণের আদর্শ যাহা তোমাকে সকল দেশ অপেক্ষা বিশিষ্ট ভাবে স্বতন্ত্র করিয়াছে জগতের দ্বন্দ্ব কোলাহলে তাহা কখনও বিস্মৃত হইও না।"

তারপরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন যে, তাঁহার তরুণ বয়সে তিনি ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত একাধিক বিষয় লইয়া কেশবচন্দ্রের সহিত সমালোচনা করিতেন, কিন্তু যখন তিনি স্বর্গারোহণ করেন তাহার মনে হইল, ভারতাকাশ হইতে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র পতিত হইল, তিনি বঙ্গদেশের ভাগ্যাকাশে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্মশানঘাটে শবদাহ দেখিতে পান নাই সে আজ ৪০ বৎসরের কথা। তখন তিনি "বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দেহ ত্যাগের পর তিনি সমস্ত মতবৈষম্য ভুলিয়া গিয়া তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ উক্ত পত্রিকায় তাঁহার জীবন ও কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে তৎকালীন স্বনামখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারও তীব্র প্রতিবাদ করেন, নববিধান প্রচারক প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্রের জীবনী প্রণয়নের সময় উক্ত প্রবন্ধটী পুস্তকের মুখবন্ধে পুনঃ মুদ্রিত করেন। কেশবচন্দ্রের পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হইলে যখন তাঁহার সূক্ষ্ম প্রকৃত জীবন সকলের নিকট প্রকাশিত হইল, তখন তাঁহারা কেশবচন্দ্রকে বুঝিতে পারিলেন। বক্তা বর্ত্তমান ভারতের স্বরাজ সংগ্রামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, "সর্ব্বপ্রথমে কেশবচন্দ্রই স্বাধীনতার শিঙ্গা বাজাইয়া গিয়াছেন, যদিও তিনি 'স্বরাজ' শব্দ ব্যবহার করেন নাই তথাপি তাঁহার পশ্চাতে নিহিত মূল সত্য সেই জাতির মুক্তির দিকে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন।" কেশবচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনের উপর খুব জোর দিয়া গিয়াছেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা না আসিলে জাতি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র বজায় রাখিয়া ধর্ম্মে, চিন্তায়, কর্ম্মে স্বাধীনতা যাতে লাভ হয় তাহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন; বিবেক প্রণোদিত হইয়া তিনি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বহু দেববাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, "ব্যক্তিগত ও জাতীয় বিচিত্র ভাবগুলির সামঞ্জস্য রক্ষার ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।" শেষে বক্তা যুবকগণকে তাঁহার জীবনী ও পুস্তকাবলী পাঠ করিতে উপদেশ দিয়া তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ভারতীয় জীবনের সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষেত্রে ও বর্ত্তমান রাজনীতি জীবনে কেশবচন্দ্রই ধর্ম্মানুমোদিত সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন তাহা বলিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বোস প্রভৃতির বক্তৃতান্তে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। এইরূপে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া, অনেক রাত্রিতে সভা ভঙ্গ হয়।

কলিকাতা
নববিধান প্রচারাশ্রম,
১৩।১।২৫

শ্রীভুবনমোহন।

আবার সেই দিন।

(শ্রীব্রহ্মানন্দের স্মৃতি উপলক্ষে)

১

সে দিন আবার আসিল আবার,
দেখেছি যে দিন ভারত-শ্মশানে,
ঋষি মূর্ত্তি সেই ঋষি-তনয় আর
সেই স্মৃতি আজ জাগিল পরাণে!

২

পেয়েছি সে দিন   শোকের গাথায়
কমলকুটীর (স্বামী) কমলকুটীরে
আর না বিরাজে   সে মূর্ত্তি তথায়
সেই স্মৃতি আজ আসিল কি ফিরে!

৩

সেই মূর্ত্তি তাঁর   "পাহাড়ী বাবার"
সেই দৃশ্য যাহা দেখেছি নয়নে
"নববৃন্দাবনে"   আর কি তাহার
সে মূর্ত্তি ফুটিবে ভারত-ভবনে!

৪

সেই মূর্ত্তি তাঁর   নীরব যখন
শত শত চক্ষু তাঁহার উপরে,
সেই "নৃপেন্দ্রের"   সজল নয়ন
সেই যে দেখেছি "সুনীতি দেবীরে।"

৫

সেই যে "সাবিত্রী"   "করুণাচন্দ্রের"
সেই যে সজল নয়ন সবার
শিশু আই ভগ্নি   আর সকলের
আঁকা আছে আজো হৃদয়ে আমার!

৬

নগরের পথে   ফুলমালা গলে
সেই ঋষি সেই নীরব শয্যায়।
সেই মূর্ত্তি হেরি   পুরনারী দলে
দ্বিতলে ত্রিতলে কাতারে দাঁড়ায়,

৭

অন্তঃপুর হ'তে   কুল-নারী দলে
ফুলমালা নিয়ে সেই দেহ 'পরে
অন্তঃপুর হ'তে   দ্বিতলে ত্রিতলে
ফুল যেন ফেলে সবে ভক্তিভরে।

৮

সেই শ্মশানেতে   চিতায় শয্যায়
কোটী চক্ষু হায়, পড়েছিল তার,
সেই দিনে সেই   গঙ্গার বেলায়
বাঙ্গালী ইংরাজ কাতারে দাঁড়ায়!

৯

সেই দিনে তার,   সেই "বঙ্গবাসী"
গেয়েছেন কত তাঁহার ভাষায়
বহু দিন পরে   ভারত নিবাসী
দেখে ঋষি-তত্ত্ব আজ ভেসে যায়!

১০

কেঁদেছে ভারত   কেঁদেছে সবাই,
"হিমালয়" হ'তে "কুমারীকা" তীরে
কেঁদেছে সবাই   অশ্রুজলে ভাই,
কেশব নাহিক কমলকুটীরে!

১১

"এসিয়া" "য়ুরোপ"   "মার্কিন" ভূমেতে
শোকের তরঙ্গ গিয়াছে ছুটিয়া,
শোক সমাচার   গৃহেতে গৃহেতে
কাঁদিলেন ভাই "রাণী ভিক্টোরিয়া"।

১২

কেশব প্রস্থানে   "কেশব প্রয়াণ"
লিখেছিনু ভাই পীড়ার শয্যায়।
প্রস্তরে লিখিত   পাথার সমান
এখনো রয়েছে হৃদয় গাথায়!

১৩

কি কাঁদিব আর   কাঁদিবার নাই
তাঁর ইচ্ছাপূর্ণ করেছেন তিনি,
তাই এস সবে   বলি শুধু তাই
বিধানে তাঁহার বিধান জননী।

বাঁকিপুর।   শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

৮ই জানুয়ারী।

(লক্ষ্ণৌ ব্রহ্মমন্দিরে, ৮ই জানুয়ারী উপলক্ষে উপদেশের সারাংশ)

অদ্যকার দিন ভারতবাসীর পক্ষে সামান্য দিন নয়। যাঁর পবিত্র স্মৃতিতে এ দিন পরিপূর্ণ তিনি ভারতবাসীর বিশেষ শিক্ষা ও বিশেষ কল্যাণের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত। অতএব এ দিনকে আমরা কখন সামান্য দিন মনে করিতে পারি না, অন্য দিনের মত এ দিনের ব্যবহার করিতে পারি না। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের শিক্ষা, তাঁহার আদর্শ, তাঁহার জীবন আজ আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়। প্রতাপচন্দ্র বলেন, "তিনি বর্ত্তমান হিন্দুজাতির বিশেষ ধর্ম্মোৎকর্ষহেতু প্রেরিত হইয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর অসীম আদর্শ, বিবিধ ও বহুল ধর্ম্ম-দর্শন, তাঁর ধর্ম্মশিক্ষা, এ সময়ে দেশের সকল লোক গ্রহণ করিতে বাধ্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বাধ্য। গ্রহণ না করিলে সত্যধর্ম্ম বুঝিতে পারিবার ও সাধন করিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের যে নূতন গতি ও নূতন কার্য্য হইবে সে সমস্ত তাঁর প্রদর্শিত পথে এবং তাঁর কীর্ত্তি তাঁর ভাব চরিত্র অবলম্বন করিয়া হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না।" ধর্ম্মরাজ্যের ইহা একটী নিশ্চিত সত্য কথা যে,

ঈশ্বর মানুষের কল্যাণের জন্ত যখন যাহা প্রেরণ করেন তাহা গ্রহণ না করিলে তাহার উপযুক্ত উন্নতি হইতে পারে না। অতএব কেশবচন্দ্র যখন ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাদের নিকট প্রেরিত, তখন তাঁহার প্রতি যথোচিত বিশ্বাস, ভক্তি ও বাধ্যতা অর্পণ না করিলে আমাদের ধর্ম্মোন্নতি কখন পূর্ণ হইতে পারে না।

আমাদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান এই যে, তিনি আমাদের আচার্য্য। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে বিশেষ কোন সমাচার, বিশেষ কোন আদর্শ, তিনি আমাদের নিকট আনিয়াছেন। তাঁহার নিজের সমস্ত জীবনের দৃষ্টান্ত সে সমাচার সে আদর্শ সমুজ্জ্বল। তিনি নিজে ঈশ্বরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন এক বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল। কি তাঁহার প্রার্থনা ও বিশ্বাস বল, কি তাঁহার উপাসনার মধুরতা ও গভীরতা, কি তাঁহার ভাব ও ভক্তির তরঙ্গ, কি তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা যাহা সংসারের সকল সম্বন্ধে পরিস্ফুটিত। ঈশ্বরের সহিত এই সম্বন্ধ হেতু সমস্ত মনুষ্যজাতির সহিত তাঁহার নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। সকল কালের সকল দেশের প্রেরিত মহাপুরুষ, ধর্ম্মাচার্য্য এবং নানা বিষয়ে যাঁহারা সত্য শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন—বিজ্ঞানই হউক কি অন্ত বিষয়ে হউক তাহাদের সকলের সহিত সম্বন্ধ নিকটতর ও গভীরতর হইল। তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত, সকলেই এক অখণ্ড সত্য প্রচার করিতেছেন।

ঈশ্বরের সহিত প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের নিকট যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের সর্ব্বদা অনুসরণের বিষয়। সে সম্বন্ধ না হইলে আমরা সংসারে থাকিয়া কখন ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারিব না। শুধু তাহা নয় সংসারের নানা সম্বন্ধের মধ্যে পারিবারিক বল, সামাজিক বল সকল সম্বন্ধের মধ্যে ঈশ্বরের উজ্জ্বল পবিত্র প্রেমমূর্ত্তির প্রকাশ সেই সম্বন্ধ হেতু দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈশ্বরের সহিত এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনের শ্রেষ্ঠ পথ আমাদের আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত উপাসনা প্রণালী। প্রতিদিন উপযুক্ত বিশ্বাস, ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত উপাসনা করিলে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যাইবে। সকল সাধু মহাপুরুষদিগের সহিত সম্বন্ধ নিকটতর হইবে। এই উপাসনাই আমাদিগকে বলিয়া দিবেন প্রতিদিন কিরূপে শুদ্ধ ও সংযত মনে আমাদিগকে জীবন যাপন করিতে হইবে। প্রতিদিন উপাসনা বিষয়ে আমরা যেন কখন অমনোযোগী না হই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু।

নববিধানের ভক্তিতীর্থ মুঙ্গেরে উৎসব।

৪ঠা পৌষ, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন, ঐ দিন প্রাতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক বরদা প্রসন্ন রায় ও ভ্রাতা গোপালচন্দ্র দে আমরা তিনজনায় পল্লীবাসীদের দ্বারে দ্বারে "ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম" এই উচ্চকীর্ত্তন করিয়া আসি ও বেলা ৯টায় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়, মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের উপদেশ পাঠ ও ঐ ভাবে কাতর প্রার্থনা এবং সঙ্গীতাদি হয়। ঐ দিন সন্ধ্যা ৬॥০টায় মন্দির মধ্যেই দেবর্ষি নারদের হরিনামে গভীর ভক্তি ও মত্ততা বিষয়ে শ্রদ্ধেয় বরদাকান্ত বাবু কথকতা করেন, নারদের মুখে হরিনাম শ্রবণ মাত্র দলে দলে পাপীগণ দিব্য ভাগবতী তনু ধরিয়া যমালয় হইতে স্বর্গে যাইতেছে, এ বর্ণনাটী অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। এখানকার কয়েকটী শিক্ষিত বাঙ্গালী এই কথকতা শুনিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গত ৫ই পৌষ শনিবার, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে মিলিত উপাসনা হয়, উপাসনার প্রথমাংশটী শ্রদ্ধেয় বরদা বাবু করিলেন ও শেষাংটী এ সেবকের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, এইরূপ মিলিত ভাবে উপাসনায় একটী স্বর্গীয় মিলনের ভাব অনুভূত হইয়াছিল। অদ্যই বরদা বাবু ভাগলপুর যাত্রা করেন। ঐ দিন সন্ধ্যার পর আমরা ৩।৪টী বন্ধু মন্দিরে সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা করি। ৬ই পৌষ, রবিবার, প্রাতে উপাসনা ব্রহ্মমন্দিরেই হয়, ভাই আশুতোষ রায়ের পরলোক সাম্বৎসরিক জন্য প্রার্থনা হয় ও রাত্রিতে সমাজে উপাসনা হয়, আজ ৩টী বিহারী ভদ্রলোক তাহাতে যোগ দেন। ৭ই পৌষ, সোমবার, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা। অদ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মে শুভদীক্ষার দিন স্মরণে প্রার্থনাদি হয়। সায়ংকালে এখানকার লেডি ডাক্তার প্রীতিভাজনীয়া শান্তিপ্রভা মল্লিকের প্রবাস ভবনে উপাসনা ও বিশেষ প্রার্থনা হয়। ৮ই পৌষ, মঙ্গলবার—অদ্য প্রাতে কলিকাতাযাত্রীগণ সহ ভাই প্রমথলাল সেন এই তীর্থোৎসবে আসেন, এ বেলা শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনার কার্য্য ও রাত্রিতে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

৯ই পৌষ, বুধবার—১০টার সময় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন, সায়ংকালীন আরতি ও আচার্য্যদেবের সমাধিচক্রটী আলোকমালায় শোভিত হইয়াছিল। সমাগত যাত্রীগণ ও স্থানীয় অনেকগুলি বন্ধু মোমের বাতি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া "জয় মাতঃ মাতঃ, নিখিল জগতপ্রসবিনী" কীর্ত্তনটী গান করিতে থাকেন। বহু দীপমালায় ব্রহ্মমন্দিরটী অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হয়, শেষাংশে ভাই প্রমথলাল সেন গম্ভীরভাবে ভক্তির সহিত আরতির প্রার্থনা পাঠ করেন, শেষে সঙ্গীত হইয়া কার্য্য শেষ হয়। ১০ই পৌষ, বৃহস্পতিবার—সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। অদ্য প্রায় ১০টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়, ভাই প্রমথলালই

আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা খুব মধুর ও ভক্তি ভাবপূর্ণ হইয়াছিল। উপাসনান্তে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই চন্দ্রমোহন দাস সেবক অখিলচন্দ্রকে লইয়া মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বাক্‌চি মহাশয়ের লিখিত ২২ বৎসর পূর্ব্বে যে উৎসব হইয়াছিল তদ্বিবরণ পাঠ ও আলোলোচনা করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেও তিনি একটী বৃদ্ধ বন্ধুকে লইয়া ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন হয়, ভ্রাতা যামিনীকান্ত কোঁয়ার ভক্তি ও অনুরাগ ভরে নিশাকালের উপাসনা করেন। তাঁহার প্রার্থনাদিতে মহর্ষি ঈশার জীবনের উচ্চতত্ত্ব প্রকাশ হয়। ঐ দিন রাত্রিতে ও পরদিন ১১ই পৌষ, ২৭শে ডিসেম্বর রাত্রিতে এখানকার বাণীমন্দিরে ম্যাজিকলণ্ঠন যোগে ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে নববিধানে তাহার পরিণতি বিষয়গুলি চিত্রপটে প্রদর্শন করাইয়া প্রফেসার জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী দর্শকবৃন্দকে বিমোহিত করেন। ১১ই পৌষ প্রাতের উপাসনা ভাই প্রমথলালই সম্পন্ন করেন। এবার সাধু ভক্ত দল লইয়া মা ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন ও ভক্তদের বসবাস নূতন করিয়া এখানে হচ্ছে, আর আমাদের নিরাশ হওয়ার কারণ নাই, ভাই প্রমথলালের মধুর আরাধনা ও প্রার্থনাতে তাহাই প্রকাশ পায়। ১২ই পৌষ, শনিবার, প্রাতে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন, ঐ দিন সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে প্রথমে সংকীর্ত্তন ও পরে একটী পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১৩ই পৌষ, রবিবার, যাত্রীদল মধ্যে অনেকেই পীরপাহাড়ে নির্জ্জন সাধনার্থে গমন করেন, কেহ কেহ ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। সায়ংকালে রবিবাসরীয় উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সম্পন্ন করেন। ১৪ই পৌষ, সোমবার, প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে প্রিয়তম জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী খুব অনুরাগ ভরে মধুরভাবে ব্রহ্মোপাসনা করেন, অদ্যও প্রিয় জ্ঞানাঞ্জন বন্ধুগণ সঙ্গে বিহারবাসীদের চিত্র দেখাইয়া, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুঃখের বিষয় হিন্দিতেই দর্শকবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। ১৫ই পৌষ, মঙ্গলার, উপাসনার কার্য্য এই সেবককেই করিতে হয়। অদ্য যাত্রীদল একত্রে প্রীতিভোজন করিয়া অনেকেই অপরাহ্ণে কলিকাতায় যাত্রা করেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। ১৬ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর, রাত্রিতে এই ব্রহ্মমন্দিরে বর্ষশেষ ও উৎসবের শান্তি বাচন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা এ দাসকেই করিতে হয়; ভ্রাতা গোপাল চন্দ্র দে ও শ্রীমান্ বিধানভূষণ সকাতরে প্রার্থনা করেন। মা বিধানজননী কৃপা করিয়া তাঁহার কয়েকটী দীন সন্তানকে লইয়া বিচিত্র প্রকারে ভক্তিতীর্থে উৎসবানন্দ বিধান করিয়াছেন। এবার মার একটী নূতন লীলা দেখা গেল যে, মা চিন্ময়ীজননী, অন্তরালে থাকিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে তাঁর পুত্রগণকে কয়েকদিন উৎসবের মধুর রস পান করাইলেন। চিন্ময়ী মা, চিন্ময়ী থাকিয়াই সন্তানদের অন্ন ব্যঞ্জন যোগে প্রতিপালন করিলেন। জানি না মাতৃবেশধারিণী জননী ও ভগিনী এবং কন্যাগণ কেন এবার ভক্তিতীর্থে তাঁদের পদধূলি দিলেন না, মার সব লীলাই মধুময়। তাই নববিধানের ভক্ত গায়ক গাহিলেন, "মা আমার আনন্দময়ী করেন আনন্দে প্রসাদ বিতরণ, মা আপনি রাঁধেন, আপনি বাড়েন, আপনি করেন পরিবেশন," এবার ভক্তিতীর্থে মা স্বয়ং সেই দৃশ্যই দেখিয়া কাঙ্গাল যাত্রীদের কৃতার্থ করিয়াছেন।

মুঙ্গের, নববিধান ব্রহ্মমন্দির,
৯ই জানুয়ারী, ১৯২৫।

তীর্থানুরাগী ভৃত্য
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—০—

রাজা রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মোপাসনা।

ওঁ তৎসৎ।

মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা, দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ করা।

১। পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে আপনার আয়ুর এবং দেহের আর সমুদায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সমীহ করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্ব্বদা কর্ত্তব্য যে, যাহা করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরস্পরের সাক্ষাতে করিতেছি ও কহিতেছি।

২। পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হরণের নিয়ম এই যে, অপরে আমাদের তুষ্টির কারণ হয়, সেইরূপ ব্যবহার আমরা অপরের সহিত করিব, আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয়, সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্যের সহিত কদাপি করিব না।

পরস্পরকে এক নিয়ন্তা প্রভুজ্ঞান করা, আর তাঁহার সর্ব্বসাধারণ জনেতে স্নেহ রাখা, আমাদিগকে পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র করিতে পারে, ধনাদি যে তাহার সামগ্রী সুতরাং তাহার আকাঙ্ক্ষীত, তেহোঁ নহেন পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমেবহি। নোপকারাৎ পরোধর্ম্মো, নাপকারাদঘং পরং।

ব্রহ্মোপাসনার সংক্ষেপ ক্রম এই :—

ওঁ তৎসৎ॥ ১॥—১। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্য।

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম॥ ২॥—২। একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য।

এই দুইয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে শ্রবণ এবং চিন্তন করিবেক। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্য ভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি এই শ্রুতির পাঠ এবং ইহার অর্থ চিন্তন কৃতার্থের হেতু হয়। অর্থ চিন্তনের ক্রম সংস্কৃতে এবং ভাষাতে জানিবেন।

যস্মাল্লোকাঃ প্রজায়ন্তে যেন জীবন্তি জন্তবঃ। যস্মিন্ পুনর্লয়ং যান্তি তদেবশরণং পরং॥ যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। যস্মাজ্জ্বয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে তদেবশরণং পরং॥ তরবঃ ফলিনো যস্মাদ্ যেন পুষ্পান্বিতা লতাঃ। যচ্ছাসনে গ্রহাযান্তি তদেবশরণং পরং।

যাঁহা হতে এই বিশ্বজন্মে পরপারে। জন্মিয়া যাহার ইচ্ছামতে স্থিতি করে॥ মরিয়া যাহাতে বিশ্ব ক্রমে পরে লয়। জানিতে বাঞ্ছত তাঁরে সেই ব্রহ্ম হয়।

তদ্রোক্ত স্তব তাঁস্থক বিচারে হয়। নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥ ১॥ ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপং। ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥ ২॥ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকানাং॥ ৩॥ পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপা বিনাশিন্ অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ব্যাপকাধীশ্বরাধীশনিত্য॥ ৪॥ বয়ং ত্বাং স্মরামো বয়ং ত্বাং ভজামো বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। বয়ং ত্বাং নিধানং নিরালম্বমীশং নিদানং প্রসন্নং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫॥

এ ধর্ম্ম সুতরাং গোপনীয় নহে।

মাঘোৎসব প্রস্তুতি সাধন।

শুভ ১লা জানুয়ারী, সুপ্রভাতে কমলকুটীরে নবদেবালয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেবের নবদেবালয় প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা পাঠ হয় ও বেলা ৯টায় ভাই প্রমথলাল সেন তথায় ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে উপাসনার কার্য্য করেন ঐ দিন নববিধান প্রচারাশ্রমে ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে উপাসনালয়ে শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করেন। ঐ দিন ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রীব্রহ্মানন্দ কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও পঠিত হয় এবং সন্ধ্যার সময় প্রচারাশ্রমে ঐ বিষয়েই আলোচনা হইয়াছিল।

২রা জানুয়ারী, প্রাতে ৭॥টায় প্রচারাশ্রমে উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল করেন। ঐ দিনে নববিধান সম্বন্ধে আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠাদি হয় এবং সন্ধ্যার পর শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ও প্রেরিতবর্গদিগের বিষয়ে আলোচনাদি হয়।

৩রা জানুয়ারী, প্রাতে প্রচারাশ্রমে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। এই দিনকার সাধনা মাতৃভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ।

৪ঠা জানুয়ারী, রবিবার, প্রাতে ৭টায় প্রচারাশ্রমে উপাসনা ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী করেন ঐ দিন সাধনার বিষয় ছিল—"গৃহ" সন্ধ্যার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনার কার্য্য শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস মহাশয় সম্পাদন করেন।

৫ই জানুয়ারী, সোমবার, প্রাতে প্রচারাশ্রমে ভাই প্রমথলাল উপাসনার কার্য্য করেন ঐ দিন সাধনার বিষয়—"শিশুত্ব" ভাই প্রমথলাল স্বভাবশিশু, সুতরাং তাঁহার উপাসনাদি ও প্রার্থনা তদনুরূপ হইয়াছিল, ঐ দিন সন্ধ্যা ৭টার সময় প্রফেসার জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় ম্যাজিকলণ্ঠন যোগে ভক্তশিশু প্রহ্লাদচরিত্রের সমস্ত চিত্রপট দেখাইয়া সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবর্গকে তাহা বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া বিমোহিত করেন। পরে কমলকুটীরবাসিনী শ্রদ্ধেয় ভগিনীগণ, উপস্থিত সকল নর নারী ও শিশুদিগকে মিষ্টান্ন যোগে জলযোগ করাইয়া প্রীতি করেন।

৬ই জানুয়ারী, প্রাতে ৭॥০টায় প্রচারাশ্রমে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন, অদ্যকার সাধনার দিন—"ভৃত্য সেবা", ঐ বিষয়ে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হয়। ঐ দিন বাটীতে আশ্রমের কয়েকজন ভৃত্যকে মালা চন্দন দিয়া বরণ করা হয়। ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ কয়েকটী হিন্দি সঙ্গীত করেন ও তাহাদের জন্য প্রার্থনা করা ও তাহাদিগকে কিছু বলা হয়, শেষে ভৃত্যদিগকে দধি চিড়া যোগে আহার করান হয়।

৭ই জানুয়ারী প্রাতে প্রচারাশ্রমে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করেন। ঐ দিনের সাধন—"দীনসেবা" উপলক্ষে আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ ও তদুপযোগী প্রার্থনা হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক

ভাই আশুতোষ।

যাঁহারা শেষে আসিলেন আগে চলিয়া গেলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভাই আশুতোষ একজন। হাবড়া জেলার কামনা গ্রামে ভাই আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। অমরাগড়ীর জমিদার বংশধর ভক্ত ফকীর দাস স্থানীয় যুবকদিগকে লইয়া যখন একটি "বন্ধু-সম্মিলনী সভা" সংগঠন করেন, তখন আশুতোষ গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পড়া শুনা করিতেছিলেন। কি জানি কি অলৌকিক ধর্ম্মাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তিনি পড়া শুনা ছাড়িয়া ফকিরের দলে গিয়া মিশিয়া গেলেন এবং নিজ গৃহ বাস ছাড়িয়া ফকিরের চির সঙ্গী হইলেন।

এখন হইতে ফকীরের ঘর বাড়ী আপনার করিয়া তাঁহার সকল কার্য্যের সহকারীতা করাই আশুতোষ জীবনের কার্য্য করিয়া লইলেন। ফকিরদাসকে যখন প্রতিবেশীগণ মহা নির্য্যাতন করেন আশুতোষ, যশোদাকুমার এবং অখিলচন্দ্র প্রভৃতি কয়জনই তাঁহার সেই পরীক্ষা সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তা সহকারে তাঁহার সে পরীক্ষা বহনে সহযোগী হন। ফকির দাসের ভিক্ষার সহকারী হইয়া তাঁহারাই দেশে দেশে পরিভ্রমণ

করিয়া বিদ্যালয় গৃহ, মন্দির এবং আশ্রম নির্ম্মাণে সহায়তা করেন। কিন্তু আশুতোষ যেমন ফকিরদাসের সঙ্গীত, সংকীর্ত্তনের সহকারী হইয়াছিলেন এমন আর কেহই নহে। গৌরচন্দ্রের সঙ্গে নিত্যানন্দের মিলন যেমন, ফকিরদাসের উন্মত্ত কীর্ত্তনে আশুতোষ যেন অনেকটা সেই ভাবেই সহকারীতা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আশুতোষ এই সঙ্গীত সংকীর্ত্তনের জন্যই পরে নববিধান মণ্ডলীতে বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। যদিও তাঁহার গলার স্বর তত সুমিষ্ট না হউক, ফকিরদাসের ভক্তিপ্রণোদনে এবং সঙ্গীতাচার্য্য চিরঞ্জীব শর্ম্মার অলৌকিক স্বর্গীয় সঙ্গীত শক্তি প্রভাবধীনে পড়িয়া আশুতোষ উষা-কীর্ত্তন এবং সঙ্গীত সংকীর্ত্তন দ্বারা পরবর্ত্তী সময়ে সকলকার বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন।

আচার্য্যদেবের দেহাবস্থানকালে আশুতোষ নববৃন্দাবন নাট্যাভিনয়ে "প্রেমলতার" অভিনয় করিয়া আচার্য্যদেবের যথেষ্ট প্রীতি আকর্ষণ করেন এবং তখন হইতে কলিকাতাস্থ বিধান মণ্ডলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ক্রমে ঘনীভূত হয়। ফকিরদাসের দেহবসান কাল হইতেই আশুতোষ প্রচার ব্রত লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, তাঁহার স্বর্গারোহণের পর শ্রীদরবার কর্ত্তৃক তিনি প্রচার ব্রতে অভিষেক গ্রহণ করেন এবং উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গৃহস্থ বৈরাগী জীবন যাপন করেন। হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় চুই বৎসর শয্যাগত থাকিয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর অমরাগড়াতে ভাই আশুতোষ দেহত্যাগ করেন।

বিশ্ব-সংবাদ

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছেন চন্দ্রে বড় বেশী মেঘোদয় হয় না। ভূমিতেই যথেষ্ট জলীয় ভাগ আছে তাহাতেই বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি প্রচুর জন্মাইয়া থাকে। এখানে প্রাণীও আছে। তবে চন্দ্রলোকবাসীগণ কেমন লোক এখনও জানা যায় নাই।

***

ব্যাভেরিয়া দেশবাসী ডাক্তার স্তোহর একটী জীবিত জন্তুর জীবন্ত হৃৎপিণ্ড অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা উৎপাটন করিয়া লইয়া অপর এক জন্তুতে সঞ্চার করিয়া দিয়া দেখিয়াছেন, উভয় জন্তুই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি আশা করেন মানুষেরও জীবন এতদ্রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা হৃৎপিণ্ড সঞ্চালনে বাঁচাইতে পারিবেন। মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময় আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধনবলে হয় ইহাতে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু দৈহিক ভাবেও হইতে পারে যদি বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতে পারেন অবশ্যই অদ্ভুত ব্যাপার হইবে।

সংবাদ।

নামকরণ—বিগত ২৮শে ডিসেম্বর, রবিবার, বাখিল নবাসী স্বর্গগত কালীকুমার বসু মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার সুকুমার বসু এম্, ডি. মহাশয়ের নবকুমারের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতা অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর নাম প্রতাপাদিত্য কুমার ও সন্তোষকুমার রাখা হইয়াছে। ভগবান শিশু ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে ঢাকা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় মহাশয় বাখিলে আসিয়া অনুষ্ঠান করেন। টাঙ্গাইল নিবাসী হরিদাস তালুকদার সুমিষ্ট সঙ্গীত দ্বারা উপাসনা মধুময় করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ অনেক ভদ্রমহিলা এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও পার্শ্বস্থ গ্রাম ও টাঙ্গাইল হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন আহারাদি করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বরাত্র হইতে ৩ শ্রেণীর বাস্তকর এবং আত্মীয় স্বজন অনেকে আসিয়া প্রায় সহস্র লোক ৩ দিবস আহার করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান অঙ্গীকৃত হইয়াছে:—কলিকাতা প্রচারাশ্রম ১০৲, (স্বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষ মহাশয়ের পরিবারের জন্য) ঢাকা মিশন ফণ্ড ৫৲, টাঙ্গাইল নববিধান সমাজ ৫৲, কলিকাতা আশ্রম অনাথ ৫৲, টাঙ্গাইল দ্বারকানাথ হাঁসপাতাল ১০৲, মূক-বধির বিদ্যালয় ৫৲, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ১০৲ মোট ৫০৲ টাকা।

গত ৩রা জানুয়ারী, শনিবার—কৃষ্ণনগরে তত্রত্য কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের ৪র্থ কন্যার শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু উপাসনা করেন এবং কন্যাকে "যূথিকা" নাম দিয়াছেন। বিধানজননী শিশু এবং তাহার পিতা মাতাকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

প্রস্তুতি—গত ১লা জানুয়ারী, সুপ্রভাতে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে "নবদেবালয়" প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা উচ্চারণে উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। সেবক প্রিয়নাথের জ্বর রোগ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাত্যহিক সাধনা মা করাইয়াছেন। ভ্রাতা যোতীন্দ্রনাথ বসু, রাজা রাম মোহন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক উপাসনা করেন। ৮ই জানুয়ারীর প্রাতঃকালীন উপাসনায় ভ্রাতা রসিকলাল রায় সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন। তাহার পর হইতে দৈনন্দিন সাধনায় সেবক পাঠাদি করিয়া থাকেন।

মুঙ্গের ভক্তিতীর্থ—১লা জানুয়ারী হইতে মাঘোৎসবের প্রস্তুতি সাধনা, প্রত্যেক দিন বিশেষ ভাবে উপাসনা ও সেবার কার্য্য, সেবক অখিলচন্দ্র রায় শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লককে সঙ্গে লইয় সম্পাদন করিয়াছেন। গত ৮ই জানুয়ারী যাতে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সমাধিক্ষেত্রে, সেবক অখিলচন্দ্র প্রিয় বিধানভূষণ ও গোপালচন্দ্র দে প্রভৃতিকে লইয়া বিশেষ ভাবে উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা ঐ দিন সমাধির পার্শ্বে গাছ তলায় হবিষ্যান্ন করিয়া রাত্রেও ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রার্থনায় যাপন করিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১৩ই জানুয়ারী, কাল্‌নাতে তথাকার উকিল শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ পাইনের গৃহে তাহার শশ্রুমাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনাদি হইয়াছে, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ শী প্রভৃতি সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শান্তিপুর হইতে কয়েকটী বন্ধু আসিয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। রাধিকা বাবুর সহধর্ম্মিণী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে তিনি নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, প্রচার আশ্রম ১০৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ড ৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, কলিকাতা অনাথ আশ্রম ৫৲ টাকা।

পরলৌকিক—গত ১৩ই পৌষ, হাওড়া খুরুট নিবাসী স্বর্গীয় কালীদাস দাসের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পাল উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন, দয়াময়ী মা পরলোকগত আত্মার মঙ্গল করুন। এই উপলক্ষে প্রচার আশ্রমে ২৲ টাকা সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে।

গত ১লা জানুয়ারী, হাবড়া বাটরা নিবাসী স্বর্গীয় হরকালী দাসের সাম্বৎসরিক দিনে উপাসনা হইয়াছিল। এবং তথাকার ব্রাহ্মমণ্ডলী প্রতি পরিবারে সপ্তাহে একদিন উপাসনা ও আলোচনা সভা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঐ দিন অপরাহ্নে ডাক্তার শরৎকুমার দাসের বাড়ীতে উপাসনা হইয়াছিল। স্থানীয় উপাসক ১৫।১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। উভয় উপাসনা ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পন্ন করেন।

গত ৮ই জানুয়ারী, দেরাদুনে ২৪নং লিটন রোডে "জ্যোতি সদনে" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে বৈকালে ৩॥০টার সময় উপাসনা হয়। মিসেস্ ঘোষ (Dr. B. C. Ghoshএর মা) উপাসনা করেন। সমবেত প্রার্থনার পর D. A. V. School and Collegeএর একজন এদেশী শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মিশ্র ব্রহ্মানন্দদেবের বিষয় দাঁড়াইয়া কিছু বলেন, এবং তৎপর আমি "The New Dispenation" গ্রন্থ হইতে "The mango orgument" এবং Pagal I, II, III and IV পাঠ করি এবং তৎপর জীবনবেদ হইতে "বিবেক" এবং "ত্রিবিধ ভাব" সম্বন্ধে পাঠ ক'র। তৎপর Mrs. Ghosh প্রার্থনা করিলে উৎসব শেষ হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মদের মধ্যে সবাই এবং অন্যান্য বাঙ্গালী, এদেশী এবং পাঞ্জাবী কেহ কেহ যোগদান করিয়াছিলেন। বেশ গম্ভীর ভাবেই সব হয়।—(হরেন্দ্রনাথ)

পঞ্চনবতিতম মাঘোৎসব।

কার্য্যপ্রণালী।

(আবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)

১লা মাঘ, ১৩৩১, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯২৫, বুধবার—সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে আরতি।

২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার*—"পরলোক" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় গীতাদি শাস্ত্র হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন।

৩রা মাঘ, ১৬ই জানুয়ারী, শুক্রবার*—সন্ধ্যা ৬॥০টায় কমলকুটীরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক বরণ।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জানুয়ারী, শনিবার*—বক্তৃতা বা কথকতা।

৫ই মাঘ, ১৮ই জানুয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥০টায় ও সন্ধ্যা ৬॥০টায় উপাসনা

৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী, সোমবার—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬॥০টায় প্রসঙ্গ।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার—"মঙ্গলবাড়ীর" উৎসব ও সন্ধ্যা ৬॥০টায় অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের কথকতা, ব্রহ্মমন্দির।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী, বুধবার—সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা।

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—শ্রীদরবারের উৎসব।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী, শুক্রবার*—প্রাতে ৯টায় কমলকুটীরে আর্য্যনারী-সমাজের উৎসব। সন্ধ্যা ৬॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক সভা।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী, শনিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥০টায় উপাসনা, সন্ধ্যা ৬॥০টায় বিশেষ উপাসনাদি।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী, রবিবার—"নববিধান-ঘোষণা"—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭॥০টায় কীর্ত্তন, ৮॥০টায় উপাসনা, অপরাহ্ণ ৩টায় উপাসনা, তৎপর পাঠ, আলোচনাদি, ৫॥০টায় কীর্ত্তন, সন্ধ্যা ৬॥০টায় উপাসনা।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী, সোমবার—"নগর-সঙ্কীর্ত্তন"—প্রাতে ৭॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; অপরাহ্ণ ৫॥০টায় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ, কমলকুটীরে নবদেবালয়ে যাইয়া শেষ।

১৪ই মাঘ, ২৭শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার*—প্রাতে ৯টায় শান্তিকুটীরে ব্রাহ্মিকা-উৎসব।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী, বুধবার—প্রচার আশ্রমের উৎসব। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে কথকতা, কীর্ত্তন, উপাসনাদি।

১৬ই মাঘ, ২৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—বালক বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, অপরাহ্ণে বালক-বালিকা-সম্মিলন। কমলকুটীরে মহিলাদিগের জন্য আনন্দবাজার।

১৭ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী, শুক্রবার—উদ্যান-সম্মিলন। কমলকুটীরে মহিলাদের জন্য আনন্দবাজার।

১৮ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, শনিবার*—শান্তিবাচন।

* চিহ্নিত দিনে প্রাতে ৭॥০টায় প্রচার আশ্রমে উপাসনা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির
৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
১লা মাঘ, ১৩৩১ সাল।

শ্রীপ্রমথলাল সেন
সম্পাদক।

গ্রহকদিগের দয়াভিক্ষা।

মঙ্গলময়ী মার কৃপায় আমাদিগের প্রিয় ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা অদ্য ৬০ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই নূতন বর্ষে আমরা যেমন পবিত্রাত্মার প্রেরণায় পাঠক ও গ্রাহকদিগের সেবার জন্য সচেষ্ট হইব, গ্রাহকগণও যেন আমাদিগের মত অযোগ্য ভৃত্যদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া "ধর্ম্মতত্ত্ব" যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে যথা সময়ে বাহির করিতে সক্ষম হই, সে বিষয়ে সাহায্য করতঃ আমাদিগকে কৃতার্থ করেন। আমাদের একান্ত আশা যে এবার হইতে গ্রাহকগণ তাঁহাদের দেয় মূল্য নিয়মিতরূপেই প্রদান করিবেন।

ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পাদক, ভাই প্রিয়নাথ পীড়িত হওয়ায় এবারও আমরা যথা সময়ে পত্রিকা বাহির করিতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REG. No. C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে

৬০ ভাগ। ২য় সংখ্যা। | ১৬ই মাঘ, ১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ। 29th January & 13th February, 1924. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ ।

প্রার্থনা।

হে রাজা রামমোহনের পরমেশ অনাদিকারণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তং শিবং অদ্বৈতম্, ব্রহ্মানন্দের মেদীপ্যমানা বড্ড ভাল মা, এই মাঘোৎসব ব্রহ্মোৎসবে তুমিই স্বয়ং তোমার এই অমর সন্তানদিগকে তোমারই পবিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া তোমার উৎসব তুমি করিলে, আমাদিগকেও সেই ধর্ম্ম-পিতামহ এবং ধর্ম্ম-পিতার অনু-গমনে এবং আমাদের অগ্রজ ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে একাত্মতা অব-লম্বনে সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীকে এখানে ওখানে সেখানে লইয়া এই মহোৎসবে যোগদানে অধিকার দিয়া কৃতার্থ করিলে। হে পরব্রহ্ম পরাৎপর যে তুমি পূর্ব্বে ভাবিবার বিষয় ধ্যানে জ্ঞানে ধরিবার জন্য আকাঙ্ক্ষনীয় ছিলে, সেই তুমি উজ্জ্বলরূপে, মাতৃরূপে প্রকট হইয়া আপনাকে শুধু দেখিতে শুনিতে দিলে তাহা নয়, তোমার কোল জড়িয়ে, তোমার নবশিশুকে তোমার মাতৃস্তন ধরিয়া ঝুলিতে দিলে। তোমার সম্বন্ধে যাহা করিবার তাহা তো করিলে, তোমার অমর ভক্ত শিশুকেও তো কেমন করে তোমাকে লইয়া তোমার ভক্তবৃন্দকে লইয়া উৎসব চক্রে ঘুরিতে হয় তাহা ঘুরিতে দিলে। আমরাও যাহাতে আমাদের ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য তোমার নবশিশু অঙ্গে আত্মনিমজ্জিত করিয়া তাঁহারই সহিত একাত্মতায় এই মহামহোৎসব সম্ভোগ করি তুমি তাহারই জন্যই তো আমাদিগকে তোমার এই নববিধানে স্থান দিয়াছ। এক্ষণে তুমি যে ইচ্ছা করিয়া, যে কৃপা করিয়া এই মহোৎসব লইয়া আসিলে আমরা তোমার ইচ্ছানুরূপ ইহা সম্ভোগে ধন্য হইলাম কি না তুমি তাহা জান। এ উৎসব তো মা কোন বিশেষ স্থান কালস্থ ব্যক্তি, জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য নয় ইহা সার্ব্ব-জনীন সকলকার জন্য। আমরা যদি কেবল বাহিরের আয়োজন আড়ম্বরে ভুলিয়া ইহা কোন স্থান কাল সম্প্র-দায়ে আবদ্ধ মনে করি ধিক্ আমাদিগকে, আবার উৎসবের পূর্ব্বেও যেমন পরেও যদি আমরা তেমনি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ থাকি, তাহা হইলে তো এই মহোৎসবের প্রভাব আমাদের জীবনে স্পর্শ করে নাই। তুমি যে আমাদের মানবীয় জড়তা অজ্ঞানতা ভেদ করিয়া আত্মস্বরূপ স্বয়ং উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিয়া, তোমার সন্তান, তোমার উপাসক তোমার দল আমাদিগকে করিবার জন্য এবং তোমার নববিধানে পরিবর্ত্তিত নবজীবন দিবার জন্য যে বর্ত্তমান যুগে মা হইয়া স্বসন্তানে আমাদের জীবনের সকল ভার লইয়াছ তাহাই উচ্ছসিত ভাবে উপলব্ধি করাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল করি-তেই তো এই মহোৎসব লইয়া সমাগত হইয়াছ। আশী-র্ব্বাদ কর এবার যদি তোমার এই জীবন্ত লীলার বিধানে আমাদের শত প্রকার অযোগ্যতা স্বত্বেও তোমার এই মহোৎসবে মাতাইলে, তবে আমাদিগকে সপরিবারে সদলে এক অখণ্ড নববিধান জীবনে সঞ্জীবিত করিয়া নিত্য মহোৎসব সম্ভোগের অধিকারী কর এবং জীবন দ্বারা

প্রমাণ করিতে দাও যে, তুমি আমাদের আমরা তোমর এবং তোমার ভক্তবৃন্দের।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

মহোৎসবের মহোদ্দেশ্য।

মহোৎসব আসিল। মহোৎসব সাধিত হইল। মহোৎসবের বাহিরের মেলা ভাঙ্গিয়াও তো গেল। এখন এই মহোসবের মহদুদ্দেশ্য কি গণনা করা এবং তাহা জীবনে সংসাধিত হইল কি না আলোচনা করা কি আমাদের আত্মার কল্যাণপ্রদ নয়?

আচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ যখন আদি ব্রাহ্মসমাজে এক দিনের মাঘোৎসব করিয়াছিলেলন, তখনও বলিয়াছিলেন, "আমাদের উৎসব বাহিরে নহে, অন্তরে। ইহা বাহ্যাড়ম্বরের উপর নির্ভর করে না, সামান্য উপকরণ লইয়া আমোদ প্রমোদ করিলে ইহার মহান্ তাৎপর্য্য সংসিদ্ধ হয় না। আমরা যে উৎসবে আহুত হইয়াছি তাহা অতি উন্নত, তাহা আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয়," এবং এই উৎসব সাধনের সহায় বিবেক ও বৈরাগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বিবেক বলে পাপশূন্য হইতে হইবে এবং বৈরাগ্য বলে নিস্বার্থ নিষ্কাম হইতে হইবে, তবেই উৎসব করা সার্থক হইবে।

যখন সেই এক দিনের উৎসব মাসব্যাপী উৎসবে পরিণত হইল, তখনও তিনি প্রার্থনায় বলিলেন, "কেবল বাহ্যাড়ম্বরে ঘুরিতে দিও না, শুদ্ধ না হইলে উৎসব করা বৃথা। চিত্তশুদ্ধির জন্য, সাধনের জন্য যথেষ্ট সময় তুমি দিয়াছিলে, এখন আর ওজর করিবার সময় নাই। আমরা কি বলিতে পারি, আমাদের মনে ভাই ভগিনীদের প্রতি কোন কু-ভাব নাই? রাগ নাই, লোভ নাই, রাগ লোভ হইতে পারে না? বুক চিরে দেখাই বুকের ভিতর কু-বাসনা পাপ নাই। তার পরে তোমার পা ধরে পাগল হয়ে বেড়াই। এবার উৎসবে যেন অশুদ্ধ লোক না আসে, যদি আসে অশুদ্ধ থেকে যেন ফিরে না যায়, বিশেষরূপে ব্রাহ্মসমাজের মাথার মাণিক যাঁরা, প্রেরিত যাঁরা তাঁদের জন্য প্রার্থনা করি, হরি, তাঁদের রক্ত শুদ্ধ করে দাও, তাঁদের রাগ ঈর্ষা লোভ একেবারে অসম্ভব করে দাও।"

বাস্তবিক মহোৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য এই শুদ্ধ হওয়া; সম্পূর্ণরূপে নীতিতে শুদ্ধ না হইলে সত্যই "উৎসব করা বৃথা।" যদি আমরা সত্য উৎসব করিয়া থাকি আমাদিগকে দেখাইতে হইবে এই উৎসব সাধনের প্রভাবে আমরা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইয়াছি, কাম ক্রোধ রিপুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত জীবন লাভ করিয়াছি।

মহোৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই পরিবর্ত্তিত জীবন লাভ। তাই আচার্য্যদেব আরো জোর করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ উৎসবে আসিয়াছেন বাহিরের মজা লুটিলেন, বাহিরের উৎসব সম্ভোগ করিলেন, আমি যে সেই লোক যে বাহিরের দেখিয়া তুষ্ট হয় না, বুকে হাত দিয়া দেখি আমি চিকিৎসকের মত ভিতরে কি হয়েছে, জমাট নীরেট ব্রহ্ম বাজনার সুর পাওয়া যায় কি না। হরিনাম বাজে, নববৃন্দাবনের পাহাড়ের উপর যোগ ধ্যান চল্‌ছে বেস। বুকের ভিতর যদি এ সব শোনা যায় তোমার উৎসব সফল হয় তবে। উৎসবান্তে এঁরা এমন কিছু নিয়ে যাচ্ছেন কিনা, যা ছিল না। প্রচারকেরা উৎসবের পূর্ব্বে যা ছিলেন তার চেয়ে কি ভাল হবেন না? যোগ প্রেমের মিলন হলো না, ভাইতে ভাইতে মিল হলো না? সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় এক হবার কথা ছিল, কৈ হল এক?" মহোৎসবের মহোদ্দেশ্য কি ইহাতে তাহাই তো স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মদর্শন ধ্যান সহজ হইলে সকলে পরিবর্ত্তিত নবজীবন লাভ করিবেন, ভিতরে বাজাইয়া দেখিলে ব্রহ্মবাজনার নিনাদ হইবে। ইহারই পরিচয় উৎসবান্তে দিতে হইবে। জীবনে এই সকলের সাক্ষ্য দান করাইবার জন্যই মহোৎসব।

ব্রহ্মানন্দ নিজে যেমন আত্ম-পরিচয়ে বলিলেন, "ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গের বিধানে যে লোকে জীবন দেখিয়ে এবারও মানুষ চাই। মানুষ যদি না থাকে কেউ নববিধানের ভিতর, তবে সব মিথ্যা। সব ফেনার মত দুই চারি বছর পরে চিহ্নও থাকিবে না, এ গরীব বল্‌তে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, সে অপ্রেমিক ছিল প্রেমিক হইল, সাম্প্রদায়িক ছিল হইল সার্ব্বভৌমিক, কাল মলিন ছিল, ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল, কঠিন কোমল হইল। আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ।" এই ভাবে আমরাও সকলে সাক্ষ্যদান করিতে সক্ষম হই ইহাই তিনি চাহিয়াছেন।

নববিধানের মহোৎসব এই জন্য যে আমরা ইহা সাধনে পরিবর্ত্তিত নবজীবন পাইব, পাপের জন্য হইব কেবল তাহা নয়, সত্যই সকল, ভাই ভগিনী মিলিয়া

ব্রহ্মবান ব্রহ্মবতী হইব। এই মহোৎসবে আচার্য্য বলিলেন, "কেবল ব্রহ্ম-সমাগম নয়, ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা, কেবল যে ব্রহ্ম আবির্ভূত হইলেন, দর্শন দিয়া আবার অন্তর্ধ্যান হইলেন তাহা নয়। তিনি প্রাণে প্রাণে জীবনে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এই জন্যই মহোৎসব। আমরা এই মহোৎসবে তাঁহাতে এবং তাঁহার সন্তানেতে তন্ময় হইয়া যাইব। তাঁহার দ্বারা অধিকৃত পরিচালিত হইয়া নববিধান মূর্ত্তিমান জীবনযাপন করিতে পারিব। এ উৎসবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হইল কিনা তাহারই সাক্ষ্য-দান আমাদিগকে করিতে হইবে। তাহা যদি পারি তাহা হইলেই উৎসব করা সার্থক হইল। তাহাও আবার কেবল এক এক জীবনে হইলেও নববিধান পূর্ণ হইবে না, সপরিবারে সদলে অখণ্ড জীবনে মিলিত হইয়া সাক্ষ্য-দান করিতে হইবে। মা নববিধান বিধায়িনী আশীর্ব্বাদ করুন যেন সেই সাক্ষ্যদান করিয়াই এই মহোৎসবের মহদুদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতে পারি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

জীবনের স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন।

সামান্য একটী মোশকের দংশনে মহাবলসম্পন্ন ব্যক্তি জ্বরা-গ্রস্ত হইয়া পড়িল, কোথায় গেল তাহার বল কোথায় গেল তাহার বিক্রম। আবার তিক্ত ঔষধের পর ঔষধের সঞ্চারণে যদিও রোগের উপশম হইল, পুনরায় বল শক্তি লাভের জন্য কত সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন হইল, এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য ও সুস্থতা লাভ স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন বিনা কিছুতেই সংসাধন হইল না। জীবনে পাপের দংশনও এই মোশকের দংশনের ন্যায়, সামান্য পাপ দংশনেই মহাবল পরাক্রান্তকেও জ্বরা জীর্ণ করে। উপাসনা বৈরাগ্য ব্রত সংযম ভক্তি সাধনে সে রোগের উপশম হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্মকৃপাগুণে স্বর্গস্থ ভক্তগণের সঙ্গরূপ স্বর্গের বাতাস সেবনে, তাঁহাদের জীবনের প্রভাবরূপ পথ্য গ্রহণে এবং ব্রহ্মযোগ-রূপ জীবনের বায়ু পরিবর্ত্তনেই জীবন চির আরোগ্য ও সুস্থতা লাভে ধন্য হয়। প্রকৃত মহোৎসব প্রভাবেও আত্মার এইরূপ বায়ু পরিবর্ত্তন সম্ভোগ হইয়া থাকে।

নগর-কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য।

নগরে ব্রহ্মনাম হরিনাম মা নাম প্রচার করাই কেবল যথার্থ নগর-কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য নয়। "যাহা শুনেছি গোপনে বল্‌বো বাজায়ে ভেরী," যে অস্ত্র এতদিন গোপনে ছিল তাহা চালাইতে হইবে। 'ইহারই জন্য নগর-সংকীর্ত্তন। অর্থাৎ ব্রহ্মোৎসবে যাহা জীবনের অভিজ্ঞানে লাভ হইল, জীবন্ত ব্রহ্ম দর্শন শ্রবণে এবং অমর ভক্তবৃন্দের সঙ্গ সহবাসে জীবনে যে পুণ্য প্রেম ভক্তি বিশ্বাসপূর্ণ নবজীবন লাভ হয় তাহারই প্রকৃত সাক্ষ্যদান করিবার জন্যই নগর সংকীর্ত্তন। জীবনের উপলব্ধ সত্যের সাক্ষ্যদান বিনা নগর-সংকীর্ত্তন কেবল বাহ্য নৃত্য কীর্ত্তন ভিন্ন কিছুই নহে।

শুদ্ধতা ও যোগভক্তি।

লেবুকে অনেক ঘষিয়া লবণ ভাণ্ডে রাখিয়া লবণাক্ত করিলে, লেবু লবণময় হয় এবং ক্রমে রসাল হইয়া থাকে। জীবনকে ব্রহ্মময় করিতে হইলে প্রথম ইহার পাপ প্রবৃত্তিকে সেইরূপ ঘর্ষণ করিতে হয়, পাপ কু-প্রবৃত্তিমুক্ত হইলে ব্রহ্ম সহবাসযোগে যত ইহা শিক্ত হয়, ততই ইহা ভক্তিতে রসাল হইয়া থাকে।

মানবসঙ্গ।

পণ্ডিত সেনেকা বলেন, "যখনই আমি মানবসমাজে মিশি, তখনই আমি একটু খাট মানুষ হইয়া আসি।" সাধারণত ইহা সত্য বটে, কিন্তু নববিধান বলেন, "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে" এই দুই সত্যের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। গ্রাম্যসঙ্গে অসার অসৎসঙ্গে মিশিবে না। সৎসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে মানবসঙ্গ করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিবে। ব্রহ্মানন্দ বলেন, "সামান্য ব্যক্তি কেহ আমার কাছে আসলে কিছু না দিয়া যাইতে পারেন না। আমার ভিতর ব্লটিং আছে, অন্যের গুণ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি। এই ভাবে যাহাতে আমরা মানবসঙ্গ করিতে পারি যেন তাহারই চেষ্টা করি।

মা সরস্বতী।

পৌরাণিক হিন্দুগণ শক্তির বিভিন্নরূপ কল্পনা করিয়া মূর্ত্তি গঠনে যে পূজা করেন, তাহার মধ্যে সরস্বতী রূপের কল্পনা এক বিশেষ কল্পনা। সরস্বতী পঙ্কজদলে অধিষ্ঠিতা, শ্বেত শুভ্র রূপ-ধারিণী বীণাপাণী। ইহার অর্থ মানবহৃদয় পদ্মে শুভ্র দিব্যজ্ঞান-শক্তি যিনি নিত্য বিবেকরূপ বংশী বাজাইতেছেন, তিনিই দেবী সরস্বতী। আদ্যাশক্তি ভগবতীর তিনি সহচরী বা কন্যারূপে পূজিতা হন।

আমরা বাহিরের কল্পনার মূর্ত্তি পূজার আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করি না, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে যে আধ্যাত্মিক অর্থ নিহিত রহিয়াছে তাহা আমরা কেন গ্রহণ করিব না?

বেদেও সরস্বতী শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু পুরাণে যে অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ব্রহ্ম হইতে যে লীলা জ্যোতি প্রকাশিত তাহাই সরস্বতী।

বাইবেলেও Word বা বাণী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে,

"আদিতে এই বাণী ছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরেতেই ছিলেন, তাঁহা হইতেই যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, সকলই হইয়াছে, তিনিই দৈহিক রূপে মূর্ত্তিমান হইয়াছেন এবং তিনিই ঈশ্বর।" ইহারও গভীর অর্থ যদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাহা হইলেও ইহাই প্রতীতি হয় যে, আদিতে এক পরব্রহ্মই ছিলেন, তিনিই শব্দরূপে ব্যক্ত হইয়া অর্থাৎ তাঁহারই লীলার প্রকাশে, এই বিশ্ব সৃষ্ট এবং মানব দেহেও অবস্থিত হন, তিনি তো ব্রহ্মস্বরূপ।

বাস্তবিক ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপই এই সরস্বতী। এই জ্ঞানস্বরূপ হইতেই বিশ্বলীলা, বিশ্বের সৃষ্টি। ব্রহ্ম অব্যক্তরূপে কেবল সত্তা অস্তিত্বরূপে যখন অবস্থান করেন, তখন কে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে? তাঁহার লীলাতেই তাঁহার প্রকাশ, লীলাতেই তাঁহার প্রমাণ।

শক্তি যখন শব্দায়মান হন তখনই তিনি দৃষ্ট শ্রুত হন, তখনই মানবহৃদয়ে উপলব্ধ হন। তাই ব্রহ্মের হ্লাদিনী বিবেকবাণীরূপই সরস্বতী। এই সরস্বতী বিনা কে আমাদিগকে ব্রহ্মকে দেখাইতে চিনাইতে পারে এবং তিনি বিনা আমরাও আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মসন্তান বলিয়া আপনাদিগকে বা পরস্পরকে চিনিতে পারি না. তাঁর বিশ্বাসী না হইলে কৌশলতত্ত্বও বুঝিতে পারি না। তিনি শুভ্র জ্যোতি দিব্যজ্ঞান, তাঁহার পথে চলিলে আমরা অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারি। তিনি দুষ্ট সরস্বতী নন, অনিত্য বুদ্ধির মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া হতচেতন বা মৃত্যুগ্রাসে পতিত করেন না। আমরা যেন ইঁহাকে সদাই হৃদি পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা দেখিয়া সচৈতন্য থাকি।

শ্রীঈশানুগমন

সর্ব্বোপরি ঈশাকে ভালবাসা।

১। সেই ব্যক্তি ধন্য যে ঈশাকে ভালবাসা কি জানে এবং তাঁহার জন্য আপনাকে তুচ্ছ করে। এই ভালবাসা রক্ষা করিবার জন্য তোমার আপনার প্রতি ও সমুদয় জীবের প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কারণ একা ঈশাকে ভালবাসিতে হইবে। জীবনের প্রতি ভালবাসা অস্থায়ী ও শঠতাপূর্ণ; ঈশার প্রতি ভালবাসা বিশ্বস্ততাপূর্ণ। যে ব্যক্তি কোন জীবে আবদ্ধ হইয়া থাকে, যখন সে জীবের পতন হয় তখন তাঁহারও পতন হয়, যে ব্যক্তি ঈশাতে আবদ্ধ হইয়া থাকে তাঁহার সঙ্গে সে চিরকালের জন্য দৃঢ়মূল হয়। তাঁহাকে ভালবাস এবং তৎপ্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত কর; স্বর্গ এবং পৃথিবী বিনষ্ট হইয়া গেলেও তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না, অথবা তোমাকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না। তুমি ইচ্ছা কর বা না কর, সৃষ্টি বিষয় সমূহ মধ্যে তুমি যাহা দেখিতেছ এবং ভালবাসিতেছ ইহাদিগের সঙ্গে একদিন তোমাকে বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে; অতএব জীবনে মরণে ঈশাতে অনুরাগী হইয়া থাকি এবং তাঁহার বিশ্বস্ত ক্ষমাধীনে আপনাকে নিরাপদে রাখিয়া দাও, যখন সকল অস্থায়ী প্রাকৃতিক বিষয় অকৃতার্থ হইবে, তিনি একাই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

২। তোমার প্রিয়জনের এমনই পবিত্রতা যে তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কাহাকেও তিনি হইতে দিবেন না। আপনি তোমার হৃদয়ের সমগ্র অধিকার গ্রহণ করিবেন এবং রাজা হইয়া রাজসমুচিত কর্তৃত্বে তাঁহার আপনার উপযুক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া হৃদয়ে রাজ্য করিবেন।

৩। যদি তোমার হৃদয়কে আত্মানুরাগ এবং আপনার এবং আপনার জন্য জীবের প্রতি অনুরাগ শূন্য কর, ঈশা নিরবচ্ছেদে তোমার সঙ্গে বাস করিবেন। মানুষের প্রতি তোমার প্রেমের মূল ও উদ্দেশ্য ঈশা না হইলে যে কোন প্রকারের প্রেম হউক না কেন, এবং সে প্রেমের যে প্রকার বিনিময় হউক না কেন, তুমি দেখিতে পাইবে উভয়ই ব্যর্থ ও অকর্ম্মণ্য। অহো! মানুষের উপরে তোমার আস্থা স্থাপন করিও না, শূন্যগর্ভ নলতৃণের উপর নির্ভর করিও না। কারণ "মাংস তৃণ সদৃশ, সমগ্র মানুষের গৌরব তৃণপুষ্প তুল্য; তৃণ শুকাইয়া যায়, উহার পুষ্প ঝরিয়া পড়ে।—"(১)"

৪। তুমি কেবল মানুষের বাহ্যাকারে প্রত্যয় কর, এই জন্যই তুমি শীঘ্র বঞ্চিত হও, এবং যখন তুমি তাহাদিগের নিকট হইতে সান্ত্বনা অন্বেষণ কর, তুমি নিশ্চয় নিরাশ হইবে ও দুঃখ পাইবে। যদি তুমি সকল বিষয়ে কেবল ঈশাকে চাও, তাহা হইলে তুমি সকলেতে তাঁহাকে পাইবে; এবং যদি তুমি তোমার আপনাকে চাও, তোমার আত্ম-বিনাশার্থ তুমি তোমার আপনাকে পাইবে; কারণ যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে এক ঈশাকে অন্বেষণ করে না, সমুদয় পৃথিবী এবং তাহার শত্রুগণ তাহার উপর যত অমঙ্গল রাশীকৃত করিতে পারে, তদপেক্ষা সে আপনাকে অমঙ্গলে জড়িত করে।

মাঘোৎসব প্রস্তুতি সাধন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮ই জানুয়ারী, প্রভাতে কমলকুটীরে ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ ও আচার্য্যের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে নবদেবালয়ে ৯টার সময় উপাসনা হয়, ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন, ঐ দিনের উপযোগী আচার্য্যের "যোগবিষয়ক" প্রার্থনাটি পঠিত ও তদুপযোগী প্রার্থনাদি হইয়াছিল। ঐ দিন প্রচারাশ্রমে ৭৷৹টার উপাসনা হয়, ভাই প্যারীমোহন উপাসনার কার্য্য করেন। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় নবনির্ম্মিত আলবার্ট ভবনে বিধানভক্ত কেশবচন্দ্রের স্মৃতি উপলক্ষে একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ জনহিতৈষী চিরকুমার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ সভার বিবরণ পূর্ব্ববারে প্রকাশিত হইয়াছে।

৯ই জানুয়ারী, প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সম্পন্ন করেন, অদ্যকার সাধনার বিষয় "মহাজনগণ" তৎসম্বন্ধে আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠাদি হয়। অদ্য সন্ধ্যার সময় আলবার্ট ভবনে প্রফেসার জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে ভারতের "নবযুগধর্ম্ম"র চিত্রাবলী প্রদর্শন করিয়া তদুপযোগী সুমিষ্ট বক্তৃতা দ্বারা দর্শকবৃন্দকে বিমোহিত করেন।

১০ই জানুয়ারী, প্রাতে প্রচারাশ্রমে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন, অদ্যকার সাধনার বিষয় "উপকারীগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা", তদ্বিষয়ে আচার্য্যের প্রার্থনাদি পাঠ হইয়াছিল।

১১ই জানুয়ারী, রবিবার, প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনার কার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন সম্পন্ন করেন, অদ্য উপকারীগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা বিষয়ে আচার্য্যদেবের প্রার্থনাটী পঠিত ও ঐ ভাবেই শ্রদ্ধেয় মহাশয় সকাতরে প্রার্থনা করেন। রাত্রিতে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

১২ই জানুয়ারী, সোমবার, প্রাতে প্রচারাশ্রমে উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সেন করেন, অদ্য "বিরোধীদলের" প্রতি সুমিষ্ট ব্যবহার ও তাঁহাদের সেবা সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ ও তদনুযায়ী প্রার্থনা হইয়াছিল।

১৩ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় মহিলাদিগের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মহারাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবী উপাসনা করেন, অনেকগুলি মহিলা তাহাতে যোগদান করেন।

ভক্ত-বাঁশী

প্রাপ্ত।

শ্রীবৃন্দাবনের কথা শুনিলেই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে। যোগী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব ও লীলা কাহিনী কল্পনা দ্বারা এত আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তিনি ছিলেন কিনা এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে নানাবিধ অপযোজনীয় বর্ণনা ও কল্পনা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এবং তিনি লীলা করিয়াছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ।

শুধু তিনি ছিলেন—ইহাই কি আমাদের চরম সিদ্ধান্ত? ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ, মৃত শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনতত্ত্ব ও লীলাতত্ত্ব হিন্দুগৃহে আলোচিত ও অনুভূত। তিনি ছিলেন ও আছেন, তিনি নিত্য। ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ শরীরে ছিলেন এবং শরীরের নশ্বরতা বশতঃ সেই দেহী শ্রীকৃষ্ণ আজ মৃত। কিন্তু অবিনশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আত্মা—নিত্য।

তিনি শুধু মনুষ্য নহেন, তিনি ঐশ্বরিক গুণ প্রাপ্ত (Divine man) শ্রীভগবানের সহিত তিনি যোগেতে এত নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি আপনাকে ঈশ্বরগুণসম্পন্ন জানিতেন এবং বিশ্বময় সেই বিশ্বরূপ দেখিতেন। অনুরক্ত বীর অর্জ্জুনকে তিনি সেই ভগবৎ প্রাপ্ত বিশ্বরূপ দেখাইয়া অবাক্ করাইয়াছিলেন। অমানুষিক বুদ্ধি-কৌশল, নীতি উদারতা, প্রেম শক্তি, পুণ্য ও আনন্দ লইয়া তিনি জীবনাতিপাত করেন এবং সেই অমানুষিক রূপ দেখিয়া ও তাঁহার দেবজীবনকাহিনী শুনিয়া কৃষ্ণভক্তেরা তাঁহাকে ভগবানরূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ শুধু বাহিরে নন, তিনি অন্তরে। ভগবানের স্বরূপে নিমগ্ন ভক্ত প্রত্যেকের হৃদয়বিহারী। পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে তিনি এত তন্ময় ও যোগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে তিনি বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে তিনি অন্তর্য্যামীরূপে দেখিলেন বিপক্ষদল ভগবানকে ছাড়িয়া বাস্তবিকই মৃত্যুকে গ্রহণ করিয়াছে এবং অর্জ্জুনকে সেই মৃত নরস্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। দ্রৌপদীর অন্তর্য্যামী হইয়া তিনি কর্ণের প্রতি তাঁর আসক্তি প্রত্যক্ষ করাইয়া দেন। এরূপ বহু ঘটনা সাক্ষ্য দেয়, তিনি অন্তর্নিবিষ্ট যোগী অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ।

তিনি বিশ্ব-চক্ষু। ভগবানের চক্ষে যাঁহার চক্ষু মিলিত সেই চক্ষু বিশ্বের চক্ষুকে ভক্ত ও ভগবানেতে আকৃষ্ট করিতে তাঁহার বড়ই আকাঙ্ক্ষা। বাহিরের মিলন অস্থায়ী, চক্ষে চক্ষে মিলন, প্রাণে প্রাণে মিলন—বিশ্বের চক্ষুকে একটী চক্ষে আপনার চক্ষে মিলিত করিতে চাহিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবানের অনন্ত চক্ষু ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভিতর ছায়া প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে যোগেতে কায়াপ্রাপ্ত হইয়া বিশ্বময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রাখাল বালক, গোপ গোপী, রাজা প্রজা সকলের উপর তাঁহার চক্ষু বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং জগতের কোটি কোটি চক্ষু সেই ভক্ত আত্মার চক্ষুতে মিলিত বা একীভূত হইয়া ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বতঃ চক্ষুরূপে পরিণত করিয়া দিয়াছিল। সে জন্যই তিনি মহাপুরুষ, মহাত্মা। সকল রাজা, সকল বীর, সখা, বন্ধু, পতি, সন্তান, বহু নরনারীর আদর্শরূপে তিনি আবির্ভূত হন। পুরাণে ও ভাগবতে এ সকল ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

পুরাণ কি? বেদকে বা ভগবৎজ্ঞানকে যিনি পূরণ করেন তিনি পুরাণ। সমাহিত চিত্তের নিকট যোগদৃষ্টিতে পুরাণ প্রকাশিত হয়। ধর্ম্ম যদি জ্ঞানেই লয় প্রাপ্ত হইত, বা রীতি নীতিতেই আবদ্ধ থাকিত তা হলে পুরাণের প্রয়োজন ছিল না। পুরাণ ধর্ম্মকে পূর্ণ করিয়াছে। ধর্ম্ম জ্ঞানে নহে, অনুসরণে নহে। ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান হওয়াতে। ধর্ম্ম—"হওয়া"—ইহাই পুরাণের শিক্ষা।

শুধু তাহাই নহে। পুরাণের ধর্ম্ম ভক্তির ধর্ম্ম। ভক্তির ধর্ম্ম কহেন—অপেক্ষা কর, আশায় থাক স্বর্গরাজ্য আসছে!—যীশু বলেছিলেন,—ইহাই ভক্তির ধর্ম্মতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের আশায় রাধিকার অপেক্ষা, ভক্তিধর্ম্মের শিক্ষা। "বর আস্‌ছে"

শ্রীঈশার বচন—ভক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব। "পবিত্র আত্মা আসছেন তিনি তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিবেন"—ইহাই ভক্তিধর্ম্মের শিক্ষা। "Hope and wate"—আশায় অপেক্ষা কর—ভক্তিধর্ম্মের প্রথম শিক্ষা।

শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের Inter pretation বা অভিব্যক্তি। সেজন্যই তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চেতনা প্রাপ্ত ব্যক্তি। এই ভক্ত শ্রীচৈতন্য জগতে একটি নবজাগরণ পবিত্রতা ও আলোক আনিয়া উপস্থিত করেন। কোন্ জাগরণ, কোন্ পবিত্রতা ও কোন্ আলোক জগতকে তিনি দিয়াছেন?

ভগবান মানব-সন্তানকে অন্বেষণ করিতেছেন। কি ভাবে মানব ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবে? চৈতন্য লাভ কর, পবিত্র হও ও নব আলোকে জাগ্রত হও। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ, ভগবানে যোগ প্রাপ্ত হইয়া যে ভাবে ভগবানের ব্যাকুলতা পূর্ণ করেন, তেমন তোমরাও সেই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রাপ্ত হও, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য হও। ভক্তির ধর্ম্ম, পুরাণের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান হওয়া, ভক্ত হওয়া,—ইহাই শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম্মের শিক্ষা।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সৎ সারথী (Chariotter), অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কুরুক্ষেত্র এই ভবজীবনক্ষেত্রে যোগী ভক্ত আত্মা জীবনের সারথী—সৎপুরুষ।

মথুরায় ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ চিৎ—বিজ্ঞ পুরুষ এবং শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ—আনন্দম্।

অবতারবাদীরা মোহান্ধজ্ঞানে এই নরলীলা দেখিয়া কহেন, ভগবান নররূপ ধরিয়া লীলা করেন। যে নররূপে ভগবানের স্বরূপ আবদ্ধ হয়, যে নররূপ মৃত্যুর অধীন ও নশ্বর, পাপ-রোগের অধীন, সেই নরদেহ বা নররূপ ভগবান গ্রহণ করেন,—ইহা দেহাত্মজ্ঞানী মোহান্ধ মানবের ভ্রান্ত মত ও ভগবানের সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কারের বা দুর্ব্বল বিশ্বাস ও অন্ধ ভক্তির ভ্রান্ত মত। বিশেষতঃ শ্রীবেদব্যাস "মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া যে অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন, ইহাও সেই অপরাধেরই একটী শাখা বিশেষ। সে জন্য তাঁহারা নরলীলা অর্থে নররূপে ভগবানের লীলা বোঝেন। নরজীবনে বা মানব আত্মার সহিত ভগবানের লীলা বলিতে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হন্। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই সত্যটী পরিস্ফুট হয় এবং অবতারবাদীদিগের ভুল ধরা পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণের রাখালবালকদিগের সহিত লীলা। সামান্য মানবের সহিত ভগবানের লীলা, মেশামিশি ও সঙ্গে সঙ্গে নিত্য অবস্থান সখারূপে, সঙ্গীরূপে, সাথীরূপে ইহাই তো আধ্যাত্মিক অর্থ। প্রেমের প্রথম অনুভূতি এইখানে। ভগবানের সহিত মানবের সম্বন্ধ ও সেই সম্বন্ধে তাঁকে সখা, বন্ধু, সাথী, নেতা ও চালকরূপে ভালবাসা ইহাই শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা শিক্ষা দেয়; কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ নহে। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের, অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেক সংগ্রাম স্থলে ভগবান সারথীরূপে আছেন—ইহাই ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি বলিলেন—আমায় বৃন্দাবনে লইয়া যাও। সেখানে আমি নিত্য বিহার করিব। এই বৃন্দাবন কোথায়? এই নিত্যলীলা কোথায়? কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন:—"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর!!" ইহাই তো লীলা। এই সুর কে বাজায়? অসীম যিনি। কোন্ সুর? যে সুরে মানব প্রাণমুগ্ধ মত্ত ও বিভোর হয়। কোনও বাঁধা সুর নেই। অসীম আপন সুর বাজায়। অসীম যিনি তাঁর সুরও অসীম, বিচিত্র। সেই অসীমের প্রকাশ সীমার মাঝে, বড়ই মধুর। সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ হয় বলেই এত মধুর! নৈলে ভগবান্ যদি নরদেহ ধারণ করিয়া—অসীম যদি সীমার মাঝে সীমাবদ্ধ হইয়া,—স্রষ্টা সৃষ্ট হইয়া প্রকাশ পান,—তাহা কি মধুর? ইহা কি বৃন্দাবন লীলা?

লীলার শেষ আনন্দে, মধুতে। বেদে যে আনন্দের কথা বলা হইয়াছে তাহাই পুরাণে মধুরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে ভয় নেই, শুধু প্রেম। এখানে শ্রীকৃষ্ণের হাতে গদা নেই, আছে শুধু বাঁশী। প্রেম মমতা অন্বেষণ করে। দুর্ব্বলের নিকট গদাধারী ভগবান্‌রূপ কি কখন প্রেম সঞ্চার করে? বরং ভয় সঞ্চার করে। বাঁশী ভালবাসার Emblem বা নিদর্শন। প্রেমকে হৃদয়ে অনুভব ও বাহিরে নিরীক্ষণ করাইয়া কাণের ভিতর দিয়া মরমে পরশ করায় এই বাঁশী। কত সুরে বাজে, কত নবীন সুর এই বাঁশীতে কে জানে! নববিধানে হৃদয়-বৃন্দাবনে কত নূতন নূতন সুরে নানা যুগের সাধু ভক্ত বাঁশী বাজাইয়া হৃদয়স্বামী ভগবান্ পাপী মানবজাতিকে, দেশকে আহ্বান করিতেছেন, মুগ্ধ করিতেছেন, আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা কি দেশ ও জাতি, জগত ও মানব শুনিতেছেন? নবভক্তের বাঁশীতে যে নূতন সুর বাহির হইয়া জগতকে ও মানবকে সুন্দর মধুর করিয়া দিয়াছিল তাহা শুধু অতীতের কথা নহে, এই সুর নিত্য, নূতন, মধুর হইয়া নিত্য বাজিতেছে, আজও কাণে বাজিতেছে—তাই ভক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা গাহিলেন, "চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী" এবং এই লহরীতে ভাসিতে ভাসিতে মানবজাতি কোথায় কোন্ অজানা সুরের অন্বেষণ, কোন্ আনন্দ ও মধুর আশায় পাগল হয়ে ছুটেছে তাহা কি কেহ নিরূপণ করিতে পারে? তাই সেই নবভক্তকে চোখে না দেখেও বলি—"এখনও তাঁরে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশী শুনেছি।" এই সুরকে বেসুর করিবার জন্য জগত প্রস্তুত, আমরাও প্রস্তুত। কিন্তু মায়ের স্বর কি এতই অপরিচিত? নবশিশুর সুর কি ৫০ বৎসরের মধ্যেই আমরা বিস্মৃত হইব? নবভক্তিতীর্থে—নববৃন্দাবনে—সেই সুর জীবন্ত, স্পষ্ট ও মধুর নয় কি?

নবভক্ত পদাবনত

শ্রীঃ—

মত সাধনা।

ইতিপূর্ব্বে মত ও সাধনা সম্বন্ধে আমাদিগের ধর্ম্মতত্ত্বে কথঞ্চিৎ নিবেদন করিয়া আসিয়াছি। এখনও এ সম্বন্ধে একটু যাহা নিবেদ্য আছে তাহা নিবেদন করিতেছি। মতের পথ সহজ আর সাধনার পথ সাধন সাপেক্ষ। মতামত ভগবানকে বড় দূরের বস্তু করিয়া ফেলে আর সাধনায় তিনি খুব নিকটের বস্তু হইয়া পড়েন। যাঁহারা তাঁহাকে "করতলস্থ আমলকবৎ" দেখিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাকে "শ্বাসবৎ" বলিয়া ডাকিয়াছেন, তাঁহারা সত্য সত্য তাঁহাকে করতলস্থ বস্তু এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের ভিতর দেখিয়াছেন। এ সব জিনিষ মহা সাধনার ভিতর দিয়া আসিয়াছে। নদীর জল সহজে ছুটিয়া যায় আর পাহাড়ের কঠিন পাথর কাটিয়া যে জল বাহির হয় তাহা সময়সাপেক্ষ। ভারতীয় ঋষিগণ কৃচ্ছ্র সাধনের পথ অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং সে পথে তাঁহারা সাধনলব্ধ হইয়াছিলেন। কৃচ্ছ্র শব্দের অর্থ ছোট খাট নহে। ইহা "কৃৎ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ। কৃৎ ধাতুর অর্থ কর্ত্তন করা। সেই অর্থ ও সেই ভাব লইয়া সাধকগণ কর্ত্তৃক এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃথিবীর ধন, মান, বিত্ত সমুদায়ের বন্ধন কাটিয়া দিয়া সাধনের পথ উন্মুক্ত। এই উন্মুক্ত পথে আর মত চলে না। আকাশে আকাশবিহারী পাখীর পথ প্রশস্ত। কুলায় মুক্ত পাখী অব্যাহত ভাবে আকাশের দিকে চলিতে থাকে। গতি মুক্ত পথে। সাধকের গতিও সেইরূপ। কোথায় চলিয়া যান সাধক জানিতে পারেন না। সাধকদিগের গতি একই দিকে। সূর্য্যমুখীর মুখ সকল দেশেই সূর্য্যের দিকে। উন্মুখ সাধকদিগের মুখ সর্ব্বদা ব্রহ্মের দিকে। ব্রহ্মমুখী সাধক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দিকে চাহিতে পারেন না। সাধনা সিদ্ধ সাধকগণ এ পথে সকলেই এক। তাঁহাদের গতি একদিকে। মতের বিবাদ নাই। মতের পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা এক কেন্দ্রে সম্মিলিত। নববিধান তাহা দেখিতে পাইলেন। নদীয়া জুড়িয়া এক নববিধানে। কেশব ও রামকৃষ্ণ কোন্ স্থানে এক হইলেন? মতে নহে সাধনায়। সাধনায় বৃন্দাবন ও বৈথলেহম্ এক। সাধনার পথ সহজসাধ্য নয়। এখানে মহা কৃচ্ছ্র সাধন। কাঁটার গাছে অনেক কাঁটা অতিক্রম করিয়া গোলাপ ফুটিয়া উঠে। অনেক মাটি ও মলিন জলরাশি অতিক্রম করিয়া সুন্দর সুরসিত কোমল কমল প্রস্ফুটিত। কঠিন স্তরীভূত প্রস্তর রাশি ভেদ করিয়া স্বচ্ছ সলিল বিনির্গত। সাধনার পথে অনেক কাঁটা, অনেক ময়লা মাটী ও অনেক পাথর অতিক্রম করিয়া সাধনার উচ্চ পথ ধরিতে হয়। মতে ও তর্কে ভগবান ও মানুষ উভয়ই দূরে পড়িয়া যান। মতে ও তর্কে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। গোলাপের কাঁটা গোলাপের ফুলকে বিদ্ধ করিতে পারে না। মত সাধনশীলকে বিদ্ধ করিতে পারে না। সাধনরাজ্যে জাতি অজাতি ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য নাই। এখানে সকলে সকলকে জানেন। এখানে সকলের এক গৃহে জন্ম ও ইঁহাদের আদান প্রদানও এক। আধ্যাত্মিক পরিচয়ে (Spiritual acquaintance) সকলেই এক। ফুলের বাগানে ভিন্ন জাতীয় ফুল, কিন্তু মালী একজন। সাধন উদ্যানে একই অদ্বিতীয় পুরুষ সাধকবৃন্দের ভিতরে জল সেচন করিতেছেন। সকলেই এক জলে বর্দ্ধিত। সাধনক্ষেত্র একই হস্তে কর্ষিত ও রক্ষিত। একই আকাশের জল সমুদায় পৃথিবীকে অভিষিক্ত করিতেছে এবং একই সূর্য্য সর্ব্বত্র কিরণ বর্ষণ করিতেছে। ভেদাভেদ নিম্নস্থানে। ভূগোল বেত্তার ভৌগোলিক বিভাগ নিম্ন ভূমিতে। অসীম আকাশে সে বিভাগ নাই। নিম্ন ভূমিতে ইনি উনির বিচার। আকাশের নক্ষত্র কেহ কাহাকে বিচার করে না। সকলেই আপন আপন কক্ষে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষা করিতেছে। সাধকদল মতামত ভুলিয়া গিয়া উচ্চ সাধনাকাশে সকলে মিলিত হয়েন। তাঁহাদের স্থান একই কেন্দ্রে। বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত অঙ্কিত রেখা সমূহ সমস্তই সম-পরিমাণ ও সম ভাবাপন্ন। সাধন কেন্দ্রে সাধকবৃন্দ সকলেই এক। পরস্পর বিচার করিয়া আমরাই তফাতে পড়িয়াছি। এই জন্যই আমাদের বিবাদ। ব্রাহ্মসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত বিচারে যে জিনিষে আমরা মিলিতে পারি তাহা এখনও আমরা লইতে পারি নাই। "অন্যকে বিচার করিও না" এই জিনিষটার সাধনা এখনও আমাদের হইল না। "অন্যের বিচার করিও না" দুহাজার বৎসর পরেও পৃথিবীতে এ সাধনা আসিল না। মতের মহাপুরুষ অনেক কিন্তু সাধনার মহাপুরুষ খুবই বিরল। সাধনা ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজ উঠিতে পারিবে না। তাল গাছ যত বড় হইতে থাকে ততই তাহার বাহিরের বল্কল খসিয়া পড়ে সাধনায় যত মানুষ উঠিতে থাকে ততই মতের বল্কল চলিয়া যায়। সাধনায় যেমন সমাজ বাঁধে, সাধনায় যেমন পরিবার গড়ে এমন আর কিছুতে হয় না। যুক্তি ভুলিয়া মুক্তির পথে এবং আমিত্ব ভুলিয়া গিয়া মহান্ তুমিত্বের পথে যিনি অগ্রসর হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত সাধক। সাধনা যখন মিছরির দানার মত ভিতরে স্তরীভূত হইয়া একটা আকার ধারণ করে তখন মানুষের ভিতর নূতন মানুষ বিকশিত হইতে থাকে। মানবীয় স্বাধীনতা চলিয়া গিয়া রূপান্তরিত ও বর্ণান্তরিত মানুষের ভিতর ভগবানেতে পূর্ণ আত্মোৎসর্গরূপ স্বর্গীয় স্বাধীনতা ভিতরে বিরাজ করিতে থাকে। ভগবানের চরণে সমগ্র অধীনতা স্বীকার করাই মানব জীবনের উচ্চতম স্বাধীনতা। ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত স্বাধীনতার ভেরীরব এখনও আমরা সেরূপ শুনিয়া লইতে পারি নাই, কারণ ব্রহ্মচরণে আমাদের পূর্ণ অধীনতা এখনও ফুটিয়া উঠে নাই। "আমি পক্ষী কোথায় উড়িয়া গিয়াছে জানি না" সাধনা সিদ্ধ ব্রহ্মানন্দের ভিতর হইতে এই মহা স্বাধীনতার ঘোষণা এখন আমাদের ভিতরে প্রবেশ করে নাই। আমাদের "আমি" পক্ষী এখনও উড়িয়া যায় নাই। সাধনাকাশে আমি তুমির উপদ্রব

নাই। আকাশ অবিভক্ত সাধকদলও অবিভক্ত। সাধকের দলের নাম নাই এমন কি সাধকের ধর্ম্মেরও নাম নাই। দল, নাম ও মতের ব্যবধান থাকিলে কেশব ও রামকৃষ্ণ মিলিতে পারিতেন না। তাঁহারা মতে মিলেন নাই সাধনায় মিলিয়াছিলেন। ব্রহ্মভক্ত ও ব্রহ্মপরায়ণ সাধক মাত্রেই তাঁহাদিগের নিকট ব্রাহ্ম। এই কেন্দ্রে সাধকদল ব্রহ্মের বিশেষ বিধান অর্থাৎ তাঁহার বিশেষ দান প্রত্যক্ষ করেন। এই স্থানে শ্রীব্রহ্মানন্দ নববিধান দেখিলেন। এই কেন্দ্রে তিনি সমগ্র সাধু ও মহাপুরুষদিগের মহা সমাবেশ দেখিতে পাইলেন। Parliamenr of Religions তিনি ভিতরেই দেখিয়া গিয়াছেন। সাধনশীল ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সাধনকেন্দ্রে সাধনায় যে নবমেষ দেখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার নববিধান। এ উন্মেষের কোন নাম ছিল না, এখনও নাই। বিধাতার নবদান অর্থাৎ নববিধান ইহাই দেখিলেন। যাঁহারা নামরূপে বুঝিতে গেলেন তাঁহারাই ভ্রম প্রমাদে পড়িলেন। এ উন্মেষ ও আলোক একই ব্রহ্মের। যে সূর্য্য-রশ্মি বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্রে প্রতিভাত হইয়া সমগ্র বালুকা রাশিকে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে তাহাই আবার হিমালয়শিখরে বিস্তীর্ণ কঠিন হিমানী পুঞ্জকে বিগলিত সুশীতল জলধারায় পরিণত করিতেছে। সূর্য্যের একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভাসিত হইতেছে। কে বলিবে ইহা স্বতন্ত্র বস্তুর কাজ। একই বস্তু কেশব ও রামকৃষ্ণ, কেশব ও পাওহারীবাবা, কেশব ও ডল্‌মাটিনো এবং কেশব ও জালাল্ সকলের মিলন কেন্দ্র পৃথিবীর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সেই মহামিলন ব্রহ্মানন্দের নববিধান। ধর্ম্মজগৎ ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। নববিধানে আমরা এইজন্য আহুত। নববিধান নামরূপে আসেন নাই। নববিধান দানরূপে আসিয়াছেন। ইনি মহা সাধনার ভিতরে আবদ্ধ। এক অখণ্ড সাধনরাজ্যে ইহার অখণ্ড রাজ্যতন্ত্র চলিতেছে। অখণ্ড ব্রহ্মের অখণ্ড রাজ্য। জিনিষটা এইরূপ। গাভী নানা রংএর, দুগ্ধ এক রংএর, ভিন্ন ভিন্ন গাভীর দুগ্ধ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত হইলেও রং দেখিয়া দোহকও বলিয়া দিতে পারেন না কোন্ পাত্রের দুগ্ধ কোন রংএর গাভী হইতে দোহিত। মধুচক্রে আসিয়া ভিন্ন জাতীয় ফুলের মধু একই বস্তু হইয়া যায়। কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। এক জাতীয় পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন রংএর হইলেও অণ্ডের রং সকলেরই এক। বস্তুত্ব ও সারত্বে কোন ভেদাভেদ থাকে না। সেইরূপ আসল বস্তুতে সকল সাধকই এক। সাধনায় সকলই এক বস্তু। ব্রহ্মানন্দ এই কেন্দ্রভূমিতে আসিয়া ঘোষণা করিলেন, "সকল ধর্ম্মই সত্য" সাধনার মানুষ এই স্থানেই আসিয়া পড়েন। সাধকের ভিতর মহা সঙ্গীত চলিতে থাকে। তাই সাধকের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতেছি :—

সাধনে নিকটে যিনি তর্কে মহা দূরে,
সেই হারে পায়—যেই ছাড়ে আপনারে।
সাধনে সকল সাধু হয় একাকার,
সাধনে থাকে না আর মতের বিচার।
সাধনার দান তাই এ নববিধান,
ব্রহ্মানন্দ দেখ তাই তাহার প্রমাণ।
নানা ফুল হ'তে মধু মধুচক্রে এসে,
এক বস্তু হয়ে যায় নানা রস মিশে।
সাধনায় সর্ব্বধর্ম্ম একধর্ম্ম হয়,
সাধনায় হয় নববিধানের জয়।
সব ধর্ম্ম সত্য ইহা সাধকের কথা—
বলিলেন ব্রহ্মানন্দ নূতন বারতা।

বাঁকিপুর, পাটনা ;
২৮।১।২৫।

সেবক
শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

পূর্ণধর্ম্ম ভবিষ্যতে।

(শান্তিবাচনের দিন প্রাতঃকালীন উপাসনায় ভাই প্রমথলাল সেন কর্ত্তৃক পঠিত)

শনিবার, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯২৫ খৃঃ।

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম সূর্য্যের প্রখর কিরণ বিস্তার করিবে। এক দিকে রাখ ক্ষুদ্র বীজ, অপর দিকে রাখ সেই বীজ হইতে উৎপন্ন প্রকাণ্ড বৃক্ষ। এখানকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই বীজ, ভবিষ্যতের ফল পুষ্পে সুশোভিত সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ। এখানকার ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে কি দশ সহস্র বৎসর পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে তাহার তুলনা হইতে পারে? এখনকার সত্য প্রস্ফুটিত সত্য নহে। পূর্ণ প্রস্ফুটিত সৌরভ ও লাবণ্যযুক্ত পুষ্প ভবিষ্যতে দেখিব। সেই পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিলে বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মকে ক্ষুদ্র মনে হইবে। প্রকাণ্ড জলপ্লাবনের ন্যায় যখন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিবে, যখন এই ধর্ম্ম সকলের ঘরে অমৃত আনিয়া উপস্থিত করিবে, তখনকার বিষয় ভাবিলেও মনে আনন্দ হয়। এখন যাহাকে আমরা ভক্তি বলি, তাহা কি ভক্তি? এখন যাহাকে আমরা যোগ বলি, তাহা কি যোগ? অবশ্যই ভূতকালের তুলনায় এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু ইহার সঙ্গে কি ভবিষ্যতের উন্নতির তুলনা হইতে পারে? যাহার মধ্যে পাঁচ সাতটী সত্য আছে তাহাকে কি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিব? এইজন্য ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি যে, এই বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

এই ধর্ম্ম পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতে এমন সকল গূঢ় সত্য উদ্ভাবন করিবে যে, তদ্দ্বারা প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রাণ বাহির করিয়া লইবে। ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মের পবিত্র নিঃশ্বাস বাহির করিয়া লইবে। এখন আমরা বঙ্গদেশে বদ্ধ হইয়া বসিয়া আছি; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। সকল ধর্ম্মের ভিতর

ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্কুর দেখিতেছি। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম অন্য অন্য নামে পরিচিত হইতেছে, সে সমস্ত ধর্ম্মে আমাদেরই ধর্ম্মের সত্য রহিয়াছে। সে সকল ধর্ম্ম একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের আকার গ্রহণ করিবে, সকল ধর্ম্ম একস্থানে আসিয়া একত্র হইবে। প্রত্যেক জাতি আপনার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদ্ভাবন করিবে। একস্থানে সকল জাতি একত্র হইয়া দলবদ্ধ হইবে।

যতক্ষণ প্রাতঃকাল ততক্ষণ প্রাতঃকালের আদর; কিন্তু যখন সূর্য্য দ্বিপ্রহরের পূর্ণ আলোক বিস্তার করে, তখন আর প্রাতঃকালের আদর কোথায়? ব্রাহ্মধর্ম্মের এখন প্রাতঃকাল। এখনও ব্রাহ্মদিগের ভক্তিপ্রধান ভক্তদিগের প্রগল্‌ভা অবস্থা লাভ হয় নাই, এখনও ব্রাহ্মগণ যোগশ্রেষ্ঠ যোগীদিগের প্রগাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই। এখনও ব্রাহ্মদিগের চরিত্র যথার্থ ব্রহ্মচারীদিগের নিকট নিকৃষ্ট। ভবিষ্যতের প্রকাণ্ড যোগীদিগের সঙ্গে কি এখনকার যোগীদিগের তুলনা হয়? এখনকার ভক্তদিগের দুই পাঁচ ফোঁটা অশ্রু কি ভবিষ্যতের ভক্তদিগের নিকট ভক্তি বলিয়া গণ্য হইবে? পৃথিবীতে ভবিষ্যতে যে সকল যোগী ভক্ত আসিবেন তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা দাঁড়াইতে পারিবেন না। ব্রাহ্ম তুমি লজ্জিত হও। তুমি যদি বল ব্রাহ্মধর্ম্ম শেষ হইয়াছে, তবে তুমি যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা জান না। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা ভবিষ্যতে আসিবেন, ছোট ভ্রাতাদিগের পূর্ব্বে জন্ম হইয়াছে। বিপরীত কথা! কিন্তু ইহাই সত্য কথা।

শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মেরা ভবিষ্যতে আসিবেন। ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠতম বৃদ্ধেরা আরও পরে আসিবেন। তোমাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি ভবিষ্যতে আসিতেছেন। তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, আমরা আগে চলিয়া যাইব, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদের মতে চলিবে। ইহা তোমাদের ভ্রম। ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মদিগের যোগেতে, ভক্তিতে, পবিত্রতাতে পৃথিবী টলমল করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আসল গূঢ় তত্ত্ব সকল এখনও আমাদের নিকট আসে নাই। ভূতকালের দিকে তাকাইব না। ভবিষ্যতের পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার মহিমান্বিত সিংহাসনে বসিয়া আছেন। যথা সময়ে ঈশ্বরের আদেশে তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন। আকাশে এমন সকল নক্ষত্র আছে যাহাদের জ্যোতি পৃথিবীতে এখনও পর্য্যন্ত আসে নাই। সেইরূপ স্বর্গে এমন সকল সত্য গোপনে রহিয়াছে, পৃথিবী এখনও পর্য্যন্ত যাহার আভাস পায় নাই। অতএব যোগের পথ, ভক্তির পথ, কর্ম্মের পথ শেষ হইয়াছে, কেহই এরূপ কথা বলিও না। ভবিষ্যতে মনুষ্যমণ্ডলী হইতে প্রকাণ্ড বৃহৎ ব্রতধারী যোগী সকল, ভক্ত সকল, কর্ম্মী সকল বাহির হইবেন। এক একজন সত্য-সাগরে মগ্ন হইয়া অমূল্য সত্যরত্ন সকল উদ্ভাবন করিবেন। কেহ যোগতত্ত্ব, কেহ ভক্তিতত্ত্ব, কেহ নীতিতত্ত্ব, কেহ সেবাতত্ত্ব ইত্যাদি মন্থন করিয়া নূতন নূতন সত্যামৃত উদ্ধার করিবেন।

এ সকল সাধনের জন্য তোমাদের মধ্যে কয়েকজন লোক আপন আপন জীবন উৎসর্গ কর। সকলেই ত ধন, মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতেছে। প্রচারকেরাও আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এমন সকল লোকের প্রয়োজন হইয়াছে যাঁহারা কি সংসার সাধন, কি প্রচার এই দুই পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা আবিষ্কার করিবেন। এইরূপে যদি দুই একজন লোক যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম আবিষ্কার করেন, তাহা হইলে পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম আগমন সম্বন্ধে সহস্র বৎসরের ব্যবধান হ্রাস হইবে। গোঁণ হইবে না। এ কেবল সাধকদিগের দ্বারা হইতে পারে। কয়েকজন গভীররূপে রত্নাকরে প্রবেশ না করিলে রত্ন লাভ হইবে না। এস, আমরা সাধক হইয়া সে সকল রত্ন তুলিয়া লই। কতকগুলি লোক যোগ ভক্তি ও সচ্চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, জগতের অভাব। দিবা নিশি তোমরা সাধন কর, সাধনে তোমাদের জীবন শেষ হউক। যাঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য সাধন করিবেন, পৃথিবী তাঁহাদের পরিবারের ভার লইবে। এক এক সাধক বহুমূল্য রত্নের ন্যায় আদৃত হইবেন। সাধকেরা দেশে দেশে যাইবেন না; কিন্তু তাঁহাদের নিকট সকলে আসিবে। তাঁহারা ঘুরিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের চারিদিকে ধর্ম্মপিপাসু লোকেরা ঘুরিবে। তাঁহাদের জীবন ভাল হইবে, জগতের পরিত্রাণ হইবে। এই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বড় বড় যোগী, ভগবদ্ভক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। যতই এ সকল বিচিত্র প্রকৃতির ব্রাহ্মেরা জন্মগ্রহণ করিবেন, ততই ঈশ্বরের রাজ্য, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীকে শুদ্ধ করিবে; আমরাও শুদ্ধ এবং সুখী হইব।—(আচার্য্যের উপদেশ, ৯ম খণ্ড)।

—•—

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন।—৫

দৈন্য স্বভাব আমার পক্ষে অভিসম্পাত না হইয়া আশীর্ব্বাদ হইল। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আমার কাছে যত প্রলোভন আসিয়াছে এত যে কাহারও কাছে আসে নাই। এত পরীক্ষা যে কাহারও হইল না। আমার সংসারের ভিতর রাজার সংসার আসিয়াছে। মান অনেক দূর উঠিয়াছে। কিন্তু জাতি আমার গেল না।

তোমার প্রতি মতি থাকাতে বড় তুফানেও মরিলাম না। আমি নাকি জাতি স্বভাবে গুড় বেচিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেছি। সামান্য ছোট সন্দেই নাকি খুঁজিতেছি, তাই বাঁচিয়া গেলাম। নতুবা ধন সম্পদের মধ্যে ডুবিয়া মারা যাইতাম। এখন ধনীর সঙ্গে মিশিলেও ভয় আর নাই, সিদ্ধ হইলে ভয় আর থাকে না।

এই পৃথিবী ব্রহ্মবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে যতদিন থাকিতে হইবে ধর্ম্মোপার্জ্জন ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিব। এই জন্যই আপনাকে কখনও শিক্ষক মনে করিতে পারি নাই।

শিষ্য হইয়া আসিলাম, শিষ্যের জীবন ধারণ করিতেছি শিষ্যই থাকিব অনন্তকাল। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়ে শিক্ষা করিয়া থাকি, সম্পদে বিপদে ধর্ম্মগ্রন্থের নানা পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করি। প্রাণী মাত্রেই আমার গুরু, বস্তু মাত্রেই আমার শিক্ষক, মনুষ্যপ্রকৃতির নিকটেও আমি অনেক বিষয় শিক্ষা করি।

কখনও আমার মনে হইল না যে, শিক্ষার শেষ হইয়াছে।

নিজ বুদ্ধিতে কখনও আমি সত্য লাভ করি নাই, বিবিধ শাস্ত্র মন্থন করিয়া এক একটী সিদ্ধান্ত করা আমার ব্যবসায় নয়। ঘোরান্ধকার মধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশ যেমন তেমনি আমাতে সত্য প্রকাশ হয়।

চারিবেদ কখনই পড়া হইল না, শিষ্যত্ব আর ঘুচিল না। গুরু যার জগৎ গুরু তার শিক্ষার অভাব কি?

দিবার জন্য আসি নাই, আসিয়াছি মিলিতে। চর্ব্বণ করিয়া পুনরায় সেই বস্তু লইয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিব। ছি, ছি, আমার গুরু এ কথা শুনিলে অসন্তুষ্ট হন।

আমার আত্মার সত্য আসিলেই সত্য অন্যের হইবে। সত্য আমরা কেবলই শিক্ষা করিব। এ জীবনে কেহ কাছে আসিয়া না দিয়া চলিয়া যায় নাই। আমি জন্ম-শিষ্য। জন্ম হইতে শিখিতেছি। শিক্ষা আর ফুরাইবে না। শুকরাদি পশুর নিকট হইতেও শিক্ষা প্রাপ্ত হইব। শিখিতে শিখিতে পরলোকে চলিয়া যাইব।

আমার জীবনবেদ পাঠ না করিয়া কেহ কেহ অন্যায় কথা সকল বলিয়াছেন, তাঁহারা মিথ্যা কথা অপরাধে ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট অপরাধী।

পৃথিবীর শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদিগের সঙ্গে এই নরকের কীটকে যাহারা এক শ্রেণীভুক্ত করিবেন, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন।

আর যাঁহারা বলিলেন এ ব্যক্তির চরিত্র নির্ম্মল, পাপ দেখা যায় না এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যা কথন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন।

যদিও সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত নই, নির্ম্মলচরিত্র সাধুদিগের সঙ্গে বসিবার উপযুক্ত নই, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জ্ঞান এবং পুণ্য লাভে ও প্রেম ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার নিকট আসিতেছে।

যাঁহারা বলিলেন এ জীবন প্রত্যাদিষ্ট নয়, এ ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তাঁহারাও মিথ্যা কথা বলিলেন।

বারংবার ঈশ্বর দর্শন করিতেছি তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেছি, এই সত্য ইহাই বেদের কথা। আহার পরিধান প্রভৃতি ব্যাপার যেমন সহজ এই ঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণ তেমনি সহজ।

যাঁহারা আমার দর্শন ও শ্রবণ অস্বীকার করিলেন তাহারা যেমন মিথ্যাবাদী আর এই দর্শন শ্রবণের জন্য যাঁহারা আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন তাহারাও তেমনি মিথ্যাবাদী।

ঈশ্বর দর্শন অসাধারণ পুরুষত্বের পরিচয় নয়। যেমন বাহিরের জড়বস্তু সকল দেখা ঈশ্বরকে দেখা তেমনি। তিনি যেমন ভাবান তেমনি ভাবি, যেমন বলান তেমনি বলি, যেমন প্রচার করিতে বলেন তেমনি প্রচার করি। তাঁহার সঙ্গে অতি সহজ যোগ।

ঈশ্বরকে দেখা ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করা বিষয়ে অন্যান্য যোগী ভক্তদের সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই।

যদি কেহ মনে করেন এ ব্যক্তি অন্যান্য লোকের ন্যায় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, নানা অনুসন্ধান করিয়া, অনেক লাভ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, লোকের পরামর্শ লইয়া কাজ করে তিনি মিথ্যা মনে করেন।

যাঁহারা জানেন এ ব্যক্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক কোন কোন পদে অভিষিক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর স্বয়ং ইহার সমক্ষে সত্য প্রকাশ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং ইহার সংসার চালাইতেছেন তাহারাই সত্য জানেন ও সত্য বলেন।

তাহারা মিথ্যাবাদী যাঁহারা এই বলিয়া অপবাদ করিলেন যে, এ ব্যক্তি বুদ্ধিসহকারে ধর্ম্ম সকলকে মিলিত করিতেছে। যে ব্যক্তি ছেলেমানুষের মত বিশ্বাস করে, কল্যকার জন্যে ভাবিত হয় না, ধর্ম্মজীবন আরম্ভ অবধি সাংসারিক সকল চেষ্টা হইতে বিরত। পরের মন্ত্রণা শোনে না, দশজনকে অধ্যক্ষ করিয়া আপনাকে পরিচালিত করিবার জন্য বিধি লয় না। আকাশের দিকে তাকায় আর অন্ধকারের ভিতর হইতে যে সঙ্কেত আসে তাহাই করে সেই এই ব্যক্তি।

ঈশ্বর কেমন করিয়া মানুষকে চালান, এই ব্যক্তিতে তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত।

এ ব্যক্তি আপনাকে চালাইবার জন্য কোন চাকরী করিল না, কোন ব্যবসায় লইল না, বরাবর ঈশ্বর স্বয়ং চালাইয়াছেন ও চালাইতেছেন। ইহা যাঁহারা অলৌকিক পুরুষত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহারা মিথ্যাবাদী।

যে ব্যক্তি ধনী ও জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সে ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী। নিজের বাড়ী ছাড়া একটি পয়সা আছে বলিতে পারি না।

আমি আমাকে যেমন ধনী বলি না তেমন নির্ধনও বলি না। ধন না থাকিলেও যদি কাহাকেও ধনী বলিয়া গণনা করিতে পার তবে সে ব্যক্তি আমি। পৃথিবীর ধনকে আমি তুচ্ছ বোধ করি।

আমার বিদ্যাও পৃথিবীর নয়। এখনকার সামান্য একজন বিদ্বান যাহা জানেন, আমি সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি তাহা জানি না। কিন্তু জ্ঞানে আমার ঔদাসিন্য নাই একজন জ্ঞানী

আমার বাড়ীতে থাকেন, আমার দৃষ্টি তাঁহার উপর থাকে। সেই শাস্ত্রীয় শাস্ত্র শুনিয়া আমি বিদ্যা সম্বন্ধে যত অভাব মোচন করি।

আমার মান হরির মান। পৃথিবীর মান পাই নাই। ব্রহ্ম আমার ধন, ব্রহ্মই আমার বিদ্যা ও জ্ঞান, ব্রহ্মই আমার মান ও প্রতিপত্তি।

এখন সকলের এই মনে হওয়া উচিত এ ব্যক্তির জীবন যেমন চলিয়াছে আমাদের তেমই হউক। নিজের দ্বারা কিছুই হয় নাই। হরিধন আমার সর্ব্বস্ব। এই জীবনবেদের ইহাই মর্ম্ম তাৎপর্য্য।

নিরাশার আশা

(সংকীর্ত্তনে ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে)

বিধানে মুষ্টিমেয় লোক। তাহাও আবার রুগ্ন দেখিয়া প্রাণে নিরাশার ভাব জাগিতেছিল। কিন্তু এবারকার উৎসবে অদ্ভুতকর্ম্মা বিধাতার লীলা দেখিয়া আবার উল্টা দিকে না ফিরিয়া থাকিতে পারিল না। এই যে দুই দিন কীর্ত্তনে উপাসনা হইল উহার ভিতরে যে কি সজীবতা রহিয়াছে দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ হইল। সজীব জিনিষের লক্ষণই এই যে, তাহা কখনও পুরাতন হয় না। যতই শুনা যায় ততই সেই নূতন বলিয়া অনুভূত হয়।

উপনিষদ্ বাক্যগুলি যেমন যতবার পাঠ করা যায়, ততবারই নূতন এবং জীবন্ত সব জাগাইয়া দেয়, তেমনি সঙ্গীতাচার্য্য যে এই কীর্ত্তনে উপাসনার গান করিয়াছেন উহা ভগবানের একটি বিশেষ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। এই যে ক্রমে দুই দিন কীর্ত্তনে উপাসনা হইল, প্রতিদিন লোকগুলি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থিরভাবে কত অসুবিধা সহ্য করিয়াও যোগদান করিয়াছেন দেখিতে পাইলাম। আরো মায়ের একটি বিশেষ করুণা উহাতে অনুভব করিলাম যে, শ্রীমান সত্যেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে ভক্তি-ভাজন চিরঞ্জীবের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট প্রকাশিত হইল যতবার সেই স্বর অনুভব করিলাম, ততবারই দেহ মন শিহরিয়া উঠিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলাম যে, বালকের কণ্ঠে সেই মধুর কণ্ঠ আসিয়া বাহির করিলে! তবে আর বৃথা নিরাশ হইব কেন? সেই অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান তো সকলই করিতে পারেন, তাঁর প্রেরিত নববিধান তিনিই নূতন করিয়া নানা উপায়ে জাগাইয়া তুলিতেছেন, তবে আর নিরাশার স্থান কোথায়? এই কথা যাই মনে আসে আর অমনি উজ্জ্বল আশার আলো সম্মুখে প্রকাশিত দেখিতে পাইলাম। মায়ের পানে দৃষ্টি দিয়া মন নিশ্চিন্ত নির্ভয় হইল। তাঁর বিধান মানবসন্তানকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া চলিয়াছে। আমরা আপন বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিতে গিয়াই নিজেরা বিপথগামী হই। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

বিনীতা

শ্রীমতী মুক্তকেশী দত্ত।

২।২।২৫।

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী।

(বৈরাগ্যের পথ)

গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী মহা জ্ঞানী শ্রীসনাতন গোস্বামী, কারাধ্যক্ষের অনুগ্রহে রজনীযোগে শৃঙ্খল কাটিয়া কারামুক্ত হইয়া বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য রাজপথ ছাড়িয়া রাজবন্দী কাঙ্গাল বেশে উপপথে ধাইয়া চলিলেন। ধন্য অনুরাগ! তুমি রাজাকে পথের কাঙ্গাল, দাম্ভিককে তৃণসম নীচ এবং মানুষকে দেবতা করিতে পার। রাত্রি দিন চলিয়া চলিয়া শ্রীসনাতন পাতড়া নামক পর্ব্বতের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে একজন ভৌমিক থাকিত, সে বাটি ছাড়িয়া না দিলে পর্ব্বত পার হইবার উপায় নাই। এই ভৌমিক দস্যু প্রকৃতির লোক। কথিত আছে, তাহার নিকট একজন গণক ছিল; সে হাত গণিয়া কাহার নিকট কত টাকা আছে বলিয়া দিত; ভৌমিক তদনুসারে পথিকের প্রাণবিনাশ করিয়া লুঠিয়া লইত। সেই গণক কাণে কাণে ভৌমিককে বলিল যে, সনাতনের নিকট আটটি স্বর্ণ মোহর আছে। ভৌমিক সনাতনকে বলিল, 'এক্ষণে স্নান ভোজন কর রাত্রিযোগে লোক দিয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিব।' এই বলিয়া বহু সমাদর করিয়া সনাতনের আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিল। সনাতন স্নান ভোজন করিয়া ভৌমিকের ব্যবহারে কিছু সন্দিগ্ধ হইলেন, ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার নিকট কিছু টাকা কড়ি আছে কি না? ঈশান এবারে মুস্কিলে পড়িল। কারণ তাহার নিকট সত্যই আটটী মোহর ছিল। সে ধনলোভ ছাড়িতে পারে না, অথচ মনিবের নিকট একেবারে মিথ্যা বলিতেও সাহসী হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া ঈশান বলিল, তাহার নিকট সাতটি মোহর আছে। সনাতন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'এই কাল যম কেন সঙ্গে আনিয়াছ?' তখন ঐ সাতটী মোহর চাহিয়া লইয়া সনাতন গোঁসাই ভৌমিককে অর্পণ করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, 'এই সাত মোহর আমার নিকটে ছিল, ইহা আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিউন। আমি রাজবন্দী, প্রকাশ্য সড়কে যাইতে পারি না। আমাকে উদ্ধার করিয়া দিলে আপনার পুণ্য হইবে।'

ভৌমিক হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আপনার ভৃত্যের অঞ্চলে আটটী মোহর ছিল, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। এই মোহর আপনি না দিলে আমার লোক আজ রাত্রিতে আপনাকে মারিয়া ফেলিয়া লুঠিয়া লইত। তা' আপনার সরল ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হইলাম; মোহর লইব না। চারিজন লোক দিয়া আপনাকে পাহাড় পার করিয়া দিব।'

সনাতন ভৌমিকের কথায় কিছু ব্যথিত হইয়া বলিলেন, 'আমার মোহরে প্রয়োজন নাই; বরং সঙ্গে থাকিলে উহার লোভে কে কখন প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। আপনি উহা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ

করুন।' ইহার পর ভূঞার চারিজন পাইক সঙ্গে করিয়া সনাতন রাত্রে রাত্রে পর্ব্বত পার হইলেন এবং পরপারে যাইয়া ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্য কি আর একটী মোহর তোমার নিকটে আছে?' সে 'আছে' কহিলে, সনাতন তাহাকে মোহর লইয়া স্বদেশে যাইবার অনুমতি দিয়া একাকী হাতে করোয়া ও স্কন্ধে ছিন্নকন্থা লইয়া নির্ভয়ে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। কতক-দিন পরে তিনি বর্দ্ধমান মজঃপুর জেলার অন্তর্গত হাজিপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া একটী উদ্যানে বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন হাজিপুরে গৌড়েশ্বরের রাজকর্ম্মচারীগণ থাকিতেন শ্রীকান্ত নামে সনাতনের ভগিনীপতি, গৌড়াধিপের জনৈক কর্ম্মচারী। তিন লক্ষ টাকা লইয়া তিনি বাদসাহকে কর দিতে যাইতেছেন; সম্প্রতি হাজি-পুরের রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি উচ্চ প্রাসাদ হইতে ফকীরবেশী সনাতনকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া রজনী-যোগে একটী বিশ্বস্ত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দুইজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সনাতন স্বীয় বন্ধন মোচনের বিষয় বলিলে শ্রীকান্ত তাঁহাকে বৈরাগ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু মহাপুরুষের মন কিছুতেই টলিল না দেখিয়া শ্রীকান্ত দুই চারি দিন নিভৃতে রাজপ্রাসাদে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন তাহাতেও সম্মত না হইয়া বলিলেন, 'এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাইব, আমাকে তুমি গঙ্গাপার করিয়া দাও।' শ্রীকান্ত তাঁহার ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং অগত্যা একখানি মূল্যবান্ ভোট কম্বল লইতে সম্মত করাইয়া বিশ্বস্ত লোক দ্বারা গঙ্গা পার করাইয়া দিলেন। সনাতন অদম্য উৎসাহে শ্রীচৈতন্যের মিলনা-শায় ছুটিলেন। আর কতকদিনে বারাণসী নগরে আসিয়া সনাতন গোঁসাই লোকমুখে শ্রীচৈতন্যের আগমনবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া অনুসন্ধানে চন্দ্রশেখরের বাহির বাটীতে আসিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীচৈতন্য তখন ভিতরপকোষ্ঠে; চন্দ্র-শেখরকে বলিলেন, 'দেখ তো বাহিরে একজন বৈষ্ণব বসিয়া আছে কি না?' চন্দ্রশেখর বাহির বাটীতে দেখিয়া ফিরিয়া যাইয়া বলিলেন, 'কৈ কোন বৈষ্ণব তো দেখিলাম না।' শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেহই কি নাই?' চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন, 'একজন দরবেশ আছে।' শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তাঁহাকে ডাকিয়া আন।' চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিয়া আগন্তুককে ডাকিয়া লইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মাত্র, চৈতন্যদেব পিঁড়া হইতে আস্তেব্যস্তে উঠানে নামিয়া আসিয়া সনাতনের গলা ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতন প্রেমাবিষ্ট-চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ গলা ধরাধরি করিয়া রোদন করিলে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে পিঁড়ার উপরে লইয়া গিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইয়া স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। সনাতন বলিলেন, 'ছি প্রভো! অস্পৃশ্য ঘৃণিত পাপীকে স্পর্শ করিও না।' চৈতন্য উত্তর দিলেন, 'তোমার ন্যায় ভগবদ্ভক্ত নর স্পর্শে আমি আজ পবিত্র হইলাম। মহাজনগণ পরম পবিত্র তীর্থস্বরূপ তাঁহাদের সংস্পর্শে তীর্থস্নানের পুণ্য হয়।'

সনাতন বলিলেন, 'আমি অস্পৃশ্য যবন।'

শ্রীচৈতন্য। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয় না। শ্বপচ ম্লেচ্ছও ভক্তিবলে ভগবানের প্রিয় অন্তরঙ্গ হইতে পারেন। দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁহারা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ।

সনাতন। আমি তো আর ভক্ত নই, আমি যে মহাপাপী।

শ্রীচৈতন্য। তা' আমি বুঝিয়া লইব। কিন্তু সনাতন! দেখ, কৃষ্ণ কেমন দয়াময়। তোমাকে মহা রৌরব হইতে তুলিয়া আনিলেন। ধন্য শ্রীহরি! তোমার কৃপাই ধন্য। অপার গভীর-তর কৃপার মহিমা আমি কি বুঝি?

পঞ্চনবতিতম মাঘোৎসব।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী, (১১ই মাঘ) টাউনহলে শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "Behold the Light of Heaven in India" নামে যে ইংরাজী বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে এবং সেই বৎসরের উপদেশাদিতে মাতৃভাব, বিধান-ভারত ও নববিধানের বিশেষ প্রকাশ হয়। সেই বৎসর শ্রীমৎ পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গেও শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দের বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল বলিয়া এই বৎসর বিশেষ ভাবে তাহার জুবিলী উৎসব। এই উৎসবৃত্তান্ত আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি। ১লা মাঘ, বুধবার—নিশাশেষে নব-বিধান প্রচারাশ্রম হইতে ৪।৫ জন যুবক ও বৃদ্ধ "ব্রহ্মনাম বদনেতে বল অবিরাম" এই মধুর উষাকীর্ত্তন ভক্তিভাবে গান করিতে করিতে সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর লেন, বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ও সঙ্কর ঘোষের লেন হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উষাকীর্ত্তন শেষ করিয়া প্রার্থনা হয়। অদ্য সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে আরতি। প্রথমতঃ কতকগুলি যুবক সাধক ও বৃদ্ধ ভক্ত, ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে সমবেত হইয়া গাহিলেন, "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে চল ভাই যাই সকলে * * খুলিয়ে স্বর্গের দ্বার ডাকিছেন বার বার উথলি উঠিছে তাঁর প্রেমসিন্ধু মহাবলে। হাসি হাসি ভালবাসি, ধীরে ধীরে কাছে আসি, হরিলীলারসগীত গাইতে বলে; (মা) আপনিও মৃদুস্বরে হরিগুণ গান করে, দেয় ভিক্ষা আঁচল ভরে, ভাসি প্রেম অশ্রু-জলে।" মার এই অশ্রুসিক্ত মধুর আহ্বানে ও স্নেহের আকর্ষণে, আজ শত শত নরনারী সমবেত হইয়া দীপমালা হস্তে মার শ্রীমন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া গাহিলেন, "জয় মাতঃ! জয় মাতঃ! নিখিল জগতপ্রসবিনী।" মার সন্তানগণ ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া, ভক্তিবিগলিত প্রাণে গাহিলেন, "মা! তুমি নিরাকারা,

সারাৎসারা, বহুরূপিণী।" মা জগজ্জননীও আজ দেখালেন সত্যই তাঁর স্নেহভরা জীবন্ত মূর্ত্তি, তাঁর কন্যাদিগের মূর্ত্তিমধ্যে কেমন উদ্ভাসিত। আরতির সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইলে ভাই প্রমথলাল সেন শ্রীমদাচার্য্যদেব কৃত আরতির প্রার্থনাটী পাঠ করেন, উক্ত প্রার্থনার সারাংশ এই:—"হে ঈশ্বর, আমরা তোমার নিয়োজিত ভৃত্য। আমরা তোমার সাধুদিগকে প্রণাম করিয়া তোমার আরতি করি! পুণ্যের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের প্রদীপ, বিবেকের প্রদীপ আমাদিগের হস্তে। এই পঞ্চপ্রদীপ লইয়া তোমার মুখের কাছে ঘুরাইতেছি। ব্রহ্ম মূর্ত্তি দেখা দাও। ভীরুতা, অপবিত্রতা, অসরলতা দূর কর। মা তোমার পবিত্র দর্শন বিধান কর। এস ব্রহ্মমূর্ত্তি কোল দাও। আজ সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শুদ্ধ হই, তুমি এ পাপ হৃদয় গ্রহণ কর।"

বহুদিন পরে দাতা, দাত্রী ও সহৃদয় বন্ধুগণের সাহায্যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির সম্পূর্ণরূপে মেরামত হওয়ায় এবং মার কৃপায় নূতন বৈদ্যুতিক আলোকে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মমন্দির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করায় ব্রহ্ম পুত্র-কন্যাতে আজ মার শ্রীমন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ৮৷৷০টার সময় আরতির কার্য্য শেষ হয়।

২রা মাঘ, বৃহস্পতিবার—প্রাতে পূর্ব্বদিনের ন্যায় ৪।৫ জন যুবক ও বৃদ্ধ মুজাপুর ষ্ট্রীট ও সার্কুলার রোড দিয়া বরাবর মঙ্গলপাড়া হইয়া গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন দিয়া উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া একটী প্রার্থনা করিয়া শেষ করেন। অদ্য প্রাতে নববিধান প্রচারাশ্রমে বিশেষ ভাবে উপাসনা ও অঙ্গকার প্রার্থনাদিতে পরলোকতত্ত্বই প্রকাশ পায়। সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শাস্ত্রের মর্ম্ম এবং বিশিষ্ট প্রমাণ ও ঋষি নচিকেতার উপাখ্যান দ্বারা পরিষ্কাররূপে তিনি বুঝাইয়া দেন যে, আত্মা চির অমর, এই আত্মা কখন জন্মে না ও কখন মরে না, যার জন্ম আছে তারই মরণ আছে। চির অমর আত্মা নিত্যকাল অমর লোকেই বাস করেন, এই অমর লোকই পর লোক। সুতরাং এই অজন্ম ও অমৃত আত্মা সকল সদাকাল ব্রহ্মসহবাসেই আছে ও থাকিবে। অদ্ভুতকর্ম্মা বিশ্বকর্ম্মা কেমন অপূর্ব্ব কৌশলে মানবদেহ রচনা করিতেছেন তাহাও সুন্দরভাবে বিবৃত করেন। পাল মহাশয়ের এই পরলোকতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিতে আজও শ্রোতৃবৃন্দে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইয়াছিল।

৩রা মাঘ, শুক্রবার—প্রাতে ৪।৫ জন যুবক ও বৃদ্ধ প্রচারাশ্রম হইতে উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলেজস্কোয়ার ও প্যারীচরণ সরকার ষ্ট্রীট হইয়া কলুটোলাস্থ আচার্য্যদেবের সূতিকা গৃহের সম্মুখে কীর্ত্তন শেষ ও প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় কমলকুটীরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক নববিধান-নিশান বরণ হয়, ঐ উপলক্ষে অনেকগুলি বিদ্যালয়িনী ভাগিনী সমবেত হইয়া নিশান বরণ ও সঙ্গীতাদি করেন। প্রাতে প্রচারাশ্রমেও জমাট উপাসনা হয়।

৪ঠা মাঘ, শনিবার—প্রচারাশ্রমে বিশেষ ভাবে জমাট উপাসনা ও সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ হয়, ভ্রাতা যামিনীকান্ত কোঁয়ার প্রভৃতি প্রসঙ্গ করেন।

৫ই মাঘ, রবিবার—প্রাতে প্রফেসার দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কার্য্য করেন। দত্ত মহাশয় গম্ভীর ও ভক্তির সহিত ব্রহ্মোপাসনা করেন ও ৫০ বৎসর হইল যে দিবস শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র কলিকাতা টাউন হলে "ভারতে স্বর্গের আলোক" বিষয়টী অগ্নিময় বাক্যে বর্ণনা করেন, সে দিন ঐ বক্তৃতার সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। দত্ত মহাশয় ঐটীই ভারতের যথার্থই ভবিষ্যত আশা বলিয়া বিশ্বাস করেন। অদ্য সায়ংকালে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ব্রহ্মমন্দিরে উপসনা করেন।

৬ই মাঘ, সোমবার—প্রাতে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয় সম্পাদন করেন, ঐ দিন বিশেষ বিশেষ কয়েকজন সাধক যোগদান করিয়াছিলেন। সায়ংকালে ঐ মন্দিরেই স্মৃতিসভা হয়, প্রথমে প্রফেসার দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়, ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মহাশয় পর্য্যায়ক্রমে মহর্ষিদেবের জীবনে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্রের বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ব্রাহ্মসমাজের বা নববিধানের ধর্ম্ম, বিশেষ ভাবে গৃহস্থের ধর্ম্ম। গৃহ পরিবারে স্থিতি করিয়া গৃহীরূপে ধর্ম্ম সাধন নববিধানের বিশেষ সাধন। মহাত্মা রামমোহন গৃহস্থ ছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গৃহস্থ ছিলেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও গৃহস্থ ছিলেন। গৃহধর্ম্ম বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আপনার জীবনের বিবিধ আচরণ দ্বারা আমাদের সকলের জন্য মহদ্দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। গৃহে ধর্ম্মজীবন যাপন যে বিশেষ পরীক্ষা-সঙ্কুল তাহা কে না জানেন? জীবনের বিবিধ গুরুতর পরীক্ষায় ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিয়া কেমন করিয়া গৃহস্থ জীবনযাপন করিতে হয়, দেবেন্দ্রনাথ আপনার দীর্ঘ জীবনে তাহা নানারূপে অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শন করিয়া সকলের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইয়া রহিয়াছেন।

এ দেশের বহু গৃহস্থ ঋণ ভারে প্রপীড়িত। আইনের জটিল আবরণে গা ঢাকা যথার্থ ঋণের দায় হইতে মিথ্যা উপায়ে মুক্ত হইবার প্রলোভন অনেকের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ প্রলোভনকে অন্তরস্থ ধর্ম্মবুদ্ধিবলে জয় করিয়া কিরূপে সত্য পথে যথার্থ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, দেবেন্দ্রনাথ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি কলিকাতার প্রকাণ্ড ধনী পরিবারের সন্তান। তাঁহার পিতা বহু টাকা ঋণগ্রস্থ হইয়া জীবনলীলা শেষ করেন। তাঁহার নিজকৃত ঋণের জন্য তাঁহার জমিদারীর প্রধান সম্পত্তিগুলি ঋণদায়ে আবদ্ধ না হয়

সেই ভাবে তিনি জীবিতকালে উইল করিয়া যান। তাঁহার পরলোকগমনের পর এত ঋণ বাহির হইল যে, সমস্ত জমিদারী দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধ করা প্রয়োজন হইল। দেবেন্দ্রনাথ পিতার উইলের বলে আইনের আবরণে জমিদারীর প্রধান সম্পত্তিগুলি ঋণের দায় হইতে মুক্ত রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন আইনের চক্ষে এরূপ ভাবে ঋণ মুক্ত হইতে পারিলেও ধর্ম্মের চক্ষে এরূপে পিতৃঋণ পরিশোধ হয় না। তাই তিনি সে উইলের বলে সম্পত্তি রক্ষা করা নিতান্ত অসঙ্গত মনে করিলেন। তিনি সকল শ্রেণীর উত্তমর্ণদিগকে ডাকাইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দিলেন এবং আপনি এমন ধনীর সন্তান হইয়াও একবারে ফকিরের বেশে বাহির হইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার ত্যাগস্বীকার দেখিয়া তাঁহার সততার পুরস্কারস্বরূপ উত্তমর্ণগণ তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার হাতে রাখিয়া ধীরে ধীরে ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া লইলেন।

তিনি যেমন জীবনে কঠিন কর্ত্তব্য বীরত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন, আবার গৃহপরিবার সম্পর্কে কোমল কর্ত্তব্যগুলিও সুশৃঙ্খল ভাবে ন্যায় ও উচ্চ প্রীতির সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বৃহৎ পরিবারের অভিভাবক ছিলেন। গৃহের ছোট বড় সকলের, বিশেষ ভাবে ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। প্রতিদিন গৃহের সকল বালক বালিকাদিগকে মিলিত হইয়া একবার তাঁহার নিকটে আসিতে হইত। গৃহের চাকর চাকরাণীদিগের প্রতিও তাঁহার ন্যায়ানুগত মিষ্ট ব্যবহার ছিল।

বিপন্নের প্রতি তাঁহার অসামান্য দয়া ছিল। তিনি শেষ-জীবনে শরীরের অতি জীর্ণ অবস্থায় যখন তাঁহার প্রিয় শিষ্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রীসহ কোন দূর স্থানে স্থিতি করিতেছিলেন, তিনি একদিন প্রিয়নাথ বাবুকে বলিলেন, হঠাৎ আমি দেহমুক্ত হইলে তুমি আমার শবদেহ লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িবে, তাই তোমাকে ৬০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিতেছি, ইহা এখানে ব্যাঙ্কে জমা দিয়া রাখ, হঠাৎ আমার শরীরের অবসান হইলে তুমি এই টাকা দ্বারা উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। ইহার কিছুদিন পরে সীতানাথ ঘোষ নামক একটী ভদ্রলোক আসিয়া মহর্ষিদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি যে তাড়িতব্যবস্থা দ্বারা চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছি এবং তাহার প্রচার ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে যে ব্যয় হইয়াছে তাহাতে সমধিক ঋণে জড়িত হইয়াছি, এক্ষণে আমার বিষয় সম্পত্তি বিক্রীত হইতে চলিল; যদি আপনি আমাকে এই ঋণ জাল হইতে উদ্ধার না করেন তবে আমার সন্তানেরা অন্নাভাবে মারা পড়িবে। মহর্ষি তাঁহাকে স্নান আহারের অনুমতি দিয়া প্রিয়নাথ বাবুকে ডাকাইলেন এবং সেই ৬০০০৲ টাকা সীতানাথ ঘোষের হস্তে দিতে বলিয়া বলিলেন এই টাকা তুমি তাহাকে আপনার হাতে দিও, ইহাতে তোমার পুণ্য হইবে। দান শেষ হইলে মহর্ষি সীতানাথ বাবুকে বলিলেন, "তুমি ইহা কাহাকেও বলিও না।"

মহর্ষির স্বর্গারোহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বিষয়বিত্ত বণ্টন করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্য তাঁহার নিকট আসিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমরা তিন দিন পরে আমার নিকট এসো" ঐ তিন দিন মধ্যে একদিন প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, মহর্ষিদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিন দিন পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে আসিতে বলিলেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, "বাবা বেঁচে থাকলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে যে চক্ষুতে বিষয় বণ্টন করিয়া দিতেন আমি এখন সেই চক্ষু আমার চক্ষুমধ্যে আনিতেছি," অর্থাৎ সেই চক্ষুতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র-দিগকে বিষয় বণ্টন করিয়া দিবেন। পরে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ মহর্ষির সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জমিদারী মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট তাহাই দিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ মহর্ষিকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রণিপাত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে মহর্ষির জীবন এ দেশের নিকট এবং সমস্ত পৃথিবীর নিকট গৃহস্থ-জীবনের বিবিধ উচ্চ কর্ত্তব্য সাধনের উজ্জ্বল আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

(অন্যান্য দিনের উৎসব বৃত্তান্ত পরে প্রকাশিত হইবে)

জুবিলী।

ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর উক্তি।

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ১২ই মাঘ, ৯৫ ব্রাহ্মাব্দ)

উপস্থিত ব্রহ্মসন্তানগণ, আজ উপদেশ দিবার জন্য আপনা-দিগের সমক্ষে আমি দণ্ডায়মান হই নাই। যিনি এই মন্দিরের বেদী গ্রহণ করিয়া শত শত উপদেশ দান করিয়াছিলেন, শেষ উপদেশে তিনি বলিয়াছিলেন, "হে বক্তাগণ, হে বাগ্মীগণ, তোমরা নীরব হও, এখন পরম প্রবক্তা ঈশ্বরকে কথা বলিতে দাও।" এই কথা শুনিয়া আমি যদি প্রত্যাদিষ্ট প্রবক্তার ন্যায়ও কথা বলিবার চেষ্টা করি তাহা ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহসিকতা হইবে। আজ আমরা জুবিলী ব্রহ্মোৎসব ভোগ করিতে আসিয়াছি। জুবিলী কি? পঞ্চাশ বৎসর পরে কোন মহৎ ঘটনা স্মরণ করিয়া যে আনন্দ উৎসব হয় তাহারি নাম জুবিলী। আমার কোন বন্ধু সর্ব্বাগ্রে এই জুবিলীর ভাব পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া আমি এই উৎসব ভোগ করিতে আসিয়াছি। শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মধর্ম্মের জুবিলী উপ-লক্ষে বলিয়াছিলেন, "পঞ্চাশ বৎসরের ব্রাহ্মধর্ম্ম একটী শিশু, নব-বিধানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে Town Hallএ "Behold the light of Heaven in

India" বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, যখন ঈশ্বর সাক্ষাৎভাবে কতকগুলি ভক্তের নিকট আত্মপরিচয় দান করেন, তখন একটী নববিধান সমাগত হয়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনের নাম সেই বক্তৃতায় তিনি Immediacy নাম দিয়াছেন। তিনি যে আলোকের কথা বলিয়াছেন অনেক হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের আর্য্যঋষিগণ, চীন ও পারস্য দেশের আচার্য্যগণ এবং জুডিয়া দেশের মুসা, ঈশা প্রভৃতি সেই আলোক দেখিয়াছিলেন। তাহা কোন মানুষের আলোক নহে; কিন্তু তাহা জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের চিন্ময় মঙ্গলজ্যোতি। নববিধানের সঙ্গীতাচার্য্য বলিয়াছেন, "অনন্তবিজনে হে অনন্তস্বামী, তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই।" আজ আর সময় নাই একটী কথা বলিয়া আমি বিদায় লইব। প্রাচীন ঋষিগণ বলিতেন, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" নববিধানের বিধাতাপুরুষ বিধানপ্রচারক এবং বাহক আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের হস্ত দ্বারা নববিধানের আদর্শচরিত্র লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে সেই চরিত্রে প্রধান যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, আমি আজ তাহার প্রথম লক্ষণটী উল্লেখ করি, "নারীকে আমি ব্রহ্মকন্যা বলিয়া শ্রদ্ধা করি এবং তাহার সম্পর্কে পবিত্র ভাব এবং অভিপ্রায় পোষণ করি" পুরুষ নারীকে ব্রহ্মকন্যা বলিয়া এবং নারী পুরুষকে ব্রহ্মতনয় বলিয়া যখন শ্রদ্ধা করিতে শিখিবেন তখনই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিবে, অথবা তাঁহার পবিত্র প্রেমপরিবার গঠিত হইবে। যখন মানুষ জানিবে যে, সে সাধারণ মানুষের সন্তান নহে, কিন্তু স্বর্গরাজ ঈশ্বরের সন্তান তখন সে আপনার গৌরব অথবা জ্যোতিঃ ভোগ করিতে পারিবে, সে তখন দেখিবে পৃথিবীর সম্রাট অপেক্ষাও তাহার সৌভাগ্য অনন্তগুণে অধিক।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন ও নববিধান বংশ।

ভক্ত ব্রহ্মানন্দ বলেন, "আমরা আমাদের ভাবি বংশের জন্য কি রাখিয়া যাইব, স্বর্গের আশীর্ব্বাদ না নরকের অভিসম্পাত।" আজ স্বচক্ষে দেখিলাম ভক্তদল স্বর্গের অজস্র আশীর্ব্বাদ নববিধানের ভাবি বংশের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি বলেন "আমরা কয়টী ভাই বিধানের সহিত চিরকাল জীবিত থাকিব" তাই তো দেখলাম শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ, চিরঞ্জীব, অমৃতলাল প্রভৃতি নববিধান ভক্তগণের আত্মজগণও তাঁদের পার্শ্বস্থ বন্ধুগণের আত্মজগণও তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের সন্তানগণ আজ এই বৃদ্ধদের সহিত সুরে সুর মিলাইয়া গাহিলেন, "মা নামে পাষাণ গলে, দুনয়ন ভাসে জলে, উথলে হৃদয়ে প্রেমপাথার।" এতে যে সত্যই আমাদের মত বৃদ্ধদের পাষাণ হৃদয় গলিল, ছেলেরা গাহিলেন, "সরল শিশুর মত ডাক মা বলে অনুদিন রে।" আমরাও তাদের সহিত সরল শিশুর মত গাহিয়া দেখলাম চিন্ময়ী জননী তাঁর নবভক্ত ব্রহ্মানন্দকে কোলে নিয়ে অগণ্য ভক্তগণকে তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে মা নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য তোলপাড় করে তুলেছেন। ভক্ত শিশুদল গাহিলেন, "জ্ঞানী পণ্ডিতে যা বুঝিতে নারে, শিশু সহজে তা জানিতে পারে সহজ জ্ঞানে" তাই তো বুঝলাম্ সত্যই যখন আমরা শিশুদের সঙ্গে সরলপ্রাণে মা, মা, বললাম অমনি তো স্বর্গের দ্বার খুলে গেল? তবে আর কেন মাকে দূরে মনে করিয়া বৃথা মাথা ঘামিয়ে মরি। যখন কীর্ত্তনীয়া ভক্তদল গাহিলেন, "বিপদে সম্পদে জননীর অভয় পদে একান্তে যে জন লয় শরণ, থাকে সে সদানন্দে নির্ভয়ে নিরাপদে করে সুখ-সাগরে সন্তরণ" তাই তো হলো আমাদের মত পাপীরাও যে মা, মা বলে সুখ-সাগরে সাঁতার দিতে লাগিল। এই সুখ তো রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যে মিলে না! আমরা মা, মা বলে ডাকলাম, অমনি রাস্তার দুই পার্শ্বের পুরনারীগণ আনন্দে ব্যাকুল হয় শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিয়া আমাদের মত পাপী ছেলেদের মুখে মার নাম শুনলেন তাহাতে কি দেখলাম? দেখলাম, যেন শত শত মাতাগণের হৃদয় হইতে বিশ্বমাতার নামে স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে। মাতাগণ কি দেখলেন জানি না, তবে এই সন্তপ্ত প্রাণে সাড়া পড়িল, "তোমরা যে মাকে ডাক্চো সেই মাই অনংখ্যারূপধারিণী হয়ে তোমাদের পানে চেয়ে দেখ্ছেন," তাই তো মায়ের জীবন্ত স্নেহ দৃষ্টি দগ্ধপ্রাণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল ও স্বর্গ মর্ত্ত্য এক হইল। আজ তো আমরা স্বশরীরে স্বর্গবাসীদের সঙ্গে মার নাম গাহিলাম, আজ মহারাজকুমারের গলা ধরিয়া দীন দরিদ্রের সন্তানেরা মা নামে মহা আনন্দে মত্ত হইলেন। এই যে মিলন ইহাই তো স্বর্গের অপূর্ব্ব শোভা। সংকীর্ত্তনকারী ভক্তদল গাহিলেন, "চল ব্রহ্মানন্দ মনে চিদানন্দধাম রে, চিন্ময়ী জননীরূপ হেরি প্রেম নয়নে রে" তাই তো হলো চিন্ময়ী মা আমাদের প্রাণকে, হৃদয়কে সবলে আকর্ষণ করিয়া তাঁর চিন্ময়রাজ্যে নিয়ে প্রমত্ত ভক্তদলের সঙ্গে মিলিয়ে কেবল মা, মা, মা বলে তাঁকেই ডাকালেন ও তাঁর চিন্ময়ীরূপ দেখাইয়া তৃষিত প্রাণকে শীতল করিলেন, এখন মনে হচ্ছে আত্মারাজ্যের বিমলানন্দ মা আমাদের দিতে সদাই ব্যস্ত, এ যে প্রেমের খেলা, এ যে যোগরাজ্যের মহাযোগের লীলা। এই চিন্ময়ী মার মধুর ডাক যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের যে সবই লোপাপাত্ত হয়। বিদ্বানের বিদ্যা বুদ্ধি লোপ হয়, কুলবালাদের কুলমান যায়, জাত্যাভিমানীদের জাত কুল থাকে না। এই মহা সংকীর্ত্তনের তরঙ্গে আমরা যতই জীবনতরী ভাসাইব ততই যে আমাদের এ পাপ জীবনের সব আবর্জ্জনা চলে যাবে। তাই আমার সকল ভাই, ভগ্নী, মা ও কন্যাদের এবং আমাদের যুবক বন্ধুদের বলি, ভাই রে, আজ তোমাদের যে কণ্ঠ মার নাম গাহিয়াছে, সেই কণ্ঠকে চিরদিন কেবল মা নামের অমিয়রসে অভিষিক্ত রাখিয়া নিজেরা ধন্য হও এবং আমাদের মত বৃদ্ধদের তাপিত প্রাণকে এই অমিয়মাখা মা নামেই শীতল করিও। তোমরাই আমাদের ভাবী আশা তোমাদের সকলের জন্য ভক্ত ব্রহ্মানন্দ স্বর্গের আশীর্ব্বাদ রাখিয়া

গিয়াছেন। মা গো! তুমি আর আমাদের ছেড়ে থেকো না, আমরা যেন চিরদিনের মত কেবল তোমার চিন্ময়ী রূপ দেখিয়া ঐ রূপসাগরে ডুবিয়া ধন্য হই।

নববিধান প্রচারাশ্রম, ১৩ই মাঘ, ১৩৩১। মার অযোগ্য পাপী সন্তান—
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

তীর্থ রক্ষা।

(প্রাপ্ত)

যদিও নববিধানে আমরা কোন স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকার করি না, কিন্তু যে যে স্থানে বিশেষ বিশেষ ঘটনা হয়, কিম্বা সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া উচ্চ ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষগণ চিহ্নিত করেন, তাহার স্মৃতি রক্ষা যে ভক্তিসাধনের বিশেষ সহায় ইহা সাধক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তাই ইতিপূর্ব্বে নববিধানের যে কয়টী সাধন-তীর্থের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল, সেই তীর্থ কয়টীতে যাহাতে বিশেষভাবে সাধকগণ গিয়া সময়ে সময়ে কিছু কিছু দিন সাধন ভজন করিয়া ধন্য হইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করা কি উচিত নয়?

আমার মনে হয় নববিধান সাধকগণের বিশেষ চিহ্নিত স্থান বা তীর্থ—(১) নববিধান ব্রহ্মমন্দির। (২) নবদেবালয় ও সমাধি। (৩) ব্রহ্মানন্দের জন্মস্থান। (৪) মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির। (৫) হিমালয় ব্রহ্মমন্দির ও আশ্রম। (৬) কোচবিহার ব্রহ্মমন্দির ও কেশবাশ্রম।

এই কয়টী চিহ্নিত স্থান যদিও স্থানীয় কমিটী বা অধ্যক্ষগণের দ্বারা রক্ষিত বা পরিচালিত হইতেছে, এগুলি কেবল স্থানীয় ব্যক্তিদিগের নিজস্বভাবে পরিচালিত হওয়া কখনই উচিত মনে হয় না। স্থানীয় রক্ষকগণ এগুলি পরিদর্শন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে এই সকল স্থানে ভারত বা ভবিষ্যতে জগদ্ব্যাপী সকল সাধক ও তীর্থযাত্রীদিগের অবাধে সাধন ভজন করিবার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার জন্য সমগ্র দেশের সাধকগণের প্রতিনিধি এবং শ্রীদরবারের সভ্যদিগকে লইয়া একটী তীর্থরক্ষক সমিতি গঠিত হয় ইহা আমার বিশেষ অনুরোধ। শ্রীদরবার, আচার্য্যপরিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ট্রাষ্ট এবং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী বিভিন্ন স্থানের কমিটী ও সাধকগণকে লইয়া, এক যোগে এ বিষয়ে সুনির্দ্ধারণ করেন সানুনয়ে ইহাই আমার ভিক্ষা।

শ্রী:—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

ধর্ম্মপিতা শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

এই মহোৎসব মাসে আমাদের পরম ভক্তিভাজন ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও স্বর্গারোহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রের পিতা "প্রিন্স" দ্বারকানাথ ঠাকুর একজন প্রতিপত্তিসম্পন্ন ধনশালী সওদাগর ও তিনি রাজা রামমোহনের বন্ধু ছিলেন। তাই বালক দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের নিকট বাল্যকালে যাতায়াত করিতেন এবং রাজা তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন, কিন্তু ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের সন্তানগণ যেমন হয়, প্রথমে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের যে কিছু বিশেষ আস্থা ছিল, তাহা ছিল না।

তিনি তাঁহার পিতামহী দেবীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সেই পিতামহীর মৃত্যুতে শ্মশানঘাটে গিয়া দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় আশ্চর্য্যরূপে এক ধর্ম্মালোক উদ্ভাসিত হয়। তখন হইতে তাঁহার পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্যে প্রতি বৈরাগ্য উদয় এবং সত্যধর্ম্ম লাভের জন্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হইল।

এমন সময়ে একখানি পুস্তকের ছেঁড়া পাতায় ঈশোপনিষদের একটী সংস্কৃত শ্লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে তাহার অর্থ জানিবার জন্য তিনি উৎসুক হইলেন। তখন তিনি সংস্কৃত কিছুই জানিতেন না। শ্লোকটী এই:—

"ঈশাবাস্য মিদংসর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥"

এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা সকলই ঈশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তিনি যাহা দিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর, অন্যের ধনে স্পৃহা করিও না।

এই জগতের সমুদয় ব্রহ্মময় এই কথা মহর্ষির প্রাণকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করিয়া তাঁহার জীবনের মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। পৈতৃক পৌত্তলিক ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা চলিয়া গেল এবং তখন রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম সভায় যোগদান করিয়া যাহাতে সেই সভার উন্নতি হয়, তাহাতে প্রাণ মন ঢালিয়া দিলেন।

তখন হইতে এই সমাজে এক নবশক্তি সঞ্চারিত হইল। পূর্ব্বে এ সমাজটী তেমন সুনিয়মে গঠিত হয় নাই এবং ইহা ঠিক উপাসনা সমাজেও পরিণত হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ইহাকে ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া সমাজের পরিপুষ্টি সম্পাদন করিলেন এবং ঈশ্বরালোকে বিভিন্ন উপনিষৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপং মমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবং অদ্বৈতং" এই মন্ত্রযোগে উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তন করিলেন।

এই সময়ে তাঁহার পৈতৃক ঋণের দায়ে তাঁহার সমুদয় বিষয় সম্পত্তি ঋণদাতাগণ দখল করিয়া লইবার আশঙ্কা থাকিলেও তিনি সত্যবাদীতা প্রভাবে তাঁহাদের সহানুভূতি উদ্দীপন করেন এবং ক্রমে ক্রমে ঋণদায় হইতে বিষয়কে মুক্ত করেন এবং তাহাতে সত্যেরও জয় প্রদর্শন করেন।

তখন যাঁহারা এই ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন তাঁহারা অধিকাংশই জ্ঞান বিচার পরতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্ম ভাব সম্পন্ন ছিলেন না, তাই তাহাদের সঙ্গে অনেক দিন তাঁহার এক ভাবে

মিলল না। তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া একাই হিমালয়শিখরে গিয়া কিছুদিন যোগসাধনে নিরত হন।

ইহার পর ঈশ্বরপ্রেরণায় তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমৎ কেশবচন্দ্রকে ভাবের ভাবুক পাইয়া মহা উৎসাহের সহিত তাঁহাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। আপনি প্রধানাচার্য্য থাকিয়া কেশবচন্দ্রকে এই সমাজের আচার্য্য-পদে বরণ করেন এবং "ব্রহ্মানন্দ" নামাভিধানে নামকরণ করেন। তাঁহাকে লইয়া সিংহল ও নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ভগবৎ প্রসাদে দুইজনের মধ্যে আধ্যাত্মিক যোগ এতই ঘনীভূত হয় যে, উভয়ে আত্মিক পিতা পুত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হন।

যদিও পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল, কেশবচন্দ্রের জীবনের নিত্য নিত্য নব নব ধর্ম্মভাবের উন্নতি ও প্রসারণ এবং সংস্কারাদি দ্বারা ধর্ম্মগত জীবনসম্পন্ন সমাজ গঠন প্রয়াসে মহর্ষিদেব তেমন যোগ রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন না। বিশেষতঃ তখনকার প্রাচীন ভাবাপন্ন কতকগুলি সহযোগীর প্রতিবাদিতায় তিনি আর কেশবচন্দ্রের সহিত অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কাজেই তখন তিনি কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাহার পর হইতে ব্রাহ্মসমাজের যাহা কিছু কার্য্য সাধন তাহা কেশবচন্দ্রেরই বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রাচীন "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে" "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া তাহাই পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে পরিচালনের ব্যবস্থাদি করতঃ আপনি এক প্রকার বাহিরের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া যোগ ধ্যানে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

এমন যে তাঁর প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ তৎসম্বন্ধে গভীর মতভেদ সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তীকালের কার্য্য-সাধন ভার ব্রহ্মানন্দের বলিয়া স্বীকার করা যে তাঁহার কত আত্মত্যাগ এবং উচ্চ ধর্ম্মপ্রাণতা, উদারতা ও দেবত্বের পরিচয় তাহা বলা যায় না।

সংসারের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও প্রাচীন ঋষিদিগের ভাবে ব্রহ্মধ্যানে, ব্রহ্মজ্ঞানে জীবন্ত ব্রহ্মগত জীবন কেমন করিয়া যাপন করিতে হয় তাহারই আদর্শ প্রদর্শন করতঃ ৮৯ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তিনি মহা প্রয়াণ করেন।

তিনি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মপিতা। কেন না ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপাসনা সাধন প্রথম আমরা তাঁহার নিকট হইতেই পাইয়াছি। আমরা যেন তাঁহার পবিত্র ঋষিজীবন অনুগমনে তাঁহার যথার্থ আত্মজ হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পিতৃভক্তি অর্পণ করিতে পারি।

শ্রদ্ধাস্পদ সঙ্গীতাচার্য্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথ।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধাস্পদ ভাই ত্রৈলোক্যনাথের স্বর্গা-রোহণের সাম্বৎসরিক দিন আমাদের একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন। নব বিধান ভারতে প্রেরিত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সত্যই "চির-জীব" নামে চির সমাদৃত ও পূজিত হইবেন। আচার্য্য শ্রীব্রহ্মা-নন্দের দেবনিঃশ্বসিত উপদেশ ও প্রার্থনার দেবনিঃশ্বসিত প্রতিধ্বনি সঙ্গীতাচার্য্য আপন কোকিলকণ্ঠ বিনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতে নিবদ্ধ করিয়া যথার্থই অমরত্বলাভ করিয়াছেন কে অস্বীকার করিবে?

নদীয়া জেলার একটী গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাই ত্রৈলোক্যনাথ গ্রাম্যপাঠশালায় অতি অল্পই লেখা পড়া শিক্ষা করেন এবং বাল্যকালেই এক যাত্রার দলে মিশিয়া যাত্রাওলার ছেলেদের যেমন দুর্দশা হয়, গাঁজা ভাং খাইতে শিখিয়া একেবারে বহিয়া যাইবার পথে যান। কিন্তু বিধাতা যাহার জীবনে অলৌকিক লীলা দেখাইবার জন্য প্রেরণ করেন তাহার জীবন কি বিফলে যায়?

ভগবান আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার প্রাণে সন্ন্যাস আনিয়া দিয়া ধর্ম্মপিপাসায় পিপাসিত করেন এবং ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও সাধু অঘোরনাথের প্রভাবাধীনে আনিয়া তাঁহার জীবনে মহা পরি-বর্ত্তন সংঘটন করেন। ইহাঁদের দুইজনের সঙ্গে কিছু দিন থাকিয়া যখন কলিকাতায় আগমন করিলেন মানবরত্নজহুরী ব্রহ্মা-নন্দ ভাই ত্রৈলোক্যনাথকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিবলে চিনিতে পারিয়া আন্তরিক আদরে তাঁহাকে সঙ্গীতাচার্য্যের ভার অর্পণ করেন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সহিত সঙ্গীতাচার্য্যের যোগ যেন যথার্থ মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। নববিধানের অধ্যাত্মজীবনের স্ফুরণ আচার্য্য জীবনে যেমন উপদেশ ও প্রার্থনাযোগে অভিব্যক্ত হইল, তাঁহার প্রত্যেক ভাব ভাই ত্রৈলোক্যনাথ পবিত্রাত্মার প্রেরণায় তখনই তখনই সঙ্গীত সুরে নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার ভাব কি মধুর-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এত সহজ সরল প্রাঞ্জল সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন আর কোথায়? মাঘোৎসব উপলক্ষে আচার্য্যদেবের টাউন হলে বক্তৃতা এবং উপদেশ যেমন, সঙ্গীতা-চার্য্যের নগর-সংকীর্ত্তনও তেমনি সর্ব্বজীবনকে নবভাবে সঞ্জীবিত করে। সে সংকীর্ত্তনের তুলনা আর বর্ত্তমান যুগে কোথায়ও পাওয়া যায় না।

নববিধানের নবজীবনদায়িনী শক্তিরও বিশেষ পরিচায়ক ভাই ত্রৈলোক্যনাথের জীবন। নিরক্ষর যাত্রাওলার ছেলেদের কুসঙ্গে পড়িয়া প্রায় বহিয়া গিয়াছিলেন, কোন অলৌকিক শক্তিতে তিনি এমন উচ্চ গভীর আধ্যাত্মিক সঙ্গীতকার, নাটককার, গ্রন্থ-কার ও নববিধানপ্রেরিত প্রচারক জীবনলাভে চিরঞ্জীব হইলেন!

তাঁহার সঙ্গীত সংকীর্ত্তন যেমন, তেমনি তাঁহার রচিত "ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস", "ব্রহ্মগীতা", "বিধান-ভারত", "ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা", "ঈশা-চরিত", "নববৃন্দাবন নাটক", "কলিসংহার নাটক", "পথের সম্বল" প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ তাঁহাকে চিরজীবিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি যে শেষ গাহিলেন:—

"এসেছিনু আমি তোমারই আদেশে
বিধান সঙ্গীত গাহিতে এ দেশে,

সাঙ্গ হল লীলা, ভাঙ্গলো ভবের খেলা,
খোল খোল যায় যাই নিজ বাসে।"

সে নিত্যবাস হইতেও তাঁহার আত্মা এখনও শত শত আত্মাকে সুসঙ্গীত বলে নবজীবন দান করিতেছেন এবং মহা প্রয়াণ কালে ব্রহ্মানন্দ ভাই ত্রৈলোক্যনাথের গলা জড়াইয়া ধরিয়া যে বলিয়াছিলেন, "ভাই কবে আবার তোর গান শুনিবো।" স্বর্গীয় আচার্য্য এবং সকল অমর বৃন্দকেও তাই তিনি এখন তাঁর মধুর সঙ্গীত শুনাইয়া বিমোহিত করিতেছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই শাম্বশিবরাও।

[পুণ্যস্মৃতি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বপিতৃগণের পুণ্যবলে ও কৃপাফলে আমরা বিধানের আশ্রয়ে আসিয়া যে স্তরে অবস্থিত হইয়াছিলাম তাহাতেই রহিয়া গিয়াছি। ঈশ্বরপ্রেরিতের নিত্য সংগ্রামশীল জীবন যে ক্রমাগতই উন্নতির পথে চলিতে থাকে সে কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারি নাই। তাই সাধু চিনিয়া লইতে, সাধুর যথার্থ সমাদর করিতে পারি না; তাই জীবন যেখানে, উন্নতি সেখানে, উন্নতি যেখানে বিরতিবিহীন সংগ্রাম সেখানে এ সত্য জীবনে কার্য্যকরী হইতে দিই না। বিধাতার দেওয়া জীবনের ও বংশের পুণ্যফলটুকু ভোগ করিয়া বিধাতাকে জন্মের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে চাই, নিজ নিজ জীবনে সংগ্রামের পরিশ্রম ও দুঃখ বহন করিতে আমরা একান্তই বিমুখ। জীবন কিন্তু নিত্য গতিশীল; সম্মুখে না গেলে পশ্চাতে বা পার্শ্বে পড়িতেই হইবে।

ভক্তি হারাইয়াছি। হারাইয়াছি বলিয়াই আজ এই অর্ঘ্যদানের প্রয়োজন। আজ একান্ত প্রয়োজন স্মরণ করা তাঁদের, যাঁরা লোক-ভয়, সংসার, দেহের শক্তিকে নত করিলেন দেবাদেশের কাছে; নিতান্ত প্রয়োজন আলোচনা করা এই সব নির্ভিক ঈশ্বর প্রেরিতের ব্যাকুল জীবন সাধনা, আদেশ পালনে উন্মত্ত সর্ব্বজয়ী চেষ্টা; প্রয়োজন আপনার করিয়া লওয়া এই সব প্রত্যাদিষ্ট জনগণের শান্ত ত্যাগের সহজ অথচ বিশ্বাসে দৃঢ় জীবনকে সত্যের চরণে, সুনীতির চরণে, সমাজ সুরীতির কাছে যাঁরা বলিদান করিলেন, সংগ্রামহীন জীবনের মানসিক আলস্যকে, ভোগের সহজ ব্যবস্থাকে, সংসারের সুখকামনা ও কল্পনাকে। সাধুর ছায়ায় পুণ্যবৃষ্টি হয়; সাধুজীবনের অন্তরাল ও আশ্রয়-জীবন পুনর্গঠনে মহাসহায়।

কুম্ভমেলায় কত শ্রেণীর কত পন্থী সাধুর একত্র সমাবেশ হয় অখণ্ড ব্রহ্মের এক একটি বিশেষ প্রকাশকে যাঁরা গৌরবান্বিত ও জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করেন। স্বভাবের দীনতায়, জীবনের নানা অক্ষমতায় হৃদয় যখন নিরাশ হইয়া পড়ে, ইচ্ছা কি হয় না গঙ্গা যমুনার মিলন ভূমিতে একবার সেই সাধুসম্মিলনতীর্থে যাইতে, যেখানে সংসারজয়ী সাধুদের নিশ্চিন্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া হৃদয়ের সব দুর্দ্দশা নিবারণ করা যায়? হে বিধানবিশ্বাসী, তবে কেন দেখ না তোমার ঘরের ভিতর ব্রহ্মপন্থী, শাম্বিমন্ত্র অখণ্ডের পূজারী এই প্রত্যাদিষ্ট সাধুকে গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে যিনি অপৌত্তলিক ধর্ম্মমতের ভিতরে লালিত হইয়াও সমন্বয়ের ধর্ম্মেই সত্যের মহারূপ দর্শন করিলেন, দূরাদপি দূর হইতে বিধানের সমাচারেই সত্যের সর্ব্বরূপময় অদ্বিতীয়ের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলেন? কেন অনুসন্ধান কর না কোন্ অদ্ভুত বাণীর বিচিত্র আকর্ষণ টানিয়া আনিল দূর মাদ্রাজের উজ্জ্বল আকাশ, স্নিগ্ধ সমুদ্রবায়ুর উন্মাদনা হইতে বাঙ্গলার অনভ্যস্ত অখ্যাত জল হাওয়ার মধ্যে এই ধর্ম্মার্থীকে অক্ষুণ্ণ স্বজাতিপ্রেম যাঁর ভিতরে চিরদিন সমুজ্জল থাকিয়া নানা বিচিত্র পথে দৃঢ়নিষ্ঠ স্বজাতিসেবায় তাঁকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল? কেমন করিয়া ভুলিব "সমন্বয় গ্রন্থমালার" মহানুভব সূচনায় বিধানকর্ম্মীসঙ্ঘে তিনি অমর হইয়াছেন? ইচ্ছা কি হয় না এই তরুণ সন্ন্যাসীর নিষ্কাম জীবনের নিশ্চিন্ত আনন্দ লাভ করিয়া সংসারের সব জ্বালা জুড়াইতে? ইচ্ছা কি হয় না দগ্ধজীবন শীতল করিতে সেই স্পর্শমণির পরিচয়ে যা এই সব আহুতের দলকে সর্ব্বভোলা সর্ব্বত্যাগী করিয়া ছাড়িয়া দেয় অগত আকাশের তলায়? ইচ্ছা কি হয় না, এইরূপে জীবনদাতা হরির প্রেমে এমন মত্ততা লাভ করি যাতে হরিভক্তের দলই তোমার পরিবার, বিশ্বাসীর আশ্রম তোমার গৃহ, হরির আদেশ পালনই তোমার জীবনের অন্ন পান হয়? আর জীবনের কোন কোন দিব্যতম মুহূর্ত্তে এ উচ্চ আশা কি প্রাণে জাগে না যে এই সাধুরই মত "নববিধানে সব ভাল" প্রাণান্তকর বিশ্বাসে এই মহাসাক্ষ্য দিতে দিতে তোমার জীবনলীলা শেষ করিয়া বিধাতার লিখিত নিয়তি সম্পন্ন করিবার সৌভাগ্য লাভ কর? সমবিশ্বাসী, সহযাত্রী, বিধানভক্তের দল, আজ সবার কাছে বিনীত হৃদয়ে নিবেদন করি তবে এস, সিদ্ধিলাভের মহাপ্রয়াসে নিযুক্ত হইয়া "নবশিশুকে" জীবনে মূর্ত্তিমান করিতে যত্ন করিয়া সেই ভাই সাম্বশিব যিনি দেশে বিদেশে নামে ও নামান্তরে অবলম্বিত নূতন বিধানবাদীদের চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁর প্রাপ্য অর্ঘ্য তাঁকে অর্পণ করি, কেশবজন্মের মহামুহূর্ত্তে কেশবধর্ম্মীর এই মহাপ্রয়াণের মহত্ত্ব অনুধ্যান করি, এই দিব্য আবির্ভাবের শুভক্ষণে সেই বিধানদেহীর এই পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের গূঢ় তপস্যা আশ্রয় করি।

শ্রীনির্ভরপ্রিয়া ঘোষ।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল।

বিহার প্রদেশে শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদারের প্রভাবাধীনে আসিয়া যে কয়জন ব্যক্তি নববিধানের উচ্চ সাধনব্রতে আপনাদিগের জীবনকে বিশেষভাবে সমুজ্জ্বলিত করিলেন তাহার মধ্যে ভ্রাতা অপূর্ব্বকৃষ্ণ সত্যই একজন প্রধান। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বীর-সিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া অপূর্ব্বকৃষ্ণ কর্ম্মসূত্রে বহুকাল বিহার অঞ্চলে বাস করেন, তিনি মোকামা ষ্টেসনের প্রধান টেলিগ্রাফ মাষ্টার পদে অতি সুদক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ সুদক্ষ শান্তস্বভাব, ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মচারী যেন সচরাচর সে বিভাগে দেখা যায় না। মোকামা ষ্টেসন দিয়া পশ্চিমাঞ্চল যাত্রী প্রায় সকল বাঙ্গালীকেই তিনি আতিথ্য দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। এইরূপে যখনই আমাদের যে কোন প্রচারক মহাশয় কিম্বা কোন ব্রাহ্ম যাইতেন অপূর্ব্ব-কৃষ্ণের আতিথ্য না লইয়া কখনই যাইতে পারিতেন না।

একবার শ্রীমৎ আচার্য্যদেব সদলে মোকামায় গিয়া অপূর্ব্ব-কৃষ্ণের অতিথি হন। অপূর্ব্বের সহধর্ম্মিণী গিরিবালা দেবীও তেমনি সেবাপরায়ণা স্বামীর সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে

সেবার দ্বারা সকলকেই মোহিত করিতেন। যুগল মিলনে গৃহস্থ বৈরাগী বৈরাগিণীর ন্যায় নববিধানের আদর্শ পরিবার সাধনে তাঁহারা যথার্থ নিষ্ঠাবান ও নিষ্ঠাবতী ছিলেন।

পরিজনবর্গ বিশেষতঃ ভ্রাতৃগণের শিক্ষাদি বিধানে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া শেষে সঞ্চিত ধন, পাল মহাশয় নববিধান প্রচারার্থ ও অন্ধ, আতুর এবং দীন দরিদ্রদের সেবার্থে প্রায় ৯০০০৲ হাজার টাকা, একখানি উইল দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের পাঁচ জন ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী পরলোক গমন করেন। এজন্য সমগ্র মণ্ডলী তাঁহার নিকট চিরঋণী। ৫ই জানুয়ারী তাঁহার স্বর্গারোহণ দিন বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্পণার্থ ইহা স্মরণীয় দিন।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৯শে জানুয়ারী সোমবার প্রাতে "শান্তি-কুটিরে" স্বর্গীয় ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্রের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য ও নৃত্যগোপাল বাবুর ভগিনী ও পুত্র এবং পুত্রবধূ সকলে প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করেন। এই উপলক্ষে নৃত্যগোপাল বাবুর একটী হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা পঠিত হয়। উক্ত প্রার্থনায় সারাংশ আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এই জন্মদিনে নৃত্যগোপাল যেরূপ দরিদ্র নারায়ণের সেবা বরাবর করিতেন; তাঁহার পুত্র ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্রও সেইরূপই প্রতি বৎসর দরিদ্রসেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। সেবাকারীদিগকে দয়াময়ী মা আশীর্ব্বাদ করুন।

জাতকর্ম্ম—গত ৩০শে জানুয়ারী মুঙ্গের হাসপাতালের মহিলা ডাক্তার কুমারী শ্রীমতী শান্তিপ্রভার প্রবাস ভবনে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিকের শিশু পুত্রের জাত-কর্ম্মানুষ্ঠান নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হয়। শিশুর পিতা উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া শিশুর মাতাই সংহিতার প্রার্থনা করেন। রাত্রে প্রীতিভোজন হয়। সেবক ভাই প্রিয়নাথ উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতাও কলিকাতা প্রচার আশ্রমে অগ্রজদের সঙ্গে প্রার্থনাদি করেন।

নামকরণ—গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, প্রাতে ৯৷৷০টার সময় ঢাকুরিয়া প্রবাসী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কুণ্ডুর দ্বিতীয়া কন্যার শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল আচার্য্যের কার্য্য করিয়া শিশুকে "আনন্দদায়িনী" নাম প্রদান করিয়াছেন। এই নামকরণের উপাসনায় মা বিধান জননী তাঁর উজ্জ্বল প্রকাশ দেখাইয়া সরল শিশুর নিকট তিনি কেমন সহজে ধরা দেন ও শিশুর নাম নিজে দিয়া তাকে বলেন "আমি তোমার নাম দিলাম এবং তাহা পাথরে অঙ্কিত করিলাম, এ নাম তুমি জানিলে এবং আমি জানিলাম।" এই উপলক্ষে সেবক অখিলচন্দ্র রায় ও ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্রের পিসিমাতা এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী ঢাকুরিয়া গমন করিয়া দীন কুটীরবাসী ভ্রাতার কন্যার নামকরণ উৎসবে যোগদানপূর্ব্বক নিজেরা সুখী হইয়াছেন।

আরোগ্য উপলক্ষে—গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, ১০টার সময় বিশ্বাসী বন্ধু বাবু অনুকূলচন্দ্র রায়ের বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীটস্থ প্রবাস ভবনে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার আরোগ্য উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সম্পন্ন করেন, সদাকার উপাসনা, আরাধনায় মা বিধানজননীর বিশেষ প্রকাশ অনুভূত হয়। অনুকূল বাবু সকাতরে প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ২৲ টাকা প্রচারাশ্রমে দান প্রদত্ত হয়।

পারলৌকিক—গত ২৯শে জানুয়ারী, পূর্ব্বাহ্নে ১১টার সময় শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায়ের বাসা বাটীতে কুচবিহারের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপ-লক্ষে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল। ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনার কার্য্য করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৭ই মাঘ, মঙ্গলবারে "মঙ্গলবাড়ী" নিবাসী স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ নন্দন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে, ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন এবং বাবু রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অধ্যেতার কার্য্য করেন। স্বর্গগতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দন মাতৃদেবীর জীবনী পাঠ করেন, এই মহিলা অত্যন্ত সেবাপরায়ণা ও বিধানভক্ত শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের এবং আচার্য্যপত্নীর অত্যন্ত অনুগতা ছিলেন। ঘোরতর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইনি পতিসঙ্গে নবধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া সারাজীবন এই ধর্ম্মব্রত পালন করিয়া-ছিলেন। মঙ্গলময় দেবতা তাঁর পরলোকগতা কন্যাকে তাঁর শান্তিপ্রদ শ্রীচরণে চিরাশ্রয় দান করুন এবং তাঁর পুত্র কন্যাদিগকে সান্ত্বনা দান করুন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান প্রদত্ত হইয়াছে:—তোষক ১টা, ছাতা ১টা, থালা ১ খানা, গেলাস ১টা বাটী ১টা, ঘটী ১টা, কাপড় ১০ খানা, নববিধান প্রচারাশ্রমে ৫৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির মেরামতে ৫৲, আতুরাশ্রমে ১৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৩৲, হিন্দুসমাজে ১৲, মুসলমানসমাজে ১৲ টাকা ও কয়েকজন কাঙ্গালীভোজন হইয়াছে।

কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা সেন তাঁহার মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন:—নববিধান প্রচারাশ্রমে ২৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৮৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲, ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনে ২৲, অনাথ আশ্রমে ২৲ টাকা।

গত ১৮ই জানুয়ারী, রবিবার, ভাগলপুরে "জ্ঞানকুটী" ভবনে রায় ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে, ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্য ও পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। দয়াপহারিণী জননী পরলোকগতা আত্মার কল্যাণ করুন। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শান্তি দান করুন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দান:—ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ ৩০৲, কলিকাতার নববিধান সমাজ ২০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির সংস্কারে ২০৲, পাটনা নববিধান সমাজ ২০৲, ঢাকা নববিধান সমাজ ২০৲, Little Sister of the poor ১০৲, Calcutta Orphanage ১০৲, Dacca Orphanage ১০৲, ঢাকা বিধবা-শ্রম ১০৲, Brahmo Relief Fund ১০৲, অন্যান্য দান ৭৫৲, মোট দান ২৩৫৲ টাকা।

সাম্বৎসরিক—মুঙ্গেরের মহিলা ডাক্তার কুমারী শ্রীমতী শান্তিপ্রভার আবাসে তাঁহার মাতৃদেবীর ও রাজমোহন বসুর কন্যা কুসুমকুমারীর স্বর্গগমন দিন উপলক্ষে ১লা ফেব্রুয়ারী উপাসনা হয়।

গত ৮ই জানুয়ারী, ৩৫।১, পুলিশ হাসপাতাল রোডে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদারের পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ২৯শে জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে স্বর্গগত রায় কৈলাস-চন্দ্র দাস বাহাদুরের সাম্বৎসরিক দিনে ১০।২, পটুয়াটোলা লেনে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করেন।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার প্রাতে, সঙ্গীতাচার্য্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার উদ্যোগে মঙ্গলবাড়ীতে ভাই প্রমথলাল সেন ও তাঁহার তৃতীয় কন্যার উদ্যোগে সার্কুলার রোড প্রবাস ভবনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন, ঐ দিন সন্ধ্যাকালে উক্ত সার্কুলার রোড ভবনে প্রহ্লাদচরিত্র বিষয়ে একজন কথক কথকতা করেন।

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী, স্বর্গীয় কবিরাজ ভাই কালীশঙ্কর কবিরাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে মঙ্গলবাড়ীতে উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন।

গত ৩১শে জানুয়ারী, শনিবার, মধ্যাহ্ন ১২টার সময় প্রিয়তম জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর দমদমা গোরাবাজারস্থ প্রবাস ভবনে তাঁহার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। এই উপাসনাতে মার সহিত সন্তানের কত গভীর ও সহজ যোগ মা যে সতাই সন্তানদের লইয়া খেলা করিতে কেমন ভালবাসেন তাহা প্রকাশ পায়, মা তোমাকে ভালবাসি এ কথা বললেই মা তাঁর স্বর্গস্থ সন্তানদের বলিয়া দেন, অমুক সন্তান বলেছে "আমাকে সেবা ভালবাসে।" আমরা কলিকাতা হইতে ৫।৬টী বন্ধু এই পারলৌকিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। জ্ঞানাঞ্জন মাতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাসহকারে সকাতরে প্রার্থনা করেন ও সমাগত বন্ধুদের অতি যত্ন সহকারে সেবা করেন।

২৬শে মাঘ, ৮ই জানুয়ারী, রবিবার, প্রাতে শ্রীযুক্ত নিভূরঞ্জন দাসের পটুয়াটোলাস্থ বাসা বাড়ীতে তাঁহার পূজনীয় জননীর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। কলিকাতায় অনেকেই জানেন দেবী ইচ্ছাময়ী দাস, যখন বিশেষ ভাবে উপাসনা করিতেন তখন প্রায় দুই শত আড়াই শত মহিলা সে উপাসনায় যোগ দিতেন। আজ আট বৎসর হইল সেই সুধাবর্ষিণী উপাসনায় অনেকেই বঞ্চিত হইয়াছেন। সেই দেবীর পুত্র কন্যা মিলিয়া ২৫শে মাঘ, তাঁহার কল্যাণের জন্য উপাসনা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

মাঘোৎসব সংবাদ—সেবক ভাই প্রিয়নাথ লিখিয়াছেন, ভক্তিতীর্থ মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে মাঘোৎসবের সাধনা প্রায় সমস্ত মাস ধরিয়াই হইয়াছে, বিশেষ ভাবে ১১ই মাঘ, ১২ই মাঘ ও শান্তিবাচনের দিনে স্থানীয় বন্ধু বান্ধব ও মহিলাদের সহযোগিতায় সাধিত হয়। ১২ই মাঘ প্রীতিভোজনও হয়। শান্তিবাচনের দিন সমাধিমণ্ডপে ধ্যান প্রার্থনান্তে বিধান ভোগ ও শান্তিজল যথাবিধি আহার পানে উৎসবান্তে করা হয়।

এবার মাঘোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থান হইতে আমাদের সব বিশ্বাসী ভাই ভগিনীগণ, আগমন করিয়া মহোৎসবে যোগদান ও আমাদের সেবা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। বালেশ্বর, রূপসা, ময়ূরভঞ্জ, রাইরংপুর, ভাগলপুর, এলাহাবাদ, তমলুক, কুমিল্লা, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, মুঙ্গের, শান্তিপুর, হাওড়া, ব্যাটরা, অমরাগড়ী, কুচবিহার, ময়মনসিং, গিরিডি, বাগনান, খুলনা, হবিগঞ্জ, খড়্গপুর ও কুষ্টিয়া, যাত্রীদের থাকা ও সেবার ব্যবস্থা নববিধান প্রচারাশ্রমেই হইয়াছিল। যাত্রীনিবাস স্বতন্ত্র ভাবে না হওয়ায় যাত্রীদের সেবাসম্বন্ধে কিছু কিছু ত্রুটী হইয়াছে। আশা আছে মণ্ডলী ভবিষ্যতে সমগ্র যাত্রীদের সেবা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

উৎসবে নিমন্ত্রণ—আগামী ৫ই, ৬ই ও ৭ই ফাল্গুন, তিন দিবস অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। সর্ববিশ্বাসী বন্ধু ও ভগিনীগণ এই উৎসবে যোগদান করিলে স্থানীয় মণ্ডলীর সভ্যগণ কৃতার্থ হইবেন।

স্মৃতি রক্ষার্থ দান—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশ মহাশয় স্বর্গীয় ভক্তিভাজন কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্মরণার্থে এক বৎসরের জন্য একটি বৃত্তি কেশব একেডেমিকে দান করিয়াছেন। মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবে ১২ মাসের ৩৬৲ টাকা ছাত্রের জন্য প্রদান করিবেন।

দান স্বীকার।

শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর জন্য দান কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি :—

দেবী হেমলতা চন্দ	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু দাক্ষিণারঞ্জন ঘোষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট	৫৲
কয়েকজন বন্ধু	১২৲
মোট	১৮৲

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৪, অক্টোবর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

এককালীন দান ও আনুষ্ঠানিক দান।

পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় ৪৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় ৪৲, শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীক্ষা উপলক্ষে তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲, পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোরথ ধন দে ও শ্রীযুক্ত মনোগত ধন দে ১০৲, পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সাহু ২৲, শ্রীযুক্ত S. N. Sen রেঙ্গুণ ১০৲, শ্রীমান সচ্চিদানন্দ পালের ও শ্রীমান পূর্ণানন্দ পালের কন্যাদ্বয়ের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দামোদর পাল কর্ত্তৃক ৫৲, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের নবজাত কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ২৲, পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মিত্র ২৲ ও মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ২৲, শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ পাল ১০৲, শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা ৫৲, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ৫৲, কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীমতী প্রেমদায়িনী চক্রবর্ত্তী ২৲, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার ৩৲, পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত আনন্দসুন্দর বসু ৫৲, স্বর্গগত শশিভূষণ মল্লিকের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কন্যা শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেদা কর্ত্তৃক ১০৲ টাকা।

মাসিক দান।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ৮০৲, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী ১৫৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা দাস ১৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, স্বর্গগত মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REG. No. C. 37.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ।
৩য় সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।
28th February. 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে ব্রহ্ম, তুমি আদি যুগে আমাদের আর্য্য পুরুষ-দিগের নিকট যে ভাবে উপলব্ধ হইলে, তাহাতে তাঁহারা তোমাকে ব্রহ্ম বা সর্ব্বব্যাপক অজ্ঞেয় দুর্জ্ঞেয় পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিলেন। তাহার পর পৌরাণিক যুগে সেই তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব উপলব্ধ করাইয়া তুমিই যে লীলাময় "শ্রীহরি" তাহাই অভিধান করিতে ভক্তগণকে শিখাইলে এবং ক্রমে তাঁহারা তোমাতে তেত্রিশ কোটী নামরূপ আরোপ করিয়া তোমার পূজা করিলেন। বর্ত্তমান যুগে তুমিই ভক্তের নিকট মাতৃরূপ প্রকাশ করিয়া এবং সমুদয় যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সন্তানদিগকে তোমার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করাইয়া তোমার নবধর্ম্মবিধান অভিব্যক্ত করিলে। যখন তুমি আমাদিগকে সেই নববিধানের আশ্রয়ে স্থান দিয়াছ, আমরা তখন কেবল "ব্রহ্ম" বা কেবল "হরি" নামাভিধানে তোমাকে নিবদ্ধ করিতে পারি না। তুমি জীবন্ত লীলাময়ী হইয়া স্বয়ং আমাদিগের নিকট যখন যে রূপে প্রকাশিত হও এবং যে নামে তুমি তোমাকে ডাকিতে বল, আমরা যেন সেইরূপে দেখি ও সেই নামে ডাকি। তুমি আমাদের হাতে নও, আমাদিগকে তোমারই পবিত্রাত্মা দ্বারা অধিকার করিয়া এমন করিয়া পরিচালিত কর যেন আমরা কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডিমধ্যে তোমাকেও না নিবদ্ধ করি এবং আমরাও না আবদ্ধ হই। তুমি আমাদিগকে নব নব উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়া তোমার নববিধানকে জীবন দ্বারা গৌরবান্বিত করিতে সক্ষম কর এবং তোমার সকল যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ভক্ত যে যে নামে ও যে যে ভাবে অভিহিত এবং দর্শন করিয়াছেন, সেই সমুদয় ভক্তকে আত্মস্থ করিয়া তাহাদের সহিত একাত্মতা লাভে তোমাকে দর্শন করিতে ও পূজা করিতে পারি তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০—

প্রার্থনাসার।

হে দয়াসিন্ধু, উৎসবে ধন দান করেছ; আশীর্ব্বাদ করেছ। হরির যা করিবার করেছেন, এখন আমার হাতে শ্রীহরিতে তন্ময় হওয়া। তন্ময় হয়ে যাব, ব্রহ্মচক্রে ঘুরিব, ব্রহ্ম আকাশে উড়িব। শরীর স্বর্গময় হয়ে যাবে। এবার তন্ময় শরীর। হরি আমাতে, আমি হরিতে। তন্ময় হরিতে আর তন্ময় ভাই বন্ধুতে, সকলে এক হয়ে গেলেন। ভিতরে কেবল ব্রহ্মানিনাদ শুনি, চিরকাল উৎসব সম্ভোগ করি। পিতা দয়াময়, সকলকে একাকার করিয়া তোমার চরণে তন্ময় করিয়া দাও।

—

বৃন্দাবনের শ্রীহরি, হাত জোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার আনন্দের শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসী করিয়া রাখ। আবার রাগিব? আবার লোভ করিব? আবার অহঙ্কারের আগুনে পুড়িব? আবার কুপ্রবৃত্তি-গুলো আমাদের কাছে আসিবে সাধ্য কি? দয়াময় চিরকালের জন্য স্থান দাও। এবার বৃন্দাবনবাসী হয়ে থাকিব। ভক্তকুল আমাদের কুটুম্ব হলেন। সাধুদের পাতের খেয়ে মানুষ হব। সমুদয় শ্রী সম্পত্তি এখানে পেলাম, তাই বন্ধুদের নিয়ে এখানে থাকি।

হে দয়াল, বেদ বেদান্তের সময় কি কঠিন ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। পৌত্তলিকের সময় কি বিকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগকে তুষ্ট করিবে বলিয়া ফরমাস দিয়ে মর্ত্তে প্রেরণ করিলে। তুমি নিরাকার পবিত্র তেজোময় অথচ জননীরূপে দেখা দিলে। আমরা যে ধন পেয়েছি এমন কেহ পায় নাই। অভাব বুঝে তুমি উপায় করিলে, বার বার তোমাকে প্রণাম করি। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রভেদ রইল না, যুবা বৃদ্ধের ভিন্নতা রহিল না, লোকভয় শাস্ত্রভয় রহিল না। জগদীশ, এই ঘরে বসিয়া ভাল করিয়া সাধন করি আর না করি, পুণ্যাত্মা হই আর না হই, শাস্ত্র পড়ি আর না পড়ি, একবার মা বলিয়া ডাকিলেই তুমি আসিয়া দেখা দিয়াছ। তোমার এই সুমিষ্ট নামটি আমাদের প্রাণদিনের সাধন ভজনের বস্তু করিয়া দাও।

ওঁ ব্রহ্ম—হরি—মা।

আদি যুগে আমাদের আর্য্যঋষিগণ "ওঁ" শব্দ মাত্র উচ্চারণে ব্রহ্মের নামকরণ করিতে চেষ্টা করেন। তাহার অর্থ পরবর্ত্তী যোগী, ঋষি, তপস্বী, উপাসক, সাধকগণ নিজ নিজ ভাবে বা উপলব্ধিতে যিনি যাহাই করুন, কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের হৃদিস্থিত পরমাত্মাকে বাক্যযোগে সম্বোধন করিতেই তাঁহারা ব্যবহার করেন। ইহার সহিত ক্রমে "ব্রহ্ম" শব্দও প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন।

ওঁ ব্রহ্ম শব্দের আদি অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ ত্রিশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপক যিনি তিনি। এই শব্দ ক্লীব-লিঙ্গ বাচক তাই তাঁহারা "তাঁহাকে" "তিনি" ইত্যাদি অভিধানে তাঁহার উল্লেখ করিতেন। "তৎ সৎ" তিনি সৎ অর্থাৎ তিনি আছেন, এই ভাবে তাঁহাকে জ্ঞানযোগে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজে যখন রাজর্ষি রামমোহন এই শব্দ ব্যবহার করেন, তখন বেদান্তকারগণ যে ভাবে বা যে অর্থে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন ঠিক সেই ভাবে করিয়াছেন বলা যায় না। আমাদের মহর্ষি যদিও সেই "ব্রহ্ম" শব্দ বা "ওঁ তৎ সৎ" ব্যবহার করিলেন, কিন্তু ইহার ভিতর ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিতেই তিনি প্রয়াসী হইয়া-ছেন। সুতরাং বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য "ব্রহ্ম" ও ব্রাহ্ম-সমাজে মহর্ষির উপলব্ধ "ব্রহ্ম" ঠিক একই নহে।

কারণ বেদ বেদান্তের পর পৌরাণিক ধর্ম্মের অভি-ব্যক্তির ভিতর দিয়া যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিব্যক্তি হইল, তখন ইহাতে বেদ পুরাণের সংমিশ্রিত উপলব্ধি যে হইবেই তাহা স্বাভাবিক। তাই মহর্ষিদেব যদিও বেদান্তের "ব্রহ্ম" শব্দ গ্রহণ করিলেন সত্য তাঁহার ভিতর পুরাণের ভাবও তাঁহার হৃদয়ে নিহিত ছিল।

পুরাণে ব্রহ্ম ব্যক্তিরূপে লীলা রসময় "হরি" নামে অভিব্যক্ত হন। "হরি" শব্দের অর্থ যিনি হরণ করেন। যিনি মন হরণ করেন পাপ হরণ করেন। সেই ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপক শক্তি ব্যক্তিরূপে এখন অভিব্যক্ত হইলেন। যিনি পূর্ব্বে নিষ্ক্রিয় বা অস্তিত্ব মাত্র ছিলেন, তিনি ক্রিয়াশীল ব্যক্তি পুরুষরূপে উপলব্ধ হইলেন।

তাই আমাদের পৌরাণিক পূর্ব্বপুরুষগণ ক্রমে তিনি কেবল পুরুষ নন, তিনি প্রকৃতিও এই বলিয়া তাঁহাতে প্রকৃতি পুরুষ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নানা দেব দেবীরূপে মানসোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন।

বেদান্তের উপলব্ধি জ্ঞানযোগের উপলব্ধি, পুরাণের উপলব্ধি ভক্তিযোগের উপলব্ধি; ব্রাহ্মসমাজে এই দুই প্রকার উপলব্ধিরই সমাবেশ হইল।

কিন্তু মহর্ষিদেবের জীবন যোগপ্রধান জীবন। তাই ভক্তির উচ্ছ্বসিত ভাব তাঁহার উপলব্ধিতে তেমন প্রকাশ পায় নাই। তিনি "ব্রহ্ম" শব্দই অধিক ব্যবহার করিয়া-ছেন, যদিও "হরি ওঁ" কখন কখন উচ্চারণ করিয়া-ছেন।

মহর্ষির আমলের পর ব্রাহ্মসমাজে যাঁহার আমল পড়িল, তিনি প্রথমতঃ জ্ঞান পরে ভক্তিপ্রধান জীবন প্রাপ্ত হইয়া পৌরাণিক ভাবেই ব্রহ্মের হরিনামের মাহাত্ম্য

অধিক ব্যক্ত করেন। সেই নিরাকার পরব্রহ্ম হরিনামে লীলারসময় ব্যক্তরূপেই তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হন। তাই তিনি এই নাম এবং ইনি যে দয়াময় হরি ইহাই উচ্ছ্বসিত ভক্তিসহকারে উপলব্ধি করিতে এবং তাঁহারই মহিমা বা বিধাতৃত্ব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইহা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন এই হরি যে ভক্তগণের হরি। তাই সেই হরিই স্বয়ং ক্রমে ক্রমে তাঁহার জীবন ভক্তগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। আবার ভগবানকে ভক্তগণের সঙ্গে গ্রহণ করাতে, ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম-বিধান ও তৎসাধনের উপযোগী পন্থা সকলও লইয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিলেন।

তিনি হরি হরি বলিতে বলিতে হরি তাঁহার আমিত্ব শুধু হরণ করিলেন তাহা নয়, তাঁহার নিজ হাত হইতে ধর্ম্মও হরণ করিলেন। তাহাতেই ব্রাহ্মসমাজ আর কেবল মহর্ষির প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া থাকিতে পারিল না। ব্রহ্মানন্দ তখন যে একেবারে ধর্ম্ম সাগরে গিয়া পড়িলেন এবং আপনার হাল দাঁড় ছাড়িয়া ভাসিয়া গেলেন। তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের "আচার্য্যত্ব" ভাসিয়া গিয়া "সেবকত্ব" লাভ হইল, ক্রমে তাহাও শিশুত্বে পরিণত হইল।

তিনি তখন আর প্রাচীন সাম্প্রদায়িক কোন নামাভিধানে আপন ধর্ম্মকে অভিহিত করা সমুচিত মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদিস্থিত ধর্ম্মের নাম যখনই বুঝিলেন বিধাতার বিধান এবং ইহা সমুদয় পূর্ব্ব বিধানের নব সমন্বয় তখন ইহাকে "নববিধান" বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। বেদান্তের ব্রহ্ম ও যিনি পুরাণের হরি তিনিই নবভক্তশিশুর মাতারূপে আপনাকে উপলব্ধি করাইলেন, প্রকট হইলেন। তাই নবজাত শিশুও যে নামে তাঁহাকে ডাকিতে পারে, ধর্ম্মের নবশিশুও সেই "মা" নামেই তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন এবং মা তাহা নিজেই তাঁহাকে শিখাইলেন। তাই যিনি বেদের ব্রহ্ম, তিনিই পুরাণের হরি তিনিই নববিধানের মা।

—•—

উৎসব ধন সঞ্চয়।

শ্রীনববিধানাচার্য্য প্রার্থনা করিলেন, "হরি হে, এই দুর্দ্দিনের মধ্যে উৎসব চক্র থামিবে। সম্ভাবনা এই ইহার পর পাপী আবার পাপ করিবে, ঝগড়াটে আবার ঝগড়া করিবে, অবিশ্বাসী অবিশ্বাসে ডুবিবে। ধর্ম্মরাজ্যের সুবসন্ত এমনি করে আসে আবার চলে যায়। শ্রীহরি পৃথিবীর এই জোয়ার ভাটা নিবারণের উপায় কি আছে? পাপ একেবারে কি দূর করিয়া দিবার উপায় নাই? দয়াসিন্ধু উপায় কিছু করে দাও।"

বাস্তবিক উৎসব আসিল, আবার চলিয়া গেল। কিন্তু যে জন্য আসিল তাহার ফল যদি কিছু না হয় যদি পাপ একেবারে দূর করিয়া দিবার উপায় না হয় তাহা হইলে এত উপাসনা, প্রার্থনা, নৃত্য, কীর্ত্তন, ধ্যান, গান, বক্তৃতা পাঠ, সম্মিলন, সমাগম, সাধন, ভজন সকলই যে বিফল।

উৎসবে যাঁহারা উপাসনার্থে কার্য্যে ব্যবহৃত হইলেন, যাঁহারা যোগদান করিলেন কেবলই কি সাময়িক ভাবের উৎসাহে উত্তেজনায় এই উৎসব করিলেন?

আকাশ হইতে বারিবর্ষণ হইল, পৃথিবী যদি তাহাতে সিক্ত না হইল, ঝড়ের বাতাসে চারিদিক আন্দোলিত হইল, কিন্তু তাহাতে বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইল না, জলস্রোত দেশকে প্লাবিত করিল, কিন্তু তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা কিছু বৃদ্ধি হইল না। তাহা হইলে এই সমুদয় নৈসর্গিক ব্যাপার কি অকারণ হইল বলিব না? ঔষধ সেবন করা হইল, কিন্তু তাহাতে রোগ কিছুই দূর হইল না, তাহা হইলে কেন তাহা সেবন করা হইল?

বস্তুতঃ উৎসবও তেমনি সম্ভোগ করা হইল অথচ তাহার ফল জীবনে যদি না কিছু হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে তাহা বিফল কিম্বা তাহা আমাদের মৌখিক বা সাময়িক ভাব সাধন মাত্র।

যদি আমরা সাময়িক ভাবের উত্তেজনায় বা নৈমিত্তিক ব্যাপার বলিয়া, কেবল নিয়ম রক্ষার জন্য মৌখিক ভাবে উৎসব করি তাহার ফল অবশ্যই আমাদের জীবনে কিছুই লাভ হইবে না। আবার আমাদের পুরুষকার ভাব সম্বল নিজ নিজ ধর্ম্মসংস্কার লইয়া যদি উৎসব করি তাহাতেও যে "ঝগড়াটে সেই ঝগড়াটেই" থাকিব, যে "অবিশ্বাসী সেই অবিশ্বাসীই" থাকিয়া যাইব।

কিন্তু যদি উৎসব যথার্থ স্বর্গের কৃপা বর্ষণ হয়, যদি ইহা প্রত্যক্ষ পবিত্রাত্মার অবতারণা হয়, তাহা হইলে ইহা কখনই বিফল হইতে পারে না।

তাই উৎসবের পর আমাদের আত্ম-চিন্তা আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা প্রার্থনাযোগে দেখা উচিত এই উৎসবে কি করিলাম, কি পাইলাম। যদি সত্য উৎসব করিয়া থাকি তাহা আমাদের হৃদয়ে স্থায়ীরূপে সঞ্চিত হইল কি না, ইহাতে আমাদিগের মনে কি বিশেষ শক্তি বল সঞ্চারিত হইল, জীবনে কি সত্ত্বগুণ উদ্দীপ্ত হইল, চরিত্রে কি পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল, কার্য্যে ব্যবহারে সাধন ভজনে কি নূতন ভাবের প্রেরণায় অনুভূত হইল।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব আর এক প্রার্থনায় বলিলেন, "উৎসবের পরের সময় বিশেষ বিপদের সময়, পরীক্ষার সময়। যাহা পাইলাম তাহা যদি রাখিতে পারি তবে আর বিপদ নাই। যাহা পাইলাম যদি অবহেলাতে হারাই মহা বিপদ। এ যাত্রার উৎসব ধনকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে যেন সমর্থ হই।"

তিনি আরো চাহিলেন, "তুমি আর বাহিরের আড়ম্বর হয়ে থেকো না আমাদের কাছে। তুমি রসনার রস হও, প্রাণের রক্ত হও।" আমরাও তাহাই প্রার্থনা করি।

শেষ তিনি প্রার্থনায় বলিলেন, "আপনার হাতে ধর্ম্ম যার তার কুপ্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবেই। দয়াসিন্ধু, মানুষের ধর্ম্মসাধন তার ক্ষমতার অতীত করিয়া দাও। আমরা যদি উৎসব ধন সঞ্চয় করিয়া বুকের ভিতর বাক্সবন্দী করিয়া চাবি হরির অতলস্পর্শ প্রেমসমুদ্রে ফেলিয়া দি, তবে ইচ্ছা করিলেও ধন ক্ষয় করিতে পারিব না। পাপ করিতে পারিব না। তিনি নিরাপদ, যাঁর চাবি নাই হাতে। এইটী অতি গভীর কথা।

ইহাই যথার্থ ধর্ম্ম-ধন উৎসব ধন চিরসঞ্চিত করিয়া হৃদয়ে রক্ষা করিবার উপায়। আমি আমার হাতে ধর্ম্মসাধন রাখিলেই আমি ধর্ম্মও করিব, উৎসবও করিব, আবার পাপও করিব, কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইব। কিন্তু যদি ধর্ম্ম আমার হাতে না থাকে, বিধাতার চক্রে আমি আত্ম-সমর্পিত হই, তাহা হইলেই আমি নিরাপদ। মা নববিধানবিধায়িনী এই ভাবে আমাদিগকে উৎসব-ধন সংরক্ষণে সক্ষম করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মনকে সংযত করিবার উপায়।

অসংযত অশ্বের ন্যায় মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, নানা চিন্তায় চিন্তিত ও বিক্ষিপ্ত। ইহাকে সুশাসিত ও সংযত করিতে হইলে সকল সময়েই যদি আমরা ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নামজপ কিম্বা নিম্নলিখিত ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা করিতে পারি, অনেক উপকার হয়। "দয়াময়, দয়া কর।" "মা কৃপা কর আমারে—মা কৃপা কর আমারে।" "এই তো আমার মা তুমি, এই তো আমার মা" "নির্ব্বাণ দাও" "নির্ব্বাণ দাও।" "বাবা, বাবা—মা, মা, মা, মা," "ভয় কি আছে মা আছে কাছে।" "ডুবে যাই, ডুবে যাই রূপ-সাগরে।" দেখা দে মা, দেখা দে, মা আমার আমি যার ইত্যাদি। পথে চলিতে চলিতে বা হাতে কাজ করিতে করিতে এই ভাবে সাধন করিলে মন অনেক পরিমাণে ব্রহ্ম উন্মুখীন হইতে পারে।

উপাসনা ব্রহ্মবাতাস সেবন, উৎসব ঝড়ে পড়া।

প্রকৃতিতে বায়ুমণ্ডল স্থির যেমন ব্রহ্মসত্তাও তেমনি স্থির ভাবে আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। পাখা নাড়িলে যেমন বাতাস গায়ে লাগে, তেমনি উপাসনা দ্বারা, চিন্তা দ্বারা তিনি গায়ে বা প্রাণে অনুভূত বা উপলব্ধ হন। নৈসর্গিক আলোড়নে বাতাস যেমন আপনি বহমান হয় কিম্বা আরো ঝড়ে চারিদিকে তোলপাড় করে, উৎসব তেমনি। ইহা যথার্থ মানব সাধনাতীত, এইটী বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে উৎসবের ফল লাভ জীবনে অবশ্যম্ভাবী।

নববিধান জননীর পূজার ফুল।

হিন্দু বিশ্বাস করেন, এক এক দেবতা এক এক রকম ফুলে পূজিত হন, তুষ্ট হন; তাই তিনি কোন দেবতাকে তুলসী, কোন দেবতাকে জবা, কোন দেবতাকে বিল্বপত্র ইত্যাদি দিয়া পূজা করেন। নববিধানের জননীকে পূজা করিতে কিন্তু এক এক জনের এক এক ভাবের ফুল দিলে হয় না। তিনি কোন একটী বিশেষ ফুলে তুষ্ট নন, তিনি চান সকল ফুলের তোড়া। সর্ব্বজনের মিলিত হৃদয়ের ভক্তি-ফুলের তোড়া করিয়া পূজা করিলে, তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই তিনি পরিতুষ্ট হন। ভক্তরত্ন-মালা পরিতে যেমন তিনি ভালবাসেন, তেমনি আমাদের মিলিত ভক্তি ফুল তিনি আদরে গ্রহণ করেন।

ধর্ম্মপথের কণ্টক।

সাধু বলেন, "কামিনী-কাঞ্চন ধর্ম্মের অন্তরায়" বাস্তবিক কামিনী-কাঞ্চনের মায়া যেমন অন্তরায় লোকজন শিষ্যের মায়াও তেমনি ঘোর অন্তরায়, শিষ্য জুটিলেই ধর্ম্মের পথে কণ্টক হয়।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন।—৬

ক্রমাগত তোমাদের নিকট আমার মত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছি, তবু কি পর্য্যাপ্ত হইল না? এত দিনের পরে কি আমি বলিব যে, আমি "একমেবাদ্বিতীয়মের" উপাসক, তিনিই একমাত্র পাপীর পরিত্রাতা, মধ্যে আর কেহই নাই?

এটীও কি আমাকে বলিতে হইবে যে, আমি ঈশ্বরের প্রভুত্ব অপহরণ করি নাই, আমি তাঁহার পরিত্রাণের ক্ষমতা হরণ করি নাই?

আমি কতবার বলিয়াছি, আমি নিজে পাপী নিজের পাপের জন্যই ব্যস্ত, অন্যকে কিরূপে পরিত্রাণ করিব।

এতাবৎকাল আমি তোমাদের সঙ্গে একত্র উপাসনা করিলাম, মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। তোমরা কি জান না আমার মত ও বিশ্বাস কি? আমি তোমাদের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করি? আমি কি বিনীতভাবে তোমাদিগকে এত দিন প্রভু বলিয়া সেবা করি নাই!

আমাদের পিতা পরম দয়াময়, তিনি পাপী তাপী দীন দুঃখী সকলকে নিকটে আসিতে অধিকার দেন এবং অত্যন্ত ঘৃণিত অধম সন্তানেরও প্রার্থনা শ্রবণ করেন।

আমার হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছা এই যে তোমরা প্রত্যেকে সেই দয়াময়ের অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর এবং তাঁহার পবিত্র সহবাস সম্ভোগ কর। আর কাহারও দ্বারে যাইতে হইবে না। পতিতপাবন, অদ্বিতীয় ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই।

হে অন্তর্যামী দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার নিকটে ত মনের কথা কিছুই গোপন নাই। তুমি সর্ব্বসাক্ষীরূপে সকলই দেখিতেছ।

আমি যদি কোন সময়ে ভ্রম বা ইচ্ছাবশত তোমার প্রভুত্ব অপহরণ করিবার মানস করিয়া থাকি, তবে তুমি আমার দাম্ভিক মনকে চূর্ণ কর। মধ্যবর্ত্তী হইবার ইচ্ছা যদি কোন কালে আমার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে বিনাশ কর। লোকেরা আমার নামে যে ভয়ানক অপবাদ ঘোষণা করিতেছে তাহা যেন পরীক্ষা জ্ঞান করিয়া আমি শান্তভাবে বহন করিতে পারি। যাঁহারা আমাকে আক্রমণ করিতেছেন, তাঁহারা কুটিলতার জন্য নহে কেবল না বুঝিতে পারিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা দিতেছেন। তুমি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। এবং কৃপা করিয়া তাঁহাদের ভ্রম শীঘ্র দূর করিয়া দাও।

একটি পথ ভিন্ন ত তোমার নিকট গমন করিবার উপায় নাই। বিশ্বাসের পথ,তোমার প্রতি আশা ভক্তির পথ আমাদিগকে দেখাও।

জীবনে সময়ে সময়ে যাহা অনুভব করিতেছি গুঢ় ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি।

যখন অল্প বয়সে ঈশ্বর ডাকিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাঁহার সে কথা শুনিলাম, সেই সময় হইতে তাঁহার সঙ্গে আমার জীবন্ত সম্বন্ধ রক্ষা করা প্রয়োজন হইল।

যখন সাকার দেবতা পরিত্যাগ করা হইল তখন ইচ্ছা হইল যে পাপে তাপে অধীর হইয়া সংসার অরণ্য মধ্যে যাঁহাকে ডাকিব, তিনি কোথায় তিনি কেমন ভাল বাসেন, সজীবভাবে অবধারণ করিতে হইবে। আমার জীবন্ত পরমেশ্বর চাই। আমি এমন একজনকে ধরিব যাঁহাকে ধরিলে আমার জীবন তরি ডুবিবে না।

আমার দীক্ষা গুরু প্রার্থনা, মানুষ নয়। তোমরা একথা বিশ্বাস কর। এই প্রার্থনাকে অবলম্বন না করিলে আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে চিনিতে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের পূজা সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলাম।

সময় সময় ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুষ্ঠান শোধন করিতে হইবে, এই বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম জিজ্ঞাসা করিয়া শান্ত হইতাম।

ইহাতে কি শিখিলাম? কখনও ঘরে কখনও ছাদের উপর বসিয়া মানুষকে মানুষ যেমন জিজ্ঞাসা করে ঠিক সেইরূপে ঈশ্বরের কাছে বসিয়া জীবনের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম।

প্রার্থনার কল্পনা থাকিলে ঘোর বিপদ সুতরাং প্রার্থনা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে, এই বিশ্বাসে পদে পদে গুরুকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন হইল।

ঠিক প্রার্থনা হইতেছে কিনা, সংসারের যে সকল বন্দোবস্ত করা হইতেছে তাহা ঠিক ধর্ম্মের অনুমোদিত হইল কিনা? যে সকল সাধনের উপায় গ্রহণ করা যাইতেছে সে গুলি প্রকৃত কিনা, উপধর্ম্মবাদিগণ গুরু ও ধর্ম্মপুস্তক হইতে জীবনের নীতি শিখিয়া থাকে, মানুষের উপদেশ শুনে। যেদিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, সেদিন হইতে সে পথ বন্ধ হইল। সুতরাং প্রতিবার ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইল।

সংসারের সুশৃঙ্খলা করিতে হইবে, গুরুজনের নিকট লোকে শিক্ষা করে কোন বিষয়ে সৎ পরামর্শ প্রয়োজন হইলে বন্ধুর নিকট সৎ-পরামর্শ গ্রহণ করে। কোন পুস্তক পড়িতে হইবে তাহা জ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাসা করে, ইহাতে সুশৃঙ্খল না হইয়া অনেক সময় বিশৃঙ্খলা হয়, সৎ পরামর্শে অসৎফল উৎপন্ন হয়, পুস্তক পড়িতে গিয়া লোকে নাস্তিকতার বিষ পান করে।

এই সকল ভাবিয়া ব্রহ্মের পাদপদ্ম ধরিলাম, তাঁহাকে প্রাণের ঠাকুর করিয়া হৃদয় মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলাম।

পথে চলিতে আবশ্যক হইলেও তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতাম। তাঁহাকে সঙ্গের সাথী করিয়া লইলাম। বারবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। এত বড় মহান্ ঈশ্বরকে বার বার কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব এ ভাবিয়া সঙ্কুচিত হই নাই। কেন না এমন ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছি, যাহাতে বার বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে সকলই বৃথা হইয়া যায়। সুতরাং আমার পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হইল।

এই সময়ে পথে, ছাদের উপরে ঘরে, বিপদের সময় সম্পদের সময় সংসারের কার্য্য করিবার সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে যাইতাম, এবং তাঁহার কথা শুনিতে চেষ্টা করিতাম। যতক্ষণ না তাঁহার উত্তর পাইতাম বসিয়া থাকিতাম।

প্রথমে ব্রহ্মের স্পষ্ট উত্তর পাইলাম না বটে, কিন্তু শুনিলাম ব্রহ্ম হাসিলেন। ক্রমে অল্প অল্প তাঁহার উত্তর শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এক এক সময়ে এমন হইয়াছে অমুক স্থানে যাও বলিলে গিয়াছি। সেখানে গিয়া অমূল্যধন লাভ করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছি।

শ্রীমৎ আচার্যদেবের শ্লোক ব্যাখ্যা।

[৩রা মাঘ ১৭৯৭ শক]

(সংগৃহীত)

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।

অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিক কবিঃ॥ ১১-১১-৩১।

অস্যার্থঃ। আমার ভক্ত অপ্রমত্ত গভীরাত্মা ধৈর্য্যবান্, ক্ষুধা, শোক, মোহ- জরা মৃত্যু, তাহার বশীভূত, নিজে অমানী হইয়াও অপরকে সম্মান করে, সুদক্ষ সকলের মিত্র, দয়ালু ও জ্ঞানবান্।

ভক্ত অমানী হইয়াও অন্যকে সম্মান দেয়। অন্য লোক যাহাতে অপদস্থ না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন। ভক্ত ঈশ্বরের নাম করিতে গিয়া অপমানিত হইলেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু অপরের মর্য্যাদা তিনি রক্ষা করেন। যাহাতে কোন ব্যক্তির অপমান না হয়, তাহার জন্য তিনি যত্নবান অথচ তিনি জানেন মান অপমান দুইই সমান।"

আপনার প্রতি বৈরাগী, কিন্তু পরের প্রতি নহে। ভক্তের এই নিগূঢ় লক্ষণ জানা উচিত। অপরের নির্দ্দনতা অপমানে আমোদ করা ভক্তের লক্ষণ নহে।

ভক্তের আপনার প্রাণ অপরের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য। ভক্তের মধ্যে দয়া ও জ্ঞানের সামঞ্জস্য হয়। জ্ঞান বলিয়া পরের প্রতি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নহেন। যেমন ঈশ্বর প্রসাদে দয়া তেমনি জ্ঞান সঞ্চয় করেন।

যথা সংকল্পয়েদ্বুদ্ধ্যা যথা বা মৎপরঃ পুমান্।

ময়ি সত্যে মনোযুঞ্জং স্তথাতৎ সমুপশ্নুতে॥ ১১-১৫-২৬।

অস্যার্থঃ। আমি সত্য আমাতে মন সমাধান করিয়া আমার ভক্ত যাহা সংকল্প করে তাহা প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বরের নাম কল্পতরু, ভক্তেরা যে সংকল্প করিয়া তাঁহার পূজা করেন তিনি তাহা পূর্ণ করেন। ঈশ্বরের ভিতরে হৃদয়কে প্রবিষ্ট করিয়া ভক্ত যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই তিনি লাভ করেন। যথার্থ ঈশ্বর সমক্ষে আছেন যখন ইহা জানিব তখন যাহা সংকল্প করিব তাহা লাভ করিব। কল্পতরু শব্দের অর্থ এই। আমি তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইলাম, যোগ প্রণালী দিয়া ঈশ্বরের ভাব আমাতে লাগিল। আমি যাহা চাহিব তাহাই পাইব ঈশ্বরের এই কথা, এই অঙ্গীকার সর্ব্বদা সঙ্গে দেখিতে হইবে। সেই যোগের অবস্থায় মন ব্যাকুল হইলেই তাহার শান্তি হইবে।

যাহার মন ঈশ্বরে—সমাধান হইয়াছে, যখন যোগের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই তখন যাহা চাহিব তাহাই দিবেন। এই আশার নিয়ম অটল তুমি দেখিতে পাইবে। পুণ্য চাই, জ্ঞান চাই শান্তি চাই তখন লাভ করিতে পারিব, যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হইব। ঈশ্বর দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

ব্রহ্ম যোগ।

আমরা গড়ী নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় ভাই ফকির দাস রায় প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ ১৮৯৯। ২৩শে এপ্রেল।

হে ব্রহ্ম সন্তানগণ! ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য কি? যদি উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার তবে ধর্ম্মসাধন সহজ হইবে না, পরন্তু তাহা অতিশয় কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ধর্ম্ম-সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরম পিতা পরমেশ্বরের সহিত যোগ সাধন করা। তাঁহার সহিত আমাদের নিত্য নবমধুর যোগ আছে, তাহা সাধন করিতে হইবে। এই যোগ সাধন না হইলে তোমার উপাসনা, প্রার্থনা, আরাধনা, সমুদায়ই মিথ্যা হইবে, যখন তাঁহার নিকট হইতে, একটু প্রেম লাভ করিলে, তখন তাঁহার সহিত তোমার প্রেমযোগ সাধিত হইল। এই প্রকারে প্রেমভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগ সাধন করিতে হইবে। সেই মঙ্গলময়ের সহিত যুক্ত হইতে হইলে, তোমাকে আমার সহিত সর্ব্বসাধারণের সহিত, যুক্ত হইতে হইবে, যেহেতু তুমি তাঁহার সহিত যুক্ত, আমি আবার তাঁহার সহিত গ্রথিত, সুতরাং তোমার সহিত আমার যোগ স্বাভাবিক। সে যোগ রক্ষা এবং সাধন করিতে হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিও যে যদি তুমি আমার সহিত যোগচ্ছেদন কর, তবে তাহার পূর্ব্বেই তোমাকে তাঁহার (ব্রহ্মের) সহিত বিযুক্ত হইতে হইয়াছে। কারণ যতদিন তোমার, তাঁহার সহিত যোগ বর্ত্তমান রহিবে ততদিন তোমার সহিত আমার যোগ অক্ষুন্ন। কিন্তু হে ব্রহ্মসন্তান, তোমরা তাহা বোঝনা একজন্য স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া থাক। এই স্বতন্ত্রতার ফলে, কত সাম্প্রদায়িকতার রচনা হয়। সাধু এবং আচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন "সাম্প্রদায়িকতা—ও শারিরীকতা অভিন্ন নহে," ইহারা উভয়েই ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতার ন্যায় অনিষ্টকারী এবং অন্যায়। তুমি যখনই ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হইবে তখনই তোমার ভিতর স্বাতন্ত্র্যভাব উদিত হইবে আবার তাহার ফলেই সাম্প্রদায়িকতা রচিত হইবে। মানুষ যখন শরীর লইয়া ব্যস্ত থাকে তখন তাহার ধর্ম্মসাধন দুরুহ ব্যাপার হয়। অতএব শারিরীকতা অগ্রে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইতে হইবে।

স্বর্গীয় ডাক্তার নৃত্যগোপলের প্রার্থনা।

(১৯।১০।১৯০৪)

(গত জন্মদিনে পঠিত)

মা! ওঁ সত্যং যেমন পুঁথিতে লেখা আছে, হৃদয়ে আমার কবে সোনার অক্ষরে তোয় লিখতে পারব? রসনা তোমাকে সত্য বলে, হৃদয় কই বলে, হৃদয় সত্য বলে বুঝতাম, যদি আ ...

স্বরূপিণী তোমাকে আমার করতে পারিতাম। তোমারি শান্তিতে যদি সকল অসত্য পরিত্যাগ করিতাম তবে বুঝতাম যে এ হৃদয়ে মাকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে। রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কেবল সত্যের বলে চলছে না, কবে সে সুখের দিন হবে, যবে আমি সকল অসত্যকে ভুলে সার ধন তোমার চরণ বুকে ধরতে পারব। গানেতে গাই "তুমি সর্ব্বস্ব আমার" বাস্তবিক তোমাকে আমার করতে পেরেছি কি? আমি যে সংসারকে আমার সর্ব্বস্ব করে রেখেছি। সুখ যে আমার কালরূপ ধারণ করছে, মা! অন্তরের জ্বালা নিবারণ কর। মা তোমার রাঙ্গা পা দেবতাদের বাঞ্ছিত, তোমার ঐ চরণ তল যেন সর্ব্বস্ব করে আমার জীবন ক্ষয় করি। শুধু আমাকে নয় প্রতি জনের মস্তকে হাত রেখে আশীর্ব্বাদ কর যেন সকলে তোমাকেই সর্ব্বস্ব করে এবং সকলকার হৃদয়ে সোনার অক্ষরে যেন সত্যং এই কথাটি লিখিত হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

গাজীপুরের শ্রদ্ধেয় নিত্যগোপাল রায়।

নববিধান সাধক কর্ম্মনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীনিত্যগোপাল রায়ের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক গত ১৬ই জানুয়ারী গিয়াছে।

ভক্ত হিন্দু বলেন "সতীঅঙ্গ যে যে স্থানে পড়িয়াছে সেই সেই স্থান তীর্থে পরিণত হইয়াছে।" এই ভাবে গাজীপুরও নববিধান সাধকগণের একটী তীর্থ, কেন না ব্রহ্মনিষ্ঠ কর্ম্মনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় সাধক শ্রীনিত্যগোপাল রায় একনিষ্ঠচিত্তে অন্য কাহারও সঙ্গ বিরহিত হইয়াও এ স্থানকে তাঁহার সাধন পীঠ করিয়া যথার্থই পবিত্র করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ভ্রাতা নিত্যগোপাল শ্রীমৎ আচার্য্য এবং শ্রীমৎ প্রতাপচন্দ্রের দূর সম্পর্কীয় বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি, এল, পাস করিয়া কোন বিশিষ্ট আত্মীয়ের অনুরোধে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গাজীপুরে গিয়া ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। মিথ্যা প্রবঞ্চনা ভিন্ন এই ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতে অতি অল্প লোকেই সক্ষম হইয়া থাকেন। কিন্তু তীব্র সত্যনিষ্ঠ ও প্রবঞ্চনাশূন্য অধ্যবসায় বলেই ভ্রাতা নিত্যগোপাল গাজীপুরস্থ ব্যবহারজীবীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ সত্য মোকর্দ্দমা বলিয়া প্রতীতি না হইলে তিনি কোন মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিতেন না এবং বিচারপতিগণও তাঁহার ধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠা বশতঃ তাঁহাকে এতই সম্মান করিতেন যে, তিনি যে পক্ষে মোকর্দ্দমা লইতেন সেই পক্ষই সত্য বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মক্কেলের পোষকতাতেই রায় দিতেন। এইরূপে তাঁহার ব্যবসায়ে শীঘ্রই যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

কার্য্যাড়ম্বরে ব্যস্ততা বশতঃ অনেকেই উপাসনা করিতে সময় পান না বলিয়া ওজর করিয়া থাকেন, কিন্তু ভ্রাতা নিত্যগোপাল সহস্র কার্য্য থাকিলেও প্রতিদিন অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল পূর্ণমাত্রায় উপাসনা না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। তিনি তেমন সঙ্গী না পাইলেও আপনার পারিবারিক দেবালয়ের দৈনিক উপাসনা ভিন্ন, গাজীপুরে একটী ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করিয়া সাধারণকে লইয়া সামাজিক উপাসনা করিতেন, এবং সময়ে সময়ে প্রচারক মহাশয়দিগকে লইয়া গিয়াও স্বয়ং উৎসবাদি করিয়া সাধারণে নববিধান প্রচার করিতেন। শ্রীমৎ আচার্য্যদেব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র, শ্রীঅমৃতলাল, শ্রীদীননাথ তাঁহার সাধন নিষ্ঠার আকর্ষণে অনেক সময় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তিরোভাবের পর শ্রীপ্রতাপচন্দ্রের সহিত তাঁহার আত্মিক যোগ অধিক হয়। তিনি গাজীপুর অঞ্চলে নববিধান প্রচারার্থ তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেবী স্বামীর ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন।

রাজর্ষি শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও।

ময়ূরভঞ্জের মাননীয় মহারাজা শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও যথার্থই রাজর্ষি ছিলেন। রাজ্যসুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া এবং স্বয়ং বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও যৌবনকালেও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে তাঁহার মত অধুনা কয়জনকে দেখিতে পাওয়া যায়? তিনি নিজেই বলিয়াছেন "my whole life hasbeen a lesson in Bairagy" "আমার সমগ্র জীবন বৈরাগ্য শিক্ষার নিদর্শন। রাজপুত্র হইয়াও কেমন করিয়া এমন জীবন লাভ করিলেন ইহা বিধাতার বিশেষ আশীর্ব্বাদ বলিতে হইবে। তিনি সত্যই সর্ব্বদা দীন অকিঞ্চন ভাবে জীবন যাপন করিতে ভাল বাসিতেন। রাজভোগ বিলাসিতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন।

রাজ্যভার প্রাপ্তির পর হইতে প্রতিদিন অধিকাংশ সময় রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের সকল কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি আমাদিগের নিকট বলিয়াছেন "আমি ত প্রজাদের চাকুরী করি" বাস্তবিক তাহারা যে বিত্ত দেয় তাহা যেন বেতন মনে করিতেন। প্রাণপণে তাহাদের সেবা করিতে এবং তাহাদের অনুযোগ অভিযোগের কারণ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রায় বলিতেন রাজ্যভারের দায়ীত্ব বড় ভয়ানক। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও প্রজাবাৎসল্য যথার্থই শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়ই ছিল।

কটকের উচ্চ ধর্ম্ম সাধক রায় মধুসূদন রাও বাহাদুর এবং নববিধান প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে শ্রীরামচন্দ্রের নববিধানের প্রতি আকর্ষণ হয়, কিন্তু তাঁহার হৃদয় নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবই অতি উচ্চ ভাবের ছিল। এই ধর্ম্ম ভাবে প্রনোদিত হইয়াই সকল প্রকার পারিবারিক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়াও তিনি শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের

কন্যা শ্রীমতী সুচারু দেবীর পাণি গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পাশ্চত্য দেশের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। কিন্তু তার অধিক দিন এই পবিত্র বৈবাহিক জীবন যাপন করিতে না করিতেই বিধাতার বিধানে রাজর্ষিদেব রাজ্য ঐশ্বর্য্য এবং সতী সহধর্ম্মিণী ও প্রিয় পুত্র কন্যাদিগকে ও বহু প্রজাবর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী স্বর্গা-রোহণ করেন। সতীদেবী তাঁহার সম্মানার্থ এক মর্ম্মর সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহারই পার্শ্বে তিনি নিত্য সাধন করেন। গত "সাম্বৎসরিক দিনে" ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন এবং সতীদেবী আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছেন।

—•—

জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠীদাস আর নাই!!

জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠীদাস আর এ পৃথিবীতে নাই! বিগত কল্য ১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠষষ্ঠীদাসের উন্মুখ আত্মা নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য অমরাত্মার ভিতরে বিলীন হইয়া গিয়াছে! বিহার ভুমির নববিধান মণ্ডলী হইতে আবার এক বিশেষ স্তম্ভ চলিয়া গেলেন! নববিধানের শোণিতে গঠিত—নববিধানের অন্নপানে পরিপুষ্ট ও নববিধাচার্য্যের বিশিষ্ট ভক্ত কিঞ্চিদূন অশীতিবর্ষ অতিক্রম করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং মহা সমাধিতে সমাহিত হইলেন! বিশ্বাসী ষষ্ঠীদাসের উপর দিয়া অনেক ঝড় চলিয়া গিয়াছে কিন্তু অটল বিশ্বাসী ষষ্ঠী তাঁহার বিশ্বাসের উপর পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় যখন অনন্তের দিকে পা বাড়াইয়া বসিয়া ছিলেন তখন তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী দেবী উত্তমা, কন্যা মৈত্রেয়ী ও পুত্রবধূ ভক্তিমতী চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু সাধনা সিদ্ধ, উপাসনানিষ্ঠ ষষ্ঠী সরল শিশুর মত সে সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ষষ্ঠির সরল উপাসনা এখনও ভিতরে ঝঙ্কারিত হইতেছে। অন্যাধিক পঞ্চবিংশতি পূর্ব্বে শোণ নদের অববাহিকায় কৈলোয়ার পল্লীতে রেলওয়ে সংক্রান্ত প্রকোষ্ঠে যখন তাঁর সঙ্গে মাসাধিক কাল বাস করিয়াছিলাম তখন তাঁহার সঙ্গে মিলিত উপাসনায় যে মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়াছিলাম তাঁহার উপাসনার সে মিষ্টতা এখনও অনুভব করিতেছি! সে সময়ে তাঁহার পবিত্রাবাসে তাঁহার ও দেবী উত্তমার যে আতিথ্য সৎকার লাভ করিয়াছিলাম তাহা এখনও হৃদয়ে জাগিতেছে! আবার বলিতেছি বিহার ভূমির নববিধান মণ্ডলী এক বিশেষ স্তম্ভ হারাইলেন। যে মণ্ডলী ভক্ত দীননাথ, ভক্ত প্রকাশ চন্দ্র, ভক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ও ভক্ত নগেন্দ্র নাথকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল সেই মণ্ডলী এই বিশেষ স্তম্ভকে হারাইলেন। জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠীদাস তাঁহার একমাত্র পুত্র অকিঞ্চন ও একমাত্র কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীকে রাখিয়া অমরধামে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পেত্ত আত্মা সেই শান্তিময়ী জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিতে থাকুন।

বাঁকিপুর, পাটনা ২০।২।২৫ — ষষ্ঠীর সন্তপ্ত কনিষ্ঠ গৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

মাঘোৎসব বিবরণ।

গত প্রকাশিতের পর

৭ই মাঘ নববিধান প্রচারাশ্রমে উপাসনা হয় এবং কেহ কেহ মঙ্গলবাড়ীতে স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ নন্দনের সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধে যোগদান করেন। প্রকারান্তরে এই পারলৌকিক ক্রিয়াই এবার মঙ্গল বাড়ীর উৎসব হইয়াছে। কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্য ভাই গোপালচন্দ্র গুহ মঙ্গল বাড়ীর স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথের সমাধি মণ্ডপে যাইয়া একাই সংক্ষেপে প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। অদ্য সায়ংকালে বোলপুর শান্তি নিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে কথকথা করেন। পশ্চিমদেশস্থ "ভিখা" নামক একজনা ভগবৎ ভক্তের জীবনচরিতের বিষয় ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে বর্ণনা করেন। অধ্যাপক সেন মহাশয় অত্যন্ত ভাব ও বিশ্বাসের সহিত বলেন "আজ আমি বোলপুর হইতে আসিবার সময় বর্দ্ধমান হইতে বরাবর গঙ্গাস্নান করিতে করিতে আসিয়াছি" অর্থাৎ পথে এক গাড়ীতে একজন বৃদ্ধ ভক্তকে পাইয়া তাঁহার সহিত ভগৎপ্রসঙ্গ করিতে করিতে আসিয়া যথার্থই সাধুসঙ্গ রূপগঙ্গাজলে স্নান করিয়া আসিয়া বিধানমন্দিরে ভক্তজীবনে ভগবানের অপূর্ব্ব প্রকাশ ও আচণ্ডালে প্রেমময়ের প্রেমের বিষয় বলিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করেন। এই কথকথা শুনিবার জন্য আজও ব্রহ্মমন্দির নরনারীতে পূর্ণ হইয়াছিল।

৮ই মাঘ প্রাতে নববিধান প্রচারাশ্রমে সংকীর্ত্তন, সঙ্গীতান্তে উপাসনা খুব জমাট হইয়াছিল।

সন্ধ্যা ৬৷৷০ টার ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তনযোগে ব্রহ্মোপাসনা হয়। নববিধানসমাজের যুবকবৃন্দ আজ সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে গৈরিক উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক নবসাজে সজ্জিত হইয়া ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর সম্মুখে স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করতঃ সুরলয় তানযোগে সুগম্ভীর ভাবে সংকীর্ত্তনে ব্রহ্মোউপাসনা আরম্ভ করেন—প্রথমে তাঁরা উদ্বোধনে ভাই ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া গাহিলেন—"চল ভাই, চল মার কাছে যাই। কোলে মাথা দিয়ে মুখপানে চেয়ে শুনি মিষ্ট রূপকথা তাঁর ঠাঁই।" এই আহ্বানে উপাসক উপাসিকাগণের প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়, সরবে নীরবে সকলে যোগদান করায় যুবকবৃন্দ উৎসাহ সহকারে সুমধুর সংকীর্ত্তনের পদগুলিতে একে একে সত্য জ্ঞান, অনন্ত, প্রেম, অদ্বিতীয় পুণ্য আনন্দ স্বরূপের আরাধনা সম্পন্ন করতঃ নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল পরে মধুর সুরে গান করিলেন "এই কি তুমি মম প্রাণাধার পূজি তোমারে দিয়ে প্রীতি ফুলহার॥ আমাতে খেলিছ তুমি, তোমাতে মগন আমি" এই প্রাণপ্রদ সঙ্গীতে ব্রহ্মোপাসনা আরো মধুময় হইয়া উঠিল। তারপর প্রার্থনাযোগে সঙ্গীত হইল। "প্রকাশ তব প্রেমরাজ্য তব প্রেম পরিবার। দেখায়ে স্বর্গের শোভা ঘুচাও পাপ আঁধার॥" এইটীই নববিধানের উচ্চ আদর্শ। বিধান বাদী-

বিশ্বাসিগণের ইহাই চির-প্রার্থনা। সংকীর্ত্তনবে গে উপদেশ প্রদত্ত হইল ;—"ডাকো তাঁরে সকাতরে, (আজ) ব্যাকুল অন্তরে ; দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলী হয়ে, কাঁদে কহিবলে আর্ত্তস্বরে।" সত্যই নিজ পাপ স্মরণ বা স্মরণ করাইয়া দিবার পথে সহায়তা করাই বর্ত্তমানযুগে প্রধানতম উপদেশ এইরূপে উদ্বোধন হইতে আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা উপদেশ, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনে অত্যন্ত সজীব ও ভক্তিভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—শ্রীদরবারের উৎসব, প্রাতে ৭॥০টার সময় নববিধান প্রচারাশ্রম উপাসনালয়ে, প্রথমতঃ সঙ্গীত হইলে ভাই প্রমথলাল সরল ভক্তি বিগলিত প্রাণে উদ্বোধন আরাধনা করেন, সাধারণ প্রার্থনান্তে প্রথমতঃ সেবক অখিলচন্দ্র রায় সকাতরে যে প্রার্থনা করেন ত তার সারাংশ,—"হে যজ্ঞেশ্বর! তুমি তোমার নববিধানে যে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছ, এ যজ্ঞে প্রভু আমার কি কাজ বলে দাও, পুরাণে আছে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, যে যজ্ঞে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ সমাগত ব্যক্তিদের পদধৌত করিয়া দিবার ভার লইয়াছিলেন সে যজ্ঞে যাঁরা বিনীত, যাঁরা সেবক, তাঁরাই যোগ দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু সে মহাযজ্ঞে অহঙ্কারী দুর্যোধনের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল, হে প্রভু! এই মহা-প্রেমের নববিধান-মহাযজ্ঞে যদি এ দাসকে আনিয়াছ, তবে যেন তোমার যজ্ঞে সমাগত ভাই ভগিনীদের সেবায় কৃতার্থ হইতে পারি।" ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীও প্রার্থনা করেন, বাবু দ্বিজদাস দত্তও সকাতরে মণ্ডলীর দুরবস্থা দূরীকরণের জন্ম কৃপা প্রার্থনা করেন। ভাই প্রমথলাল আচার্য্যের উপদেশ পাঠ ও তাঁর দৈনিক প্রার্থনা হইতে একটী প্রার্থনা পাঠ করেন। সঙ্গীত সংকীর্ত্তনান্তে এ বেলার কার্য্য শেষ হয়। পুনরায় অপরাহ্ণে পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার পর ঢাকা হইতে সমাগত ভাই দুর্গানাথ রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। মাতৃভক্ত শিশুর ন্যায় ভাই দুর্গানাথ আরাধনা, প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। অদ্য সমস্ত দিন বেশ সুগম্ভীরভাবে পবিত্রাত্মার প্রভাব মধ্যে উপাসনাদিতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়।

১০ই মাঘ, শুক্রবার—প্রাতে ৭॥০টার প্রচারাশ্রমে উপাসনার কার্য্য সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় করেন। যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৯টার পর কমলকুটীরে আর্য্যনারী সমাজের উৎসবে মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী উপাসনা ও সুমিষ্ট উপদেশ দেন, প্রায় ৪০০ শত মহিলা এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন, সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশনে প্রফেসার দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা নিয়মে এত সমাজের বার্ষিক রিপোর্ট সম্পাদক বেণীমাধব দাস মহাশয় পাঠ করিলে ঐ বিষয় আলোচনা হয়, ঐ রিপোর্ট মধ্যে তিনি মুঙ্গেরে ভক্তি-তীর্থ যাত্রীদের লক্ষ্য করিয়া বলেন, "যেমন ভক্তিসাধন তেমনি যোগ, কর্ম্ম ইত্যাদি সাধনও আবশ্যক।" যথাবিধি পুনরায় আগামী বর্ষের জন্ম কর্ম্মচারী নূতন মনোনীত হইলেন—কর্ম্মচারী দিগের নাম বাবু বেণীমাধব দাস এম্, এ, ও প্রফেসার জিতেন্দ্র মোহন সেন সম্পাদক ও সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় সহঃ সম্পাদক এবং গত বৎসরের মনোনীত সভ্যগণ এবারও অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইয়াছেন। গত বৎসরের রিপোর্টে দেখা গেল সম্বৎসর মধ্যে এই সমাজের সভ্যগণ একদিনও সমবেত হন না, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য যাঁরা তাঁরা এই সভাকে কেন নিদ্রিত রাখিলেন? আশা করি এবার সভ্যগণ নূতন উৎসাহে ইহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। এত বড় প্রকাণ্ড বিধানের যজ্ঞে যিনি যত আপনাকে আহুতি দিবেন ততই এ যজ্ঞ পূর্ণ হইতে থাকিবে। প্রার্থনা করি, বিধানবিধাতা নিদ্রা ভঙ্গ করুন।

১১ই মাঘ, শনিবার—প্রাতে ৭॥০টার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য প্রফেসার দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় করেন, উপাসনা খুব গম্ভীর ও ব্যাকুলতাপূর্ণ হইয়াছিল। প্রফেসার দত্ত মহাশয় জলন্ত ভাষায় এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় ও ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমহাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের টাউনহলে বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করিয়া ক্রমে ক্রমে নববিধানে আরও ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন ও তাঁর জীবন্ত বাণী শ্রবণের বিষয় বর্ণনা করেন। অদ্যও পুনরায় সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সংকীর্ত্তনে ব্রহ্মোপাসনা হয়, গত ৮ই মাঘের ন্যায় আজও সংকীর্ত্তনে উপাসনা খুব সুমিষ্ট ও জমাট হইয়াছিল এই দুই দিনই শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সংকীর্ত্তনে উপাসনায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, আমাদের কোন শ্রদ্ধেয়া ভগিনী আশ্চর্য্যরূপে এই যুবকের সুললিত কণ্ঠস্বরে নববিধানের সঙ্গীতাচার্য্য চিরঞ্জীবের কণ্ঠস্বর অনুভব করিয়াছেন। যে সকল যুবকদের সপ্তাহে সপ্তাহে সামাজিক উপাসনায় তেমন আগ্রহ বা যোগ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহারাও যে নব সাজে সজ্জিত হইয়া এই সংকীর্ত্তনে উপাসনার স্রোতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন ইহাও বিধান-পতির বিশেষ কৃপা। ধন্য বিধাতা! তিনিই নববিধানের ভক্ত-দলের বংশ এইরূপেই বিস্তার ও তাঁর বিধানকে রক্ষা করেন। আজও নর নারীতে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইয়াছিল।

১২ই মাঘ, রবিবার—"নববিধান ঘোষণার দিন" সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে জমাট সংকীর্ত্তন, ৮॥০টার ভাই প্রমথ লাল ভক্তির সহিত ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন, ক্রমে ক্রমে উদ্বোধন, সঙ্গীত, আরাধনা, ধ্যান সমবেত সাধারণ প্রার্থনা ও সঙ্গীত সবই সুমিষ্ট হইল। ব্রহ্মস্তোত্রের পর স্বর্গীয় ভাই দীননাথ মজুমদারের পৌত্র শ্রীযুক্ত পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার নবসংহিতানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তৎপরে শ্লোক পাঠের পর আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত "নবশিশুর জন্ম" বিষয়ক স্বর্গীয় প্রাণপ্রদ উপদেশটী পাঠ করিলেন ও ঐ ভাবেই সকাতর প্রার্থনা হইয়া সঙ্গীতান্তে বেলা প্রায় ১২টার সময় এ বেলার কার্য্য শেষ হইল। সমবেত

অধিকাংশ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ নববিধান প্রচারাশ্রমে যাইয়া মধ্যাহ্নভোজন করেন, আশ্রমের সেবকগণ মধ্যে কাহারও কাহারও ক্রটীতে সমাগত ভাই ভগিনীদের সেবার যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছিল, তবে যাঁরা এই বিষয়টীর ভিতর বিধাতার একটা গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন, তাঁরা সহিষ্ণুতার সহিত ভক্তিভাবে শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিয়া সেবক সেবিকাদিগকে সহায়তা করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। পুনরায় ৩টার পরই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রফেসার বিজয়দাস দত্ত মহাশয় করেন। তিনি সংক্ষেপে প্রার্থনা করেন "মা জননী, আমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র নর নারীকে তুমি দেখাচ্ছ তোমার প্রসাদে যে ক্ষুধা থাকে না, দুঃখ থাকে না, হে মৃত্যুঞ্জয়! তোমাকে অবিশ্বাস করিলে যে ভয়ানক মৃত্যু হয়, সেই মহামৃত্যু হইতে দেশকে রক্ষা কর, পৃথিবীকে রক্ষা কর, এই ব্রহ্মমন্দিরে বসে যে সব দৃশ্য দেখেছি, যে সব কথা শুনেছি, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে আলোকের কথা তোমার ভক্ত ব্রহ্মানন্দ বলে গেছেন, সে কথা তো আমরা ভুলব না। মা! তুমি যে কথা আমায় শুনিয়েছ, তাহা যেন আমরা কেহ না ভুলে যাই।"

তৎপরে ভাই প্রমথলাল সেবকের নিবেদন হইতে কর্ম্মযোগ বিষয়টী পাঠ করেন, নববিধান বিধাতার সেবক শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ঐ নিবেদনে বলিয়াছেন, "হে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম, তোমাদিগকে এই জন্য যেমন দেওয়া হয় যে, তোমরা উপযুক্তরূপে কার্য্য করিবে, তোমরা কখন কার্য্য না করিয়া থাকিতে পার না। পরে প্রভুর নিকটে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার আশা করিলে অনেক তাঁহার কার্য্য করিতে হইবে, অচিরে তোমাদিগের জীবন নষ্ট হইতে পারে না।

প্রভু মনুষ্যকে অতি প্রথমে যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, যাবজ্জীবন তাহাকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। শীঘ্র কার্য্য শেষ না করিয়া মরিলে আমাদিগের মহা পাপ হইবে। তুমি তোমার কার্য্য শেষ না করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে যাইতে পার না। ভৃত্য যদি আগে পলায়ন করিতে চায় কেহ তাহাকে যাইতে দিবে না। আগে সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়া যাও, পরে ঈশ্বর তোমাকে অবসর দিবেন। যিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী তিনি কেবল রোগ শান্তির উদ্যোগ চেষ্টা করিবেন, উপেক্ষা করিতে পারেন না। যতক্ষণ না রোগের প্রতিকার হয়, ততক্ষণ তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। যদি তোমরা কার্য্য শেষ না করিয়া যমালয় যাইতে চাও, যম কখন তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। পলায়ন করিয়া কোথায় যাইবে? সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর যে কথা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতে পার না। কার্য্য না করিয়া ইহলোক হইতে পলায়ন করিলে দুর্নাম হইবে, পরলোকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। যদি কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও, বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবে।" "ঐ সুদীর্ঘ নিবেদন পাঠে সময়াতীত হওয়ায় কিছুক্ষণ পরেই ভাই প্রমথলাল আচার্য্যকৃত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারীর নিম্নলিখিত ধ্যানের উদ্বোধন পাঠ করেন।

"মন তুমি ধ্যান করিবার জন্য প্রস্তুত হও। তুমি যখন ব্রাহ্ম হইয়াছ, তখন যখনই আমি তোমাকে ধ্যান করিতে বলিব, তখনই তোমার প্রস্তুত হইতে হইবে। তুমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত, তোমার মন অন্যদিকে আছে, এই কথা বলিলে চলিবে না। এখন ধ্যানের সময়, সেই অপার প্রেমের আধার, অপার জ্ঞানের আধার, অপার সুখের সিন্ধু তোমাকে দেখা দিবার জন্য ডাকিতেছেন। তাঁহার কোন নিগূঢ় কথা আছে, এই জন্য তিনি তোমাকে চাহেন। থাকুক সংসারের সুখ সম্ভ্রম। ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া এখনই তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলাম। সংসার হইতে বিদায় লইয়া মন চলিল। কত দেশ অতিক্রম করিয়া চলিল। শরীররাজ্য, মনোরাজ্য, হৃদয়রাজ্য ছাড়িল। অবশেষে, মন শান্তিরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে শরীর কোন প্রকার ইন্দ্রিয়সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে না, যেখানে মন চিন্তা করে না, যেখানে হৃদয় উত্তেজিত হয় না, সেই আনন্দ ব্রহ্মরাজ্যের অন্তঃপুরে গিয়া মন উপনীত হইল। সেখানে কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় নাই। এখানে যথার্থ যোগী যোগে মত্ত, যথার্থ ভক্ত ভক্তিরসে মত্ত। এই রাজ্যে অতি নিস্তব্ধ ভাবে বসিতে হইবে। এখানে একটু জোরের সহিত নিশ্বাস ফেলিলে, মনে হইবে যেন বজ্রধ্বনি হইল, অতএব এখানে সাবধান হইতে হইবে, যেন আমাদের নিঃশ্বাসে যোগীদিগের ধ্যান ভঙ্গ না হয়। এখানে সকলেই প্রশান্ত, সকলেই স্থির। এখানে কেবল পরব্রহ্ম এবং জীবাত্মার যোগ। এই যোগেতে আমরা মগ্ন হই। কৃপাসিন্ধু, আমাদিগকে দর্শন দিন, তাঁহার পবিত্র সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রতি জনের শরীর মনকে তিনি কৃপা করিয়া শুদ্ধ করুন।"

ঐটী পাঠের পর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ধ্যান হইলে সেবক অখিলচন্দ্র রায় সকাতরে ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন, যুবকবৃন্দ সায়ংকালের জমাটভাবে সংকীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে বৃদ্ধ প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয় উপাসক ভাই ভগিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আত্মনিবেদন করেন তাহা "জুবিলী" নামক প্রবন্ধ আকারে গত বারের পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে। তদনন্তর শ্রদ্ধেয় প্রচারক ভাই দুর্গানাথ রায় বেদী হইতে উপাসনা আরম্ভ করেন, বৃদ্ধ প্রচারক খুব সুমিষ্ট স্বরে ব্যাকুলতার সহিত ব্রহ্মমাতার পূজা বন্দনা করিলে সঙ্গীত অন্তে ভাই প্রমথলাল আচার্য্যের উপদেশ হইতে "নিরাকার ঈশ্বর" বিষয়ক উপদেশটী পাঠ করেন। তৎপরে উপস্থিত নর নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া ভাই দুর্গানাথ রায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে আত্মনিবেদন করেন। মা দয়াময়ীর কৃপায়, সকল পাপ দূর হয়, এই যে আমার নবভক্ত মার কোলে মার স্নেহ দুগ্ধ পান করিতেছেন, তোমরা ভাই ভগিনী সকলে এই জীবন্ত মায়ের পূজা বিস্তার কর, আমাদের মা কল্পনা নয়, কোন মূর্ত্তি নয়, সত্য জীবন্ত মা, এই মাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে হলে চরিত্র চাই, পবিত্র চরিত্র বিনা হবে না, মার সন্তান না হইলে হবে না, মাকে নিয়ে আমাদের চল্‌তে হবে, যথার্থ শিষ্টাচার না হলে তো আমার মাকে নিয়ে যেতে পারব না, মাকে নিয়ে যে আমাদিগকে ভাই ভগিনীদের দ্বারে দ্বারে যেতে হবে, নারী জাতি যে সত্য মায়ের প্রতিমূর্ত্তি, নারী জাতিকে ব্রহ্মকন্যা বলিয়া সম্মান ও ভক্তি করিতে হবে, নারী জাতিতে চিন্ময়ী মা

মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন, এই মায়ের চরণছায়ায় যে প্রাণ শীতল করিতে হবে। মায়ের আঁখির সুকোমল দৃষ্টির মধ্যে যে এক চিন্ময়ী মাকে দেখি। মার কোমলতা যে নারী জাতির কোমলতার ভিতর প্রকাশ পাচ্ছে। এই মায়ের স্নেহমাখা কথা প্রাণ শীতল করে। এই মাকে নিয়ে আমরা বেড়াব, মাকে সন্তানকে দেখব। তাই নবভক্ত ব্রহ্মানন্দের ভাবে চিরঞ্জীব গাহিলেন, "আমার মা নহে কল্পনা, ঐ দেখ চিন্ময়ী ভক্তবৎসলা; মায়ের স্নেহচক্ষে প্রেমবক্ষে অমিয় ঝরে, মায়ের শ্রীমুখে মধুর হাসি পাপে পাপী দুঃখরাশী অবিশ্বাস নাস্তিকতা খণ্ডন করে, মায়ের রূপে করে জগৎ আলো কোলে শোভে ভক্তদল, ওরূপ যে দেখেছে সেই মজেছে জনমের তরে।" এই মাকে সরবে নিরবে সকলকেই ডাকতে হবে, দেখতে হবে। ভক্তের জীবনে এই সত্য মাকে দেখা শোনার প্রকাশ হয়েছে। এই মাকে দেখে শুনেই আমারা নবশিশুত্ব লাভ করিব। এই নবশিশুত্বই অমৃতত্ব এই [illegible] বিনাশ মার্গ, ভক্ত কেশবচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, গৌরগোবিন্দ, গিরীশচন্দ্র বঙ্গচন্দ্র প্রভৃতি যে এই সত্য মার কোলে চির জীবিত হয়ে আছেন, তাঁরা যে সবাই আছেন, আমরা যে তাঁদের সহিত একীভূত। আমরা কেহ তো একাকী নই, কেশবচন্দ্র যে আমাদের সকলের সহিত একীভূত। এই তো নববিধান।

তৎপরে সকাতরে প্রার্থনা ও সঙ্গীতান্তে কার্য্য শেষ হয়। আজ দুই বেলাই নর নারীতে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইয়াছিল। তবে শোনা যায় বৃদ্ধ ভক্তের উক্ত আত্মনিবেদন দূর হইতে অনেকেই শুনতে পান না।

(ক্রমশঃ)

অমরাগড়ীতে ব্রহ্মোৎসব।

মা কাঙ্গালজননীর কৃপায় এবার আমরা অতি দীনভাবে এখানকার নববিধান সমাজের ত্রিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্ভোগ করিয়াছি, মা যে তাঁর পাপী দুঃখী পুত্র কন্যাদের কখনও ভোলেন না তার পরিচয় দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

৫ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে প্রথমে সঙ্কীর্ত্তন পরে উপাসনা হয়, শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা হইতে "মার অভিষেক" প্রার্থনাটী পঠিত হয় ও কাতরভাবে মার কৃপা প্রার্থনা এবং ভক্তমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়। রাত্রি প্রায় ৯টায় কার্য্য শেষ হইয়াছিল।

৬ই ফাল্গুন, বুধবার—খুব প্রাতে উপাচার্য্য মহাশয়ের সমাধিমন্দিরে "হরি বলে জাগো জাগো সবে ভাই।" এই মধুর ঊষাকীর্ত্তন করা হয়, প্রায় ১০॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য এ দাসকেই করিতে হয়। মা তাঁর পূজা বন্দনা করাইলেন, খুব সরল ব্যাকুলতা ভাবেই পূজা হইল। প্রার্থনায় এই সেবকের আত্মনিবেদন,—৪৩ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের কয়েকটী ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মকন্যা, স্বীকার করিলেন, "আমারা একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তিনি আমাদের পিতা মাতা, গুরু সখা সর্ব্বস্ব, তাঁকে দেখা যায় ও তাঁর কথা শোনা যায়।" এই বিশ্বাস যাঁরা করিলেন তাঁদের লইয়াই মা এ দেশের একটী নববিধানমণ্ডলী গঠন করিলেন, কিন্তু সেই সকল বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই এখন পরলোকবাসী, আমরা তাঁদের পশ্চাতে আসিয়াছি, আমাদের সৌভাগ্য যে এই বিশ্বাসীমণ্ডলীতে স্থান পাইয়া এখনও মার পূজায় কৃতার্থ হইতেছি, তবে ভাই ভগিনীগণ! যাহাতে আমরা খুব দৃঢ়ভাবে এই অখণ্ড দেবতাকে ধরিয়া নববিধানের পথে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি, আসুন তাহাই করি। ঠিক সরল শিশু যেমন তার মাকে জড়াইয়া ধরে, আসুন আমরাও এই জীবন্ত মাকে খুব বিশ্বাস করিয়া এঁকেই জড়াইয়া ধরি। এই জীবন্ত ঈশ্বরকে ঠিক, সরল শিশুর মত জড়াইয়া ধরিতে হইবে। তিনিও তাই চান। ঐ নিবেদনান্তে স্বর্গীয় শ্রীমৎ ঠাকুরদাস রায় উপাচার্য্য মহাশয়ের নিম্নলিখিত প্রার্থনাটী পাঠ ও ঐ ভাবে সকাতরে প্রার্থনা হয়।

"হে দেবাদিদেব মহাদেব! লোকের নিকটে তুমি "অবাঙ্মানসোগোচর" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছ। তোমাকেই আবার কত লোকে "অজ্ঞেয়" "দুর্জ্ঞেয়" বলিয়া দেব মানব মধ্যে অতীব বিশাল ব্যবধান কল্পনা করিয়া আপনারা আপনাদিগের মনোমত সাজে সজ্জিত হইতেছে এবং অন্যকেও তদনুরূপ সাজে সাজাইতে যত্নবান্ হইতেছে। নানা স্থানে নানা সময়ে এমত সুবহু চেষ্টা হইলেও মানবহৃদয় তোমাকে সতত দূরে কল্পনা করিতে পারে না কেন? হে ভূমা মহান্ পরমেশ্বর, তোমার সহিত মানবের এমন কি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে যে, সম্বন্ধ জন্য সে সহস্র পাপাচারে কলঙ্কিত হইয়াও তোমাকে অনাত্মীয় বোধে দূরে পরিহার করিয়া সর্ব্বথা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। তোমার এমন কি প্রকৃতি, যাহার জন্য অস্পৃশ্য চণ্ডালাধম জীবের প্রতিও তুমি কখন উদাসীন হইতে পার না। মানব স্বকপোল কল্পিত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে বাসনা করিয়া কত যত্ন চেষ্টা করিল; কত বিদ্যা বুদ্ধির পরিচালনা করিল; কিন্তু সর্ব্বথা বিফল মনোরথ হইয়া পরাজিত চিত্তে সে যে পরিশেষে তোমাকে এক গতি বলিয়া তোমারই শরণাপন্ন হয় ইহারই বা কারণ কি? যে আপন কতৃত্বে সুখ সমৃদ্ধি সম্ভোগ বাসনায় সদা প্রমত্ত ছিল, সে যে এক্ষণে তোমার দাসানুদাস হইয়া, আপনাকে দুঃখ পরীক্ষার অকূল পারাবারের মধ্যগত জানিয়াও আনন্দ বিহ্বল চিত্তে তোমারই মহিমা মহিমান্বিত করিতে প্রাণ মন ঢালিয়া দেয় ইহার নিগূঢ় রহস্য হে প্রভো, তুমি বিনা আর কে কহিবে? তাই তোমাকেই সে আপন জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া তোমারই মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। অতএব হে সত্যস্বরূপ, তোমার জীবন্ত বর্ত্তমানতা দেখাইয়া এই কাঙ্গাল দাসকে কৃতার্থ কর।

৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৭॥০টার সময় বিধান-কুটীরে মিলিত উপাসনা হয়, উপাচার্য্য-পত্নী সকাতর প্রার্থনা করেন, আচার্য্যদেবের প্রার্থনা হইতে পরিবার ও দল বিষয়টী পাঠ হয়। সায়ংকালে স্বর্গীয় যশোদা বাবুর সমাধিক্ষেত্রে ধ্যান ও তথা হইতে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উপাচার্য্যদেবের সমাধিমন্দিরে আসিয়া সংকীর্ত্তন ও শাস্ত্রবাচন হয়।

অমরাগড়ী নববিধান সমাজ, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৩১। — প্রণত সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

সংবাদ।

জন্মদিন—মুঙ্গের হাঁসপাতালের মহিলা ডাক্তার শ্রীমতী শান্তিপ্রভা মল্লিকের পালিত শিশুকন্যা "পুতুলের" জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার আবাসে ১৮ই ফেব্রুয়ারী উপাসনা হয়।

নামকরণ—গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ৪।১, আলিপুর লেনে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র দাস মহাশয়ের দুই পৌত্রের চট্টগ্রামের আশাকুটীরের নববংশধরের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বিভুরঞ্জন

দাসের পুত্রকে "অরুণকুমার", শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন দাসের পুত্রকে "তরুণকুমার" নাম প্রদান করা হইয়াছে। ভগবান শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

দীক্ষা—শ্রীমান অমিতাভ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী সাধনাবালা (শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র নন্দীর কন্যা) গত ২৬শে মাঘ, নবসংহিতানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও পৌরহিত্য করিয়াছেন।

শুভ বিবাহ—গত ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার—শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অমিতাভ চক্রবর্ত্তীর সহিত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র নন্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সাধনাবালার শুভ পরিণয় নবসংহিতানুসারে ৫১নং হ্যারিসন রোডস্থ বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্য ও পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। মঙ্গলময়ী মা নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

তীর্থবাস—শারীরিক ও মানসীক স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন ও তৎসঙ্গে যথাসাধ্য সেবা সাধনার্থ ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক মাসাধিককাল মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে বাস করিতেছেন।

উৎসব—আগামী ১৩ই মার্চ্চ হইতে ১৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত চারি দিবস পাণিপুর নববিধান সমাজের উৎসব হইবার স্থির হইয়াছে। এবার স্থানাভাবে স্বর্গীয় জয়গোপাল সেন মহাশয়ের বাটীর উৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হইল না।

প্রত্যাগমন—মিঃ, ডবলু, ভাগেদা ও শ্রীমতী হরিপ্রভা জাপান হইতে প্রত্যাগমন করাতে মুঙ্গেরে ডাঃ শ্রীমতী শান্তিপভা মল্লিকের প্রবাসে কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণার্থ ১৭ই ফেব্রুয়ারী বিশেষ উপাসনা হয়।

শোক-সংবাদ—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১৩ই ফাল্গুন বালীগঞ্জের বাটীতে বাবু অমৃতলাল ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত নীতিলালের শিশুকন্যা Influenza জ্বরে পরলোক গমন করিয়াছে। শান্তিদায়িনী মা শিশু আত্মাকে তাঁর শান্তিময় বক্ষে আশ্রয় ও শোকার্ত্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবাড়ীতে স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ নন্দনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মধ্যম পুত্রবধূ শ্রীমতী দীপ্তিময়ী নন্দন ২৲ এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ নন্দন ১৲ টাকা প্রচারাশ্রমে দান করিয়াছেন।

গত ১৬ই জানুয়ারী, গাজীপুরস্থ স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তাঁর সহধর্ম্মিণী বিশেষভাবে প্রার্থনাদি এবং ঐ দিন কলিকাতা বহুবাজারস্থ ২৪।১ বি, প্রবাস ভবনে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সপরিবারে উক্ত রায় মহাশয়ের স্বর্গগমন স্মরণে বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন, মঙ্গলময়ী মা, ভক্তবিশ্বাসী আত্মায় চিরশান্তি দান করুন।

১লা ফাল্গুন স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাগলপুরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন। দান ১৲ টাকা।

পারলৌকিক—গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, বালেশ্বর গোপালগাঁও নিবাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বর্গীয় ধ্রুবকরের প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন দাস মহাশয় উপাসনা করেন, বালেশ্বরস্থ প্রায় ৩০ জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা বালক বালিকাসহ উহাতে যোগদান করিয়া উপাসনান্তে একত্রে ভোজনাদি করতঃ দরিদ্র গৃহস্থকে কৃতার্থ করিয়াছেন। ধ্রুবকর মহাশয়ের বৈবাহিক ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পারলৌকিক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। দরিদ্র নারায়ণদিগকেও চাউলাদি বিতরণ করা হয়।

ভ্রমসংশোধন—১৬ই মাঘ, ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্ব, পৃষ্ঠা-১৪, ২য় কলম শেষ প্যারা "পাপের জন্য" না হইয়া "পাপ শূন্য" হইবে। ১৫ পৃষ্ঠা, ১১ লাইন "কুপ্রবৃত্তিযুক্ত" না হইয়া "কুপ্রবৃত্তি-মুক্ত" হইবে। ১৬ লাইন "শিক্ষিত" না হইয়া "সিক্তিত" হইবে।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৪, নভেম্বর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে:—

এককালীন দান ও অনুষ্ঠানিক দান।

মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় ৫৲, মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৲ ও আরোগ্য উপলক্ষে অরুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৲, পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হাজারীলাল গুড় ২৲, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ৫৲, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ৪৲, শ্রীযুক্ত হরিসুখ গুপ্ত ১৲, স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী দক্ষিণাসুন্দরী সেন ১০৲, স্বামীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী ৪৲, পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় (সম্বলপুর) ১০৲ ঐ উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের বস্ত্রাদি বাবদে ১৫৲, শ্রীমতী বনলতা দের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী হেমলতা দেবী ৫৲ টাকা।

মাসিক দান।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১২৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ২৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ৪৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন ৮৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ৮৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের বাবদ ১২৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

আত্ম-নিবেদন।

ধর্ম্মতত্ত্বের নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়া দুই মাস অতীত হইল, এখনও অধিকাংশ গ্রাহক তাঁহাদের গত বৎসরের মূল্য দেন নাই, আশা করি গ্রাহকগণ কৃপা করিয়া অচিরে তাঁহাদের দেয় মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যদ্যপি কোন গ্রাহক নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে পত্রিকা না পান, তাহা হইলে অন্ততঃ সপ্তাহ পরে আমাদের জানাইলে আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিব।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REG. No. C. 87.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১লা চৈত্র, রবিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।
15th MARCH, 1924.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে নববিধানের ঈশ্বর, [illegible]

কিন্তু সে ঈশ্বর তুমি নও, যাকে মানুষ দুর্জ্ঞেয় অজ্ঞেয় কিম্বা কোন সপ্তম স্বর্গস্থিত মনে করে এবং তাহাতেই নিজ নিজ ভাবে কতই কৃচ্ছ্র কষ্টসাধ্য সাধনে নিরত হয় বা নিজ নিজ মনের কল্পনা দ্বারা হয় মূর্ত্তি গড়িয়া, নয় কোন শিলাখণ্ডে, বা কোন বিশেষ মানবে, পুস্তকে, তীর্থে আবির্ভূত ভাবিয়া পূজা অর্চ্চনা করে, অথবা কোন বিশেষ নামাভিধানে, মন্ত্রে, বাহ্য অনুষ্ঠানাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাই সাধনে তৎপর হয়। আবার তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং লীলাময় হইলেও তোমাকে কোন বিশেষ নামে, তীর্থে, সম্প্রদায়ে, শাস্ত্রে, সাধু-ভক্তহৃদয়ে কেবল নিবদ্ধ মনে করিয়া মানুষ যে পুরুষকার সাধন অবলম্বন করে, তাহাতেও তুমি লব্ধ হও না। যদিও তুমি সকলেরই সরল, ব্যাকুল প্রার্থনা চেষ্টা আকাঙ্ক্ষা, সাধন ও তপস্যাদির ফলদানে তৎপর। তুমি মানুষের সাধনলব্ধ ঈশ্বর নও। আমরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত মনকল্পিত সাধন দ্বারা কিছুতেই তোমাকে পাইতে পারি না। কেন না তুমি যে "আমি আছি।" স্বয়ং তুমি তোমার বিশ্বাসী ভক্তের নিকট আত্ম-প্রকাশ কর। তুমি এবার নববিধানে সর্ব্বধর্ম্ম-সাধু-শাস্ত্র একাকার করিয়া তোমার নবশিশু-সন্তানের সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব লোপ করিয়া তাঁহার নিকট যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছ, সেই জীবন্ত ঈশ্বর তুমি। তাই করযোড়ে মিনতি করি তুমি স্বয়ং আমাদিগের আমিত্ব ও পুরুষাকার সাধনের সকল প্রকার অহঙ্কার বিনাশ করিয়া, তোমার জীবন্ত জাগ্রত মাতৃত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী কর এবং তোমার নববিধানের নবশিশু অঙ্গে আত্ম-নিমজ্জিত করিয়া আমাদিগের নিকট আত্ম-প্রকাশ কর যে, নববিধানের নব ঈশ্বর তুমি যে কেমন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরাও ধন্য হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

হে ভক্তের হরি, নববিধানের হরি, তুমি ত কেবল হরি নও, কেবল ঈশ্বর নও। তুমি ভক্তের হরি, আমাদের হরি, নববিধানের হরি। ইচ্ছাময় হরি, ইচ্ছা হয় তুমি যা ঠিক তাই আমরা মানি। অনেকে যে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে, সে হরি তুমি নও, পুরাতন হরি, পুরাতন দেবতা, পুরাতন ঈশ্বর যত সকলকে বিনাশ কর। নববিধানের হরি, তোমার সঙ্গে কোন দেবতার মিলে না! ঈশ্বর তুমি ঈশ্বর হও আর ঈশ্বর যেন না থাকে আমাদের মধ্যে। সত্য ঠাকুর, আসল ঠাকুর, অকৃত্রিম ঠাকুর তুমি এস।

—•—

জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা।

সকলেই স্বীকার করেন একজন ঈশ্বর আছেন। কোথায় আছেন, কেমন তিনি তাহা না জানিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অল্প বিস্তর সকলেই বিশ্বাস করেন। তিনি দূরে আছেন, তাঁহাকে কেহ জানিতে চিনিতে পারে না, কেবল তাঁহাকে উদ্দেশ্যে পূজা করিতে হয়, কিম্বা তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহারই মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া, অথবা কোন সাধু ভক্ত গুরুর মধ্যে তাঁহার ঐশীশক্তি সঞ্চারিত বা তাঁহার মধ্যে তিনি অবতীর্ণ হন ভাবিয়া তাঁহাদের পূজা করিলেই হয়, এইরূপ ধারণাতেই জগতের অধিকাংশ লোক আপনাদের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ করিয়া থাকেন।

তাঁহার নাম জপ, নাম গান, জ্ঞানযোগে তাঁহার ধ্যান ধারণা বা আত্মসংযম ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদি নানা প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনে তাঁহার আরাধনা করা, ইহাও অনেক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সাধনা, আবার "মহাজন যেন গতস্য পন্থাঃ" এই বিশ্বাসে সাধারণ ভাবে [illegible] তীর্থপর্য্যটন বা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ দ্বারা ধর্ম্মসাধন করিতেছেন।

ঈশ্বর যে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ, তিনি এখনই এখানে প্রতি হৃদয়ে বর্ত্তমান এবং প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে দর্শন দান করেন এবং প্রতিজনের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে কথা কন, প্রত্যেকের হৃদয়ের সরল প্রার্থনা শ্রবণ করেন ও তাহা পূর্ণ করেন, ইহা কয় জন বিশ্বাস করেন এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় তাহার সাক্ষ্যদান করিতে পারেন?

প্রাচীন সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই এই সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মনেতার নিকট জীবন্তরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বরদর্শন অসম্ভব। এই ধারণার বশে সে সম্বন্ধে মানবের আকাঙ্ক্ষাও অসাধ্যসাধন মনে করিয়া তাঁহাকে দর্শন বা তাঁহার বাণী শ্রবণ যে সম্ভবপর ইহা তাঁহারা বিশ্বাসই করিতে চান না এবং এই সংস্কার ব্রাহ্মসমাজের অনেকেরই ভিতর যে নিগূঢ় ভাবে নাই তাহা বলা যায় না।

ব্রাহ্মসমাজে প্রথমে ত প্রাচীন ভাবের জ্ঞান বিচার দ্বারা শাস্ত্রালোচনা ও বৈদান্তিক আরাধনাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা চলিয়াছিল। তাহার পর যখন ভক্তিভাবের উন্মেষ হয় তখনও নামগানও কতকটা অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরের আরাধনাই সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচলিত হয়।

নেতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সহিত এক প্রাণতা অবলম্বনে জীবন্ত প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের পূজা সর্ব্বসাধারণ সাধকগণ মধ্যে কি এখনও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? তাহা যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ ব্রাহ্মসমাজেও জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা হইতেছে কেমনে বলিব?

ভাবে, নামে, দূরস্থ দেবতার পূজা যেমন সকল সম্প্রদায়ই করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজে নববিধানেও আমরা যেন এখনও তাহাই করিতেছি। আচার্য্যদেব যদিও প্রার্থনায় বলিলেন:—"এখন আর কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বলে না যে প্রত্যাদেশ পাই, প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। এখন সকলে ঘুমাইয়াছে। আমরা কয়জন কেবল এই শ্মশানে বসিয়া আছি। সজীব ধর্ম্মের বিধান আর নাই, কেবল এই একখানি। তবে চালাও এই রথ।"

তিনি যেন উন্মত্ত বিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "বৃদ্ধ [illegible] আমাদের কাদতে হইল না এই সৌভাগ্য। বস্তু যে পাওয়া গেছে, ঈশ্বরকে যে দেখা গেল, ভগবানের দেশে যে পৌছান গেল, এ কি কম লাভ? শেষজীবনে যদি কেবল শূন্য পূজা করিতে হইত, তা হলে কেবল কষ্ট পাইয়া মরিতাম। তোমার সঙ্গে কথা কচ্চ, তোমার মুখের হাসি দেখ্‌ছি, লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরে ঘরে কত রকম উপকার কচ্চ দেখ্‌ছি। এগুলো ত দেখালে। ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গের সময় কই দেখা হইল? ভিক্ষা চাই যে, আমরা এ সময় যতগুলি লোক তোমার আশ্রয়ে আছি সমুদয়গুলির যেন উজ্জ্বল দর্শন হয়।"

বাস্তবিক তাহা কি হইতেছে? এখন আমাদিগকে তাহারই সাক্ষ্যদান করিতে হইবে। নববিধানের এই বিশ্বাসী নবভক্ত যেমন জীবন্ত দেবতার পূজা করিলেন বা যে জীবন্ত ঈশ্বর তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষীভূত হইলেন আমাদিগের নিকটও তিনিই যে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন ইহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাহার প্রমাণ জীবনে দিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝিব আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা করিতেছি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মে অধিকারী অনধিকারী।

শ্রীঈষা বলিলেন "শূকরের সম্মুখে মুক্তা ছড়াইবে না," প্রাচীন হিন্দু প্রবচনও "দুর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়াবে না।" ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি অনধিকারী তাহার সম্মুখে উক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব কথা বলিলে সে তাহা কেবল যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না তাহা নয়, হয় ত তাহা লইয়া বিদ্রূপও করিতে পারে ও তাহার কতই অপব্যবহারও করিতে পারে। ইহা হইতেই "শূদ্রের বেদে অধিকার নাই" এই সিদ্ধান্তে পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ উপনীত হইয়াছিলেন। "শূদ্র" শব্দ এখন যেমন জাতীবাচক হইয়াছে, তাহা নহে, অজ্ঞ উচ্চতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমে অক্ষম যে তাহাকেই শূদ্র বলা হইত। বাস্তবিক উদরাময় রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন পরমান্ন পরিপাক করিতে পারে না, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে পানীয় জল ও সেবনীয় বাতাসও অপকারী বোধ হয়, উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বেও অনধিকারী বিকৃত-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অনেক সময় তাহাতে উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। ইহা মনে রাখিয়া ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ যেন উপদেশ দান করেন।

পরীক্ষা বহনের উপায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান যোগে এখন চিকিৎসকগণ যে অস্ত্র চিকিৎসা করেন, তাহাতে ঔষধ প্রয়োগে রোগীকে হয় অজ্ঞান করিয়া, নয় ক্ষতস্থান অসাড় করিয়া এমন অস্ত্র চালন করেন যে, রোগী অস্ত্রচালনের আঘাত কিছুই অনুভব করিতে পারে না, অথচ সে অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা ক্ষত স্থানের বিষাক্ত রক্ত পূঁজ অনায়াসেই নির্গমণ হয় ও রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। নববিধান বিজ্ঞান প্রভাবেও আত্মার পরম চিকিৎসক যখন দুঃখ বিপদ রোগ শোক অস্ত্রচালন দ্বারা আমাদের পাপ ক্ষত আরোগ্য করিতে উদ্যত হন, তখন নির্ব্বাণ ধ্যানযোগে বা দর্শনযোগে কিম্বা অন্ততঃ নির্ভর-শীল ধৈর্য্যাবলম্বন দ্বারা মনকে সংযত সমাহিত করিতে পারিলে, আর দুঃখ বিপদের তীব্র আঘাত অনুভূত হয় না অথচ তাহার ফলে জীবনের দুরারোগ্য পাপ ক্ষত সহজেই আরোগ্য হয়।

খাটি ধর্ম্ম।

খাটি দুগ্ধে জল মিশাইয়া পাতলা করিলেই জলো দুধ হয়। যাহাদের এই জলো দুধ খাইতে অভ্যাস হয়, তাহাদের আর খাটি দুধ পেটে সয় না। এইরূপে খাটি ধর্ম্মকে, অনেকে শিষ্যদের সুখ সুবিধার উপযোগী করিতে গিয়া পাতলা করিয়া বিতরণ করেন। যাহারা এই পাতলা জল মিশ্রিত সাধারণ ধর্ম্ম বা সুখ সুবিধার মত করিয়া ধর্ম্মগ্রহণে অভ্যস্ত হয়, তাহারা আর খাটি স্বর্গীয় বিধান ধারণা করিতে পারে না। খাটি দুগ্ধ খাটি দ্রব্যের যেমন দাম বেশী খাটি ধর্ম্মসাধনও সম্পূর্ণ আমিত্ব ত্যাগ সাপেক্ষ। তাই আচার্য্য বলিলেন, "জলো দুধ, ঝুটো জরী, ছেঁড়া শাস্ত্র সকলে খাটি বলে বিক্রয় কচ্ছে। এই নূতন বাজারে (নববিধানে) কেবল খাটি জিনিষ বিক্রয় হবে। দামও খুব চড়া হবে। যে পারিবে যার ইচ্ছা হবে লইবে। স্বর্গের খাটি ধর্ম্মভাব বিক্রয় করিয়া পরিত্রাণ পাইব, যেন প্রবঞ্চনা আর না করি।"

আমিত্ব পাপ ব্যাধির চিকিৎসা।

স্ফোটক শরীরেই উত্থিত হয়। কিন্তু তাহা শরীর নয়। শরীরের বিষাক্ত রক্তেই তাহার উৎপত্তি, সুতরাং তাহাতে অস্ত্র সঞ্চালন করিলে আসল শরীরকে আহত করা হয়, তাহাতে শরীরের সুস্থতাই আনয়ন করে। সেইরূপ আমিত্ব অহং বা পাপপ্রবৃত্তি আমাতে উত্থিত হইলেও তাহা আসল আমি নই, তাহা আমার অন্তরস্থ বিকার বিষ হইতেই উদ্ভূত। পরীক্ষা, নির্য্যাতন, অপমান, তিরস্কাররূপ অস্ত্র চালনে তাহা যত রক্তাক্ত করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হয়, ততই আমার মঙ্গল, ততই আমার জীবনে সুস্থতা আনিয়া দেয়।

সাধনায় শ্রীকেশব।

ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বে "মত ও সাধনা" সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিয়া আসিয়াছি, এখন "সাধনায় শ্রীকেশব" সম্বন্ধে একটু নিবেদন করি, ধর্ম্মজীবনের উষাকাল হইতেই কেশবচন্দ্রের জীবনে নূতন সাধনার সূত্রপাত। বই নাই, শাস্ত্র নাই, গুরু-মন্ত্র নাই অথচ একটা সাধনার পথ আসিয়া পড়িল। নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে তিনি আর ভগবান। নূতন শাস্ত্র আসিয়া তাঁহার সম্মুখে নূতন পত্র উন্মুক্ত করিলেন। এই শাস্ত্র স্বয়ং ভগবান। বেদ, কোরাণ, পুরাণশূন্য শাস্ত্রের ভিতর যে নূতন শাস্ত্র, ভক্ত ব্রহ্মানন্দের ভিতরে সেই শাস্ত্র দেখা দিলেন। এ মানুষ যে নিত্য নূতন মানুষ হইবেন তাহা ভগবানের স্বাভাবিক বিধান এবং এ মানুষ যে সাধারণ জনমণ্ডলীর ভিতর পরিচিত হইবেন তাহাও সম্ভব নহে। বস্তু অধ্যয়ন না করিলে বস্তুজ্ঞান হয় না। অধ্যয়ন ও সাধন ব্যতীত কেহ অধ্যাত্মতত্ত্ব ও সাধন-তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎই অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎকে চিনিতে পারেন। স্বজাতীয় পাখীর রব শুনিলে স্বজাতীয় পাখীই বুঝিতে পারে। একটা ডাকিয়া উঠিলেই আর একটা ডাকিয়া উঠে। সাধকদিগের পরিচয়ও এইরূপ। অনেক দিন পূর্ব্বে মহর্ষি ঈশা ডেকে গিয়াছিলেন, তাই অনেকদিন পরে আসিয়াও পল শুনিতে পাইলেন ও ঈশাকে চিনিতে পারিলেন। সাধু মহাজনগণ অনেকদিন পূর্ব্বে ডেকে যান, তাঁহার পর এমন লোকও আসেন যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ডাক শুনিতে

পায়। অধ্যয়ন ও সাধনের অভাবে পরিচয় অসম্ভব। যিনি প্রভাতের স্থলপদ্ম দেখিয়াছেন এবং অপরাহ্নের দেখেন নাই তাঁহার স্থলপদ্ম বিষয়ক জ্ঞান পূর্ণ নহে। প্রভাতে শ্বেতবর্ণ ও অপরাহ্নে লালবর্ণ। বস্তুর প্রকৃতিগত জ্ঞানের অভাবে তিনি একই ফুলকে স্বতন্ত্র ফুল বলিয়া মনে করিবেন। তাঁহার এরূপ মনে করা স্বাভাবিক। বস্তুজ্ঞান না হইলে একই বস্তুতে বিষম ভ্রম। যিনি প্রজাপতির অভ্যুদয়তত্ত্ব অধ্যয়ন না করিয়াছেন, তিনি কখনও ধারণা করিতে পারেন না যে, একটা আবরণ আবদ্ধ ক্ষুদ্র কীট হইতে সুন্দর প্রজাপতি উড়িয়া আসিয়াছে। সাধারণ জনমণ্ডলী এইরূপে মহাজনদিগকে বুঝিতে ভুল করিয়া ফেলেন। কোন্ মহাজন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ভুল হয় নাই? মহা নির্ব্বাণ-সাধনা সিদ্ধ উদ্বুদ্ধ-বুদ্ধ, মহা ইচ্ছাযোগে যুক্ত যীশু-শিশু, মহা প্রেমে প্রেমোন্মত্ত শচীসুত গোরা, মহা ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত শ্রীমহম্মদ ও আরও পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী সাধু ভক্তগণ খুব অল্পসংখ্যক মানুষের নিকট তাঁহাদের অভ্যুদয় যুগে পরিচিত হইয়াছেন। নববিধানেও তাই দেখিতেছি ব্রহ্মানন্দের অধ্যাত্ম জীবন ভিন্ন ব্রহ্মানন্দকে চেনা কঠিন। যিনি এক রংএর দোপাটী ফুল দেখিয়াছেন তিনি নানা রং বিশিষ্ট দোপাটিকে সেই ফুল বলিয়া বুঝিতে পারেন না। এক ফুলে নানা রং ফুটিয়া উঠে। এক পাখীর পাখায় নানা রং, এক মেঘধনুতে নানা রং ফুটিয়া উঠে। বস্তুজ্ঞান ও বর্ণজ্ঞান না হইলে এক বস্তুকেই বিষম ভ্রম। ব্রহ্মানন্দের জীবনে তাঁহার সাধনা সম্ভূত যে বিচিত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা সাধনা বিনা কেহ বুঝিতে পারেন না। তিনি কখন ঈশার কাছে, কখন শ্রীবুদ্ধের কাছে, কখন শ্রীচৈতন্য ও কখন শ্রীমহম্মদের কাছে। এ মানুষকে যে সাধারণ মানুষ ভুল করিবে তাহা বিচিত্র নহে। কেশব কখন টাউন হলে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কখন কলিকাতার পথে শুভ্রপদে যুগের সভ্যতা ভুলিয়া গিয়া হরিনাম কীর্ত্তনে চলিয়াছেন এবং কখন উৎসবের উন্মত্ততায় বৈষ্ণববেশে ব্রহ্মমন্দিরে নাচিয়াছেন। এ মানুষকে বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী মানব কি করিয়া বুঝিবেন? আজও বলিতেছি ভারতের রামকৃষ্ণ ও পাহাড়ীবাবা যাঁহাকে বুঝিয়াছিলেন সভ্য ভারত বুঝিতে পারেন নাই। যে মানুষ দশ বিশ হাজার শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তিনি আবার আসিয়া হরিনামের মত্ততায় নাচিতেছেন ও অভিনয়ে "পাহাড়ীবাবা" সাজিতেছেন তাঁহাকে বোঝা আমার তোমার কাজ নয়। অনেক সাধনা চাই ও অনেক বস্তুজ্ঞান চাই। তাই আজ নির্জ্জনে বসিয়া প্রাণের আবেগে বলি :—

প্রভাত (ও) সন্ধ্যার ফুল না দেখিলে ভাই,
অধ্যয়ন বিনা তার পরিচয় নাই।
শ্বেতবর্ণ স্থলপদ্ম প্রভাত কিরণে,
সেই ফুল লাল হয় মধ্যাহ্ন তপনে।
আকাশের মেঘধনু এক বর্ণে নয়,
সাধকের পরিচয় সেইরূপ হয়।
এক বর্ণে মেঘধনু হয় না কখন,
বস্তু এক, কিন্তু সাত বর্ণের মিলন।
অধ্যয়ন বিনা কভু অধ্যাত্ম জীবন,
বুঝিতে না পারে তাহা মানুষ কখন।
বস্তুজ্ঞান হয় তাই, বস্তু অধ্যয়নে,
"ব্রহ্মানন্দ" পরিচয় জেনো সেইখানে।

বাঁকিপুর, ২০।২।২৫ — সেবক শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

ভক্তের সিংহরব।

সঙ্গীতাচার্য্য গাহিলেন, "গাও হে ভক্ত সিংহ সবে সিংহরবে ব্রহ্মনাম গান, ঘোর পাপানলে দেশ গেল জ্বলে হরিভক্তি জলে করহে নির্ব্বাণ।" মহা তেজস্বী ব্রহ্মপুত্র ঈশা অবিশ্বাস নাস্তিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "হে কাল-সর্পের বংশধরগণ, তোমরা চূর্ণ বিচূর্ণ হও, ধ্বংস হও, পিতার স্বর্গরাজ্য আসিতেছে" নববিধানাচার্য্য মাতৃভক্ত ব্রহ্মানন্দ মহা আরতি করিতে করিতে মাকে সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে অথচ সিংহরবে বলিলেন, "মা, তোমার যত যোগী, যত ভক্ত, যা তোমার যত ধর্ম্ম, যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সে সমুদয় স্মরণ করি, নববিধানের জয় ঘোষণা করি। প্রাচীনকাল হইতে যত অমূল্যতত্ত্ব কথা, সোনার থালে সাজাইয়া লইয়া নববিধান অবতীর্ণ। আজ আমরা আরতির বাদ্যসহকারে উৎসবের দ্বার খুলিলাম। রাজা সম্রাটদিগের মুকুট পদতলে রাখিয়া সেই নিশান আজ আমরা উড়াইলাম, তোমার প্রেরিত নববিধান নিশান হস্তে ধারণ করি। এখন ভক্তের বিনীত প্রার্থনা, ভীরুতা অপবিত্রতা অসরলতা দূর কর। মা, তোমার পবিত্র দর্শন বিধান কর।"

নববিধানাচার্য্য বলেছেন, "বিবেকের ভীষণ তাড়নায় আমি ছটফট করি, গোলদিঘী হইতে লালদিঘী ছুটাছুটি করি, কোথাও শান্তি পাই না।" বর্ত্তমান নববিধান-বিশ্বাসিগণ কি এই বিবেকের ভীষণ দংশন অনুভব করেন? তা'হলে এত নিদ্রা কেন? মণ্ডলীর যুবক, বালকদের মধ্যে এতটা জড়তা কেন? অন্যদিকে, পাশ্চাত্য দূষিত অভ্যাসগুলি অল্পে অল্পে এই মণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, সে দিকে অগ্রণীদের দৃষ্টি কই পড়িতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় আমরা যদি সত্যই নিত্য নিত্য জাগ্রতদেবতার পূজা করিতাম, প্রাণপাত করিয়া মণ্ডলীর সেবা করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া এই নীচতা অসত্যতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতাম, তাহা হইলে স্বর্গস্থ ভক্তসিংহগণও আমাদের সহায় হইতেন এবং

সর্ব্বোপরি অসুরনাশিনী, মা বিধানজননী কৃপা করিয়া এই ভীষণ সংগ্রামে আমাদের জয়যুক্ত করিতেন। তাই সকাতরে মা বিধানজননীর নিকট প্রার্থনা করি, মা, তোমার প্রত্যেক পুত্র কন্যার নিকট প্রকাশিত হইয়া দেখিয়ে দাও তাঁরা কত রকম অবনতা, ভীরুতা ও পানদোষে দূষিত হইয়া, নিজেরা জীবন্ত নরকানলে দগ্ধ হইতেছেন ও অন্যকে নরকাবর্ত্তে ফেলিতেছেন। তুমি বিনা আমাদের নিদ্রিত মণ্ডলীকে আর কেহ তো জাগাইতে পারিবে না। মাগো! কৃপা কর, কৃপা কর।

কলিকাতা,
নববিধান প্রচারাশ্রম ;
২২শে ফাল্গুন, ১৩৩১।

বিধানমণ্ডলীর দুরবস্থায়
একান্ত মর্ম্মাহত
ভৃত্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

জীবনাদর্শ।

(স্বর্গীয় রমনীকান্ত চন্দ লিখিত, ঢাকা, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

যথেচ্ছাচারিতা, বাসনা, কামনা ও স্বেচ্ছাচারিতা, পশুত্ব, পাষণ্ডতা ও আসুরিকতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপের মূল, ব্রহ্মের জলন্ত জীবন্ত সত্তায় ইহাদিগকে আহুতি দিলেই সকল প্রকার পাপ চিন্তা ও পাপ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা পাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার দ্বিতীয় সহজ উপায় নাই। শয়নে স্বপনে ও জাগরণে জীবন্ত ব্রহ্মসত্বা উপলব্ধি করিতে অভ্যাস করিলে জীবনে সর্ব্বপ্রকারের পাপের মূল উন্মূলিত হয়, সুতরাং জীবনে পাপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ওঁ সত্যং, ওঁ সত্যং।

পঞ্চনবতিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গত ১৩ই মাঘ, সোমবার—ব্রাহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭॥০টায় ...াসনার কার্য্য ভাই দুর্গানাথ রায় সম্পন্ন করেন, কয়েকটি ...ধক তাহাতে যোগদান করিয়া সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। ...পরাহ্ণ ৫॥০টায় যুবকদল নগর-কীর্ত্তন করিবার জন্য সজ্জিত হইয়া ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত হন, তাঁহাদের সহিত বৃদ্ধ ও বালকেরা যোগ ...েন, ভাই প্রমথলাল সংকীর্ত্তনকারীদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ...শ ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করেন "মা! আজ আমরা ...রে তোমার কীর্ত্তন করিব, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই সময়েই ...মার ব্রহ্মানন্দের হাত ধরিয়া ভক্ত রামকৃষ্ণ নাচিয়া নাচিয়া ...ন মত্ততার সহিত গাহিয়াছিলেন "আমরা মায়ের, মা আমাদের" ...রা যেন ভাই ভাই, হাত ধরাধরি করে, প্রেমভরে তোমার ...কীর্ত্তন কর্‌তে পারি ও তোমার প্রেমের জয় ঘোষণা কর্‌তে ...। ঐ প্রার্থনাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া মত্ততার সহিত যে মা আনন্দ ...ীর গুণকীর্ত্তন আজ নগরে হইয়াছিল, তাহার স্বর্গীয় দৃশ্যের ও মহাভাবের বিষয় গতবারের পত্রিকায় আমাদের কোন দুঃখী বন্ধুর "নগর-সংকীর্ত্তন ও নববিধান বংশ" লিখিত প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। সংকীর্ত্তনের দল ব্রহ্মমন্দির হইতে বাহির হইয়া মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর লেন, বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট দিয়া, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ সাধারণ সমাজের ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তনান্তে বরাবর সুকিয়া ষ্ট্রীট, রামমোহন রায় রোড, রাজা দীনেন্দ্রনাথ ষ্ট্রীট, গড়পার রোড, ফেটারন্যাল ষ্ট্রীট হইয়া সার্কুলার রোড দিয়া কমলকুটীরে গমন করেন, তথায় মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হইয়া নবদেবালয়ের সম্মুখে রাত্রি প্রায় ৯॥০টায় শেষ হয়, তৎপরে প্রীতিভোজন হইয়াছিল।

গত ১৪ই মাঘ, মঙ্গলবার—প্রাতে শান্তিকুটীরে ব্রাহ্মিকা-উৎসবে ভাই প্রমথলাল সেন ভক্তিভাবে উপাসনা করেন এবং সুন্দর সারগর্ভ উপদেশ দেন, এই উৎসবে তিন সমাজের ব্রাহ্মিকাগণ যোগদান করিয়া ছিলেন এবং কেহ কেহ ভক্তিভাবে প্রার্থনাদি করেন উপাসনান্তে প্রায় সকল মহিলাই প্রীতিভোজন করেন।

গত ১৫ই মাঘ, বুধবার—নববিধান প্রচারাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭॥০টায় শ্রদ্ধাভাজনীয়া শ্রীমতী মুক্তকেশী দত্ত মহাশয়া উপাসনার কার্য্য করেন। উদ্বোধন, আরাধনা, প্রার্থনা সবই সুন্দর ভক্তিভাবে সম্পন্ন হয়। ভাই প্যারীমোহন, প্রফেসার দ্বিজদাস দত্ত প্রভৃতি সকাতরে প্রার্থনা এবং ভাই প্রমথলাল শ্লোক পাঠাদি করেন। পুনরায় সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতে কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমে বৃদ্ধ গায়ক বাবু অধর চন্দ্র দাসের সঙ্গীত, পরে ময়ূরভঞ্জের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দ পাণ্ডা প্রভৃতিকে লইয়া সুমধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিলে, সময়াতীত হওয়ায় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা আরম্ভ করেন। এই মধুর উপাসনার শেষাংশে মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী আসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যোগদান করিয়া উপাসনান্তে, সরলভাষায় ভক্তিসহকারে পুরাণোক্ত দেবতাদিগের অনুরোধে "ভৃগু মুনির" প্রথমে ব্রহ্মলোকে, পরে শিবলোকে ও শেষে বিষ্ণুলোকে গমনের ও বিষ্ণুবক্ষে ভৃগু মুনির পদাঘাতের আখ্যায়িকা বলেন। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার ভয়ঙ্কর অগ্নিময় তেজ ও ভীষণ মূর্ত্তি, শিবলোকে শিবের মহা বৈরাগ্য ও সংহার মূর্ত্তি, পরিশেষে বিষ্ণুলোকের অপূর্ব্ব প্রাণ-মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য, সৌরভ ও তৎসঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ক্রোধভরে ভৃগুমুনি বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত এবং ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তের ...চিহ্ন বক্ষে ধারণপূর্ব্বক ভক্তের প্রতি ভগবানের অনির্ব্বচনীয় ...েহের সম্বোধন বিষয়টী অত্যন্ত প্রাণপ্রদ হইয়াছিল। কথকতার ...শেষাংশে মহারাণী দেবী সকাতরে প্রার্থনা করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত হইল—"যে জন ভালবাসে আমারে চাহে সরল অন্তরে, ...মি কি পারি কখনও ছেড়ে থাকিতে তারে॥" পরে শ্রীমদাচার্য্য...দেবের প্রিয়তম পৌত্র শ্রীযুক্ত কুণালচন্দ্র সেন মধুরস্বরে সঙ্গীত

করেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ম্যাজিক লাণ্ঠন-যোগে উনবিংশ শতাব্দীতে কিরূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়, তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও পরে নববিধান-বিধাতা ভক্ত কেশবচন্দ্রও তাঁর প্রিয় বন্ধুগণকে একে একে ধরিয়া মিলাইলেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই নববিধানে কত অপূর্ব্ব লীলা করিলেন। তাহার চিত্রপট প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে এক একটী অমূল্য জীবনের বিষয় বর্ণনা করিলেন। অদ্যকার উৎসব ক্রমেই জমাট হইয়াছিল। এইরূপে রাত্রি প্রায় ১০টার পর সমাগত বন্ধু বান্ধবদিগের প্রীতিভোজন হয়। দরিদ্র প্রচারক ও সেবকদিগের সাধনারক্ষেত্রে মহা আনন্দ উৎসব মা আনন্দময়ী সমাধান করিয়া প্রণত ভৃত্যদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

১৬ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—বালক বালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের লইয়া ভাই অক্ষয়কুমার নধ উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে, ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ সভায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক রিপোর্ট পাঠ, বালক বালিকাদিগের দ্বারা অভিনয় ও সঙ্গীতাদিতে উৎসব খুবই আনন্দপূর্ণ হইয়াছিল। বালিকাদিগের দ্বারা "বাল্মীকি প্রতিভা" [illegible] "যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, এ বনে এস না, এস না, এ দীনজন-কুটীরে! যে বীণা শুনেছি কাণে, আনন্দে আছি ভোর, আর কিছু চাহি না চাহি না!" সত্যই বীণাবাদিনীর ভক্ত ধন, মান, ঐশ্বর্য্য কিছুই চান্ না, তিনি কেবল মার সুধামাখা শ্রীমুখের বীণার ঝঙ্কার শুন্‌তে চান্। নবভক্ত বল্‌লেন, "মা তোমার শ্রীমুখ দেখ্‌তে ও ঐ মধুর কথাই শুন্‌তে চাই।"

ঐদিন হইতে তিন দিনব্যাপী কমলকুটীরে মহিলাদিগের আনন্দবাজার হইয়াছিল, তিন দিন খুব মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি মহিলাদিগের দ্বারাই কেনা বেচা হইয়াছিল। শ্রীমদাচার্য্য-দেব যে স্বর্গীয় আদর্শে আনন্দবাজার খুলিয়া সকল জাতিকে, প্রেমের বাজারে পবিত্র ভাবে মিলিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কতদূর সফল হইতেছে, তাহা সর্ব্বান্তর্য্যামীই জানেন। তবে জীবন্ত দেবতার নিত্য পূজার উপকরণ একতারা, আসন, গৈরিক ইত্যাদি কয়েক বৎসর আমারা তেমন সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না এইটীই দুঃখ।

১৭ই মাঘ, শুক্রবার— প্রাতে প্রচারাশ্রমে জমাট উপাসনা হয়, অদ্য উদ্যান-সম্মিলনের কোন ব্যবস্থা হয় না। অপরাহ্ণে কমল-কুটীরে আনন্দবাজার হয়।

উদ্যান-সম্মিলন—ভালরূপে ব্যবস্থা না হওয়ায় গত ১৭ই মাঘ তারিখে উদ্যান-সম্মিলন হয় না। গত ১৯শে মাঘ, রবিবার—নববিধান সমাজের যুবকদলের মধ্যে বিশেষ ভাবে চাওড়া বাঁটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকারের উদ্যোগে পাইক-পাড়ায় স্বর্গীয় বৈরাগী ভক্ত লালা বাবুর বেলগেছিয়ার সুবৃহৎ বাগানে, প্রায় ৪০০ শত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সমবেত হন, বেলা প্রায় ১২টায় ঐ উদ্যানের একটী মনোরম বটবৃক্ষতলে মিলিত উপাসনা ও সঙ্গীত হয়, প্রফেসার দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন; আরাধনায় বিধানবিধাতার সুন্দর প্রকাশ অনুভূত হয়। স্তোত্র-পাঠের পর ভাই প্রমথলাল আচার্য্যদেবের উপদেশ হইতে "পক্ষী প্রচারক" বিষয়টী পাঠ করেন। তৎপরে প্রফেসার দত্ত মহাশয় উপস্থিত ভাই ভগিনী-দিগকে মিষ্ট বচনে বলেন, "নববিধানে কি একটী নাম? না ইহার ভিতরে কিছু আছে? এই জিনিসটা কি আমাদের পূর্ব্ব-বর্ত্তী যাঁরা, তাঁদের হাত থেকে বিধান নামে একটী সুন্দর বাক্স আমরা পেয়েছি, এই বাক্সটী কি তোমরা ভাই খুলে দেখেছ? একবার এটী তোমরা খোল, খুলিয়া দেখ এর ভিতর কি অমূল্য রত্ন আছে। আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে আমাদের চক্ষের সামনে এই বিধানের প্রকাশ দেখেছি ও দেখছি, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তোমরা এই বিষয়ে খুব মনোযোগ দাও, বিধানের প্রথম স্তর আচার্য্যদেবের একটী কথাতে যেন প্রকাশ পায়। Harmony of development মানুষের মধ্যে যে সমন্বয়ের বীজ আছে, তাহা সাধন করিতে করিতে প্রকাণ্ড সাধন শক্তির একটী ঐক্যের পরিণাম হইবে। যেমন একটী অতি ক্ষুদ্র বটবীজকণিকা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে পরিণত হয় ও বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করে। এই বিধানেও সকল সত্য, সকল জ্ঞান, একে একে মিলিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড আকার ধারণ করেছে। বিধান প্রথমে একটী ব্যক্তিতে প্রকাশ পাইয়া ক্রমে ক্রমে ইহা পৃথিবীব্যাপী হইয়াছে। আমি যখন প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিই, তখন আমার বয়স কুড়ি বৎসরের অধিক ছিল না, কিন্তু সেই সময়েই মনের ভিতর আচার্য্যদেবের কথার ছাপ পড়েছিল, তখন আমাদের কি অবস্থা হয়েছিল, তাহা তোমরা জান না। আমারা যারা তখন এই ব্রাহ্মসমাজে এসেছিলাম, তখন আমরা শরীরের বিকাশের দিকে যেমন দৃষ্টি করিতাম, তেমনি আত্মার বিকাশের দিকে দৃষ্টি করিতাম। আচার্য্যদেব তাঁর সঙ্গিরা যেমন আত্মার উন্নতি সাধন কর্‌তেন, তেমনি শরীরের শুদ্ধতা সাধন কর্‌তেন। যেমন ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের সুস্থতা সাধন, তেমনি সাধন ও আলোচনাদির দ্বারা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন উপাসনাটী ঠিক মত কর্‌তে হবে। এইরূপে দৃঢ়নিষ্ঠা ও জীবন্ত বিশ্বাসের দ্বারা এই বিধানকে আঁকড়ে ধর্‌তে হবে। আচার্য্যদেব যাঁহাকে স্পর্শ করিতেন, তাঁহার জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইত। দেখা যায় সাধারণ সমাজের লোকসংখ্যা কাজ কর্ম্মের খুব ধুমধাম, আর এই নববিধান সমাজ মিট্‌মিট কচ্ছে। সাধারণ সমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু

প্রভৃতি বড় বড় লোক। আমাদের তা নাই, আমাদের মহামিলনের ধর্ম্ম, যিনি এই বিধানবিশ্বাসী হবেন তাঁর শরীর সুস্থ হবে, যদি তোমরা ব্যায়াম কর তোমাদের বুদ্ধি অতি মার্জ্জিত হবে। তোমরা ব্যায়াম কর কিম্বা জামি না, তোমরা নিজেদের বিচারক নিজে হইও না, অন্তকে বিচার করিতে দাও। চরিত্রের নির্ম্মলতা আত্মা সজীব রাখে। বিধানবিশ্বাসী উপাসনার ভিতর দিয়া চরিত্রকে রক্ষা ও উন্নত করিবেন।

বিধানের প্রথম কথা Harmony of development এইটী হচ্ছে না, তাই চারিদিকে দেখ্‌ছি বড় ভ্রমের পথে লোকে চলেছে। এই যে মিথ্যা ভ্রমের শিকড় কাট্‌তে হবে, শুধু ব্যক্তিগত সাধনে কিছু হবে না, মিলিত ভাবে এই বিধানের উচ্চ আদর্শ সাধন কর্‌তে হবে।

এই বিধানের দ্বিতীয় স্তরটী কি খুলিয়া দেখ, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, যোগ একত্র কর, এক ভাবে সাধন কর, কোন দিকে হেলবে না, কর্ম্মের মাত্রা, ভক্তির মাত্রা, যোগের মাত্রা, জ্ঞানের মাত্রা ঠিক রাখ্‌তে হবে, দেখ্‌বে ভবিষ্যৎ আলোকময়। খণ্ডভাব থাক্‌বে না, শুধু যোগেতে, শুধু ভক্তিতে কিছু হবে না, বিধাতা যেমন সর্ব্বময়, তেমনি আমাদিগকেও সর্ব্ব প্রকার সাধনায় উন্নত হতে হবে। এই যে এক ঘেয়ে সাধন ইহাই মহারোগ। ভাই ভাই ভগিনি! তোমাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তোমরা যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্মের সমন্বয় সাধন কর। নববিধান কেবল আমাদের জন্য নয়, ইহা সমস্ত পৃথিবীর জন্য, সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হবে, এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর কত অন্ধ, আতুর, দুঃখী তাপী তোমাদের পানে চেয়ে আছে, এই বিধান সাধন করা ও প্রচার করা আমাদের কার্য্য। ভ্রাতা, ভগিনি! তোমাদের নিকট বিনীত অনুরোধ লোক সকল পিপাসিত, হিন্দু, মুসলমান এই বিধাতার বিধানের দিকে চাহিয়া আছে, তাঁহাদিগকে এই বিধানের মহা বার্ত্তা শুনাও। "মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর আসে পাশে।" যাঁরা যুবক তাঁরা এই বিধানসাধন করুন। তোমরা ভাই সকলে এই বিধানের উপযুক্ত হও, তোমাদের দিকে জগৎ চেয়ে আছে, তোমরা মাকে চেয়ে ভাই ভগিনীদের সেবা করে কৃতার্থ হও। পিতার অপার করুণা, তাঁর করুণার সাক্ষ্য আমাদের দিতে হবে।

তৎপর দত্ত মহাশয় ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিলেন, উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। অনেকেই প্রায় ৫টা পর্য্যন্ত এই উদ্যোগে ছিলেন, প্রিয় দীননাথ বাবু স্বয়ং তাঁর ভ্রাতা ও আত্মীয়দের লইয়া সমাগত ভাই ভগিনীদিগকে ভক্তি ও প্রীতির সহিত ভোজন করান, তিনি এই উদ্যান-সম্মিলন উৎসবে প্রায় ২৫০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এজন্য বিধানমণ্ডলী তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

১৮ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী, শনিবার—সন্ধ্যার সময় কমলকুটীর সমাধিমণ্ডপে প্রথমে ধ্যান ও তৎপরে আচার্য্যদেবের ৪র্থ পুত্র শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেন মাঘোৎসব হইতে আচার্য্যদেবকৃত শান্তিবাচনের দিনে প্রাতঃকালীন উপাসনায় প্রার্থনাদি পাঠ করেন, উঁহা যদিও স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ, কিন্তু সায়ংকালীন শান্তিবাচন সময়ের উপযুক্ত নয়, যাহা হউক তৎপরে সকল সাধক, কমলকুটীরের ময়দানে, চন্দ্রাতপতলে সমবেত হইলে সুমিষ্ট মোহনভোগ সম্মুখে রাখিয়া, ভাই প্রমথলাল দণ্ডায়মান হইয়া সকাতরে প্রার্থনা করেন। তৎপরে সমবেত ভাই ভগিনীদিগকে আচার্য্য-পরিবারের মহিলাগণ সহ মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী শান্তিবাচনের শান্তিজল ও মোহনভোগ বিতরণ করেন, পরিশেষে উৎসবের প্রীতিসম্ভাষণাদি হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পারিবারিক ব্রহ্মোৎসব।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার, মাণাঘসা গলিতে স্বর্গীয় জয়গোপাল সেন মহাশয়ের বাটীতে খুব জমাট ভাবে উৎসব হইয়াছে। ঐদিন রাত্রি ৭৷৷০টায় স্বর্গীয় সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে, প্রথমে জমাট সংকীর্ত্তন, পরে শ্রীমান্ হরিদাস তালুকদার মিষ্টস্বরে গান করিলেন, "নববিধানের মহামেলায় তোরা কে যাবি রে আয়।" তৎপরে ভাই প্রমথলাল স্বাভাবিক ভক্তি ও অনুরাগভরে ব্রহ্মারাধনা করিলেন, সাধারণ প্রার্থনা ও শ্লোক পাঠের পর আচার্য্যের উপদেশ অষ্টম ভাগ হইতে "বণিক জাতি" বিষয়ক উপদেশটী পাঠ করেন। এ উচ্চ ও প্রাণপ্রদ উপদেশের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"বাণিজ্যের লাভ ইহলোকে না রাখিয়া স্বর্গে রাখিলে, তাহা হইতে কোটী কোটী সম্পত্তি লাভ হয়, পুণ্য আনন্দ শান্তির স্বর্ণ-মুকুটে মস্তক শোভিত হয়। বণিক যদি হইতে হইল, তবে এইরূপ বণিকই হওয়া ভাল। দিলাম আমার অতি সামান্য প্রাণ, পাইলাম যে দেব দেবের পদ। আমার এই সামান্য ক্ষুদ্র অনিত্য দেহের শোণিত দিলাম, পাইলাম কি না অমৃত,—চিরজীবন নিত্য আনন্দ। দিলাম অতি তুচ্ছ, পাইলাম অনেক। এখানে দশজন আমায় পদাঘাত করিল, দশ বৎসর অত্যাচার করিল, তাহার বিনিময়ে যাহা পাইলাম তাহার দশাংশের একাংশও উহা হইল না। এই শরীরের রক্ত দিয়া যদি অনন্ত জীবন সঞ্চয় করিতে পারি তবে তাহাতে ক্ষতি কি? সকলই লাভ। যখন আমি এইরূপে উৎপীড়িত হইতে লাগিলাম আমার দীক্ষাগুরু হরি হৃদয়ে থাকিয়া বলিলেন তুমি দশ দিন ক্লেশ ভোগ করিতেছ, কিন্তু তোমার জন্য অনন্তলোক ব্রহ্মলোক সঞ্চিত রহিয়াছে। এক বিন্দু প্রেম দিলাম অনন্ত প্রেমসমুদ্র আমাকে পরিবেষ্টন করিল। দশ জন আমায় পদাঘাত করিল, সেই মস্তকের ধূলিবিন্দু স্বর্গে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড হইল। যে মুখ পৃথিবীর লোক সত্যের জন্য কলঙ্কিত করিতে যত্ন করিল, সেই মুখ সমুজ্জ্বল পুণ্যালোকে পরিশোভিত হলল। ধন্য বণিক ব্যবসায়, এই যদি বণিক জাতি হয়, তবে চিরদিন বণিক থাকিব।

ব্রাহ্মগণ! এইরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় কর, অনেক লাভ হইবে। প্রেমের ব্যবসায়ে ইহলোকে লাভ নাই, ইহাতে চারি পাঁচ দিনের মধ্যে লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না। দু দিন চারি দিন, এক বৎসর দু বৎসরের মধ্যে লাভ করা এরূপ ক্ষুদ্র বণিক ব্যবসায় ছাড়। এখানে যশ, মান, কীর্ত্তি, সম্পত্তি লাভ করিব এরূপ ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিত্যাগ কর, ক্ষুদ্র দোকান বন্ধ করিয়া দাও, যাহাদিগের নিকট বিন্দু প্রত্যাশা নাই, যাহারা কিছুমাত্র মূল্য দিবে না, তাহাদিগের নিকট গিয়া হরিনাম শুনাও, পথে পথে হরিনাম বিতরণ কর। দেখ শ্রীচৈতন্তের শিষ্যেরা কেমন লোককে নামামৃত পান করায়। তোমরা লোককে হরিনাম শুনাও। যদি গালি দেয় তবু শুনাও, যদি মারে মার খাইয়াও শুনাও। ব্রাহ্ম হইয়া এইরূপে লোকের হিতসাধন কর যে, যাহারা তোমাদিগের প্রতি শত্রুতা করে চিরদিন তাহাদিগের মিত্র থাক। কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রত্যাশা করিও না, লোকে বিমুখ হইলেও বিমুখ হইও না। সত্য প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইও না। কাহাকেও সাড়ে পনর আনা প্রেম দিলে চলিবে না, একেবারে ষোল আনা প্রেম দিতে হইবে। কিছুমাত্র বিনিময়ের আশা করিও না। বিনিময় অতি জঘন্য। বিনিময় সর্ব্বথা পরিত্যাগ কর। এখানে কিছুমাত্র প্রত্যাশা না রাখিয়া প্রেম বিতরণ কর, পরলোকে ফল ফলিবে। এখানে কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই, প্রাণ দিয়া যাও, আপনার বলিয়া কিছু রাখিও না। কেন পরের মঙ্গল করিব এরূপ চিন্তা করিও না, এরূপ করিলেই অধর্ম্ম হইবে। যে ব্যক্তি পরের জন্য কাঁদেন, পরদুঃখে দুঃখী হন স্বর্গ তাঁহারই, পৃথিবীতে তিনিই ধন্য।"

ঐ মনোমুগ্ধকারী উপদেশের পর সকাতর প্রার্থনা ও সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনান্তে কিছুক্ষণ প্রসঙ্গ হইলে একত্রে প্রীতিভোজন হয়। স্বর্গীয় জয়গোপাল সেন মহাশয়ের প্রিয়তম পৌত্র শ্রীমান্ প্রিয়লাল সেন ও রামলাল সেন অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সমাগত বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রীতিভোজন করাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় জয়গোপাল সেন মহাশয় শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং ভক্ত অমৃতলাল ও সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্বর্গীয় সেন মহাশয় ব্রহ্মোপাসনার জন্য যে দেবালয় রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার পৌত্রগণ উক্ত দেবালয়ে প্রতি বুধবার সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও পাঠাদি করেন। তাঁদের একান্ত সাধ, অন্ততঃ মাঝে মাঝে প্রচারক ও সাধকগণ তথায় গমন করিয়া উপাসনাদি যোগে এই পরিবারকে কৃতার্থ করেন। জয় মা বিধান জননীর জয়।

—•—

শিবরাত্রি।

শিবরাত্রি—শুভরাত্রি। এই রাত্রিতে মহাযোগী শিব মহাযোগে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই স্মরণার্থ শিব-শিষ্যগণ এই রাত্রি-জাগরণে ও তপ জপাদিতে অতিবাহিত করেন। এই রাত্রি জাগরণে শিবলোক বা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, এই সংস্কারে সাধারণ অনেক হিন্দুমহিলাই জাগরণ করেন। এই জাগরণের আসল উদ্দেশ্য সাধারণার্থে যাঁহারা জাগরণ করেন অবশ্য তাঁহারাই ধন্য।

কেবল রাত্রি জাগরণেরও উপকারিতা আছে সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্য বিহীন জাগরণে বা কেবল নিয়ম রক্ষার জন্য কিম্বা কোন রূপ অসার ক্রীড়া কৌতুক করিয়া ধর্ম্মের নামে জাগরণে শুভফল কিছুই নাই।

দিন অপেক্ষা রাত্রেই পাপ কার্য্য সম্পাদনের বা কুচিন্তা ও কুস্বপ্ন দর্শনের সময়। রুগ্ন ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধিরও কাল এই রাত্রি। তাই যোগীগণ যোগসাধনের জন্য, ভক্তগণ নামরূপ সাধনের জন্য, সাধকগণ নির্জ্জন সাধনের জন্য এই কালকে প্রকৃষ্ট কাল মনে করেন।

বিষম রোগ-যন্ত্রণায় কাতর, মৃত্যুমুখে পতিত রোগীর রোগশয্যাপার্শ্বে জাগরণ করিয়া যে কর্ম্ম সাধকাত্মা সেবায় নিরত হন এবং সহানুভূতিযোগে আত্মজন প্রিয়জনগণ রোগীর রোগ-যাতনা প্রাণে অনুভব করিয়া তাহার ব্যথায় ব্যথিত অন্তরে ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবৎকৃপা ভিক্ষা করেন এবং প্রাণের সকল আশা ভরসা নির্ভর একান্ত মনে তাঁহারই চরণে অর্পণ করিয়া তদ্গতচিত্ত হন, সে জাগরণ কি শুভ জাগরণ। আবার সে জাগরণের ফলে যখন আসন্ন মৃত্যু হইতে রোগী রক্ষা পায়, তখন সে রাত্রিকে যেমন শিবরাত্রি শুভরাত্রে মনে হয়, তেমন আর কোন্ রাত্রি?

বাস্তবিক যোগ, ভক্তি, শুভকর্ম্ম এবং ধর্ম্মসাধনে যে রাত্রি জাগরণ ও যাপন করা হয়, তাহাই যথার্থ শিবরাত্রি। সম্বৎসরের মধ্যে একটী রাত্রিও যদি এই ভাবে জাগরণ করা হয় জীবন ধন্য। শিবরাত্রি সাধক সাধিকাগণ যেন ইহার মহদুদ্দেশ্য বুঝিয়া সাধনে নিযুক্ত হন এবং সকল রাত্রেই যেন আমাদের শিবরাত্রি বা শুভরাত্রি হয়।

একজন নিরাকাঙ্ক্ষ মুসলমান সাধক।

(প্রাপ্ত)

"লইলে তব শরণ, সকল ক্ষতি হয় পূরণ,
অন্য কোন আকর্ষণ থাকে না থাকে না প্রাণে।"

—(ব্রহ্মসঙ্গীত)

মুসলমানধর্ম্ম একান্ত বৈরাগ্যপ্রধান। এখানে বিলাসিতার নয়—বৈরাগ্যের, আমিরীর নয়—ফকিরীর প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রেরিতপ্রবর মহাপুরুষ মহম্মদ একজন বৈরাগী, সর্ব্ববিধ আসক্তিশূন্য ফকির ছিলেন। তাঁহার পচার বন্ধুগণ এবং সমকালীন অনেক মুসলমান সাধক বৈরাগ্যের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অল্পে তুষ্ট হইবে এবং

নিজের সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে ও দরিদ্রগণের জন্য দান করিবে ইহাই ইস্‌লামধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশ। একবার প্রেরিতপ্রবর মহাত্মা ওমর কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দেখ আমার আচরণ কি হজরৎ মহম্মদের মত, কি তাহা হইতে কোন অংশে বিভিন্ন?" সে ব্যক্তি বলেন, "হাঁ হজরৎ হইতে আপনার আচরণ কিছু বিভিন্ন দেখিতে পাই। হজরৎ মহম্মদ একখানি পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার করিতেন এবং এক ব্যঞ্জনসহ অন্ন কি রুটী ভোজন করিতেন। আপনি সেইস্থলে দুইখানি বস্ত্র ব্যবহার করেন ও দুইটি ব্যঞ্জন আহার করিয়া থাকেন।" ওমর বলিলেন, এখানে তোমাদের ভুল হইয়াছে। বাস্তবিক আমি একখানি পরিধেয়ই ব্যবহার করি এবং এক ব্যঞ্জন দিয়াই আহার করিয়া থাকি। কিন্তু একদিন আমি প্রাতঃকালীন উপাসনায় মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্‌জিদে গিয়াছিলাম, পরে আমি বাড়ী আসিয়া নিজ হস্তে উক্ত কাপড়খানা পরিষ্কৃত করিয়া, পরিষ্কৃত বসনে মস্‌জিদে গিয়াছিলাম। আর একদিন আমার আহারের জন্য একটী ব্যঞ্জনই হইয়াছিল, আমার পেটের কিছু অসুখ হওয়ায় আমি উহা সিদ্ধের মত করিয়া মাখিয়া লইয়াছিলাম। একজন ইহুদী আমার উপরোক্ত দুইটি কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবে, আমি দুইখানি বস্ত্র ব্যবহার করি ও দুইটি ব্যঞ্জন ব্যবহার করি। বাস্তবিক ইহুদীর সে ধারণা ভ্রমাত্মক। মহাত্মা ওমর একজন মহাপ্রতাপশালী নৃপতি ও খলিফা ছিলেন। তাঁহারই এই প্রকার অসাধারণ বৈরাগ্য ছিল। উত্তর কালে ভারতের সম্রাট মহামুভব নসরের উদ্দীনেরও এতাদৃশ বৈরাগ্য ছিল। তিনি সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের আয় হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, আমি এই সাম্রাজ্যের মালিক নই, ন্যাসধারী মাত্র। তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সাম্রাজ্যের রাজকোষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। তিনি টুপী সেলাই করিতেন এবং তাহা বিক্রয় দ্বারা যে আয় হইত, তাহাতেই নিজের অন্ন বস্ত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার রাজমহিষী স্বয়ং রন্ধন করিতেন, তাঁহার কোন দাসীও ছিল না। একবার রাজমহিষী রন্ধন করিতে গিয়া নিজের হস্ত পুড়িয়া যায়। তিনি তদ্বিষয় রাজসমীপে জানাইয়া একজন দাসী প্রার্থনা করেন। তদুত্তরে সম্রাট বলিলেন, তোমাকে একজন পরিচারিকা প্রদান করিব এরূপ সামর্থ আমার কোথায়? এই সাম্রাজ্য আমার নহে এবং আমার নিজের সুখ সচ্ছন্দতার জন্য ইহার আয় গ্রহণ করিবার আমার কিছুমাত্রই অধিকার নাই। আহা কি অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ছিল এই মহাত্মার। ইহাকেই বলে রাজর্ষি।

(ক্রমশঃ)

বিধান-নৈমিষারণ্য,
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল;
৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১।

চিরদাস
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এইবারকার ধর্ম্মতত্ত্বে সঙ্গীতাচার্য্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের মহাপ্রয়াণের ও তাঁহার জীবনের বিষয় কিছু পাঠ করিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাই আজ দুই একটী কথা বলিতে প্রয়াস পাইতেছি। ধর্ম্মতত্ত্বে আরও দেখিলাম যে, দুই দিন সন্তোষ্ট্র সংকীর্ত্তন উপাসনা করিয়া মন্দিরবাসী সকলকেই অত্যন্ত আনন্দ দান করিয়াছেন। শুনিয়া যে প্রাণে আমার কত আনন্দ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না, কেননা মন্দিরের সঙ্গীতের ভার তিনি আমার উপরেই দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর সে ভার আমি রক্ষা করিতে পারি নাই। তাই এখন অন্য কাহাকে সে কাজ করিতে দেখিলে হৃদয়ে বড় আনন্দ লাভ করি। তাঁর বড় আশা ছিল যে, তাঁর অমর গানগুলি তাঁর দেহত্যাগের পর বুঝি আমি অমর করিয়া রাখিব। এইজন্য বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বে আমি তাঁহার নিকট তাঁহারই ইচ্ছায় সঙ্গীত শিক্ষা করিতে যাইতাম, কত আদর, কত স্নেহে যে তিনি আমাকে শিক্ষা দিতেন, তাহা যখনই মনে পড়ে, তখন নিজের সৌভাগ্যে নিজেকে ধন্য মনে করি। তিনি যখন ভাবে আত্মহারা হইয়া একটীর পর একটী করিয়া সঙ্গীত আমাকে শিখাইতেন তখন যে কি জ্যোতিঃ তাঁর মুখে দেখেছি তা বলিতে পারি না। চোক্ষের জলে তাঁর বক্ষ যেন ভাসিয়া যাইতই, এবং সেই স্রোত আমাকেও সেই অজানা দেশের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিত। যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকিতাম সে কি শান্তি, এবং আনন্দ অনুভব করিতাম। তিনি প্রায়ই আমার পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইয়া পিতার ন্যায় বলিতেন "সঙ্গীত সম্বন্ধে তুমি আমার সন্তান।" একবার তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলেন, "এই ছেলেটীর কণ্ঠে আমার সকল সঙ্গীত রাখিয়া যাইতেছি, এবং খুব আশা করি আমার অবর্ত্তমানে এগুলিকে সজীব রাখিতে পারিবে।" তিনি অনেক আশা রাখিয়াছিলেন আমার উপর, কিন্তু সে সব কিছুই পূর্ণ করিতে পারিলাম না, সে সব কথা পরে বলিব।

যতদিন কলিকাতায় ছিলাম তিনি আমার জন্মদিনে আমার একান্ত ইচ্ছায়, প্রতিবারই সঙ্গীত ও উপাসনা করিতেন। একবার এই অধমের জন্মদিনে তিনি "তোমারই কৃপায় হে দয়াময় পেয়েছি মানব জীবন" এই গানটী রচনা করিয়াছিলেন। যখন এখানকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করিলাম তখন তিনিই আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। যাত্রার পূর্ব্বদিবস যখন আমি তাঁর কাছে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে গেলাম, তখন কি অশ্রুধারাক্রান্ত নয়নই দেখিয়া

ছিলাম, যেন সন্তানের জন্য পিতৃস্নেহনদীর ঝরিয়া পড়িতেছে। বিদেশে প্রতি সপ্তাহেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়াছি, দুঃখের বিষয় তাঁহার সেই মহামূল্য পত্র একটিও আমার নিকট নাই। এক তাঁহার পথের সম্বল যাহা ছাপা হইবার পূর্ব্বে তিনি নিজ হাতে লিখিয়া উপহার দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শত স্নেহের দানের মধ্যে আমার একমাত্র সম্বল হইয়া রহিয়াছে। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই, তখন তিনি অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি আরায় আসিবার পূর্ব্বে যে দুই মাস কলিকাতায় ছিলাম তিনি প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমি গুছাইয়া বসিলে আমার এখানে এসে কিছুদিন থাকিবেন। কিন্তু আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি আরা আসিবার অল্পদিন পরেই তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই অমরলোকে যাত্রা করেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যে গলা তাতে তুমি স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই থাক প্রত্যহ যদি দুইটী করিয়া গান কর তাতেই তোমার উপাসনার কাজ হইবে।" কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে এমন জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছি যে, এখান হইতে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না, আর এখন চিকিৎসকের আদেশে গান করা একেবারেই নিষেধ; তবুও এবার পাটনার উৎসবে যেন তাঁহারই প্রেরণায় পাটনায় উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং সঙ্গীত করিয়াছিলাম, তবে সেই অমর আত্মাকে আনন্দ দিতে পারিয়াছিলাম কিনা জানি না। আজ কত বৎসর তিনি বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁর কথা যখন স্মরণ করি, তখন গর্ব্বে হৃদয় যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, চক্ষে জল রাখিতে পারি না, হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, বুঝি সেই মহাত্মারই আশীর্ব্বাদে। ইতি

আরা, ৩রা মার্চ্চ, ১৯২৫। বিনীত শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মিত্র।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কালীশঙ্কর দাস।

নববিধান ঘোষণার অব্যবহিত পরেই শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কালীশঙ্কর দাস সর্ব্বপ্রথমে আপনার যথেষ্ট অর্থ লাভের কবিরাজী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক নববিধান প্রচারক দলে মিলিত হইতে আত্ম-সমর্পণ করেন।

রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া ভাই কালীশঙ্কর কবিরাজী ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। বিধাতার চক্রে ভাক্তভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের প্রভাবাধীনে পড়িয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং কুচবিহার আন্দোলনে তাঁহার বন্ধুগণ সকলে আচার্য্যদেবকে পরিত্যাগ করিলেও তিনি তাঁহার অনুগমনে দৃঢ়নিষ্ঠ রহিলেন, শুধু তাহাই নয়, অল্পদিন পরে বিষয়কর্ম্ম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থলাভ সমুদায় ত্যাগ করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি শিক্ষার্থীর ভাবে বহুদিন থাকিয়া "ধর্ম্ম-বিজ্ঞানবীজ", "গৌরগোতম", "নববিধান অপরিহার্য্য" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন ও উপাধ্যায় মহাশয়ের সহকারীরূপে উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে প্রচার কার্য্য সাধন করেন। তিনি কতকগুলি গভীর ভাবাত্মক সঙ্গীতও রচনা করেন। রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচার করিতে করিতে হঠাৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রায় চারি বৎসর শয্যাগত থাকিয়া ভীষণ রোগের ক্লেশযাতনা ভীষ্মের শরশয্যার ন্যায় বহন করেন। এতদিনব্যাপী রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া আর্থিক অনটন ও রোগের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস এবং অমানুষিক ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয় তিনি যেমন দিয়া গিয়াছেন, এমন কয় জনকে দেখিতে পাওয়া যায়? এই জন্য তাঁহার স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিন ৬ই ফেব্রুয়ারী, আমাদিগের বিশেষ স্মরণীয়।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই মহেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং কলিকাতা ডফ সাহেবের স্কুলে ডফ সাহেবের শিক্ষাধীনে অধ্যয়নাদি করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান্ হন। প্রকাশ্য খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রায় প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময় বিধাতার চক্রে শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং তাঁহার জীবনে মত ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিলে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া কিছুদিন স্বাধীন ব্যবসায়াদি করিয়া তিনি ই, আই, রেলওয়ে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অধিক দিন তাহা করিতে পারিলেন না, কেশবচন্দ্রের অনুগামী প্রচারক দলের দুঃখ, দারিদ্র্য, অসহায় আত্মত্যাগের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া সেই দলেই সেবা ব্রত গ্রহণ করিলেন।

প্রথমে "ইণ্ডিয়ান্ মিরার" পত্রের পরিচালন ও প্রেসের কার্য্য পরিদর্শন, "ধর্ম্মতত্ত্বে" প্রবন্ধাদি লেখা এবং ক্রমে "সুলভ সমাচারের" সম্পাদকতার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। তিনি মাঝে মাঝে পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত গিয়া প্রচার কার্য্য করেন এবং গুরুমুখী ভাষা শিখিয়া শিখ ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেন। ইহার ফলে "নানক প্রকাশ" নামে নানকের জীবনী একখানি তিনি রচনা করেন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের শেষ রোগশয্যাকালে ভাই মহেন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার সেবা করেন এমন কেহই করিতে পারেন নাই। আচার্য্যদেবের তীরোধানের পর "ইউনিটি এণ্ড দি মিনিষ্টার" পত্রিকা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একনিষ্ঠ ভাবে সম্পাদন করেন। ঘোরতর নিন্দা অপমানে ও পরীক্ষায় ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা সহকারে

আচার্য্যের অনুগমনের পরিচয় তাঁহার ন্যায় আর কেহই দিতে পারেন নাই। এই জন্য "সহিষ্ণুতা" তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব বলিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্ব-সংবাদ।

ধূমপানের বিষময় ফল।—বিলাতের ম্যারী এন্ নাম্নী একজন স্ত্রীলোক প্রত্যহ ৪০টী সিগারেট খাইত। তাহাতে তাহার নাড়ীসমূহ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, একদিন নাচিবার সময় হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া লোকের শিক্ষা হওয়া উচিত।

***

শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে যে "ব্যাণ্ড অব্ হোপ্" এবং "সুনীতি সমিতি" গঠিত হয় তাহার প্রভাবে আমাদের যৌবন সময়ে প্রায় সমুদয় স্কুল কলেজের ছাত্র ধূমপান ও সুরাপানে বিরত হইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। ইহাতে তখন ছাত্রদের মধ্যে ধূমপান প্রায় একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আচার্য্যদেব নিজেও আগে একটু আধটু নস্য লইতেন, তিনিও তাহা চিরবর্জ্জন করেন এবং তখনকার সময়ের অনেক উচ্চপদস্থ এমন কি বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিও এখন জীবিত আছেন যাঁহারা চুরুট তামাক স্পর্শও করেন না। এখন পথে ঘাটে ট্রাম গাড়ীতে প্রায় এমন ছেলেই দেখা যায় না যার মুখে সিগারেট নাই। কোন সংযোগী কিছু দিন হইল লিখিয়াছিলেন যে, কোন কোন ভদ্র সমাজের মহিলা পর্য্যন্ত সিগারেট ধরিয়াছেন। ইহা সত্য হইলে কি লজ্জারই কথা। এখন দেশসেবক মহাশয়গণ কি বলেন, ইহা দেশের উন্নতি না অধোগতি? ধূমপান সুরাপানের প্রথম সোপান। ইহা নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা হওয়া উচিত।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৫ই ডিসেম্বর, ৩০শে অগ্রহায়ণ, সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় কুচবিহার কেশবাশ্রমে, মহারাজা শ্রীমান্ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের ৯ম বর্ষের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করেন।

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী, কুচবিহারে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচের পুত্র শ্রীমান্ অনাদিরঞ্জনের জন্মদিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। অপরাহ্ণে প্রীতিভোজন হইয়াছিল। মঙ্গলময় বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন।

জাতকর্ম্ম—গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, কুচবিহারাশ্রম করুণাকুটীরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিশু-কন্যার শুভ জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে। কেদার বাবু নবসংহিতার প্রার্থনা পাঠ করেন ও স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন।

বিগত ২রা মার্চ্চ, সোমবার, মুঙ্গেরের মহিলা ডাক্তার কুমারী শান্তিপ্রভা মল্লিকের প্রবাস ভবনে মিঃ তোসন তাকেদার নবজাত শিশু কন্যার জাতকর্ম্মানুষ্ঠান নবসংহিতার বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর মাতা সংহিতার প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

শুভ বিবাহ—বিগত ৭ই মাঘ, শনিবার, কমলকুটীরে স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুপ্রীতির সহিত পাঞ্জাববাসী স্বর্গীয় নিহালচাঁদ বাত্রার পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আতরচাঁদের শুভ বিবাহ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, এম্. এ, আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। বিধানপতি নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

মাঘোৎসব—বিগত ১১ই মাঘ, শনিবার—কুচবিহার নববিধান মন্দিরে, মাঘোৎসব হয়। দুই বেলাই স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করিয়াছেন ও প্রিন্সিপাল মনোরঞ্জন দে, এম্, এ, প্রভৃতি সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। অপরাহ্ণে পাঠাদিও হইয়াছিল।

উৎসব—গত ১লা মার্চ্চ, মুঙ্গের "বিহার ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে প্রাতঃ সন্ধ্যা উপাসনা, পাঠ, আলোচনা, ধ্যান, কীর্ত্তনাদি হয়। এই দিন আচার্য্য পত্নী শ্রীমতী সতী জগন্মোহিনী দেবী ও ভারত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক স্মরণে প্রাতঃকালীন উপাসনা কালে তাঁহাদের স্বর্গস্থ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনাদি করেন।

ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ ভাই প্রমথলাল সেন তথায় গমন করিয়াছেন।

শোক-সংবাদ—আমরা শোকার্ত্ত অন্তরে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৩রা মার্চ্চ, মঙ্গলবার লক্ষ্ণৌ নগরে প্রফেসার সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মাতৃদেবী (স্বর্গীয় ভুবনমোহন রায়ের পত্নী) পরলোক গমন করিয়াছেন। শোকসন্তাপহারিণী মা, পরলোকগতা আত্মার শান্তিবিধান করুন ও শোকার্ত্ত পুত্র কন্যাদের অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৭।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ ও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সংস্কারার্থে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

পারলৌকিক—বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার, শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে কুচবিহারে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর ১৯শ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

মঙ্গলময়ী মা পরলোকগতা মাতৃদেবীকে স্বর্গের শান্তি প্রদান করুন।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার, খাঁটুরা নববিধান মন্দিরে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, স্বর্গগত দত্ত মহাশয়ের নাত্নী শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত সকাতরে প্রার্থনা ও সঙ্গীত করেন এবং ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। দত্ত মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র আশ নববিধান সমাজের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া আজীবন এই সমাজকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। মঙ্গলময় শ্রীহরি স্বর্গস্থ আত্মাকে তাঁর অমরলোকে চিদানন্দে মত্ত রাখুন।

গত ১লা মার্চ্চ, বুধবার—প্রাতে প্রচারাশ্রম উপাসনালয়ে স্বর্গীয় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন, প্রচারক ও সাধকগণ সকাতরে প্রার্থনা করেন। মঙ্গলময়ী মা তাঁর নবভক্তাগ্র স্বামী উপাধ্যায়ের আত্মাকে বিশ্বাস, বৈরাগ্য, জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগে বিভূষিত করিয়া তাঁহা দ্বারা নববিধানের উচ্চ তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মণ্ডলী এই প্রেরিতের সহিত আত্মযোগে যুক্ত হইয়া কৃতার্থ হন।

ঐ দিন আচার্য্য-পত্নী শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনাদির কার্য্য শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মাতৃ দেবীর স্বর্গস্থ আত্মার গুণাবলী স্মরণ করিয়া ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী প্রভৃতি কাতর প্রার্থনা করেন।

ঐ দিন সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবিবাসরীয় সামাজিক উপাসনায় শ্রীমৎ উপাধ্যায়ের উচ্চ বৈরাগ্য ও পবিত্র জীবনকাহিনীর বিষয় নিবেদন করিয়াছিলেন।

কুচবিহার-সংবাদ।

জন্মোৎসব ও পারলৌকিক—গত ২০শে ডিসেম্বর, কেশবাশ্রমে স্বর্গীয় মহারাজা সার্ জিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পার্থিব জন্মদিন ও দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন জন মহারাজারই বিশেষ মহত্ত্ব স্বীকার ও উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করেন।

খ্রীষ্টোৎসব—২৫শে ডিসেম্বর, ১০ই পৌষ, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ন ৭৷৷০ ঘটিকার সময় প্রচারাশ্রমে খ্রীষ্টমাসডে উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "ঈশার শোণিত পান" পাঠ ও প্রার্থনা করা হয়।

৩১শে ডিসেম্বর, শুক্রবার—বর্ষশেষ উপলক্ষে প্রাতে প্রচারাশ্রমে দৈনিক উপাসনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। রাত্রি ১২টায় নববর্ষ আরম্ভ উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা "নববর্ষের জন্য প্রস্তুতি" ও উপদেশ "বর্ষান্ত দিনে আত্মসংস্কার" পঠিত হয়।

নববর্ষে জুবিলী উৎসবের প্রস্তুতি ও সাধনা।

১লা জানুয়ারী, ১৪ই পৌষ, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় কেশবাশ্রমে উপাসনা হয়। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের নবদেবালয়-প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা পাঠ করা হয়। ১০টার সময় প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দের স্বর্গীয় মাতার ১০ম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। মনোরথ বাবু সঙ্গীত ও বিশেষ প্রার্থনা করেন।

২রা জানুয়ারী, শুক্রবার—"নববিধান এবং শ্রীমৎ আচার্য্যদেব ও প্রেরিতবর্গ"—প্রচারাশ্রমে সন্ধ্যা ৭টায় উপাসনা হয়।

৩রা জানুয়ারী, শনিবার—"মাতৃভূমি"—সন্ধ্যা ৬টায় স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেনের বাসায় উপাসনা হয়।

৪ঠা জানুয়ারী, রবিবার—"গৃহ"—প্রাতে ৮টায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা হয়।

৫ই জানুয়ারী, সোমবার—"শিশুগণ"—সন্ধ্যা ৭টায় প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দের বাসায় উপাসনা হয়।

৬ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার—"ভক্তাগণ"—সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায় উপাসনা হয়।

৭ই জানুয়ারী, বুধবার—"দীনগণ"—সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় পুলিস সাহেব শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহের বাসায় উপাসনা হয়।

৮ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের ৪১শ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় কেশবাশ্রমে উপাসনা হয়। স্বর্গীয় রামজীবন আইচের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

৯ই জানুয়ারী, শুক্রবার—"মহাজনগণ"—সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীমান্ বেচারাম দত্তের বাসায় উপাসনা হয়।

১০ই জানুয়ারী, শনিবার—"জনহিতৈষিগণ"—সন্ধ্যা ৭টায় প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত হরনাথ দাসের বাসায় উপাসনা হয়।

১১ই জানুয়ারী, রবিবার—সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনা। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা ও উপদেশ "মাঘোৎসব" হইতে "উপকারিগণ" পাঠ ও প্রার্থনা। তদনুযায়ী সাধন সম্বন্ধে কিছু বলা হয়।

১২ই জানুয়ারী, সোমবার—অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় কেশবাশ্রমস্থিত নবনির্ম্মিত সমাধিতীর্থে সোমবাসরীয় উপাসনা ও সাধনার বিষয় "বিরোধিগণ।"

১৩ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার—"জাগরণ"—রাত্রি ৯টায় আরম্ভ প্রচারাশ্রমে একাসনে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ও পাঠাদি হয়।

দানস্বীকার।

শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী এখনও রুগ্ন এবং অতি দুর্ব্বল; যাঁহারা সাহায্য পাঠাইয়াছেন, ৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে তাহার প্রাপ্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল অর্থ তাঁহার ঔষধ পথ্যাদিতে ব্যয়িত হইতেছে; তৎপরে যাহা আসিয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি:—

পূর্ব্বে স্বীকৃত	১৮৲
তৎপরে শ্রীমতী হৈমবতি চট্টোপাধ্যায় ...	১৲
শ্রীমতী চারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৲
শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী হালদার	৫৲
ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী ...	১০৲
মোট —	৩৬৲

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ।
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৪৬ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।
30th March, 1925.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা নববিধান-বিধায়িনি, তুমিই যে একমাত্র জীবন্ত জাগ্রতদেবী, তাহাই বিশ্বাস দিয়া তুমি আমাদিগকে তোমার নববিধানের আশ্রয়ে স্বয়ং আনিয়াছ। তুমি সর্ব্বদাই "আমি আছি" "আমি আছি" বলিতেছ, সর্ব্বদাই অনিমেষে আমাদিগের প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছ। আমাদের অন্তর মন ও জীবনের অবস্থা জানিয়াই অনন্তশক্তিরূপিণী হইয়াছ এবং অনন্ত স্নেহে বিগলিত হইয়া আমাদিগের সর্ব্বদা মঙ্গল কল্যাণ করিবার জন্য আমাদিগের সকল ভার স্বহস্তে লইয়াছ। আমাদিগের একমাত্র গতি মুক্তি ভরসা তুমি। আমাদের পাপ রোগ নিবারণ করিয়া চির সুস্থ এবং শুদ্ধ করিবার ভারও স্বয়ং তুমিই লইয়াছ। আমরা সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া যাহাতে নিত্যানন্দ সদানন্দ সম্ভোগ করি, তাহারই জন্য আনন্দময়ী মা হইয়া এই যে তুমি বিরাজিত রহিয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, তোমার এই জীবন্ত রূপ দেখিয়া, সকল অবস্থায় অটল অচল বিশ্বাসের সহিত তোমারই চরণে যেন সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

হে প্রেমসিন্ধু, সময়ে সময়ে তুমি এই পৃথিবীতে খুব নিকটরূপে দর্শন দিয়া থাক। এখন সেই একটি বিশেষ যুগ যখন তোমাকে অতি নিকট বস্তু বলিয়া ধরিতে হইবে। তুমি খুব নিকটে, অত্যন্ত নিকটে। আশীর্ব্বাদ কর যেন এই নৈকট্য চিরকাল থাকে।—দৈঃ প্রাঃ, ১ম, "নৈকট্য সম্ভোগ"।

হে দেবি, আমরা ভুলে যাই! আমাদের মনে খুব মুদ্রিত করে দিলেও ভুলে যাই। তোমার দয়ার উপর সন্দেহ হয়। দীনসখা, তুমি আমাদের পিতা মাতা সর্ব্বস্ব। তুমি আমাদের অনেক দিনের সোণার ঠাকুর। তোমাকে আমরা কি করিয়া ভুলিব বল দেখি?—দৈঃ প্রাঃ, ১ম, "স্মরণ"।

হে পরমেশ্বর, হে দয়াময়, হে সিদ্ধিদাতা, হে পুণ্যদাতা, তুমি ত দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছ, পথে পথে ফিরিতেছ। তোমার দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি স্থির রহিয়াছে। তবে ঈশ্বর এই সত্যটি আমাদের হৃদগত সত্য কেন না হয়? তুমি সর্ব্বব্যাপী, সকলেই বলে। তুমি আমায় দেখিতেছ। হে দয়াময়, কৃপা করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার জীবন্ত মুক্তিপ্রদ চক্ষু অন্তরে বাহিরে সকল স্থানে দেখিয়া পবিত্র হই।—দৈঃ প্রাঃ, ১ম, "চক্ষু দর্শন"।

রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যের পীড়ন।

এ সংসার রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্যের প্রকোপে সর্ব্বদাই প্রপীড়িত। রাজা প্রজা, জ্ঞানী অজ্ঞানী, ধাম্মিক অধাম্মিক সকলেই রোগ, শোক, বিপদ পরীক্ষায় জর্জ্জরিত।

কোন পার্থিব রাজার রাজ্যে যদি দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ মহামারীর প্রকোপ হয়, প্রজাগণ তাহাতে রাজারই প্রজা-বাৎসল্যের অভাব নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার প্রতি দোষা-রোপ করে, কিম্বা রাজদ্রোহী হইয়া উঠে।

কিন্তু বিশ্ব-রাজের রাজ্যে যে এত দুঃখ, দারিদ্র্য, এত রোগ, শোক, ইহাতেও কি তাঁহার প্রজাবাৎসল্যের অভাব আমরা নিরূপণ করিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিব এবং তাঁহার বিদ্রোহী হইব?

সত্য বটে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা তাঁহাকে দয়া-গুণ-বিরহিত নিষ্ঠুর ঈশ্বর বলিয়া দোষারোপ করেন; কেহ বা তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় নিগুণ বলিয়া সংসারের দুঃখ বিপদে তাঁহার কোন হাত নাই ইহাই নির্দ্দেশ করেন; কেহ বা এ সকল রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্য কেবল মানবের কর্ম্মফল বা পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির শাসন মনে করেন ও তাহা করিয়া কোন রকমে ঈশ্বরকে ইহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে চেষ্টা করেন। এই সংস্কার হইতে সাধারণ অজ্ঞ লোকেও "কপালের লিখন" বলিয়া এই রোগ, শোক, বিপদ পরীক্ষা বহন করিতে চেষ্টা করে।

বাস্তবিক এ সকল সংস্কার বা সিদ্ধান্ত কি সত্যধর্ম্মা-নুমোদিত? আমরা বিশ্বাস করি, ব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নহেন, তিনি গুণাতীত বা মানবীয় বুদ্ধিজ্ঞানের অতীত হইলেও, তিনি বিধাতারূপে এই বিশ্বের সমুদয় ক্রিয়াকাণ্ড লীলা খেলার মধ্যে নিত্য সংযুক্ত থাকিয়া সমুদয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। সুতরাং মানবের সুখ সম্পদ দুঃখ বিপদ, রোগ শোক, বিপদ পরীক্ষার মধ্যেও তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় এবং প্রত্যক্ষ প্রেম-হস্ত রহিয়াছে।

সাধারণতঃ সুখ দুঃখ অনেকটা মানবের স্বাধীন মনো-বৃত্তির বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। বাহ্য ক্রিয়াকলাপে ঠিক ইহার নিরূপণ করা যায় না, কারণ আমরা প্রায় দেখিতে পাই যাহা একজনের পক্ষে সুখ, তাহা অন্যের পক্ষে দুঃখ এবং যাহা একজনের পক্ষে দুঃখ তাহা অন্যের পক্ষে সুখ। মানুষ আপন আপন মনের ভাবানুসারেই সুখ দুঃখ কল্পনা বা অনুভব করিয়া থাকে।

রোগ, শোক, বিপদ, পরীক্ষা, দুঃখ, অভাব অনেক সময় মানসিক অবস্থা দ্বারা অনুভূত বা নিরূপিত হয়। কিন্তু এ সকলের মধ্যে মানুষেরও কর্ম্মদোষ এবং বিধা-তারও শিক্ষাদান উভয়ই সংগ্রথিত।

মানুষ আপন বুদ্ধির দোষে বা অনবধানতা কিম্বা পাপ-প্রবণতা বশতঃ প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া রোগ, বিপদ, দারিদ্র্য, দুঃখ অনেক সময়ই আনয়ন করে এবং বিধাতাও সে সকল বিধান করিয়া তাহাকে সচৈতন্য করেন এবং তদ্দ্বারা কেবল পার্থিব জ্ঞান চৈতন্য দেন তাহা নহে, তাহার আধ্যাত্মিক মহা কল্যাণও বিধান করিয়া থাকেন। বিষে যেমন বিষ-ক্ষয়, তেমনি দুঃখ বিপদে পাপ-ক্ষয় হয়। অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেমন সুবর্ণের দোষ যায়, তেমনি পরীক্ষার অনলে মানব-জীবনের দুষ্প্রবৃত্তি দগ্ধ হয়।

মানুষ অহংকারে স্ফীত ও আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়া বা ভ্রম ভ্রান্তি মোহ বশতঃ কতই আপনার অকল্যাণ আনয়ন করে, কিন্তু তাহার ফলে রোগ, শোক, বিপদ, পরীক্ষা, দুঃখ, দারিদ্র্য আসিয়া তাহার আত্মজ্ঞান উদ্দীপন করে ও তাহার আপন নিরাশ্রয়তা অনুভব করাইয়া তাহাকে ঈশ্বরের আশ্রয় ভিখারী ও তাঁহার কৃপার ভিখারী করে, তাঁহাতে বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল করে এবং তদ্দ্বারা সে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জীবন্ত করুণার পরিচয় পাইয়াও কতই ধন্য হয়।

দুঃখ না থাকিলে সুখের মিষ্টতা কেমন, মানুষ কখনই অনুভব করিতে পারিত না। রোগ না আসিলে স্বাস্থ্যের মর্য্যাদা কি আমরা বুঝিতে পারি? অমাবস্যা না থাকিলে পূর্ণ চন্দ্রের আদর কি এত হইত? তাই বলি দুঃখ, বিপদ, সুখ, সম্পদ সকলই বিধাতার মঙ্গলের বিধান।

ইহা কেবল ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্যও নহে। রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদে পারিবারিক এবং সামাজিক কল্যাণও যথেষ্ট সংসিদ্ধ হয়। রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ আছে বলিয়াই মানবপ্রাণকে পরপ্রেমে পাগল করে, পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থ সেবা সাধনে প্রণোদিত করে। পরিবারে বা প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম সহানুভূতি শিক্ষার প্রধান নিয়ামক এই রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য। শ্রীঈশা এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের আত্মবলিদান পৃথিবীর এই দুঃখ, দারিদ্র্য,

যোগ, শোক, জরা মরণ পাপ তাপের জন্য। দিবালোকে মাণিকের জ্যোতি তেমন বিকীর্ণ হয় না, রাত্রির অন্ধকারে যেমন হয়, এইরূপ সুখের অবস্থা অপেক্ষা এই দুঃখ বিপদেই বিশ্বাসীর নিকট মার প্রেমমুখও অধিক উজ্জ্বল হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বিশ্বাস।

ঈশা বলেন, "যদি তোমাদের সর্ষপকণার ন্যায় বিশ্বাস থাকে পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তর হও, পর্ব্বত স্থানান্তরিত হইবে এবং তোমাদিগের পক্ষে কিছুই অসম্ভব থাকিবে না।" গুরুনানক বলেন, "বিশ্বাস করিলে তবে আর ভিক্ষা করিতে হয় না। নববিধানাচার্য্য বলেন, "বিশ্বাস প্রত্যক্ষ দর্শন।" জীবন্ত ঈশ্বরকে বিশ্বাস-চক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনিই তাঁহার সন্তানের ভাবনা ভাবেন, সন্তানের সকল অভাব মোচন করেন, এবং অনন্ত শক্তি বলে ও অপার করুণাগুণে অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন, "মেরে ফেলেও বাঁচান আবার।"

সূর্য্য, চন্দ্র ও কুয়াশা, মেঘ।

আকাশের সূর্য্যকেও কুয়াশা ও মেঘ অনেক সময় ঢাকিয়া রাখে। চন্দ্র বা অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রকেও মেঘমালায় আবরণ করে। এমনই জীবন্ত ঈশ্বর প্রত্যেকের হৃদয়াকাশে এবং চিদাকাশে চিরাবরাজিত, ভক্ত-গ্রহ-নক্ষত্রগণও নিত্যস্থিত, কিন্তু আমাদের আমিত্বের কু-আশা বা কু-চিন্তাদির মেঘ তাঁহাদের প্রকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে বলিয়া আমরা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে বঞ্চিত হই। ব্রহ্মকৃপাবারি বর্ষণে বা পুণ্য সূর্য্যের প্রখর কিরণে যখন আমিত্বের কু-আশা ও মনের দুশ্চিন্তাদির মেঘ কাটিয়া যায়, তখনই তাঁহাদের দর্শন লাভ হয় ও তাঁহাদের প্রভাব জীবনে অনুভূত হয়।

মাঘী-পূর্ণিমা ও বসন্ত-পূর্ণিমা।

ধন্য হিন্দু হৃদয়, যাহার শুভ সংকল্প প্রত্যেক সুযোগ সুবিধা স্থান কালকে ধর্ম্মসাধনে নিয়োগ করিতে নিরত। বার মাসে তের পার্ব্বণ যদিও সাধারণ কথা, ধর্ম্ম জীবন জাগাইয়া রাখিবার জন্য ভক্ত হিন্দু-আত্মা কোন সুযোগ সুবিধা, স্থান কালকেই উপেক্ষা করেন না। নববিধানের নব নব সাধনের পত্তনভূমি তাই এই হিন্দুর সকল পার্ব্বণে নিহিত। কেবল হিন্দু কেন, সকল ধর্ম্মের সকল ধর্ম্মাত্মা, সাধকগণই এই ভাবে ধর্ম্মসাধনের জন্য যে সকল স্থান কাল সুযোগ নিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প। ইহুদীও খ্রীষ্টজগতে, মুসলমানজগতে, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যত পার্ব্বণ বা ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি এইরূপে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত সকলই আমাদের আদরণীয়। সেই ভাবে মাঘী-পূর্ণিমার গঙ্গাস্নান এবং বসন্ত পূর্ণিমার প্রীতি-বিনিময় সাধনের আধ্যাত্মিক ভাব আমরা কি গ্রহণ না করিয়া পারি? বাহ্য অনুষ্ঠানাদিতে ধর্ম্মের যে বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে তাহা বর্জ্জন করিয়া তাহার নিগূঢ় ভাব গ্রহণ ও সাধন করিব ইহাই নববিধানের শিক্ষা। বিশেষ ভাবে বসন্ত-পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম বলিয়া ইহা আমাদের আদরনীয়। এই দিনে এবার মুসলমান পর্ব্ব "সুবেবরাত"ও সাধিত হইয়াছে। পরলোকগত আত্মাদিগের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ ও দানাদি এই পর্ব্বের সাধন।

দিন যে যায়।

দিন যে যায়। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে। জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। কথা বলিতে কখন এই জীবন শেষ হইবে কে বলিতে পারে? একবার ভাবিয়া দেখ না কি জন্য এ জীবন পাইলে। যাঁহা হইতে জীবন পাইলে, যাঁহার শক্তিবলে এত দিন জীবন ধারণ করিলে, জীবনের নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যাঁহার কৃপাবলে কতই ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিলে, এই জীবনের জীবন যিনি তাঁহাকে কি চিনিতে পারিলে না? তিনি যে তোমার এই প্রাণ মন্দিরে আছেন। তাঁহাকে ডাক দেখি ব্যাকুল অন্তরে, কেমন না তাঁর দর্শন পাও? তিনি স্বয়ং গুরু হইয়া বিবেক-বাণীতে তোমার প্রত্যেক প্রার্থনার উত্তর দিবার জন্য বিরাজিত; এমন কি তোমার প্রত্যেক মনের চিন্তা তিনি দর্শন করিতেছেন, তিনি সর্ব্বক্ষ তোমার অন্তরেই চিরদিন থাকিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রহিয়াছেন। তোমার নিত্য মঙ্গল যাহাতে হয় তাহাই তিনি করিতেছেন। তিনি বই তোমার আপনার আর কেহই নাই। তোমার হৃদয়-ঘরে পাপ-আবর্জ্জনা কিম্বা রোগের বিষ তিনি থাকিতে দেবেন না। প্রজ্বলিত অগ্নি থাকিলে যেমন পাপ-শৈত্য কি অন্ধকার থাকে না, তেমনি তিনি তাঁহার প্রখর তেজে পাপ বিনাশ করিতেছেন। উচ্চ হিমালয় যেমন সর্ব্বদা শীতলতা প্রবাহিত করিতেছে, তেমনি তিনি তোমাকে আনন্দ শান্তি বিধানের জন্য নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে বিশ্বাস কর—জীবনের সকল ভার তাঁহার চরণে সমর্পণ কর, নিত্য-জীবন পাইবে, চিরসুখে সুখী হইবে।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের শ্লোকব্যাখ্যা।

(৩রা মাঘ, ১৭৯৭ শক)

[সংগৃহীত, পূর্ব্বে কখনও মুদ্রিত হয় নাই]

"তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত—৬, ২, ১৭।

অন্বয়ার্থঃ।—সাধকগণ তপোদান ও ব্রতাদি দ্বারা দূষিত কার্য্যকে পবিত্র করেন, কিন্তু কলুষিত হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন না, তাহা কেবল ঈশ্বরের পদসেবাতেই হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের পদসেবা কতকগুলি বাহ্যিক কার্য্যানুষ্ঠান নহে, তাহা হইলে তপ ও দানেই চিত্ত শুদ্ধি হইত। ঈশ্বরের পদ-সেবা তপ দান হইতে স্বতন্ত্র। পদসেবার যথার্থ অর্থ ভক্তির সহিত তাঁহার চরণ ধারণ করা। ঈশ্বরের চরণ নাই, কিন্তু তাঁহার নিরাকার চরণ আছে। মানুষের পদ ধারণ করিলে মনে যে প্রকার বিনীত ভাব ধারণ করে, ঈশ্বরের শরণাগত হইলে আত্মার যখন সেই প্রকার নিরহঙ্কার বিনীত প্রণত ভাব হয়, তখন আত্মা অন্তরে ঈশ্বরের সেই নিরাকার শ্রীচরণ উপলব্ধি করে। সেবকের স্থান ঈশ্বরের চরণতলে, ঐ চরণ ভিন্ন তাহার আর কিছুই নাই, কেবল ঐ শ্রীচরণই তাহার সর্ব্বস্ব। এই প্রকার প্রভুভক্তি দ্বারা, একাগ্রতা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। এই ভাবে তাঁহার পদসেবা ভিন্ন আত্মাকে পবিত্র করিবার উপায়ান্তর নাই।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১০৫।

অন্বয়ার্থঃ।—যে ব্যক্তি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করে, জল যেমন পদ্মপত্রকে স্পর্শ করে না, সে তদ্রূপ পাপে লিপ্ত হয় না।

অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে। সম্পূর্ণ-রূপে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সংসারের কার্য্য করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য মনে হয়। আমরা দেখিতে পাই কোন কার্য্য করিলে সেই কর্ম্মের প্রতি আসক্তি জন্মে, কিন্তু যথার্থ ভক্তের লক্ষণ এই যে, তিনি মনকে সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া হস্তে সংসারের কার্য্য করেন এবং তাঁহার প্রাণকে ঈশ্বরের পদতলে স্থাপন করেন। সুতরাং পদ্মপত্রকে যেমন জল স্পর্শ করে না, সেইরূপ যাঁহার আত্মা ব্রহ্মেতে নিমগ্ন, সংসারের শীতল জল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরেতে নিমগ্ন থাকিয়া জীবনের কার্য্য সকল না করিলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। এই ভাবে নির্লিপ্ত থাকা কেবল উচ্চ শ্রেণীর সাধকের অধিকার। নির্লিপ্ত হইয়া কে কার্য্য করেন তাহা কেবল অন্তর্যামীই জানেন। সংসারে ক্রমে ক্রমে লোভ প্রবল হইয়া উঠিতেছে কি না, আসক্তি দ্বারা মন সংসারে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে কি না, ধর্ম্মের ভিতরেও আবার নূতন অহঙ্কারে অহঙ্কারী হইতেছি কি না, সংসারের চারিদিকে এ সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, কিন্তু প্রাণ ব্রহ্মের ক্রোড়ে সংস্থিত, সুতরাং কিছুতেই সংসার আত্মাকে লিপ্ত করিতে পারিতেছে না। এই ভাবে যাহাতে, ঠিক পদ্মপত্রের উপর জল যেমন থাকে, সেইরূপ নির্লিপ্ত থাকিতে পারা যায় তাহারই জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদা প্রাণকে ঈশ্বরের চরণে রাখিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন।—৭

[সংগৃহীত]

ক্রমে জীবনের ইতিবৃত্তে দেখা গেল ছোট ছোট বিষয়েও ঈশ্বরকে ডাকা ভাল। এ জীবনের ভিতরে আনন্দের নূতন পথ দেখিতে পাইলাম।

অনন্তর একটা ভারি ভার আমার উপরে পড়িবে বুঝিলাম। ব্রাহ্মদের কাছে এই পদ পাইলাম এটা উপলক্ষ্যের কথা, লোক ভুলাইবার কথা, মিথ্যা-মিশ্রিত কথা। কোন মানুষ আপনাকে উপদেষ্টা বলিতে পারে না।

নিয়োগ পত্র দেখিয়াছি তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। দেখিলাম তাঁহারই স্বাক্ষর, যিনি ছাদের উপরে ঘরে আমার কথা শুনিয়া উত্তর দিয়াছেন।

ঈশ্বরের কথা শুনিয়া কার্য্য করা একটি লাভের ব্যাপার। মনে করিও না ইহার জন্য ২।৫ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরকার হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, অমুক অমুক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে এই সম্বন্ধে এই এই উত্তর দেওয়া যায় কি না? অমুক পুস্তক পড়িব কি না, অমুক কর্ম্ম করিব কি না? প্রথমতঃ "হাঁ" কি "না" এইটী শুনিবার বিষয়। ক্রমে জীবনে শ্রবণের বিষয় আরও প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। অনেকে এইরূপ সাধন আরম্ভ করিলে ক্রমে আদেশ শুনিতে পায়।

সে যাহাহউক, যখন এই ভার পাইলাম, এই স্থানে বসিলাম, জানিলাম আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর যখন বসাইলেন, তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না।

ক্রমে ঈশ্বর সেই সকল গুণ দিতে লাগিলেন যাহাতে এ কার্য্যের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে।

আমাতে উপযুক্ততা নাই এই বলিয়া কি ঈশ্বরের কথা শুনিব না? যদি তিনি আমাকে আচার্য্যের কার্য্য দিলেন, তখন আমার সংস্কার যে প্রকার হউক না কেন, আমি কেন সঙ্কুচিত হইব?

তিনিই যখন আমায় এ ভার দিলেন, তখন আমার নিকটে ইহা ঘরের কথা বলিয়া মনে হইল। যিনি আমায় প্রতিদিন অন্ন যাচ্ছন দেন, তিনিই আমায় বেদীতে বসিতে বলিলেন। সুতরাং আমি ইহাকে ঘরের কথা মনে না করিয়া আর কি মনে করিব?

উপাসনার সময় তাঁহার সঙ্গে যেরূপ বার বার কথা বলিয়াছি, সেই কথা সকলকে বলিব, ঘরের কথা বলিতে আর সঙ্কোচ কি?

আমি সাধারণও বুঝি না, গোপনও বুঝি না, যাহা বলিবার তাহা বলিব। আজ এই কথা বলিলাম, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ যদি চূর্ণ হয় হউক, আমি সুখ্যাতি অখ্যাতির মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। আর সত্যকে গোপন করিলে চলে না।

আমি যদি ব্রহ্মের ভৃত্য হই, তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হই, তাঁহার অন্ন পান দ্বারা যদি আমার শরীর রক্ষিত হয়, তবে তাঁহার অভিপ্রায় সম্পাদন করিতেই হইবে।

তিনিই আমাকে ব্রাহ্ম করিলেন, তিনিই আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম জানাইলেন। "অমুক স্থানে যা" "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কর" "পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর" তিনিই আজ্ঞা করিলেন।

সেকালে আমি "তোমার কথা শুনিব না" এই বলিয়া তাঁহার সে আদেশ লঙ্ঘন করি নাই, এ আদেশটীও লঙ্ঘন করিতে পারি না।

মানুষের কথা শুনিয়া কি তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিব? মানুষের কথা শুনিলে মরিতে হইবে। আমি কোন দিকে তাকাইব না।

যখন তিনি আমায় আদেশ করিলেন, তখন এই বুঝিলাম, এ আমা[illegible] কথা [illegible] এই কাজ গ্রহণ করি বাঁচিব, [illegible]

"[illegible] প্রশ্ন উপস্থিত হইল। মরিব না, বাঁচিব, [illegible], "যে আজ্ঞা প্রভু, আমি তোমার আদেশ [illegible]

বাঁচিবা[illegible] আমার এ কর্ম্ম করিতেই হইবে।

আচার্য্য ও উপাসক।

আচার্য্য ও [illegible] সমন্বয়। সমগ্র ব্রহ্মমন্দির আচার্য্য ও উপাসকমণ্ডলীর প্রাণের সমষ্টি। হারমোনিয়ম যন্ত্রে যেমন রীড্গুলিই সমস্বানায় ও সমতান বিশিষ্ট, ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্য ও উপাসক সেইরূপ সমতান বিশিষ্ট। একটা রীড্ তানশূন্য হইলে সমগ্র হারমোনিয়মের সুর বেসুর হইয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্য ও উপাসকমণ্ডলী যদি সমসুর না লইয়া মিলিত হন উপাসনা খুলিবে না।

এক সময়ে শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তনের দলের মধ্যে একজন ভাল ভাব না লইয়া সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন তাহাতে সে দিনের কীর্ত্তন খুলে নাই। সেতারের সাতটা তারের একটা তার খারাপ হইলে আর সুরের মাধুর্য্য থাকে না। কোন বৃহৎ যন্ত্রের যদি কোন সামান্য অংশ বিকল হইয়া পড়ে সে যন্ত্র আর চলিবে না। যন্ত্রের ছোট বড় সকল অংশই পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে। ব্রহ্মমন্দিরেও আচার্য্য ও উপাসক মণ্ডলী পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেছেন। বিরুদ্ধ ভাব থাকিলে উপাসনা খুলিবে না।

তাই বলি আচার্য্য ও উপাসক মণ্ডলীর মিলন একটী যন্ত্রের স্বরূপ। কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারেন না। প্রকাণ্ড হিমালয়ও সামান্য প্রস্তরখণ্ডকে উপেক্ষা ও অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। প্রকাণ্ড মহাসমুদ্রও ক্ষুদ্র জলবিন্দুকে উপেক্ষা করিতে পারে না। সমুদ্র অসংখ্য অসংখ্য বারিবিন্দুর সমষ্টি মাত্র। মরদানে একগাছি তৃণখণ্ড কিছুই করিতে পারে না। বহুতৃণ মিলিত হইয়া পৃথিবীর উপকার করিতেছে।

ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্য শব্দের অন্য বিশেষত্ব নাই। ব্রহ্মানন্দ আপনাকে "সেবক" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য ও উপাসক সকলেই সেবক। এখানে ধনী, মানী, জ্ঞানীর বিচার নাই। পাপী ও পুণ্যবানের বিচার চলে না। গভীর পাপবোধ সাধুকেও ব্যস্ত করিয়া তুলে। ব্রহ্মানন্দ আপনাকে "পাপীর সর্দ্দার" বলিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত ব্রহ্মবিশ্বাসী যিনি তিনি সকলের সঙ্গে এক মুকুরে আপনার মুখ দেখিবেন। কোন সাধক বলিয়াছেন, "A mirror which is not of equal thickness all through, will show the face all distorted and ugly. We must have an all round character and symmetric experience." যদি কোন দর্পণের কাচখণ্ডের চতুর্দ্দিকের স্থূলতার সমতা না থাকে তাহা হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত মুখমণ্ডল কুৎসিত ও বিকৃত ভাবাপন্ন দেখায়।

অবশ্যই আমাদিগকে চতুর্দ্দিগ্দর্শী চরিত্র এবং সমতাপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। স্থূলতার সমতা বিহীন কাচখণ্ডে যেমন নিজ মুখই বিকৃত ভাব ধারণ করে সেইরূপ সকলকে দেখিতে হইলে সমতাবিশিষ্ট কাচের মত চক্ষুর প্রয়োজন। এ দর্শনের মূলে চতুর্দ্দিগ্দর্শিতা ও অভিজ্ঞতার সমতার প্রয়োজন। ব্রহ্ম-বিশ্বাসী আমরা—আমাদের এই সমতা সাধনের সময় আসিয়াছে। ভাবের সমতা সাধনের জন্যই মণ্ডলীগত উপাসনা। এই জন্যই ব্রহ্মমন্দির।

বাঁকিপুর, পাটনা; } সেবক
২৫।১২।২৪ } শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

"মার অনুগ্রহ"—সেই ছেলেবেলায়।

[অনুগৃহীতের আত্মনিবেদন]

শ্রীমৎ নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলেন,—"জীবনের বিশেষ ঘটনা হয়তো ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু তাহাদিগকে স্মৃতির পথে আনিতে হইবে।"

"ঈশ্বরের নামোচ্চারণ এবং বিশেষ দয়া বিস্মরণ ভক্তিশাস্ত্রমতে অতি দূষণীয় ব্যাপার, অতএব যদি বিস্মৃত হইয়া থাক, বারংবার স্মরণোদ্যম দ্বারা সেগুলি সমালোচনা কর। তাহা ভুলিয়া যাওয়াতে অন্তরের প্রেম শুকাইয়া গেল। তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিলে অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখের উদয় হয়।

"বিপদও স্মরণে রাখিবে, উদ্ধারও স্মরণ করিবে, অন্ধকারও স্মরণ করিবে, জ্যোতিও স্মরণ করিবে। অনেক লোক কিছুকাল ধর্ম্মপথে চলিয়াও আবার বিষয়ী সংসারী এবং অধার্ম্মিক হয়, কেবল স্মরণ করে না বলিয়া।

"স্মরণ কর, সেই ঈশ্বর জননী হইয়া তোমাকে তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া কতবার কত সুধা দিবেন।

"জীবনের বিশেষ ঘটনাসকল লিখো। ঈশ্বরের দয়ার আশ্চর্য্য ঘটনাসকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

"অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে সকল ঘটনা, যাহাতে ঈশ্বরের দয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে অতি আদরের সহিত সেই সকল লিপিবদ্ধ করিবে।"

তাই "মার অনুগ্রহ" জীবনের আরম্ভ হইতে কত লাভ করিয়াছি স্মরণ করিতে ও তাহা লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি ভিক্ষা করি।

মার কোলে যখন আমি জন্মিলাম, মার মুখে শুনেছি কয় দিন মার স্তন্য পান করিনি। তাই পুরোহিত মহাশয় নাকি তখন বলেছিলেন, "এ ছেলে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হবে না।"

একটু বড় হয়ে যখন কথা কইতে শিখ্‌লাম, কেহ জিজ্ঞাসা কর্‌লে নাকি বল্‌তাম, "মা কালীতলায় গেছ্‌লেন আমি মা কালীর কাছ থেকে মার আঁচল ধরে চলে এসেছি।" শিশুর মনে এ কথা কোথা থেকে উদয় হ'ল, জানি না। মা কালী যিনি অনন্তকাল বিরাজিতা, তাঁর কাছ থেকেই এসেছি, ইহা সেই ছেলে বেলা থেকে যে মনে হয়েছিল তাহা মার অনুগ্রহ বই আর কি!

শৈশবে ভাই বোনেদের সঙ্গে যখন খেলা কর্‌তাম অন্যান্য সকলে অন্যান্য রকম খেলা কর্‌তো; আমার প্রধান খেলা ঠাকুরপূজা করা, কিম্বা পরে গুরুমশায় সেজে পুতুল-ছেলে পড়ান।

তার চেয়ে একটু বড় হয়ে তুলসীতলায় হরিপূজা কর্‌তাম। তুলসীতলা পরিষ্কার কর্‌তাম, পাঠশালায় যেতে আস্‌তে তুলসীতলায় প্রণাম কর্‌তাম। চোখের অসুখ হতে তুলসীতলার মাটী চোখে মাখিতাম। বাড়ীর লোকেরাও পুরোহিত ঠাকুর না আসিলে আমাকে দিয়েই হরিরলুট দেওয়াতেন। তাঁহাদের এমনি বিশ্বাস জন্মেছিল। চড়ক করতে গিয়ে হাত ভাঙ্গে, তাতে হাত বুলাইয়া "মা কালী" নামেই ভাল কর্‌তে চেষ্টা করেছিলাম। "মার অনুগ্রহে" সব ভাল হয়, তখন থেকেই এই বিশ্বাস শিশু মনকে সঞ্চারিত করেছিল?

পিতৃদেবও বড় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ভক্ত ছিলেন। একবার শৈশবে আমার খুব কঠিন পীড়া হয়। গলায় কফ্ বসে আসন্ন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। পিতৃদেব কর্ম্মস্থান থেকে এসে যাই আমার এরূপ সাংঘাতিক অবস্থা শুনলেন, ছেলেকে আর না দেখেই ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে ধ্যান জপে নিযুক্ত হলেন। বললেন "ছেলে যদি বাঁচে ডাকবে, নইলে ডাকবে না।" ধন্য "মার অনুগ্রহ", পুরোহিত এসে আসন্ন মৃত্যু দেখে খুব গরম জল খাইয়ে দেন, আর তাহাতেই কফ্ বমন হয়ে জীবন রক্ষা হ'ল। পিতৃদেব তখন দেবালয় থেকে বাহির হয়ে আস্‌লেন।

তখন নিতান্তই ছেলে মানুষ, বয়স নয় দশ বৎসর হবে। গ্রামান্তরের বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্যে কোন ধনাঢ্য আত্মীয়ের বাড়ীতে থাক্‌তাম ও পড়া শুনা কর্‌তাম। একদিন শনিবার নিজেদের বাড়ীতে এসে সোমবার সেখানে যাচ্ছি, এমন সময় পথের মধ্যে কে যেন আকাশবাণীতে মনের ভিতর বলে দিলেন, "তোর বসন্ত হবে, তুই যাস্‌নি বাড়ী ফিরে যা।" স্পষ্ট শুনলাম, কিন্তু কে সে কথা বল্লেন বুঝলাম না। সে বাণী পালন কর্‌লাম না। আত্মীয়ের বাড়ী গেলাম, স্কুল কামাই হবার ভয়ে স্কুলেও গেলাম। কিন্তু সত্য সত্যই সেই দিনই বসন্ত রোগ হ'ল, আমাকে লোক দ্বারা কোলে করে ঘরে আন্‌তে হ'ল। বসন্তকে সাধারণ লোকে "মার অনুগ্রহ" বলে। এত শৈশবে দৈববাণী শুন্‌তে দেওয়া, ইহাই তো "মার অনুগ্রহ।"

অনুগৃহীত।

—•—

একজন নিরাকাঙ্ক্ষ মুসলমান সাধক।

(প্রাপ্ত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুসলমান সমাজের সে বৈরাগ্যের ভাব যদিও বহু পরিমাণে এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে, তথাপি সময় সময় কোন কোন দৃষ্টান্ত সাধকের জীবনে আমরা অতুল বৈরাগ্যের দেখিতে পাই। কত ধনী, মানী, পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ঈশ্বরের জন্য স্থানে স্থানে গোপনে অবধূতের ন্যায় ফাকরী লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহার তত্ত্ব কে লয়? টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কুমারি নামদার নিবাসী স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় মিয়াজান সুফী সাহেব তাঁহার আত্ম-জীবনীতে মক্কা প্রবাসী একজন অসামান্য সাধুর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে সেই বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত করিলাম।

মৌলনা মহম্মদ হাছেন নামে একজন পরম বিদ্বান্ সাধক মক্কায় বাস করিতেন। তাঁহার মত বিদ্বান্ মৌলবী সে সময় অতি কম ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে তুরস্কের সুলতান কি মক্কার মৌলবীর অধীনে অত্যন্ত উচ্চ বেতনে মৌলবীর কিম্বা অন্য কোন পদের কার্য্য গ্রহণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া শত শত মুসলমান ছাত্র মৌলবী হইয়াছে। কিন্তু তিনি সকল

প্রকার পার্থিব প্রয়োজন ত্যাগ করিয়া নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। একটী সামান্য পায়জামা, পুরাতন কাপড়ে তালি দেওয়া একটি কোর্ত্তা এবং সামান্য একটি পাগড়ী এই তাঁহার বেশ ছিল। আমরা বহুলোক মক্কায় হজ্জ করিতে গিয়াছিলাম এবং আমাদের নিকট বিক্রয়ের জন্য চাউল থাকিত। একদিন আমি আমার বাসায় চৌকীর উপর বসিয়া পাঠ করিতে-ছিলাম এমন সময় দেখি, ঐ মৌলনা সাহেব একখানা ছালা হাতে লইয়া একজন আরবী লোকের সঙ্গে আমার বাসাতে চাউল নিতে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর, এই ব্যক্তির সঙ্গে এ অবস্থায় কেন আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, অতএব মুজুরী করিতে আসিয়াছি, সৃষ্টিকর্ত্তা পরিশ্রম না করিলে অন্ন দেন না। এই ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছে, এক ছালা চাউল লইয়া গেলে আমাকে দশ পয়সা দিবে, তাই ইহার সঙ্গে আসিয়াছি।" কিন্তু এ আরবী আমাদের চাউল পছন্দ করিল না, সুতরাং মৌলনা সাহেব শূন্য-হস্তে ফিরিয়া চলিলেন। তখন আমার নাস্তার সময় (প্রাতভোজনের সময়), কিন্তু মৌলনা সাহেবের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি নাস্তা খাইতে পারিলাম না। আমার নিকট ঢাকার এক ভদ্রলোক দানের জন্য ২৫৲ টাকা দিয়াছিলেন। আমি সেই টাকা হইতে ৫৲ টাকা লইয়া মৌলনা সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে টাকা ৫টী দিয়া বলিলাম, এই টাকা খয়রাতের (বিতরণের), আপনি ইহা গ্রহণ করুন। তিনি টাকা পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি কি পিতা মাতা, ওস্তাদের আদেশ মান্য কর? আমি বলিলাম আজ্ঞা হাঁ। তখন মৌলনা সাহেব আমার প্রদত্ত ৫৲ টাকা পুনরায় আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, এই টাকাতে কানা ও অচল লোকের স্বত্ব। আমি অদ্য পর্য্যন্ত মুজুরী করিতে পারি, আমার শরীরে শক্তি আছে। আমি এই টাকা লইব না। তৎপর আমি তাঁহার বাড়ী দেখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। দেখি এক দেওয়ালের কিনারে চারিটী খুটী পুতিয়া কম্বল লটকাইয়া ছালা দিয়া বেড়া দিয়াছেন। এই তাঁহার বাড়ী। ইহাতে তিনি আর তাঁহার স্ত্রী থাকেন। এক কন্যা ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর অবস্থা দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম।

একদিন দেখি মৌলনা সাহেব কোন কবরখানা (সমাধি স্থান) হইতে আসিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কবরখানায় কেন গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, "বাবা, যখন শয়তান (দুষ্ট বুদ্ধি) আমাকে বলে, ওহে মৌলনা, তুমি কেন এরূপ ক্লেশ করিতেছ? তোমার মত এরূপ বিদ্বান সকল রুমের বাদসাহের নিকট দরখাস্ত দিয়া অনেক টাকা পাইতেছে, আর বালাখানাতে থাকিয়া কালিয়া কোপ্তা প্রভৃতি ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য খাইতেছে, তুমি কি দুঃখে আছ, ক্ষুধায় তোমার প্রাণ যায়, শুক্‌না রুটী খাইতে পাও না, তখন আমি গোরস্থানে গিয়া মনকে বুঝাই, ওরে মন! এই কবরবাসিগণ বালাখানাতে থাকিয়া ভাল খাইতেন, আজ তাহারা কি অবস্থাতে আছে। কয়েকদিন পরে তোমারও এই অবস্থা হইবে। মনকে এইরূপে বুঝাইলে মন কিছুদিন ভাল থাকে। আবার যখন মন দুষ্টামি করে, আবার আমি কবরে গিয়া তাহাকে বুঝাই।" তিনি বলিলেন, "এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার দাড়ি চুল পাকিয়া গিয়াছে। এখন আমার ইচ্ছা হয়, ভবের জঞ্জাল ভবে রাখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার দর্শনের পথে চলি।" মুসলমান সাধকের এই বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মগণ কি গ্রহণ করিবেন?

ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তাঁহার এই সাধু ও বৈরাগী সন্তান। ধর্ম্মের জন্য ঈদৃশ ক্লেশ বহনই যথার্থ তপস্যা, প্রকৃত সাধন এবং স্বর্গীয় বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের প্রমাণ। প্রভু পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে এইরূপ ফাকরী, এইরূপ অকপট বৈরাগ্য দান করুন।

বিধান-নৈমিষারণ্য,
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল;
৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১।

চিরদাস
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

উপকারিজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা দান।

(ভাই গোপালচন্দ্র গুহের আত্ম-নিবেদনের মর্ম্ম—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, জানুয়ারী, ১৯২৫ খৃঃ)

অদ্য উপকারী বন্ধুদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা দানের দিন। এ দিন আমাদের পক্ষে একটী বিশেষ দিন। এ দিন কত বড় সাধনের দিন তাহাতো আমাদের অন্তরে সকল সময় প্রতিভাত হয় না। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি বড় বড় সাধনের ব্যাপার লইয়া আমরা বরং ব্যস্ত থাকি, সে সকল বিষয়ে অনেকে আমরা বিশেষ ব্রতধারী হইয়া সময় সময় সাধন করি, পাঠ, প্রসঙ্গ করি, সে সকল বিষয়ে আমাদের জীবনে অভাব ক্রটী দেখিয়া কত সময় অনুতপ্ত হই। কিন্তু আমরা নানা দ্বার দিয়া প্রতি-নিয়ত কতজন হইতে কত উপকার পাইতেছি তাহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া উপকার স্বীকার ও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা দান যে জীবনের পরম ধর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারি কই? এবং উপকার স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা দানে ক্রটী হইলে অনুতপ্ত হই কৈ? আমাদের অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, আমাদের অনেকের অন্তরে উপকার স্বীকারের ভাবই উদয় হয় না। আমাদের অন্তরে এ ভাব উদয় হইবার অবসর কোথায়? অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখি, অন্তরের ভিতরে কেবল গ্রহণ করিবার বাসনা। যত পাই,

আরও পাইতে মন লালায়িত হয়, পাইয়া মন তৃপ্তি লাভ করে না, আরও অভাব অনুভব করে; যাহা পাইলাম তাহাতে হইল না, আরও চাই, আরও চাই। ঈশ্বরের নিকট হইতে দিনের পর দিন কত পাইতেছি, উপকারী বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন হইতে কত পাইতেছি; আমাদের চিত্তের অবস্থা এমনি যে, মনে হয় যত পাইলাম, আরও কেন পাইলাম না, আরও কেন আমাদিগকে দেওয়া হইল না। কামনা বাসনা আমাদের মনকে এমনই কঠিন করিয়াছে, দান পাইয়া মন কোমল হয় না, কৃতজ্ঞ হয় না। মনের ভিতরে কামনা বাসনাজনিত গূঢ় অতৃপ্তি, গূঢ় অশান্তি।

আজ এই বিশেষ দিনে পবিত্রাত্মা কৃপা করে বুঝিতে দিতেছেন, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে যেমন বিশেষ সাধন অবলম্বন করা প্রয়োজন, সাধন অবলম্বন করিয়া যে সকল ভাবের বিকাশ সাধন প্রয়োজন, তেমনি উপকারিজনের উপকার স্বীকার ও উপকারিজনকে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া হৃদয়ের কোমলতা, প্রশস্ততা, গভীরতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

উপকার স্বীকার ও কৃতজ্ঞতাদানে আত্মিক জীবন এত বাড়ে, এত গড়ে, ইহা তো পূর্ব্বে তেমন করিয়া বুঝি নাই। নববিধানের দেবতা এই নববিধানক্ষেত্রে উপকার স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা দানের বিশেষ সাধনের ব্যবস্থা দান করিয়া, মাঘোৎসবরূপ মহা মহোৎসবের যাত্রার মধ্যে এ বিষয়ের প্রস্তুতির জন্য, এ বিষয়ের সাধনের জন্য বিশেষ দিন নির্দ্দেশ করিয়া, এই দিনে [illegible] এ বিষয়ে কি নব চেতনাই দান করিতেছেন! অন্য [illegible] ন্যায় পবিত্রাত্মার স্পর্শ ভিন্ন কি আমাদের মন [illegible] বিষয়ে বিশেষ জাগরণ লাভ করিতে পারে, [illegible] ভাব অনুভব করিতে পারে? আজ তাঁহারই [illegible] বুঝিতেছি, উপকারিজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা দান [illegible] বিকাশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিধি। [illegible] এ বিধি অনুসরণে জীবনের অভীষ্ট বিষয়ে [illegible] করিব তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না, [illegible] ও কৃতজ্ঞতা দানের পথও তাহা নহে। কি [illegible], কি মানুষ হইতে, আমরা জীবনে যখনই যে উপকার পাই, তখনই সে উপকার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্বীকার ও উপকারিজনের প্রতি সরল প্রাণের কৃতজ্ঞতা দান ইহাই এ পক্ষে সরল সহজ সাধনা ও জীবনব্যাপী সাধনা। জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন স্তরে ক্রমাগত স্বয়ং ঈশ্বর হইতে কত পাইতেছি, পৃথিবীর আত্মীয় স্বজন, দূর নিকট, পরিচিত অপরিচিত কত ব্যক্তি হইতে আমরা জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে কত উপকার পাইতেছি। অজ্ঞাতসারে যাহা লাভ করিয়াছি, শুধু সেই সকল বিষয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয় নাই তাহা নহে, জ্ঞাতসারে যে সকল উপকার স্বয়ং ঈশ্বর হইতে লাভ করিতেছি, পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে লাভ করিতেছি, সমাজের বিশেষ ব্যক্তি হইতে, দেশের ও বিদেশের অতীতের এবং বর্ত্তমানের কত ব্যক্তি হইতে কত ভাবে উপকার লাভ করিতেছি, এই সকল উপকার কি ভাল করিয়া স্বীকার করি এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের চরণেও বিভিন্ন উপকারী বন্ধুদের চরণে কৃতজ্ঞতা দান করি? অন্য দশটী উচ্চ বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়ে অভ্যাস প্রয়োজন, ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা এ কার্য্যকে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া লওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক অবস্থায় উপকার স্বীকারে ও কৃতজ্ঞতা অর্পণে, উপকারিজনের সঙ্গে যিনি উপকৃত হইলেন তাঁহার ব্যক্তিগত সুমিষ্ট সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সম্বন্ধ ক্রমে মিষ্ট হইতে মিষ্টতর, মিষ্টতম হয়। আমরা উপাস্য ও উপাসক ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগের ভিতর দিয়া ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু উপকার স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা অর্পণের ভিতর দিয়া যে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কত বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, সে সম্পর্ক মধুর হইতে কত সুমধুর হয়, তাহা আমরা জীবনে অল্পই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অল্পই সম্ভোগ করিয়াছি। মানুষের সঙ্গে এই উপকার স্বীকারের ভিতর দিয়া পারিবারিক ভাবে, সামাজিক ভাবে, জাতীয় ভাবে, সার্ব্বজনীন ভাবে কত অব্যক্ত সম্পর্ক আমাদের জীবনে ব্যক্ত হইয়া উঠে, তাহা ক্রমে মধুর ও অকাট্য অচ্ছেদ্য স্বর্গীয় সম্পর্কে পরিণত হয়, জীবনকে কত সৌভাগ্যশালী করে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

এই নবযুগে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আমাদের জীবনপথে পথ প্রদর্শক। কি ঈশ্বরে, কি বিভিন্ন মানবে, ছোট বড় সকল বিষয়ের জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেমন কৃতজ্ঞতা দান করিয়াছেন এমন আমরা আর কোন্ জীবনে দেখিতে পাই? ঈশ্বরের নিকট উপকার পাইয়া কৃতজ্ঞতা অর্পণ একটী অনুরাগী ভক্তের পক্ষে সহজ বুঝিতে পারি, কিন্তু শরীরী অশরীরী, স্বদেশের বিদেশের বড় বড় সাধু মহাজন গুণী, জ্ঞানিগণের নিকট যেমন উপকার স্বীকার কৃতজ্ঞতা অর্পণ, তেমনই সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য সামান্য শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট উপকার স্বীকার কৃতজ্ঞতা অর্পণ এমন আমরা কোন্ জীবনে দেখিতে পাই? ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ সহায়। নববিধানের দেবতা বিচিত্রভাবে আমাদের শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক জীবনের স্ফুরণ ও পোষণের ব্যবস্থা করিয়া বিচিত্র ভাবে ইহকালবাসী পরকালবাসী, স্বদেশবাসী বিদেশবাসী, ছোট বড় কত জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আমাদের জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে কত অসংখ্য অসংখ্য জীবনের নিকট আমাদিগকে কত ঋণে ঋণী করিয়াছেন, তাহা কি সহজে ধারণা করিয়া উঠিতে পারি? কেবল উপকার স্বীকার, কৃতজ্ঞতা অর্পণ, এই দুইটী কার্য্যের ভিতর দিয়া সেই সম্পর্ক আমাদের নিকট বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয়, কত অব্যক্ত সম্পর্ক

ব্যক্ত হয়, মধুর হয়, অচ্ছেদ্য হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই পথে অসংখ্য অসংখ্য জীবনের সঙ্গে বিশিষ্ট সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইয়া মহা সম্মিলনের, মধুর সম্মিলনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। এই উপকার স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা দানের ভিতর দিয়া আমরাও প্রত্যেকে অসংখ্য অসংখ্য জীবনের সঙ্গে মধুর মিলনে সম্মিলিত হইয়া, মধুর মিলন সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই, লীলাময় ঈশ্বর এই বিষয়ে আমাদের সহায় হউন।

—•—

সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের জন্য।

কোর্-আনের সুরা ও বেদের সূক্তসংগ্রহ।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একদিকে হিন্দুর ঋগ্বেদ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস "অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদঃ" (বৃ-আ ৪-৫), অথবা ঋগ্বেদ স্বয়ং যেরূপ বলিতেছে—বৈদিক সূক্ত "অভ্রাদ্বৃষ্টিরিবাজনি (৭-৯৪-১) "মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় স্বর্গ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে," অথবা যাস্কের নিরুক্ত যেরূপ বলিতেছে :—"সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ঃ সম্বভূবুঃ। তেঽবরে-ভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ" (১-৬-৫), "যাঁহারা ধর্ম্মকে সাক্ষাৎভাবে দেখিয়াছিলেন (Supra intellectual intuition—Bergson) সেরূপ ঋষিগণ ("ঋষিদর্শনাৎ") আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিম্নস্তরের লোক যাহারা ধর্ম্মের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদের জন্য উপদেশরূপে তাঁহারা বেদমন্ত্র সকল সম্প্রদান করিয়াছিলেন।"

অপরদিকে কোর্-আনও পরমেশ্বরের পক্ষ হইতে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশিত—"নাজ্জালাহো রুহুল্ কুদ্দসে মিররব্বেকা" (সুরা নাহাল—১২)। পরমেশ্বর "প্রত্যেক দলের মধ্যে রসুল্ (ঋষি) পাঠাইয়াছেন" "ও-আ লাকাদ্ বা-আস্না ফী কুল্লে উম্মা-তির্ রসুলাং" (সুরা নাহাল্—৪)। বেদে ঈশ্বর বলিতেছেন, "যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং॥" ১০-১২৫-৫॥ "আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী (উগ্রং) করি, তাহাকে ঋত্বিক্দিগের প্রধান (ব্রহ্মাণং) করি, তাহাকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা (ঋষিং) করি, তাহাকে সুবুদ্ধিশালী করি।" কোর-আন বলিতেছেন :—"ও-আ ল্লাহো ইয়ুআয়্যিদো বে নস্‌রে হি মাঁয়্যাশা-উ" (অম্রান-৩)—"পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন আপন সাহায্যে বল দিয়া থাকেন," "ইউল কি র্‌রুহা মিন্ আম্‌রিহি আলা মাঁই ইয়াশাউ মিন্ এবাদিহি" (আলমোমেন) "তিনি স্বীয় আজ্ঞামত আপন উপাসকদিগের যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন আত্মা অবতারণ করেন।" কি আশ্চর্য্য? কোন্ দেশের, কোন্ কালের কোর-আন, আর কোন্ দেশের কোন্ কালের বেদ! এই দুয়ের বাক্যের একতা সেই বাক্যের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

তবে বেদের বয়স কমপক্ষেও আট হাজার বৎসরের কম হইবে না। তখন লিপি প্রচলন ছিল না। ঋক্‌মন্ত্র সকল মুখে মুখে রচিত হইত,—"মিমীতি শ্লোকমাস্যে" (১-৩৮-১৪)। বহুকাল সে সকল কেবলমাত্র শ্রুতির সাহায্যে রক্ষিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। এজন্য বেদের নাম হইয়াছে শ্রুতি। ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় সময়ে সময়ে বেদের অন্তর্ধান হইত, সেজন্য পণ্ডিতেরা ইচ্ছামত শ্লোক রচনা করিয়া বেদের মধ্যে যোগ করিবার সুবিধা পাইতেন। প্রকৃত যজুর্ব্বেদ আজও নাই। তাহার পরিবর্ত্তে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ যজুর্ব্বেদ—একটি শুক্ল, অপরটি কৃষ্ণ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ তাহাদের অনেক মন্ত্র নীতি-বিগর্হিত এবং বেদ নামের অযোগ্য। কোর-আন সম্বন্ধে সেরূপ নয়। কোর-আনের বয়স মাত্র ১৩০০ তের শত বৎসর। তখন লিপি প্রচলন সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং আদি হইতেই কোরাণ লিপিবদ্ধ। শুধু তাহা নয়, আমাদের বেদ রক্ষার ভার যেমন ব্রাহ্মণদের উপরে ন্যস্ত হইয়াছিল, কোর-আন রক্ষার ভারও সেইরূপ হাফিজদের উপরে ন্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণেরা "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে" (মনু, ১-৯৯) নিজেদের স্বার্থের সুবিধা হইবে না দেখিয়া আমাদের ধর্ম্মকোষ সেই বেদ লোপ করিয়া দিয়াছিলেন, হাফিজেরা সেরূপ করেন নাই। কোর-আন দেশ বিদেশের হাফিজদের কণ্ঠে সুরক্ষিত ছিল বলিয়া বেদ মন্ত্রের মত কোন পণ্ডিতের পক্ষে আয়াত রচনা করিয়া তাহা কোর-আনে যোগ করা সম্ভব হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি কথা সকলের স্মরণ রাখিতে হইবে। বেদই বল, আর কোর-আনই বল, কোন একটি সময় বিশেষে এবং কোন একটি জাতি বা দেশ বিশেষের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। যদিও সাধারণভাবে বেদ এবং কোর-আন উভয়ই বিশ্বজনীন ("Necessary, universal and divine), বেদ "সর্ব্বেষাং সমানং" (১-১২৭-৮), সকল মানুষকে তাহাদের ধর্ম্ম বলিয়া দেয় "ব্যব্রবীৎ বয়ুনা মর্ত্তেভ্যঃ", কোর-আন ও "জেক্‌রুল্ লীল্ আলামীন্" (সুরা ইয়ুকুব-১১) "সমস্ত জগতের জন্য উপদেশ," সমস্ত মানব জাতির "মাস" মনের রোগের ঔষধ "শেফাউল্লে-মা ফীস সুদূরে" (সুরা ইউনস-৫); তথাপি আমাদের এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঋগ্বেদেও কোন কোন কথা আছে যাহা বৈদিক কালের বৈদিক লোকেরই উপযোগী ছিল, (personal local, or contingent) এ কালের উপযোগী নয়,—যথা অগ্নি-মন্থন, এবং হব্য প্রদানাদি (Kindergarten) যাহা লিপি প্রচলনের পূর্ব্বেই প্রয়োজন ছিল। সেরূপ কোর-আনেও কোন কোন কথা আছে যাহা ঐ কালের আরবের কো-রেশদিগের উপযোগী ছিল, বর্ত্তমান কালের ভারতীয় মুসলমানের উপযোগী নয়, যথা বহুবিবাহ, দাসী বান্দীবিবাহ এবং তালাকের ব্যবস্থাদি। যতদিন খদিজা বিবি জীবিত ছিলেন হজরৎ মহম্মদ তাঁহার বিবাহিত জীবনের অন্ততঃ ২৫ বৎসর কাল কোন অন্য দারপরিগ্রহ

করেন নাই। সে যাহা হউক, হিন্দু মুসলমান সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে "এক বিধাতা, এক বিধান, এক মনুষ্যপ্রকৃতি এক সত্য" (শ্রীকেশবচন্দ্র সেন) এবং শুধু হক বা সত্যের আলোকে, সত্যের উপরে দাঁড়াইয়া আমরা বেদ এবং কোর-আনকে গ্রহণ করিব। সত্য জানিয়াই মুসলমান কোর-আন গ্রহণ করেন, হিন্দুও সত্য জানিয়া সত্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়াই বেদকে গ্রহণ করিবেন। সত্য সকলের নিকটেই সত্য। সত্য এক, মিথ্যা নানা। কোর-আন মুসলমানের নিকট সত্য হইলে হিন্দুর নিকটও সত্য হইবে। বেদ হিন্দুর নিকট সত্য হইলে মুসলমানের নিকটও সত্য হইবে। সত্যের ভিত্তিতেই মিলিয়া আমরা হিন্দু মুসলমান এক হইব। সেই আশায় আমরা হিন্দু পাঠকের জন্য কোর-আনের কতিপয় সূরা এবং মুসলমান পাঠকের জন্য ঋগ্বেদের কতিপয় সূক্ত তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে প্রয়াসী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিজদাস দত্ত।

মহর্ষিদেব-পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষিদেবের চতুর্থ পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নাই। মহর্ষিদেবের পুত্রগণ এক একজন এক এক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ এক সময় ভ্রাতাদিগের প্রত্যেকের গুণ স্মরণে যে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত কল্পনা নহে।

আমাদের আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র মধ্যম সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন, ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারীর সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠতা ছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [illegible] ও সুকবি ছিলেন। মহর্ষির ধর্ম্মপ্রভাব সন্তানদিগের [illegible] জীবনকেই গঠিত করিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্র শেষ [illegible] অনতিদূরে মোরাবাদী পাহাড়ে একটি সুন্দর [illegible] তাহাতেই বাস করিতেন। [illegible] অধ্যাত্ম জীবনের প্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনার্থীদিগের ইহা একটী তীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা এখানে গিয়া শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম সঙ্গ লাভে যথেষ্ট কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার পরলোক গমনে আমরা যথার্থ সন্তপ্ত হইয়াছি এবং মহর্ষিদেবের পরিবারস্থ সকলকার সহিত সমবেদনা অনুভব করিতেছি। বিধানজননী পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতাকে নিত্য শান্তিবিধান করুন এবং সকল সন্তপ্ত হৃদয়ে তিনিই সান্ত্বনা দান করুন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রীকেশবজননী মা সারদা দেবী

সুমাতার গর্ভেই সুসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ যুগে যুগে ভক্তগণকে যে মাতৃদেবীগণ গর্ভে ধারণ করিয়াছেন তাঁহারা চির পূজনীয়া এবং তাঁহাদিগের দেবত্ব মাতৃত্ব স্মরণে নিশ্চয়ই পুণ্য লাভ হয়।

মেরী মাতা, শচী মাতা প্রভৃতি যেমন পূর্ব্ব যুগে, বর্ত্তমান যুগে মা সারদা দেবীও তেমনি প্রাতঃস্মরণীয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলিয়াছিলেন "মা, তোর নাড়ী ভুঁড়ী নিয়ে ভবিষ্যতে লোকে টানাটানি করবে।" বাস্তবিক মা সারদা দেবী অতি উচ্চ ধর্ম্মপ্রাণা দেবচরিত্রসম্পন্না নারী ছিলেন।

মা সারদার পিতৃকুল শাক্ত ছিলেন, স্বামীকুল বৈষ্ণব। তিনি এই দুই কুলের ধর্ম্মপ্রভাব সমুজ্জ্বলিত করিয়া সমগ্র জীবন গভীর উচ্চ ধর্ম্মসাধনায় যাপন করেন। তিনি যেমন সুন্দরী ছিলেন, তেমনি ধর্ম্মপরায়ণা, তেমনি ধন ঐশ্বর্য্যশালী পরিবারে বিবাহিতা হন। শ্রীকেশবচন্দ্রের পিতৃদেব দেওয়ান শ্রীপ্যারীমোহন সেনও অতি সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

শ্রীকেশব শিশু যখন গর্ভে তখনই মাতা বুঝিয়াছিলেন তাঁহার গর্ভে "কে এক দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" তাঁহার প্রসব বেদনা না হইতেই কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়।

মা সারদার গর্ভে তিনটি পুত্র সন্তান ও চারিটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনবীনচন্দ্র জ্যেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণবিহারী কনিষ্ঠ ইঁহারাও সুবিখ্যাত, শ্রীকেশবচন্দ্র তো জগদ্দীপক। কিন্তু একে একে এই সকল সন্তান সন্ততি মাতাকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

মহা ধর্ম্মপ্রাণা মা সারদা এই সমুদয় সন্তান-শোক, স্বামিবিরহ এবং শেষে আর্থিক দুঃস্থতাও অটল ধর্ম্ম বিশ্বাসে বহন করিয়া অশীতিবর্ষে মহাপ্রয়াণ করেন। তিনি যদিও নিষ্ঠাবতী হিন্দু আচারসম্পন্না ছিলেন, কিন্তু শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত নববিধানে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি আমাদিগের নিকট স্বীকার করিয়াছেন, "আমার অতুল ধন ছিল সব গেছে, স্বামী পুত্র সন্তান সন্ততি সব হারিয়েছি, আমার কেশব যে তাঁর মাকে দেখিয়ে গেছেন, তাঁকেই দেখে সব শোক, তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য সহ্য করেছি, ভুলেছি।" ইহা বাস্তবিকই সামান্য বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান নয়।

শ্রীকেশবচন্দ্রও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, "আমার যা কিছু সকলই ত মা তোমার গুণে।" যিনি জোর করিয়া বলিয়াছেন "এ ব্যক্তির প্রত্যেক ইঞ্চ সত্য", তিনি নিজ মাতৃদেবী সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গেলেন তাহা কি আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি? মাও যে সন্তানের সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিলেন তাহাও কম কথা নয়। বাস্তবিক মা সারদা শ্রীকেশবচন্দ্রের "বড্ড ভাল মা'রই" প্রতিমা। মা সারদার স্বর্গগমন দিন ১৪ই ডিসেম্বর।

শ্রীব্রহ্মানন্দ-সতী জগন্মোহিনী দেবী।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন ১লা মার্চ্চ। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "বামে বামা অন্তরের অন্তরে ভগবান। আমি সস্ত্রীক একতারা

বাজাইতে বাজাইতে সচ্চিদানন্দের শিষ্য হইয়া চলিলাম। আমার ভাইরাও যেন এই পথে যান। আমরা দুজনে একজন।”

সতী অতি শৈশবকালেই আচার্য্যদেবের সহিত বিবাহিতা হন। তাঁহাদের প্রথম বৈবাহিক জীবন কঠোর বৈরাগ্যে অতিবাহিত হয়। স্বামীর সহিত সাংসারিক মিলন না হইলেও, যখন কেশবচন্দ্র ধর্ম্মার্থে প্রথম ঘরের বাহির হন, প্রাচীনকালে সীতা যেমন শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামিনী হইয়াছিলেন, সতী জগন্মোহিনীও পারিবারিক সুখ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বজনের বাধা অতিক্রম করিয়া দেব স্বামীর অনুগামিনী হন। তখন হইতে আচার্য্যদেবের প্রেরিতত্ব ও দেবত্বে তিনি সরল বিশ্বাস অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত একাত্মতা সাধনে চির নিরত হন। শ্রীব্রহ্মানন্দও শেষে “আমরা দুজনে একজন” বলিয়া জগন্মোহিনী দেবীর ভক্ত-সতীত্ব স্বীকার করিলেন। আমরাও যেন তাঁহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিতে পারি এবং ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মানন্দিনীর অনুগমনে সস্ত্রীক ধর্ম্মে একাত্মতা লাভে ধন্য হই।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়।

আমাদের ভক্তিভাজন উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক ১লা মার্চ্চ। ভাই গৌরগোবিন্দ প্রথম জীবনে পুলিশ বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য-কর্ম্মা বিধাতা পুলিসকর্ম্মচারীকে শ্রীকেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রভাবাধীনে আনিয়া নববিধানের উপাধ্যায় পদে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার সাধননিষ্ঠা অতি গভীর ও উচ্চভাবের ছিল। তাঁহার জ্ঞানপ্রধান জীবন নববিধানের যোগ ভক্তির সমন্বয়ে কেমন সমুন্নত হইয়াছিল, তাঁহার “বেদান্ত-সমন্বয়” এবং “গীতা-সমন্বয়” ভাষ্যে তাহা প্রমাণিত। তিনি অতি উচ্চদরের সংস্কৃতজ্ঞ এবং প্রধানতঃ হিন্দুশাস্ত্রে পারদর্শী সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অক্লান্ত পরিশ্রমী লেখক, গ্রন্থকার ও উপদেষ্টা অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি বহু বৎসর এই “ধর্ম্মতত্ত্বের” ও শ্রীদরবারের সম্পাদক ছিলেন। “আচার্য্য কেশবচন্দ্র” নামে আচার্য্যদেবের বিস্তীর্ণ জীবনী তাঁহারই অক্ষয়কীর্ত্তি। আচার্য্যকে কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি যে কয়টী বক্তৃতা দিয়া গিয়াছেন তাহা অতিশয় শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব “নীনতা” এবং হিন্দুশাস্ত্র সাধন। জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য এবং [illegible] তাঁহার জীবনের প্রধান সাধন ছিল।

বিশ্ব-সংবাদ

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড [illegible] গমন করিয়াছেন। তিনি একজন অদ্ভুত [illegible] রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আপন মেধা বলেই তিনি বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিভাগে যথেষ্ট দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া সুবিখ্যাত হন। ভারতে প্রথম আগমন কালে তিনি বলেন যে, “ভারতবাসিগণ ও ইংলণ্ডবাসিগণ একই আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই ভাবে আমাদের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিতে হইবে।” তিনি একজন প্রাচ্যতত্ত্ব বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ভারতে অবস্থান কালে ভারতের মহাপুরুষদিগের প্রতি সম্মানার্থ এবং ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্ত্তিস্তম্ভাদি বা স্মরণচিহ্ন সকল সংরক্ষণার্থ তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করেন। কলিকাতার “ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল” তাঁহারই

চেষ্টার ফল। এখানে শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের আলেখ্য ও হস্তাক্ষর তিনিই বিশেষ যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

সংবাদ।

পুনরাগমন ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক প্রায় দুই মাস মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়া বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে পুনরাগমন করিয়াছেন। মুঙ্গেরে অবস্থানকালে উৎসব এবং সামাজিক উপাসনা ব্যতীত প্রায় প্রতিদিন প্রাতে মন্দিরে এবং সন্ধ্যায় ডাক্তার মিস শান্তিপ্রভার প্রবাসে উপাসনা করিতেন।

জন্মদিন—গত ১৬ই মার্চ্চ, ৪২ বি, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুশীলকুমারের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান তাঁহার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন।

জাতকর্ম্ম—গত ২৭শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশ দাসের গৃহে তাঁহার নবজাত পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। স্বপ্রকাশ বাবু নবসংহিতা হইতে প্রার্থনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ৮ই মার্চ্চ, নওগাঁ জেলার অন্তর্গত শ্যামাগুড়িতে, তথাকার সবডিপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্তের চতুর্থ সন্তান নবজাত শিশুপুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিশুর মাতুল শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত উপাসনা করেন। শিশুটী গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভগবান শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভ নামকরণ—গত ৫ই মার্চ্চ, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে কুমার বিকাশেন্দ্রনারায়ণের তৃতীয় পুত্রের শুভ নামকরণ উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনা করেন এবং শিশুকে কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ নাম প্রদান করেন।

গত ১৪ই মার্চ্চ, গিরিধিতে ডাঃ যোগানন্দ রায়ের গৃহে, শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ রায়ের প্রথম সন্তান শিশুকন্যার শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র উপাসনা করেন এবং শিশুকে “রুচিতা” ও “নীনা” এই দুইটী নাম প্রদান করেন।

ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

তীর্থদর্শন—ভাই প্রমথলাল ভাগলপুর হইতে গত ৭ই মার্চ্চ ভক্তিতীর্থ মুঙ্গের গমন করেন। ৮ই রবিবার প্রাতে ভাই প্রিয়নাথের সহিত স্বর্গীয় ভাই কেদারনাথের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক স্মরণে প্রার্থনা করেন ও সন্ধ্যায় সামাজিক উপাসনা করেন। পরদিন প্রাতে দুই ভাইয়ের মিলিত উপাসনান্তে ভাই প্রমথলাল ভাগলপুরে পুনর্যাত্রা করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা—১৫ই মার্চ্চ, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। “হরিনাম-মাহাত্ম্য ও নাম-সাধন” বিষয়ে পাঠ ও আত্ম-নিবেদন করেন।

বসন্তোৎসব—গত ১০ই মার্চ্চ মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে স্থানীয় কয়েকটী বিশ্বাসীর সহযোগিতায় ভাই প্রিয়নাথ বসন্তোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মোৎসব সম্পাদন করেন। এই দিন

মুসলমান পর্ব্ব "সুবেবরাত" পড়াতে উপাসনাযোগে তাঁহারও আধ্যাত্মিক ভাব স্মরণ করা হয়। এই দিন ভাগলপুরেও ভাই প্রমথলাল স্থানীয় বিশ্বাসী বিশ্বাসিনীদিগকে লইয়া শ্রীচৈতন্যোৎসব করেন। কলিকাতা হইতে ভ্রাতা অখিলচন্দ্রও আসিয়া যোগ দেন।

শিলচর—শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বিহারীলাল লিখিয়াছেন:—গত দোলপূর্ণিমাতে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে মেজর সেনের বাড়ীতে উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় মন্দিরে পাঠ এবং কীর্ত্তন হইয়া প্রার্থনা হইয়াছে।

এখানে আজ কয়দিন যাবৎ কোন এক পরিবারে প্রাতে ৯টায় পারিবারিক উপাসনা হইতেছে। এ বাড়ীতে মাঝে মাঝে মেজর সেন ও তাঁহার পত্নীসহ উপাসনা ও পাঠ হইয়া থাকে। ছোট ছোট মেয়েদেরে লইয়া প্রাতে ৭টার মধ্যে ছোট একটী সঙ্গীত এবং তাহাদের উপযোগী প্রার্থনা হইতেছে।

সেবা—ভাই প্রমথলাল ও ভ্রাতা খগেন্দ্রচন্দ্র ভাগলপুর হইতে গাজীপুরের উৎসব সম্পাদন করিতে গমন করেন, পরে ছাপরা হইয়া বাঁকিপুরে গিয়াছেন।

নববিধান ট্রাষ্ট—গত ১৫ই মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়, উন্টাডিঙ্গি ৪নং রমাকান্ত সেন লেনে, মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর সভানেতৃত্বে নববিধান ট্রাষ্টের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সংকীর্ত্তন, উপাসনা, গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী (১৯২৪) পাঠ, আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠন হয় এবং দানশীল স্বর্গগত কানাইলাল সেন প্রদত্ত গোপীনাথ সেন পুস্তকাগার ও পাঠাগার ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ দ্বারা খোলা হয়।

আরোগ্যলাভ—শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী গত মাঘ মাসের শেষ ভাগে অত্যন্ত রুগ্ন হন, ঈশ্বরকৃপায় ও কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে তিনি এখন রোগমুক্ত হইয়াছেন; এখন আর সেইরূপ ঔষধ পথ্যের প্রয়োজন নাই। রোগের জন্য যাঁহারা অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহাদিগের দান স্বীকৃত হইয়াছে। স্বীকৃত ৩৮ টাকার পরে শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়ভূষণ সরকার ৪৲, দেবী চারুবালা হালদার ২৲, দেবী বিন্দুবাসিনী সেন ২৲ এবং অজ্ঞাতনাম্নী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ২৲ টাকা, মোট ৪৮৲ টাকা কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি। এখন আর কোন বন্ধু কষ্ট মনে করিয়া তাঁহার জন্য অর্থ প্রেরণ করেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে।

শোক-সংবাদ—১৩।১নং বসু পাড়া বাগবাজারে স্বর্গীয় কালীনাথ বসুর সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী দেবী ৭৫ বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও ছয় কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী ও বহু প্রিয়জন বর্ত্তমান রাখিয়া দীর্ঘ জীবনের কত গুরুভার বহন করিয়া ও বিবিধ কর্ত্তব্য শেষ করিয়া গত ২৬শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণে ৭ ঘটিকার সময় অমরধামে পরম জননীর অমৃতক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। স্বর্গীয় কালীনাথ বসু নববিধান-বিশ্বাসিমণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের একজন প্রিয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ব্রহ্মানন্দের পরলোক গমনের প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ৩৮ বৎসর বয়সে এক পুত্র ও ৭টী কন্যা ও সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী দেবীকে রাখিয়া কালীনাথ বাবু পরলোক গমন করেন। শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী দীর্ঘ বৈধব্য-জীবনে বিশ্বাস ও ধর্ম্মনিষ্ঠা রক্ষা করিয়া পুত্র কন্যাদিগের উন্নতি ও কল্যাণের পথে বিবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রভাব ও মাতৃস্নেহের মধুরতা ও সরলতা ঢালিয়া এই বৃহৎ পরিবারকে তিনি সজীব ও সরস রাখিয়াছিলেন। স্নেহময়ী পরম জননী তাঁহার প্রিয় কন্যার দিব্য আত্মাকে আপনার শান্তিক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারে সান্ত্বনা বিধান করুন।

পারলৌকিক—গত ১৫ই মার্চ্চ, ৮নং গিরিশ বিদ্যারত্নের লেনে, স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথের পুত্রদের গৃহে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠমাতা, লক্ষ্ণৌর স্বর্গীয় ভুবনমোহন রায়ের সহধর্ম্মিণীর পরলোকগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়; ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গুপ্ত বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্ত্তজনের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

আদ্যশ্রাদ্ধ—৫ই মার্চ্চ বালীগঞ্জে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষের গৃহে শ্রীমান নীতিলাল ঘোষের সর্ব্বকনিষ্ঠা শিশুকন্যার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা হয়। শ্রীমান নীতিলাল ঘোষ প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ৩রা মার্চ্চ, ৫৬নং অপার সারকুলার রোডে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় হারমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে বিশেষ উপাসনা হয়, অরুণ বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্বশুরের জীবন উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন।

৭ই মার্চ্চ মঙ্গলপাড়ায় শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের স্বর্গীয় সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে মঙ্গলপাড়ায় তাঁহার বাসগৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। কুমুদিনী দেবীর ভগ্নী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

৮ই মার্চ্চ স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক দিনে ৪২ বি, মৃজাপুর রোডে বিশেষ উপাসনা হয়। স্বর্গগত ভাইয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মনোনীতমন দে বিশেষ প্রার্থনা করেন।

১৫ই মার্চ্চ চট্টগ্রামের স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র দাসের সাম্বৎসরিক দিনে ১৬৭।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে বিশেষ উপাসনা হয়। স্বর্গীয় ভ্রাতার সহোদরা শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই চারিটী অনুষ্ঠানে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ২৩শে মার্চ্চ, কাশীপুরে, স্বর্গীয় ডাঃ মতিলাল মুখার্জ্জির সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের মেরামতে ৫৲, অনাথ আশ্রমে ৫৲, আতুর আশ্রমে ৫৲, মূক ও বধির বিদ্যালয়ে ৫৲ এবং কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভ্রমসংশোধন—গত অক্টোবর মাসের মাসিক দানস্বীকার কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ৮০৲ টাকা উল্লেখ হইয়াছে ও গত নবেম্বর মাসে কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ৭৫৲ টাকা উল্লেখ হইয়াছে। উক্ত ৮০৲ টাকা স্থলে ১০০৲ টাকা ও ৭৫৲ টাকা স্থলে ১০০৲ টাকা হইবে।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ৭ম সংখ্যা।
১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।
14th April, 1925.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, আজ কালের ঘণ্টায় আর একটি বৎসর অতীত হইল। আর একটি নববর্ষ বাজিয়া উঠিল। এই কালের ঘণ্টা মা তুমিই তো স্বয়ং বাজাইতেছ। তুমি যেমন কালাতীত তেমনি তুমি এই কাল মধ্যেও প্রতিনিয়ত তোমার লীলা বিহার করিতেছ। তাই এই অতীত বর্ষে জীবনে জীবনে, পরিবারে পরিবারে, দলে দলে, দেশে দেশে এবং সমগ্র মানব জীবনে তুমি যে লীলা বিহার করিলে তাহা আজ স্মরণ করি, এবং তাহার শিক্ষা পরীক্ষা, আশীর্ব্বাদ বিষাদ, সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখের ফলাফল গণনা করিয়া তোমারই চরণে শরণাপন্ন হই। আজ আরো কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তোমারই শ্রীচরণে অবলুণ্ঠিত হই, কেন না তুমি আমাদিগকে আর একটি নববর্ষে প্রবেশের অধিকার দিলে। মা, আজ কাতর অন্তরে অনুতপ্ত চিত্তে ভিক্ষা করি, গত বর্ষে আমরা তোমার পবিত্র ইচ্ছার বিরোধী হইয়া বা তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তোমার বিরুদ্ধে, তোমার সন্তান সন্ততিগণের বিরুদ্ধে এবং তোমার বিধানের বিরুদ্ধে যে পাপ, অপরাধ, অন্যায় আচরণ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর। যে সুযোগ সুবিধা হারাইয়াছি এবং কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছি, তাহার জন্য যথার্থ অনুতপ্ত কর। যদি তোমার অপার করুণা গুণে আর একটি নূতন বৎসর আনয়ন করিলে, যাহাতে এই নববর্ষ তোমারই ইচ্ছামত যাপন করিয়া তোমার নববিধানের নবজীবন সম্ভোগে ধন্য হইতে পারি তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। নববর্ষে নূতন আশা, নূতন সঙ্কল্প, নূতন ব্রত নূতন সাধন এবং নূতন সিদ্ধি বিধান কর এবং নবদর্শন শ্রবণ দানে নব বলে বলীয়ান্ করিয়া তোমারই করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

প্রেমময়, অপ্রেমের আগুনে উত্তপ্ত হৃদয়গুলিকে তোমার নূতন পবিত্র প্রেমে সংগঠিত কর। নূতন প্রেমে তোমার মুখ দেখিব। নূতন প্রেমে ভাই ভগ্নীগুলিকে দেখিব। দিন দিন শান্তি কুশল বৃদ্ধি করিব।—নূঃ দৈঃ প্রাঃ, ২য়, ৯৩।

পিতা, এই নববর্ষের প্রথম দিন হইতে আমরা একান্ত মনে যেন অধিক কথা ছাড়িয়া অন্যের কাছে সাহায্য পাই আর না পাই, সকলের দাসত্ব করিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে স্বর্গের সম্পর্ক স্থাপন করি। সকলে যদি আমার শত্রু হন, কাহারও প্রতি আমার নিজের প্রাণ মলিন হইতে দিব না। কিছুতেই তোমার প্রতি এবং ভাই ভগ্নীদিগের প্রতি আমার প্রেম হ্রাস হইতে দিব না। পরের জন্য আমার মন ভাল হইল না এ কথা মুখে আনিব না।—নূঃ দৈঃ প্রাঃ, ২য়, ১১২।

নববর্ষের অভিবাদন।

নববর্ষাগমে নববর্ষবিধায়িনী জননীর শ্রীচরণে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিয়া আমরা নববর্ষে প্রবেশ করি।

এই দিনে মাতৃসন্তান স্বর্গস্থ ভক্তবৃন্দ, অমরবৃন্দ, যোগী, ঋষি, সাধু, মহাপুরুষ, মানবহিতৈষী, দেশহিতৈষী, পরোপকারী শত্রু মিত্র বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ জনগণকে স্মরণ করি এবং সবারই চরণে অবলুণ্ঠিত হই।

বিশেষ ভাবে আর্য্য ঋষিগণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীঈশা, শ্রীমুষা, শ্রীসক্রেটিস্, শ্রীজোরোয়াষ্টার, শ্রীমোহম্মদ, শ্রীগৌরাঙ্গ, কবির, নানক, মেরী, মৈত্রী, সীতাদি প্রাচীন মহামনীষী মনীষিণীগণ এবং বর্ত্তমান যুগেরও রাজর্ষি শ্রীরামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মা ভিক্টোরিয়া, মা সারদা দেবী প্রভৃতিকে ভক্তি কৃতজ্ঞতা ভরে অভিনন্দন করি।

সসতী শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এবং নববিধান প্রেরিত প্রচারক সাধক ভক্ত পরিবার ও দেশসেবকাদি জনগণকেও আত্মার অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ ও অভিবাদন করিয়া নববর্ষ সাধনায় প্রবৃত্ত হই।

আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, সহযোগী, সহকারী, উপকারী, ভাই ভগ্নী, আত্মজন, প্রিয়জন, রাজা রাজপ্রতিনিধি এবং বিরোধিগন সকলকেই আজ অভিবাদন করি। মার শুভাশীর্ব্বাদ সবার জন্য ভিক্ষা করি। সকলকার শুভ ইচ্ছায় সহায়তায় যেন এই নববর্ষে নবজীবনে নবোদ্যমে নিয়োজিত কর্ত্তব্য ও সেবা সাধনে ধন্য হইতে পারি, মা আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

—•—

নববর্ষ।

আজ নববর্ষ। শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে প্রার্থনা করি—"এক এক বৎসর যাইতেছে, কালের ঘণ্টা বাজিতেছে। কেউ বলে বয়স বাড়িতেছে, কেউ বলে কমিতেছে। প্রথম দিক দিয়া ধরিলে কমিতেছে; শেষ দিক দিয়া ধরিলে বাড়িতেছে; মানুষ আক্ষেপ করে যে এত শীঘ্র শীঘ্র আয়ু ফুরাইতেছে। শেষের দিন এত শীঘ্র নিকটে আসিতেছে। কিন্তু হ্রাস বৃদ্ধি তোমার সম্বন্ধে কিছুই না। তুমি বৃদ্ধিও মান না হ্রাসও মান না। সাধুতার বৃদ্ধিই তুমি চাও। আমাদের জীবন যেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে গণনা না করি। মৃত্যুর দিকে যাইতেছি কি না আমরা ভাবিব না। স্বর্গের দিকে যাইতেছি কি না তাহাই আমাদিগকে ভাবিতে দাও। আমরা শরীরের বৃদ্ধি ভাবিব না, আমরা সেই সুখের রাজ্যের কথা ভাবিব। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে শরীর বিহান হই। আমরা এই জীবন থাকিতে থাকিতে এমন জীবন সঞ্চয় করি যে জীবনের ক্ষয় নাই। হে মাতঃ আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অশরীরী আত্মা হয়ে তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি। "অদ্যকার দিনে এই প্রার্থনাই আমাদিগের প্রার্থনা হউক, এই প্রার্থনাই আমাদিগের জীবনে পূর্ণ হউক।"

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে। জীবনের দিন ক্ষয় হইতেছে, মৃত্যুর দিন নিকট হইতেছে, সাধারণতঃ ইহাই আমরা ভাবি, ইহা ভাবিয়াই আমরা অবসন্ন হই। কিন্তু আমাদিগের এই শারীরিক জীবনের উপর, শরীরের উপরেই কালের অধিকার। বৎসরের পর বৎসর শরীর অবশ্যই ক্ষয় হইতেছে। আমরা যদি কেবল শরীর লইয়া থাকি শারীরিক জীবন যাপনেই নিরত রই, পুরাতন বর্ষ যেমন আসিয়া চলিয়া গেল, শেষ হইল, আমাদিগের জীবনও এইরূপ শেষ হইবে, মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে।

কিন্তু বাস্তবিক আমরা তো কেবল শারীরিক জীব নই, আমাদের আত্মার যে মৃত্যু নাই, আমাদের অমর জীবনের তো ক্ষয় নাই। তাই কালের ঘণ্টায় যেমন পুরাতন বর্ষের ক্ষয়ে নববর্ষের উদয় হইল, তেমনি আমাদিগের জীবনেও যেন পুরাতন শারীরিক জীবন ক্ষয় হইয়া নবজীবন, আত্মিক অমর জীবন অভ্যুত্থিত হয়।

এই বসন্তসমাগমে যেমন তরুরাজির পুরাতন পত্রাবলী শুষ্ক হইয়া ঝড়িয়া পড়িতেছে এবং তাহার স্থানে নবপত্র নবপল্লব অঙ্কুরিত হইয়া তরুকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিতেছে, আজ নববর্ষ-সমাগমেও আমাদিগের জীবনবৃক্ষও সেই ভাবে নবজীবন লাভে ধন্য হউক, নববিধান সাজে সুসজ্জিত হউক।

আমরা কেবল শারীরিক জীবন যাপন করিতে দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, আহার, বিহার, শিক্ষা, উপার্জ্জন, ব্যবসায় বাণিজ্য, "আমি" "আমার" লইয়া দিন কাটাইতে আমরা এ দেহ পুরবাসে আসি নাই, এ জীবন পাই নাই। আমরা ইহ জীবনে থাকিয়াই অমর জীবন লাভ করিব, এই শরীরে থাকিয়াই শরীর বিস্মৃত আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় জীবন

যাপনে ধন্য হইব, এই জন্যই আমরা এই অমর মানব-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিশেষ ভাবে এই জন্যই আমরা নববিধানে আহূত হইয়া সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা যে আমাদিগের মাতা পিতা এবং তাঁহারই পবিত্রাত্মজাত সন্তান সন্ততি আমরা, ইহা বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি।

আমরা আরো মার কৃপায় মার নববিধানের কৃপায় বিশ্বাস লাভ করিয়াছি যে, আমাদিগের অগ্রজ অমরাত্মা ভক্তবৃন্দ মার অখণ্ড সন্তানরূপে নববিধান মূর্ত্তিমান নবভক্ত অঙ্গে আমাদিগকেও একাঙ্গ এবং একাত্মা করিতেও তাঁহাদিগের স্বর্গীয় জীবন প্রভাব সঞ্চার করিতে মার অঙ্কে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

আমরা কেবল আমাদিগের নীচ আমিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিলে আমাদের এই শারীরিক জীবন হইতে আমরা নববিধানের নবজীবন ব্রহ্মানন্দময় নবশিশু-জীবন লাভের অধিকারী হইব।

অদ্যকার নববর্ষ দিনে সসতী নববিধানাচার্য্য যেমন পুরাতন গৃহ, পুরাতন ধন্ম, পরিহারপূর্ব্বক প্রধানাচার্য্য কর্ত্তৃক আচার্য্য-জীবনে অভিষিক্ত হইলেন এবং "ব্রহ্মানন্দ" নামে অভিহিত হইলেন, আমরাও যেন আজ তাঁহারই অনুগমনে তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে নববর্ষের নব-অভিষেক গ্রহণ করি।

পুরাতন বর্ষশেষে শ্রীঈশা যেমন শুভ শুক্রবারে আপন দৈহিক জীবন ক্রুশোপরি আহুতি দিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মনন্দন বলিয়া গৌরবান্বিত হইলেন, শিবভক্ত সন্ন্যাসিগণও যেমন সগোত্র ত্যাগ করিয়া শিব-গোত্রে প্রবেশের মহাব্রত গ্রহণ করিলেন; শ্রীব্রহ্মানন্দও যেমন এই নববর্ষদিনে নববিধান প্রেরিতগণকে এক অখণ্ড জীবন লাভের জন্য বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা, শুদ্ধতার পবিত্রব্রত দান করিলেন, আমরাও যেন আজ সেই ভাবে পুরাতন দৈহিক জীবন আহুতি দিয়া নববিধানের মহাব্রত চতুষ্টয় গ্রহণ করি ও নীচ "আমি" "আমার" যাহা কিছু সকলই পরিহার করিয়া, ভক্তগোত্রে নববিধানগোত্রে প্রবেশপূর্ব্বক নব-বিধান-জীবন প্রাপ্ত হইতে পারি, মা নববিধানবিধায়িনী জননী আমাদিগকে ইহাই আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সুনীতি।

অন্যের সম্বন্ধে সেই কারণে আনন্দিত হইবে যাহা নিজের সম্বন্ধে ঘটিলে আনন্দিত হও। যদি অপরের উন্নতিতে তোমার আনন্দ হয় তোমারও উন্নতি হইবে, যদি অন্যের পতনে তোমার আনন্দ হয়—তোমারও পতন অবশ্যম্ভাবী। যে কথা বলিলে অন্যের প্রাণে আঘাত লাগে এমন কথা কদাপি বলিবে না, তাহাতে পরে আপনাকেই কষ্ট পাইতে হইবে। কেন না নববিধান বলেন তাই আমি যে এক। কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে যেমন সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব হয়, তেমনি অন্যের প্রাণে যে আঘাত কর তাহা আপনাতেই প্রতিঘাত হইবে। মানব পরস্পরে একই দেহের অঙ্গরূপে গ্রথিত।

ভক্তগণের দেহান্তর গ্রহণ।

মানবের পুনর্জ্জন্মগ্রহণ-বাদ বা দেহান্তরগ্রহণ-বাদ আমরা বিশ্বাস করি না, তবে আমরা ইহা বিশ্বাস করি যে, পরলোকগত অমর সাধু আত্মাগণ যদিও দেহমুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে তাঁহাদের প্রিয়জন আত্মজনগণের দেহেই তাঁহারা অদেহী আত্মা-রূপে অবস্থান করেন। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে নয়, কিন্তু আত্মিক চরিত্ররূপে, তাঁহাদের দৈহিক আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় দেহ-ঘরে থাকিতে দিলেই তাঁহারা প্রীত হন। সাধু ভক্তগণ তো চিরকাল গৃহহীন, গৃহী ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে আতিথ্য দিয়া আদর অভ্যর্থনা করিলে তাঁহারা যেমন তুষ্ট হন, তেমনি সেই সাধু ভক্তগণের আত্মাও চান আমরা আমাদের দেহে, আমাদের গৃহ পরিবারে তাঁহাদিগকে সদা আদর অভ্যর্থনা করিয়া পরিপোষণ করি। নববিধান এই জন্য সাধু সমাগম নিত্য সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাসন্তী, পূর্ণিমা ও চড়ক পার্ব্বন।

হিন্দুধর্ম্মের সকল পর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করা যায়। চৈত্র মাসে শাক্তধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাসন্তী পূজা বা অন্নপূর্ণা পূজার আধ্যাত্মিক ভাব কি চমৎকার! অন্নদায়িনী স্বয়ং শক্তির নিকট যোগী মহাদেবও অন্নভিক্ষা করিতেছেন। বাস্তবিক ধর্ম্মজীবনের সকল প্রকার অন্নপান অন্নদায়িনী বিনা আর কে দিতে পারেন।

চড়ক-সন্ন্যাস যদিও এখন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের পর্ব্ব হইয়াছে, ইহার ভিতর আত্ম-গোত্র পরিত্যাগ করিয়া সকলে এক শিব-গোত্র গ্রহণে সন্ন্যাস সাধন এবং চড়কে বিশ্বরূপ ভগবানের নামে আত্মবলীদান সাধন ইহার আধ্যাত্মিক ভাব। যদি আমরা এই ভাব গ্রহণ করি এবং প্রকৃত ভাবে জীবনে সাধন

করি নিশ্চয়ই আমরা উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন লাভে ধন্য হইতে পারি। কেবল বাহ্য আচরণে বা কথায় মতে ধর্ম্ম না রাখিয়া জীবনে সাধন বিনা কোন ধর্ম্ম ভাবই আত্মার কল্যাণপ্রদ হয় না।

শিখধর্ম্মের বীজ মন্ত্র।

"এক ওঁকার সত্য নাম কর্ত্তা পুরুষ,
নির্ভয় ও নির্ব্বৈরের অকাল মূর্ত্তি,
অযোনী সম্ভং গুরুপ্রসাদি।"

ব্রহ্ম গুরু নানকের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন:— তিনি এক ওঁকার সত্যস্বরূপ কর্ত্তা পুরুষ, তিনি স্বয়ং নির্ভয় তিনি কাহারও ভয়ের কারণ বা শত্রু নহেন, তাঁহার মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, কেবল গুরুপ্রসাদে অর্থাৎ তাঁহারই কৃপাপ্রসাদে তাঁহাকে জানা যায়। শিখধর্ম্মাবলম্বীগণের এইটী বীজ মন্ত্র।

শিখধর্ম্মের জপমন্ত্র এই:—"আদি সচ্, যোগাদি সচ্, হ্যায়ভি-সচ্, নানকহোসিভি সচ্", তিনি আদিসত্য অনাদিসত্য, বর্ত্তমানে সত্য এবং নানক বলেন ভবিষ্যৎকালেও সত্য।

শিখধর্ম্মমতে এক ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও নিকট মস্তক অবনত করা নিষিদ্ধ, এমন কি পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইলে "সৎ শ্রী অকাল" এক ঈশ্বরই নিত্য সত্যরূপে গৌরবান্বিত হউন, এই বলিয়া পরস্পরকে অভিবাদন করিতে হয়। ব্রাহ্মগণও পরস্পরকে "ব্রহ্মণে নমঃ" ব্রহ্মকেই প্রণাম করি এই বলিয়া অভিবাদন করেন। হিন্দুর "নমস্কার", খৃষ্টানগণের "শুভপ্রাতঃ-কাল কামনা", মুসলমানের "সেলাম" সাধারণ অভিবাদন মাত্র; কিন্তু ঈশ্বরের নামে অভিবাদনই যে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের নিদর্শন তাহা বলা বাহুল্য।

শুভ শুক্রবার।

শুভ শুক্রবারে ব্রহ্মপুত্র শ্রীঈশা তাঁহার ধর্ম্মবিরোধিগণ দ্বারা ক্রুশে আহত হন। প্রাচীন য়িহুদীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, তিনি পুরাতন ধর্ম্মাভিমানী পুরোহিতগণের মৌখিক ধর্ম্মযাজনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বিশুদ্ধ নবধর্ম্মবিধান প্রচার ও ঘোষণা করেন এবং আরো বলেন যে ঈশ্বরকে কেবল জিহোভা বলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে স্তব স্তুতি করিলে কিম্বা মৌখিক প্রার্থনা করিলে হইবে না, ঈশ্বর যে মানবের স্বর্গস্থ পিতা, তাঁহার সহিত মনুষ্য সন্তানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, ইহাই জীবন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি প্রেরিত। তিনি ব্রহ্মনন্দন।

সাধারণতঃ পিতা যে জাতীয় পুত্রও সেই জাতীয় হন, সুতরাং ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করা এবং আপনাকে ঈশ্বর বলা একই ইহাই মনে করিয়া য়িহুদী ধর্ম্মযাজকগণ ঈশাকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়াও অভিযুক্ত করেন। ঈশা যোগসাধন দ্বারা বলেন, "আমি আমার পিতা এক, পিতার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা, পিতা যাহা বলান আমি তাহাই বলি, পিতার স্বর্গরাজ্য আমার রাজ্য, পৃথিবীতে আমি সেই স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিব" ইত্যাদি। এই সকল কথার আধ্যাত্মিক অর্থ না বুঝিয়া তিনি তখনকার রোমীয় রাজার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা করিতেছেন এই অভিযোগেও য়িহুদী পুরোহিতেরা তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইহারই ফলে শ্রীঈশাকে দুইটী চোরের সহিত ক্রুশাহত হইতে হয়।

ক্ষমার অবতার শ্রীঈশা কিন্তু তাঁহার প্রাণদণ্ড স্বর্গস্থ পিতারই ইচ্ছা অনুমোদিত বিশ্বাস করিয়া অবাধে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং যাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডদানে বিশেষ উদ্যোগী তাঁহাদিগের জন্য প্রার্থনা করিলেন "পিতা ক্ষমা কর কারণ ইহারা জানে না ইহারা কি করিল"।

তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে বিশেষভাবে জুডাস নামে একজন শত্রুগণের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দেন এবং তখন শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অস্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই!

শ্রীঈশা পিতৃ ইচ্ছায় আত্মসমর্পন করিয়া ক্রুশে আরোহণ করতঃ পার্শ্বস্থ বিশ্বাসী চোরকে আশা দিয়া বলিলেন "বিশ্বাসবলে তুমিও স্বর্গে আমার সহিত মিলিত হইবে," কিন্তু মহা ক্রুশ যন্ত্রণায় স্বয়ং অস্থির হইয়া একবার প্রার্থনা করেন, "পিতা পিতা তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে?" আবার আবলম্বে এই মানবীয় চাঞ্চল্য জয় করিয়া "পিতা তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই বলিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কথিত আছে তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহার দেহ প্রোথিত হইলে তিন দিন মধ্যে তাহা পুনরুত্থিত হয়। ইহা শারীরিকভাবে না হউক আধ্যাত্মিকভাবে এই মানবমণ্ডলীরূপ দেহে তাঁহার দেব-জীবন পুনরুত্থিত হইতেছে এবং যাঁহারা তাঁহার জীবন বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিবেন তাঁহাদিগের জীবনে যে তিনি নবজীবনে উজ্জীবিত হইবেন তাহা নিঃসন্দেহ। এই জন্যই এই দিন মানবের পক্ষে শুভদিন—শুভ শুক্রবার।

এই শুভ শুক্রবারের আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনা অতি গভীর। এ সংসারই তো বিপদ পরীক্ষা দুঃখরূপ ক্রুশময়, তাহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বলিয়া মানবাত্মা যদি বহন করেন সশরীরে তিনিও স্বর্গ-লাভ করিতে পারেন ইহাই শিক্ষা দিতে শ্রীঈশা ক্রুশে আত্মদান সম্ভোগ করিলেন। আমরা যেন শুভ শুক্রবারের এই শিক্ষা গ্রহণে ধন্য হইতে পারি।

প্রেমিক ভক্তদলের দীনতা।

মহাপ্রেমিক হাফেজ বলিলেন, "সখে! বিচিত্র সাহস যে হাফেজ ইহপরকালের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে তোমার পল্লীর ধূলি ব্যতীত অন্য কিছুই স্থান পায় না।"

হরি-প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ দন্তে তৃণ লইয়া নগরবাসীদের দ্বারে দ্বারে মধুমাখা হরিনাম বিলাইতে বিলাইতে কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো! মা বাপেরা, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর যেন শ্রীহরির শ্রীপদে আমার ভক্তি ও তাঁর নামে রতি হয়।" ব্রহ্মপুত্র শ্রীঈশা বলিলেন, "দীনাত্মারা ধন্য কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই, শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।" মহর্ষি শ্রীঈশা তাঁর প্রিয় শিষ্যবৃন্দকে সমবেত করিয়া নিজহস্তে তাঁহাদের পদ ধৌত করিয়া নিজ মস্তকের উত্তরীয় দ্বারা চরণধূলি মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন তিনি সকলের ভৃত্য হইবেন।" যুগধর্ম্ম বিধান প্রবর্ত্তক শ্রীনববিধানাচার্য্য আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমি হীন স্বভাব ও দীনমন পাইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভূমিষ্ঠ হইয়াই বুঝিলাম আমি দীন হীন," তিনি তাই আপনাকে সেবক বলিয়া পরিচয় দিলেন।

সত্যই হরিপ্রেমে মন মজিলে ঘটে ঘটে চিন্ময় হরিরূপ দেখিলে আর তো মস্তক উন্নত করা যায় না; কিন্তু কৈ, আমাদের সে দীনতা ও নবধর্ম্মসাধনে অনুরাগ? নানাপ্রকার ভোগবিলাসে ধনাভিমান, বিদ্যাভিমান এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মাভিমানে কি আমাদের মণ্ডলীগত জীবন জর্জ্জরিত হইতেছে না? আমাদের বালক বালিকাদের মধ্যে সরলতার পরিবর্ত্তে অকাল-পক্কতা, যুবক যুবতীদের মধ্যে দীনতা ও বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে রূপাভিমান ও বিলাসিতা কি প্রবল হইতেছে না? আমরা যদি আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বিবেকালোকে নিজ নিজ চরিত্র দর্শন করি তাহা হইলে লজ্জায় ঘৃণায় কি অধোবদন হইতে হয় না?

ভক্ত ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "নববিধানে যাহারা উচ্চ পদধারী তাঁহাদিগকে বলি যে, তোমরা দোষ সংশোধন করিয়া লও, তুমি বল ব্যভিচার পাপ, কিন্তু যদি কেহ স্ত্রী জাতির প্রতি একটু আসক্তি দেখায়, অধিক স্ত্রী জাতির নিকট থাকিতে চায়, আমি বলি কি ভয়ানক," ভক্ত কেশবচন্দ্রের জীবনে যে পবিত্রতার উচ্চ আদর্শ, তাহা কি আমরা গ্রহণ করিব না? "পুণ্য সমগ্র জাতিকে শ্রেষ্ঠ করে, পাপ যে কোন জাতির অধঃপতনের কারণ," মহর্ষির এই বাক্য কি আমরা কেবল অবহেলাই করিব? ভাই ভগিনী ও মাতাগণকে বলি, তাঁহারা জগন্মাতার মাতৃত্বের স্বর্গীয় ভাব, নিজ নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলুন। বালক বালিকাগণ স্বর্গের দেব শিশুদের মত সরল ও কাতর কণ্ঠে, মার গুণ গান করিয়া ও সরলতায় সুশীলতায় বৃদ্ধদের লজ্জিত করুন। যুবক বন্ধুগণ পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, মণ্ডলীকে উজ্জ্বল করুন। এস সকলে আমরা ঐ দেবদলের পদানুসরণ করিয়া সকলেই দীনতা ভূষণে ভূষিত হই এবং উচ্চ ধর্ম্মব্রত পালনে নিজ নিজ জীবন সার্থক করি। মঙ্গলময়ী মা আমাদের সহায় হউন।

ভক্তপদাবনত ভৃত্য—

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন।—৮

(সার সংগ্রহ)

নিয়োগ পত্রে যে ভার আছে তাহা উপহাসের বিষয় নয়। আমায় প্রতারণা করিবার বিষয় নয়। অত বড় প্রকাণ্ড ভার কি প্রকারে সম্পাদন করা হইবে? ঘটি হইতে জল ঢালিয়া তৃষ্ণা দূর করা যেমন সহজ, ইহাও তেমনি সহজ। অহঙ্কার হইল, বুঝি ভার ভার বহন করা হইল। অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নহে।

যখন ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করা গেল, পৃথিবীকে লওয়া গেল। ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করিলে ইহকাল পরকাল সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে আসিল, ভাবনা কি?

কাজ অত্যন্ত ভারি হইল, এ কথা শুনিয়া দয়াময় হাসিলেন, বলিলেন "আমি ভারের কাজ করিব।" যদি তিনি না করেন মৃত্যু।

এত বড় একটি সমাজ-সংস্কারের কার্য্য অনেক জ্ঞান চাই, বিদ্যা চাই, ধর্ম্ম চাই, এ সকল কথা কিছু নয়।

ফলতঃ প্রচার করিব না হয় মরিব—এই মূল কথা। এই প্রচার যত্ন সাধ্য নয় সহজ সাধ্য। যদি কেহ বলে তুমি তো ইহার উপযুক্ত নও। তোমার তেমন সাধন ভজন কোথায়? বিশ্বাস ভক্তি কোথায়? দেখিতেছি তোমার কুসংস্কার—অনেক।

উপর হইতে অমনি ইঙ্গিত হইল, "এ কথা ফাঁকি দিবার কথা, ত্রুটী বন্ধ করিবার কথা, এ কথায় কর্ণপাত করিও না, এই কথা বলিয়া কেবল ভীত করিতে চায়, বিদায় করিয়া দিতে চায়।"

মানুষের কথায় আমি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত আমি বুঝিতে চাই না। যদি অনুপযুক্ত হই—তবে আমার কি? নিয়োগ-কর্ত্তার দোষ।

বেদী হইতে আমি যাহা বলিব তাহাতে পৃথিবীর লোক সুখ্যাতি কি অখ্যাতি করিবে আমি তাহা চাই না। আমি উপাসনার বীজ রোপণ করিব, কে জানে তাদের ফলাফল। পাপীর যাহাতে পরিত্রাণ হয়, আমি সেই উপাসনা বিতরণ করিতে চাই। এ সকল কথার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের উত্তর আছে। ইহার উত্তর ভবিষ্যতে লোকে বুঝিবে।

যোগ্যতার কথা যখন হইল, তখন বলিতে পারি একটি যোগ্যতা আছে এবং সেই যোগ্যতাতেই মনের আনন্দ। কি বিষয়ে? না আমি ভালবাসি।

যে ভালবাসে সেই চাকর হয়। ভৃত্য হইলেই ভাল-বাসিতে হয়। লোক ভৃত্যকে ভালবাসে, ভৃত্যও প্রভুকে ভাল-বাসিয়া থাকে।

সময়ে সময়ে ভাবি আর মনকে বলি, মন, তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি তুমি কি ভালবাসিয়া মরিতে পার? ভালবাসিয়া মরিতে পা'র এ জ্ঞানটুকু, কিন্তু বিলক্ষণ উজ্জ্বল আছে।

শত্রু আক্রমণ করিলে, কোটী কোটী লোক আক্রমণ করিলে খড়্গাঘাতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেও প্রগাঢ় প্রাণের ভালবাসা যায় না।

প্রগাঢ় ভালবাসার মধুরত্তা কি, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি।

আজ একটী ভিতরের কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তাঁহার অপেক্ষা অন্য লোককে ভালবাসি। আমার পূর্ব্ব বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথার মিল হইল। আমি ভালবাসার সময়ে আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলে যাই। আমার আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়।

পরকে ভালবাসিতে গিয়া আমার হৃদয় সর্ব্বদা ভালবাসার দ্বারা উৎপীড়িত। আমার এ ভালবাসাকে গুণ বল আর স্বভাব বল, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, কিন্তু এ ভালবাসাকে আমি চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করি নাই। আমি এ ভালবাসা মনের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছি।

ভালবাসিয়া পরের ভৃত্য হইলাম, অপরকে ভাই বলিলাম এখন আর ছাড়িতে পারি না, এখন আর উপায় নাই। কাট আর মার যাই কর, কাছে থাকিতেই হইবে।

যদি তোমরা অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পার ঐ অমুক ব্যক্তি কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, আমি সকলের আগে গলায় বস্ত্র দিয়া তাঁহার পূজা করিব, তাঁহাকে ঈশ্বরের চিহ্নিত জানিয়া তাহাকে আপন বেদীতে বসাইব।

কিন্তু ভাই তোমরা একটী কাজ করিও, আর একজন যে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, তাঁহাকে আনিও। আমি সরল মনে বলিতে পারি আর কেহ নাই যে আমার মত তোমাদিগকে ভালবাসে।

যত দিন তেমন লোক দেখিতে না পাইব, শরীরে যত দিন রক্ত আছে, ততদিন দস্যুর হাতে রাক্ষসের হাতে প্রিয় ভাই ভগিনীগণকে সমর্পণ করিব না।

আমা অপেক্ষা বা আমার সমান একজন লোক ভালবাসে বলিয়া দাও, দেখ, আমি তাহাকে সমুদায় ভার দিই কি না?

আমি তোমাদের নিকট অন্ন বা অর্থ চাই না, তোমাদিগের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিবে, প্রচারকগণ এবং তাঁহাদিগের পরিবারের মুখে যদি অন্ন না জোটে তবে কাঁদিবে এমন একজন চাই।

যদি কেহ বিদারণ করিয়া দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে আমার অস্থির মধ্যে শোকের চিহ্ন আছে কি না?

প্রাণেশ্বর যদি বলেন অমুককে তোমার স্থানে প্রেরণ করিলাম অমনি আমার জীবন শেষ হইবে, প্রাণত্যাগ করিব, আমার কাজ কর্ম্ম ফুরাইবে। আর একজন আমার ভাই ভগিনীদের জন্য কাঁদে। ইহা বুঝিলেই আমার সমুদায় কর্ম্ম শেষ হইল।

দেখ, আমার এ পৃথিবীতে জমিদারী নাই আমি বিষয় কার্য্য করিতে কার্য্যালয়ে যাই না। আমি যখন বসিয়া থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগিনী কে কোথায় রহিলেন তাহার কি অবস্থা হইল, কেবল এই ভাবি। আমার ভাবিবার বিষয় আর কি আছে? আমার আর কোন বিষয়ও নাই সম্বলও নাই, বল চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়া কি করি?

কেবল আমার হৃদয়ের পুতুলগুলিকে সাজাই, কাপড় পরাই প্রাণের ভিতরে লইয়া তাহাদিগকে সেবা করি। আমার রত্ন আমার মাণিক বন্ধুগণ।

রাত্রি দুই প্রহর হইল একটা বাজিয়া গেল, বন্ধুগণকে তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা হয় না, মনে হয় একাকী কি প্রকারে থাকিব?

ঈশ্বর আমাকে বন্ধু দিয়াছেন, আমি যখন তাঁহাদিগকে ভাবি আমার মনে কত আনন্দ হয়, আমি কাহাকেও বলি না। তাঁহারা দুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাঁহাদের ভাবনা ভাবিয়া কত আনন্দ হয় কত সুখ পাই!

অন্য লোকের কষ্টে আমার কষ্ট, অন্য লোকের সুখে সুখ, এই আমার সুখ এই আমার কার্য্য। এইজন্য এখনও আছি, এইজন্য এখনও থাকিব। সকলে বলুন আর না বলুন সেবা করিব এই ঈশ্বরের আজ্ঞা।

বিবাদ করিতে চাও কর, আমি মনকে কখনও ঠকাতে দিব না, কেন না আমার এ কথাতে তর্ক বিতর্ক আসিতে পারে না।

কি সম্পর্কে আমি কার্য্য করিব—একজন ভালবাসে এই সম্পর্কে। কেহ অহঙ্কারী বলিতে চাও বল, তবু এ কথা বলিতে ছাড়িব না। আমার ঘরের কথা, আমার ঈশ্বরের সঙ্গে কথা, তাই এই কথা বলিলাম।

স্বর্গীয় ষষ্ঠিদাস মল্লিক।

[বাঁকিপুর ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় শ্রদ্ধেয় ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবেদন]

(রবিবার, ১লা মার্চ্চ, সায়ংকাল, ১৯২৫ খৃঃ)

বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজের একজন অতি পুরাতন শ্রদ্ধাস্পদ সভ্য, আমাদের অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধু এবং অগ্রজ, ভাই ষষ্ঠিদাস মল্লিক, অশীতি বৎসর বয়সে, বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার, ১৯২৫, তারিখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। যতদিন শরীরে শক্তি ছিল তিনি অতি নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত এই মন্দিরের সামাজিক উপাসনাদিতে এবং যথাসাধ্য মণ্ডলীর অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতেন। কখন কখন সাধ্যের অতীত হইলেও সকল ক্লেশ অস্বীকার করিয়া তিনি মণ্ডলীর সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছেন। এই উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার সেই স্থানটী আজ শূন্য হইল, সেই শান্তমূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টির অন্তরাল হইল।

ইঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সবিশেষ আমি জানি না, তবে বহু বৎসর তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা থাকায় তাঁহার মুখে এবং অন্যত্র যাহা শুনিয়াছি ও জানিয়াছি তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার জীবনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভাই ষষ্ঠিদাসের জন্মভূমি বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। বৈষ্ণব-কুলে তাঁহার জন্ম; তাঁহার পিতা ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার মাতাও ভক্তিমতী ও নিষ্ঠাবতী ছিলেন। প্রতিকূল অবস্থার জন্য তিনি ভাল শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই এবং দারিদ্র্যের তাড়নায় অল্প বয়সেই তাঁহাকে রেলওয়ে বিভাগে সামান্য একটী চাকরী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সামান্য শিক্ষা সত্ত্বেও তিনি অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং নিষ্ঠা দ্বারা নিজ বিভাগের কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন এবং নানাস্থানে বদলী হইয়া অবশেষে দানাপুর টেলিগ্রাফ বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়া যশের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং তৎপরে কার্য্য হতে অবসর লইয়াছিলেন। মুঙ্গেরে আচার্য্যপ্রমুখ ভক্ত ও প্রচারকগণ যখন ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির প্রবাহ আনয়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভাই ষষ্ঠিদাস মুঙ্গেরে কিম্বা জামালপুরে কাজ করেন। তখন হতে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং তাঁহার মন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার যোগ ঘনীভূত হয়। স্বর্গীয় ৺পূর্ণকৃষ্ণ পাল মহাশয় ধর্ম্মে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার অন্তরঙ্গ সহযোগী ছিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মজীবনের তিনটী কথা আমার অন্তরে মুদ্রিত আছে। প্রথম, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভাবস্থায় বৰ্দ্ধমানের একটী উদ্যানে একদিন তিনি বসিয়াছিলেন; এই সময়ে হঠাৎ তাঁহার অন্তরের এক অপূর্ব্ব এবং অভাবনীয় পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ লীলাময় পরমাত্মার অহৈতুক আবির্ভাবে তাঁহার অন্তর বাহির আনন্দ এবং আলোকে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তিনি স্বর্গের আনন্দে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন।

একদিন আমাদের নিকট তাঁহার জীবন-ভাগবতের ভগবৎ-লীলার এই কাহিনীর সাক্ষ্যদান করিতে করিতে তিনি ভাবাবেগে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছিলেন। এই ঘটনাতে তাঁহার অন্তরের এবং জীবনের যে একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইয়াছিল, লীলাময় শ্রীহরির এই আত্মপ্রকাশের ধারা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতভাবে যে তাঁহার সমগ্র জীবনে এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার নিত্য উপাসনা ও কাজ কর্ম্মকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং জরা মৃত্যুর মধ্যেও তাঁহার অন্তরে আরাম শান্তি ও প্রসন্নতা বিধান করিয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবৎ প্রেমলীলার শক্তি অবিনশ্বর। মেঘ আসে বটে হৃদয় আকাশ কিন্তু তাহা প্রেমের পূর্ণচন্দ্রকে ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্ন করে মাত্র প্রেমের চন্দ্র যেমন তেমনই থাকে। শ্মশানঘাট মহর্ষির জীবনে এইরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল এবং আদিকাল হইতে সকল বিশ্বাসী ভক্তের জীবনেই এইরূপ ভগবৎলীলা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন কি কেহ অন্তরে বিশ্বাস ভক্তি এবং জীবনে মুক্তিলাভ করিতে পারে? সেই আদিকাল হইতে সকলের জীবনেই ভগবৎ-লীলার একই বার্ত্তা। একই সৎস্বরূপের অগণ্য প্রতিবিম্ব, একই অনাহত বাণীর অগণ্য প্রতিধ্বনি, একই সুরলহরীর অগণ্য তান লয়, এই বিশ্ব ভাগবতে সকল ভক্ত বিশ্বাসীর জীবনে প্রকাশিত। এই ঘটনাসূত্রে ভাই ষষ্ঠিদাসের অধ্যাত্ম জীবন উদ্বুদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা—পরীক্ষা এবং ভক্তিবিশ্বাসের জয়। একদিন ভাই ষষ্ঠিদাস রেলে দানাপুর হইতে বাঁকিপুর আসিতেছিলেন। চলন্ত গাড়ী হইতে নামিতে গিয়া তিনি প্লাটফরম ও চাকার মধ্যস্থলে পড়িয়া যান, তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয় এবং পদদ্বয় ভগ্ন হয়। যখন তিনি রেলগাড়ীর নীচে পড়িয়াছিলেন এবং প্রায় তাঁহার উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহার মনের অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি সচেতন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে একটুও মৃত্যুভয় হয় নাই; প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন এবং "মা, মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিলেন, মা'র সান্নিধ্য এবং অভয়দান অনুভব করিতেছিলেন। এইরূপে ভক্তি বিশ্বাসের দ্বারা মৃত্যু পরীক্ষাকে তিনি জয় করিয়াছিলেন।

হাঁসপাতালে থাকিয়া তাঁহার সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সেবা ও শুশ্রূষায় তিনি জীবন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই আহত পদদ্বয় প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তিনি পঙ্গু হইয়া পড়িলেন। ইহা সত্ত্বেও বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি জীবনের সকল কর্ত্তব্য ও মণ্ডলীর সহিত সকল বিষয়ে যোগ রক্ষা অক্ষুণ্ণভাবে করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য সকল সাধক হৃদয়ঙ্গম করিবেন। ঘোর পরীক্ষায় বিশ্বাস ভক্তি জয়যুক্ত না হইলে জীবনে মুক্তি বা সিদ্ধি লাভ হয় না। ইহার পরেও তাঁহাকে নানাপ্রকার অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। আমি সাক্ষ্যদান করিতে পারি সকল পরীক্ষাতে তাঁহার বিশ্বাস জয়যুক্ত হইয়াছিল।

তৃতীয়—জরা মৃত্যু ও অন্তিমকাল। শেষ জীবনে বার্দ্ধক্য এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি জরাগ্রস্ত ও অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে অনেক শোক তাপ এবং পরীক্ষাও সহ্য করিতে হইয়াছিল, সকলই তিনি বিশ্বাসের সহিত বহন করিয়াছিলেন; কখনও তাঁহাকে কাতর দেখি নাই। যখন যে সন্তাপ পরীক্ষা আসিয়াছে তিনি বিশ্বাস এবং ধর্ম্মবলে তাহার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ রোগশয্যায় যতবার তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি, সকল সময়েই তাঁহার বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়াছি; ঘোর পরীক্ষার মধ্যেও তাঁহাকে প্রসন্নচিত্ত দেখিয়াছি, কখনও অপ্রসন্ন দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি বেশ আছি আমাকে কিছু ভাল কথা বলুন" তিনি বিশ্বাসের সহিত অন্তিমকালের জন্য

প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে একটী আকাঙ্ক্ষা তাঁহার দেখিতে পাইতাম, ইহা ধর্ম্মান্দ্র ও প্রসাদ্রর জন্য। এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া, প্রসন্ন বিশ্বস্ত ও আশ্বস্তচিত্তে তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন। বিশ্বাসী ভক্তবৎসল হরি তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই চরিতার্থ করিয়াছেন। চিদানন্দধামে অন্তরঙ্গ সাধকদলের সঙ্গে অবশ্যই তাঁহার আত্মা এখন কৌতূহল আগ্রহ আনন্দ এবং অনুরাগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

তিনি নববিধান-বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই যুগধর্ম্ম বিধানের তিনি একজন নিষ্ঠাবান এবং অকৃত্রিম ব্যক্তি। গয়াতে ভক্তিভাজন ভাই স্বর্গীয় হরসুন্দর বসু মহাশয়ের নিকট তিনি নববিধান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ভক্তিভাজন স্বর্গীয় ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয় এবং অন্যান্য প্রেরিত নববিধান প্রচারকদিগের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ যোগাযোগ এবং অনুগতা ছিল। শ্রীআচার্য্যদেবকে এবং ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে তিনি প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। ভক্তে ভক্তি এবং আনুগত্য তাঁহার প্রকৃতির একটী বিশেষ ভাব ছিল। যখন প্রকাশচন্দ্র বাঁকিপুরে আসেন এবং বিধাতা যখন তাঁহাকে মধ্যবিন্দু করিয়া এই বাঁকিপুর পুনর্গঠন করেন এবং একটি নববিধান-বিশ্বাসী দল রচনা করেন, তখন ভাই ষষ্ঠিদাস সেই দলের একজন ছিলেন। সে সময়কার স্মৃতি অতি মধুর; সকলে মিলিয়া যেন একটী সুখের পরিবার গঠিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে ভাই ষষ্ঠিদাসের উপাসনা নিষ্ঠা এবং নববিধানে ভক্তি ও বিশ্বাস পরিণত এবং পরিপক্ক হইয়াছিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি জীবনে এ সকল সাধন করিয়া তাহার সাক্ষ্যদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে স্বাভাবিক অনেক বিশেষ সদ্‌গুণ ছিল। তিনি সত্যপ্রিয় ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন, কাহাকেও ভয় করিতেন না। ঘর সংসার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুশৃঙ্খল রাখিতেন। ফুল ভালবাসিতেন; পঁগোলে একটী কমল সরোবর করিয়াছিলেন এবং যখন যেখানে থাকিতেন সুন্দর সুন্দর ফুল শোভিত একটু বাগান করিতেন। তিনি বড় অতিথিপরায়ণ ছিলেন; তাঁহার গৃহদ্বার অতিথি বন্ধু বান্ধব সাধু সজ্জনদিগের সমাগমের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত এবং শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত তিনি সকলের সেবা করিতেন। তিনি দয়াবান ও পরোপকারী ছিলেন এবং যেমন ঈশ্বরকে তেমন মানুষকেও বিশ্বাস করিতেন। এ জন্য কখন কখন তিনি বিপন্ন হইয়াছেন। প্রায় সমগ্র জীবন তাঁহাকে দারিদ্র্য সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা তাঁহার ধর্ম্মজীবন এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি গভীরতর করিয়াছিল।

আমরা আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে আমাদের প্রিয় ভাই ষষ্ঠিদাসের পরলোকগত আত্মাকে মিলিত অন্তরে শ্রদ্ধা অর্পণ করি এবং ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করি তিনি তাঁহার আত্মাকে স্বর্গধামে গৌরবান্বিত করুন, পূর্ণ আনন্দ ও শান্তি বিধান করুন। যে দেবদলের সঙ্গে তিনি আজ মিলিত তাঁহাদের সকলকে নমস্কার করি। সর্ব্বোপরি সেই লীলাময় ভক্তবৎসল পরম দেবতাকে ভক্তি ও অনুরাগের সহিত আমরা সকলকে আজ বার বার প্রণাম করি।

সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের জন্য।

কোর্-আনের সুরা।

[আম পারণ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(ক) সুরা-ফাতেহা (আরম্ভ)

বিস্মেল্লাহের্রহ্মানির্রহিম।

বিস্ম=নামের সহিত। রহ্মান=দাতা। রহিম=দয়ালু।

দাতা দয়ালু ঈশ্বরের নামের সহিত (আরম্ভ)।

১। আল্ হাম্দো লিল্লাহে রব্বেল্ আলামীনা।

অল্=সমস্ত। হাম্দ=প্রশংসা। ল=জন্য। রাব্=প্রতিপালক। আলমীন=সমস্ত জগৎ।

সমস্ত প্রশংসা জগতের প্রতিপালক পরমেশ্বরের জন্য।

২। র্রহমানির্রহীম।

যিনি দাতা এবং দয়ালু।

৩। মালেকে ইয়াওমেদ্দীন।

মালেক=কর্ত্তা। ইয়াওম=সময়। দীন=বিচার।

যিনি বিচারের দিনের কর্ত্তা।

৪। ঈয়াকা না'অ বো দো ও-আ ঈয়াকা—নাস্তা-ঈনো।

ঈয়াকা=তোমারই। না আ বো দো=দাসত্ব করি। নাস্তা-ঈনো—সাহায্য ভিক্ষা করি।

আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি, ও একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

৫। এহ্‌দেনাস্ সেরাতাল্ মুস্তকীমা।

এহ্‌দেনা=আমাদিগকে চালাও। সেরাত=পথ। মুস্তাকীম=সরল।

আমাদিগকে সরল পথে চালাও।

৬। সেরাতল্ লাজীনা আন্ অ মতা আলায়হিম।

লাজীন—তাহাদিগের। আন্-আম্তা=অনুগ্রহ করিয়াছ। আলায়হিম=যাহাদিগের উপরে।

তাহাদিগের পথে চালাও যাহাদিগের উপরে তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ।

৭। গয়্‌রেল মাগ্‌জুবে আলায়হিম্ ও-আ লাদ্ দাল্লীন।

গয়্‌র=ব্যতীত। মগ্‌জুবে=ক্রোধে পতিত। লা—না। দাল্লীন—পথভ্রষ্ট।

কিন্তু যাহারা তোমার ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্ট, তাহাদের পথে নহে।

(খ) সুরা এখলাস্ (ঈশ্বরের একত্ব ঘোষণা)।

বিস্মেল্লাহে র্‌রহমানে র্‌রহিম।

১। কুল্ হু-বা ল্লাহো আহাদ্।

কুল্—বল। হুবা—তিনি। আহাদ্—এক।

২। আল্লা হোস্ সামাদ্।

সামাদ্—নিষ্কাম-নিরপেক্ষ।

আল্লা সর্ব্বনিরপেক্ষ অথচ সকলের আশ্রয়।

৩। লাম্ ইয়ালিদ্ ও-আ লাম্ ইয়ুলাদ্।

লাম—না। ইয়ালিদ্ —জন্ম দেন। ও-আ—এবং। ইয়ুলাদ্—জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার ঔরসে কেহ জন্মগ্রহণ করেন না, এবং তিনি কাহারো ঔরসে জন্মগ্রহণ করে না।

৪। ও-আ লাম্ ইয়াকুল্ ল্লাহু কুফু-বান্ আহাদ্।

ও-আ—এবং। লাম্ ইয়াকুন্—হয় নাই। লাহু—তাহার জন্য। কুফু—সমতুল্য। আহাদ্—কেহ।

তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই।

(গ) সুরা আছর (অপরাহ্ণ)।

বিস্মেল্লাহির্‌রহমানের্‌রহিম।

১। ও-আল আস্‌রে।

ও-আ—সাক্ষ্য বা শপথ। আসর—সময়। অপরাহ্ণের নমাজের সাক্ষ্য।

২। ইন্নাল্ ইন্‌সানা লাফী খুস্‌রিন্।

ইন্না—নিশ্চয়। ইন্‌সান—মানুষ। ল—জন্য। ফী—মধ্যে। খুসর—ক্ষতি।

নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে।

৩। এল্লাল্ লাজীনা আমানু ও-আ আমেলুস্ সালেহাত্তে ও-আ তাবা-সাবা বেল্ হক্কে ও-আ তাপ সাবা বেস্ সাব্‌রে।

এল্লা—ব্যতীত। ল্লাজীনা—যাহারা। আমানু—(একেশ্বরে) বিশ্বাস করে। আমেলু—করিয়াছে। সালেহাতে—সৎকর্ম্ম সকল। তাবাসাও—পরস্পরকে উপদেশ দেয়। বে—দিকে। হক্কে—সত্যের। সাব্‌রে—ধৈর্য্যধারণে।

তাহারা ব্যতীত যাহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া থাকে এবং পরস্পরকে সত্যের দিকে উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্য্যধারণে উপদেশ দেয়।

ঋগ্বেদীয় সূক্ত।

ঋগ্বেদীয় সূক্ত মাত্রেরই একজন ঋষি বা দ্রষ্টা আছে আর একটি অথবা ততোঽধিক দেবতা আছে। ঋষি কি? দেবতাই বা কি? "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ। যা তেনোচ্যতে সা দেবতা" (বৈদিক অনুক্রমণিকা) "যাহার বাক্য সে ঋষি, সে যাহা বলে তাহা দেবতা"। অগ্নি-বায়ু প্রভৃতি ঋগ্বেদের দেবতা। অগ্নি অর্থ কি? ঋগ্বেদের সময় ধাতু হইতে শব্দের উৎপত্তির সময়, এবং শব্দ সকল যৌগিক অথবা ধাতুগত (radical) অর্থেই ব্যবহৃত। ধাতুসকল আদিতে স্থূল বাচী ছিল। প্রকাশার্থক 'অঞ্জ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অগ্নি শব্দের প্রথম অর্থ বাহ্য জড় অগ্নি। স্থূল বাচী গমনাগমনার্থক 'অত' ধাতু নিষ্পন্ন বায়ুবাচী আত্মা শব্দের ন্যায় উপমিতি বলে আলোকবাচী অগ্নি শব্দ ও ঐশ্বরিক জ্যোতির প্রতি প্রযুক্ত। কোরাণে যেমন "নুরিন্ মিন্ রব্বেহি" (সুরা জুমার) "পালনকারী ঈশ্বরের জ্যোতির" কথা আছে, অথবা কলেমাতে যেমন "নূরাঁইয়ৎদেল্লাহো" "তুমিই জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর," ঋগ্বেদেও সেইরূপ 'অগ্নি' অর্থ "জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর" অথবা "অগ্রনয়নশীল পরমেশ্বর"। উপনিষদের প্রার্থনা "তমসো মা জ্যোতির্গময়"। তাহারই যেন প্রতিধ্বনিরূপে কোর্‌আনেও বলা হইতেছে :—"ইয়ুখ্‌রেজুহুম্ মিনাজ্ জুলুমাতে এলান্নুরে" (সুরাবকর)—"ঈশ্বর অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান।"

আর একটি কথা ও বেদের পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে। বেদের সময়ে লিখিত অক্ষর আবিষ্কৃত হয় নাই। তখন ভৌতিক অগ্ন্যাদি সঙ্কেত দ্বারা (object lesson) পরবর্ত্তী এবং দূরবর্ত্তীদিগকে আত্মিকতত্ত্ব বুঝাইতে হইত। অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দৃশ্য জড় অগ্নি পরমেশ্বরের জ্যোতির (নূর) দ্রব্য প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত (বেদমাতা ১-১৯)। সেই সঙ্গে কল্পনার তুলিতে অধ্যাস বলে পরমাত্মার মহিমাও কথঞ্চিৎ পরিমাণে দৃশ্য জড় অগ্নিতে আরোপিত হইত। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

"মার অনুগ্রহ"—বাল্যকালে ধর্ম্ম-শিক্ষা ও নীতি রক্ষা।

হিন্দু শাক্ত-পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা মাতা বড়ই নিষ্ঠাবান নিষ্ঠাবতী দুর্গাভক্ত ছিলেন। পিতৃদেব অতিশয় বিশ্বাস ভক্তির সহিত প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন। হিন্দুর বার মাসে যে তের পার্ব্বণ সাধন তা যে রকম করে হোক তিনি করিতেন। এমন কি অর্থাভাব হলেও বিশ্বাস করে পূজা করতেন। আচার্য্যদেবের আশ্চর্য্যগণিত সাধনের ভাব এবং পরমহংসদেবের শক্তি-পূজা সাধনের ভাব অনেক পরিমাণে তাঁর ভিতর ছিল। দেখেছি চারি আনা হাতে পেলেই শতাধিক টাকার ব্যয়সাধ্য দুর্গোৎসব আরম্ভ করে দিতেন, আশ্চর্য্যরূপে তা সম্পন্নও করতেন।

এমন শাক্ত পিতা মাতার সন্তান হয়ে অতি শৈশবে বৈষ্ণবের হরিভক্তি সাধনের ভাব কেমন করে আমার প্রাণে সঞ্চার হল, বলিতে পারি না। তুলসীতলায় হরিনাম করা, হরির লুট

* "Association of ideas".

দেওয়া, হরিসাধন করা বাল্যকালে আমার দৈনিক ধর্ম্ম হয়েছিল।

আবার দুর্গোৎসব উপলক্ষে নিষ্ঠার সহিত কাপড় ছেড়ে ঠাকুরের ফুল তোলা, স্নান করে নৈবেদ্য করা, পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তবে আহার করা ও প্রায় সমস্ত রাত্রি জেগে জাগপ্রদীপ দেখা, ইহাও আমার বাল্যকালের ভক্তিসাধনের অনুষ্ঠান ছিল। যাহোক পরিণামে শাক্ত বৈষ্ণব দুই ধর্ম্মের মিলন-বিধান যে নববিধান, তারই আশ্রয়ে মা আন্‌বেন বলে বোধ হয় তার পূর্ব্বাভাস এই বাল্যজীবনেই দেখিয়েছেন, ইহা কি মার অনুগ্রহ নয়?

প্রথম বয়সে বিদ্যালয়ের যে সকল বাল্য সহচরদের সঙ্গে বাস কর্‌তে হয়, তাদের নৈতিক জীবন বড় ভাল ছিল না। তাদের সঙ্গে পড়ে কিছু কিছু দুর্নীতি শিক্ষা যাই আরম্ভ হয়, অমনি মার অনুগ্রহে অন্যত্র শিক্ষা লাভের জন্যে যাওয়া হল। আবার সেখানেও যেমন দুর্নীতির প্রলোভনে পড়িয়াছি, আশ্চর্য্য অলৌকিকরূপে মা স্বয়ং হয় হাতে ধরে, নয় রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়ে, নয় পারিবারিক অশান্তি অকল্যাণের ভয় দেখিয়ে আমাকে প্রলোভন থেকে, পতন থেকে রক্ষা করিয়াছেন। ধন্য মার অনুগ্রহ।

একবার আমার কোন নিকট আত্মীয় আমাকে না জানিয়ে আমাকে এক জঘন্য স্থানে নিয়ে যান। কোন ভদ্রলোকের বাড়ী মনে করে আমি সেখানে যাই, একটু থেকেই আমার ঘুম আসে, স্ত্রীলোকের কথোপকথন শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায়। অতি শৈশবকাল থেকে স্ত্রীলোকদিগের ছেঁড়া চুল ও দীর্ঘ কেশে নারকেল তেলের গন্ধ স্বভাবতঃই আমার অসহ্য ও বড়ই ঘৃণার্হ, তাই এক ঘরে স্ত্রী পুরুষ একত্রে বসে, দেখেই কেমন বিরক্তি এলো, ঘর থেকে বের হয়ে আমি পলাইয়া এলাম। আত্মীয়ের মনিবের কাছে সব কথা বলে দিলাম। আত্মীয়ের আশ্রয়ে থেকেই তখন লেখা পড়া শিখছিলাম। আমার কথায় মনিবের কাছে আত্মীয় যথেষ্টই তিরস্কৃত হলেন, বোধ হয় কাজেও কিছুদিন বরতরফ হলেন। কাজেই অচিরে আমারও উপর তিনি বিরক্ত হয়ে সাহায্য বন্ধ করলেন। যাহোক আমি কিন্তু মার অনুগ্রহে দুর্নীতির সঙ্গ থেকে রক্ষা পেলাম।

অনুগৃহীত।

—•—

গাজীপুর নববিধানসমাজের উৎসব।

কলিকাতা হইতে দুই দল যাত্রী গত ১২ই মার্চ্চ গাজীপুর গমন করিয়া ব্রহ্মভক্ত স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায় মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গাজীপুর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটী প্রাচীন সহর। ব্রহ্মভক্ত নিত্যগোপাল রায় মহাশয় ব্রাহ্ম-জগতের বিশেষ পরিচিত। স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর আহ্বানেই যাত্রীদল আগমন করিয়া ঐদিন হইতেই উপাসনাদি আরম্ভ করেন। বিশেষ ভাবে ১৩ই মার্চ্চ হইতে ১৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৪ দিন উৎসবের কার্য্য হয়। ১৩ই মার্চ্চ, শুক্রবার—প্রাতে নিত্য-গোপালের দৈনিক সাধনার দেবালয়ে উপাসনা ও সায়ঙ্কালে গাজী-পুর ব্রহ্মমন্দিরে আরতি ও সংক্ষিপ্ত উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথ-লাল সেন সম্পন্ন করেন, ইহাতে কয়েকজন বাঙ্গালী ও এদেশ-বাসী যোগ দেন। মহিলা ৪।৫টী ছিলেন। ১৪ই মার্চ্চ, শনিবার—প্রাতে ঐ দেবালয়ে উপাসনা এবং সায়ংকালে নিত্যগোপাল ভবনেই সাধু-সম্মিলন হয়। প্রথমে সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্গীত হইলে স্থানীয় ২টী বাঙ্গালী বাবু নিত্যগোপাল বাবুর সাধুচরিত্রের বিষয় কিছু কিছু বলেন। এখানকার বাঙ্গালীগণ নিত্যগোপাল বাবুকে একনিষ্ঠ ব্রহ্মভক্ত সদাচারী সত্যপরায়ণ এবং বাঙ্গালীদিগের নেতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহার পরলোক গমনে গাজীপুরের তো যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বাঙ্গালীদিগের এবং তাঁর অভাব সকলেই অনুভব করিতেছেন।

১৫ই মার্চ্চ, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ভাই প্রমথলাল বাঙ্গলাতে ও সায়ংকালে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দিতে উপাসনা ও বাঙ্গলাতে আত্ম নিবেদন করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রহ্মমন্দির প্রাঙ্গণে ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ হিন্দিতে ভজন করেন। আজ দুই বেলাই হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীগণ উপাসনাদিতে যোগ দেন। ১৬ই মার্চ্চ, সোমবার—সায়ংকালে নিত্যগোপাল ভবনে ব্রাহ্মিকা-উৎসব হয়। সংকীর্ত্তনে ব্রহ্মোপাসনা ও ডাক্তার কামাখ্যা বাবু বৌদ্ধ ভিক্ষুণী পটাধারীর অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী বর্ণনা করেন। অনেকগুলি হিন্দুমহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়া সংকীর্ত্তনে-উপাসনা শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করেন। ১৭ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার—প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিত্যগোপাল ভবনে যাত্রীদল উপাসনা ও সকাতরে প্রার্থনা করিয়া, রাত্রি ১টার গাড়ীতে বৌদ্ধ-তীর্থ সারনাথ দর্শনার্থে যাত্রা করেন। এই কয়দিন নিত্যগোপাল বাবুর সহধর্ম্মিণী যাত্রীদিগের সকল প্রকার সুব্যবস্থা ও স্বয়ং সেবাদি করিয়া যাত্রীদলকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "স্বর্গীয় নিত্যগোপাল বাবুর পরলোক প্রাপ্তির পর এবারই জমাটভাবে ব্রহ্মোৎসব হইল।" এই উৎসবে কলিকাতা হইতে ভাই প্রমথলাল, ডাক্তার কামাখ্যানাথ ও সেবক অখিলচন্দ্র রায় ও ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ এবং বাবু বিষ্ণুপদসী ভাগলপুর ও লাহিরিয়া সরাই হইতে ভগিনী নির্ম্মলাসুন্দরী বসু ও ভগিনী প্রিয়বালা ঘোষ যাত্রীরূপে আগমন করেন। মা বিধানজননী তাঁর সাধু সন্তান নিত্যগোপালের মনোসাধ পূর্ণ করিয়া উৎসবামৃত দানে সকলকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

সেবক

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—•—

একটী পত্র।

শ্রীমান্ আশুতোষ রায় প্রভৃতি শ্রীকরকমলে (অমরাগড়ী নববিধান সমাজ) * * * বাল্যকাল হইতে তোমাদের সঙ্গে যে যে অবস্থার ভিতর দিয়ে মিলিয়া আসিতেছি, তাহাতে তোমাদের সকলের সহিত একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না; এখন এই সম্বন্ধ অনুসারে তোমাদের সকলের এবং প্রতিজনের প্রার্থনা ও পদধূলি চাহিতেছি, কৃপা করিয়া যদি তোমরা দাও তবে শেষ জীবনে জীবনব্রত সাধনের অনুকূল হয়। তোমরা সকলেই আমার আদরের

বন্ধু। তোমাদের পদধূলি ও প্রার্থনা পাইলে আমি বাঁচিয়া যাইব। আমি কাহাকেও ছাড়িতে পারি নাই, পারিব না।

তোমাদের আদর আমার মাথার ফুল, তোমাদের অপমান আমার বক্ষের ভূষণ। আমি তোমাদের বুকে লইয়া যাইতে পারিলেই বাঁচি। তবে কেবল গেলে কি হইবে? যাইবার মত যাইতে না পারিলে গতি কি? এজন্য তোমাদের পদধূলি আজ তোমাদের পায়ে ধরিয়া চাহিতেছি। সকলের পদধূলি হইয়া যেন মার নাম গান করিতে করিতে বিধানের জয় ঘোষণা করিয়া যাইতে পারি। তোমাদের সকলের পদধূলিতে আমি আমার প্রাণের গোরানিধির পদধূলি দর্শন করিয়া তাহা অঙ্গে মাখিব, এই সাধ করিয়াছি। * * * প্রার্থনা করি মার কৃপায় তোমরা অকিঞ্চনা ভক্তি লাভ কর। তোমাদের মধ্যে অকিঞ্চনা ভক্তির অবতরণ ও সাধন হইতেছে দেখিয়া যাইতে পারিলে জীবনের সাধ মিটিল। মা বিধান-জননী কৃপা করিয়া তোমাদিগকে সেই ধন দান করিয়া কৃতার্থ করুন। আমিও যেন তোমাদের আশীর্ব্বাদে জীবনের বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া উপযুক্ত মতে শিক্ষালাভ করিয়া সুখ দুঃখের আদর অপমানের যথার্থ ব্যবহার করিয়া সেই ভক্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারি।

কোচবিহার, ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৯৮। } তোমাদের কাঙ্গাল দাস শ্রীফকিরদাস রায়—উপাচার্য্য।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক অবনতি।

বিগত ১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে "বিশ্ব-সংবাদ" স্তম্ভে ভারতীয় অন্তঃপুরেও বিষময় ধূম্রপানের প্রথা প্রবেশের সংবাদে যারপর নাই ব্যথিত হইলাম। আমিও কোন কোন বিশ্বস্ত সূত্রে এ লোমহর্ষণ প্রথার কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলাম। কোন ধর্ম্মসমাজে যখন নীতির প্রভাব কমিয়া যায় সত্য সত্য তখন ধর্ম্ম কলুষিত হইতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজে ধূমপান, সুরাপান প্রভৃতি মহাপাপ প্রবেশের সংবাদে যে সমগ্র বিশ্বাসী মণ্ডলী স্তম্ভিত হইবেন তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মহা বৈরাগ্য প্রবল নিষ্ঠা-প্রাণ ব্রহ্মানন্দ যখন ভারতে সুরা-রাক্ষসীর ভীষণ প্রবেশের বিরুদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাণ্ড অব্ হোপ্ (Band of Hope) গঠন করেন এবং যখন সেই প্রভাবের মধ্যে দেশীয় যুবকগণ "Touch not, taste not and smell not that intoxicates the brain," এই শীর্ষক বিশিষ্ট Pledge অর্থাৎ অঙ্গীকার পত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছিলেন আমিও সে সময় প্রচলিত ধূমপানাসক্ত পল্লীবাসীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঐ পত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলাম।

আজ আমাদের কি দুর্দ্দশা! যখন আমাদের "Unity and the Minister" পত্র চলিতেছিল সেই সময়ে বোধ হয় ১৯০৪ সালে উক্ত পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় "Drinking in the Brahma Somaj" বলিয়া সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটী পত্র বাহির করিয়াছিলেন। তাহার পর এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় ভ্রাতা ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয়ও ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে এক খানি মর্ম্মভেদী চিঠি বাহির করিয়া ব্রাহ্ম-সাধারণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। অনেক দিন হইয়া গেল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রাচীন বন্ধু গোলদীঘিতে বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রাহ্মসমাজে সুরাপান প্রবেশের হৃদয়বিদারক কাহিনী বলিয়াছিলেন।

এদিক ছাড়িয়া দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজে অপরিণত বয়স্ক ও বয়স্কা যুবক যুবতীদিগের মধ্যে অসংগত সংমিশ্রণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। অসংযত ভাবে মিলিলে তাহার কুফল অনিবার্য্য। আমরা শুনিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজে কোন কোন স্থানে নাকি পরিবার বিশেষে যুবক যুবতীদিগের একত্র সম্মিলনে অভিনয় ও নৃত্য গীতাদিও চলিতেছে। সে দিন জনৈক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপক এরূপ মিশ্রণের আভাস আমার নিকট বিবৃত করিলেন। হায়, আমাদের কি হইতে চলিল! ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের জন্য যে যবনিকা এখনও ঝুলিতেছে মহানীতিবীর ব্রহ্মানন্দের এ সম্বন্ধে যে পথ, ইহা সেই পথের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি মানবীয় দুর্ব্বলতা বুঝিতেন এবং সেই উচ্চ নৈতিক ভাব হইতেই ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরদা এখনও চলিয়া আসিতেছে। ব্রহ্মানন্দই বলিয়া গিয়াছেন যে, স্বাধীনতা বলিয়া যদি কোন উচ্চ জিনিস নর নারীর জন্য আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ভগবানের নিকট যে পূর্ণ অধীনতা তাহাই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা।

বাঁকিপুর, পাটনা; ২০।৩।২৫। } সেবক শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কেদার নাথ দে।

কলিকাতার দক্ষিণ হরিনাভি গ্রামে ভাই কেদার নাথ জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যজীবন হইতেই তিনি অতিশয় শান্তস্বভাব অল্পভাষী, চিন্তাশীল এবং নির্জ্জনতাপ্রিয় সাধক ছিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইতে না হইতেই পঞ্জাব অঞ্চলে গিয়া সৈনিক বিভাগের হিসাব রক্ষার কার্য্যালয়ে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। এখানে বেতনও বেশ পাইতেন। কিন্তু বিধাতার চক্রে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রভাবাধীনে আসিয়া বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রচারব্রত গ্রহণ করেন।

যখন প্রেরিতগণকে বিভিন্ন প্রদেশের ভার অর্পণ করিয়া আচার্য্যদেব প্রেরণ করেন, তখন সাধু অঘোরনাথের সহকারীরূপে ভাই কেদারনাথ পঞ্জাবে প্রেরিত হন। "নববৃন্দাবন" অভিনয়ে "ভণ্ড মাষ্টারের" সাজে অভিনয় করিয়া ভাই কেদারনাথ সকলকেই মোহিত করেন।

আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর যখন প্রেরিত মহাশয়দিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তখন আপন হৃদিস্থিত স্বাধীন বিশ্বাস অনুসরণ করিতে ভাই কেদারনাথকে যথেষ্টই অসুবিধা এমন কি সপরিবারে অনাহারও সহ্য করিতে হয়। তীব্র বৈরাগ্য, নির্জ্জনপ্রিয়তা এবং দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষণ ছিল। তিনি "শান্ত সাধক" নামে আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক অভিহিত হন। "ক্ষমাশীলতা" তাঁহার বিশেষত্ব। গত চৈত্র মাসে তাঁহার স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার আত্মার সঙ্গ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

বিশ্ব-সংবাদ।

জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন স্তূপগৃহ, মিসরের "ষ্টেপ পিরামিডস্"। বাইবেলে যে মহাপ্লাবনের কথা উল্লেখ আছে তাহার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নাকি এই পিরামিড নির্ম্মিত। ইহারই নিকট দুইটী গোরস্থান আছে, এই গোর দুইটী নাকি খৃষ্টের জন্মের

৩০০০ হইতে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বের। মিসরীয় কারুকার্য্য-প্রণালী আবিষ্কারের পূর্ব্বেই এই গোরগুলি গঠিত হয়। সম্ভব সে সকল ৬।৭ হাজার বৎসর পূর্ব্বকার কোন রাজা রাণীর গোর হইবে।

***

দেশের সৎকার্য্যের উন্নতির জন্য অর্থাদি দান সর্ব্বদেশেই প্রচলিত, কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত মৃতদেহ প্রদান ইহা অবশ্যই নূতন। সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদ ভাষাবিদ ডাক্তার ফ্রেডরিক কর্ণওয়ালিস কনিরিয়ার শরীর পরীক্ষা শিক্ষার সহায়তা জন্য নিকটস্থ ডাক্তারখানায় উইল করিয়া আপন দেহ দান করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ওয়ারউইক সায়ারের সুবিখ্যাত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বারকারও আপন মৃতদেহ স্থানীয় হাঁসপাতালে এই বলিয়া দান করিয়া গিয়াছেন "যে মাথাধরা রোগে আমার জীবনের সর্ব্বসুখ বাল্যকাল হইতে নষ্ট হইয়াছে, এই মাথাধরার মূল কারণ কি হইতে পারে যদি আমার দেহ পরীক্ষায় ভবিষ্যত ছাত্রদিগের শিক্ষা হয় এই জন্য আমি আমার মৃতদেহ দান করিতেছি।" বিখ্যাত দার্শনিক জেরেমী বেনথ্যাম লিখিয়াছিলেন যে, মানুষের দেহ কঙ্কাল তৈলাক্ত প্রণালীতে রক্ষা করিলে বংশপরম্পরায় কাহার কেমন কঙ্কাল ছিল দেখিয়া ভবিষ্যত বংশীয়দের অনেক পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে।" এই ভাবে বিলাতের ইউনিভার্সিটী কালেজে আজও বেনথ্যামের দেহ কঙ্কাল রক্ষিত হইতেছে। বোলসেভিকদিগের নেতা লেনিনের সমস্ত দেহই তো নব প্রণালীতে তৈলাক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা নাকি চিররক্ষিত হইবে।

সংবাদ।

নববর্ষের উপাসনা—অদ্য প্রাতে ৭॥০টার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইবে।

শুভ শুক্রবার—গত ১০ই এপ্রিল, শুভ শুক্রবার উপলক্ষে প্রাতে ৮টার সময় শান্তিকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়, ডাঃ কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। এবং সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনাদি হইয়াছে।

এই উপলক্ষে বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিশেষ উপাসনা এবং মধ্যাহ্নে ধ্যান চিন্তা পাঠাদি হয়। এখানে আরো তিন দিনব্যাপী বিশেষ সাধনাও হয়। বাগনান ব্রাহ্মসমাজেও অপরাহ্নে ঈশার ক্রুশ বহন সময়ে উপাসনাদি হয়।

শান্তিপুরের উৎসব—ভাই গোপালচন্দ্র গুহ কয়েক দিন হইল নিজ জন্মস্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে শান্তিপুরের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পাদনার্থ আহূত হইয়া গমন করিয়াছেন।

নামকরণ—বিগত ২রা এপ্রিল তারিখে, বাঁকিপুর নিবাসী বাবু দামোদর পালের "করুণাকুটীরে" ডাক্তার সচ্চিদানন্দ হোসেন পালের কন্যার শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শিশুকন্যাকে "দীপালি" নাম দেওয়া হইয়াছে। মঙ্গলময়ী মা শিশু কন্যা ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ১৫ই মার্চ্চ, রবিবারে বাঁকিপুর নয়াটোলাস্থ ভবনে, শ্রীমান্ অকিঞ্চনপ্রাণ মল্লিক বি, এল, উকীল তাঁহার পিতৃদেব নববিধান-বিশ্বাসী একনিষ্ঠ সাধক, স্বর্গীয় ষষ্ঠী রাম মল্লিকের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। বাঁকিপুর প্রবাসী বাবু অশ্বিনীকুমার বসু উপাসনা করেন। মঙ্গলময়ী মা স্বর্গগত আত্মাকে তাঁর অমরদলে আশ্রয় দিয়া পিতৃহীন পুত্র কন্যাদিগকে সান্ত্বনা দান করুন।

সাম্বৎসরিক—শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ দাস (কর্ম্মকার) মহাশয়ের স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিন গত ৩০শে মার্চ্চ গিয়াছে। এই দিনে ময়মনসিংহে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্পণার্থ বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। আমরা আগামীবারে তাঁহার স্মৃতিলাপি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

স্বর্গীয় ভ্রাতা বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে গত ১২ই এপ্রেল ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেনের আলীপুরস্থ বাস ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। পরিবারস্থ ও মণ্ডলীস্থ অনেকগুলি আত্মজন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ডাক্তার ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ সেনের মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ দিনে ভ্রাতা বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

বাঁকিপুর অঘোর নারী-সমিতি—এই সমিতির ত্রিংশতম কার্য্যবিবরণী পাইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। স্বর্গীয় সাধ্বী দেবী অঘোর কামিনীর দ্বারা প্রথম এই সমিতি গঠিত হয় এবং তাঁহার স্বর্গারোহণের পর দেবী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় সভানেত্রী হইয়া ইহাকে এতাবৎকাল পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। ভগ্নী শ্রীমতী সুষমা সেন এখন ইহার সম্পাদিকা। "সাধ্বী অঘোর কামিনী দেবীর জীবনাদর্শ অনুসারে জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নারী, শিশু, বালক বালিকা বৃদ্ধ ও অসহায়গণের অভাব ও দুঃখ মোচন করা, অন্নদান, অর্থদান, বস্ত্রদান, বিদ্যাদান ও চিকিৎসা প্রভৃতি উপায় দ্বারা জনসমাজের যথাসাধ্য সেবা করা সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমিতির সভ্যসংখ্যা ৬৩ জন। এই সমিতির দরুন ৬৬৯৵১৫ সভানেত্রী শ্রীমতী মহালক্ষ্মী দেবীর নিকট হইতে পাইয়া ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছে। গত বৎসর এই ফণ্ড হইতে ১০০৲ টাকা লইয়া ও অবশিষ্ট চাঁদা তুলিয়া মোট ৩৭৭৲ সমিতির দরিদ্র সেবা কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। মাঝে মাঝে সভ্যগণ মিলিত হইয়া প্রবন্ধাদি লিখিয়া আলোচনাদিও করিয়া থাকেন। সমিতির কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিয়া সত্যই আমরা বিশেষ ভাবে সুখী হইয়াছি। এই সমিতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। এইরূপ সমিতি স্থানে স্থানে সংগঠিত হইলে এবং সমুদয় সমিতি এক যোগে পরস্পরের সহায়তায় কার্য্য করিলে মণ্ডলীর বিশেষ কল্যাণ হয়।

সানুনয় নিবেদন—ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক মহাশয়গণই ইহার প্রতিপালক ও রক্ষক। তাঁহারা অবশ্যই জানেন তাঁহাদিগের অর্থসাহায্যেই ইহার পরিচালন ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। বহু বৎসর হইতেই তাঁহারা ইহাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ নববিধান প্রচারে উৎসাহদাতা। বার বার প্রত্যেক গ্রাহক মহাশয়কে পত্র দিয়া অর্থসাহায্য ভিক্ষা করা আমাদিগের সুবিধা হয় না। তাই একান্ত বিনীত হৃদয়ে ভিক্ষা, যাঁহার যাহা দেয় অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে পাঠাইয়া এই পুরাতন পত্রিকাখানির জীবনরক্ষা করেন। গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বাকি ৭০০৲ টাকারও অধিক মূল্য বাকি।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ৮ম সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।

29th April, 1925.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

ধন্য মা দয়াময়ি জননী, তুমি তোমার অপার স্নেহগুণে আমাদিগের শত প্রকার অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও তোমার এই যুগধর্ম্ম বিধানতত্ত্ব প্রচারার্থ আমাদিগকে ডাকিয়াছ। তুমি জান, তোমার সন্তানগণও জানেন, আমাদিগের জীবন কতই মলিন, আমাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি কত হীন; তথাপিও তুমি যে কেন এই উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, কেন এ মহাব্রতে ব্রতী করিলে জানি না। যুগে যুগে কত বড় বড় ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, উচ্চ সাধকগণ, প্রচারকগণ তোমার বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচারের ভার মানিয়া গিয়াছেন। এবারও আমাদিগের অগ্রজ অগ্রগামিগণ কতই উচ্চ ধর্ম্মজীবন, উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া এই মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের চরণরেণুরও উপযুক্ত আমরা নই। তবুও কেন যে এত বড় দায়িত্বের ভার আমাদিগের উপর ন্যস্ত করিলে তাহা তুমিই জান। অনুপযুক্তকে উপযুক্ত করাই বুঝি তোমার এই নববিধানের বিশেষত্ব। যাহাহউক এই মহাব্রতের দায়িত্ব এবং আপনাদিগের নিতান্ত অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া আমরা অবসন্ন হইতেছি ও তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। সকাতরে ভিক্ষা করি, যদি এত অযোগ্য জানিয়াও এই মহাব্রত স্বয়ং দান করিয়াছ, তুমিই তোমার অলৌকিক কৃপাবলে যাহাতে তোমারই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সাধনে সক্ষম হই, এবং সেবাব্রত সাধনে তোমার সন্তানসন্ততিগণের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারি, তুমিই এমন বল বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

হে প্রেমময় সমুদয় ধর্ম্ম পূর্ণ হবে তোমার এই নব বিধানে। আমরা যতই এ ধর্ম্মের কথা ভাবি, বুঝি যে পৃথিবীর জন্য এ ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা যতই এ ধর্ম্মের মহত্ত্ব দেখি, বুঝি যে আমরা কত অধম। হে ঈশ্বর এমন কঠিন ধর্ম্ম সামান্য লোকদের হাতে দিলে; স্বর্গের ব্যাপার কেন এমন অযোগ্য পাত্রে আসিল? অসাধুদের হস্তে অতি কঠিন স্বর্গের ধর্ম্ম ন্যস্ত হইল। কেন এরূপ হইল?—দৈঃ প্রাঃ, ২য়, ১১।—"নূতন মানুষ বাহির করা।"

পিতা, হয় তো তোমার অভিপ্রায় এই যে সামান্য লোকের দ্বারা বড় কাজ কিরূপে সম্পন্ন হয় তাই দেখাইবে। বড় বড় লোক বড় বড় ধর্ম্মের স্তম্ভ হয়, এবার তাঁদের পদরেণু মাথায় নিতে পারে না এমন সামান্য দুর্ব্বল লোকের উপর কত স্বর্গের ভবন স্থাপন করিলে এই এক অলৌকিক ব্যাপার। নিজে যারা শাস্ত্র জানে না, অপরের পক্ষে হয় তো তারা শাস্ত্র হবে।

হয় তো বিধির নববিধির এই বিধি। পিতা তোমার লীলা কে বুঝিবে।—দৈঃ প্রাঃ, ২য়, ১১।

হরি, তোমার কাছে এই নিবেদন, দয়া করে তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে দাও। যদি অসার বস্তু থেকে সার বস্তু কেমন করিয়া বাহির হয়, মুটের মাথায় স্বর্গের রত্ন কেমন করে থাকে তা দেখাবার জন্য মানস করে থাক তবে তাই কর। তবে আমাদের ক্ষুদ্র জীবন হইতে এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড সকল বাহির কর যে পৃথিবীর জ্ঞানীরাও আশ্চর্য্য হবেন। সামান্য সামান্য লোকগুলি বুঝি ভারতের কলম টানিবে। হে ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই সকল ক্ষুদ্র দেহ হইতে নুতন মানুষ বাহির হয়। যাদুকরের ছড়ি আমাদের অসার রিপু-পরতন্ত্র দেহ মনে ছোঁয়াও। এগুলি ভেঙ্গে যাক, ইহার ভিতর হইতে নূতন মানুষ বাহির হইয়া নববিধানের রথ টানিয়া লইয়া যাক্। এ মানুষগুলোকে যদি নববিধানের ধর্ম্ম বিস্তার করিতে দিলে তবে তাই কর।—দৈঃ প্রাঃ, ২য়, ১১।

নববিধান্ বুঝা যায় কেমনে।

নববিধান যে কি, তাহা তো আমরা বাস্তবিক এখনও সকলকে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা যাহা লিখিতেছি, বলিতেছি, প্রচার করিতেছি, তাহা কেবল নববিধানের আকার ইঙ্গিত মাত্র। কেন না আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব, আমাদিগের জীবন দ্বারা চরিত্র দ্বারা এখনও ইহাকে যথাযথরূপে প্রদর্শন করিতে পারিতেছি না।

নববিধান কেবল ধর্ম্মমত নয়। অন্যান্য ধর্ম্ম যেমন তত্ত্বদ্বারা অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব এক এক সাধুর জীবনের প্রমাণ দ্বারা কতক পরিমাণে বুঝান যায় এবং তাহা এক এক সম্প্রদায়স্থ সাধক ভক্তগণ দ্বারা সাধিত আচরিত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার তত্ত্ব কতক পরিমাণে তত্তৎভাবাবলম্বী লোকে বুঝিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

বাস্তবিক যে সম্প্রদায় যে ধর্ম্ম ভাবের আস্বাদ পাইয়াছেন সেই সম্প্রদায়ই কেবল সেই ভাবের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, কিন্তু হয় তো নববিধানের নব ভাবে তাহা বুঝাইতে গেলে আর তাহা বুঝিতে পারেন না, কিম্বা অন্য ধর্ম্মের ভাব তো কিছুই ধারণা করিতে পারেন না।

সাম্প্রদায়িক তত্ত্ববিদ্‌গণ যখন পরস্পরের ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, তখন নববিধানের সর্ব্বধর্ম্মসংমিশ্রিত তত্ত্ব কেমনে বুঝিতে পারিবেন? ইহা জ্ঞানবিচার সিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানও নয় যে, তাহা কেবল জ্ঞান বিচার দ্বারা উপলব্ধ হইবে। তাই ইহা অনেকের পক্ষে প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।

নববিধান এক নববিজ্ঞান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাম্প্রদায়িক বিধানে যাহা আবিষ্কৃত, প্রমাণিত বা জীবনের পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহা সকলই সমন্বয় করিতে এই বিজ্ঞান সমাগত। সুতরাং এ বিজ্ঞানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে নব দৃষ্টি নব সাধনা প্রয়োজন।

কোন সাধারণ বিজ্ঞানতত্ত্ব নূতন আবিষ্কার হইলে যেমন তাহা সাধন ও পরীক্ষা দ্বারা অধ্যয়ন বা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয় ও কার্য্যতঃ তাহা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, নববিধানও সেইরূপ কেবল জীবনের সাধনযোগে উপলব্ধ হইবার বিষয়।

এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যে নব সাধনা ও নব দৃষ্টির প্রয়োজন তাহাও একমাত্র পবিত্রাত্মা গুরুপ্রসাদে ভিন্ন লাভ হয় না। সরল বিশ্বাস সহকারে যদি আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হই, তাহা হইলে তিনিই কেবল নববিধানের মত ও তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং কেমন করিয়া ইহা জীবনে গ্রহণ ও পালন করা যায় তাহাও কেবল তিনিই বলিয়া দেন ও করাইয়া লন।

মানবীয় জ্ঞান বিচার বুদ্ধিতেও যেমন নববিধান তত্ত্ব বুঝা যায় না, কোন মানুষও কাহাকেও ইহা বুঝাইয়া দিতে পারেন না।

নববিধানের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার শিক্ষাদাতা গুরু স্বয়ং জীবন্ত বিধাতা। দীন শিক্ষার্থী হইয়া একবার তাঁহার চরণতলে বসিলেই তিনি এতৎ সম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞান দান করেন। কোন মানুষের কাছে নববিধানতত্ত্ব শিক্ষার্থী হইলে বা ইহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী হইলেই আমরা নিশ্চয় ঠকিব। কারণ বিধাতার বিধিই এবার এই, যে আমরা কোন মানুষকে গুরুকরণ না করি এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও আমরা একমাত্র প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের অভ্রান্ত উপদেশ বাণী শ্রবণ ও গ্রহণ করি।

সন্তান বাৎসল্য, গার্হস্থ্য মিতব্যয়িতা শুচিতা" ইত্যাদি সাধারণ ব্রত ব্যতীত, স্বহস্তে রন্ধন, ভূমিতে অন্নাহার, পাদুকা ত্যাগ, নির্জ্জন সাধন, পশুসেবা, বৃক্ষসেবা, অন্নদান, বস্ত্রদান, রোগীসেবা গুরুদিগের জন্য চিত্রসাধন ব্রত, ভ্রাতৃসেবা ব্রত কতই তিনি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্যদেব নিজেও যেমন কতই ব্রত লইয়াছেন, আবার প্রচারক মহাশয়গণও ব্রত লইয়া "স্বহস্তে ছাদ ঝাট দেওয়া, ও জলধারা ধোয়া, জলতোলা, কুটনা, বাটনা, বাজার, রন্ধন, পরিবেশন, পাতকরা, পাতফেলা, আহারান্তে ঘর পরিষ্কার, বাসনমাজা, রুটী করা, ময়দা ডলা, অন্যের জন্য ব্যঞ্জন রাঁধা, পাঠ, সঙ্গীত, মশলা প্রস্তুত করা, আহারের পূর্ব্বে প্রত্যেকের পদ প্রক্ষালন, আহারান্তে প্রত্যেকের আচমন জন্য জল দেওয়া" ইত্যাদি সাধন করিয়াছেন।

শেষে আচার্য্যদেব প্রেরিত মহাশয়দিগের সহবাবস্থানের জন্য "বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও শুদ্ধতার মহাব্রত" দিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রকার ব্রত সাধনে ও পালনে যে জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে ধন্য হয় ইহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় আজ কাল আমাদের মধ্যে এই ব্রত গ্রহণের ভাব যেন ম্রিয়মান হইয়া যাইতেছে। এবার নববর্ষাগমে নব নব ব্রত গ্রহণের পিপাসা যেন আমাদিগের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপন হয়।

—•—

জীবনাদর্শ।

[স্বর্গীয় রমণীকান্ত চন্দ লিখিত]

(১৬ই মার্চ্চ, ১৮৮২ খৃঃ)

আত্মজীবনের কলঙ্ক ভগবানের জ্ঞানালোকে দর্শন করিয়া যত তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া যায় তত তিনি প্রাণসখা, সতী পতিরূপে হৃদয়-কাননে আসিয়া প্রেম ও জীবন ফুল প্রস্ফুটিত করেন। এক সময়ে কলঙ্কিনী আত্মার দৃষ্টি নিয়া যদি প্রাণনাথ অভিমুখী না হয়, প্রাণনাথের জন্য যদি অসতী আত্মা অনুতাপ করিয়া করিয়া লালায়িত না হয়, তাহা হইলে পাপারাম আহত হন। যত তাঁহার প্রীতি সরল মনে তাকাইয়া থাকা যায় তত তিনি নিকটস্থ হন, তত তিনি আনন্দে নৃত্য ও বিহার করেন। যতদিন মানুষের চুল প্রমাণ স্বার্থ অন্তরে থাকে ততদিন জীব ভীরুতা কাপুরুষতা নীচতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না, সে যেখানে আত্ম-স্বার্থহীন দেখে সে স্থানে মুক্তকণ্ঠে ভগবানের যশের কথা পর্য্যন্ত বলিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়।

প্রার্থনা।

আমি অন্তরে অন্তরে কেমন ব্যভিচারিণী, হে প্রাণনাথ! তাহা তুমি পরিষ্কাররূপে অবগত আছ, দিনের মধ্যে কতবার তোমার মুখচন্দ্রমা দেখিবার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত হয় তাহা তুমি জান, অন্য পদার্থে বাসনা, অন্য পদার্থে রুচি, অন্যের প্রতি আসক্তি কেমন দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সেই হেতুই তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়-মন্দিরে বরণ করিতে পারি না। তুমি তো সতীপতি, তুমি সতী হৃদয়বিহারী, আমাকে নাথ! সতী করিয়া তোমার সাথে সাথে পায় পায় রাখ, প্রাণ মন কাড়িয়া লও, তোমাকে আমার সর্ব্বাঙ্গের আভরণ করি, তোমাকে বালা করিয়া হাতে, কণ্ঠহার করিয়া কণ্ঠে, কীরিট করিয়া মস্তকে, সিন্দুর করিয়া ভালে, অনন্তলহরী করে বক্ষে, চন্দ্রহার করিয়া কোটিদেশে পরিধান করিয়া তুমি মগ্ন হইয়া কেবল তোমার যশের কথা সকলকে বলি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন।—৯

যখন পৃথিবীতে জন্ম হইল, চোরের সংখ্যা যত ছিল তাহার একজন বাড়িল; ইহা পৃথিবীর সম্বন্ধে ভাল হইল কি মন্দ হইল? কিন্তু একজন চুরি করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি আমাকে চোর বলিতেছি; এ ব্যক্তি যথার্থ কোন্ প্রকারের চোর তাহার বিচার ভবিষ্যতে হইবে।

কিরূপে কি কৌশলে চুরি করিব চিন্তা ভাবিতে লাগিল। চোরের ব্যবসায় চোরের কৌশল লইয়া কোন্ স্থলে কিরূপে কার্য্য করিলে ব্যবসায় চলিবে চিন্তা হইল। একটী অভ্যাস ছিল, সেটি এই; ব্রহ্ম বলিয়া একজন আছেন তাঁহার মুখ দর্শন করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিতাম, ঈশ্বরের নিকট উত্তর শুনিতাম। আজ বলিতেছি, তাকাইতাম আর এখানে ওখানে উপরের দিকে সমক্ষে পশ্চাতে সুন্দর মুখ দেখিতাম।

চক্ষু তুলিলাম, একজনের মুখ দেখিলাম, সে মুখ আর ভুলিবার নহে। মুখ দেখিলাম ইহাতে আর ভুল নাই আর ভ্রান্তি নাই। আমি আছি, ইহা যেমন সত্য বলিয়া মানি, এ মুখ দেখা যায় আমি তেমনি সত্য বলিয়া মানি। এই সেই মনোহর রূপ ঘরের মধ্যে, ঘরের কোণে, সমক্ষে, নিকটে। এই মনোহর জিনিষ আমি নিশ্চয়ই দেখিয়াছি; দেখিয়া বুকের ভিতর রাখিয়াছি।

ঈশ্বর দয়া করিয়া দর্শন দিলেন। ছেলে মানুষের মধ্যে প্রথা আছে একজন আহ্লাদিত হইলে দশ জন আহ্লাদিত হয়। তেমনি যদি একজনকে হাসিতে দেখা যায়, নিজের মুখও হাসি হাসি ভাব ধারণ করে। যখন দেখিলাম সেই মুখ, তাহার মুখ হাসিতেছে, সুতরাং আমার মুখও হাসিল। এই মুখ দর্শনে চুরির কৌশল শিখিলাম। এই মুখ দেখিবার জন্য চুরি করিতে হয়, কেবল বিপদকালে নিকটে বসিয়া বলিলাম মুখ দেখাও আর একটিবার দেখাও। যাই আনন্দমুখ দেখিলাম, চক্ষু হইতে জলধারা পড়িল, প্রাণ শীতল হইল, অত বিপদ দুঃখ ভুলিয়া গেলাম।

যাহাতে দর্শন ঘনীভূত হয় তাহার উপায় ধ্যান, তপস্যা, যোগ। কিন্তু এ সংক্রান্ত একটী কথা আছে। আমার অনেকক্ষণ দর্শন হয় নাই, দীর্ঘকাল তাঁহার দিকে তাকাইতে পারি নাই, নৈমেষিক দর্শন হইয়াছে। একবারে একটী নিমেষ, পল বা অর্দ্ধ মিনিট দর্শন হইল আর হইল না। কিন্তু ঐ যে পলকের মত দর্শন, ঐ বিন্দুই সিন্ধুপ্রায় হয়।

পলকের দর্শন ভিন্ন মনুষ্যের হয় না, পাপ-জীবনের পক্ষে ইহাই পরম পদার্থ, ইহাই বহুমূল্য রত্ন। একটীবার দর্শন করিলে পৃথিবীর সমুদায় দুঃখ ভুলিয়া যাওয়া যায়। এইরূপ একবার দুইবার দর্শন হইতে হইতে জীবনের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সঞ্চার হয়; জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়।

এই সুখ সকলেরই অর্জ্জন করা আবশ্যক। তাঁহার কথা শুনাও উচিত, তাঁহাকে দেখাও উচিত। একবার রূপ দর্শন করিলাম, একবার তাঁহার মুখের কথা শুনিলাম, এই দুটি ব্যাপার দ্বারা জীবন পবিত্র হয়। দর্শনের কথা বলিতেছি, কিন্তু ইহা কি দুর্ল্লভ? তিনি আছেন ইহা যদি বলিতে না পারিলে, বিনা চেষ্টায় এখনি যদি বলিতে পার এই তিনি আছেন, তবে হইল নতুবা বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু ভক্তিচক্ষে এই তুমি এই আমি সহজ পরিচয়। এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শনের সুখে জগতের লোককে ডাকিয়া আনিয়া মত্ত করিতে হইবে, সুখী করিতে হইবে।

পাঁচজন ভাইকে বলিলাম তোমরা সকলে মিলিয়া স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন কর। স্বার্থপর হইয়া, দুর্ব্বাসনা এবং রিপুর বশীভূত হইয়া কেহ সে কথা শুনিল না, সাধন ভজন সকল মিথ্যা হইল।

কথা বলিয়া কিছু হইল না, আস্তে আস্তে নিগূঢ় ভাবে দুইজন পাঁচজন কুড়িজনকে অধিকার করা গেল। বিনামে অধিকার করা হইল। ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, প্রেম, মিষ্ট সম্ভাষণ এইরূপ একটী প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হইল। যাঁহারা সংসারের রাজ্যে পথিক তাঁহারা একজন দুইজন তিনজন করিয়া ক্রমে জালে পড়িলেন।

কেহ কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আজও তাঁহাদের পায়ে জাল লাগা আছে। এই জালে যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগের অনেকে দূরে আছেন এবং তাঁহারা জানিতেছেন না যে কেহ তাঁহাদের কিছু চুরি করিতেছে।

জীবন আছে ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, একজনের হস্তে এখনও সকলে আছেন, ইহাও তেমনি নিশ্চিত বিশ্বাস। এটি অভ্রান্ত মত যে কেহ ছাড়িয়া যাইতে পারে না।

একজন লোক চুরি করিতেছে ইহা প্রকাশ হউক বা না হউক, সকলের উপরে চুরি চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। প্রেম লোকের মন চুরি করিতেছে। তাহারা ধরা পড়িয়াছে নিশ্চয়। ঈশ্বরবিষয়ে ভিতরে ভিতরে কত মত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।

ঈশ্বর চোরের কার্য্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাই করিয়া ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে। তিনি আপনি চোরের সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর চোরের সহায়, এমন সতর্ক প্রহরী কেহ নাই যে এ চুরি বন্ধ করিতে পারে।

এত আন্দোলন অথচ নিশ্চিন্ত আছি, সুখী আছি। কিসের জন্যে? এই জন্যে যে জানি যে, যে একবার জালে পড়িয়াছে, সে আর কোন প্রকারে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।

স্থির দৃষ্টি।

(অমরাগড়ী নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমৎ ফকিরদাস রায়—উপাচার্য্য মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ)

[৩০শে এপ্রেল, ১৮৯৯ খৃঃ]

হে ব্রহ্ম-সন্তান! তোমার দৃষ্টি কোন দিকে? তোমার দৃষ্টির অবস্থা অনুসারে তোমার জীবনের বিচার হইবে। তুমি যদি এদিকে ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর তবে তোমার চঞ্চল দৃষ্টি বলিয়া দিবে, তোমার জীবনের গতি স্থিরীকৃত হয় নাই। তুমি যদি এটী কর, সেটী কর, তবে জানিও যে তোমার জীবনের গতি নির্ণীত হয় নাই। জীবন বহনের জন্য যে পরিমাণ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা তোমার সঞ্চিত হয় নাই। তুমি যদি এদিকে ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং যখন যে দিকে সুবিধা তখন সেই দিকেই প্রধাবিত হও এবং তোমার রুচি, স্বার্থ, প্রয়োজন ও সুখলিপ্সা তোমার জীবনপথের নেতা হয়, তবে তাহারা তোমায় এমন এক ভয়ঙ্কর রাজ্যে লইয়া যাইবে যে, সেখানে ভয়ের আর সীমা নাই। সুখ বা স্বার্থ নেতা হইলে জীবনের গতি স্থির থাকিবে না। তুমি সাধক নামে অভিহিত হইবে কোথা হইতে বা কেমন করিয়া? যখন তোমার জীবনের গতি নিরূপিত হয় নাই? যতদিন পর্য্যন্ত না গতি স্থিরীকৃত হইবে, ততদিন যথার্থ সাধন যাহার নাম, তাহা সাধিত হইবে না। তোমরা যুবক বা যুবতী হও কিম্বা বয়স্ক বা বয়স্কা হও তোমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের এক একটী নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। প্রত্যেকের জন্য যে পথ নির্দ্ধারিত আছে, সেই প্রকৃত পথ নির্ণয় করিয়া জীবনকে সেই প্রকৃত পথে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে এক অভিনব নিত্যধামে উপনীত হইতে পারিবে। সেই মধুময় ধামে তোমার পরম পিতা এবং অগ্রগামী জ্যেষ্ঠেরা তোমার জন্য ক্রোড় প্রসারিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

পথ নির্ণয় করিবে কি করিয়া? গন্তব্য পথ যদি বাহির করিতে চাও, তবে এদিক ওদিকে পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় ধাবিত হইও না। বিভিন্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। তোমার রুচির বশবর্ত্তী হইয়া বা সুখ ও প্রয়োজনের অধীন হইয়া চালিত হইও না। যদি জীবন্ত বিধাতার উপর স্থির দৃষ্টি থাকে, তবে

পথনির্ণয় করা কষ্টকর হইবে না, লক্ষ্য তাহাতেই স্থির হইবে। যাহার দৃষ্টি চঞ্চল তাহার জীবনের অবস্থা তরঙ্গ বিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায় অস্থির। ধর্ম্মরাজ্যেই ভ্রমণ কর বা বিষয়রাজ্য অন্বেষণ কর, স্থির দৃষ্টি সকল স্থলেই নিরতিশয় প্রয়োজনীয়। দৃষ্টি স্থিরীভূত না হইলে বিষয় রক্ষা হইবে না। আবার এই স্থির দৃষ্টির অভাবে ধর্ম্মসাধন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হয়। অতএব, ব্রহ্ম-সন্তান! তুমি নিত্য জীবন্ত বিধাতার উপর স্থির দৃষ্টি রক্ষা কর এবং তাঁহারই আলোকে জীবনের পথ স্থির করিয়া সেই পথে অগ্রসর হও।

সাধনায় শ্রীকেশব।

কোন্ অতীতে মহর্ষি ঈশা বলিয়া গিয়াছেন, "Enter into the closet and shut the door." নিভৃতে প্রবেশ কর এবং দ্বার রুদ্ধ কর। ভক্ত ব্রহ্মানন্দের ভিতরেও জীবনের এই মহামন্ত্র আসিয়াছিল। তাঁহার ভক্তজীবনের উপক্রমণিকা হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই মন্ত্র তাঁহার ভিতরে চলিতেছিল। বাহিরে অনেক ঝড় বহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তিনি সাধনার নিভৃত গুহায় বসিয়াছিলেন। অধ্যাত্ম-জীবনে অধ্যার্থীরূপে যাঁহারা তাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা তাহা ধরিতে পারিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা তাঁহার উপদেশ ও তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতা তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তাঁহার শেষ বক্তৃতা "Asia's Message to Europe" তাঁহার সেই সাধনার জীবন্ত সাক্ষ্য।

ম্যালোরি ও আর্ভিন্ এভারেষ্টের কিঞ্চিদুন উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের অভাবনীয় অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতা এবং অনেক বিঘ্ন, বাধা একাগ্রতার মহা সাধনার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন কেশবচন্দ্রও তাঁহার মহাসাধনার সেইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বাহিরে তরঙ্গ তুফান আর ভিতরে আলোড়নশূন্য স্থির সমুদ্র। কেশবজীবনে ইহার মহা সাক্ষ্য। এই জন্য কেশবকে চেনা কঠিন। তাঁহার সাধনার ভিতরে ধর্ম্মের নিগূঢ় সত্যের যে প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল সে নিভৃত প্রবাহ কয়জন অনুভব করিতে পারে? বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা এবং বল্কলাদি দেখিয়া কয়জন অনুভব করিতে পারে যে, তাহার ভিতরে সুন্দর ফুল ও ফল নিহিত রহিয়াছে।

জন্ পল্‌সফোর্ড (John pulsford) বলিয়াছেন, "The new things of God are always springing out of his old things. * * * Behold the fig tree and all the trees. When they new shoot forth, you know tha summer is nigh." পুরাতন বস্তু হইতে ঈশ্বরের নূতন বস্তু বিনিঃসৃত হইতেছে। ঐ ডুমুর বৃক্ষের দিকে এবং অপরাপর বৃক্ষের দিকে তাকাও, যখন তাহারা নূতন পত্রাদি প্রসব করে তখন তুমি জানিতে পারিবে যে, গ্রীষ্মঋতু নিকটবর্ত্তী। তিনি আরও বলিলেন যে, "Christ-like teachers are trees of life planted by the river of Life, whose new fruit never fails and whose leaves are always green." খৃষ্ট সম শিক্ষকগণ সেই জীবন নদীর নিকট রোপিত জীবন-তরুস্বরূপ। ইঁহাদের জীবন প্রসূত নূতন ফল কখন বিফল হয় না এবং ইঁহাদের জীবন পত্র চির সবুজ। সত্য সত্য এরূপ শিক্ষকগণ পৃথিবীর নানা নিপীড়ন ও নির্য্যাতনের মধ্যেও বিধাতার নূতন বৃক্ষরূপে জীবনের নূতন পত্র ও নূতন ফল বিধান করিতে পারেন। তাঁহাদের জীবন নিহিত প্রচ্ছন্ন বস্তু কখন বিনষ্ট হয় না।

চির তুষ রাচ্ছন্ন আইস্‌লণ্ডের উপর এত তুষারপাত হইতেছে তবুও হেক্লার অভ্যন্তরস্থ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না। বরফাচ্ছন্ন আগ্নেয় গিরির ভিতর অগ্নি জ্বলিতেছে। সত্যের আগুও সেইরূপ। সত্যের পরীক্ষা বাহিরে নয় ভিতরে। কাঁটার গাছ হইতেও স্বাস্থ্য ও জীবনপ্রদ ঔষধ নিঃসারিত হইতেছে। অনাদৃত তিক্তরসপূর্ণ নিম বৃক্ষের ফুল হইতেও মক্ষিকা মিষ্ট রস সংগ্রহ করিতেছে। কণ্টকাকীর্ণ খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতেও শর্করা উৎপন্ন হইতেছে। বিসদৃশ ও বিস্বাদপূর্ণ প্রস্তর অঙ্গার হইতেও এক জাতীয় শর্করা বাহির হইতেছে। কত অবস্থা ও পরীক্ষার ভিতর সত্যকে সমাদর করিতে হয় সাধনশীল ব্যতীত অন্য কেহ ধরিতে পারে না। আচার্য্য কেশবচন্দ্র এইরূপেই সত্যকে ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বাহিরের দিকে তাকাইতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার দর্শন-চক্ষু খুলিয়া দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাধক আর্ করবেট্ (R. Corbett) কহিয়াছেন, "yield yourself to all claims of truths in whatever shape they come." সত্য যে ভাবে আসুক না কেন সত্যের সে দাবী দাওয়ার নিকট আত্মোৎসর্গ কর। বিধাতার সত্য কখন কখন কণ্টকাকীর্ণ তরু অথবা নিমের ফুল ও পাথুরিয়া কয়লার মত বিসদৃশ ভাবে উপস্থিত

অ[illegible] ভক্ত তাহার ভিতর হইতে প্রাণপ্রদ সার অথবা শর্করা বাহির করিয়া লন। ব্রহ্মানন্দের জীবন অধ্যয়ন করিলে এই সত্য বেশ বুঝিতে পারা যায়।

নববিধান সাধনা-প্রসূত। ব্রহ্মানন্দ এই জন্য সাধারণ জনমণ্ডলীর নিকট অপরিচিত। সাধক পল্‌স্ ফোর্ড যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সত্য। অপেক্ষা ও অধ্যয়ন না করিলে জীবনের প্রকৃত ঋতু আসিয়া না পড়িলে সাধনা সিদ্ধ ব্রহ্মানন্দের পত্র ও ফল পুষ্প-প্রসূ জীবন-তরুকে চেনা সুকঠিন। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিলে প্রস্ফুটিত সূর্য্যমুখীকে দেখা যায় না। অধ্যয়ন বিহীন ও অপেক্ষা বিহীন মানুষ সাধনাসিদ্ধ সাধক জীবনকে কখনও ধরিতে পারে না। শান্ত মেষের ভাবে ভাবান্বিত মানুষই মহর্ষি ঈশাকে "Lamb of God" ঈশ্বরের মেষশাবক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। সাধনাসিদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রেম ও ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত

কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ"রূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন। ঈশার ভাবে ভাবাপন্ন মার্টিনোই ব্রহ্মানন্দকে "A soul congenial to Chirst" বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন।

অবশ্য বুঝিবার ও ধরিবার সম্ভাবনা কখনও চলিয়া যায় না। সত্যও যেমন অনন্ত সম্ভাবনাও অনন্ত। "Possibilities are infinite." "The silkworm flies the butterfly and the mulberry leaves become satin." গুটীপোকা প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যায় এবং মলবেরি পত্র ক্রমশঃ প্রক্রিয়া বিশেষে সাটিন্ বস্ত্রে পরিণত হয়। পথের পথিক না হইলে এবং অপেক্ষা না করিলে মানুষ নিরাশায় ফিরিয়া আসে। মরুভূমিতে না চলিলে ইস্রায়েল জাতি প্রান্তরের ম্যানা (Manna) প্রাপ্ত হইতেন না।

বাঁকিপুর, পাটনা; স্নেহের সেবক

২০।৩।২৫। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের জন্য।

প্রথম মণ্ডল, সূক্ত—১৪৫।

দীর্ঘতমা ঋষি, অগ্নি দেবতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তং পৃচ্ছতা স জগামা স বেদ স চিকিত্বাঁ ঈয়তে সা ন্বীয়তে।
তস্মিন্ সন্তি প্রশিষস্তস্মিন্নিষ্টয়ঃ স বাজস্য শবসঃ শুষ্মিণস্পতিঃ॥ ১॥

হে লোক সকল, তোমাদের যাহা জিজ্ঞাস্য সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরকে (তং অগ্নিং) জিজ্ঞাসা কর (পৃচ্ছত)। তিনি সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন (জগাম), তাই তিনি সব জানেন (বেদ)। তিনি বিশেষভাবে সকলই জানেন (চিকিত্বান্)। তিনিই তোমার জ্ঞাতব্যের নিকট গমন করেন (ঈয়তে), তিনি তৎক্ষণাৎ (নু) গমন করেন (ঈয়তে)। সকল ধর্ম্মোপদেশ (প্রশিষঃ) তাঁহার মধ্যে আছে (সন্তি)। সকল ভোগ্যবস্তু (ইষ্টয়ঃ) তাঁহারই মধ্যে। তিনি অন্নের (বাজস্য), তিনি বলের (শবসঃ), এবং বলবানের (শুষ্মিণঃ) প্রতিপালক (পতিঃ)॥ ১॥

তমিৎ পৃচ্ছন্তি ন সিমো বি পৃচ্ছতি স্বেনেব ধীরো মনসা যদগ্রভীৎ।
ন মৃষ্যতে প্রথমং নাপরং বচোঽস্য ক্রত্বা সচতে অপ্রদৃপিতঃ॥ ২॥

যাহারা তাঁহাকে (অগ্নিকে বা জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরকে) জিজ্ঞাসা করে (পৃচ্ছন্তি) তাহারা চতুর্দ্দিকস্থ লোক সকলকে (সিমঃ) আর সে সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করে না (ন বি পৃচ্ছতি)। যখন সেই ধীর ব্যক্তি নিজের মন দ্বারা নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছে, তখন আর সে কাহারো পরামর্শ (বচঃ) গ্রহণ করে না (ন মৃষ্যতে), সকলের প্রধান ব্যক্তিরও না, অন্যেরও না (প্রথমং ন অপরং)। নিরহঙ্কার হইয়া (অপ্রদৃপিতঃ) সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরের কর্ম্মকেই আশ্রয় করে (অস্য ক্রত্বা সচতে)॥ ২॥

তমিৎ গচ্ছন্তি জুহ্বস্তমর্বতী র্বিশ্বান্যেকঃ শৃণবদ্বচাংসি মে।
পুরুপ্রৈষ স্ততুরি র্যজ্ঞসাধনোঽচ্ছিদ্রোতিঃ শিশুরাদত্তসংরভঃ॥ ৩॥

আহুতির ঘৃতাদি (জুহ্বঃ) তাঁহার নিকটেই যায় (kinder garten)। স্তুতি সকলও (অর্বতীঃ) তাঁহার নিকটেই যায়। তিনি একাকী আমার সকল কথা শ্রবণ করেন। তিনি সকলের প্রভু, সকলে তাঁহার দাস (পুরুপ্রৈষঃ)। তিনি সকলের ত্রাণকর্ত্তা (ততুরিঃ)। তাঁহার কৃপাতেই পূজা সিদ্ধ হয় (যজ্ঞসাধনঃ)। তাঁহার রক্ষার বিরাম নাই (অচ্ছিদ্রোতিঃ)। তিনি স্তুতির পাত্র (শিশুঃ, শংসু স্তুতৌ পাণিনি)। তিনি সকল লোকের সেবা গ্রহণ করেন (আ অদত্ত-সংরভঃ)।

(শুষ্ক কাষ্ঠানহিত নিরাকার শক্তিরূপী অগ্নি হইতে (Latent heat) বলের সহিত সংঘর্ষণ দ্বারা সাকার শিখাযুক্ত অগ্নির (Sensible heat) উৎপত্তির নিরাকার জ্ঞান-প্রেম-শক্তিরূপী পরমেশ্বর হইতে সাকার চরাচর জগতের উৎপত্তির প্রকৃষ্ট উপমা (Hieroglyphic) তাই মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া তাহাতে ঘৃতাদি আহুতি দিয়া বৈদিক ঋষিগণ কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে পরমেশ্বরের পূজা করিতেন॥ ৩॥

এইরূপে অধ্যাস বলে বাহ্য অগ্নি ঈশ্বর-জ্যোতি স্মরণ করিয়া ঋষি বলিতেছেন:—" উপস্থায়ং চরতি" ইত্যাদি।

উপস্থায়ং চরতি যৎ সমারত সদ্যো জাতস্তৎসার যুজ্যেভিঃ।
অভি শ্বান্তং মৃশতে নান্দ্যে মুদে যদীং গচ্ছন্ত্যুশতীরপিষ্ঠিতং॥ ৪॥

যখন (যৎ) অগ্নি উৎপাদনের অনুকূল কার্য্য করা হয়, (উপস্থায়ং চরতি) এবং মন্থনদ্বারা অগ্নি প্রকাশিত হয় (সমারত), তখন জাতমাত্রই (সদ্যঃ) তাহার উপযুক্ত তেজ (যুজ্যেভিঃ) প্রকাশ করিয়া সকল বস্তুতে গমন করে (তৎসার)। এইরূপে প্রবৃদ্ধ হইয়া উৎসবকালে (নান্দ্যে) পরিশ্রান্ত (শ্বান্তং) উপাসকের আনন্দবর্দ্ধন করে (মুদে অভি মৃশতে) যখন সে সেই সর্ব্বত্র-স্থিত (অপিষ্ঠিতং) ঈশ্বর-জ্যোতির (ঈং) নিকটে আগ্রহের সহিত (উশতীঃ) উপস্থিত (গচ্ছন্তি)॥ ৪॥

স ঈং মৃগো অপ্যো বনর্গুরুপত্বচ্যুপমস্যাং নিধায়ি।
ব্যব্রবীদ্বয়ুনা মর্ত্ত্যেভ্যোঽগ্নির্বিদ্বাঁ ঋতচিদ্ধি সত্যঃ॥ ৫॥

সেই অগ্নি বা ঈশ্বর-জ্যোতিই (স ঈং) অনুসন্ধান করিতে হয় (মৃগঃ)। তাহাকেই পাইতে হয় (অপ্যঃ)। মহিমাকীর্ত্তন দ্বারা তাহার নিকট যাওয়া যায় (বনর্গুঃ)। পৃথিবীর উপমাস্বরূপ ওষধি প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত যজ্ঞবেদির উপরে (উপমস্যাং ত্বচি), পরমেশ্বরের চিহ্নরূপে দৃশ্য অগ্নি স্থাপিত হয় (উপ নি ধায়ি)। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ (অগ্নিঃ বিদ্বান্)। তিনি মানুষকে তাহাদের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়াছেন (বি-অব্রবীৎ বয়ুনা মর্ত্ত্যেভ্যঃ)। তিনি সত্যগ্রহণ করেন (ঋতচিৎ), যেহেতু তিনি সত্যস্বরূপ (হি সত্যঃ)॥ ৫॥

(খ) অষ্টম মণ্ডল, সূক্ত—৪২।

কণ্বপুত্র নাভাক ঋষি, বরুণ দেবতা।

অগ্নি শব্দের ন্যায় এবং একই কারণে বরুণ শব্দও দ্ব্যর্থক। এক অর্থ যাহা আবরণকারী আকাশ—বিশেষতঃ রাত্রিকালের আকাশ:—"বৃঞ্ বরণে অন্তরিক্ষে উদকমাবৃণোতি" (যাস্ক)। অন্য অর্থ পাখী যেমন পক্ষের আচ্ছাদনে তাহার শাবককে রক্ষা করে, সেইরূপে যিনি বিশ্বসংসারকে রক্ষা করেন সেই পরমেশ্বর।

অস্তভ্নাদ্দ্যামসুরো বিশ্ববেদা অমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ।

আসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড্‌বিশ্বেৎ তানি বরুণস্যব্রতানি॥ ১॥

সর্ব্বজ্ঞ (বিশ্ববেদাঃ) সকলের প্রাণদাতা (অসুরঃ) বরুণ বা পরমেশ্বর দ্যুলোককে (দ্যাং) ধারণ করিয়া আছেন। তিনি পৃথিবীরও সীমা (বরিমাণং) নির্দ্দেশ করিয়াছেন (অমিমীত)। এইরূপে তিনি সকলের সম্রাটরূপে বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়া বসিয়া আছেন (আ-অসীদৎ)। এই সমস্ত যাহা দেখিতেছ (বিশ্বা-ইৎ তানি) সেই বরুণেরই কর্ম্ম (ব্রতানি)॥ ১॥

এবা বন্দস্ব বরুণং বৃহন্তং নমস্যা ধীরমমৃতস্য গোপাং।

স নঃ শর্ম্ম ত্রিবরূথং বি যংসৎ পাতং নো দ্যাবা পৃথিবী উপস্থে॥ ২॥

(হে লোক সকল), মহান্ (বৃহন্তং) বরুণকে এইরূপে (এব) বন্দনা কর (বন্দস্ব)। সেই মহাজ্ঞানী (ধীরং) অমরত্বের রক্ষাকর্ত্তা (গোপাং) বরুণকে নমস্কার কর। নমস্য)। তিনি আমাদিগকে বৃষ্টি, শীতে এবং রৌদ্র হইতে রক্ষা করে (ত্রিবরূথং) এমন গৃহ (শর্ম) দান করুন (বিযংসৎ)। দ্যাবা পৃথিবী তাহাদের মধ্যে অবস্থিত জানিয়া (উপস্থে) আমাদিগকে (বৃষ্টি এবং অন্নদান করিয়া) রক্ষা করুণ (পাতং)।॥ ২॥

ইমাং ধিয়ং শিক্ষমাণস্য দেব ক্রতুং দক্ষং বরুণ সংশিশাধি।

যয়াতি বিশ্বা দুরিতা তরেম সুতর্মাণমধি নাবং রুহেম॥ ৩॥

হে দেব (বরুণ), এই যে আমি তোমার মহিমাকীর্ত্তন (ধিয়ং) করিতে চেষ্টা করিতেছি (শিক্ষমাণস্য), আমার জ্ঞান (ক্রতুং) এবং আমার উৎসাহকে (দক্ষং) তীক্ষ্ণতর কর (সংশিশাধি), যেন তাহার ফলে (যয়া) আমরা সকল পাপ (বিশ্বা দুরিতা) অতিক্রম করিতে পারি (অতি তরেম), যেন যে নৌকায় আরোহণ করিলে সহজে ভবসাগর পার হওয়া যায় (সুতর্মাণং), সেই নৌকায় আরোহণ করি (নাবং অধি রুহেম)॥ ৩॥

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

প্রচার বিবরণ।

ভাই প্রমথলাল সেন বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কয়েকদিন তথাকার কয়েকটী পরিবারে বিশেষ উপাসনা করিয়া ২৯শে ফেব্রুয়ারী তথ্যাকার ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব করেন এবং এক দিবস ব্রাহ্মিকা উৎসবেও উপাসনার কার্য্য করেন। উৎসবের পরেও কয়েকদিন ভাগলপুরস্থ শ্রদ্ধেয় নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে স্থিতি করিয়া উপাসনা ও প্রসঙ্গাদি করিয়াছিলেন এবং দুই দিনের জন্য মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে গিয়াছিলেন। গাজীপুরের উৎসবের যাত্রীরূপে সেবক শ্রীঅখিল চন্দ্র রায় বাবাজী বিষ্ণুপদ সি মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ ১০ই মার্চ্চ ভাগলপুরে গমন করেন ও পূর্ণিমার দিনে শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব কালাকুটীতে হয়। ঐ দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় সম্মিলিত উপাসনা ভাই প্রমথলাল সম্পন্ন করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে আলোচনা হয়। ১১ই মার্চ্চ অপরাহ্নে ভাই প্রমথলাল অন্যান্য যাত্রীদের সহ ভাগলপুর হইতে গাজীপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবকার্য্যে যাত্রা করেন। তথায় ১২ই হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত উৎসব হয় তদ্বিবরণ গত বারের পত্রিকায় প্রাকাশিত হইয়াছে। ১৭ই মার্চ্চ রাত্রি ১২টার গাড়ীতে যাত্রীদল গাজীপুর হইতে কাশীধামের নিকটস্থ বৌদ্ধতীর্থ সারনাথে গমন করিয়া ১৮ই মার্চ্চ প্রাতে সারনাথে বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ স্মৃতিমন্দির পরিদর্শন করিয়া সুখী ও কৃতার্থ হন, ঐ দিন সারনাথ ষ্টেশনেই মিলিত উপাসনা হয়। অপরাহ্নে তাঁহারা কাশীধামে গমনপূর্ব্বক বেণারস হিন্দু ইউনিভারসিটীর প্রফেসার মিঃ, পি, কে দত্ত মহাশয়ের প্রবাস ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন ঐ দিন সায়ংকালে তাঁহারা কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পুরোহিতদিগের উৎসাহের সহিত আরতি করার দৃশ্য দর্শন করিয়া আনন্দানুভব করেন। ১৯শে মার্চ্চ প্রাতে পি, কে, দত্ত সাহেবের ভবনে মিলিত উপাসনা হয়। সন্ধ্যার পর ঐ স্থানেই কয়েকটী বাঙ্গালী মহিলা ও ভদ্রলোক সমবেত হওয়ায় তাঁদের লইয়া উপাসনা ও সঙ্গীত হয়। ভাই প্রমথলালই উপাসনার কার্য্য করেন। ২০শে মার্চ্চ প্রাতে নূতন হিন্দু ইউনিভার্সিটীর ব্যাপার দেখিয়া যাত্রীদল অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করেন। এই তিন দিনকাল পি, কে, দত্ত মহাশয় সপরিবারে যাত্রীদিগের সেবার অত্যন্ত সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২০শে মার্চ্চ রাত্রীর ট্রেনেই যাত্রীদল ছাপরা যাত্রা করিয়া ও ২১শে মার্চ্চ, শনিবার—প্রাতে প্রায় ৮টার সময় ছাপরা সহরে নববিধানবিশ্বাসী ভ্রাতা হাজারীলালের প্রবাস ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

(ক্রমশঃ)

ভৃত্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

প্রায় দেড় বৎসর পরে আমার প্রিয় পৈতৃক বাস ভবনে ও আমার পুরাতন কার্য্যস্থান টাঙ্গাইল অঞ্চলে গমন করি। ২৮শে মার্চ্চ সন্ধ্যার পর কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া পরদিন দুই প্রহরের পরে টাঙ্গাইল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার মহাশয়ের বাসায় পৌঁছাই। সন্ধ্যার পর একটী সান্ধ্যসম্মিলনে টাঙ্গাইলের অনেক পুরাতন বন্ধুসহ সম্মিলিত

হইবার সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে বন্ধু-সম্মিলনের বিমলানন্দ লাভ করি। পরদিন ২৯শে মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ বাবুর গৃহ-দেবালয়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া করুণাময় শ্রীহরির পূজা বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হই। দিনের অনেকটা সময় তাঁহার সহিত বিবিধ বিষয়ে প্রসঙ্গ হয়। এই দিন অপরাহ্নে আমার পৈতৃক বাসস্থান কুমিল্লি গমন করি এবং সমবিশ্বাসী স্নেহের কনিষ্ঠ সহোদরতুল্য শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র দে অধিকারীর গৃহে যাইয়া স্থিতি করি। এখানে আমার অন্যান্য বৈষয়িক কার্য্য মধ্যে ৪ঠা এপ্রেল, শনিবার—শ্রীমান্ মহিমচন্দ্রের স্বর্গীয় মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাহার গৃহে উপাসনা করি। আমার অতি স্নেহের খুল্লতাত-ভ্রাতা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের গৃহে স্নেহের ভগ্নী শ্রীমতী কৈলাসকামিনীর যত্নে স্বর্গীয় শ্রীমানের আত্মাকে স্মরণাদি করিয়া দুই দিন বিশেষ ভাবে উপাসনা করি। এই দুই দিন সুন্দর হাস্যময় ফুটন্ত ফুল সহকারে পূজা বন্দনার সুযোগ পাইয়া বড়ই কৃতার্থ হই। মনে হইল ঈশ্বরের সুন্দর মধুময় প্রকাশের অভাবনীয় প্রকাশের সহায়তা পক্ষে আজ যেমন এই পুষ্পের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলাম জীবনে এমন আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। কোন্ সময় কোন্ ব্যক্তির আয়োজনের ভিতর দিয়া স্বর্গের আনন্দময়ী জননী আমাদের প্রাণের ভিতর আপনাকে টানিয়াছেন স্বর্গের বিমলানন্দে শুষ্ক কঠিন প্রাণকে মুহূর্ত্ত মধ্যে সরস করেন, মলিন প্রাণকে স্বর্গের পবিত্রতায় বিমল করেন কে বলিতে পারে? এই আনন্দময়ীর মায়ের বক্ষরূপ আনন্দ ভবনে আমার স্নেহের ভাই প্রতাপ, আমাদিগকে এখানে ফেলিয়া গিয়া, স্থান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরাও ধন্য হইলাম।

৫ই এপ্রিল, রবিবার—টাঙ্গাইল নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য করি। অদ্যকার আরাধনায় করুণাময় শ্রীহরি আপনার উজ্জ্বল মধুর প্রকাশে আমাদের প্রাণকে আপনাতীতরূপে অধিকার করিলেন। আমরা আমাদের অকিঞ্চিৎকর জীবনকে সংসারে ঢালিয়া দিয়া দীর্ঘ জীবনে কত তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছি, অগ্রাহ্য করিয়াছি। তিনি এখন আমাদের এই মলিন ক্ষুদ্র জীবনে তাঁহাকে ঢালিয়া দিয়া তাঁহার উজ্জ্বল মধুময় প্রকাশের সৌন্দর্য্যে নিরাকারের উজ্জ্বল জীবন্ত আকার প্রকাশ করিয়া আমাদের মন হইতে সাকার রাজ্যের গুরুত্ব মুছিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অনন্ত স্বরূপের মহিমা প্রকাশ করিয়া এখন দিন রাত কত করিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে, গ্রহণ করিতে হইবে তাহা শিখাইয়াছিলেন। "আমাদের ঈশ্বর খাঁটি ঈশ্বর" আচার্য্যদেবের এই ভাবের প্রার্থনা পঠিত ও তদনুরূপ আত্ম-নিবেদনাদি হয়।

৮ই এপ্রিল, বুধবার—আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শশিভূষণ বাবুর গৃহ-দেবালয়ে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিধানসুধার উপাসনা ব্রত গ্রহণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করি। ঈশ্বর-দর্শন, তাঁহার বাণী শ্রবণ, বিবিধ মধুর সম্পর্কে তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন, তাঁহাতে অনন্ত, অক্ষয়, অমৃতময় জীবন লাভ একমাত্র এই উপাসনার ভিতর দিয়া সম্ভবে, তাই জীবনে উপাসনা ব্রত এত মূল্যবান্, এত উচ্চ আজ ইহা বুঝিতে পারিয়া ধন্য হই।

৯ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে আহুত হইয়া তথায় রওনা হই।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

—•—

নববিধান সাধক স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাতব্য ফণ্ড।

পাটনা বাঁকিপুর নিবাসী স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের কৃত, ১৯১১ সালের ১৭ই মে তারিখের, উইল ভুক্ত সম্পত্তি উদ্ধারার্থ যে সমস্ত ব্যয় হইয়াছে এবং উইল লিখিত টাকা যে পরিমাণে আদায় হইয়াছে এবং উইলের লিখিত দান সমূহ যে ভাবে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ ও ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হিসাব প্রদত্ত হইল।

আয়।

১৯১১ সালের ২১শে নভেম্বর বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেভিং ব্যাঙ্কে অপূর্ব্ব বাবুর নামীয় হিসাব হইতে প্রাপ্ত ... ১৯৭৸৴০

১৯২১ সালের ২৯শে জানুয়ারী পোষ্টাফিসের সেভিং ব্যাঙ্কে স্বর্গীয়া গিরিবালা দেবীর নামীয় হিসাব হইতে প্রাপ্ত ... ১০৯১।৴০

উক্ত টাকা হইতে ১৯১২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ৯১০৲ টাকা জমা দেওয়া যায় তাহার সুদ মোট ... ৭৬/১

১৯১২ সালের সুদ	...	২২৵০
১৯১৩ ,, ,,	...	১৪৴৭
১৯১৪ ,, ,,	...	১৪।৵৪
১৯১৪ সালেরশেষ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত	...	১৪॥৶২
১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত	...	১০৸০
মোট		৭৬/১

১৯১৫ সালের ২রা জানুয়ারী, খাতক উকীল রাধাকান্ত দত্তর বন্দকী তমশুকের সম্পত্তি ক্রেতা মহারাজ কিশোরীলাল খান্নার নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই টাকা পাটনা জজ আদালত হইতেই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের Current Account-এ প্রথমতঃ জমা দেওয়া হয় ... ৯৮৯৩৷৶০

মোট জমা ১১২৫৮৸৭ পাই হইতে মোট খরচ ১০৯১০।৶৯ পাই বাদ দিয়া মজুত তহবিল ৩৪৮।১০

টাকার সুদ। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানতের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা হার সুদে ১৯১৭ সালের অক্টোবর হইতে ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর—৬ বৎসর তিন মাসের সুদ ... ৬৫।০

মোট ১১৩২৪৲৭

ব্যয়।

দাতা অপূর্ব্বকৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ ... ৭৩।৬

উইল প্রবেট লওয়ার খরচ ... ২৫৩৬৷৶৬

উকীল রাধাকান্ত দত্ত ও মহারাজ কিশোরীলাল খান্না প্রভৃতির সহিত মোকর্দ্দমার খরচ ... ৫০৯৬৷৶৬

অপূর্ব্ব বাবুর ভ্রাতাদের সহিত আপোষে নিষ্পত্তির জন্ত খরচ ... ৩৫০৲

মহারাজা কিশোরীলাল খান্নার সহিত হাইকোর্টের মোকর্দ্দমার আপোষে নিষ্পত্তি অনুসারে তাঁহাকে দেওয়া হয় ... ১০০০৲

উইলের এক্জিকিউটারদের পাথেয় আদি ১৯১১ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত ... ১৭৩।৩

নিম্নলিখিত মতে, উইল লিখিত টাকা বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়—বাঁকিপুর নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে, নগদ ... ১৫০০৲

সমস্ত ভারতবর্ষে নববিধান বিস্তার ও প্রচার জন্ত রিজার্ভ ফণ্ডে ... ৫০০০৲

হাওড়া ও অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে রিজার্ভ ফণ্ড ... ১০০০৲

অন্ধ, আতুর, কালা ও বোবাদিগের সেবার জন্ত রিজার্ভ ফণ্ডে ... ১০০০৲

উকীল ফি:—

শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন

বি: রাসদ ১৪ই মার্চ, ১৯১৭ সনে উপরোক্ত হিসাবে এই টাকা সন্নিবেশিত করিতে ভুল হইয়া গিয়াছিল ... ৫০৲

মোট ১০৯১০৶৯

মজুত তহবিল ৪১৩৸১০

১১৩২৪৲৭

বাঁকিপুর, পাটনা; ১২ই এপ্রেল, ১৯২৫। } শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, এক্জিকিউটার ও একজিকিউটার সভার সম্পাদক।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

নববিধানে একনিষ্ঠ সাধক শ্রীমৎ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন।

দেখিতে দেখিতে ১২ বৎসর অতীত হইল একনিষ্ঠ সাধক বিনয়েন্দ্রনাথ নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। বিনয়েন্দ্রনাথের অমর আত্মা অমরলোকে শ্রীব্রহ্মানন্দদলে মিশিয়া নিত্য আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। বিনয়েন্দ্রনাথ যথার্থই দেশসেবক, ছাত্রবৎসল, ভক্তানুগামী ও সুবক্তা নববিধানের উচ্চ তত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞ এবং বন্ধু ও ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁর প্রেরিত প্রচারকগণের পরই যে সকল যুবকদল নববিধানের লীলাক্ষেত্রে আপনাদিগের অর্থ, সামর্থ, যৌবনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন তাঁহাদিগের মধ্যে বিনয়েন্দ্রনাথ অন্যতম নেতা ছিলেন। কলিকাতার মণ্ডলীর সেবা ব্যতীত বিনয়েন্দ্রনাথ মফঃস্বলের নববিধানসমাজের সহিত ও স্কুল, লাইব্রেরী, জনসেবার জন্ত এক একটী প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁর বিশেষ যোগ ছিল, সুদূর পল্লী অমরাগড়ীতে ঐরূপ একটী প্রতিষ্ঠান এখনও তাঁর পুণ্যস্মৃতি রক্ষা করিতেছে, নববিধানসমাজের বর্ত্তমান যুবকদল যদ্যপি নববিধানে একনিষ্ঠ সাধক বিনয়েন্দ্রনাথের পদানুসরণ করিয়া চলিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা মঙ্গলময় বিধাতার প্রচুর আশীর্ব্বাদ ও শক্তিলাভ করিবেন।

স্বর্গগত শ্রীমৎ যশোদাকুমার রায়।

হাওড়া জিলার অমরাগড়ী নববিধান সমাজের উপাচার্য্য স্বর্গীয় ফকিরদাস রায়ের তৃতীয় সহোদর যশোদাকুমার তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া স্বদেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। যশোদাকুমার তাঁর জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইয়া প্রথমে কলিকাতায় নববিধান সমাজে যোগ দিয়া নববিধান ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া স্বদেশে এই ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য আজীবন প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামকরণ (যিনি ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায় নামে অনেকের পরিচিত) প্রকাশ্যে সম্পন্ন করায় এই ধর্ম্মের প্রতি তথাকার যুবকদল বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। অমরাগড়ীর ব্রাহ্মদলকে যে সময় তথাকার হিন্দুগণ কঠিনরূপে নির্য্যাতন করেন, সে সময় যশোদাকুমারকেও লাঞ্ছনা, অপমান ও বহু কষ্ট সহ্য করিতে হয়। বর্ত্তমান জয়পুর ফকির দাস ইংরাজী স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ ও ঐ স্কুল পরিচালনার কার্য্যে যশোদাকুমারকে অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। যশোদাকুমারের জীবন সরলতা, সেবা, ভক্তি, বিনয় ও শান্তিপ্রিয়তা গুণে বিভূষিত। গত ২৬শে চৈত্র সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁর সমাধিমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

বিশ্ব-সংবাদ।

অজ্ঞাতনামা দাতা—কোন ব্যক্তি কলিকাতা ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুলে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এইরূপ দানই শ্রেষ্ঠ দান।

***

নারীরক্ষা সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস সভাপতি প্রভৃতি লিখিয়াছেন:—"বৎসরাধিক কাল দেশবাসী শুনিয়া আসিতেছেন যে, দুর্বৃত্তগণ হিন্দু মুসলমান নারীগণকে অপহরণ করিয়া তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে। সেই সকল অসহায়া ও লাঞ্ছিতা নারীগণের করুণ মর্ম্মান্তুক কাহিনী সকলেই অবগত হইতেছেন। এই সকল নারীনির্য্যাতন বঙ্গদেশে নিত্য সংঘটিত হইতেছে। লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের উপরে ইহার ফল অত্যন্ত নিদারুণ ও বিষময়। আমরা আশা করি, দেশহিতৈষী মহানুভব ব্যক্তিগণ এই অবস্থা বিশেষরূপ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন।" অতএব আমরাও বলি যে আমরা সন্তান-জাতি হইয়া আমাদেরই মাতৃজাতির উপর এইরূপ ভীষণ, ভীষণ অত্যাচার আর কতদিন সহিব। নারীজাতির অপমানেই দেশ ও জাতি ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

সংবাদ।

নববর্ষ—গত ১লা বৈশাখ প্রাতে বাঁকিপুরস্থ ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পারিবারিক দেবালয়ে নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। পরদিন সায়ংকালে বিশেষভাবে প্রসঙ্গাদি হইয়াছিল।

শুভ বিবাহ—গত ৭ই বৈশাখ, সন্ধ্যার পর প্রাচীন ব্রাহ্ম কৈলাসচন্দ্র বাগচীর পুত্র শ্রীমান্ অতুলচন্দ্রের শুভ বিবাহ কালকাতা কেশব একাডেমী ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র উপাসনা ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্রত গ্রহণোপলক্ষেও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনাদি করিয়াছেন।

গত ১৬ই এপ্রিল স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর পুত্র শ্রীমান্ সাধনাথের সহিত শ্রীযুক্ত অরুণোদয় চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী বিনতার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করিয়াছেন।

প্রত্যাগমন—প্রচারযাত্রী ভাই প্রমথলাল, সেবক অখিল চন্দ্র ও গণেশ প্রসাদ প্রভৃতি নানাস্থানে প্রচার করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। স্থানাভাবে সমস্ত প্রচার বিবরণ ও শান্তিপুরের উৎসব বৃত্তান্ত এবার প্রকাশিত হইল না।

শোক-সংবাদ—আমরা গভীর শোক সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বৈকুণ্ঠনাথ এই রুগ্ন ভগ্ন দেহে প্রিয় কন্যার অকালমৃত্যু-শোকে আহত হইয়াছেন। স্নেহের কন্যা যোগিনী দেবীর অতি মিষ্ট প্রকৃতি ছিল। নববিধান প্রচার আশ্রমে ভাই কান্তিচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হইয়া পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতা হন। বাঁকিপুরের ভগ্নী-সমিতির উন্নতিকল্পে যোগিনীবালা বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এবং যখনই যাঁহারা তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, তিনি কতই আদর যত্ন সেবা করিতেন। রুগ্ন পিতৃদেবকে অনেক দিন নিজ গৃহে রাখিয়া যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। সন্তানপালনে তিনি অত্যন্ত যত্নবতী ছিলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় আকস্মিক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রিয় স্বামী এবং পাঁচটী স্নেহের শিশু সন্তান রাখিয়া ও বৃদ্ধ পিতৃদেব এবং ভগ্নিগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকে মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছেন। মা শান্তিদায়িনী, পরলোকগত আত্মাকে এবং সমস্ত পরিজনগণকে শান্তিবিধান করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—দেবী মনোরমা মুখোপাধ্যায় তাঁহার পিসিমা কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীর আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পিতৃভবনে ভাই ভগিনী মিলিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন, এই উপলক্ষে তাঁহারা নববিধান প্রচার ফণ্ডে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহাদিগকে ও পরলোকগত আত্মাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

১২ই বৈশাখ, শনিবার—পূর্ব্বাহ্ন ৭৷৷০ ঘটিকার সময় নববিধান-বিশ্বাসী ব্রাহ্ম স্বর্গীয় কালীনাথ বসুর সহধর্ম্মিণী ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর স্বর্গীয় মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ, নবসংহিতা মতে তাঁহাদের বাগবাজারস্থ বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্য এবং ভাই অক্ষয়কুমার লধ ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ অধ্যেতার কার্য্য করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সকল দান করা হইয়াছে তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

গত ৫ই এপ্রিল, ৩৫।১ পুলিশ হাসপাতাল রোড়ে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদার তাঁহার শ্বশ্রূমাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

পারলৌকিক—গত ১লা বৈশাখ বাঁকিপুর নিবাসী ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা ভাই প্রমথলাল করেন ও উক্ত ডাক্তার বাবু স্বর্গস্থ পিতৃদেবের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রাণে শ্রদ্ধার্পণ করিয়া সকাতর প্রার্থনা করেন। তিনি যখন তাঁর মাতৃদেবীর গর্ভবাসে সে সময় পিতৃদেবের মৃত্যু হয়, সেই কারণে পরেশ বাবুর জন্মের পর প্রতিবাসী ও দেশবাসীরা তাঁর নাম দুঃখী বাবু রাখিয়াছিলেন।

বিগত ১২ই এপ্রিল, প্রাতে বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বাঁকিপুর প্রবাসী ডাক্তার বিধানপ্রসাদ মজুমদারের বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা হয়, ভাই প্রমথলাল সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৬ই বৈশাখ, রবিবারে—২৪নং বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র রায়ের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য ও নির্ম্মলচন্দ্রের পিতা বাবু অনুকূলচন্দ্র রায় তাঁর সহধর্ম্মিণীর স্বহস্তলিখিত পরলোকতত্ত্ব পাঠ করেন। চিরশান্তিদায়িনী মা, পরলোকগত উভয় আত্মাকে তাঁহার চিরশান্তিময় ক্রোড়ে রক্ষা করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১১ই এপ্রিল, ৭নং রামমোহন রায় রোড়ে, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে, ১৩ই এপ্রিল ৩৫।১ পুলিস হাসপাতাল রোড়ে, স্বর্গীয় বিনয়মোহন সেহানবিশের সাম্বৎসরিক দিনে, ঐ দিন ৪৭নং পটারি রোড়ে কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনের সহধর্ম্মিণী প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নববিধান প্রেরিত শ্রদ্ধাস্পদ অমৃতলাল বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে গত ২৭শে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয় এবং তাঁহার সমাধিগৃহেও তীর্থযাত্রা ও রাজা দীনেন্দ্রনাথ ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার কন্যাদিগের বাস ভবনে উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন।

পারিতোষিক বিতরণ—গত ২০শে এপ্রিল, বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম পরিচালিত নিত্যকালী বলিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। মহিলা-বিদ্যালয় সমূহের বিদুষী ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ শ্রীমতী হৃদয়বালা বসু, এম্. এ, মহোদয়া পারিতোষিক বিতরণ এবং উলুবেড়িয়ার সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, কে, রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিশেষ নিবেদন

ধর্ম্মতত্ত্বের জন্য নূতন অক্ষর ইত্যাদি খরিদ করিতে আপাততঃ ১০০৲ এক শত টাকা আবশ্যক, গ্রাহকগণের নিকট হইতে তাঁহাদের দেয় মূল্য শীঘ্র পাইবার আশা করি।

নিবেদক,

সহঃ সম্পাদক—"ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা"।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের তত্ত্ব সকল হয় আমরা শাস্ত্রে অধ্যয়ন করিতে যাই, অথবা কোন পণ্ডিত জ্ঞানী সাধক শাস্ত্রী বা গুরুর নিকট হইতে সহজে বুঝিয়া লইতে চাই, ইহাই আমাদিগের অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে যে সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে হইবে বা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া দেন বা দিতে পারেন, ইহা যেন আমাদিগের বিশ্বাসই হয় না।

প্রত্যক্ষ ঈশ্বর বিশ্বাস সম্বন্ধেই সাধারণতঃ প্রাচীন প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের কত রকম কুট ধারণাও রহিয়াছে। ঈশ্বরকে যে সহজে দেখা যায় এবং সহজে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার বাণী শুনা যায়, তিনি যে প্রত্যেকের হৃদিস্থিত হইয়া সহজে আপনাকে দেখিতে ও শুনিতে দিবার জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন ইহাই যেন অনেকে ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন না। এবং এইজন্যই নববিধানের তত্ত্ব বুঝা তাঁহাদের তত সহজসাধ্য হয় না।

আমরা যাহারা নববিধানে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, আমাদিগের সকলকার মন হইতে যে সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন সংস্কার সমুদয় অপনীত হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আমরাও কি সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে দেখিয়া শুনিয়া জীবনের গতি, নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করিতে শিখিয়াছি ?

নববিধান মত নয়, তত্ত্ব নয়, সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্ম বলে সে ভাবে একটি ধর্ম্মও নয়। ইহা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারই জীবন্ত পরিচালনায় পরিচালিত নবজীবন। যুগে যুগে যত যুগধর্ম্ম সম্প্রদায়স্থ ধর্ম্মাত্মাগণ পুরাতন দৈহিক জীবন পরিহারপূর্ব্বক পবিত্রাত্মাজাত আধ্যাত্মিক নব জীবন মহাসাধন দ্বারা লাভ ও জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই জীবন সহজে ব্রহ্মের বা মার অলৌকিক স্নেহগুণে আমরা লাভ করিব ও কার্য্য আচরণে দৈনিক জীবনে তাহা পালন করিব, এই জন্যই নববিধান সমাগত।

প্রত্যক্ষ জীবন্ত বিধাতার কৃপায় আমরা যেন নব বিধানের এই নবজীবন লাভে ধন্য হই এবং তাহাই জীবনে প্রদর্শন করিয়া নববিধানের প্রমাণ দিতে পারি, মা নববিধান বিধায়িনী জননী ইহাই আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ব্যভিচার পাঁচ প্রকার।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলেন, ব্যভিচার পাঁচ প্রকার, (১) আপন স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের পবিত্র প্রেম অপরকে দেওয়া ব্যভিচার ইহা স্বতঃসিদ্ধ। (২) ঈশ্বর আত্মার পরম স্বামী, তাঁহার প্রতি যে প্রেম দেওয়া উচিত তাহা না দিয়া সংসারকে সেই প্রেম দিলেও ব্যভিচার হয়। (৩) ঈশ্বরের বিধান ও প্রত্যাদেশের প্রতি যে আনুগত্য দেওয়া উচিত তাহা না দিয়া যদি সংসারকে সেই আনুগত্য দেওয়া হয় তাহাও ব্যভিচার। (৪) ঈশ্বর-নিয়োজিত নেতা ও প্রেরিতদিগকে উপেক্ষা করিয়া অপরের আনুগত্য স্বীকারও ব্যভিচার। (৫) ঈশ্বর নিয়োজিত ধর্ম্মমণ্ডলী অপেক্ষা অপর সাধারণ সংসারসেবীদিগকে অধিক ভালবাসা দেওয়াও ব্যভিচার। নববিধান বিশ্বাসীগণ যেন এই সকল প্রকার ব্যভিচার হইতে মুক্ত হইয়া নববিধানের পবিত্রতা রক্ষা করেন।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে মিলন।

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হিন্দু শৈব সন্ন্যাসীগণ মাসব্যাপী উপবাস করিয়া সন্ন্যাস সাধন করেন। খৃষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসীগণও "ইষ্টার" সময়ে উপবাস ও আত্মত্যাগ সাধন করেন। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ এক মাস ধরিয়া "রোজা" রাখিয়া উপবাস ও আত্মনিগ্রহ করেন। একই সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এক প্রকার সাধন নববিধানের ধর্ম্মসমন্বয় মিলনেরই প্রমাণ ভিন্ন আর কি ?

চড়ক পার্ব্বন উপলক্ষে নীলরাত্রে উপবাসে মুহ্যমান সন্ন্যাসীকে মহাদেবের নামে ও জয়গানে মৃত অবস্থা হইতে পুনরুত্থানের নিদর্শন অভিনয় করা হয়। এবার ঠিক এই দিনেই খ্রীষ্টের পুনরুত্থানেরও দিন সাধিত হইয়াছে। কোথায় খৃষ্টধর্ম্ম এবং কোথাকার শৈবধর্ম্ম, কিন্তু উভয় ধর্ম্মের মধ্যে দেশ কাল শিক্ষা সাধনের শত প্রকার প্রভেদ থাকিলেও, এই যে ভাবের সামঞ্জস্য রহিয়াছে ইহা কি ধর্ম্মে ধর্ম্মে মহামিলনের পরিচায়ক নয় ?

কে তুমি ?

শঙ্করাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোসি গন্তা কিংনাম তে ত্বং কুতো আগতোসি।
এতদ্বদত্বম মম সুপ্রসিদ্ধম্ মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবর্দ্ধনোসি॥"

হে শিশু, তুমি কে ? কাহার ? কোথায় যাইতেছ ? তোমার নাম কি ? কোথা হইতে আসিতেছ, হে আমার প্রীতিবর্দ্ধন আমার প্রীতির জন্য এই সকলের উত্তর দাও।

শিশু উত্তর করিলেন :—

"নাহম্ মনুষ্য ন চ দেব যক্ষ, ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বানস্থ ভিক্ষুর ন চাহম নিজবোধরূপ॥

আমি মনুষ্যও নই, দেবতাও নই, যক্ষও নই, ব্রাহ্মণও নই, ক্ষত্রিয়ও নই, বৈশ্যও নই, শূদ্রও নই, আমি ব্রহ্মচারীও নই, গৃহীও নই, বানপ্রস্থ ভিক্ষুও নই, আমি নিজ বোধরূপ।

যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের ইহাই তো উচ্চ শিক্ষা, জাতি বর্ণভেদ ভাব উচ্চ ধর্ম্মে নাই।

ক্রুশারূঢ় শ্রীঈশার বাণী।

শ্রীঈশাকে ক্রুশোপরি আবদ্ধ করিলে পর তিনি ক্রুশ হইতে যে সাতটি বচন উচ্চারণ করেন, ক্রুশোৎসব সাধন উপলক্ষে এই সাতটী বাণীর আধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ঙ্গম ও সাধন করিবার জন্য ধর্ম্মাত্মা বিশ্বাসী ভক্তগণ কত ভাবেই তাহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার সাতটী বচন এই :—

১। "পিতা ক্ষমা কর ইহাদিগকে, কারণ ইহারা জানে না যে, কি করিল।" তাঁহার ক্ষমা ও আত্মত্যাগের পরিচয় ইহাতে যে কি উজ্জ্বলরূপে নিহিত রহিয়াছে তাহা বলা যায় না।

২। শ্রীঈশা তাঁহার মাতা মেরী দেবীকে দেখিয়া এবং অদূরে তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে দেখিতে পাইয়া মাতাকে বলিলেন, "ইনিই তোমার পুত্র।" এবং শিষ্যকে বলিলেন, "ইনি তোমার মাতা, ইঁহাকে দেখিও।" এইরূপে পার্থিব মাতার ভার প্রিয় শিষ্যের উপর অর্পণ করিলেন। শিষ্যও তাঁহাকে লইয়া গিয়া মাতৃবৎ সেবা করিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা পার্থিব মাতার প্রতি যে তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল তাহা ক্রুশোপরি সংসাধন করিলেন।

৩। শ্রীঈশার দুই পার্শ্বে দুইটী দস্যুকেও ক্রুশদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। একজন দস্যু তাঁহাকে বিদ্রূপ করে, কিন্তু একজন তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া বলিল, "আপনি যখন আপনার রাজ্যে যাইবেন আমাকে মনে রাখিবেন।" ইহাতে ঈশা বলেন, "তুমি আজই আমার সহিত স্বর্গে মিলিত হইবে।" অনুতপ্ত পাপীর প্রতি শ্রীঈশার প্রেম যে কত ইহা তাহারই নিদর্শন।

৪। ক্রুশের যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া শ্রীঈশা একবার বলিয়া উঠিলেন, "পিতা, পিতা, তুমিও কি আমায় পরিত্যাগ করিলে?" ক্ষণকাল ক্রুশযন্ত্রণার অনুভূতিতে যোগ ভঙ্গ হইল ভাবিয়াই ব্যাকুল অন্তরে এই প্রার্থনা করেন। ইহাও তাঁহার মানব দেবত্বের পরিচায়ক ভিন্ন আর কি?

৫। একবার তিনি বলিলেন, "আমার পিপাসা পাইতেছে।" দুষ্ট সৈনিকেরা ইহা শুনিয়া তাঁহাকে এক প্রকার সুরা পান করিতে দিল; কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বর্গরাজ্যের পিপাসারই কথা তিনি বলিলেন।

৬। তিনি বলিলেন, "ইহা পূর্ণ হইল" অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। ক্রুশযন্ত্রণাও যে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা, ইহা স্বীকার করা কি সামান্য কথা?

৭। তিনি বলিলেন, "আমি তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি অবনত মস্তকে দেহত্যাগ করিলেন। ইহাই তো তাঁহার আত্ম-সমর্পণের পরাকাষ্ঠা। তিন ঘণ্টাকাল তিনি ক্রুশভার বহন করিতে করিতে যে কয়টী অমূল্য বচন উচ্চারণ করিয়াছেন, ইহা সামান্য শিক্ষাপ্রদ ও আত্মার আধ্যাত্মিক কল্যাণপ্রদ নহে।

নববর্ষে ব্রত গ্রহণ।

নবসংহিতা বলেন, "উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য পবিত্র নববিধানমণ্ডলী সাধক বিশেষকে স্বতন্ত্র ভাবে ব্রত গ্রহণের জন্য বিধান দিয়া থাকেন। ব্রত সকলের নিজের কোন গুণ নাই, কিন্তু তাহাদের ফলবত্তা এবং প্রত্যেকেরই যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তৎপক্ষে কেহ যেন তর্ক উত্থাপন না করেন।"

"কেবলমাত্র উপকার লাভার্থ ব্রত গ্রহণ প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন কোন প্রকার সম্মান বা গৌরব বৃদ্ধির অনুরোধে কখনও তাহা গ্রহণ করিবে না। ব্রত সকল বাস্তবিকই ব্যক্তি বিশেষের জন্য ঔষধ সেবনের ন্যায়, তাহা সেবনে জীবনের বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ প্রয়োজনে সংযোগ হয়।"

"আত্মার যতগুলি অভাব এবং প্রয়োজন আছে সেই পরিমাণে তাহার পরিশুদ্ধির জন্য মণ্ডলী ব্রত ব্যবস্থাপিত করিবেন।"

এই পবিত্র বিধি পালনার্থ এবং আমাদিগের ব্যক্তিগত, স্বী পারিবারিক এবং সামাজিক আধ্যাত্মিক অভাব মোচনার্থ আমাদিগের সময়ে সময়ে ব্রত গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

উপাসনা যদিও আমাদিগের নিত্যব্রত, কিন্তু ইহাকেও সরস, সজীব এবং জীবনপ্রদ করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনা বা ব্রত আমাদিগের গ্রহণ করা আবশ্যক। ব্রত সকলের অবশ্যই নিজের কোন গুণ নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে আমাদিগের মনের সঙ্কল্প, দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা উদ্দীপন করিয়া থাকে এবং উপাসনা যোগে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই সন্নিধানে ইহা গ্রহণ করিলে ইহাতে জীবনে আধ্যাত্মিক বল যথেষ্টই বিধান করিয়া থাকে।

প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই ব্রত গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যদিও অধুনা ব্রত গ্রহণ অনেকটা নিয়ম রক্ষার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ভাবে যাঁহারা ব্রত গ্রহণ করেন তাঁহাদের যথেষ্টই আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইয়া থাকে।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব দেহে অবস্থান কালে স্বয়ং কত সময়েই কত প্রকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ ভাব অনুসারে বা প্রচারক মহাশয়দিগের ও পরিবারবর্গের কল্যাণপ্রদ কতই ব্রত দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"সতীত্ব, বৈরাগ্য, মাদকসেবন-পরিহার, আত্মত্যাগ, যোগ, ভক্তি, ক্ষমা, দয়া, শাস্ত্রানুশীলন, আত্মজ্ঞান, বিনয়, বাধ্যতা, জীবের প্রতি দয়া, আধ্যাত্মিক উদ্বাহ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম,

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্‌।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্‌॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্‌।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ৯ম সংখ্যা।
১লা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।
15th MAY, 1925.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে পিতা, তোমার প্রিয় পুত্র শ্রীঈশা ক্রুশভার বহন করিয়া দেখাইলেন যে, যে তোমার পুত্র হইবে তাহাকেই ক্রুশভার বহন করিতে হইবে। দেব-সন্তানত্বের নিয়তি এই ক্রুশ। ক্রুশ কেবল বাহিরের ক্রুশ কাষ্ঠ নয়। এ সংসারের দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা, মনোবেদনা, রোগ, শোক, আত্মবিচ্ছেদ এ সকলই ক্রুশের নিদর্শন। দেহধারী মানব মাত্রকেই এই সকল ক্রুশভার বহন করিয়া সংসারে জীবন যাপন করিতে হইবে। পতন উত্থান অঙ্গচালন দ্বারা যেমন দেহের পরিপুষ্টি হয়, তেমনি এই সকল ক্রুশাঘাতে আত্মার পরিপুষ্টিই হইয়া থাকে। অনেক সময় আপনাদের বা অন্য ব্যক্তিদিগের অপরাধে আমাদিগকে এই ক্রুশ বহন করিতে হয়, কিন্তু শ্রীঈশা যেমন তাঁহার শত্রুদিগের দোষ গণনা না করিয়া তাহা তাঁর পিতারই ইচ্ছা বলিয়া বহন করিলেন, আমরাও যেন তাহাই করিতে পারি। তিনি যেমন যখনই ক্রুশের যাতনা অনুভূতিতে পিতার সহিত যোগভঙ্গ হইল মনে করিলেন, "পিতা তুমিও কি এ সময় আমাকে পরিত্যাগ করিলে" বলিয়া ক্রন্দন করিলেন, তেমনি আমরাও যেন সংসারের রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষায় যাই মোহ অনুভব করিব, তখনই যেন পিতা, পিতা, বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার সহিত যোগানুভব করিতে পারি। তাহা হইলেই—যথার্থ ব্রহ্মপুত্রত্বের অধিকার লাভ করিতে পারিব। হে দয়াময়, সংসারের সকল দুঃখ পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদিগের জীবনকে তোমার পুত্রের আদর্শে গঠন করিয়া, তোমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

ঈশ্বর, তোমার না কি ইচ্ছা জীবকে শিক্ষা দেওয়া তাই রোগ শোক চারিদিকে ছড়ান রয়েছে জীবের আত্মাকে শিক্ষা দিবার জন্য। পৃথিবীকে বন্ধু মনে করিলাম, পরক্ষণেই দেখি, জগবন্ধু বিনা আর বন্ধু নাই। হরি, মন যেন না বলে যে তুমি না বুঝ্‌তে পেরে কষ্ট শোক পৃথিবীতে আনলে, আর তোমার দয়ার উপর যেন দোষারোপ না করি।

দয়াময়, বিশ্ববিদ্যালয় শোক-বিদ্যালয়, শোকে রোগে কষ্টে মানুষের শিক্ষা হয়। বড় বড় সাধু তৈয়ার হয়েছেন বিপদেতে। কষ্ট দুঃখ না থাক্‌লে মন শুষ্ক হয়,—তাতে আরাধনার ফুল, সঙ্গীতের ফুল ভাল ফুটে না। দয়াময়, বিপদ বিঘ্ন, শোক রোগে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে থেকে ভক্ত বুঝ্‌তে পারে—কেমন শিক্ষা দিচ্ছে। ভিতরে ভিতরে বিনয়, দীনতা, ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য কেমন শিক্ষা হয় কষ্টের মধ্যে। হরি, শোক বিপদের

চরণে কোটী নমস্কার। অনেক শিক্ষা পেয়েছি জীবনে। জীবনটী যে হয়েছে, এর গড়ন আধ খানি শোকে, আধ খানি সুখে। না হলে এটুকু মহত্ত্ব থাক্‌ত না জীবনে। এমন করে মা বলে ডাক্‌তে পার্‌তাম না।

হে পিতা, হে মাতা, তুমি কি রকম ক'রে মানুষকে শিক্ষা দাও মানুষ বোঝে না। সে বারবার তোমার উপর দোষারোপ করে। রোগ শোক কি জন্য হ'ল সে কি ক'রে বুঝ্‌বে? ভক্ত কেবল বলেন তোমায় বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাসী ঈশা বলেন, "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা।" দুঃখ পেলেও মানুষ বল্‌তে পার্‌বে না যে, বিষের পাত্রটা মুখের কাছ থেকে সরাও। তুমি যা পাঠাও তা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করি। সুখ দেওয়া মাকে সকলে ভালবাসে, দুঃখ দেওয়া মাকে কেবল ঈশা আর সাধুরা ভালবাসেন। হে দয়াময়ী, তোমার দেওয়া সবই ভাল। আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তুমি যে আগুন জ্বেলেছ, ইচ্ছা করে কৃতজ্ঞতার সহিত তার ভিতর পুড়ে খুব নরম এবং খাঁটি সোণা হইয়া, তোমার ব্যবহারের উপযোগী খুব ভাল গহনা প্রস্তুত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারি।—দৈঃ প্রাঃ, ৮ম।— "দুঃখের হরি"।

নববিধানের অখণ্ড নবমানব।

শ্রীনববিধানাচার্য্য প্রার্থনা করিলেন,—"স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সমুদয় হইল, যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড, দয়াল হরি, নববিধান একটা। এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা এঁরাও তা, মা, তোমার সন্তান তো কখন একজন হতে পারে না স্বার্থপর হয়ে, সকলে মিলে একখানা।"

"প্রাণেশ্বর, এ সকল প্রচার সাধন ভজন, পড়া শুনা কিছু হচ্ছে না। এঁদের বুঝ্‌তে দাও যে এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না। সব এক। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে, পাঁচটা মানুষ যেন না দেখি। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে। একমেবাদ্বিতীয়ম্ নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে। সমুদায় মনুষ্য সমাজ এক।

নব দুর্গার সন্তান নব-মানুষ; শত শত হস্ত, শত কর্ণ, শত নাসিকা, শত চক্ষু এই যে প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি, আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে থাকেন আমি যাই।

"এঁরা এক শরীরের অঙ্গ, যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন সেই এক পুরুষ করেন। দয়াময়, এক কর, এক কর, যোগচক্ষে দেখ্‌তে দাও তুমি এক, আমরা এক।

"নববিধান একজন, মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হবে এই বাসনা আছে।"

নববিধানের বিশেষ তত্ত্ব মানবের এই অখণ্ডত্ব। "এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না" স্বার্থপর হইয়া। নববিধান এক অখণ্ড মানবত্বের বিধান। স্বর্গের ঈশ্বর যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইহা পূর্ব্ববিধানে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদয় মনুষ্য সমাজ এক বা প্রধানতঃ পৃথিবীতে "একমেবাদ্বিতীয়ং", ইহাই প্রতিষ্ঠা করিতে নববিধানের অভ্যুত্থান।

তাই নববিধানে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্থান নাই। স্বার্থপর হইয়া কেবল "আমি" "আমার" করিয়া আমরা নববিধান জীবন লাভ করিতে পারি না।

পুরাতন বিধানের ভাবে জীবন যাপন করিতে চাহিলে আমরা স্বার্থপর হইয়া নিজ নিজ সাধন ভজন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ইচ্ছা রুচি, মত পথ ধরিয়া চলিতে পারি। কিন্তু যখনই নববিধান স্বীকার করিলাম তখনই স্বার্থপর "আমি", স্বতন্ত্র "আমি" হইয়া আমার ধর্ম্ম, আমার মত আর রাখিতে পারি না।

নববিধানের মূল বিশ্বাস সকলে এক অখণ্ড জীবন। "আমি" নয় "আমরা", কিম্বা সকলে মিলিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং "আমি", ইহাই নববিধান জীবন।

মনুষ্য সমাজ এত দিন ব্যক্তিত্বের ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত মত সাধন ও পোষণ করিয়া স্বাতন্ত্র্য ভাবেরই পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আসিয়াছে, এখন সমুদয় মনুষ্য সমাজ যে এক, সকল মানব যে একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে গ্রথিত, এক অখণ্ড ব্যক্তি এক মানুষ, এইটী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই নববিধান সমাগত হইয়াছেন।

অতএব যদি যথার্থ আমরা নববিধানে বিশ্বাসী হই, নববিধানের আচার্য্য যে ভাবে আপনাকে "সদল অখণ্ড মানব" বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করিলেন,

তাঁহার অনুগমনে সেই ভাবে আমাদিগের প্রত্যেককেই এই অখণ্ড মানবত্ব সাধন করিতে হইবে এবং অখণ্ড ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নববিধান জীবন হইতে হইবে।

এখানে কেহই "আমরা",—মুখে কেবল "আমরা" বলিয়া কার্য্যতঃ স্বার্থপর, পরদ্বেষী, পরদোষদর্শী, পরদুঃখে উদাসীন, আত্মধর্ম্ম, আত্মসুখ-পরতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারি না।

নববিধান ঠিক একটি দেহ, এক দেহের প্রত্যেক অঙ্গ যেমন পরস্পরের পরিপুষ্টিতে পরিপুষ্ট, পরস্পরের বিকৃতিতে বিকৃত, তেমনি আমাদেরও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অনুভব করিতে হইবে। এক আহার পানে যেমন সকল অঙ্গের পরিপোষণ হয়, অনাহারে বা অপচারে যেমন সকল অঙ্গই অল্প বিস্তর রুগ্ন ভগ্ন হয়, এক অঙ্গে ক্ষত হইলে যেমন সর্ব্বাঙ্গ তাহার বেদনা অনুভব করে, আবার যেমন এক মনের বা মস্তিষ্কের বলে সর্ব্বাঙ্গ বলীয়ান হয়, ঠিক সেই ভাবে আমাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া পরস্পরের উন্নতিতে উন্নতি পরস্পরের অবনতিতে অবনতি এইটি জীবন্ত ভাবে বিশ্বাস করিয়া কার্য্যতঃ তাহা সাধন করিতে হইবে।

কোন পরিবারে এক জনের বিষম রোগ হইলে, যেমন সকলকেই তাহার জন্য অল্পাধিক রোগের যাতনা অনুভব, রাত্রি জাগরণ ও আত্মত্যাগ করিতে হয় এবং সুস্থতা সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ যত্ন ও কামনা করিতে হয়, একজনের অপমান লাঞ্ছনায় পাপে সকলকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়; আবার ধন মান লাভে সবারই ধন মান সংস্থান সমান মনে হয়। মণ্ডলী, জাতি এবং সমগ্র মানব পরিবার সম্বন্ধেও ঠিক সেই ভাব সাধন করিতে হইবে।

আমরা যে স্বার্থপর হইয়া আমি ভাল হইলেই ভাল হইলাম, অন্যে পাপ করিল আমার তাহাতে কি, এরূপ মনে করিব, কিম্বা অন্যের দোষে যে উল্লাস বা উপেক্ষা করিব, পরদুঃখে উদাসীন হইয়া আপনার সুখ সম্পদ ধর্ম্মমত রক্ষা করিব, ইহা নববিধানের ধর্ম্ম নয়।

শ্রীঈশা সর্ব্বজনের পাপভার বহন করিয়া আত্মবলিদান করিলেন। শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সেই ভাবেই সকলকার পাপ আপনার বলিয়া আপনাকে মহা পাপীর সর্দ্দার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তত্ত্বাবধায়কের উপেক্ষায় একবার বেতন না পাইয়া একজন ছাপাখানার কর্ম্মচারী পথ্যাভাবে মারা গিয়াছিল, এইজন্য তাহার হত্যার পাপ তাঁর আপনার পাপ মনে করিয়া শ্রীকেশব যেমন আত্মনিগ্রহ ও অকৃত্রিম অনুতাপ করিয়াছিলেন তেমনি করিয়া যদি আমরা পরিবারস্থ মণ্ডলীস্থ এবং ক্রমে সমগ্র মানব সমাজস্থ সবার পাপ, তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, সহানুভূতিযোগে আপনার বলিয়া যথার্থ অনুভব করিতে পারি এবং তজ্জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনা, প্রাণগত প্রার্থনা এবং ঐকান্তিক আত্মনিগ্রহ করিতে পারি, তবেই আমরা নববিধানের লোক বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত। আমি আমার শূন্য, সর্ব্বজনে একজন যিনি তিনিই নববিধানের লোক।

আমরা যখনই ঈশ্বরের পূজা করিতে বসি, তখনই যে আমরা প্রার্থনা করি, "আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও," ইহা যেন কেবল মৌখিক কথা না হয়, কখনও যেন নিকটস্থ কয়জন বা দলস্থ আমরাই "আমরা" ইহাও না মনে করি। যখনই আমরা নববিধানের ঈশ্বরের পদতলে বসিব তখনই কেবল একা আপনাকে মনে করিয়া আপনার মঙ্গল চাহিলেই হইল, ইহা মনে করিব না।

নববিধানের ঈশ্বর চান আমরা সদাই আপনাদিগকে সদল অখণ্ড অনুভব করিয়া পরিবারস্থ প্রত্যেককে, দলস্থ প্রতিজনকে এবং সমস্ত জগতস্থ সমুদয় মানবকে আপনার ভিতর লইয়া যেন তাঁহার পদানত হই এবং সবার পরিত্রাণেই আমার পরিত্রাণ; নতুবা ঈশ্বর নববিধানে যে পরিত্রাণ দিতে আসিয়াছেন সে পরিত্রাণ আমার লাভ হইবে না ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতে হইবে।

নববিধান-বিধায়িনী জননী আমাদিগকে এই আত্মজ্ঞান দিয়া আমাদের প্রত্যেককে অখণ্ড মানবত্ব সাধনে উন্মুখীন করুন এবং তাঁর নববিধানের অখণ্ড নবমানবের সঙ্গে যথার্থ নববিধানের মানুষ যাহাতে হইতে পারি তাহা করিয়া লউন।

শাস্ত্রতত্ত্ব।

বিশ্বাস।

বিশ্বাস আত্মার চক্ষু। চক্ষুতে রোগ হইলে সমুদয় মনুষ্যদেহই যেমন রুগ্ন অক্ষম হয়, বিশ্বাস হারাইলেও তাহাই হইয়া থাকে। বিশ্বাস না থাকিলে আমাদের মনের আলোকই নিবিয়া যায়। যাহা বিশ্বাসালোকে উজ্জ্বল দেখিতেছিলাম তাহা অন্ধকারময়, বা অন্যরূপ দেখি। প্রতিজ্ঞার বল কমিয়া যায়, সত্যপালনে অক্ষম হই। পথে চলিতে পা কম্পিত হয় বা পতিত হই। হস্ত কার্য্য

করিতে অক্ষম হয় এবং হৃদয় দুর্ব্বল হয়। সদাই ভয়ে বুক দুর দুর করিতে থাকে। ক্রমে ধর্ম্মজীবন একেবারে মৃতপ্রায় হয়। অতএব যদি বিশ্বাস উজ্জ্বল রাখিতে পারি এ প্রকার দুর্গতির সম্ভাবনা নাই।

ক্রোধ দমনের ঔষধ।

যখন মনে ক্রোধের উদ্দীপন হইবে বাক্য বন্ধ করিবে, কার্য্য স্থগিত করিবে, স্থান পরিত্যাগ করিবে। যদি পার তখনই দেবালয়ে বা কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতে চেষ্টা করিবে। কিছুক্ষণ কাঁদিতে পার ভাল হয়। মনে অনুতাপ আসিলে যাহার উপর রাগ করিতেছিলে তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতে চেষ্টা করিবে। ক্রোধ বা রাগের সময় যাহা করিবে বল, তাহা কদাপি করিও না।

দশজন।

১। প্রকৃত বিশ্বাসী যিনি, ব্রহ্মনন্দন তিনি।
২। অল্প বিশ্বাসী যে, কচিৎ সুখী সে।
৩। অর্দ্ধরথী যে, খঞ্জবৎ সে।
৪। সদাই ভয় যার, মলিন মুখ তার।
৫। বিশ্বস্ত যার চিত্ত, অগ্নি পরীক্ষাতেও নহেন ভীত।
৬। আশায় বাঁধা বুক যাঁর, লম্ফ দিয়া হন সাগর পার।
৭। ক্রোধের বশ যে হয়, তার সদাই পতনের ভয়।
৮। অবিশ্বাসী যে, সয়তানের দূত সে।
৯। মিথ্যাবাদী যে জন, কাহারো বিশ্বাস পায় না সে কখন।
১০। যার মনেতে অহঙ্কার, সে সর্ব্বপাপের আধার।

মানুষ কে?

মহা পণ্ডিত কার্লাইল বলেন, "মানুষ স্বয়ং কে? না ঈশ্বরের প্রতিমা? মানুষ যাহা কিছু করেন, তাঁহার ভিতর যে ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি আছে, তাহারই বাহ্য প্রকাশ করেন মাত্র। তিনি কার্য্য ও কথায় যতদূর পারেন প্রকৃতির ধর্ম্ম-প্রচারকরূপে স্বাধীনতার সুসংবাদ প্রচার করেন। যখন একটী কুটীর নির্ম্মাণ করেন তাহাও তাঁহার চিন্তাশক্তিরই প্রতিমা মাত্র। তাহাও অদৃশ্য বস্তুর দৃশ্যমান লেখনী। অধ্যাত্ম ভাবে বলিতে হইলে তাহা বাহিরের প্রতিমা হইলেও—প্রকৃত।" বাইবল শাস্ত্রও বলেন, "মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমারূপে গঠিত।" সত্যই মানুষ নিরাকার ঈশ্বরকে দৃশ্যমান করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন। ঈশা যেমন বলিলেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে," সেই ভাবেই আমরা ঈশ্বরের মুর্ত্তিমান প্রতিমা হইয়া তাঁহারই দেবত্ব জীবনে প্রদর্শন করিব, তাঁহারই সন্তানরূপে আত্ম-পরিচয় দিব, এই জন্যই ত মানবজন্ম লাভ করিয়াছি। কিন্তু হায়, পাপ-প্রবৃত্তি দুষ্ট সরস্বতী আমাদিগের স্কন্ধে চাপিয়া আমাদিগকে যে ঈশ্বরের প্রতিমা না করিয়া অংং পাপের প্রতিমা-রূপে প্রতিপন্ন করাইয়া থাকে! ধর্ম্মসাধনবলে এবং ব্রহ্ম-কৃপাবলে যে উদ্দেশ্যে আমাদের মানবজন্ম লাভ, তাহা যাহাতে সংসাধন করিতে পারি, সর্ব্বদা তাহারই জন্য যেন কৃতসঙ্কল্প হই।

শ্রীবুদ্ধদেব

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীগৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তু রাজ-প্রাসাদে রাজা শুদ্ধোধন ও মায়া দেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ তিথিতেই তিনি বহু কৃচ্ছ্র সাধনান্তে সাধন মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভে সিদ্ধ হন এবং প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে এই নির্ব্বাণ ধর্ম্ম-বিধান প্রচার করিয়া শিষ্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পরিনির্ব্বাণ অর্থাৎ পরলোক গমন করেন। এই জন্য এই দিন বিশ্বজনীন ধর্ম্মবিধানে এক বড় দিন।

বিধাতার বিধানে যুগে যুগে সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য অধর্ম্ম বিনাশের জন্য এবং নব নব ধর্ম্মবিধান সংস্থাপনের জন্য স্বয়ং বিধাতা তাঁহার চিহ্নিত প্রেরিত মহাপুরুষগণকে জগতে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা নব নব ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তন করেন।

সেই ভাবে অদ্বৈতবাদের বিকার উপস্থিত হইলে বিশেষ ভাবে সেই ধর্ম্ম ভাবের সুসংস্কার বিধানের জন্য এবং জীবনগত সুনীতির ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য যুগাবতার শ্রীবুদ্ধদেব নির্ব্বাণ ধর্ম্মবিধান বাহকরূপে প্রেরিত হন।

অদ্বৈতবাদাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই এই বিশ্বাস হইতে চরিত্র জীবন নীতি যাহাই হউক না কেন আপনাদিগকে "সোহহং" স্বয়ং ব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করেন, ইহারই সুসংস্কার বা প্রতিবাদ সাধনের জন্য শ্রীবুদ্ধদেব ব্রহ্মনামও গ্রহণ না করিয়া এবং বেদ ব্রাহ্মণ জাতি বর্ণভেদ কিছুই না মানিয়া, আপন স্বাধীন সাধন বলে ব্রহ্মালোকে প্রজ্ঞা লাভ করিয়া নির্ব্বাণ ধর্ম্মের নববিধান ঘোষণা ও প্রবর্ত্তন করিলেন।

তিনি দেখিলেন মানবের মনের কামনা বাসনাই যত দুঃখ রোগ শোকের কারণ। শুধু মুখে বা বিচার বুদ্ধিতে ব্রহ্ম বই আর কেহ নাই এই বলিয়া আমি তুমি সবই ব্রহ্ম হই বলিলে হয় না। জীবন সুনীতি সম্পন্ন কামনা বাসনাশূন্য বৈরাগ্যময় না হইলে ব্রহ্মময় জীবন কখনই লাভ হইতে পারে না। তাই কঠোর নীতির পথ অবলম্বনে মানসিক কামনা বাসনা মুক্ত হইয়া জীব-সেবায় জীবন যাপন করিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে প্রধানতঃ ইহাই প্রবর্ত্তন করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হন।

তিনি রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু জরা মরণ শোক দুঃখের কষ্টকর দৃশ্য এবং সন্ন্যাসীর শান্তচিত্তের দৃশ্য দেখিয়া রাজ্যসুখ ঐশ্বর্য্যে বীতরাগী হন এবং সত্য ধর্ম্মপথ অন্বেষণে স্ত্রী পুত্র ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বাহির হন। ব্রাহ্মণ উপদেষ্টাগণের

নিকট প্রথম ধর্মশিক্ষার্থী হন, কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি লাভ না করিয়া চিন্তাযোগে সুপথ আবিষ্কার করিতে কৃচ্ছ্র তপস্যায় নিরত হন। এই সাধন সময়ে মনের দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজনার সহিত তাঁহার বহু সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাকেই তিনি "মার" নামে অভিহিত করেন। সেই সমুদয় দুষ্প্রবৃত্তি জয় করিয়া, পরে কঠোর তপস্যাও পরিত্যাগ করিয়া, দৈববলে তাঁহার প্রাণে মহাপ্রজ্ঞার উদয় হয় এবং কেমনে কামনা বাসনা, এমন কি ধর্ম্মকামনা বাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগেও মহানির্ব্বাণ শান্তি লাভ হয়, তাহাই তিনি যথার্থ শান্তি লাভের সুপথ বলিয়া সিদ্ধান্ত এবং প্রচার করেন।

এই প্রজ্ঞা বা নির্ব্বাণ লাভ করিতে কঠোর নীতি এবং তীব্র বৈরাগ্য সাধনের প্রয়োজন, তাহাই তিনি আপন অনুবর্ত্তীগণের মধ্যে শিক্ষা দান করিলেন। জীবসেবাই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য-কার্য্য ইহা তিনি বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং আহার পান, অশন বসন, শয়ন ভ্রমণ, জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কঠোর নীতি বিধি তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তৎসাধন দ্বারা জীবন গঠন করিয়া স্তরে স্তরে কেমন করিয়া জীবনে উন্নত হইতে হয় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিধি বদ্ধ করেন। প্রধানতঃ বৈরাগ্যে কামনা বাসনা নির্ব্বাণ এবং জীবে দয়া ইহাই তাঁহার ধর্ম্মমত।

শ্রীবুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থাতেই বহু লোক তাঁহার পন্থা অবলম্বন করেন। সম্রাট অশোক তাঁহার পথ অবলম্বন করিয়া প্রায় সমগ্র ভারতে ইহা বিস্তার করেন এবং ক্রমে সিংহল, ব্রহ্ম, চীন, জাপান পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম গ্রহণে ধন্য হয়। এখন যদিও পৌরাণিক ধর্ম্মের বিস্তারে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কমিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য দেশে ইহা এখনও রাজ্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। নববিধানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ বিধান একদিন নিশ্চয় সমগ্র জগতে গৃহীত হইবে।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন।—১০

কেহ নূতন দল স্থাপন করিতে চান, দলাদলি করিতে আরম্ভ করেন, করিয়া কি করিবেন? প্রত্যেক প্রতারক অর্থাৎ প্রচারক এ কথা নিশ্চয় জানেন যে, দলাদলি করিতে পারেন না।

কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়া যদি মনে হয় যে, তাঁহারা ঘরের বাহিরে গেলেন, জানিও যে তাঁহারা ঘরের বাহিরে গেলেন না, ঘরেতেই রহিলেন। যদি এক সহস্র ক্রোশও কেহ চলিয়া যান যাউন, হস্ত পদ বান্ধা রহিয়াছে।

প্রেম দ্বারা ঈশ্বর যাঁহাদিগকে ধরিয়াছেন, তাঁহারা কোনরূপে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। একবার যাহারা পরিবারের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তাহারা সে সূত্র কি প্রকারে ছেদন করিবে?

প্রত্যেক ব্যক্তি যাঁহারা ঈশ্বরের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা প্রেমের নামে ঈশ্বরের নামে এক এক জন পাঁচ শত, সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দিবেন এবং তাঁহারা চুরি করিয়া সকলকে বদ্ধ করিবেন। যাঁহারা এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা কখন পলায়ন করিতে পারেন না।

বুদ্ধি বিচার যাহা বলুক, প্রাণ ইহা কখন স্বীকার করিবে না। অতএব আমি জানি সে লোক কখন শত্রু হইতে পারে না। চোরের ভাগ্যে এই জন্য সর্ব্বদা আহ্লাদ। যাহারা আপনাদিগকে শত্রু বলিবে তাহারাও মিত্র।

বক্ষের রক্তের সঙ্গে যে মিলিত হইয়াছে সে কিরূপে ভিন্ন হইবে? আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে বিবাদ করিবে? আমি আমার কখন পর হইতে পারি না।

যিনি একবার বদ্ধ হইয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে বিদায় হইয়া গেলেও বক্ষস্থলে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ আছেন ইহাতে আর কোন সংশয় নাই।

চোরের ব্যবসায় মহৎ ব্যবসায়। সকল পৃথিবী চলিয়া গেলেও সেই আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন।

চুরির শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পারে না। ব্রহ্মনামের সুধা জগতের লোককে দিয়া প্রমত্ত করিয়া তাহাদিগের চিত্ত হরণ কর, দেখিবে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি ব্রহ্মের ভালবাসার সঙ্গে জড়িত আছেন এবং চিরদিন থাকিবেন।

যাঁহারা আমাদের বিরোধী হইয়াছেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে আমাদের পরম উপকার করিলেন, আমরা বিরোধিগণের চরণ ধরিয়া ধন্যবাদ করিতেছি। বিরোধিগণ, তোমরা অতি বন্ধুর কার্য্য করিলে, তোমাদেরই জন্য জগদ্ধাত্রী তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা চমৎকাররূপে মনুষ্য সমাজে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তোমাদেরই জন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় জগতের ঈশ্বর বিপদের সময় কেমন নিকটস্থ হন, ভক্তবৎসল হরি কেমন কোমল, কেমন তিনি প্রেম প্রকাশ করেন।

বিরোধিগণ যতই আক্রমণ করে, জননী ততই সাধককে আপনার সুমিষ্ট ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করেন। দেখ আজ দুঃখ যন্ত্রণা, শোক, বিপদ্ কিছুই রহিল না, রহিলেন কেবল ঈশ্বর। আমাদের ভাইগণ আমাদিগকে কটু কথা বলিল, তাহাতে আমাদিগের কি হইল?

যদি অশান্ত হই তবেই আমাদের ক্ষতি। মাতাকে শান্তি-প্রেমের আধার করিয়া সর্ব্বদা প্রাণের মধ্যে যত্নের সহিত রাখিবে।

আমরা জানিতে পারিয়াছি বিরোধও ঈশ্বর সৃজন করিয়া থাকেন। সম্পদ বিপদ সকলই সমান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। দীর্ঘজীবী হইতে হইলে পরীক্ষার আগুনে পুড়িতে হইবে। ব্রহ্মের বিধান এই, এ বিধান অতিক্রম করিতে পার না। দেখ বিরোধের ভিতরে কেমন চমৎকার রত্ন, কেন না ইহার মধ্যে ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়।

প্রবল আক্রমণে বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত হয়। আগে সামান্য ভাবে চারিদিকে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যাইত; এখন পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ব্রহ্মের জ্যোতি কেমন জলন্ত ভাবে প্রকাশিত। কেমন সত্যের সাক্ষী হইয়া বিদ্যমান! চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে, দেখ ভিতরে কেমন পুষ্পের সুকোমল শয্যা।

ঈশ্বর যাহাদিগের আশ্রয় স্থান, তাহাদিগের কোন ভয় নাই! ঈশ্বর কখন ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বরের চরণ যখন বক্ষস্থলে ধারণ করিলাম, তখন মনুষ্যের সাধ্য কি যে উহা ছাড়াইয়া লয়। যে প্রাণনাথের চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে সুখের স্থানে বসিয়াছে, কেহ তাহাকে কোন প্রকারে দুঃখ দিতে পারে না।

বিশ্বাসীর দুঃখ কোথাও নাই। আপনি আপনার দুঃখের কারণ হইতে পার, অপরে কখন তোমাদের দুঃখের কারণ হইতে পারে না।

ঐ দেখ, সকলে আমাদিগকে অপমান করিল আমাদিগকে সকলে ছাড়িয়া দিল, যাই এ কথা বলিলে ব্রহ্ম হাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ প্রকাশিত করিলেন,। আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি?

যদি অধর্ম্ম করি তবেই দুঃখ। যদি দুঃখ আইসে তোমাদিগের একগুণ বিশ্বাস দশগুণ হইবে, দশগুণ শান্তি বিশগুণ হইবে।

তোমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাক। ব্রাহ্মসমাজের কখন অমঙ্গল হইবে না। দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর, তাঁহার নাম স্মরণ কর, সাধন ভজন কর।

ইহাতে এই হইবে, দুঃখ বিপদে দুঃখ দিতে পারিবে না। যাহারা আজ অল্প বিশ্বাসী আছে তাহারা পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে। সাধন ভজনে দুঃখী সুখী হয়, অসহায় সহায় পায়, নিঃসহায় প্রচুর ধন লাভ করে। যোগের অবস্থায় বিপদে ঘেরিলে ধ্যান আরও ঘনতর হয়।

বাহিরে যত অন্ধকারে ঘেরিবে ততই অন্তরে উজ্জ্বল ব্রহ্মরাজ্য প্রকাশ পাইবে। বাহিরের বিরোধকে আক্রমণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরাজ্যে বসিয়া থাকা চাই। সেখানে বসিয়া থাকিলে অধর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্ম, অনিষ্টের মধ্যে ইষ্ট, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল লাভ হইবে; ব্রহ্মে লীন হও, আরও তাঁহাকে ভালবাসিতে থাক, সুখ শান্তি তোমাদেরই।

"মার অনুগ্রহ"—জীবনে পরিবর্ত্তন।

সাহায্যদাতা ভ্রাতার সাহায্য বন্ধ হইলে কলিকাতায় এলাম। কলিকাতায় কোথায় থাকবো, কোথায় খাবো কিছুই জানতাম না। কাহারও সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্য "মার অনুগ্রহ" অল্প চেষ্টাতেই নিরাশ্রয়কে মা আশ্রয় দিলেন, সদাব্রত আহার পানের ব্যবস্থা করে দিলেন, বিনা বেতনে পাঠের সুযোগ করে দিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্যের বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম এবং প্রথমে সিল্‌স্ ফ্রি কালেজে, পরে আচার্য্যদেবের "কলিকাতা স্কুলে" পড়িতে পাইলাম। এই স্কুল পরে "আলবার্ট" স্কুল নামে অভিহিত হয়।

এই স্কুলে পড়বার সময় আচার্য্যদেবের অনুজ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেনের কৃপাদৃষ্টি লাভ করলাম। যখন তিনি নীতি উপদেশ দিতেন গোঁড়া হিন্দুর ভাবে তাঁহার সঙ্গে অনেক ছেলেমানুষী তর্ক বিতর্ক করতাম। কতই ধৈর্য্যের সহিত তিনি সকল তর্কের মীমাংসা করে দিতেন। তাঁর প্রভাবে যেমন বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উপকৃত হলাম, তেমনি নীতিশিক্ষাও যথেষ্ট পেলাম। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সেই সভ্যের পাল্লায় পড়ে কেশবের দলকে "কেশবদল" বলে ঠাট্টা করতাম, এবং "জাতনাশা" বলে গালাগালি দিতেও ছাড়তাম না।

আলবার্ট স্কুল থেকে পাস করে, "মার অনুগ্রহে" কোন সহৃদয় জমীদারের সাহায্যে মেট্রোপলিটান কালেজে ভর্ত্তি হলাম। আদি ব্রাহ্মসমাজের সেই সভ্য মহাশয়ের বাড়ীতেই থাকতাম। তাঁহার সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবেও দুই একবার গেছলাম। তাঁর একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র ছিল, তাতেও একটু আধটু লিখতে শিখলাম, প্রুফও দেখতাম।

এই সময় শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি তখনকার আমার অভিভাবক মহাশয়ের বাড়ীতে এসে গোপনে নির্জ্জন ঘরে কিছু কিছু অনুষ্ঠানাদি করতেন। জাতীয় মেলা ও যুবাদের ব্যায়াম শিক্ষাদির ব্যবস্থা তাঁহাদিগের সহায়তাতেই আমার অভিভাবক করতেন।

এই সময়ে যদিও হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামী হাড়ে হাড়ে ছিল, আদি ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুধর্ম্মেরই অংশ মনে করে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করি। তবে "ব্রাহ্মসমাজ" এই নামটী তত ভাল লাগত না। আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাও মন্ত্র পড়া মনে হ'ত।

কুচবিহার বিবাহের ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হইলে, যখন আচার্য্যদেবের অনেকগুলি অনুবর্ত্তী তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ান, সেই সময় তাঁর চিরবিরোধী আমার সেই অভিভাবক আচার্য্যের পক্ষ সমর্থন করেন। এই সঙ্গে "মার অনুগ্রহে" কুচবিহারের বিবাহ আমারও জীবনে মহা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। আমি ছিলাম শ্রীকেশবের বিরোধী, এই সুযোগে আমাকেও বিধাতা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করিয়া তাঁর পক্ষ সমর্থনে প্রণোদিত করলেন।

আচার্য্যদেবের যুবক শিষ্যদলের মধ্যে কয়েকজন কলিকাতার যুবকদিগের পক্ষ থেকে, কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ করতে এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় আমরা কজন বন্ধু উপস্থিত হয়ে সে সভার প্রতিবাদ করলাম এবং আচার্য্যদেবের কার্য্যের সমর্থন করে এক নির্দ্ধারণ করলাম। কুচবিহার বিবাহে দুই জাতির মিলনে যে রাজনৈতিক কল্যাণ সংসাধিত হবে এই

উদ্দেশ্যে আমরা শ্রীকেশবচন্দ্রকে এক অভিনন্দন পত্র দিতে সঙ্কল্প করলাম। আমারই উপর এই অভিনন্দন লিখে কেশবচন্দ্রকে স্বহস্তে দিবার ভার অর্পিত হ'ল।

শ্রীকেশবচন্দ্রের কাছে যাবার সুযোগ আর তার আগে হয় নি। অভিনন্দন পত্র লিখে প্রথম যখন তাঁর হাতে দিলাম, তিনি কি যে মধুর ভাবে আমার পানে তাকালেন তা ভাবলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সেই এক চাওনিতেই আমার প্রাণ মন জীবন হরে নিলেন। আমার কেশব-বিরোধী ভাব বদলে গেল, আমি তাঁর হয়ে গেলাম।

অনুগৃহীত।

তীর্থযাত্রির নিবেদন।

গাজীপুর উৎসব।

গত ১১ই মার্চ্চ, ভাগলপুরের ফাল্গুনের উৎসব শেষ করিয়া আমরা দুই ভগিনী প্রচারক দলসহ গাজীপুর উৎসবে যাত্রা করি। ট্রেনে মহিলাদের গাড়ী না থাকার জন্য একই গাড়ীতে সকল ভাই ভগিনীকে যাইতে হয়। গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনার সঙ্গীতগুলি গাহিতে থাকেন, ট্রেন স্থানে স্থানে থামিয়া যায় আর Stationএর লোকগুলি গান শুনিতে থাকে। এইরূপে ১২ই ফাল্গুন গাজীপুরে পৌছান যায়। সেখানে কলিকাতা হইতে আরও দুইটী ভ্রাতা উৎসবে উপস্থিত হন। ১৪ই সন্ধ্যাকালে স্থানীয় স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায় মহাশয়ের "পুণ্যস্মৃতি সভা" তাঁহার গৃহেতে হয়, হল ঘরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার বড় চিত্রটী পুষ্পমালার মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়, উদ্যানের মধ্যের শ্বেত প্রস্তরের সমাধি শুভ্রবস্ত্রে ফুলের মালা ও আলোক দেওয়া হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট কয়েকটী তাঁহার পরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও মুসলমান ছাত্র ২০।২৫ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভাই কামাখ্যা নাথ, হিন্দি ভাষায়, সাধুর জীবন ও চরিত্র, নববিধানের বিশেষত্ব বিষয়ে কিছু বলেন কয়েকটী সঙ্গীত হিন্দি ও বাঙ্গলায় হইয়াছিল, তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী সমাগত মণ্ডলীকে কিছু জলযোগ করাইয়া, ফুলের মালা দিয়া আদর সম্ভাষণ করেন।

স্বর্গীয় পিতৃস্থানীয় সাধক নিত্যগোপাল, তাঁর জীবনচরিত্র যেন গাজীপুরে মূর্ত্তিমান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যখন আমরা সবাই মিলিয়া তাঁহার অতি প্রিয় দেবালয়ে উপাসনায় বসতাম মনে হইত যেন তাঁর অদেহী আত্মা আমাদের আগমনে সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ দানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভাইদের প্রমত্ত কীর্ত্তনে, গম্ভীর ভাবপূর্ণ উপাসনায় ও সুসজ্জিত সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের ও ধূপ ধুনার সুগন্ধে দেবালয় আমোদিত হইয়া উঠিত, তখন মর্ত্ত্যের সকল চিন্তা ভুলিয়া দেহ মন আত্মা স্বর্গের দ্বারে যেন উপস্থিত হইত, কেবলই মনে হইত, আহা! আরও অনেকে এই সাধু-তীর্থে আসিলেন না কেন? তাই ভক্ত ভাই আকুল হয়ে বলিলেন, "এ গাজীপুর সাধন-তীর্থ। ভাগলপুরে অনেকগুলি সমবিশ্বাসী পেয়েছিলাম, কিন্তু মূর্ত্তিমান নববিধানের দৃশ্য এখানে দেখছি, ক্ষুদ্র মন্দিরের চূড়ায় পিত্তলের নববিধান নিশান, মন্দিরের দেয়ালে কাপড়ের নিশান, সেই স্বর্গীয় জীবনের ভক্তির পরিচয় যেন দিচ্ছে, ভাগলপুরে তা দেখা গেল না।" তাঁহাদের ভক্তির ভাব এখানে এসে বেড়ে গেল, আরতির দিন দীপ জ্বালা হল, খোল, করতাল, হারমোনিয়াম যোগে জয় মাতঃ, জয় মাতঃ, আরতির সঙ্গীত প্রমত্তভাবে সম্পন্ন হইল। তার পরদিন ব্রাহ্মিকা-উৎসব তাঁহার বাড়ীতেই হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৭টায় সংকীর্ত্তন, আরাধনা শেষ হইলে আমরা দুইটী সঙ্গীত করি। শ্রদ্ধেয় ভাই কামাখ্যানাথ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী পটাচারীর জীবনকাহিনী সুন্দর ভাবে বলেন, তাঁহার জীবনে ভগবানের অদ্ভুত লীলার কথা শুনিয়া অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সে দিনেও ২০।২৫ জন হিন্দু মহিলা সন্তান সন্ততি লইয়া উপস্থিত হন। আমাদের দুইজনকে এতদূর দেশ হইতে তাঁহাদের দেশে উৎসবের মধ্যে পাওয়াতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পূজনীয়া মাসিমাতা ঠাকুরাণী সে দিনেও সমস্ত মহিলাগণকে জলযোগ করাইয়া ফুলের মালা দিয়া বিশেষ ভাবে আদর যত্ন করেন। অত্যন্ত রুগ্ন দেহ ও ভগ্ন প্রাণ লইয়া তিনি এই উৎসব যাত্রীদের কি আদর যত্ন ও সেবা করিলেন, দেখিয়া, ভোগ করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। স্বর্গীয় সাধনের সকল কীর্ত্তিগুণ যেন প্রাণপণে রক্ষণ করিতেছেন, তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, 'কর হে নববিধান মূর্ত্তিমান সব জীবনে' নববিধান আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র যে যে স্থানে নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, একটী দুইটী জীবন সেখানে মূর্ত্তিমান হইয়া রহিয়াছেন, এখন নববিধান ব্রাহ্ম সাধারণের এই মন্দিরটী যাহাতে নিয়মিতরূপে চলে ও "পুণ্যস্মৃতি সভা" ও উৎসবাদি প্রতি বৎসরে সমারোহে সম্পন্ন হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক মনে হয়। আশা করা যায় হয় ত আগামী বৎসরে একটী বড় দলে, ভাই ভগিনীগণ গাজীপুর উৎসবে যাত্রা করিবেন, সকল শুভ সঙ্কল্পের সিদ্ধিদাতা শ্রীভগবান সহায় হউন। এইরূপে পাঁচ ছয় দিন দিবা নিশি উৎসব সম্ভোগ করিয়া সহর ও ব্রহ্মযোগী পাওহারী বাবার আশ্রম দেখিয়া রাত্রি ১২টার ট্রেনে সারনাথে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি সকল দেখিবার জন্য রওনা হওয়া গেল।

আদমপুর, ভাগলপুর। } সেবিকা নির্ম্মলা বসু।

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ।

আজ ১২ই এপ্রিল—এই দিনে, বার বৎসর পূর্ব্বে বিনয়েন্দ্রনাথ স্বর্গারোহণ করেন। এ দিন আমার কাছে, বোধ হয় আমার ন্যায় অনেকের কাছে, একটি পবিত্র দিন।

আজ শ্রাদ্ধবাসরে, ঋণ স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার দিনে

বিনয়েন্দ্রনাথের কত কথা মনে পড়্‌ছে। কত পুরানো স্মৃতি জেগে উঠ্‌ছে! সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমার সাম্‌নে উপবিষ্ট দেখ্‌ছি! ঐ উদ্ভাসিত বদনমণ্ডল হ'তে স্বর্গের জ্যোতি বাহির হচ্ছে!

আজ এ কি কোমলতা! এ কি চিত্তোন্মাদকারী স্বর্গের শোভা! "প্রেমানন্দে উথলে হৃদয়।" এ সম্ভোগের জিনিষ, প্রকাশ করবার জিনিষ নয়।

বিনয়েন্দ্রনাথের ভিতর কি কেবল কোমলতা, মধুরতাই ছিল? না, এক দিকে প্রাণটা যেমন ফুলের মত নরম ছিল, অন্য দিকে তেম্‌নি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহের মত গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ত। একবার কলেজস্কোয়ারে গোলদীঘির ধারে ব'সে, অনেক রাত্রি ধ'রে, আমরা প্রার্থনা সঙ্গীতাদি করছিলাম; তখন আমরা সবে যৌবনে পদার্পণ করেছি এবং তখন রাত্রি ৯টার পর সাধারণ উদ্যানে থাকবার নিষেধ বিধি প্রচারিত হয় নাই। এমন সময়, সহসা একজন পাহারাওয়ালা এসে, আমাদিগকে ধমক্ দিয়ে, উঠে যেতে বল্‌ল। বিনয়েন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তীরবেগে দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র প্রতিবাদ কর্‌লেন। তাঁর চোখ দিয়ে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেরুতে লাগ্‌ল। উক্ত পাহারাওয়ালাকে সমুচিত শাস্তি দেবার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হ'লেন।

আর একবার, তিনি Fort William ও Eden Gardens এর মাঝখানে, Peels Statueএর তলায় ব'সে, অনেক রাত্রি ধরে নৈশ আকাশে সাদা মেঘের খেলা দেখ্‌ছিলেন; রাত্রি তখন বোধ হয় ১০টা বেজে গেছে। এমন সময় হঠাৎ একজন পানোন্মত্ত গোরা কন্‌ষ্টেবেল এসে তাঁকে থানায় নিয়ে যেতে চাহিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ কর্‌লেন এবং সিংহরবে বল্‌লেন, "Mind that, you are taking the responsibility of arresting a Professor of a Government College." তবুও সে ছাড়্‌ল না। গাড়ি ডাক্‌ল, তাঁকে তাতে উঠ্‌তে বল্‌ল, গুরুতর শাস্তির কত ভয় দেখালো এবং ফেনিক বাজারের থানায় নিয়ে গেল। থানায় তখন ইন্‌স্পেক্টর মিষ্টার মালকাই উপস্থিত ছিলেন। বিনয়েন্দ্র নাথ যাই তাঁর ঘরে প্রবেশ কর্‌লেন, তিনি তাঁর সেই আনন্দ-জ্যোতি দেবমূর্ত্তির দিকে চেয়ে দেখেই বলে উঠ্‌লেন, "It is disgraceful that he has arrested you." তার পরদিন পুলিস কমিশনারের বিচারে উক্ত গোরা কন্‌ষ্টেবেলের দণ্ড হয় ও চাকুরি যায়।

আর একবার, আমরা যখন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্লেগের সময়, ৯২নং হ্যারিসন্ রোডস্থিত ছাত্রাবাসে সবাই এক সঙ্গে থাকি, তখন তাঁর সহকারীরূপে উক্ত ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধান করতাম। একদিন উহার চাকর আমাকে কোন একটা অসম্মানের কথা বলে এবং সেই কথা স্বর্গীয় ভাই কালীনাথ ঘোষ কিম্বা বন্ধুবর জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন তাঁকে জানান। জানাইলে, তিনি অবিলম্বে উক্ত চাকরকে ডাকাইয়া যথোচিত ভৎর্সনা ক'রে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে বল্‌লেন। তাতে সে বলে যে, কিসের জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে তা সে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না। তখনি তিনি উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লেন, "তোমার অপরাধ বোধ নেই—সেইটেই তোমার মস্ত অপরাধ।" এই রকম উজ্জ্বল মধুরে তাঁর চরিত্র গঠিত ছিল।

যেখানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান উচিত, কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত, সাপের মত শুধু ফণাধরা উচিত, সেখানে তা না করা সম্যক দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণ বুদ্ধির কাজ বলে মনে কর্‌তেন। "মানুষ আমরা, নহিত মেষ", এ কথা খুব বিশ্বাস কর্‌তেন। তাঁর ভিতর এই বিক্রম বা বীরত্ব ছিল বলেই তিনি বীরত্বের এত পক্ষপাতী ছিলেন। যেখানেই তার প্রকাশ দেখ্‌তেন, সেখানেই মুগ্ধ হতেন ও গলে যেতেন। তাই রসাতলগামী টাইটানিকের নাবিকদের সর্ব্বোপরি কাপ্তেনের অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী বল্‌তে বল্‌তে চোখের জলে ভেসে যেতেন! শত্রুকে বধ করায় বীরত্ব নাই; অপরাজিত চিত্তে তার প্রহার সহ্য করাই বীরত্ব। মৃত্যুকে জয় কর্‌লেই মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায় না; মৃত্যুকে অমৃতময় কর্‌তে পার্‌লে, স্বর্গের সোপান কর্‌তে পার্‌লে, আলোক সাগরের ভেলা মনে কর্‌তে পার্‌লে, তবেই বীর মহিমা প্রকাশ পায়। রোগ-শয্যায় পার্থিব জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি যে অসীম সহিষ্ণুতা, অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে গেছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। সে দৃশ্য—অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করে, ভীরুকে সাহসী করে, দুর্ব্বলকে সবল করে, মরণভয় কাতরকে ভয়মুক্ত করে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক যুগ কেটে গেল, আজও সেই ছবি দেখ্‌ছি! আর কোথায় ভেসে যাচ্ছি, চ'খে জল রাখ্‌তে পারছি না!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

—•—

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ।

একষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

গত ২৬শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিকের গৃহে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা হয়। যোগানন্দ বাবু উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ২৭শে চৈত্র, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্নে ঐ গৃহে মহিলাদিগের সম্মিলিত উপাসনা হয়। শ্রীমতী আশালতা দেবী উপাসনার কার্য্য করেন। উৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়া এই দিন মধ্যাহ্নের কিছু পরে আমি শান্তিপুর পৌঁছাই। সন্ধ্যার পর ঐ গৃহে উপাসনা হয়। গৃহটী উৎসব উপলক্ষে উপাসনাদির জন্য পূর্ব্ব হইতেই সুরুচিসম্পন্ন করিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর গৃহের ও বাহিরের অনেকে মিলিত হইলে সঙ্গীত, কীর্ত্তনাদিযোগে উপাসনা আরম্ভ হয়। আমি

উপাসনার কার্য্য করি। "হরি কাঙ্গালের ধন" এই ভাবসূচক কীর্ত্তন প্রথমে গীত হয়। অতঃপর সঙ্গীত, আরাধনা, প্রার্থনা ও আত্ম-নিবেদনাদিতে প্রকাশিত হইল—সেই কাঙ্গালের ধন শ্রীহরির মহিমা ও গুণ তিনিই আজ কৃপা করিয়া আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়া, আমাদের বিষয়াসক্ত প্রাণকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিলেন। তিনি তাঁর গুণ, তাঁর মহিমা সুধু সঙ্গীত, কীর্ত্তনযোগে আমাদিগকে শুনাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি আপনার মহিমাময়, অমৃতময় স্বর্গীয় প্রকাশে আমাদের হৃদয় আত্মাকে পূর্ণ করিয়া, তিনি কেমন অমূল্যধন, তাহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। আমরা তো যথার্থই তাঁহার কাঙ্গাল সন্তান। আমাদের কাহারও হয় তো, বাহিরের ধন সম্পদ কিছু থাকিলে থাকিতেও পারে, কিন্তু আমরা সত্যই ধর্ম্মধনের কাঙ্গাল, আমরা সত্যই পরম ধন হরিধনের কাঙ্গাল। সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের হরিধনের অভাব। কিন্তু হায়, আমরা হরিধনের কাঙ্গাল বটে, কিন্তু আমাদের মন তো হরিধনের জন্য আপনাকে কাঙ্গাল বলিয়া তেমন অনুভব করে না। কাঙ্গাল আমরা, কিন্তু কাঙ্গাল বলিয়া সে অনুভূতি তো আমাদের নাই। হরিধনের মর্য্যাদা একটু না বুঝিলে কি তেমন করিয়া সে ধনের জন্য অভাব বোধ হয়? তাই শ্রীহরি কৃপা করিয়া আপনার মহিমাময় অমৃতময় প্রকাশের স্পর্শ আমাদিগকে আজ প্রত্যক্ষ করিতে দিয়া, তাঁহার নিজ গুণ নিজে কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার মূল্য আমাদিগকে বুঝাইলেন। তাঁহার আদর আমাদিগকে জানাইলেন এবং আমরা সেই হরিধনের কত কাঙ্গাল তাহা জীবনে আজ আমাদিগকে বুঝিতে দিয়া আমাদিগকে যথার্থ কাঙ্গাল ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে প্রবর্ত্তনা দান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপাল চন্দ্র গুহ।

—•—

প্রচার বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ছাপরায় ভ্রাতা হাজারিলালের প্রবাস ভবনে প্রচার যাত্রীদল এক সপ্তাহ স্থিতি করিয়া নিত্য দুই বেলা মিলিত উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা করিয়াছিলেন, গত ২৩শে মার্চ্চ সায়ংকালে তথাকার ডিঃ ও সেসনজজ মিঃ অনন্তনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা সঙ্গীতাদি হয় এবং তিনি অত্যন্ত আদরের সহিত যাত্রীদিগকে প্রীতিভোজন করান।

২৪শে মার্চ্চ, সায়ংকালে তথাকার পাবলিক লাইব্রেরীর হলে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা হয়, তাহাতে অনেকগুলি গণ্য মান্য লোক যোগ দিয়াছিলেন।

গত ২৫শে মার্চ্চ, সায়ংকালে ভ্রাতা হাজারিলালের বাসা বাটীর সদরে প্রায় ৪০ জন বিহারী ভদ্রলোক সমবেত হওয়ায় ভ্রাতা গনেশপ্রসাদ কয়েকটি হিন্দি ভজন গান করেন বাঙ্গালা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়, বাঙ্গালা একটী সঙ্কীর্ত্তনের ভাবার্থ ভাই প্রমথলাল ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করেন। যাত্রীদলের মধ্যে ভগ্নী প্রিয়বালা ঘোষ ও ভগ্নী নির্ম্মলা বসু দুই দিন অগ্রেই বিহপুরে প্রত্যাগমন করেন। অবশিষ্ট যাত্রীগণ ২৮শে মার্চ্চ, শনিবার, আহারান্তে ছাপরা হইতে বাঁকিপুর যাত্রা করেন। ঐ একটী সপ্তাহকাল ভ্রাতা হাজারীলাল ও তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী যাত্রীদলের সেবা প্রাণপণে করিয়াছিলেন। এ জন্য যাত্রীদল তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ। ২৮শে মার্চ্চ, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যাত্রীদল বাঁকিপুরের প্রাচীন নববিধান বিশ্বাসী ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঐ দিন সন্ধ্যার পর তাঁর বাড়ীতে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রসঙ্গ হয়।

২৯শে মার্চ্চ, রবিবার—প্রাতে পরেশ বাবুর গৃহ দেবালয়ে মিলিত উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সম্পন্ন করেন। ঐ দিন রাত্রিতে বাঁকিপুর নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সম্পন্ন করেন, একটী ভদ্র মহিলা সঙ্গীত করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে যাত্রীদল বাঁকিপুর নববিধান মন্দিরের নূতন চূড়া ও তাহাতে নববিধানের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান ও মন্দিরটী সুন্দররূপে সংস্কার হইয়াছে দর্শন করিয়া আনন্দিত হন।

৩০শে মার্চ্চ, সোমবার—দুই বেলাই পরেশ বাবুর বাড়ীতে উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা হয়, তাহাতে অনেকেই যোগদান করেন।

৩১শে মার্চ্চ, মঙ্গলবার—প্রাতে পরেশ বাবুর বাড়ীতেই উপাসনা ও সায়ংকালে অঘোর-পরিবারে স্বর্গীয় ভক্ত প্রকাশচন্দ্রের বাসগৃহে বিশেষউপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল করেন, উপাসনান্তে মণ্ডলীর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। স্থানীয় অনেক গুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা তাহাতে যোগদান করেন

(ক্রমশঃ)

ভৃত্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—•—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ দাস।

৩০শে মার্চ্চ আমাদিগের বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিনে শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ দাস স্বর্গারোহণ করেন। ময়মনসিংহের একটী গণ্ডগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবে পাঠশালায় তাঁহার অতি অল্পই শিক্ষালাভ হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার উপর ধর্ম্ম-শিক্ষা যে কিছুই নির্ভর করে না, ভাই দীননাথের উচ্চ ধর্ম্মজীবন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

পড়া শুনা করিতে তত তাঁর মনোযোগ ছিল না বলিয়া তাঁহাকে পারিবারিক ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাহাতে তিনি

যথেষ্টই উৎকর্ষ লাভ করেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থা সম্পন্ন হইয়া কাজকর্ম্ম করিতে করিতে তিনি প্রতিদিন বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশী-দিগকে লইয়া হরি-সংকীর্ত্তন করিতেন, এমন কি সময়ে সময়ে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াও হরি-সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইতেন।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে একবার ভক্তি-ভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র এবং ভাই কান্তিচন্দ্র গমন করেন, এই সময় তাঁহাদিগের পবিত্র সঙ্গলাভে দীননাথের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি এখন হইতে নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাসী হইলেন। তিনি সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে নিজ ব্যবসায় বাণিজ্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের দাসমণ্ডলী ভুক্ত হন এবং ভাই বঙ্গচন্দ্রের সহকারীরূপে প্রচারব্রত অবলম্বন করেন। অগ্রজের অনুগমনে ভাই চন্দ্রমোহনও তখন হইতেই প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন। দুই ভাই পূর্ব্ববঙ্গের দাসমণ্ডলীর সহিত বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্য্য করিয়া শেষে আচার্য্যদেবের চিত্তও বিশেষরূপে আকর্ষণ করেন।

আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর ভাই দীননাথ কিছুদিন একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। পরে বিহার এবং পশ্চিমাঞ্চলেরও নানাস্থানে প্রচার যাত্রা করিয়া অনেককে তাঁহার মিষ্ট উপাসনা ও মধুর সংকীর্ত্তন দ্বারা মোহিত করেন। এখানে অনেকে তাঁহাকে "সাধুবাবা" বলিয়া বিশেষ ভক্তি করিতেন।

মধ্য-ভারতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যখন শ্রদ্ধেয় ভাই ব্রজ-গোপাল যাত্রা করেন, ভাই দীননাথ তাঁহার সহিত মিলিয়া সেবাব্রত সাধন করেন। তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় কোমল এবং ধর্ম্মজীবন যথার্থই উচ্চ সাধুভাবসম্পন্ন ছিল।

——

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই অমৃতলাল বসু।

২৭শে এপ্রিল ভাই অমৃতলালের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন। জাগো অমৃত, আর কতক্ষণ ঘুমাবে, একদিন উষাকালে ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র এই বলিয়া ডাকিলেন, আর ভাই অমৃত-লালের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জাগিয়া উঠিলেন। এই ডাক কেবল তাঁর শারীরিক নিদ্রাভঙ্গ করিতে যে শ্রীকেশব তাঁহাকে ডাকিলেন তাহা নহে, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকেও জাগাইবার জন্য সেই ডাক। ইহা দৈব ডাক, ইহাই অনুভব করিয়া, ভাই অমৃতলাল গৃহবাস, আত্মজন সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীকেশবের অনুগমন করিলেন।

কি অগ্নিময় তাঁহার উৎসাহ, কি তেজোময় তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি কাহারও প্ররোচনা, প্রতিবাদ না শুনিয়া কেশবদলে যোগ দিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবা সাধনে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন।

... যাঁহারা প্রচারক দলভুক্ত হন তাহার মধ্যে ... অমৃত ... একমাত্র কলিকাতার ছেলে। তিনি কলিকাতার হাটখোলা পল্লীর উচ্চ কায়স্থ বসু বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুলে শিক্ষিত হন এবং তখনকার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবিখ্যাত প্যারীচরণ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত বিবাহিত হন।

"সঙ্গত সভায়" যোগ দিয়া "ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে" ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া এবং সাধু অঘোরনাথ এবং ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের সহযোগীতায় ধর্ম্মসাধন করিয়া ভক্ত অমৃতলাল প্রচারব্রতে ব্রতী হন। আচার্য্য যে সমুদয় কর্ম্মানুষ্ঠান করেন ... ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মসাধনায় তিনি সবার অগ্রণীরূপে কার্য্য করেন। ভারত সংস্কারক সভার কারুকার্য্য শিল্প ... পরিচালনা করিয়া ব্রাহ্ম-নিকেতন রূপ ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া এবং ব্রহ্মমন্দির গঠন সময়ে প্রাতঃকাল হইতে ... অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে পরিদর্শন কার্য্য সম্পাদন করিয়া ও কলিকাতায় উপাসক মণ্ডলীর প্রত্যেকের ... বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মসাধন, পরিবার গঠনাদি বিষয়ে ... করিয়া তিনি যেমন কর্ম্ম বীরের পরিচয় দিয়াছেন এমন আর কে?

নববিধান ... পর ... নিয়োগকালে শ্রীমৎ আচার্য্য দেব তাঁহাকে প্রেরিতের গৌরবোদ্দীপক উপহার দেন এবং মান্দ্রাজ অঞ্চলের প্রেরিতরূপে বরণ করিয়া প্রেরণ করেন। বহু প্রতি-বন্ধক, এমন কি অনাহার পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াও তিনি সে প্রদেশে নববিধানের মহিমা ঘোষণা করেন এবং কত বিরোধী আত্মাকেও ক্রমে তাঁহার অগ্নিময় ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে নববিধানের আশ্রয়ে আনয়ন করেন। শুধু মান্দ্রাজ কেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং বর্ম্মায় পর্য্যন্ত যথার্থ প্রেরিতত্বের মহোদ্যমে নববিধানের বিজয় পতাকা উড়াইয়া প্রচার করেন। তিনি খুব উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও পবিত্রাত্মার প্রভাবে বাঙ্গালা হিন্দী এবং ইংরাজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিয়া শ্রোতাদিগকে বিমোহিত করিতেন। তাঁহার কথায় যথার্থই যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদ্গীরণ হইত। এবং যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহারই প্রাণ অগ্নিস্পর্শ অনুভব করিত। আচার্য্যদেব যে অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষার কথা বলিতেন, ভাই অমৃতলালের জীবন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সোমা ভক্তি তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব। সেই ভক্তিবলে রোগ, শোক, পীড়ন, পরীক্ষা সকলই তিনি জয় করিতেন। তীব্র নীতি সাধন তাঁহার প্রকৃতির লক্ষণ ছিল। তিনি নিরুৎসাহ ও দুর্নীতি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন তাহা বলিতে আচার্য্যদেবকে পর্য্যন্ত রেয়াৎ করিতেন না। তাঁর প্রাণটা বড়ই কোমল ও দরদ ভরা ছিল। সত্যই তিনি "দিলদরদী ব্যথার ব্যথী ছিলেন।"

—•—

বিশ্ব-সংবাদ।

টেলিফোন যন্ত্রে এখন একজন অপর একজনের সহিত কথোপকথন করিতে পারেন। কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তিকে কথা

বলিবার কোন সুবিধা ছিল না। সম্প্রতি কোন বিজ্ঞানবিৎ আবিষ্কার করিয়াছেন টেলিফোন যন্ত্রে সংবাদদাতা যন্ত্রে সংবাদ বলিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারেন, ফিরিয়া আসিলে যন্ত্রটীই তাঁহাকে তাহার উত্তর শুনাইয়া দিবেন। নূতন আবিষ্কার বটে।

***

প্যারিসের ডাক্তারেরা বহু বৎসর ধরিয়া বিবিধ ভাবে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মাতালের সন্তানেরা কখনও দেহ মনে সুস্থ বা নিখুত হইতে পারে না। সুধু মদ্যপানে যে বংশগত স্বাস্থ্য নষ্ট হয় তাহা নহে। মদ, চুরুট, তামাক, দোক্তা, সিদ্ধি, আফিম, তাড়ি, গাঁজা, গুলি সকল প্রকার নেশারই ফল এই। তাই আচার্য্যদেব আমাদিগকে শিক্ষাইয়াছিলেন, "Touch not, taste not, small not, what in tonicates the brain." খেয়ো না, ছুয়ো না, তাহা দিয়ো না কাহাকে, সর্ব্বনেশে বিষ নেশা জান না কি তাকে ?

—•—

সংবাদ।

নববর্ষ—গত ১লা বৈশাখ, প্রাতে কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। সমাগত মহিলাগণ সঙ্গীত করিয়াছিলেন।

ঐ দিন পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা Ghosh & Sons নামক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষের দোকানে হালখাতা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ২৲ টাকা।

ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসুর গৃহে হালখাতা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ২৲ টাকা।

নূতন খাতা—গত ১৩ই বৈশাখ, রবিবার—প্রাতে হাওড়া বাঁটরা নিবাসী ডাক্তার সরৎকুমার দাসের ডিস্পেন্সারীর নূতন খাতা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় সম্পন্ন করেন।

শ্রীবুদ্ধোৎসব—শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম, সিদ্ধিলাভ ও স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে গত বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে তিন দিন বাগনানে উৎসব হয়। ৮ই মে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে সমস্ত দিন শ্রীশাক্য সমাগম সাধন হয়। প্রত্যুষে উষাকীর্ত্তনান্তে দশটী বাড়ীতে ভিক্ষুর ভাবে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র ভোজন করান হয়। প্রাতঃ-সন্ধ্যা উপাসনা পাঠ আলোচনা ও ভিক্ষান্ন ভোজনে বৈরাগ্য ও প্রীতিসাধন করা হয়। শনিবার ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর উপাসনাকুটীরে উপাসনা পাঠ প্রার্থনাদি হয়। রবিবার স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রতিবেশী ব্রাহ্ম-পরিবার সকলের সমবেত যোগে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় সকল বিশ্বাসী পরিবারের সংব্যবস্থান সম্পাদনার্থ নবভাবে উপাসক মণ্ডলীর পুনর্গঠন হয়। উৎসবের উপাসনাদি ভাই প্রিয়নাথ, সেবক অখিলচন্দ্র, বৃদ্ধ ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী ও ভ্রাতা রাসক-লাল রায় দ্বারা সমবেত ভাবে সম্পাদিত হয়।

জন্মদিন—গত ১২ই বৈশাখ, সায়ংকালে মাড়ওয়ারী হস-পিটালে ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্ত-কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে সেবক অখিলচন্দ্র উপাসনা করেন।

দীক্ষা—বাঁটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকারের কন্যা জ্যোতিকণা দেবী গত ৩রা মে, রবিবার—দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভ্রাতা অখিলচন্দ্র তাঁহাকে উপদেশ করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২০শে বৈশাখ, কলিকাতায় প্রবাস ভবনে বাবু অরুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী বিনতা নবসংহিতানুসারে দীক্ষিতা হইয়াছেন, ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীক্ষা দান করেন। মা বিধানজননী দীক্ষাথিনীবৃন্দকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভ বিবাহ—গত ৫ই মে, বাঁটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকারের কন্যা কুমারী জ্যোতিকণার সহিত [illegible] বন্ধু প্রিয়নাথ ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ হৃদয়বিহারী [illegible] বিবাহ নব-সংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার [illegible] কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। প্রজাপতি বর-কন্যাকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

গত ২৩শে বৈশাখ, শ্রীযুক্ত অরুণোদয় চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী বিনতার সহিত, স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর পুত্র শ্রীযুক্ত সুধানাথের শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। মঙ্গলময় নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভ্রম সংশোধন—গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে নিম্নের সংবাদটী অপূর্ণ আকারে প্রকাশিত হওয়ায় এবার সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হইল :—

গত ৭ই বৈশাখ, সোমবার—সন্ধ্যা ৭॥০টার পর কলিকাতা কেশব একাডেমিতে পাবনা নিবাসী স্বর্গীয় ব্রাহ্ম ভ্রাতা কৈলাশচন্দ্র বাগচীর পুত্র শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র বাগচীর সহিত টাঙ্গাইলের নব-বিধান বিশ্বাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদারের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী বিধানসুধার শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আচার্য্য ও পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। মঙ্গলময় শ্রীহরি নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সেবা—শ্রীযুক্ত ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ প্রায় তিন বৎসর বাত ও হস্তপদ কম্পন পীড়াতে পিড়িত আছেন। প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তিনি শ্রীযুক্ত ডাক্তার নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে সেবিত হইতেছেন। তাহার বর্ত্তমান ঠিকানা :—

C/o ডাক্তার নবজীবন বানার্জ্জি, ২৮, ১ বি, রমানাথ কবিরাজ লেন, বহুবাজার ; কলিকাতা।

শোক-সংবাদ—ভাই প্রিয়নাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি ও শ্রীমান্ বিধানভূষণ মল্লিকের একমাত্র শিশুপুত্র "ধ্রুব" গত ২৭শে এপ্রিল, রাত্রি প্রায় ৩টার সময় পিতা, মাতা ও পরিবার বর্গকে গভীর শোকাহত করিয়া মাতৃক্রোড়ারোহণ করিয়াছেন। শিশুটী গত ৫ই জানুয়ারী মুঙ্গেরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মা শান্তিদায়িনী শিশুকে শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং সকল সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা বিধান করুন।

আমরা শোকাক্ত অন্তরে প্রকাশ করিতেছি যে, বাঁকিপুরস্থ শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ পালের ৮ মাসের শিশুকন্যা ৪,৫ দিনের রক্তা-মাশয় রোগে, গত ২৭শে এপ্রিল, দেহত্যাগ করিয়াছেন। সন্তাপ-হারিণী মা শিশুর পিতা মাতা ও আত্মীয়দিগকে সান্ত্বনা দিন এবং শিশু আত্মাকে তাঁর শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় দিন।

পারলৌকিক—সপ্তাহ কাল শোক সাধনের পর গত ৫ই মে, মঙ্গলবার—বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে শ্রীমান্ বিধানভূষণ ও শ্রীমতী সুনীতির পরলোকগত শিশু "ধ্রুবর" আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণের জন্য বিশেষ উপাসনা হয় এবং অদূরে শ্মশান-ভূমিতে প্রার্থনা করিয়া একটি সমাধি প্রতিষ্ঠা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা দ করেন। আশ্রমস্থ পরিবারবর্গ ব্যতীত স্থানীয় কয়েকটি বন্ধুও আকস্মিক ভাবে যথাসময়ে শিশুর খুল্লতাত শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ মল্লিক আসিয়া অনুষ্ঠান যোগদান করেনে ও শোক-সন্তপ্তা শিশুর মাতাকে সান্ত্বনা দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৭শে এপ্রিল, সায়ংকালে ৩৫।১নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসুর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে, তাঁর নিত্য সাধনার দেবালয়ে, ভিক্টোরিয়া বালিকা স্কুলের প্রিন্সিপাল কুমারী নির্ঝরপ্রিয়া ঘোষ তাঁর সহকারিণী শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ সহ সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা সুমধুর ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন, স্বর্গীয় ভক্তের সহধর্ম্মিণী সকাতরে প্রার্থনা করেন। এই সঙ্কীর্ত্তনে অনেকগুলি হিন্দু মহিলা যোগ দিয়া মোহিত হইয়াছেন।

বিগত ১৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—পূর্ব্বাহ্নে ৮নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথের সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণ দিনে উপাসনা ভাই প্রমথলাল সেন নির্ব্বাহ করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও সাধু অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গুপ্ত প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান৩৲ টাকা।

রায় যোগেন্দ্রনাথ কাস্তগীর বাহাদুরের ২য় পুত্র স্বর্গীয় প্রশান্ত কুমারের ৩য় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁর মৃজাপুরস্থ বাড়ীতে গত ১৪ই মে প্রাতে ৯৷৷০টায় বিশেষ উপাসনা হয়। যোগেন্দ্র বাবু ও কামাখ্যা বাবু পরলোকগত আত্মার সহিত নিত্যযোগ বিষয়ে সকাতরে প্রার্থনা ও ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন। উপাসনা খুব গম্ভীর ভাবে হয়। এই পরলোকগত সন্তানের স্মৃতির জন্য যোগেন্দ্র বাবু নববিধান ট্রাষ্টের হস্তে ৫০০৲ টাকা দিয়াছেন, ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর ৩০৲ টাকা বিভিন্ন সৎকর্ম্মে ব্যয় হয়, তন্মধ্যে নববিধান প্রচারাশ্রমের জন্য ঐ দিন ৭৲ টাকা প্রদত্ত হয়, এবার উক্ত টাকা ব্যতীত আশ্রমসেবকদের সেবার্থে সাময়িক সুখাদ্য ফল যোগেন্দ্র বাবু ভক্তির সহিত প্রেরণ করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরলোকগত আত্মার কল্যাণবিধান করুন।

উল্টাডাঙ্গা ব্রহ্মমন্দির—উক্ত মন্দির নির্ম্মাণের আয় ব্যয়ের সমস্ত সংক্ষিপ্ত হিসাব আমরা পাইয়াছি। উক্ত হিসাবে সম্পাদক, দাতা বন্ধুদের নিকট নগদ ৪৭০৲ টাকা প্রাপ্তিস্বীকার ও ১৮৮৵০ টাকা নগদ ঋণ দেখাইয়াছেন, তাহা ব্যতীত যে সব ব্যবসায়ীরা টালী, চুন ইত্যাদি দিয়াছেন তাঁহারা এখনও ৭০০৲ টাকা পাইবেন। সম্পাদক ঐ কার্য্যে মোট ঋণ ৮৯০৲ টাকা দেখাইয়াছেন। উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, দাতা মহাশয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

দান—গত বারের পত্রিকায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মাতৃদেবীর আদ্য শ্রাদ্ধের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বসু মহাশয় স্বয়ং ও তাঁহার ভগ্নিগণ, পুত্রগণ, ভাগিনেয় এবং স্বর্গগত দেবীর প্রতিপালিতা কন্যাগণ, নববিধান প্রচারাশ্রম, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ব্রাহ্মস্লিপিক ফণ্ড, ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোট ২৯৬৲ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদার তাঁহার শাশুড়ী মাতার (অর্থাৎ উপেন বাবুর মাতার) শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচারাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে মোট ২০৲ টাকা দান এবং তিনি ঐ উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনের একটী ছাত্রীর স্কুলফিস্ মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে এক বৎসর প্রদান করিবেন। মঙ্গলময়ী মা দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। উপেন বাবুর উক্ত দানের বিষদ বিবরণ গত ৩০শে এপ্রেল তারিখের World and New diespensation পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গত মার্চ্চ মাসে বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দেবী প্রেমলতা চন্দ তাঁহার পিতৃদেবের ধর্ম্মবন্ধু ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর জন্য একটী টাকা দান করেন। চৌধুরী মহাশয় কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

কুচবিহার সংবাদ—৮ই মার্চ্চ, ১৯২৫ খৃঃ, ২৪শে ফাল্গুন ১৩৩১ সাল, রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ১০৷৷০ ঘটিকার সময় শান্ত সাধক প্রেরিত প্রচারক স্বর্গীয় কেদারনাথ দে মহাশয়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার ৩য় পুত্র প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে মহাশয়ের বাস ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়।

১০ই মার্চ্চ, ১৯২৫ খৃঃ, ২৬শে ফাল্গুন ১৩৩১ সাল, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় কেশবাশ্রমে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ও বসন্ত উৎসব করা হইল। মহারাজকুমার শ্রীশ্রীমান্ ইন্দ্রজিৎ নারায়ণের অসুখ সংবাদে তাঁহার আরোগ্য লাভ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। রাজকুমারের আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় এই আশ্রমে উপাসনা প্রার্থনাদি হইবে, তাহাও উপস্থিত সকলকে জ্ঞাপন করা হয়।

১৪ই মার্চ্চ, উপাসনার পর টেলিগ্রাফযোগে মহারাজকুমার ইন্দ্রজিতের আরোগ্য সংবাদ প্রাপ্তে শ্রীশ্রীভগবানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

১৬ই মার্চ্চ, ১৯২৫ খৃঃ, ২রা চৈত্র, ১৩৩১ সাল, সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় প্রচারাশ্রমে বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচের ৫ম কন্যা কুমারী সুরীতিবালার ৪র্থ সাম্বৎসরিক ও দৌহিত্র, শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ১ম পুত্র অনুপমের ৩য় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

১০ই এপ্রিল, ১৯২৫ খৃঃ, ২৭শে চৈত্র, ১৩৩১ সাল, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় প্রচারাশ্রমে "গুড্‌ফ্রাইডে" (শুভ শুক্রবার) উপলক্ষে উপাসনা হয়।

১৩ই এপ্রিল ১৯২৫ খৃঃ, ৩০শে চৈত্র, ১৩৩১ সাল, সোমবার—অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় কেশবাশ্রমস্থিত নবনির্ম্মিত সমাধিতীর্থে সোমবাসরীয় উপাসনা এবং বর্ষশেষ উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

কুচবিহার উৎসব—গত ১৭ই এপ্রিল, ৪ঠা বৈশাখ হইতে ২৪শে এপ্রিল, ১১ই বৈশাখ, শুক্রবার পর্য্যন্ত কুচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এবার অন্য কোন প্রচারক মহোদয়ের শুভাগমন হয় নাই। স্থানীয় উপাচার্য্য, গৃহস্থ প্রচারক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ উৎসবের উপাসনাদির কার্য্যে ব্যাবৃত হন। কলিকাতা ও কাকীনা হইতে দুইটী ব্রাহ্মবন্ধু এই উৎসবোপলক্ষে আগমন করিয়া উৎসব সাধনে যথেষ্ট সহায়তা বিধান করেন।

স্থানাভাবে এবার প্রচারাশ্রমের মাসিক ও এককালীন প্রাপ্ত দানের হিসাব প্রকাশিত হইল না।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ৯ম সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।

15th MAY, 1925.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে পিতা, তোমার প্রিয় পুত্র শ্রীঈশা ক্রুশভার বহন করিয়া দেখাইলেন যে, যে তোমার পুত্র হইবে তাহাকেই ক্রুশভার বহন করিতে হইবে। দেব-সন্তানত্বের নিয়তি এই ক্রুশ। ক্রুশ কেবল বাহিরের ক্রুশ কাষ্ঠ নয়। এ সংসারের দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা, মনোবেদনা, রোগ, শোক, আত্মবিচ্ছেদ এ সকলই ক্রুশের নিদর্শন। দেহধারী মানব মাত্রকেই এই সকল ক্রুশভার বহন করিয়া সংসারে জীবন যাপন করিতে হইবে। পতন উত্থান অঙ্গচালন দ্বারা যেমন দেহের পরিপুষ্টি হয়, তেমনি এই সকল ক্রুশাঘাতে আত্মার পরিপুষ্টিই হইয়া থাকে। অনেক সময় আপনাদের বা অন্য ব্যক্তিদিগের অপরাধে আমাদিগকে এই ক্রুশ বহন করিতে হয়, কিন্তু শ্রীঈশা যেমন তাঁহার শত্রুদিগের দোষ গণনা না করিয়া তাহা তাঁর পিতারই ইচ্ছা বলিয়া বহন করিলেন, আমরাও যেন তাহাই করিতে পারি। তিনি যেমন যখনই ক্রুশের যাতনা অনুভূতিতে পিতার সহিত যোগভঙ্গ হইল মনে করিলেন, "পিতা তুমিও কি এ সময় আমাকে পরিত্যাগ করিলে" বলিয়া ক্রন্দন করিলেন, তেমনি আমরাও যেন সংসারের রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষায় যাই মোহ অনুভব করিব, তখনই যেন পিতা, পিতা, বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহার সহিত যোগানুভব করিতে পারি। তাহা হইলেই—যথার্থ ব্রহ্মপুত্রত্বের অধিকার লাভ করিতে পারিব। হে দয়াময়, সংসারের সকল দুঃখ পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদিগের জীবনকে তোমার পুত্রের আদর্শে গঠন করিয়া, তোমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

ঈশ্বর, তোমার না কি ইচ্ছা জীবকে শিক্ষা দেওয়া তাই রোগ শোক চারিদিকে ছড়ান রয়েছে জীবের আত্মাকে শিক্ষা দিবার জন্য। পৃথিবীকে বন্ধু মনে করিলাম, পরক্ষণেই দেখি, জগবন্ধু বিনা আর বন্ধু নাই। হরি, মন যেন না বলে যে তুমি না বুঝ্‌তে পেরে কষ্ট শোক পৃথিবীতে আনলে, আর তোমার দয়ার উপর যেন দোষারোপ না করি।

দয়াময়, বিশ্ববিদ্যালয় শোক-বিদ্যালয়, শোকে রোগে কস্টে মানুষের শিক্ষা হয়। বড় বড় সাধু তৈয়ার হয়েছেন বিপদেতে। কষ্ট দুঃখ না থাক্‌লে মন শুষ্ক হয়,—তাতে আরাধনার ফুল, সঙ্গীতের ফুল ভাল ফুটে না। দয়াময়, বিপদ বিঘ্ন, শোক রোগে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে থেকে ভক্ত বুঝ্‌তে পারে—কেমন শিক্ষা দিতেছে। ভিতরে ভিতরে বিনয়, দীনতা, ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য কেমন শিক্ষা হয় কষ্টের মধ্যে। হরি, শোক বিপদের

চরণে কোটী নমস্কার। অনেক শিক্ষা পেয়েছি জীবনে জীবনটী যে হয়েছে, এর গড়ন আধ খানি শোকে, আধ খানি সুখে। না হলে এটুকু মহত্ত্ব থাক্ত না জীবনে। এমন করে মা বলে ডাক্‌তে পার্‌তাম না।

হে পিতা, হে মাতা, তুমি কি রকম ক'রে মানুষকে শিক্ষা দাও মানুস বোঝে না। সে বারবার তোমার উপর দোষারোপ করে। রোগ শোক কি জন্য হ'ল সে কি ক'রে বুঝ্‌বে? ভক্ত কেবল বলেন তোমায় বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাসী ঈশা বলেন, "আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা।" দুঃখ পেলেও মানুষ বল্‌তে পার্‌বে না যে, বিষের পাত্রটা মুখের কাছ থেকে সরাও। তুমি যা পাঠাও তা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করি। সুখ দেওয়া মাকে সকলে ভালবাসে, দুঃখ দেওয়া মাকে কেবল ঈশা আর সাধুরা ভালবাসেন। হে দয়াময়ী, তোমার দেওয়া সবই ভাল। আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তুমি যে আগুন জ্বেলেছ, ইচ্ছা করে কৃতজ্ঞতার সহিত তার ভিতর পুড়ে খুব নরম এবং খাঁটি সোণা হইয়া, তোমার ব্যবহারের উপযোগী খুব ভাল গহনা প্রস্তুত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারি।—দৈঃ প্রাঃ, ৮ম।—"দুঃখের হরি"।

নববিধানের অখণ্ড নবমানব।

শ্রীনববিধানাচার্য্য প্রার্থনা করিলেন,—"স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম আমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ সমুদয় হইল, যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড, দয়াল হরি, নববিধান একটা। এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা এঁরাও তা, মা, তোমার সন্তান তো কখন একজন হতে পারে না স্বার্থপর হয়ে, সকলে মিলে একখানা।"

"প্রাণেশ্বর, এ সকল প্রচার সাধন ভজন, পড়া শুনা কিছু হচ্ছে না। এঁদের বুঝ্‌তে দাও যে এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না। সব এক। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে, পাঁচটী মানুষ যেন না দেখি। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে। একমেবাদ্বিতীয়ম্ নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে। সমুদায় মনুষ্য সমাজ এক।

নব দুর্গার সন্তান নব-মানুষ; শত শত হস্ত, শত কর্ণ, শত নাসিকা, শত চক্ষু এই যে প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি, আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে থাকেন আমি যাই।

"এঁরা এক শরীরের অঙ্গ, যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন সেই এক পুরুষ করেন। দয়াময়, এক কর, এক কর, যোগচক্ষে দেখ্‌তে দাও তুমি এক, আমরা এক।

"নববিধান একজন, মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হবে এই বাসনা আছে।"

নববিধানের বিশেষ তত্ত্ব মানবের এই অখণ্ডত্ব। "এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না" স্বার্থপর হইয়া। নববিধান এক অখণ্ড মানবত্বের বিধান। স্বর্গের ঈশ্বর যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইহা পূর্ব্ববিধানে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদয় মনুষ্য সমাজ এক বা প্রধানতঃ পৃথিবীতে "একমেবাদ্বিতীয়ং", ইহাই প্রতিষ্ঠা করিতে নববিধানের অভ্যুত্থান।

তাই নববিধানে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্থান নাই। স্বার্থপর হইয়া কেবল "আমি" "আমার" করিয়া আমরা নববিধান জীবন লাভ করিতে পারি না।

পুরাতন বিধানের ভাবে জীবন যাপন করিতে চাহিলে আমরা স্বার্থপর হইয়া নিজ নিজ সাধন ভজন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ইচ্ছা রুচি, মত পথ ধরিয়া চলিতে পারি। কিন্তু যখনই নববিধান স্বীকার করিলাম তখনই স্বার্থপর "আমি", স্বতন্ত্র "আমি" হইয়া আমার ধর্ম্ম, আমার মত আর রাখিতে পারি না।

নববিধানের মূল বিশ্বাস সকলে এক অখণ্ড জীবন। "আমি" নয় "আমরা", কিম্বা সকলে মিলিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং "আমি", ইহাই নববিধান জীবন।

মনুষ্য সমাজ এত দিন ব্যক্তিত্বের ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত মত সাধন ও পোষণ করিয়া স্বাতন্ত্র্য ভাবেরই পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আসিয়াছে, এখন সমুদয় মনুষ্য সমাজ যে এক, সকল মানব যে একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে গ্রথিত, এক অখণ্ড ব্যক্তি এক মানুষ, এইটী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই নববিধান সমাগত হইয়াছেন।

অতএব যদি যথার্থ আমরা নববিধানে বিশ্বাসী হই, নববিধানের আচার্য্য যে ভাবে আপনাকে "সদল অখণ্ড মানব" বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং প্রতিষ্ঠা করিলেন,

তাঁহার অনুগমনে সেই ভাবে আমাদিগের প্রত্যেককেই এই অখণ্ড মানবত্ব সাধন করিতে হইবে এবং অখণ্ড ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নববিধান জীবন হইতে হইবে।

এখানে কেহই "আমরা",—মুখে কেবল "আমরা" বলিয়া কার্য্যতঃ স্বার্থপর, পরদ্বেষী, পরদোষদর্শী, পরদুঃখে উদাসীন, আত্মধর্ম্মী, আত্মসুখ-পরতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারি না।

নববিধান ঠিক একটি দেহ, এক দেহের প্রত্যেক অঙ্গ যেমন পরস্পরের পরিপুষ্টিতে পরিপুষ্ট, পরস্পরের বিকৃতিতে বিকৃত, তেমনি আমাদেরও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অনুভব করিতে হইবে। এক আহার পানে যেমন সকল অঙ্গের পরিপোষণ হয়, অনাহারে বা অপচারে যেমন সকল অঙ্গই অল্প বিস্তর রুগ্ন ভগ্ন হয়, এক অঙ্গে ক্ষত হইলে যেমন সর্ব্বাঙ্গ তাহার বেদনা অনুভব করে, আবার যেমন এক মনের বা মস্তিষ্কের বলে সর্ব্বাঙ্গ বলীয়ান হয়, ঠিক সেই ভাবে আমাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া পরস্পরের উন্নতিতে উন্নতি পরস্পরের অবনতিতে অবনতি এইটি জীবন্ত ভাবে বিশ্বাস করিয়া কার্য্যতঃ তাহা সাধন করিতে হইবে।

কোন পরিবারে এক জনের বিষম রোগ হইলে, যেমন সকলকেই তাহার জন্য অল্লাধিক রোগের যাতনা অনুভব, রাত্রি জাগরণ ও আত্মত্যাগ করিতে হয় এবং সুস্থতা সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ যত্ন ও কামনা করিতে হয়, একজনের অপমান লাঞ্ছনায় পাপে সকলকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়; আবার ধন মান লাভে সবারই ধন মান সংস্থান সমান মনে হয়। মণ্ডলী, জাতি এবং সমগ্র মানব পরিবার সম্বন্ধেও ঠিক সেই ভাব সাধন করিতে হইবে।

আমরা যে স্বার্থপর হইয়া আমি ভাল হইলেই ভাল হইলাম, অন্যে পাপ করিল আমার তাহাতে কি, এরূপ মনে করিব, কিম্বা অন্যের দোষে যে উল্লাস বা উপেক্ষা করিব, পরদুঃখে উদাসীন হইয়া আপনার সুখ সম্পদ ধর্ম্মমত রক্ষা করিব, ইহা নববিধানের ধর্ম্ম নয়।

শ্রীঈশা সর্ব্বজনের পাপভার বহন করিয়া আত্মবলিদান করিলেন। শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সেই ভাবেই সকলকার পাপ আপনার বলিয়া আপনাকে মহা পাপীর সর্দ্দার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তত্ত্বাবধায়কের উপেক্ষায় একবার বেতন না পাইয়া একজন ছাপাখানার কর্ম্মচারী পথ্যাভাবে মারা গিয়াছিল, এইজন্য তাহার হত্যার পাপ তাঁর আপনার পাপ মনে করিয়া শ্রীকেশব যেমন আত্মনিগ্রহ ও অকৃত্রিম অনুতাপ করিয়াছিলেন তেমনি করিয়া যদি আমরা পরিবারস্থ মণ্ডলীস্থ এবং ক্রমে সমগ্র মানব সমাজস্থ সবার পাপ, তাপ, দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, সহানুভূতিযোগে আপনার বলিয়া যথার্থ অনুভব করিতে পারি এবং তজ্জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনা, প্রাণগত প্রার্থনা এবং ঐকান্তিক আত্মনিগ্রহ করিতে পারি, তবেই আমরা নববিধানের লোক বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত। আমি আমার শূন্য, সর্ব্বজনে একজন যিনি তিনিই নববিধানের লোক।

আমরা যখনই ঈশ্বরের পূজা করিতে বসি, তখনই যে আমরা প্রার্থনা করি, "আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও," ইহা যেন কেবল মৌখিক কথা না হয়, কখনও যেন নিকটস্থ কয়জন বা দলস্থ আমরাই "আমরা" ইহাও না মনে করি। যখনই আমরা নববিধানের ঈশ্বরের পদতলে বসিব তখনই কেবল একা আপনাকে মনে করিয়া আপনার মঙ্গল চাহিলেই হইল, ইহা মনে করিব না।

নববিধানের ঈশ্বর চান আমরা সদাই আপনাদিগকে সদল অখণ্ড অনুভব করিয়া পরিবারস্থ প্রত্যেককে, দলস্থ প্রতিজনকে এবং সমস্ত জগতস্থ সমুদয় মানবকে আপনার ভিতর লইয়া যেন তাঁহার পদানত হই এবং সবার পরিত্রাণেই আমার পরিত্রাণ; নতুবা ঈশ্বর নববিধানে যে পরিত্রাণ দিতে আসিয়াছেন সে পরিত্রাণ আমার লাভ হইবে না ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতে হইবে।

নববিধান-বিধায়িনী জননী আমাদিগকে এই আত্মজ্ঞান দিয়া আমাদের প্রত্যেককে অখণ্ড মানবত্ব সাধনে উন্মুখীন করুন এবং তাঁর নববিধানের অখণ্ড নবমানবের সঙ্গে যথার্থ নববিধানের মানুষ যাহাতে হইতে পারি তাহা করিয়া লউন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বিশ্বাস।

বিশ্বাস আত্মার চক্ষু। চক্ষুতে রোগ হইলে সমুদয় মনুষ্যদেহই যেমন রুগ্ন অক্ষম হয়, বিশ্বাস হারাইলেও তাহাই হইয়া থাকে। বিশ্বাস না থাকিলে আমাদের মনের আলোকই নিবিয়া যায়। যাহা বিশ্বাসালোকে উজ্জ্বল দেখিতেছিলাম তাহা অন্ধকারময়, বা অন্যরূপ দেখি। প্রতিজ্ঞার বল কমিয়া যায়, সত্যপালনে অক্ষম হই। পথে চলিতে পা কম্পিত হয় বা পতিত হই। হস্ত কার্য্য

করিতে অক্ষম হয় এবং হৃদয় দুর্ব্বল হয়। সদাই ভয়ে বুক দুর দুর করিতে থাকে। ক্রমে ধর্ম্মজীবন একেবারে মৃতপ্রায় হয়। অতএব যদি বিশ্বাস উজ্জ্বল রাখিতে পারি এ প্রকার দুর্গতির সম্ভাবনা নাই।

ক্রোধ দমনের ঔষধ।

যখন মনে ক্রোধের উদ্দীপন হইবে বাক্য বন্ধ করিবে, কার্য্য স্থগিত করিবে, স্থান পরিত্যাগ করিবে। যদি পার তখনই দেবালয়ে বা কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতে চেষ্টা করিবে। কিছুক্ষণ কাঁদিতে পার ভাল হয়। মনে অনুতাপ আসিলে যাহার উপর রাগ করিতেছিলে তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতে চেষ্টা করিবে। ক্রোধ বা রাগের সময় যাহা করিবে বল, তাহা কদাপি করিও না।

দশজন।

১। প্রকৃত বিশ্বাসী যিনি, ব্রহ্মনন্দন তিনি।
২। অল্প বিশ্বাসী যে, কচিৎ সুখী সে।
৩। অর্দ্ধরথী যে, থঞ্জবৎ সে।
৪। সদাই ভয় যার, মলিন মুখ তার।
৫। বিশ্বস্ত যাঁর চিত্ত, অগ্নি পরীক্ষাতেও নহেন ভীত।
৬। আশায় বাঁধা বুক যাঁর, লম্ফ দিয়া হন সাগর পার।
৭। ক্রোধের বশ যে হয়, তার সদাই পতনের ভয়।
৮। অবিশ্বাসী যে, সয়তানের দূত সে।
৯। মিথ্যাবাদী যে জন, কাহারো বিশ্বাস পায় না সে কখন।
১০। যার মনেতে অহঙ্কার, সে সর্ব্বপাপের আধার।

মানুষ কে?

মহা পণ্ডিত কার্লাইল বলেন, "মানুষ স্বয়ং কে? না ঈশ্বরের প্রতিমা? মানুষ যাহা কিছু করেন, তাঁহার ভিতর যে ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তি আছে, তাহারই বাহ্য প্রকাশ করেন মাত্র। তিনি কার্য্য ও কথায় যতদূর পারেন প্রকৃতির ধর্ম্ম-প্রচারকরূপে স্বাধীনতার সুসংবাদ প্রচার করেন। যখন একটী কুটীর নির্ম্মাণ করেন তাহাও তাঁহার চিন্তাশক্তিরই প্রতিমা মাত্র। তাহাও অদৃশ্য বস্তুর দৃশ্যমান লেখনী। অধ্যাত্ম ভাবে বলিতে হইলে তাহা বাহিরের প্রতিমা হইলেও—প্রকৃত।" বাইবল শাস্ত্রও বলেন, "মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমারূপে গঠিত।" সত্যই মানুষ নিরাকার ঈশ্বরকে দৃশ্যমান করিবার জন্যই জন্মিয়াছেন। ঈশা যেমন বলিলেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে সেই আমার পিতাকে দেখিয়াছে," সেই ভাবেই আমরা ঈশ্বরের মূর্ত্তিমান প্রতিমা হইয়া তাঁহারই দেবত্ব জীবনে প্রদর্শন করিব, তাঁহারই সন্তানরূপে আত্ম-পরিচয় দিব, এই জন্যই ত মানবজন্ম লাভ করিয়াছি। কিন্তু হায়, পাপ-প্রবৃত্তি দুষ্ট সরস্বতী আমাদিগের স্কন্ধে চাপিয়া আমাদিগকে যে ঈশ্বরের প্রতিমা না করিয়া অহং পাপের প্রতিমা-রূপে প্রতিপন্ন করাইয়া থাকে! ধর্ম্মসাধনবলে এবং ব্রহ্ম-কৃপাবলে যে উদ্দেশ্যে আমাদের মানবজন্ম লাভ, তাহা যাহাতে সংসাধন করিতে পারি, সর্ব্বদা তাহারই জন্য যেন কৃতসঙ্কল্প হই।

শ্রীবুদ্ধদেব।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীগৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তু রাজ-প্রাসাদে রাজা শুদ্ধোধন ও মায়া দেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ তিথিতেই তিনি বহু কৃচ্ছ্র সাধনান্তে সাধন মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভে সিদ্ধ হন এবং প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে এই নির্ব্বাণ ধর্ম্ম-বিধান প্রচার করিয়া শিষ্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পরিনির্ব্বাণ অর্থাৎ পরলোক গমন করেন। এই জন্য এই দিন বিশ্বজনীন ধর্ম্মবিধানে এক বড় দিন।

বিধাতার বিধানে যুগে যুগে সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য অধর্ম্ম বিনাশের জন্য এবং নব নব ধর্ম্মবিধান সংস্থাপনের জন্য স্বয়ং বিধাতা তাঁহার চিহ্নিত প্রেরিত মহাপুরুষগণকে জগতে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা নব নব ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তন করেন।

সেই ভাবে অদ্বৈতবাদের বিকার উপস্থিত হইলে বিশেষ ভাবে সেই ধর্ম্মযুগের সুসংস্কার বিধানের জন্য এবং জীবনগত সুনীতির ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য যুগাবতার শ্রীবুদ্ধদেব নির্ব্বাণ ধর্ম্মবিধান বাহকরূপে প্রেরিত হন।

অদ্বৈতবাদাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই এই বিশ্বাস হইতে চরিত্র জীবন নীতি যাহাই হউক না কেন আপনাদিগকে "সোহহং" স্বয়ং ব্রহ্ম বলিয়া ঘোষণা করেন, ইহারই সুসংস্কার বা প্রতিবাদ সাধনের জন্য শ্রীবুদ্ধদেব ব্রহ্মনামও গ্রহণ না করিয়া এবং বেদ ব্রাহ্মণ জাতি বর্ণভেদ কিছুই না মানিয়া, আপন স্বাধীন সাধন বলে ব্রহ্মালোকে প্রজ্ঞা লাভ করিয়া নির্ব্বাণ ধর্ম্মের নববিধান ঘোষণা ও প্রবর্ত্তন করিলেন।

তিনি দেখিলেন মানবের মনের কামনা বাসনাই যত দুঃখ রোগ শোকের কারণ। শুধু মুখে বা বিচার বুদ্ধিতে ব্রহ্ম বই আর কেহ নাই এই বলিয়া আমি তুমি সবই ব্রহ্ম ইহা বলিলে হয় না। জীবন সুনীতি সম্পন্ন কামনা বাসনাশূন্য বৈরাগ্যময় না হইলে ব্রহ্মময় জীবন কখনই লাভ হইতে পারে না। তাই কঠোর নীতির পথ অবলম্বনে মানসিক কামনা বাসনা মুক্ত হইয়া জীব-সেবায় জীবন যাপন করিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে প্রধানতঃ ইহাই প্রবর্ত্তন করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হন।

তিনি রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু জরা মরণ শোক দুঃখের কষ্টকর দৃশ্য এবং সন্ন্যাসীর শান্তচিত্তের দৃশ্য দেখিয়া রাজ্যসুখ ঐশ্বর্য্যে বীতরাগী হন এবং সত্য ধর্ম্মপথ অন্বেষণে স্ত্রী পুত্র ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বাহির হন। ব্রাহ্মণ উপদেষ্টাগণের

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ১০ম সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।

30th MAY, 1925.

অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে ব্রহ্ম, তুমি কেবল নাম নও। কোন ডিম্ব যেমন বাহিরে একটি জড় পদার্থ মাত্র বোধ হয়; কিন্তু তাহা হইতে যখন জীবন্ত জীব বাহির হয়, তখন আর তাহা জড় পদার্থ মাত্র থাকে না, তখন যাহা জড় তাহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং যাহা জীবন্ত জীব তাহা বাহির হয় ও নানা প্রকারে জীবন্ত শক্তির পরিচয় দেয় এবং কতই নৃত্য গীত করে। কতই হাব ভাব দেখাইয়া থাকে। তেমনি প্রথমে আদিতে যে তুমি শব্দ মাত্র ছিলে, সেই তুমি নববিধানে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে তোমার আত্মপ্রকাশ করিতেছ। এখন তুমি আর শব্দ মাত্র অবস্থিত নও, তুমি নববিধানে ব্যক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছ, তুমি আপনি সত্য হইয়া আমাদের জড়বৎ মৃত জীবনে নবজীবন সঞ্চার করিতেছ, আপনি জ্ঞানদাতা গুরু হইয়া আত্মজ্ঞান দিব্য-জ্ঞান দিতেছ ও বিবেকালোক প্রকাশ করিয়া আমাদের মনের অজ্ঞানতা মোহ দূর করিয়া দিয়া দেখাইতেছ যে আমাদের উপাস্য ভূমা মহান্ তুমি, আমাদের গম্য পথ অনন্ত, আমরা কত ক্ষুদ্র, কত হীন। আবার আমাদের এই হীনতা, দীনতা অক্ষমতা যেমন দেখাইতেছ, তেমনি তোমার দয়া, তোমার প্রেম, তোমাব সন্তান-বাৎসল্য যে অনন্ত তাহাও উপলব্ধ করাইয়া তুমিই আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়া আছ। তুমি আমার যেমন, সবারই এক তুমি, তোমাতে তোমার সন্তানেতে একাকার হইয়া আমার "আমি"কে হরণ করিয়া তোমার [illegible]ম" তোমার "আমরা" যাহাতে হই স্বয়ং তুমি তাহারই জন্য নিজ পুণ্য বল, পুণ্য শক্তি প্রকাশ করিতেছ এবং তোমারই পবিত্র স্পর্শ তোমারই অগ্নিময় ন্যায় দণ্ড বিধানে আমার ও আমাদের সমুদয় পাপ দগ্ধ করিয়া পাপময় জীবন পরিবর্ত্তন করিতেছ। নিত্য আনন্দঘনরূপ দেখাইয়া তোমারই আনন্দে এই মন প্রাণ জীবন পরিজন দল আনন্দময় করিতেই বিরাজমান রহিয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, তোমার এই জীবন্ত ব্যক্তিত্ব ও বিধানলীলা দ্বারা তুমি ভক্তজীবনে যেমন করিয়া তোমারই নবজীবন মূর্ত্তিমান করিলে, তেমনি আমাদেরও রিপুপরতন্ত্র মৃত জীবন ভাঙ্গিয়া দাও, আমরাও তোমার জীবন্ত ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিয়া জীবনে তোমার জীবন্ত লীলা দেখি এবং আমরাও নবজীবনপ্রাপ্ত মূর্ত্তিমান নববিধান হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই সকল ক্ষুদ্র দেহ হইতে নূতন মানুষ বাহির হয়। অণ্ডের ভিতর হইতে জীবাত্মা পক্ষী বাহির হইয়া মুক্তির সমাচার মুখে লইয়া দেশে দেশে উড়িয়া যাইবে। তুমি যাদুকর হইয়া নূতন বিধানে নূতন মানুষ আন।

হে দয়াময়, পাখী কেন এখনও ঘুমাইতেছে? পাখীকে বাহির কর। সে আপনার কার্য্য করিবে। যাদুকরের ছড়ি আমাদের অসার রিপুপরতন্ত্র দেহ মনে ছোঁয়াও। এগুলি ভেঙ্গে যাক, আর ইহার ভিতর হইতে নূতন মানুষ বাহির হউক। ইহারা নববিধানের রথ টানিয়া লইয়া যাক্। এ মানুষগুলোকে যদি নববিধানের ধর্ম্ম বিস্তার করিতে দিলে, তবে তাই কর।

হে মঙ্গলময়ী, দয়া করে, এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন এই ভাঙ্গা দেহগুলি হইতে শীঘ্র নূতন মানুষ বাহির হইয়া আপনার কার্য্য করে এবং তোমাকে প্রভু বলে স্বীকার করিয়া, পৃথিবীতে স্বর্গধাম সুখধাম স্থাপন করে। —দৈঃ প্রাঃ, ২য়, ২৩।—"নূতন মানুষ বাহির করা"।

নববিধান সমাজ ও নববিধানের লোক।

সময় আসিয়াছে, সময় আসিতেছে, যখন নববিধানের পূর্ণ পবিত্রতা, নববিধানবাদীর বিশুদ্ধতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

যুগে যুগে পবিত্র ধর্ম্ম-বিধান আসিল, কিন্তু হায় সে বিধানের মৌলিক পূর্ণ পবিত্রতা কই রহিল। আকাশ হইতে নির্ম্মল স্বচ্ছ বারি বর্ষণ হইল, কিন্তু মলিন পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালীর সংস্পর্শে অচিরেই তাহা মলিন পঙ্কিল হইল, পূর্ণ নির্ম্মলতা আর রহিল না।

সেইরূপ কোথায় শ্রীবুদ্ধের বিশুদ্ধ মত, বিশুদ্ধ পথের মহা প্রজ্ঞা এবং নির্ব্বাণ ও প্রেমের বিধান, আর কোথায় এখনকার বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ, কোথায় শ্রীঈশার দেব-সন্তানত্ব এবং ক্রুশ বহনে প্রেম ও আত্মদান, আর কোথায় বর্ত্তমান সময়ের খ্রীষ্টান-নামধারী ব্যক্তিগণ, কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গের বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি বৈরাগ্যের বিধান, আর কোথায় এখনকার বৈষ্ণবগণ।

যুগে যুগে পবিত্র যুগধর্ম্ম আসিল, আর মানবের মলিন হস্তস্পর্শে, সঙ্গস্পর্শে তাহা কি মলিনই হইয়া গেল। তাই সকল প্রাচীন ধর্ম্মের দুরবস্থা দুর্গতি দেখিয়া, সেই সমুদয় ধর্ম্মের পূর্ণ পবিত্রতা এবং জীবন্ত ভাব পূর্ণরূপে চির জাগ্রত এবং অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বিধাতা স্বয়ং জীবন্ত পবিত্রাত্মা পরিত্রাতারূপে প্রকট হইয়া বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নবভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন এবং এই ধর্ম্ম জীবনে সঞ্চালন করিতেই বিরাজিত রহিয়াছেন।

এই বিধানের প্রবর্ত্তক স্বয়ং বিধাতা—পবিত্রাত্মা। এই বিধানের বাহকও তাঁহারই দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপনাকে পাপী বলিয়া স্বীকার করতঃ এক মাত্র জীবন্ত বিধাতার প্রত্যক্ষ পরিচালনাই নববিধান বলিয়া ঘোষণা এবং প্রতিষ্ঠা করিলেন। আত্ম মত, বুদ্ধি, বিচার, যুক্তি, জ্ঞান, সকলই বলিদান করিয়া অমধ্যবর্ত্তিতায় ঈশ্বরের সহিত মানবের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনই নব-বিধানের নবজীবন লাভের পথ, ইহাই জীবন দ্বারা প্রমাণ করিলেন।

এক্ষণে, একমাত্র জীবনের প্রমাণই যে নববিধান তাহাই যাহাতে অক্ষুণ্ণরূপে আমরা চিরদিন প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহারই জন্য আমাদিগকে কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে। নববিধান জীবনে মূর্ত্তিমান করিতে যাঁহার সঙ্কল্প ও তৎসাধনে যিনি নিরত, তিনিই নববিধানের লোক।

ব্রাহ্মণের ছেলে যেমন ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টানের ছেলে হইলেই যেমন খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মের ছেলে হইলেই যেমন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, নববিধানের লোক তাহা হইতে পারিবে, ইহা আমরা কদাপি স্বীকার করিব না। কেবল চরিত্র এবং জীবন দ্বারাই নববিধানবাদী কি না ইহা প্রমাণিত হইবে।

নববিধানের পথাবলম্বী মতাবলম্বী অনেকে থাকিতে পারে, কিন্তু চরিত্রকে বিশুদ্ধ এবং পবিত্র রাখিতে যে সর্ব্বদা দৃঢ়সঙ্কল্প নয়, কথায় কার্য্যে আচারে ব্যবহারে বিশুদ্ধ নীতি পালনে যে প্রাণগত ভাবে চেষ্টা না করে, বিবেকের আলোক উজ্জ্বলরূপে জ্বালিয়া রাখিয়া জীবন সংশোধন করিতে যে সর্ব্বদা ব্যাকুল নয় এবং প্রত্যক্ষ জীবন্ত ভগবানের পবিত্র পূজা ও প্রার্থনা দ্বারা জীবনকে যে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে নিত্য নিষ্ঠা সম্পন্ন নয়, সে কখনই নববিধানের লোক নয়।

তেমনি নববিধান সমাজও কেবল বাহিরের নববিধানের মতাবলম্বী কয়েকজন ব্যক্তির সমাজ নয়। আমরা দীক্ষার সময় যেমন বলিয়াছি, "যে ধর্ম্মসমাজ সমস্ত প্রাচীন জ্ঞান রত্নের ভাণ্ডার এবং সমুদয় আধুনিক বিজ্ঞানের আধার; যাহা সমস্ত মহাজন এবং সাধুগণের মধ্যে সামঞ্জস্য, তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতরে একতা এবং সমস্ত ধর্ম্মবিধানের

মধ্যে পূর্ববাপর যোগ স্বীকার করে, যাহা সকল প্রকার পার্থক্য এবং বিভিন্নতা সম্পাদক বিষয় পরিত্যাগ করে এবং সর্ব্বদা একতা ও শান্তির মহিমা ঘোষণা করে, জ্ঞান এবং বিশ্বাস, যোগ এবং ভক্তি, বৈরাগ্য এবং সামাজিক উচ্চতম কর্ত্তব্যের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে এবং যাহা পূর্ণ সময়ে সকল জাতি সমস্ত সম্প্রদায়কে এক রাজ্যে এবং এক পরিবারে বদ্ধ করিবে, সেই বিশ্বজনীন সমাজ"ই নববিধান সমাজ।

বাহিরে কেবল মতে নববিধান মানি বলিয়া আমরা যে মুষ্টিমেয় কয়জন এখানে ওখানে নববিধান সমাজ বলিয়া যাহা পরিচয় দিতেছি, যদি প্রকৃত বিশ্বাসের সহিত কার্য্যতঃ প্রাগুক্ত "ধর্ম্মসমাজের" আদর্শে আমাদের এই সমাজকে পরিচিত করিতে না পারি, আমাদের এ সমাজও যে নববিধান সমাজ নয়, ইহা অচিরেই প্রমাণিত হইবে।

"সমস্ত সত্য, সমস্ত পবিত্রতার আধার ঈশ্বরের যে অদৃশ্য রাজ্য তাহাই যথার্থ নববিধান মণ্ডলী" এবং সেই মণ্ডলী কার্য্যতঃ জীবন দ্বারা যে কয়জন ব্যক্তি দৃশ্যমান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন, কেবল তাঁহারাই যথার্থ নববিধান মণ্ডলী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন।

কেবল কথায়, মতে, বক্তৃতায় বাহ্য আড়ম্বরে হইবে না। মার কৃপাগুণে যাহাতে চরিত্রে, প্রতিজনে, সপরিবারে, সদলে আমরা প্রকৃত আদর্শ অনুরূপ জীবনের প্রমাণ দিয়া নববিধানের লোক ও নববিধান সমাজ হইতে পারি তাহারই জন্য যেন ব্যাকুল অন্তরে আকাঙ্ক্ষিত ও তাঁর শরণাপন্ন হই।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নির্ব্বাণ ও জীবে দয়া।

নির্ব্বাণ সাধনে "আমি" "আমার" স্বার্থ, ইচ্ছা, রুচি, কামনা, বাসনা যখন মন হইতে তিরোহিত হয়, তখনই মন পরার্থপর হইয়া পরসেবায় নিরত হয়। এই জন্যই শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ সাধনার সহিত জীবে দয়া সাধনের বিধি অবশ্যম্ভাবীরূপে সংগ্রথিত। স্বার্থনাশ হইলেই পরসেবাপরায়ণ হইতে হয়। "আমি" "আমার" নির্ব্বাণ হইলেই "তুমি" ও "তোমার" সেবা, স্বাভাবিক।

ন্যায় ও প্রেম।

ঈশ্বর যেমন প্রেমময় তেমনি ন্যায়বান। তিনি তাঁহার অনন্ত প্রেম ও ন্যায় বিধানে মানবকে লালন পালন ও সুশাসন করেন। কিন্তু আমরা প্রেম করিতে গিয়া ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারি না। আবার ন্যায় ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া প্রেম হারাইয়া ফেলি। ইহা আমাদিগের মানবীয় দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মই আমাদের উচ্চ আদর্শ, তিনি যেমন পরম ন্যায়বান এবং পরম দয়ালু, তেমনি আমাদের পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ ন্যায় রক্ষা করিতে হইবে। প্রেম দিতে গিয়া যদি এক চুল ন্যায় ধর্ম্ম খর্ব্ব করি তাহা হইলেই আমরা অপরাধী হইব, এবং ন্যায় ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া যদি প্রেমহীন হই, তাহা হইলেও আমাদিগের মহা অপরাধ হয়। অতএব সর্ব্বথা যাহাতে দুই ন্যায় এবং প্রেমের সমন্বয় সাধনে কার্য্য করিতে পারি, তাহারই জন্য কৃতসঙ্কল্প হইব।

প্রকৃত মিলন।

আচার্য্য বলেন "বাহ্য মিলনকে আমরা প্রকৃত অন্তরের মিলন ভাবিয়া ভুল করিয়া থাকি। যদি পঞ্চাশ জন দেবালয়ে উপাসনা বা পূজা করিতে বসেন, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে এই পঞ্চাশ জনই ঈশ্বরের মণ্ডলীতে বিশ্বাসে ও প্রেমে এক হইয়াছে। কিন্তু কঠোর পরীক্ষার দ্বারা এই ভ্রম অপনোদন করা উচিত, কারণ ইহা অনিষ্টকর এবং বিপজ্জনক।"

"এই সকল আত্মাগুলিই কি বিশ্বাস, সাধন এবং পবিত্রতার এক মার্গে বাস করে?"

"তাঁহারা পরস্পরকে ভাই ভাই বলেন, তাঁহারা কি সেই একই ঈশ্বরের পূজা করেন?"

"তাঁহারা কি পরস্পরকে একই ব্যক্তিরূপে প্রেম ও সম্মান করেন?—যে এক ব্যক্তিতে প্রত্যেকের আমিত্ব পূর্ণরূপে বিসর্জ্জিত হইয়াছে?"

"তাঁহারা কি সেই একই কর্ত্তব্যের আদর্শ এবং নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করেন?"

"তাঁহারা কি মত এবং আধ্যাত্মিকতায় এক?"

"এইরূপ পরীক্ষাতেই প্রকৃত অবস্থাটা কি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।"

কেবল বাহ্য মিলনকে মিলন মনে না করিয়া, কবে আমরা এই প্রকৃত মিলন সংসাধনে আকাঙ্ক্ষিত এবং কৃতসঙ্কল্প হইব?

নববিধানের ব্যক্তিত্ব।

নববিধান নবদৃষ্টি, নবসৃষ্টি নবজীবন। এ বিধান ব্রহ্মকৃপার বিধান, পবিত্রাত্মার বিধান। স্বয়ং ভগবানের পবিত্রাত্মা বা ব্রহ্মকৃপা মানব জীবনকে অধিকার করিয়া যখন তাঁকে নবজীবন দেন এবং নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দেন, তখনই তিনি একাধারে নূতন লোক হইয়া সমস্ত বিশ্বকে নূতন চক্ষে দর্শন করেন এবং সার্ব্বজনীন এক অখণ্ড নবজীবনে বাস করিতে থাকেন; ইহাই নববিধান। তখন সব পুরাতন তাঁর নিকট পরিবর্ত্তিত রূপান্তরিত

হয়। তাঁর নিকট সেই এক পুরাতন ঈশ্বরও নূতন ঈশ্বর হইয়া যান। পুরাতন জগৎ নূতন হয়; পুরাতন ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা কিছু সকলই নবধর্ম্মে নব ভাবে পরিণত হয়।

ইহা যথার্থ এক অলৌকিক ব্যাপার, তাহা কখনই সাধারণ লৌকিক ভাবে আমরা ধারণা করিতে পারি না। বাস্তবিক প্রাচীন শাস্ত্রকার যেমন বলিলেন, "অনেক শাস্ত্র জানা থাকলে অনেক প্রবচন জানিলে হয় না, যাঁকে তিনি মনোনীত করেন তাঁরই দ্বারা তিনি লব্ধ হন।"

প্রকৃত প্রস্তাবে পুরাতন ধর্ম্ম নীতি বিশ্বাস এখনও আমাদের মনকে অধিকার করিয়া আছে বলিয়াই আমরা নববিধানের এই নবীনত্ব যে কি তাহা সম্যক্‌রূপে ধরিতে পারিতেছি না। যদি বলি নববিধানের ঈশ্বরই নূতন ঈশ্বর, এ কথা বলিলেই আপাততঃ হয়ত অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন।

বাস্তবিক কথা এই যে, এই নববিধানে ঈশ্বরেরও এক নব অভিব্যক্তি হইয়াছে। নববিধানের উপাস্য দেবতা সেই প্রাচীন ঋষিদিগের দুজ্ঞের্য় নির্গুণ ব্রহ্ম নন, তিনি এখন চিন্ময়ী মা ভক্ত-কোলে ভগবতীরূপে প্রকট বা উপলব্ধ হইয়াছেন। তেমনি ভক্ত সম্বন্ধেও অভিজ্ঞান এখন নূতন হইয়াছে। পূর্ব্বে ত ভক্তগণ ঈশ্বর অবতার বোধে পূজিত হইতেছিলেন, তাঁহারাই এখন ব্রহ্মনন্দন মানব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। আবার নববিধানের যিনি ভক্ত তিনি আপনাকে তাঁহাদের স্থানীয় বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। একদিকে তাঁহাদের চরিত্র, অপর দিকে আপনাকে পাপী মানব সঙ্গে একীভূত, এক অদ্ভুত সমন্বিত জীবন অসাধারণ মানুষ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। তাই তাঁহাকে বুঝাও এক নূতন সমস্যা।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নববিধান সর্ব্বযোগ সমন্বয়ের বিধান, মহামিলনের বিধান, মহাপ্রেমের বিধান। ইহাতে যে কেবল ভক্তগণ পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত তাহা নহে, কিন্তু ধর্ম্মবিধান সকলও ইহাতে সংমিশ্রিত, ইহাতে কেবল সাধন সকল সংমিশ্রিত তাহা নহে, কিন্তু মহাযোগে মহাপ্রেমে সকল মানবও সকলকার সহিত এক অখণ্ডরূপে সংগ্রথিত; কেহই কাহারও হইতে পৃথক নয়; কিছুই কিছু হইতে স্বতন্ত্র নয়, তাই ইহা এক নূতন সৃষ্টি। বিজ্ঞান যেমন একতার সূত্র আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত, নববিধানের নব বিজ্ঞান এই এক মহা অখণ্ডত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া সকল তত্ত্বেরই মীমাংসা করিয়াছেন। তাই নববিধানের নব দৃষ্টিতে ব্রহ্ম এবং মানবেরও নিত্য যোগ সমন্বিত হইয়াছে।

নববিধানের ঈশ্বর নিত্য ভক্তকোলে অর্থাৎ মানবসন্তান বা অনন্ত বিশ্বকে কোলে লইয়া জননীরূপে বিরাজিতা। তিনি স্বয়ং মাতৃস্নেহে প্রণোদিত হইয়া সকল সন্তানকে এক অখণ্ডরূপে নিত্য কোলে লইয়া বসিয়া আছেন ইহাই নববিধানের নবদৃষ্টিতে প্রতিভাত। এই দৃষ্টিতে সকল মানবও এক অখণ্ড মানব অঙ্গে অঙ্গীভূত। ইহাই নববিধানের নবশিশু বা নবভক্ত মানব।

এই যে একত্রে সাধু মহাপুরুষগণের সঙ্গে পাপী নরাধম পর্য্যন্ত এক দেহরূপে সকলেই সংযুক্ত এবং সকলেই অখণ্ডরূপে মাতৃক্রোড়াশ্রিত, এই দৃষ্টিলাভেই আমাদের নূতন পরিত্রাণ। কারণ অধম পাপী হইলেও মা তো নিজ অনন্ত কৃপাগুণে নিজ ভক্তসন্তান অঙ্গে আমাকে অঙ্গীভূত করিয়া তাঁর সঙ্গে আমাকেও কোলে তুলিয়া রাখিয়াছেন।

ইহা উপলব্ধি হইলে আমি কি আপনাকে মার কোল হইতে পতিত পরিত্যক্ত কাল মলিন বলিয়া মনে করিতে পারি? যেমন সাদা মানুষের চামড়ায় কাল চামড়া সেলাই করিয়া দিয়া বিজ্ঞান দেখাইয়াছেন, কিছুদিন পরে সে কাল অংশও সাদা হইয়া যায়, তেমনি ভক্ত অঙ্গে গ্রথিত হইলেও পাপীও ক্রমে ভক্ত হইয়া যায়, ইহাই মানবের নবজীবন লাভ এবং ইহাই নববিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

একণে এই দৃষ্টি এই উপলব্ধি যে কেবল ভাব বা কল্পনা নয় তাহার প্রমাণ, ইহা একজন মানবের জীবনে উপলব্ধ হইয়াছে এবং তিনি যখন স্পষ্ট করিয়া তাহা বলিলেন, তখন কি করিয়া আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি? যদি ইহা অস্বীকার করি, তবে নববিধানের মত যে ভাবমাত্র ইহাই ত বলা হইবে।

সত্য উপলব্ধ অভিজ্ঞাত হওয়া, সত্য প্রমাণিত হয় না। নববিধানের সত্যও যদি এক জীবনেও অভিজ্ঞাত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা ভাব ভিন্ন আর কিছু নয়। কিন্তু আমরা কখনই বলিতে পারি না, নববিধান উপলব্ধ বা প্রমাণিত হয় নাই। আমরাও ত নিজ নিজ জীবনে অন্ততঃ কিছু কিছু পরিমাণেও ইহার আস্বাদ পাইতেছি।

সতীত্বের অমর্য্যাদা ও মায়ের ক্রন্দন।

পবিত্র নববিধানে ভক্ত গাহিলেন, "তোমার করুণা মা গো, কেঁদে কেঁদে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে, নিরখি দুর্গতি শোকে ঝরে অশ্রু শত ধারে।" বর্ত্তমান সময়ে নারী জাতির অমর্য্যাদা ও তাঁদের ভীষণ পতন দেখিয়া স্বয়ং মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী তাঁর সাধু সাধ্বী পুত্র কন্যাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া, মা নিজে কাঁদিয়া তাঁদেরও কাঁদাইতেছেন। যে ভারতবক্ষে সীতা, সাবিত্রী, সতী, গার্গী, দময়ন্তীর অভ্যুদয় হওয়ায় ভারতকে সতীত্বের উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত করিয়াছিল; যে ভারতে অনাসক্ত রাজর্ষি জনক, প্রজাবৎসল শ্রীরামচন্দ্র, ব্রহ্মচারী শুকদেব, শুদ্ধচরিত্র রামানুজ শ্রীলক্ষ্মণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই ভারতের বক্ষে আমরা এ কি ভীষণ দৃশ্য দেখিতেছি? নরনারীর স্বর্গীয় মিলনের পরিবর্ত্তে চির বিচ্ছেদের মর্ম্মান্তিক কাহিনী, বাস্তবিক কি লোমহর্ষণ ব্যাপার নয়? এখন তাই মনে হয়, সেই পতিপরায়ণা জন্মদুঃখিনী সীতা দেবীর কথা, যিনি শয়নে, স্বপনে, নির্য্যাতনে, অপমানে ও ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যেও শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন, যিনি

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা বনবাসিনী হইয়াও অবিচলিত চিত্তে রাম নাম জপমালা করিয়া, নিজের সতীত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাতাল প্রবেশের সময় শ্রীরামচন্দ্রের পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন,"জনমে, জনমে তুমি, হয়ো আমার হৃদয়ের স্বামী।" সেই শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী দেবীর কথা মনে হয়, যিনি প্রিয় সখি দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ত্রিজগতে অন্য কাহাকেও পুরুষ বলিয়া জানি না।" এখনও সেই সতীর কথা মনে হয় যিনি স্বীয় পিতার মুখে, পতিনিন্দা শুনিবামাত্র দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আজও ভারতবাসীর হৃদয়তন্ত্রীতে তাঁরই মধুর বাণী ঝঙ্কার করিতেছে, যাঁর নাম পতিপ্রাণা সাবিত্রী, প্রথম দর্শনেই যিনি সত্যবানের চরণে দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া, তৎপরে স্বীয় পিতার নিকট সত্যবানের আসন্ন মৃত্যুর বিষয় অবগত হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, "যে দেহ, প্রাণ, মন, সত্যবানের চরণে সঁপিয়াছি, তাহা ফিরাইয়া লইয়া আমি অসতী হইতে পারিব না।"

বর্ত্তমান সময়ে প্রকাশ্য ভাবে এই স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও কত শত শত পরিবারে, কত দরিদ্রের পর্ণকুটীরে এখনও সতী, সীতা, সাবিত্রী বর্ত্তমান আছেন, যাঁদের পুণ্যবলে ও সতীত্বের বলে ভারত এখনও গৌরবান্বিত। কিন্তু আমরা যখনই এই সতীত্বের অমর্য্যাদা দেখি, তখনই যে আমাদের বুক ভাঙ্গিয়া যায়; যখন দেখি বিদেশীয় বিলাসিতা স্বেচ্ছাচার, এই ভারত-বক্ষে প্রবেশ করিয়া, পতি, পত্নীর, স্বর্গীয় বন্ধন ছিন্ন করিতে প্রলুব্ধ করিতেছে, অথবা সেই পথে লইয়া যাইতেছে, তখন যে লজ্জায়, ঘৃণায়, আমাদের অধোবদন হইতে হয়। ধরাবক্ষে যে স্বর্গীয় দল ও পরিবার গঠনের জন্য মা বিধানজননী তাঁর নবভক্ত শ্রীব্রহ্মানন্দকে ও তাঁর প্রেরিতদলকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা এই সব দুর্নীতিক ব্যাপারে আকুল হইয়া অদৃশ্য রাজ্যে মার শ্রীপদে পড়িয়া দিবানিশি কাঁদিতেছেন এবং মাকেও কাঁদাইতেছেন। যে নারীচরিত্র, মা বিশ্বজননী, তাঁর নিজ প্রকৃতির সতীত্ব, শুদ্ধতা, স্নেহ, প্রেম, কোমলতা ও বিমলানন্দের উপাদানে রচনা করিয়াছিলেন, সেই নারীর অধঃপতনে ও তাঁহাদের প্রতি ভীষণ ভীষণ অত্যাচারে সত্যই কি, মা তাঁর সাধু সাধ্বী পুত্র কন্যাদের দ্বারে দ্বারে না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন?

বিশ্বজননীর ভীষণ ক্রন্দনে, ভক্তদলের ক্রন্দনে এখনও কি দেশ জাগিবে না? আমাদের এই মণ্ডলী জাগিবে না? তাই মিনতি করি, মণ্ডলীর সেবকগণ দলবদ্ধ হইয়া পবিত্রাত্মার আলোকে মার পুত্র কন্যাদিগকে ঐরূপ স্বেচ্ছাচারের পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মার নামেই দণ্ডায়মান হউন। নিশ্চয়ই ভক্তের আশা পূর্ণ হইবে। "মা নামে পাষাণ গলে, দুনয়ন ভাসে জলে, অন্তরে হয় আশার সঞ্চার।" এই দুর্গতির জন্য প্রার্থনা করি, মা বিশ্বজননী! ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া আবার সীতা, সাবিত্রী, সতীর আবির্ভাব ঘরে ঘরে, পরিবারে পরিবারে দেখাইয়া, নববিধানের নূতন দল, নূতন পরিবার নূতন করিয়া গঠন করুন। মার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

নববিধান প্রচারাশ্রম, কলিকাতা।

অধম সন্তান
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।

গত বৈশাখের মাসিক "বসুমতী"তে "শ্রীম" লিখিয়াছেন:— "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে (শ্রীকেশবকে) যেমন ভালবাসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত কেশবও তাঁহাকে তদ্রূপ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মোৎসবের সময় ও অন্যান্য সময়েও তাঁহাকে কমলকুটীরে লইয়া আসিতেন। একদিন তিনি আসিয়াছেন, শ্রীযুক্ত কেশব তাঁহাকে উপাসনা ঘরে লইয়া গেলেন ও চরণে পুষ্প চন্দন দিয়া অতি ভক্তিভাবে পূজা ও নমস্কার করিলেন। তখন ঘরে অন্য কেহ ছিলেন না। ঠাকুর ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ভক্তদের কাছে গল্প করিয়াছিলেন।"

আমরা শ্রীকেশবের সহিত পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রথম মিলন হইতে প্রায় অধিকাংশ সময়েই পরস্পরের দেখা শুনা কথা বার্ত্তা আদরঅভ্যর্থনার মিলনকালে উপস্থিত থাকিতাম। "শ্রীম" মহাশয়ও যখন হইতে রামকৃষ্ণ দেবের কাছে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন,আমিও প্রায় তখন হইতেই রামকৃষ্ণ দেবের কাছে যাতায়াত করিতে থাকি। এমন করিয়া গোপনে কেশব রামকৃষ্ণকে "উপাসনার ঘরে লইয়া গেলেন ও চরণে পুষ্প চন্দন দিয়া অতি ভক্তিভাবে পূজা ও নমস্কার করিলেন।" ইহা আমরা দেখিও নাই এ পর্য্যন্ত শুনিও নাই। কোন মানুষকে, সাধারণ পৌত্তলিক গুরু-ভক্ত লোকেরা যেমন করিয়া চরণে পুষ্প চন্দন দিয়া মানুষ গুরুকে ভক্তিভাবে নমস্কার ও পূজা করেন, তেমন করিয়া কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে চরণে পুষ্প চন্দন দিয়া ভক্তিভাবে পূজা ও নমস্কার করিয়াছিলেন এ কথা একেবারেই সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

কারণ কোন মানুষকে গুরু বা ঈশ্বরবোধে "চরণে পুষ্প চন্দন দিয়া ভক্তিভাবে পূজা ও নমস্কার করা" কেশবের ধর্ম্ম, মত এবং জীবনের আচরণ ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আবার তিনি কখনও কোন অনুষ্ঠান করিলে তাহা কোন সময়ে "গোপনে" করিতেন না।

শ্রীকেশব যদিও ভক্তগণকে ভক্তি করেন, মানুষকে ঈশ্বর বোধে পূজা করার তিনি চিরবিরোধী। ১৮৮২ খৃঃ ১লা নবেম্বরেও শ্রীকেশব প্রার্থনায় বলিয়াছেন:—"তোমার শিষ্যেরা অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মানুষকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিতেছে। দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিলাম। এ ভয়ের ঘর মরণের ঘর। হরি এই কৃত্রিম ধর্ম্ম দূর করিয়া সনাতন ধর্ম্ম নববিধান আনিয়া

প্রতিষ্ঠিত কর। মানুষকে গুরু করিলে দুঃখের শেষ থাকিবে না।" তিনি তাঁর জীবনবেদে স্পষ্ট বলিয়াছেন:—"আমার ইষ্টদেবতা যখন আমাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বাধীনতা মহামন্ত্র নিবিষ্ট ছিল, "বৎস, কখনও কাহারও অধীন হইও না।" মহাত্মা ঈশা মহীয়ান হউন। শ্রীগৌরাঙ্গকেও যথেষ্ট ভক্তি করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবনের আদর্শ করি না।"

যিনি ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গকেও মনুষ্য জানিয়া পূজা করেন নাই, তিনি যে রামকৃষ্ণকে ঈশ্বর বোধে বা গুরু বোধে পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অলীক, কাল্পনিক, কুসংস্কার-সম্পন্ন লোককে প্রবঞ্চিত করিবার কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীমাষ্টার "ম" মহাশয় বলিয়াছেন, "ঠাকুর ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ভক্তদের কাছে এই ঘটনার গল্প করিয়াছিলেন।" ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ত শেষে নিজেই গুরু হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ঠাকুর যে সকল ভক্তদের কাছে গল্প করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ দেহে আছেন কিনা আমরা জানিতে চাই।

তাঁহারা বলিলেও কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না, শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর শিষ্যেরা যেমন ঈশ্বর বোধে পূজা করেন, শ্রীকেশব কখনও সে ভাবে তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন।

এ ঘটনা আমাদের কাহারও দেখাও নাই, ইহার কথা শুনাও নাই। তবে যদি কোন দিন শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীকেশবচন্দ্র পুষ্পো-পহার দিয়া প্রণামও করিয়া থাকেন, তাহা নিশ্চয়ই সে ভাবে নয় যে ভাবে তাঁর নরপূজাকারী শিষ্যেরা করেন। শ্রীকেশব কখনও কাহাকেও এমন কি কুল গুরু আদিকেও অবনত মস্তকে প্রণাম করিতেন না, পাছে তদ্দ্বারা কোন কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, অথচ ভক্তি সাধনের জন্য তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের পাদোদকও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা কিছু করিতেন, প্রধানতঃ লোক শিক্ষার্থেই করিতেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র একবার প্রচারক এবং মণ্ডলীর প্রতিনিধি বলিয়া আদর ও বরণ করিবার জন্য এই নিম্নলিখিত ভাবে এক অনুষ্ঠান করেন। তিনি প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্য হইতে "শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ডাকিয়া বরণপূর্ব্বক বলিলেন, আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার স্বরূপ এই বস্ত্রাদি আপনি গ্রহণ করুন।

বিজয়। গ্রহণ করিলাম।

কেশব। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিজয়। প্রসন্ন হইলাম।

কেশব। আপনি ঈশ্বর-ভক্ত, আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে, তাঁহার প্রতি আঘাত করা হয়। আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন। আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি।

"অনন্তর উপস্থিত উপাসকগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তকে দণ্ডায়মান হইতে বলিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বিনীত মস্তকে জানু পাতিয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে বস্ত্র ও পাদুকা উপহার দিলেন।"

এই অনুষ্ঠান ও ঘটনা হইতে কি আমরা সিদ্ধান্ত করিব শ্রীকেশব বিজয়কৃষ্ণকে ও প্রাণকৃষ্ণকে ঈশ্বর বোধে পূজা করিয়াছিলেন? যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে কোন দিন কোন ভাবে বরণ বা প্রণাম করিয়া থাকেন, কেশব তাঁর সহচর ও অনুচর বিজয়কৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণকে যে ভাবে করিয়াছিলেন সেই ভাবে করিয়া থাকিবেন। আর অন্য কোন ভাবে নিশ্চয় নহে, নিশ্চয় নহে।

"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।" ভক্তের সত্য ভাব যাহা তাহাই গ্রহণ করা ধর্ম্ম এবং সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব একবার আমার নিকট স্বয়ং বলিয়াছেন, "শালারা আমাকে ঈশ্বর বলে, ওরে শালারা ঈশ্বর কি কখনও গলায় ঘায় মরে।" তিনি আমাকে "আচার্য্য" বলে সম্বোধন করিতেন। আমি তাঁহাকে যথার্থ ভক্ত বলিয়া ভক্তি করি। তাঁহার ভস্মাবশেষ আমরাই সমাধিস্থ করি, এবং আমার নিকট তাঁহার ভস্ম আনিয়া রাখি, এখনও তাহা রক্ষিত আছে।

শ্রীবিবেকানন্দ আমার সহযোগী প্রিয় বন্ধু ছিলেন, আমি উপাসনা করিতাম, তিনি গান করিতেন। আমার কাছ থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে লইয়া যান। শ্রীম মাষ্টার মহাশয়ও আমাকে চেনেন, আমিও তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনি।

"শ্রীম" মহাশয়কে আমরা ভক্তিমান এবং পরমহংস প্রিয় ভক্ত বলিয়া জানি। তিনি বহুকাল শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। যথার্থ সত্য জ্ঞান যাহাতে ছাত্রের মনে সঞ্চার হয় এবং সর্ব্বত্র পূর্ণ সত্য কথা প্রচার হয় তাহা করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য। তাঁহার "কথামৃতে" লোকের কাছে কোন মিথ্যা কথা রটনা না হয় এবং অমৃতের পরিবর্ত্তে কাহাকেও মৃত্যুর পথে যাইতে না হয় তাহাই করেন এই আমার বিনীত নিবেদন।

শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম, বাগনান;
২২।৫।২৫

শ্রীরামকৃষ্ণপ্রিয়।

—•—

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ।

[একষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গত ২৮শে চৈত্র, শনিবার—পূর্ব্বাহ্ন প্রায় ৭॥০টায় ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। এইরূপে উদ্বোধন বাক্যযোগে উপাসনা আরম্ভ হয়। প্রায় ৫০০ শত বৎসর হইতে চলিল, এই প্রদেশে ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি ভক্ত-জীবনযোগে শ্রীহরি আপনার কি জীবন্ত লীলাই প্রকট করিয়া-

ছিলেন। আবার এই নবযুগে সেই লীলাময় পরম দেবতা মহাত্মা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ভক্ত কেশবচন্দ্রের জীবনযোগে কি মহালীলাই বিধান করিলেন। তাঁহার লীলা কি ফুরাইয়াছে? এখনও তিনি নিত্যলীলাময় হইয়া, আমাদের মত ক্ষুদ্র মলিন জীবন সকল তাঁহারই শ্রীপদতলে মিলিত করিয়া, আমাদের মধ্যে তাঁহার পবিত্র উপাসনাযোগে তাঁহার জীবন্ত লীলা বিস্তার করিতে, কেমন জীবন্ত ভাবে অবতীর্ণ। আরাধনা প্রার্থনার ভিতর দিয়া ভক্তবৎসলের মধুর অবতরণ ও পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়া সকলে ধন্য হই। তাঁহার নিত্য লীলা বিষয়ে কিঞ্চিৎ আত্ম-নিবেদন করা হয়।

অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিকের গৃহে প্রসঙ্গ ও কিছু পাঠ হয়। সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। এ বেলা লীলাময় পরম দেবতা বিশ্বেশ্বর, বিশ্বপিতারূপে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার মঙ্গলময় আবির্ভাবে তিনি কেমন সকল জীবনে, সকল পরিবারে, সকল বিশ্বে চির বর্ত্তমান তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া আমাদিগকে ধন্য করেন। এ বেলায় আত্ম-নিবেদন এই ভাবে বিবৃত হয়। আমাদের এ দেশীয় লোকের জীবনের প্রধানতঃ তিনটী ধারা। একটী ব্যক্তিগত জীবন, দ্বিতীয়টী পারিবারিক জীবন, তৃতীয়টী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মজীবন। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা আত্মোন্নতি, আত্মসুখ, আত্মরুচি ও ভাব লইয়া ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকি। পারিবারিক জীবনে, পরিবারের কল্যাণ সাধন অর্থ, বিত্ত, বৈভব দ্বারা পরিবারকে সমোন্নত করিয়া দেশের মধ্যে আপনার পরিবার পরিজনকে কিসে গণ্য মান্য করিতে পারি তাহার জন্য ব্যস্ত থাকি। এখানেও পারিবারিক ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতরে আমাদের জীবন আবদ্ধ থাকে। প্রধানতঃ আমাদের দেশের লোক এখন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ বলিয়া, এ দেশের লোকের জীবনে ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ অধিক, পরার্থবোধ অতি অল্প।

আমাদের দেশের সাধারণতঃ ধর্ম্মজীবন যাহা কিছু তাহাও অধিকাংশ স্থলে সাম্প্রদায়িক একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ। আমাদের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত, তাঁহারা অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত, ব্রত, নিয়ম, শাস্ত্রবিধি, কিম্বা সে সম্প্রদায়ের মহাপুরুষের জীবনের কিছু আপনাদের গ্রহণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এইরূপ মুসলমান সম্প্রদায়ের অথবা খৃষ্ট সম্প্রদায়ের লোক আপনার সম্প্রদায়ের যাহা কিছু তাহা ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের কিছুই আপনার গ্রহণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে অগ্রসর হয়েন না। তাই ধর্ম্মেতেও এদেশে গণ্ডিবদ্ধ। জীবনের সকল ধারায়, সকল গতিতে আমরা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া, মন প্রাণকে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের যে প্রশস্ততর জীবন আছে, সে জীবন আমাদের মধ্যে পরিস্ফুট হয় নাই, সে জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। এবার পরম লীলাময় স্বর্গের দেবতা বিশ্বপিতা, বিশ্বজননীরূপে প্রকাশিত হইয়া, বিশ্বের সকল সম্প্রদায়কে, ছোট বড় সকলকে এক সম্প্রদায়ে, এক স্বর্গের পরিবারে পরিণত করিবার জন্য মহান্ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম লইয়া জগতে অবতীর্ণ। এক সার্ব্বভৌমিক উপাস্য দেবতার স্পর্শে আমরা প্রত্যেকে সার্ব্বভৌমিক, অসাম্প্রদায়িক জীবন লাভ করিয়া, শুধু ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, অথবা ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক জীবনে আর আবদ্ধ থাকিব না। আমরা যেমন গৃহ পরিবারের হইব, তেমনই আমরা প্রশস্ততর (Larger life) জীবন লাভ করিয়া অপর সকলকে আপনার করিব, আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের হইব। আমরা যেমন নিজের উন্নতির জন্য, যেমন পরিবারের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য আমাদের শক্তি নিয়োগ করিব, তেমনই আমরা প্রত্যেকে ছোট বড় সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের জন্য, উন্নতির জন্য, শক্তি নিয়োগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ সাধন করিব, সার্ব্বভৌমিক প্রশস্ততর উচ্চতর জীবনের সুখ শান্তি আরাম আনন্দ লাভ করিব। নবযুগে নববিধানরূপ মহা সমন্বয়ের ধর্ম্মের ইহাই লক্ষ্য।

২৯শে চৈত্র, রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে প্রায় ৭॥০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়, কীর্ত্তনান্তে "দয়াময়ী মাগো আমার" এই সঙ্গীত দ্বারা উপাসনা আরম্ভ হয়। উদ্বোধন, আরাধনান্তে ঈশ্বরের মাতৃরূপের সুকোমল মধুর, স্নিগ্ধ, সুন্দর প্রকাশে আমাদের শুষ্ক হৃদয় সরস হয়। আত্ম-নিবেদনে প্রকাশ—আমরা দুঃখে, দৈন্যে ব্যথিত, মর্ম্মাহত তাঁহার কত সন্তান এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এই যে এখানে আমরা তাঁহার এতগুলি পুত্র কন্যা মিলিত হইয়াছি, কাহার প্রাণে দুঃখ নাই, গূঢ় মনোবেদনা নাই? অনেকের জীবনে এমন গূঢ় মনোবেদনা আছে, যাহা পৃথিবীর পিতা মাতাকে বলিয়া, পৃথিবীর খুব নিকট আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া কখনও প্রাণে শান্তি পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অতি স্নেহশীল আপনার লোক যাঁহারা, তাঁহারা সে মনের বেদনা দূর করিতে পারেন না; সে মনোবেদনা বুঝিতেও পারেন না। তাঁহাদের নিকট সে মনোবেদনার কথা বলিতে প্রাণ প্রস্তুতও হয় না। এমন বেদনা প্রায় প্রতিজনেরই আছে, সেই বেদনার কথা একজনের কাছে বলা যায়, প্রাণ খুলিয়া বলিয়া শান্তি পাওয়া যায়, এমন কি কেহই আমাদের নাই? সেই গূঢ় বেদনা, গূঢ় দুর্গতি, দূর করিবার একজন আছেন, তিনি এই অনন্ত স্নেহের আধার আমাদের, পরম জননী। তিনি আমাদের মত তাঁহার অগণ্য অসংখ্য পুত্র কন্যার এত গূঢ় মনোবেদনা হৃদয়ের সমবেদনার সহিত শুনেন; তিনি এরূপ দুর্গতি দূর করিয়া সন্তানদিগকে তাঁহার স্বর্গের অতুল সম্পদে সম্পন্ন করিয়া পরম সুখে সুখী করেন। তাই তাঁহার নাম হইয়াছে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। সে মা তো হাতগড়া দুর্গা নন, সে মা আসল মা, খাঁটি মা। তাঁহাকে কেহ গড়ে না, তিনি ক্রমাগত তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছেন। আজ আমরা এই উৎসব দিনে সেই মায়ের পূজা করিতেছি, সেই

মা আমাদের নিকট আজ তাঁহার ভুবনমোহিনী, সুমধুর, সুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। তাঁহার স্মরণাপন্ন হইলে সুধু তিনি আমাদের জীবনের গূঢ় দুর্গতি দূর করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, তিনি স্বর্গের অতুল সম্পদে সম্পন্ন করিয়া সর্ব্বতোভাবে আমাদের জীবনকে সৌভাগ্যশালী করেন। স্বর্গের সৌভাগ্য দান করিয়া আমাদিগকে ধন্য করেন। তিনি আমাদের প্রতি জীবনে জয় লাভ করিবেন। তিনি আমাদের প্রতি ললাটে বিজয় পত্র লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, আমরা তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ করিলে, আমাদের জয়ের জীবন বিকশিত হইবে, আমরা জীবনে জয়ী হইয়া মিলিত কণ্ঠে তাঁহার জয় ঘোষণা করিব, আমাদের জীবনকে, গৃহ পরিবারকে, দেশ বিদেশকে উৎসবময় করিব। আমাদের এই উৎসব তাহা হইলেই সার্থক হইবে। উপাসনান্তে কিছু প্রসঙ্গ হয়।

আজ নগর-কীর্ত্তন বাহির হইবার দিন ছিল। কিন্তু অপরাহ্নে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার পর পর্য্যন্তও বাতাস ও বৃষ্টি বহিয়া গেল। যে গৃহ উৎসবের উপাসনাদির জন্য বিশেষ ভাবে সজ্জিত ছিল সেই প্রশস্ত গৃহে গায়কগণ বসিয়া অনেকক্ষণ, এই উৎসবের জন্য শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক কর্ত্তৃক রচিত নূতন কীর্ত্তনটী ভাবের সহিত গাহিলেন, অবশেষে অবস্থা একটু অনুকূল হওয়াতে কীর্ত্তনের দল বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী প্রশস্ত পথে কিছুকাল ঘুরিয়া কীর্ত্তন করেন ও পরে যোগানন্দ বাবুর গৃহে ফিরিয়া কীর্ত্তনের দল জলযোগাদি করিয়া গৃহে গমন করেন। শান্তিপুর ভক্তিপ্রধান স্থান। গায়কদলের অনেকেই বাহিরের লোক হইলেও তাঁহারা এই ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তনটী এমন ভাবের সহিত প্রাণ খুলিয়া গাইলেন যে, তাহাতে কঠিন প্রাণও সরস হইল, শুষ্ক হৃদয়ও ভাব ভক্তিতে পূর্ণ হইল।

৩০শে চৈত্র, সোমবার—প্রাতে সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বাবুর গৃহে উপাসনা হয়। ইনি স্থানীয় High Schoolএর একজন Graguate শিক্ষক, আমাদের কলিকাতাস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র হালদারের কন্যা জামাতা। মুকুন্দ বাবু সস্ত্রীক ও সসন্তান উপাসনায় যোগদান করেন। এ দিন পূর্ব্বাহ্নে আবার স্নানান্তে শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিকের গৃহে পারিবারিক ভাবে উপাসনা করিয়া মা উৎসবজননীর চরণে এই মধুর উৎসবের জন্য কৃতজ্ঞতা দান করা হয়। সোমবার অপরাহ্নে শান্তিপুর হইতে রওনা হইয়া যথাসময়ে কলিকাতায় পৌঁছি। এ দিন সন্ধ্যায় শান্তিপুরের উৎসবক্ষেত্রে বাবু অনাথকৃষ্ণ শীল উপাসনা করিলে উৎসব কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

প্রচার বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১লা এপ্রেল বাঁকিপুরস্থ ডাক্তার পরেশ বাবুর বাড়ীতে মিলিত উপাসনা ও সন্ধ্যার পর আলোচনা, ২রা এপ্রেল খুব প্রাতে ঐ বাড়ীতেই উপাসনার কার্য্য শ্রদ্ধেয় পরেশ বাবু করেন, বেলা ১১টার সময় বাবু দামোদর পাল মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর পৌত্রীর নামকরণ উপলক্ষে উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সম্পন্ন করেন, তথায় প্রতিভোজন হয়। ৩রা এপ্রেল, শুক্রবার, প্রাতে ডাক্তার পরেশ বাবুর বাড়ীতে এ দাসকেই উপাসনা করিতে হয়, দৈনিক প্রার্থনা হইতে "দ্বিজত্বের সুগন্ধ" বিষয়টী পাঠ ও ঐ ভাবেই সকাতরে প্রার্থনা হয়। অদ্য সায়ংকালে শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর বসুর বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রমথলাল সেন করেন। স্থানীয় বন্ধুগণ অনেকেই সপরিবারে যোগ দেন। ৪ঠা এপ্রেল, শনিবার, প্রাতে ডাক্তার পরেশ বাবুর বাড়ীতে উপাসনা ভাই প্রমথলাল করেন, সায়ংকালে মিঠাপুরে প্রিন্সিপাল দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা ও যাত্রীদের প্রীতিভোজন হয়।

৫ই এপ্রেল, রবিবার, খুব প্রাতে নয়াটোলায় অঘোর পরিবারের সমাধিচত্বরে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল করেন, ভ্রাতা মহেন্দ্রলাল সেন সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অদ্য সায়ংকালে বাঁকিপুর নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সম্পন্ন করেন। সেবকের নিবেদন হইতে "পাপীর জন্য সাধুর প্রায়শ্চিত্ত" বিষয়টী পাঠ ও ঐ ভাবেই প্রার্থনা সঙ্গীতাদি হয়। ৬ই এপ্রেল, সোমবার, প্রাতে ডাক্তার পরেশ বাবুর বাড়ীতে উপাসনা অদ্য রাত্রে গর্দ্দানীবাগে নিউ টাউন হাই স্কুলের হেড মাষ্টার বন্ধুবর সিদ্ধেশ্বর সরকারের বাটীতে উপাসনা সংকীর্ত্তনাদি হয়, ভাই প্রমথলাল উপাসনার কার্য্য করেন। ৭ই মঙ্গলবার, প্রাতে ডাক্তার পরেশ বাবুর বাড়ীতে উপাসনা হয় ও সেবক অখিলচন্দ্র রায় প্রাতে খগোল দানাপুরে ভ্রাতা ভোলানাথ কুণ্ডুর বাড়ীতে গমন করিয়া তাঁর পরিবারবর্গসহ উপাসনাদি করিয়া রাত্রিতেই ফিরিয়া আসেন। অদ্য সায়ংকালে প্রফেসার নিরঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি সহ প্রসঙ্গ হয়।

৮ই এপ্রেল, বুধবার, প্রাতে ডাক্তার পরেশ বাবুর বাড়ীতে উপাসনার কার্য্য এ দাসকেই করিতে হয়, দৈনিক প্রার্থনা হইতে, "পিতার মনের মত হওয়া" প্রার্থনা পাঠ ও ঐভাবেই প্রর্থিনা ও সঙ্গীতাদি হয়। সায়ংকালে ইনকমট্যাক্স এঃ কমিসনার রায় সাহেব হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পূর্ণিমা সম্মিলন উপলক্ষে অনেকগুলি উচ্চপদস্থ বন্ধু সপরিবারে সমবেত হইলে, আনন্দ সহকারে প্রীতিভোজনান্তে পাঠ ও প্রার্থনাদি ভাই প্রমথলাল করেন, মহিলাগণ সঙ্গীত করেন। ভজনের অগ্রে গুরুতর ভোজনটা অন্ততঃ আমাদের রুচিবিরুদ্ধ। গৃহকর্ত্তা সপরিবারে সমাগত ব্যক্তিদের খুবই আদর যত্ন করিয়াছিলেন।

৯ই এপ্রেল, প্রাতে ডাক্তার পরেশ বাবুর বাড়ীতে উপাসনা অদ্য সায়ংকালে বারিষ্টার মিঃ প্রশান্তকুমার সেনের বাড়ীতে সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনার নেতৃত্ব তাঁর পুত্র ও তাঁর সহধর্ম্মিণী করেন, ভাই প্রমথলাল পাঠ ও প্রার্থনা করেন। উপাসনার পর যাত্রীদের প্রীতিভোজন ঐ বাড়ীতেই সম্পন্ন হয়। স্থানীয় অনেকেই এই পারিবারিক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

১০ই এপ্রেল, শুক্রবার, গুডফ্রাইডে উপলক্ষে বাঁকিপুর ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টায় ও সন্ধ্যা ৭টায় দুই বেলাই বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, ভাই প্রমথলাল সেন দুই বেলাই বেদীর কার্য্য করেন। জমাট উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গীত, ঈশা-চরিতামৃত হইতে ঈশার ক্রুশদণ্ড, সাধু-সমাগম হইতে ঈশা-সমাগম, ইংরাজী ওরিয়্যাণ্ট্যাল ক্রাইষ্ট হইতে ঈশার ক্রন্দন, আত্মত্যাগ ইত্যাদি বিষয়গুলি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছিল। স্থানীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা-গণ খুব অনুরাগের সহিত এই উৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন। সায়ংকালে ভ্রাতা গণেশ প্রসাদ কয়েকটী হিন্দি ভজন করেন। কতকগুলি বিহারী ভদ্রলোকও এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

১১ই এপ্রেল, শনিবার, প্রাতে ডাক্তার পরেশ বাবুর বাটীতে ভাই প্রমথলাল প্রভৃতি উপাসনা করেন এই সেবককে ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্যাদি সংগ্রহ জন্য নিউ টাউনে যাইতে হয়, তথা হইতে মিঠাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া স্বর্গীয় গৃহস্থ প্রচারক নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সমাধিচক্রে উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। অদ্য সায়ংকালে নূতন সহরে শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মজুমদারের বাটীতে বিশেষ উপাসনা ও বন্ধুসম্মিলন হয় ও রাত্রিতে ঐ বাটীতেই যাত্রীদের প্রীতিভোজন হইয়াছিল।

১২ই এপ্রেল, রবিবার, প্রাতে স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ডাক্তার বিধানপ্রসাদ মজুমদারের বাড়ীতে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সম্পাদন করেন, শ্রদ্ধেয় ডাক্তার পরেশ বাবু ও বন্ধু গৌরীপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অদ্য রবিবার সায়ংকালে বাঁকিপুর নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কার্য্য ভাই প্রমথলাল করেন, অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

১৩ই এপ্রেল, সোমবার, প্রাতে ডাক্তার পরেশ বাবুর বাটীতে উপাসনা ও সায়ংকালে প্রসঙ্গ, অদ্যই বিশেষভাবে মুঙ্গের ভক্তিতীর্থে যাত্রীনিবাস নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ডাক্তার পরেশ বাবু আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং যাহাতে কার্য্যারম্ভ হয় সে বিষয়ে মিঃ প্রশান্তকুমার সেন মহাশয় সুব্যবস্থা করিবেন এইরূপ আশা দিয়াছেন।

১৪ই এপ্রেল, ১লা বৈশাখ, নববর্ষ ও ডাক্তার পরেশ বাবুর পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সম্পন্ন করেন, ডাক্তার পরেশ বাবু সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অদ্যই অপরাহ্নের গাড়ীতে প্রচার যাত্রীদলের মধ্যে ভ্রাতা গণেশপ্রসাদ, সেবক অখিলচন্দ্র রায় ও বাবাজী বিষ্ণুপদ সি কলিকাতা যাত্রা করেন। তৎপরে কয়েকদিন ভাই প্রমথলাল বাঁকিপুরে স্থিতি করিয়া বন্ধুদের লইয়া উপাসনা ও প্রসঙ্গাদি করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল প্রচার যাত্রীদল বিশেষ ভাবে গাজীপুরের স্বর্গীয় নিত্যগোপাল রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর, বেণারসের প্রফেসার পি, কে, দত্ত মহাশয়ের ও তাঁর সহধর্ম্মিণী এবং শিশু পুত্র কন্যার এবং ছাপরার ভ্রাতা হাজারীলাল ও তাঁর সহধর্ম্মিণীর এবং বাঁকিপুরের ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবার-বর্গের ও অন্যান্য বন্ধুগণের আদর যত্নের ভিতর দীনবন্ধু পরম পিতা ও পরম মাতার জীবন্ত প্রকাশ দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন। জয় মা বিধানজননীর জয়।

নববিধান প্রচারাশ্রম, কলিকাতা। } ভৃত্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—•—

(প্রাপ্ত)

নববিধান-ট্রাষ্ট অন্তর্গত নিম্নলিখিত স্মৃতিভাণ্ডারগুলির কার্য্যবিবরণ।

১। কালীনাথ বসু স্মৃতিভাণ্ডার:—কলিকাতাস্থ কেশব একাডমীর তিনটী ছাত্রকে মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে ১৯২৫ সালের জন্য বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে স্কুলের মাহিনা হিসাবে বাকি টাকা আর দিতে হইবে না।

২। মধুমঙ্গলা স্মৃতিভাণ্ডার:—বিগত ১০ই এপ্রেল, শ্রীমতী মঙ্গলা দেবীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এই ভাণ্ডার হইতে ৭ জোড়া বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে।

৩। প্রশান্ত খাস্তগির স্মৃতিভাণ্ডার:—বিগত ১৪ই মে, শ্রীমান প্রশান্ত খাস্তগিরের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন উপ-লক্ষে নিম্নলিখিত দান করা হইয়াছে:—

(১) কলিকাতাস্থ নববিধান প্রচারাশ্রমের প্রচারকগণের সেবার্থে ৭৲ টাকা।

(২) চট্টগ্রামস্থ শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ব্যবহার্থ বস্ত্রের জন্য ৮৲ টাকা।

(৩) শান্তিপুরস্থ শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিকের তত্ত্বাব-ধানস্থ একটী অনাথ বালকের জন্য ৫৲ টাকা।

(৪) কলিকাতাস্থ নববিধান সমাজ অন্তর্গত বালকদিগের নীতি-বিদ্যালয়ের সৎস্বভাবের পুরস্কারের জন্য ৫৲ টাকা। (পরে দাতব্য)।

৫। একটী দরিদ্র বালকের পুস্তক ক্রয়ের জন্য ৫৲ টাকা। (পরে দাতব্য)।

বিনীত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন
২৫।৫।২৫ সম্পাদক, নববিধান ট্রাষ্ট।

***

নবদেবালয়।

কালের সঙ্গে মহাপরিবর্ত্তনের অতি গভীর সম্বন্ধ। কমল-কুটীর এক্ষণে রাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সম্পত্তি। তিনি কয়েকবৎসর হইতে মণ্ডলীর অগ্রণীদিগের সহিত পরামর্শ করিতে-ছেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে উক্ত সম্পত্তি যখন হস্তান্তরিত হইবে। তখন নবদেবালয় ও সমাধি প্রাঙ্গণের সংরক্ষণ যাহাতে নববিধান উপাসক মণ্ডলীর হস্তে পূর্ণ মাত্রায় সমর্পিত হয় তাহার জন্য তিনি অতিশয় চিন্তাযুক্তা। সমাজের সম্পত্তিগুলি একটি ট্রাষ্ট কমিটি সঙ্গঠন করিয়া তাহার হস্তে উক্ত দেবালয়, যদি সম্ভব হয় মজুমদার মহাশয়ের "শান্তিকুটীর" প্রভৃতির ভার অর্পণ করিলে মন্দ হয় না।

১০।২।৩২ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মিত্র।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

নববিধানের স্বাধীনতা ও ইউরোপীয় ভাব জীবনে প্রদর্শন করিতে শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র বিশেষ ভাবে প্রেরিত। বিধাতা যাঁহাকে যে জন্য প্রেরণ করেন আমরা তাঁহার কাছে তাহাই পাইতে প্রত্যাশা করিব এবং তাহাই লইয়া ধন্য হইব। অন্যথা করিলে, হয়আমরা নিরাশ হইব, নয় বিধাতার নিকট অপরাধী হইব। আমার ভাবের মত অন্যে হইবে এই বলিয়া যে কত সময় পরস্পরের সহিত বৃথা বিবাদ করি, তাহা আমাদের ভুল।

প্রতাপচন্দ্র যাহা স্বাধীন ভাবে নিজ বিবেকালোকে বুঝিতেন তাহাই করিতেন। তাঁহার সাধন পূজা আচার ব্যবহার অন্য প্রেরিতের মত ছিল না। তাঁহার জীবন অনেকটা জ্ঞানপ্রধান ছিল। তীব্র কঠোর নীতি পালনে এবং বিশুদ্ধ অকৃত্রিম উপাসনা সাধনে তিনি সর্ব্বদাই যত্নশীল ছিলেন।

ভেজাল মেশাল ভাবের তিনি মহা বিরোধী ছিলেন। আচার ব্যবহারে তিনি ইউরোপীয় ভাবের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কোন প্রকার অর্থাটি ভাব তিনি আদৌ ভালবাসিতেন না। সেই জন্য অন্যান্য প্রেরিত প্রচারক অপেক্ষা তাঁহার বিশেষত্ব সদাই সবার দৃষ্টিগোচর হইত।

তাঁহার বাহিরের গাম্ভীর্য্য যেমন, অন্তরের কোমলতা তেমনি ছিল। উপাসনা করিতে করিতে তিনি কি গভীর ভাবেই মগ্ন হইয়া যাইতেন। দরদর ধারে তাঁহার নয়ন দিয়া কতই প্রেমাশ্রু বর্ষণ হইত। উপাসনার প্রত্যেক শব্দটী যেন তিনি ব্রহ্মগত ভাবে মগ্ন হইয়া উচ্চারণ করিতেন। তাই আমেরিকার কোন ধর্ম্মাত্মা বলিয়াছিলেন, "He was immersed in God", তিনি ঈশ্বরেতে ডুবিয়া থাকিতেন। বাস্তবিকই তিনি সদাই যেন ধ্যান চিন্তনেই মগ্ন থাকিতেন; এমন কি পথে যাইতে যাইতেও যেন তাঁহার মন ব্রহ্ম-চিন্তায় ডুবিয়া থাকিত।

তিনি আপনাকে Interpretor অর্থাৎ নববিধানের ব্যাখ্যাতা বলিয়া পরিচয় দিতে ভালবাসিতেন। পাশ্চত্য দেশবাসীগণ যাহাতে নববিধানের ভাব গ্রহণ করিতে পারে তাঁহাদের ভাষায় ও ভাবে তাহা ব্যাখ্যা করিতে তিনি চেষ্টা করিতেন। আচার্য্যকে ও নববিধানকে স্বাধীন ভাবে কেমন করিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহাই তিনি জীবন দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ২৭শে মে, তাঁহার স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার আত্মা-তীর্থ-সমাগমে আমরা ধন্য হইয়াছি।

বিশ্ব-সংবাদ।

কোন চিকিৎসক বলেন:—"সিন্দুর ও লাল রং বসন্ত রোগের প্রতিষেধক। এই জন্যই বসন্তোৎসবে বোধ হয় ফাগ খেলার প্রচলন হইয়াছে। ফাগ গায়ে মাখিলে বসন্ত হয় না। মেয়েদের কপালে নাকি সিন্দুর পরার ব্যবস্থাও এই জন্য।" বিজ্ঞানবিদ্গণের এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত।

***

বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, শাঁক বাজনার শব্দে বায়ু সমুদ্রে যে তরঙ্গ হিল্লোল উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা বায়ু মণ্ডলে ভ্রাম্যমান বহু অনিষ্টকর জীবাণু ধ্বংশ হয়। এই জন্যই বোধ হয় এখনও কোন পল্লীতে কলেরা মহামারী উপস্থিত হইলে শঙ্খবাদন প্রচলিত রহিয়াছে।

***

উপাসনা মন্দিরে নিয়মিত উপাসনায় বিশেষ প্রতিবন্ধক বিনা যোগদান না করা পাপ এবং অপরাধ বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু আজ কাল কতজনে কত রকম ওজর আপত্তি করিয়াই যে যোগ দেন না তাহা বলা যায় না। সম্প্রতি মার্কিনের কোন ধর্ম্ম-পত্রিকায় বিদ্রূপ করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী ওজরের কথা লিখিয়াছেন:—

১। "সমস্ত সপ্তাহ এত পরিশ্রম করি যে, রবিবার সকালে—

২। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন রবিবারে মা বাবার ভয়ে তিন তিনবার মন্দিরে যেতে হতো, তাই এখন আর—

৩। রবিবারে মন্দিরে যাবার ঠিক বেরোবার সময় বন্ধু বান্ধব এসে পড়লো, তাই—

৪। আমি দুইবার মন্দিরে গিয়েছিলাম, কেউ আমার সঙ্গে আলাপও করেন না, আদরও করেন না, তাই—"

***

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু কয়েক বৎসর হইতে অমানুষিক পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা বিস্তারের জন্য "[illegible]" নামে একটি প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "[illegible] খলু ধর্ম্মসাধনং শরীরের

স্বাস্থ্যরক্ষা হইলে সকল ধর্ম্মই সংসাধিত হয়। এই জন্য তিনি ইংরাজীতে Health & Happiness এবং বাঙ্গালায় স্বাস্থ্য-সমাচার নামে দুইখানি অতি উপাদেয় শিক্ষাপ্রদ স্বাস্থ্য-সাধন বিষয়ক পত্রিকা অতি অল্প মূল্যে প্রচার করিতেছেন, এতদ্ভিন্ন গত বৎসর হইতে একখানি স্বাস্থ্য-ধর্ম্মগৃহ পত্রিকাও প্রচার করিতেছেন, এ পত্রিকাতে জ্ঞাতব্য যাহা কিছু তাহা তো আছেই, তাহা ছাড়া হর পার্ব্বতীর কথাচ্ছলে সরল পদ্যে প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য জ্ঞাতব্য স্বাস্থ্যতত্ত্ব অতি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংক্রামক রোগে কি কর্ত্তব্য, আকস্মিক বিপদে কি করা উচিত, আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র, সেবাদির ব্যবস্থা, সহজ মুষ্টিযোগ, পারিবারিক চিকিৎসা সার, পথ্যাদির নিয়ম, গোপালন ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ই এই পত্রিকায় [illegible] ওয়া হইয়াছে। এমন সুন্দর পত্রিকা আর কখনও প্রকাশ হয় নাই। প্রতি ঘরে ঘরে এই পত্রিকা থাকা উচিত।

—•—

সংবাদ।

মহর্ষির জন্মদিন—গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭ই মে, শ্রীমন্মহর্ষি দেবের শুভ জন্মদিন স্মরণে প্রাতে বাগনান ব্রাহ্মসমাজে এবং সন্ধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয় ও মহর্ষি দেবের আত্ম-জীবনী পাঠ ও আলোচনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ দুই বেলাই উপাসনা ও পাঠাদি করেন, স্থানীয় বিশ্বাসী বন্ধুগণ যোগদান করেন।

বাগনান ব্রাহ্মসমাজ মন্দির—বাগনান ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ঘরটী সংস্কার অভাবে ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। এখানে যে ছয়টী ব্রাহ্ম-পরিবার বাস করিতেছেন, তাঁহারা এমন অবস্থাপন্ন নন্ যে গৃহটী সংস্কার করিয়া টিন দিয়া ছাওয়াইয়া স্থায়ী ভাবে তাকে রক্ষা করিতে পারেন। সহৃদয় ব্রাহ্মমণ্ডলীর সাহায্য বিনা এ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এ জন্য অনুমানিক ৫০০৲ টাকা প্রয়োজন। দয়ার্দ্র হইয়া যাঁহারা এই পবিত্র কার্য্যে সাহায্য দান করিবেন "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

নামকরণ—বিগত ২৩শে মে, সন্ধ্যার সময় ভাগলপুরস্থ শ্রদ্ধেয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনে তাঁর দৌহিত্র অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত ডিঃ জজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এলাহাবাদ কলেজের অধ্যাপক অমিয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবকুমারের নামকরণ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী আচার্য্যের কার্য্য করিয়া শিশুকে "কল্যাণকুমার" নাম দিয়াছেন, মঙ্গলময় বিধাতা শিশু ও তার পিতা [illegible]কে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৪৲, নববিধান প্রচারাশ্রমে ৮৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার বিভাগে ৪৲, এবং দাতব্য বিভাগে ৪৲, ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ ৪৲, হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজ ৪৲, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ৪৲, ব্রাহ্ম রিলিফ ফণ্ড ৪৲, বিদ্যাসাগরের স্মৃতিগণ ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

নিত্য সাধন—প্রতিদিন প্রাতে প্রচারকগণ নববিধান প্রচার আশ্রমে উপাসনা করেন। কোন কোন উপাসক ও সাধক তাঁদের সহিত উপাসনায় যোগদান ও সঙ্গীতাদি করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি মঙ্গলবার সায়ংকালে শ্রীদরবারের অধিবেশন উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও আলোচনা হয়। গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার সায়ংকালে শ্রীদরবারের বিশেষ অধিবেশনে প্রচার কার্য্যালয়ের কার্য্য ও প্রচারক এবং তাঁদের সহকারী সেবকদিগের ও প্রচারক পরিবারবর্গের প্রতিপালনের বিষয় আলোচনা হয়। প্রায় বৎসরাধিককাল ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এই প্রচারাশ্রমবাসীদের বিশেষ ভাবে সেবা করিতেছেন। প্রচারাশ্রমের প্রাতঃকালীন উপাসনার ও সায়ংকালীন সঙ্কীর্ত্তনাদির পর ভাই প্রমথলাল অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গসহ নববিধানের আদর্শপরিবার, আদর্শমণ্ডলী, নববিধানের আদর্শ প্রচারাশ্রম সম্বন্ধে প্রায় প্রতিদিনই আলোচনা করিতেছেন। দৈনিক উপাসনা সঙ্গীতাদি বেশ সরস হইতেছে।

পারিবারিক উপাসনা—গত ১৯শে মে, সন্ধ্যার পর সেবক অখিলচন্দ্র রায় ঢাকুরিয়া প্রবাসী ভ্রাতা নফরচন্দ্র কুণ্ডুর ভবনে গমন করিয়া ঐ দিন রাত্রিতে ও ২০শে মে প্রাতে তাঁদের পরিবারবর্গসহ উপাসনা, সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন। প্রতিবেশী একটী যুবকও উপাসনায় যোগ দেন।

২১শে মে, প্রাতে শান্তিকুটীরে ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্রের পরিবারবর্গসহ সেবক অখিলচন্দ্র বিশেষ উপাসনা করেন, আচার্য্যের প্রার্থনা হইতে "ভাগবতীতনু ভিক্ষা" প্রার্থনাটী অনুকূল বাবু ভক্তির সহিত পাঠ করেন।

গৃহ প্রতিষ্ঠা—গত ১৬ই মে, ২৮১ নং চক্রবেড়িয়া লেনে কুচবিহারের স্বর্গগত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের সন্তানগণের নবগৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী প্রার্থনা করেন।

সাম্রাজ্য দিন—গত ২৪শে মে, মহারাজ্ঞী মাতা ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন এবং সাম্রাজ্য দিন স্মরণে, বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা ও হাই স্কুলে সাধারণ সভায় মহারাজ্ঞীর দেবজীবন ও সমগ্র সাম্রাজ্যের মহামিলন সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

সাম্বৎসরিক—বিগত ২০শে মে, প্রাতে ভাগলপুর আদমপুর পল্লীতে স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মনোমোহিনী বসু উপাসনার কার্য্য করেন ও বিনয়ভূষণের পুত্র কন্যাদিগকে পিতার ও পিতামহের (ভাই অমৃতলালের) ন্যায় উন্নত ও পবিত্র উৎসাহী জীবন ও চরিত্র লাভের জন্য উপদেশ দেন। বিনয়ভূষণের কুমারী কন্যা সুধাকণা একটী লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা ও মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দিরে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২০শে মে, ১৯২৫ খৃঃ, ৫।১ নং রাজা দীনেন্দ্রনাথ ষ্ট্রীট ভবনে উক্ত স্বর্গীয় বিনয়ভূষণ বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করিয়াছিলেন এই উপলক্ষে স্বর্গীয় বিনয় বাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী চন্দ্রবিনোদিনী দেবী ২৲ প্রচারাশ্রমে দান করিয়াছেন।

বাগনান নিবাসী ভ্রাতা রসিকলাল রায়ের মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে গত ২৬শে মে, তাঁহার বাড়ীতে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ উপাসনা করেন। ভ্রাতা রসিকলাল প্রার্থনা করেন।

গত ২৭শে মে, বুধবার, পূর্ব্বাহ্ন ৭॥০টার সময় স্বর্গগত প্রেরিত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার প্রিয় শান্তিকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই প্রতাপচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রতাপচন্দ্রের প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থ Silent Pastor হইতে Love of God প্রবন্ধটী পঠিত হয়। উপাসনা পাঠ ও প্রার্থনাদির ভিতর দিয়া নববিধানের চিহ্নিত প্রেরিত জীবনের ঈশ্বরদর্শন কত উজ্জ্বল ও মিষ্ট তাঁহার বাণী শ্রবণ ও ইচ্ছা পালন কত সত্য, বিশেষ ভাবে প্রতাপচন্দ্রের জীবনে পবিত্রাত্মার অনুসরণ, ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্রের জীবনের অনুসরণে বিশ্বস্ততা, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সার্ব্বভৌমিক ভাব সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া তাঁহার প্রচারোদ্যম ও বিস্তৃত প্রচার কার্য্যের বিবয় সুমিষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়। উপাসনান্তে অনেকে শান্তিকুটীরেই চাবিখায় ভোজন করেন।

সায়ংকালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের জীবনের বিশেষত্ব বিষয়ে, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই প্রমথলাল সেন, ডাক্তার জগমোহন দাস প্রভৃতি গভীর ভাবে প্রসঙ্গ করেন। উঁহাদের আলোচনা খুব সুন্দর হইয়াছিল।

শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও এই উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও পাঠাদি হয় এবং শিশুদিগের সুনীতি-বিদ্যালয় পুনর্গঠন হয়।

গত ২৯শে মে প্রাতে ১০টায় স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁর কলুটোলার বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে. ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। আগামী বারে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

দান—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার-ধর-মজুমদার তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আদ্যশ্রাদ্ধে নগদ টাকা ব্যতীত নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন :—বাগবাজার পল্লীস্থ জনৈক সধবা ব্রাহ্মণ মহিলাকে শাড়ী ১ খানা, জনৈক কায়স্থ বিধবাকে বস্ত্র ১ খানা, স্বর্গীয় প্রচারক ভাই কালীনাথ ঘোষের পত্নীকে বস্ত্র ১ খানা, স্বর্গীয় ভাই আশুতোষ রায়ের পত্নীকে বস্ত্র ১ খানা, ভিক্টোরিয়া ইনৃষ্টিটিউসনের ছাত্রীদিগের পানীয় জলের জন্য "মা" নাম লিখিত জলের ড্রাম ১ টা, ঐ স্কুলের বৃক্ষে জল দিবার জন্য "মা" নাম লিখিত জলের ঝারি ১ টা, ঐ স্কুলের গাড়ীর ঘোড়ার পানীয় জলের জন্য টব ১ টা। মঙ্গলময়, দাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁর দান সার্থক হউক।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৪, ডিসেম্বর ও ১৯২৫, জানুয়ারী মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

এককালীন দান বা অনুষ্ঠানিক দান।—ডিসেম্বর, ১৯২৪।

স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ ঘোষের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৫৲, স্বর্গীয় স্বামীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবী ২৲, মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল ঘোষ ৩৲, স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত ৪৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস ২৲, স্বর্গীয় নিত্যানন্দ গুপ্তের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত ৫৲, স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র বসুর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৪৲, শ্রীযুক্তা আনন্দময়ী রায় পৌত্র ও পৌত্রীর জন্মদিনে ১৲, প্রচারকদিগকে দুগ্ধ পানের সাহায্য শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে ২৪৲, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৫৲, শ্রীযুক্ত ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের সহধর্ম্মিণীর পীড়ার জন্য বিশেষ দান—শ্রীমতী নির্ভয়প্রিয়া ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় ১৲, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু (কটক) ৫৲ টাকা।

মাসিক দান।—ডিসেম্বর, ১৯২৪।

কোন বন্ধুর নিকট হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ দুই মাসের ৪৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ দুই মাসের ৪৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র ৪৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত S. N. Gupta ২৲, ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষ ১০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের দান ১০৲, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত ৩৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীমান্ খড়্গসিংহ ঘোষ ১০৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲ টাকা।

***

এককালীন দান বা অনুষ্ঠানিক দান।—জানুয়ারী, ১৯২৫।

স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দেবের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী প্রেমলতা দেব ২৲, শ্রীযুক্ত মনোগতধন দে ২৲, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জ্যোতিন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৪৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, Mrs. S. N. Sen ১০৲, পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু ১০৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী উৎসব উপলক্ষে ৫৲, পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমতী অনুতোষিণী দাস ২৲, মাতার স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা দেবী ২৲, কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র দত্ত ২৲, মাতার সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী মহামায়া দেবী ২৲, স্বর্গীয় ভ্রাতার সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীঅদ্বৈত নারায়ণ গুপ্ত ১, স্বামীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী বিনোদিনী দাস ২৲, প্রচারাশ্রমে দান শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৫৲, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী নাগ ৪৲, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দে অধিকারী ১০৲, স্বর্গীয় কালীনাথ বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার পুত্র কন্যাগণ ১১৲ পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী প্রভাতবালা সেন ৪৲, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বর্গগত মহেন্দ্রনাথ নন্দনের পুত্রগণ ৫৲, ভ্রাতুষ্পুত্রের আদ্য শ্রাদ্ধে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদার ১৲, শ্বশুরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ১৲, মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী আনন্দদায়িনী দেবী ১৲, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবী ১৲, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীমতী প্রমিলা সেন ২৲, প্রচারাশ্রমে দান Ray Brothers ৮৵০ টাকা।

মাসিক দান।—জানুয়ারী, ১৯২৫।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ দত্ত ১০৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১০৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার ১৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত S. N. Gupta ২৲, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস ৩৲, শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন ৪৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ ৩৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲ টাকা।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী হইতে বিশেষ দান প্রাপ্ত—চাউল, দাইল, ঘৃত, তরকারী, চিনি, গুড়ি ইত্যাদি।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন।

ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্য অগ্রিম দিলেই এই সেবকদিগের পক্ষে সুবিধা হয়; কারণ আমরা চির-ভিখারী. যাঁরা দীর্ঘকাল মূল্য বাকি রাখিয়াছেন, তাঁরা একটু কৃপাদৃষ্টিতে চাহিলে আমরা সেবাব্রত পালনে ধন্য হই। ধর্ম্মতত্ত্বের মূল্যাদি আমার নামে অথবা সম্পাদক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের নামে পাঠাইলে আমরা বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব। ইতি—

কলিকাতা, নববিধান প্রচারাশ্রম,
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
২৯শে মে, ১৯২৫।

বিনীত সেবক
শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়
সহঃ সম্পাদক, "ধর্ম্মতত্ত্ব"।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ১১শ সংখ্যা। | ১লা আষাঢ়, সোমবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ। 15th JUNE, 1925. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, তুমি আমার জীবনের জীবন হইয়া নিত্য বিদ্যমান আছ। আমার জীবন যাহাতে সজ্ঞানে সচেতনে ইহা উপলব্ধি করিতে পারে, এই জন্যই তুমিই আমার জীবনের পরিচালক হইয়া আমাকে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর ফেলিয়া কতই শিক্ষা দিতেছ। তুমি যে কোন্ ঘটনার ভিতর দিয়া, কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়া, কি শিখাইতেছ, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ক্ষুদ্র জ্ঞানে ধরিতে, বুঝিতে পারি না। কিন্তু তুমি কিনা অনন্ত, তুমি কিনা আমার ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা জান, তাই তোমার উদার প্রেমে আমার মঙ্গলের কল্যাণের জন্যই নিত্য ব্যস্ত হইয়া আছ এবং যাহাতে আমার মঙ্গল কল্যাণ হয় তাহাই করিতেছ; আমি সকল সময় বুঝিতে পারি না, কিসে আমার অমঙ্গল, কিসে মঙ্গল। রোগা ছেলেকে যেমন মা কখনও তিক্ত খাওয়ান, কখনও মিষ্ট খাওয়ান, কিন্তু ছেলে তিক্ত খাইতে চায় না; তেমনি আমার দশা। কিন্তু তুমি ত ছাড় না। আমার সব ভার তোমারই হাতে ন্যস্ত জানিয়া আমাকে যেমন করিয়া লালন পালন করিলে আমি তোমার মনের মত ভাল ছেলে ও সুস্থ এবং সুখী হই তাহাই তুমি করিতেছ। তোমার সু-সন্তান করিয়া চির সুখে, চির আনন্দে রাখিবে বলিয়াই তুমি আমাকে এ জীবনে আনিয়াছ এবং সর্ব্বদা আমার জীবনের সকল ভার লইয়া নিত্য অবস্থিত রহিয়াছ, এইটী পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়া ও তোমারই উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে তুমি আমাকে সক্ষম কর। আর যেন অজ্ঞানতা, মোহ ও পাপ দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া তোমার ইচ্ছার বিরোধী না হই এবং তদ্দারা আপনার অকল্যাণ ও অশান্তি আপনি না আনি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে অনাথবন্ধু, আমরা তোমার গঠিত, তোমার দ্বারা প্রতিপালিত, তোমা কর্ত্তৃক শিক্ষিত দীক্ষিত এই কথা যেন পৃথিবীকে বুঝাইতে পারি।

দয়াময়ি, মার হাতে গড়া জিনিষ যে কেমন হয় দেখাব। ত্রুটি, পাপ, দোষ, অন্ধকার যদি একটু স্পর্শ করে অমনি মা ধুইয়া ফেলিবেন। প্রার্থনা, যেন তোমার হাতের জিনিষ এই বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং সুগন্ধ হইয়া থাকিতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ কর।—দৈঃ প্রাঃ,—"আমরা মার হাতে গঠিত।"

শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ।

ব্রহ্ম চরিত্রের এক এক গুণ বা এক এক স্বরূপ জীবনে প্রতিবিম্বিত প্রতিফলিত করিবার জন্যই ভক্তগণ পৃথিবীতে যুগে যুগে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা লোক-শিক্ষার্থ এক এক বিধানবাহকরূপে সেই সেই বিধানের জীবনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে শ্রীমুসা—বিবেক ও নীতি, শ্রীঈশা—আত্ম-ত্যাগ ও পুত্রত্ব, শ্রীমহম্মদ—নিষ্ঠা ও রতি, শ্রীগৌরাঙ্গ—ভক্তি ও প্রেমোন্মত্ততা এবং শ্রীবুদ্ধ—নির্ব্বাণ বৈরাগ্য ও জীবে দয়ার আদর্শ জীবনে প্রদর্শন করিয়া জগজ্জনকে সুশিক্ষা দানের জন্য যুগে যুগে আগমন করেন।

তাঁহারা প্রত্যেকেই ব্রহ্মগত-জীবন হইয়া মানবের পরিত্রাণ ও শিক্ষা দানার্থ স্বয়ং বিধাতা দ্বারাই প্রেরিত হন।

যদিও স্বয়ং ব্রহ্মই মানবের পূর্ণ আদর্শ, ভক্তগণ জীবনে সে আদর্শ প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন জানিয়া তাঁহাদের অনুগমনে আমরাও আমাদিগের জীবন গঠন করিব। তাঁহাদিগের যাহা কিছু মহত্ত্ব দেবত্ব তাহা ত এক ব্রহ্মেরই, মানব জীবনে সেই দেবত্ব মহত্ত্ব কেমনে সম্ভাবিত হইতে পারে দেখাইয়া আমাদের ন্যায় নরাধমদিগকেও আশান্বিত করিতেই ভগবান তাঁহাদিগকে প্রেরণ করেন।

সুতরাং তাঁহাদিগের আত্মার সঙ্গ সাধন ও তাঁহাদিগের জীবনাদর্শ গ্রহণ আমাদিগের ধর্ম্মজীবন লাভ ও পরিত্রাণের সহায় এবং উপায়।

এই জন্যই নববিধানে সাধু-সমাগম সাধন এক বিশেষ সাধনরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীবুদ্ধোৎসব সাধনও আমাদের সেই সাধু-সমাগম সাধন।

শ্রীবুদ্ধদেব রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মহা-নির্ব্বাণের ও বৈরাগ্যের পথ প্রদর্শন করিলেন এবং জীবে দয়ার বিধান শিক্ষা দিলেন, ইহা কেবল দার্শনিক মত বা তত্ত্বে নিবদ্ধ রাখিলে হইবে না।

ইহা জীবনে গ্রহণ এবং সাধনের বিষয় করিতে হইবে। রাজভোগ বিলাসই সংসারের কামনা বাসনার সর্ব্বোচ্চ নিদর্শন। সেই ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়াও কেমন করিয়া কামনা বাসনা হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে হয় তাহারই দৃষ্টান্ত শ্রীবুদ্ধদেব দেখাইলেন।

তিনি দেখিলেন, কামনা বাসনাই যত দুঃখ ও পাপের মূল। এই কামনা বাসনা নিবৃত্তি করিতে পারিলেই যে যথার্থ সুখ শান্তি লাভ হয় ইহাই তিনি জীবনে দেখাইলেন।

কামনা বাসনা অগ্নির সমান হইয়া মানব হৃদয়কে সর্ব্বদা দগ্ধ করিতেছে, এই অগ্নিকে আনুসিক প্রজ্ঞাবলে নির্ব্বাণ করাই শান্তি লাভের উপায়।

অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণগণ একমাত্র ব্রহ্মই সৎ অর্থাৎ আছেন, আর যাহা কিছু সকলই মিথ্যা মায়া মাত্র, তাহা কিছুই নাই। এই সমুদয়ই ব্রহ্মসত্তা, ইহা হইতেই আপনা-দিগকেও ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

শ্রীবুদ্ধদেব এই জন্য ব্রহ্মনাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাণ ও অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম প্রায় একই। ব্রহ্মও এক সর্ব্বব্যাপক সত্তা মাত্র, ক্লীবলিঙ্গবাচক শব্দ। নির্ব্বাণ ও নিবৃত্তি, নেতি, নাই বলা। প্রজ্ঞাযোগে কামনা বাসনা কিছুই নাই, মনের মোহ, মায়া, ছায়া, মাত্র, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্বই নাই, এইটী উপলব্ধি করাই নির্ব্বাণ সাধন।

নির্ব্বাণ সাধন দ্বারা আমিত্ব উড়াইয়া শ্রীশাক্য যেমন আপনাকে বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিলেন, আর অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণ যে "আমি ব্রহ্ম" বলিলেন, ভাবে এ দুই একই বলা যাইতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্ম আর নির্ব্বাণও একই বই আর কি।

কিন্তু এই নিবৃত্তি সাধন বা নির্ব্বাণ সাধন নববিধানে কেবল জ্ঞানযোগে সাধন নয়। আমাদের ব্রহ্মও সে নির্গুণ ব্রহ্ম নন। আমরা যেমন নেতি নেতি করিয়া কামনা বাসনা পাপ প্রবৃত্তিকে,—"আমি আমার" "আমিত্ব"কে উড়াইয়া দিব, তেমনি সগুণ জীবন্ত ব্রহ্ম স্বয়ং প্রত্যক্ষ ব্যক্তিরূপে বর্ত্তমান ইহা দর্শন করিয়া তাঁহারই কৃপাবলে নির্ব্বাণ সাধন করিব ও ব্রহ্মগত-জীবন ব্রাহ্ম হইব, ইহাই আমাদিগের সাধনা। আর "আমি আমার" স্বার্থনাশ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনে পরার্থে অর্থাৎ জীবের প্রতি দয়া সেবা সাধনার্থ জীবন যাপন করিব। শ্রীবুদ্ধের অনুগমনে আমরা ইহাই শিক্ষা করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সংসারে ধর্ম্মসাধন।

যিনি ধর্ম্মসাধন করিবেন, তিনি কর্ম্ম হইতে একেবারে দূরে থাকিবেন, কেন না কর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ণ ধর্ম্ম রক্ষা করা অসম্ভব, ইহাই প্রাচীন ধর্ম্ম-সংস্কার। এই জন্য ধর্ম্ম কর্ম্মের সামঞ্জস্য

কেমন করিয়া হয় সাধারণতঃ লোকে বুঝিয়াই উঠিতে পারেন না। বাস্তবিক সংসারের কর্ম্ম সাধন এবং বিষয়ের বিষময় পথ এতই পরীক্ষা-সঙ্কুল ও তমসাচ্ছন্ন যে তাহাতে পূর্ণ ধর্ম্ম নীতি রক্ষা করিয়া চলা নিতান্তই কঠিন। কিন্তু যুগধর্ম্ম বিধান সংসারকে ফাঁকি দিয়া, কর্ম্মকাণ্ডের পথ ছাড়িয়া কখনই পূর্ণ ভাবে সাধন হয় না। পূর্ণ নিষ্কাম হইয়া ষোল আনা সংসারের ভিতর যিনি সংগ্রাম করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তিনিই এ বিধানে ধর্ম্ম সাধক বলিয়া পরিচিত হইবেন। এই সংসার কুরুক্ষেত্রে তিনিই জয়ী হন, শ্রীহরিকে যিনি হৃদয়-রথের একমাত্র সারথি করেন এবং যিনি বলিতে পারেন, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" সেই হৃষীকেশ হৃদয়ে থাকিয়া যাহা করান তাই করি।

সাম্যবাদ ও ভেদবাদ।

নববিধান সকল বাদেরই সমন্বয় মীমাংসা করিতে আসিয়াছেন। সংসারে সাম্যবাদের অতিরঞ্জিত ভাব আনিতে গিয়া যেমন রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, ভেদবাদীদিগের ছুৎমার্গেও সামাজিক অনিষ্ট এবং চনৈতিক ভেদাভেদেও দ্বেষ হিংসায় মহা ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে। নববিধান তাই এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিতেই সর্ব্বদা নিরত। মানবসমাজে চিরদিন ধর্ম্মসাধনের, জ্ঞান সাধনের, কর্ম্মসাধনের, বৈষয়িক অবস্থার তারতম্য ও শ্রেণী বিভাগ থাকিবেই, কারণ ক্রমোন্নতি, ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি বিধাতারই বিধান। সুতরাং সে বিভাগ অস্বীকার করিয়া যাঁহারা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চান তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি নাই। আবার উচ্চ ধর্ম্মাধিকারে, জ্ঞানাধিকারে, কর্ম্মাধিকারে সবার সমান অধিকার, যাঁহারা তাহা অস্বীকার করিয়া চির ভেদবাদ প্রবর্ত্তন করিতে একান্ত প্রয়াসী হন, তাঁহারাও ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। ব্রহ্মমন্দিরে মার কোলে উজীর, ফকীর, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ইউরোপীয়, দেশীয় সবার সমান অধিকার; কিন্তু সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে বিচিত্রতা, অধিকার ভেদ, শ্রেণীবিভাগ থাকিবেই। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবেই, কিন্তু উপাসনার স্থানে সবার সমান আসন। এক পরিবারের চারিটী সন্তান, কর্ম্মক্ষেত্রে কেহ ধর্ম্মযাজক, কেহ বিচারক, কেহ কৃষক, কেহ বণিক, কিন্তু এক গৃহে মার কাছে যেমন তাঁহাদের সবার সমান আদর, সবার এক গৃহে সমান অধিকার, তেমনি এই মানব পরিবারের মধ্যে সাম্যবাদ ও ভেদবাদের কার্য্যতঃ সামঞ্জস্য স্বীকার করিতে হইবে। এই দুই বাদাবাদের অতিরঞ্জিতবাদই বিবাদ বা প্রমাদের হেতু।

শ্রীবুদ্ধের দশাজ্ঞা।

সাধারণের প্রতি।

১। জীব-হিংসা করিও না।
২। চুরি করিও না।
৩। পরদারে রত হইও না।
৪। মিথ্যা কহিও না।
৫। মাদক দ্রব্য সেবন করিও না।

ভিক্ষুগণের প্রতি।

৬। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে আহার করিবে।
৭। নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকিবে।
৮। অলঙ্কারাদি ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।
৯। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিবে না।
১০। সুবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করিবে না।

ইহুদীধর্ম্মের দশাজ্ঞা।

১। তোমরা আমা ব্যতীত অন্য দেবতা পূজা করিবে না।
২। তোমরা কোন মূর্ত্তি গড়িয়া পূজিবে না।
৩। ঈশ্বরের নাম বৃথা লইবে না।
৪। ধর্ম্মবার পালন করিবে।
৫। পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে।
৬। হত্যা করিবে না।
৭। পরদার করিবে না।
৮। চুরি করিবে না।
৯। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যদান করিবে না।
১০। প্রতিবেশীর স্ত্রী, গৃহ, ভৃত্য, বৃষ, গর্দ্দভ বা কোন দ্রব্য লইতে অভিলাষী হইবে না।

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেব ও শ্রীকেশব।

নিজের সঙ্গে শ্রীকেশবের তুলনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কতবারই বলিতে শুনিয়াছি, "কেশব ত একটা বাহাদুরী কাঠ, আপনি ভেসে যাচ্ছে, আর কত জীব জন্তুও তার উপর বসে ভেসে যাচ্ছে। আমি ত একটা কলা বাসনা, একটু ভার পড়লেই টুব্ করে ডুবে যাই।"

"কেশব যে প্রকাণ্ড বট গাছ, কত পাখী পক্ষীকে আশ্রয় দিচ্ছে, কত জীব জন্তুকে ছায়া দিচ্ছে, আমি একটা রাঁড়া তাল গাছ, আপনি কোন রকমে খাড়া হয়ে আছি।"

"কেশব জাহাজ আপনি ঝক্ ঝক্ করে যাচ্ছে আর কত গাধাবোটকে টেনে নে যাচ্ছে, আর আমি একটা কলার মান্দাস্ বই ত নয়, কোন রকমে আপনি ভেসে যাচ্ছি।"

"কেশব বসরাই গোলাপ গাছ। ভাল ফুল ফোটার জন্যে মালী মাঝে মাঝে গোড়া খুঁড়ে দেন।"

ভাবুকের ভাব সহজ মানুষ বিশ্বাসে বুঝিতে পারেন। টেনে বুনে মানে করিলেই ভুল ভ্রান্তিতে পড়িতে হয়।

শ্রীঃ—

রাজভক্তি

ভক্তির আধার ব্যক্তি। ব্যক্তির প্রভাবেই ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়। সূর্য্য যেমন সতত্তই রস আকর্ষণ করেন, তেমনি ঈশ্বর ও ঈশ্বরসন্তানগণের ব্যক্তিত্বের প্রভাবই মানবের হৃদগত ভক্তি উচ্ছ্বসিত করিয়া থাকে।

ঈশ্বর এক এক স্বরূপ মানবাধারে তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেন। সেই সেই ব্যক্তিরূপ ঈশ্বরেরই প্রতিমারূপে প্রতিভাত। তাই মানবের ভক্তিও যে যে আধারে অর্পিত হয়, তাহা সেই ভাগবত প্রভাবেই উচ্ছ্বসিত হইয়া অর্পিত হয়।

পিতা, মাতা, গুরু, রাজা, ভক্ত, মহাপুরুষ ইত্যাদি সেই এক ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি বা প্রতিমারূপে আমাদিগের ভক্তি আকর্ষণ করেন, তাই তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি অর্পণ মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ঈশ্বরই সর্ব্বরাজরাজেশ্বর। ঈশ্বর শব্দের অর্থই ত রাজা। স্বয়ং ঈশ্বর রাজার রাজা, তাই ঈশ্বর-ভক্তি এবং রাজভক্তি একই। ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে যিনি দেশের পাপ দুর্নীতি দমন করেন; সত্য, ন্যায়, জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং সুবিচার বিধান করেন এবং শান্তি-সংস্থাপন ও বৈষয়িক, রাজনৈতিক এবং সর্ব্বপ্রকার কুশল বিস্তার করিয়া প্রজানুরঞ্জন করেন তিনিই রাজা। এমন রাজার প্রতি মানুষ কখন কি কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারে?

তবে সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিতে হইবে, মানুষ মাত্রেই অপূর্ণ। পিতা, মাতা, গুরু, ভক্ত অপূর্ণ মানুষ হইলেও, যেমন তাঁহাদিগের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব দেবত্ব তাহা পূজনীয়, তাহার জন্য আমাদিগের ভক্তি অর্পণ করিতেই হইবে। তেমনি রাজার ভিতর রাজশক্তি এবং ঈশ্বরত্ব দর্শনেই আমরা রাজভক্তি অর্পণ করি।

রাজশক্তির ভয়েই পৃথিবীতে পাপ, দুর্নীতি, অধর্ম্ম, অত্যাচার, অন্যায়, অপকর্ম্ম, চুরি, নরহত্যাদি দমন হইতেছে; জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, শান্তি, সদ্ভাব, ব্যবসায়, বাণিজ্য বিস্তার হইতেছে। রাজশক্তির মূর্ত্তিমান ব্যক্তি রাজার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিনা বাহ্য সংসারে কখনই এ সমুদয় হইত না। তাই সেই পরমেশ্বরেরই প্রতিমা জানিয়া রাজার প্রতি শ্রদ্ধা দান করিব।

আমরা বাহিরে রাজভয়ে ভীত হইয়া যেমন জগতে সামাজিক অধর্ম্ম অপকর্ম্ম দুর্নীতি অশান্তি হইতে রক্ষিত হই, তেমনি রাজার রাজা যিনি তাঁহাকে মনোরাজ্যের আত্মরাজ্যের জীবন্ত অধীশ্বর জানিয়া যেন অন্তরেরও সকল প্রকার পাপ অধর্ম্ম হইতে মুক্ত হই এবং তদ্দ্বারা নিত্য শান্তি নিত্য আনন্দে অনুরঞ্জিত হই।

রাজার রাজা স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের ভারতের এবং তাঁহার রাজ-প্রতিনিধিদিগকে তাঁহারই পরিচালনায় পরিচালিত ও তাঁহারই যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া পূর্ব্বপশ্চিমের মিলন সমাধান করুন। আমাদিগের সম্রাটের শুভ জন্মদিন স্মরণে আমরা ইহাই প্রার্থনা করি। পৃথিবীতে শান্তি এবং ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক।

যোগবলে জীবনদান।

মহাভারতে বর্ণিত আছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে কুমতি দুর্য্যোধনের পরম মিত্র অশ্বত্থামা, ঘোর অমানিশার অন্ধকারে অতর্কিত ভাবে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচটী শিশুপুত্রের শিরশ্ছেদন করেন, তৎপরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুনের ভীষণ শরে জর্জ্জরিত হইয়া, শিশুহন্তা অশ্বত্থামা পুনরায় পাণ্ডবের ভাবিবংশকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য, শরাসনে দিব্যাস্ত্র যোজনা করিয়া, যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "হে কেশব! আমার এই অস্ত্র ব্যর্থ হইবে না, তুমি যে উত্তরার গর্ভ রক্ষা করিবে ইচ্ছা করিয়াছ, আমার এই পরিত্যক্ত অস্ত্র সেই বিরাট দুহিতার গর্ভেই পতিত হইবে।" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার ঐ পরম অস্ত্রের পতন অব্যর্থ, অতএব তাহা অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু সেই গর্ভস্থ বালক মৃত হইয়াও পুনর্জ্জীবিত এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমাকে বার বার পাপকারী, বালক-প্রাণহারী, পাপাত্মা ও কাপুরুষ বলিয়া জানিবেন। সুতরাং হে অশ্বত্থামা! তুমি এই পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। রে ক্ষুদ্র! জনসমাজ মধ্যে তোমার বসতি হইবে না। তুমি পূঁজ ও শোণিত গন্ধ এবং সমস্ত ব্যাধি সমন্বিত হইয়া দুর্গম অরণ্যে বিচরণ করিবে।"

পাপকর্ম্মা অশ্বত্থামা, ব্যাসদেব ও যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের হিত-বাক্য ও নিষেধ বাণী গ্রাহ্য না করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া যখন উত্তরার গর্ভনাশের জন্য ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন তখনই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "রে নরাধম! আমার সত্যনিষ্ঠা ও তপস্যার বল অবলোকন কর! আমি তোর অস্ত্র-তেজে দগ্ধ গর্ভস্থ শিশুকে এই দেখ জীবিত করি," এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যোগ ও তপস্যার বলে উত্তরার গর্ভস্থ অস্ত্র-দগ্ধ বালককে, তৎক্ষণাৎ জীবিত করিলেন।

তাহার পরই পরাশর পুত্র ব্যাসদেব, শিশুহন্তা অশ্বত্থামাকে বলিলেন "তুমি আমাদিগকে অনাদর ও অগ্রাহ্য করিয়া যখন এই দারুণ পাপ কর্ম্ম করিলে, তখন দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যে কথা বলিলেন তাহাই ঘটিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।" এই ভীষণ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শিশুহত্যারূপ মহা পাপের জ্বলন্ত অগ্নিতে জর্জ্জরিত ও নিতান্ত বিমনা হইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামা বনে গমন করিলেন।

মহাভারত বর্ণিত এই ভীষণ ঘটনার মধ্যে আমরা কি দেখিতে পাই? পাপকারী দুরাত্মাদিগের নিজকৃত পাপের নরকযন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী, অন্য দিকে সাধু, ভক্ত, যোগীদিগের তপস্যার বলে ও ব্রহ্মকৃপাবলে অসম্ভব সম্ভব হয়, মৃতে জীবন পায়। আমাদের মাতৃজাতি, নারীজাতির পবিত্র গর্ভবাসে, আমরা কত সঙ্কট অবস্থায় পরম মাতার কৃপাতেই নিরাপদে রক্ষিত হইয়াছিলাম। অশ্বত্থামার ন্যায় কত শিশুহন্তার ও নারীহন্তার পাপবাচাররূপ আগ্নেয় অস্ত্র আমাদের মাতৃজাতির উপর দিন দিন পতিত হইতেছে।

তথাপি মাতার পবিত্র গর্ভস্থ ব্রহ্মতনয়, কেবল সাধুদিগের আত্মত্যাগ ও ব্রহ্মকৃপার বলেই জীবিত আছে। সরলা বালিকা উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মতনয় পরীক্ষিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তপস্যা ও যোগবলে তাঁহা রক্ষা করিলেন, মনে হয় বর্ত্তমান সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তপস্বী ও যোগিগণের আবির্ভাব হইলে এই রত্নগর্ভা, ভারতীয় নারী জাতির দুঃখ দুর্গতি অবশ্যই দূর হইবে।

কলিকাতা, নববিধান প্রচারাশ্রম, } সেবক
৪ঠা জুন, ১৯২৫। } শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

"মার অনুগ্রহ"—ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ।

"মার অনুগ্রহে" সেই যে আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্রের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিলাম, তাহা আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য ভিন্ন আর কিছুই মনে করতে পারি না। সে বিধাতার অলৌকিক কৃপা ভিন্ন আর কি বলবো। কোথাকার কোন্ পাড়াগাঁয়ে, পৌত্তলিক হিন্দুপরিবারে জন্ম লাভ করে কোন সূত্রে কেমন করে, যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের স্নেহাধীনে এসে পড়্‌লাম এ কি সামান্য কথা? ইহা আমার নিজ চেষ্টা বা সাধন ফলে নয়, ইহা একমাত্র ব্রহ্মকৃপার ফল।

তাই ছেলে বেলা শিশুমুখে যেমন বলিতাম, "আমি মা কালীর কাছ থেকে মার আঁচল ধরে এসেছি", এখনও বলি, "নববিধানের ভিতর নবভক্তের কাছে মা নিজে আমায় ধরে এনে তাঁর চরণে মিলিয়ে দিয়েছেন।" অদ্ভুত মার অনুগ্রহ।

সেই দিন থেকে মন কেমন যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল, তা বলিতে পারি না। ছুতোনতা ক'রেও যখনই সুযোগ সুবিধা পেতাম তাঁর সঙ্গ কর্‌তে প্রাণ চাইত, তাঁর কাছে কাছে থাকতে, যেতে মন ব্যাকুল হত।

ক্রমে পূর্ব্ব অভিভাবকের সঙ্গ ছেড়ে শ্রীকেশব দলের সঙ্গ নিলাম। সে সময় প্রচারকগণ এবং কতকগুলি সাধক যেমন শ্রীকেশবের নিকট অন্তরঙ্গ ছিলেন, একদল যুবাকেও তিনি বিশেষ স্নেহ চক্ষে দেখিতেন। প্রধানতঃ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকরুণাচন্দ্র, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনন্দলাল, সিন্ধু দেশের শ্রীহীরানন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী সরকার, তাঁর ভ্রাতা শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কয়জন বিশেষ তাঁর প্রিয় ছিলেন।

এই দলে ক্রমে ভাই বলদেবনারায়ণ এবং পরে যিনি "ব্রহ্ম বান্ধব" নাম লইয়াছিলেন, তিনিও আসিয়া জুটেন, শ্রীবিবেকানন্দও আমার সাহত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয়ে এই যুবক দলেও কিছুদিন মিলে ছিলেন।

শ্রীকেশব এই যুবকদলকে নিয়ে প্রথম একটী "Band of Hope" ব্যাণ্ড অব্ হোপ নামক মাদক-নিবারণী সভা সংগঠন করেন। তাহার পরে "Moral Union" নীতি সমিতি ও "Theological Class" পরে "Divinity Students" নামে এক যুবা সঙ্ঘ গঠন করেন।

এই দলে মিশিয়ে, ব্রহ্মানন্দের পবিত্র জীবন প্রভাবাধীনে এনে, মা আমার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ যথার্থই নবজীবনপ্রদ করে দিলেন। ধন্য মার অনুগ্রহ।

দীন অনুগৃহীত।

বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীবুদ্ধোৎসব।

এবার এই বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে নববিধান সমাজ কয়েক দিন ব্যাপিয়া শ্রীবুদ্ধের জীবন অবলম্বনে উৎসব করেন। এবারের উৎসবে শ্রীবুদ্ধের জীবন ও ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক অমূল্য তত্ত্ব সকল উপাসনা, পাঠ প্রসঙ্গাদির ভিতর দিয়া উদ্ভাসিত হইল; সে সকলের মধ্য হইতে নিম্নে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গেল।

১। মহাজনগণ নিজের জন্য আসেন না। নিজের পরিবার পরিজনের জন্যও আসেন না, জগতের জন্য তাঁহাদের আগমন। তাই শ্রীবুদ্ধের জীবনে দেখিতে পাই, তিনি নিজের পরিত্রাণের জন্য নহে, নিজের ধর্ম্ম লাভ কি ঈশ্বর প্রাপ্তির উপলক্ষে নহে, কিন্তু জগতের নর নারীর কিসে দুঃখ দূর হয়, রোগ, শোক, মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া কিসে সকলে চির শান্তি শাশ্বত আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেই পথ অন্বেষণ করিতে তিনি আপনার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পরিবার, প্রিয়জন, সব ছাড়িয়া বাহির হইলেন।

২। তিনি নির্ব্বাণের পথ বাহির করিলেন। শুধু সে কি পার্থিব কামনা বাসনার নির্ব্বাণ? মানুষ কামনা বাসনা নির্ব্বাণ করে, ধর্ম্মের প্রতি কামনা বাসনা অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য, শ্রীবুদ্ধ শুধু পার্থিব কামনা বাসনার নির্ব্বাণে সিদ্ধি লাভ করিলেন তাহা নহে, তিনি জীবনে এমন বস্তু লাভ করিলেন যে তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম বাসনারও পূর্ণ তৃপ্তি হইল, তিনি সেই তৃপ্তিতে পরম শান্তি, পরমানন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার জীবনের লক্ষ্য নির্ব্বাণ কি? ব্রহ্মপ্রাপ্তি, ব্রহ্মে স্থিতি। তাঁহার এ নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মে স্থিতি একই সামগ্রী। ব্রহ্মকে না পাইলে কাহারও জীবনের উচ্চ কামনার তৃপ্তি লাভ হয় না। মানব পার্থিব সকল কামনা বাসনা নির্ব্বাণ করে, ঈশ্বরে কামনা বৃদ্ধির জন্য। অনন্তকে না পাইলে জীবনের সে উচ্চ ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। শ্রীবুদ্ধ সেই ভূমা বস্তুকে পাইয়া পূর্ণ তৃপ্তি, পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ আনন্দ লাভ করিলেন। প্রাচীন ঋষিগণও বলিয়াছিলেন, "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।"

শ্রীবুদ্ধের আগমনের পূর্ব্বে প্রাচীন ভারত এক অখণ্ড অনন্ত ঈশ্বরকে কত বিভিন্ন নামে, কত ক্ষুদ্র নামে, আরোপ করিয়া, ঈশ্বর সম্পর্কে কত অসত্য ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পরস্পর মধ্যে কত বিচ্ছিন্ন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। ঈশ্বরে কত মানবীয় ভাব আরোপ করিয়া, যাগ যজ্ঞ ও শুষ্ক কর্ম্মকাণ্ডে কত পশুবলি, নরবলির প্রথা প্রবর্ত্তনা করিয়া মানবকুল জীবহত্যা দ্বারা হস্ত ও হৃদয়কে কলঙ্কিত করিয়াছিল। সেই সকল ভ্রমসঙ্কুল পথ ও ঈশ্বর সম্পর্কে

ভ্রমপূর্ণ ধারণা হইতে মুক্ত হইয়া জগতের নর নারী কেমন করিয়া অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে সহজ স্বাভাবিক ভাবে লাভ করিতে পারে সেই পথ শ্রীবুদ্ধ জগতে প্রদর্শন করিলেন। তিনি তাঁহার জীবনলব্ধ সামগ্রীকে কোন নামে অভিহিত করিলেন না, পাছে নাম লইয়া কলহ হয়। তিনি খণ্ড খণ্ড ভারতকে এক অখণ্ডে পরিণত হইবার পথ প্রদর্শন করিলেন, জগতের নর নারী এক বিশ্বপ্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এক অখণ্ড পরিবাররূপে শাশ্বত সুখ শান্তিময় মধুর সম্মিলনে বাস করিতে পারে, সেই কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীবুদ্ধের প্রদর্শিত সাধন পথে তিনটী প্রধান অবলম্বন,—

১। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

২। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

৩। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

এই উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা ও উপদেশাদি যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা হইতে কয়েকটী শিক্ষণীয় বিশেষ কথা নিম্নে উল্লেখ করিলাম। ৮ই মে সন্ধ্যায় প্রচারাশ্রমে উপাসনার পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী এম, এ "সিদ্ধার্থের সাধনা" বিষয়ে যে নিবেদন করেন, সেই নিবেদনে বিশেষ দুই একটী কথা এই—শ্রীবুদ্ধ যে সাধনার পথ অবলম্বন করিলেন, সে পথ সার্ব্বভৌমিক পথ, ছোট বড় সকলের অবলম্বনের বিষয়। শ্রীবুদ্ধ আপনাকে অন্য দশজনের মত দোষ গুণে জড়িত একজন বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলে সকলেই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে। বুদ্ধত্ব লাভ ও ব্রহ্মলাভ সামগ্রী একই। মানব চরিত্রই ধর্ম্মলাভের, ঈশ্বরলাভের প্রধান আয়োজন, প্রধান অবলম্বন। মানুষের চরিত্রের মধ্যেই ধর্ম্মলাভের গূঢ় আয়োজন সকল রহিয়াছে। নীতির পথে, বিধির পথে, চলিলে চরিত্রের ভিতরেই ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, ক্রমে চরিত্র ব্রহ্মময় হইয়া অনন্ত জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রীবুদ্ধ বলিলেন, "আত্মদীপ" হও, "আত্মশরণ" হও, অনন্য-শরণ" হও। সম্যক "স্মৃতিমান" হও, সম্যক ব্যায়ামযুক্ত হও। শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধবাক্য, শুদ্ধস্মৃতি, শুদ্ধ আচরণ প্রভৃতি উপায় সাধনা ও সিদ্ধির পথে বিশেষ অবলম্বন। জীবনের দুইটী দিক্ আছে, ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক Positive and Negative। শ্রীবুদ্ধের পথ—ভাবাত্মক যাহা তাহারই উৎকর্ষ সাধন, অভাবাত্মক যাহা তাহা লইয়া নাড়া চাড়া না করা।

১০ই মে ও ১৭ই মে, দুই রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার পর শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্ম ও সাধনাদি বিষয়ে নিবেদন করেন, তন্মধ্যে দুই একটী কথা এই। বেদান্তের যুগে ঋষিগণ এই ভূমা ঈশ্বরকে সর্ব্বসর্ব্বারূপে লাভ করিবার জন্য যেরূপ "নেতি নেতি" বলিয়া, বাহিরের সব মায়ার খেলা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, শ্রীবুদ্ধের ভিতরেও বেদান্তের এই বহির্বিষয়ের প্রতি বিমুখতার দিক্ প্রবল ছিল বলিয়া তিনিও যাহা কিছু অনিত্য অনাত্ম তাহা হইতে মনকে সম্পূর্ণ টানিয়া লইলেন। তাহার ফলে তিনি নিত্য শাশ্বত অনন্তকে পাইলেন।

শ্রীবুদ্ধ অন্তরের দেবপ্রভাব ও দেবালোক অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাই তিনি অন্যকেও বলিলেন, সকলে আত্মদীপ হও, অনন্যশরণ হও ইত্যাদি। আপনার জীবনলব্ধ দেবপ্রভাব ও দেবালোক অনুসরণ করিলে জীবনের বিশিষ্টতা বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীবুদ্ধের সাধনপথে প্রত্যেকে এই বিশিষ্টতা লাভ করিয়া যখন বিশ্বপ্রীতিতে পূর্ণ হয়, তখন পরের কল্যাণ সাধন তাহার জীবনের ব্রত হয়। শ্রীবুদ্ধ এই যুগে ভারতে আবার জাগিয়া উঠিতেছেন, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার জীবনের পুনরুত্থান হইতেছে। এই পথে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক মণ্ডলী, প্রত্যেক দেশ যখন আপনার বিশিষ্টতা লাভ করিয়া বিশ্বপ্রীতি, জীবপ্রীতিতে পূর্ণ হইবে, যখন একজন অন্যজনের, এক পরিবার অন্য পরিবারের, এক মণ্ডলী অন্যমণ্ডলীর, এক দেশ অন্য দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য, অনিষ্ট সাধনের জন্য নয়, আপনার বিশিষ্টতাকে প্রয়োগ করিবে তখন পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে॥

নিম্নলিখিত প্রোগ্রাম অনুসারে শ্রীবুদ্ধোৎসব এবার সম্পন্ন হইয়াছে। ৮ই, ৯ই, ১০ই মে, প্রাতে ৬া০টায় প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা ও প্রসঙ্গ।

বিষয়—"শাক্য-সমাগম", "গৌর ও গৌতম", "শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীঈশা" ইত্যাদি।

৮ই মে, সন্ধ্যায় প্রচারাশ্রমে উপাসনা ও নিবেদন।

নিবেদনের বিষয়—সিদ্ধার্থের সাধন, অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী

৯ই মে, অপরাহ্ণ ৬টায়, প্রচারাশ্রমে—শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-কীর্ত্তন। এই দিন সন্ধ্যার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত "শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা" বিষয়ে কথকতা করেন।

১০ই মে, সন্ধ্যা ৭টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা॥ ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিবেদন বিষয়—"শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্ম ও সাধন"।

১১ই মে, সন্ধ্যা ৭টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ॥

বিষয়—"লুপ্ততীর্থ উদ্ধার"।

—•—

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীকেশব।

(প্রাপ্ত)

শ্রীমঃ মহাশয় আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় ভাইকে লিখিয়াছেন :—"ধর্ম্মতত্ত্ব"খানি পড়িয়াছি।

বসুমতীতে আমরা এমন কথা লিখি নাই যে, পূজনীয় কেশব বাবু মাগুরকে (পরমহংসদেবকে) ঈশ্বর বলে পূজা করেছেন।

পরমহংসদেবের ভক্তেরা ঐরূপ পূজা করেন বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস কেশব বাবু ওভাবে পূজা করেন নাই।

তিনি বিজয় বাবু ও প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে যেরূপে পূজা ও জানু পাতিয়া নমস্কার করিয়াছিলেন (ধর্ম্মতত্ত্ব, ১১০ পৃঃ) আমাদের বিশ্বাস এ পূজাও সেইরূপ।

অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে যিনি বিহার করিতেছেন সেই ভক্ত বিহারীকে পূজা করিয়াছিলেন, মানুষকে নয়।

শ্রীযুক্ত প্রিয় বাবুকে নমস্কার জানাইবেন ও এই পত্রখানি "ধর্ম্মতত্ত্বে" ছাপাইয়া দিবেন।

শ্রী·:—

পুঃ—স্বর্গীয় কেশব বাবুকে Steamer এ ঐ কথা বলেছিলেন, "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।"

শ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, ৪৭ পৃঃ।

[শ্রীমঃ মহাশয় সরল ভাবে যে সত্য যাহা তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত। "পূজা" শব্দের অর্থ সাধারণ লোকে যে ভাবে গ্রহণ করেন তাঁহার সে "পূজা" শব্দ, ব্যবহারে পাঠকবর্গের কোন রূপ ভ্রম না হয়, ইহাই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য।
—ধঃ সঃ]

—·—

বৈদিক বর্ণ বা জাতিতত্ত্ব।

১। বেদের মতে সমস্ত মানব জাতি এক পিতার সন্তান।

বেদের মতে সব মানবজাতি এক পিতার সন্তান। কোরাণ একদিকে বলিতেছে যে, সমস্ত মানবজাতি "বনী আদামা"—এক আদমের সন্তান। কি আশ্চর্য্য, অপরদিকে ঋগ্বেদও বলিতেছে, সমস্ত মানব জাতি এক নহুষের সন্তান। "অগ্নিং বিশ ঈলতে মানুষীর্যা অগ্নিং মনুষো নহুষো বিজাতাঃ" (১০-৮০-৬)। "মানুষ প্রজা (বিশঃ) যত আছে, সকলে জ্যোতিস্বরূপের (অগ্নির) স্তব করে, নহুষ হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন জাতীয় মানুষ অগ্নির স্তব করে।" নহুষ নো-আহ্ বা নামের আদিম রূপ, এবং নো-আহ্ ইঞ্জিল মতে আদমের দশম পুরুষের সন্তান। এই মন্ত্রে আবার আমরা দেখিতেছি যে, সব মানুষ "বিশ্" বা বৈশ্য। বিভিন্ন জাতীয় মানুষ এক "নহুস" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ঋগ্বেদে মানুষেরই নামান্তর 'নাহুষ',—সরস্বতী "স্তুত পয়ো দুদুহে নাহুষায়" (৭-৯৫-২), "নাহুষা যুগা" (৫-৭৩) "নহুষা মনুষ্যাঃ তেষাং যুগাঃ"—(সায়ন)। ঋগ্বেদের এই নহুষ' নামটির সহিত কোরাণের 'নুহ' বা 'নু' এবং ইঞ্জিলের 'নো-আহ্' (Noah) নামটির তুলনা করিয়া, কে না বলিবে 'নহুষ', 'নুহ্', 'নু', এবং 'নো-আহ্' বৈদিক 'নহুষ' নামেরই ভগ্নাবশেষ? এ সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি না বলিবে, যে বেদ, কোরাণ এবং ইঞ্জিল, এই তিনেরই মতে সমস্ত মানব জাতি এক পিতার সন্তান? ঋগ্বেদে আবার মানুষকে মনুর সন্তান, অথবা মনুকে মানুষের পিতা বলা হইয়াছে, "মনুষ্পিতা" (১-৮০-১৬), "যং চ মোশচ মনুরায়েজে পিতা" (১-১১৪-২), "পিতা মনু রোগশান্তি (শং) এবং ভয়নিবারণ (যোঃ) লাভ করিয়াছিলেন", "মনুষ্পিতা দেবেষু ধিয় আনজে" (৮-৬৩-১, বালখিল্য) "পিতা মনু দেবগণ হইতে বল লাভ করিয়াছিলেন", "মনুঃ প্রজাতন্য পিতা" (১০-১০০-৫), "নকুষ্টম তমন্ মনু আমাদের পিতা।" ঋগ্বেদে আবার বলা হইতেছে "যেন নরস্তে আপ্যং মনুপ্রীতাসো জনিমা বিবস্বতঃ" (১০-৬৩-১) "মনুর পরিপ্রীত হইয়া (দেবগণ) যাঁহারা বিবস্বতের (অর্থাৎ বিবস্বৎপুত্র মনুর) সন্তান মনুষ্যগণকে সখী জ্ঞানে (আপ্যং) ধারণ করেন"। এই 'বিবস্বৎ' কে? "যম বৈবস্বতং হুবে যঃ পিতা তে" (১০-১৪-৫)। বিবস্বৎ যিনি মনুর পিতা, তিনি আবার যমেরও পিতা। শুধু তাহা নয়। "ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি। যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ॥ অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে। উতাশ্বিনাবভরদ্ যৎ তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ॥" ১০-১৭-১, ২॥ "ত্বষ্টা দেব কন্যার (সরণ্যূর) বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। সেই উপলক্ষে সকল লোক তথায় উপস্থিত। বিবাহ হইতেছিল, এমন সময়ে যমের মাতা মহান্ বিবস্বতের স্ত্রী অদৃশ্য হইলেন। দেবগণ অমর সরণ্যূকে মর্ত্যলোক হইতে লুকাইলেন। তাহারই সদৃশ (সবর্ণাং) আর একটি কন্যা নির্ম্মাণ করিয়া, বিবস্বৎকে দান করিলেন। যখন এরূপ হইয়াছিল, তখন সরণ্যূ অশ্বিদ্বয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। সরণ্যূ দুইটি মিথুন প্রসব করিয়াছিলেন।" এক মিথুনের নাম অশ্বিনীদ্বয় বা উভয় সন্ধ্যা এবং অন্য মিথুনের নাম যমযমী, অথবা দিবা রাত্রি। ইহার ভিতরে ইতিহাস এবং উপকথা (myth) উভয়ই আছে। বিবস্বৎ অর্থ "বিশেষ দীপ্তিশালী সূর্য্য, এবং সরণ্যূ অর্থ উষা। সূর্য্যোদয়ে উষা অন্তর্হিত হয়। এই এক অর্থ। আবার বৈদিক বিবস্বৎ জেন্দাবেস্তার বিবন্ঘৎ, মানব জাতির একজন আদি পুরুষ,—একজন আদিম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঋষি বা রসুল। এই বিবস্বৎই ইরাণী ঋষিদের সহিত প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের একত্বের অকাট্য প্রমাণ। বেদ বলে বিবস্বতের পুত্র যম, আবেস্তা বলে বিবন্ঘৎ পুত্র যিম, আহুরা মজদার উপাসক (বেদে "অসুরো মহো", ১-১৬, "মহদেবানাম অসুরত্বমেকং, ৩৫৫)। আবেস্তা গ্রন্থের সেই বিবন্ঘৎপুত্র যিমের (বেদের বিবস্বৎপুত্র যমের) উদ্যানের যে বর্ণনা আছে, ঋগ্বেদে তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়:—"যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সম্পিবতে যমঃ" (১০-১৩৫-১),—"সুন্দর পত্রযুক্ত বৃক্ষোদ্যান, যেখানে বসিয়া যম দেবগণের সহিত একত্রে পান করেন"। দশম মণ্ডলের এই ১৩৫ সূক্তটিই কঠোপনিষদুক্ত যম-নচিকেতা উপাখ্যানের মূল। যম যে একজন আদিম ঋষি বা রসুল, কঠোপনিষদই তাহার সাক্ষী। বেদে দেখা যায়, যম মানুষ হইয়াও দেবতা হইয়া গিয়াছেন (১০-১৩৫)। আবার

যিমও যে একজন প্রধান ঋষি বা রসুল ছিলেন, জেন্দাবেস্তা তাহার সাক্ষী—"The holy Yima, the son of Vivanghat, the preacher of my law"। মনু নামে বিবস্বতের অন্য পুত্র ছিল, একপ কথা জেন্দাবেস্তাতে নাই। কিন্তু আবার মনুও যে যমের ভাই, এরূপ কথাও বেদে অথবা কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাই নাই।

১। আদিম জলপ্লাবন।

তোওরাৎ ও কোরাণ নো-আহ্ সম্বন্ধে যেরূপ বলিতেছে, যদিও ঋগ্বেদে সেরূপ কোন লোকক্ষয়কারী ভীষণ জলপ্লাবনের * উল্লেখ নাই, নহুষ সম্বন্ধেও নাই, মনু সম্বন্ধেও নাই,—তথাপি শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে মনুর সম্বন্ধে যে লোকক্ষয়কারী ভীষণ জলপ্লাবনের বর্ণনা আছে, যদিও তাহাতে নহুষের নাম নাই,—তৎপরিবর্ত্তে মনুর নামই দৃষ্ট হয়, তথাপি বোধ হয় যেন তাহা নো-আহের সময়ের জলপ্লাবনেরই বৈদিক রূপান্তর। নো-আহের জলপ্লাবনে যেমন একমাত্র 'নো-আহ্'ই জীবিত ছিলেন ("Noah only remained alive"), মনুর জলপ্লাবনেও দেখা যায়, একমাত্র মনুই জীবিত ছিলেন—"মনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে"। ইঞ্জিল মতে যেমন সাদা, কালা, লাল, পীত—সমস্ত মানব জাতি এক জাতি, এক পিতার, এক নো-আহের সন্তান, শতপথ ব্রাহ্মণ মতেও সাদা, কালা, লাল, পীত,—সমস্ত মানব জাতি এক পিতার, এক মনুর সন্তান,—আর্য্য, অনার্য্য, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলে এক জাতি। শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনা আমরা সংক্ষেপে নিম্নে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি:—"মনবে হ বৈ প্রাতঃ অবনেনিজ্যানায় মৎস্যঃ পানী আপেদে। স হাস্মৈ বাচমুবাদ। বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি। কস্মান্মা পারয়িষ্যসি। ঔঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নির্ব্বোঢ়া ততস্ত্বা পারয়িতাস্মি। তদৌঘ আগন্তা তন্না নাবমুপকল্প্যোপাসাসৈ। স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপদ্যাসৈ ততস্ত্বা পারয়িতাস্মি। যতিথীং তৎসমাং পরিদিদেশ ততিথীং সমাং নাবমুপকল্প্যোপাসাংচক্রে। স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপেদে। তং স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমোচ। তেনৈতমুত্তরং গিরিং অতিদুদ্রাব। বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নীষ। যাবদুদকং সমবয়াৎ তাবৎ তাবৎ অন্ববসর্পাসি। স হ তাবৎ তাবদেব অন্বব সসর্প। তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরের্মনোরবসর্পণং। ঔঘঃ হ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নিরুবাহাথেহ মনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে"। শতপথ ব্রাহ্মণ ১-৮-১-৬।

"মনু যখন প্রাতে হাত মুখ ধুইতেছিলেন, তখন তাঁহার হাতে একটী মৎস্য পড়িল। সেই মাছ তাঁহাকে বলিতে লাগিল, আমাকে পালন কর, তোমাকে আমি পার করিব।

মনু। কি হইতে আমাকে পার করিবে?

মৎস্য। জলপ্লাবনে সমস্ত প্রজা ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। তখন আমি তাহা হইতে তোমাকে পার করিব। সেই জলপ্লাবন যখন আসিবে, নৌকা ঠিক্ করিয়া, আমার শরণাপন্ন হইবে। সেই সময় নৌকায় আশ্রয় লইবে, আমি তোমাকে পার করিব।

মৎস্য যে সময় ঠিক্ করিয়াছিল, সেই সময় মনু নৌকা প্রস্তুত করিয়া মৎস্যকে স্মরণ করিলেন, জলপ্লাবন আসিলে, তিনি নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মৎস্য তাঁহাকে লইয়া ধাবিত হইল। মাছের শুঁড়ে নৌকার দড়ি বাঁধা হইল। নৌকা লইয়া মৎস্য উত্তর গিরি অতিক্রম করিয়া দৌড়িল। মৎস্য বলিল, নৌকা বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখ, জল যেমন ধীরে ধীরে নামিয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও চলিবে।

মনুও সেইরূপেই জলের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এ জন্য ইহাকেই বলে, উত্তর গিরি হইতে মনুর প্রত্যাগমন। জলপ্লাবন সমস্ত প্রজা ভাসাইয়া লইয়া গেল। পৃথিবীতে একমাত্র মনুই অবশিষ্ট রহিলেন।"

যেরূপ নহুষ শব্দের অপভ্রংশ 'হ' লোপে 'নু' হয়, সেইরূপ মনু (মনু) শব্দও 'ম' লোপ হইয়া 'নু' রূপ ধারণ করিতে পারে। মনু (মনু) কি নহুষেরই নামান্তর অথবা তাহারা কি দুই ভিন্ন ব্যক্তি, কালের স্রোতে পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের উভয়ের নাম কি একরূপ ধারণ করিয়াছে? অথবা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে কি কোন নামের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে? এ সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে পাঠক নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত করিবেন। সে যাহা হউক, মনুর সন্তান রূপেই হউক, অথবা নহুষের সন্তান রূপেই হউক, মনু এবং নহুষ যদি দুই ভিন্ন ব্যক্তিও হয়, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য, যে বেদের মতে সমস্ত মানব জাতি এক পিতার সন্তান,—সাদা, কালা, লাল, পীত, আর্য্য, অনার্য্য, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, হিন্দু মুসলমান সকলে এক জাতি, এক রক্ত, এক বীজ (germ) হইতে সমুৎপন্ন; হিন্দুর পক্ষে এ সিদ্ধান্তে সংশয় করা, আর বেদের বাহিরে যাওয়া এক কথা। 'বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাৎ'—(জৈমিনি)। "যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ"॥ (মনু ১২-৯৫)। অতএব বৈদিক হিন্দু মহাভারতের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে বাধ্য, "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং।"

শ্রীব্রজদাস দত্ত।

—•—

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্মজীবন কথা।

এক দুঃখ আমার আছে, অন্য দুঃখ অনেক দূর হইয়াছে। দুঃখ এই লোকে বুঝিল না। আত্মপরিচয় দিলাম অনেক দিন, কিন্তু এ আত্মা পরিচিত হইল না।

একজনের কাছে এক রকম আমি, আর একজনের কাছে আর এক রকম। হৃদয়ের ঠাকুর, ইঁহারা বলিতে পারিলেন না,

* I bring a flood to destroy all flesh..... Noah only remained alive. Gen. VIII.—23.

কে আমি, কি আমি, বুঝিতে যে পারিবেন সে আশাও করি-তেছে। যদি ঠিক বুঝিতেন, এত বিবাদ, বিসংবাদ, দুঃখ থাকিত না।

কেন এ প্রকার হইল এবং হইতেছে। ইহার কারণ কি? প্রেম কি এত জটিল যে ধরা যায় না। বিশ্বাস কি এমন গোল-মেলে যে সেখানে গেলে পথ চেনা যায় না?

যদি ইঁহারা পাঁচ পথে না গিয়ে এক পথে যান, তবে বুঝাইতে পারি যা কিছু না বুঝিয়াছেন।

যদি এ জীবনে নববিধানের কিছু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাক, তবে এইবার ইঁহারা স্বস্থানে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে একজনকে বুঝিয়া যান, একজনকে বন্ধু করিয়া বরণ করিয়া হৃদয়ে লইয়া যান।

ইঁহারা এক একজন যা বলিবেন আমি তা নয়, ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্যে আমি নই। একজন আমার ভক্তির ভাগ, একজন আমার যোগের ভাগ, একজন আমার কর্ম্মশীলতার ভাগ লইয়া গেলেন তাতে হবে না। এমন যেন দুর্ঘটনা না হয়, কাটা মানুষ যেন কেহ নিয়ে না যায়।

জল মাছের আধার। সেই জলে আন্ত মাছ রেখে সবশুদ্ধ মাছটা নিয়ে যাও এই ভাইদের কাছে প্রার্থনা। জল থেকে মাছ আলাদা করিও না, বুদ্ধি খাঁড়া দিয়ে মাছ কেটো না।

এই জীবন সরোবরের জীব মীনকে নিয়ে যাও। ভক্ত মীন তোমাদের দাস হয়ে সরোবরে খেলা করিবে, শোভা দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে।

মিছামিছি একটা কেশবকে খাড়া করিও না। একটা দৃষ্টান্ত বুকের ভিতর নিয়ে যান।

জীবন শুদ্ধ যেন ভাইদের ভিতর মীন। তাঁদের হৃদয় সরোবরে এ মীন খেলা করিবে। বুদ্ধির শুষ্ক ভূমিতে, ভাই, আমাকে রেখো না।

দীননাথ, সেইখানেই থাকিতে চাই, যেখানে তুমি আমাকে রাখিতে চাও। তোমার পদানত হয়ে তোমার পদপ্রান্তে ভক্তের হৃদয় সরোবরে থাকিব।

ভাইদের বুকের ভিতর প্রশস্ত সরোবরে এই মীন খেলা করিবে। বাড়িবে। বৃহৎ ভারত সাগরে, এসিয়া সাগরে, সমস্ত দেশের, সমস্ত ভাইদের, সমস্ত পৃথিবীর বুকের ভিতর এই মাছ বাড়বে, এই কর।

মা দেবী, দাও আমায় স্থান। বুঝিয়ে দাও কোথায় আমি থাকিব। ইঁহাদের বুঝিতে দাও, আমি কে?

আমার জীবন দেখিয়া যেন খুব নিরাশেরও একটু আশা হয়।

সব ভাই এক হয়ে, শেষে এক মাছ হয়ে ভক্তির সাগরে আনন্দের সাগরে, ব্রহ্মের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইব। গভীর জলে মীন যেমন, ভক্ত মীনেরা তেমনি এক হয়ে কুশলের সাগরে ভাসিবে।

হে মঙ্গলময়ী মা, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন সকল প্রকার বিবাদ বিরোধ ত্যাগ করিয়া আমরা সকলে এক হয়ে, এক মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়ে, বিধান সাগরে ভাসিতে থাকি এবং প্রেমের জ্যোৎস্নায় খেলা করিতে থাকি।

—০—

প্রেরিত পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু :—

সবিনয় নিবেদন,

গত ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় আমাদের সামাজিক জীবনে যে নৈতিক শিথিলতার বিষয়ে অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা অনেকের চক্ষে বিষবৎ প্রতীয়মান হইলেও সত্যের খাতিরে বলিতে গেলে অনেক কথা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, পাপ গোপন করিলে বৃদ্ধি পায়। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গগত প্রেরিত ভাই প্রতাপচন্দ্র ও অমৃতলালের তিরোধানের সঙ্গে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তীব্র সমালোচনার অভাবে ক্রমশঃ ব্রাহ্ম মণ্ডলী স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। মুষ্টিমেয় মণ্ডলীর কতিপয় পুরুষদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বেচ্ছাচারিতার সংক্রামক ব্যাধি সংস্পর্শের দোষে আমাদের স্ত্রীজাতির ভিতরও প্রবেশ করিতেছে। যে নৈসর্গিক বিধির বিধান দ্বারা শ্রীমদাচার্য্যদেব আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন তাহা কি ক্রমশঃ আদর্শের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তির অভাবে দুই এক পুরুষেই বিস্মৃতি-সাগরে বিলুপ্ত হইবে? আমি দেখিয়াছি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ মণ্ডপে বরকে অন্তঃপুরে বরণ করা হইতেছে, আর বিবাহ সভায় চা ও ধূমপান ব্রহ্মোপাসনার উদ্বোধনস্বরূপ চলিতেছে। উপাচার্য্য মহাশয় ও কর্ম্মকর্ত্তার গোচরে অভিযোগ পেশ করা হইল, কিন্তু অরণ্যে রোদনপ্রায় নিবারণের চেষ্টা নিষ্ফল হইল। এইরূপ অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বহুল দৃষ্টান্ত বর্ণনাতীত। এখন কেবল মণ্ডলীর গোচরে সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইল ভাবিলে চলিবে না, ইহার আশু প্রতিকার কি এই মহা চিন্তা আমাদিগের সকলের প্রাণকে উদ্বেলিত করুক। মহাত্মা গান্ধির প্রভাবে কত নরপিশাচ দেবত্বে পরিণত হইল. সুরাপান প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বিলাসিতা বিতাড়িত হইয়া দেশব্যাপী এক অভিনব যুগের সৃষ্টি করিল। তিনি চরকাকে ইহার মহৌষধরূপে অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিতেছেন এবং ইহা আমাদের অতি সভ্য মণ্ডলী গ্রহণ করিবে কি না বলিতে পারি না। আমরা কেবল অযথা আমাদের প্রচারাশ্রমের পানে ঊর্দ্ধ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া অভিমানের ক্রন্দন করিতে অভ্যস্ত আছি, কিন্তু দেশে যখন একটা আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনার সূচনা হয় তখন সমগ্র মানবমণ্ডলী অশুভ ঘটনার আশঙ্কায় যেরূপ বিব্রত হইয়া মঙ্গল কামনা প্রার্থী হইয়া দেবতার ও শাস্ত্রাদির শরণাপন্ন হয়

এবং শান্তি ও সন্তোষণ করে, আমরা কি সেইরূপ একটা উপায় উদ্ভাবনের অধিকারে বঞ্চিত হইয়া থাকিব? আদর্শকে বড় ভাবিয়া শীকায় তুলিয়া রাখিলে চলিবে না, ইহা পার্থিব জীবনে প্রতিফলিত করিবার সম্যক্ সুযোগ উপস্থিত। আমরা সর্ব্বোচ্চ প্রাচীন সুসভ্য আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন, অতএব সমাজনীতি ও রাজনীতি সনাতন ধর্ম্মানুগত ঋষিদিগের প্রভাব অতিক্রম করিয়া যদি আধুনিক পাশ্চাত্য কু-বাতাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিই, জাতীয়তার পরিবর্ত্তে বিজাতীয় ও নীতির অনুকরণে আমাদিগের অচিরে সর্ব্বনাশের দুন্দুভি শুনিতে হইবে। আমাদিগের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী সমগ্র বিদ্যাঙ্গন সম্মুখে কতিপয় অর্জ্জিত কু অভ্যাসের বিবরণ ও বিষময় ফল মানচিত্রে অঙ্কিত করিয়া চিৎকারপূর্ব্বক তালিকা সহ বেড়াইতেছেন ও বলিতেছেন, "ওগো তোমরা সাবধান হও নচেৎ ধ্বংসের আর বড় দেরী নাই।" দেখা যাচ্ছে "মোহের বিকারে ঘিরে চারিধারে, রেখেছ আমারে ভবের মাঝারে, অনন্ত পাথারে, আঁধারে একাকী ঘুরিতেছি অনুদিন, প্রেম আঁখি তব তাহার ভিতর, চাহি আমা পানে জ্বলে নিরন্তর, যে আলোক ধরি লোক লোকান্তরে, যায় অন্ধ দৃষ্টিহীন।" পরস্পরের সহিত সর্ব্বদা দেখা শুনা, মেশা মেশি, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ, পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা সদ্গতির উপায় উদ্ভাবন ও সমাজ সংস্কার নিশ্চয় সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। এই গুরুতর বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পরামর্শ প্রার্থনীয়।

শান্তিকুটীর, কলিকাতা, ১০।২।৩২ } শ্রীঅমৃতকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র।

[কেবল ধূমপান কেন আরো যে সমুদয় দুর্নীতি ও পাশ্চাত্য বিলাসিতাদি প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর দুর্গতি আনয়ন করিতেছে, সকলই যাহাতে নিবারিত হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা হওয়া উচিত। অপরের দোষ আপনারই পরিবারের দোষ মনে করিয়া যদি আমরা তাহা সংশোধনের চেষ্টা করি, তবেই আমরা নবধর্ম্মের উপযুক্ত হই]—"ধঃ সঃ।"

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীকেশবানুজ কৃষ্ণবিহারী সেন।

ভগবৎ প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া, যার স্বহস্তে গঠিত হইয়া শ্রীনববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র নববিধান মূর্ত্তিমান হইয়াছেন। "আমি ও আমার ভাই এক" ইহাই প্রতিপন্ন করা, এই জীবনের বিশেষত্ব।

শ্রীঈশা প্রতিপন্ন করিলেন "আমি ও আমার পিতা এক।" ঈশ্বরের সহিত মানবের ইচ্ছা যোগ সমাধান করিতেই শ্রীঈশা আগমন করেন। মানবের সহিত মানবের একত্ব যোগ প্রতিষ্ঠা করিতে নববিধানাচার্য্য প্রেরিত। নববিধান আর কি? এই মানবে মানবে ভ্রাতৃত্ব যোগ সমাধান। যিনি এই যোগসাধনে সিদ্ধ হইলেন, ব্রহ্মযোগে আত্ম নিমজ্জন দ্বারা তাঁহার সহিত যোগে পরস্পরের সহিত যোগ সাধন করা ইহাই নববিধানের উদ্দেশ্য।

শ্রীকেশবানুজ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী "নববিধান কি?" ইহা কেবল পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, এই তত্ত্ব জীবনের সাধনায় প্রদর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। "আমি ও আমার ভাই এক।" এই মন্ত্রে শ্রীকেশব আত্মসিদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণবিহারীর সাধনাই এই ভাই এর সহিত একত্ব যোগ।

শ্রীকেশব ও কৃষ্ণবিহারীর বাহ্য আকারে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য ছিল। কিন্তু একজন ঈশ্বরের স্বহস্ত রচিত প্রকৃতির সন্তান, একজন তাঁহারই ছাঁচে ঢালাই হইয়া কেমন করিয়া সাধন ও শিক্ষার দ্বারা ভাইয়ের সহিত এক হইতে হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন।

শ্রীকেশব অতি শৈশবকাল হইতে মহা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষায় তত পারদর্শী হন নাই। তাঁহার শিক্ষা, প্রত্যক্ষ ভগবৎগুরুর অধীনে পরাবিদ্যা শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণবিহারী শৈশবে পিতৃহীন হইতে, মাতার অত্যন্ত আদর পাইয়া শিক্ষা বিষয়ে তত মনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু যখন জ্যেষ্ঠের তিরস্কার খাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ দিলেন, তখন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান কেবল যে অধিকার করিলেন তাহা নহে, পালী, ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মন প্রভৃতি কত ভাষাতেই ব্যুৎপন্ন হইলেন। এত বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও, কিন্তু তাঁহার বিদ্যাভিমান কিছুই ছিল না। বিনয়, নিরীহ ভাব, অমায়িকতা, আড়ম্বরশূন্যতা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল।

সেই যে ছেলেবেলা হইতে কেশবের অনুজ হইয়া তাঁহারই অধীনে গঠিত হইতে আরম্ভ করেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সেই সাধনাই করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকেশবের ধর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম, শ্রীকেশবের কর্ম্মই তাঁহার কর্ম্ম করিতে আপনার অর্থ বিত্ত, বিদ্যা বুদ্ধি, সাংসারিক সুখ, ঐশ্বর্য্য, উন্নতি সকলই তিনি পরিত্যাগ করেন। শ্রীকেশবজীবনে এক জীবন হইয়া নববিধান-জীবন কেমনে হইতে হয়, তাহাই তিনি কতিপয় বন্ধুসহ সাধন করিয়া যথার্থই নববিধানের সাধক জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এ জন্য নববিধান সাধক মাত্রেরই নিকট শ্রীকৃষ্ণবিহারীর জীবন অতি আদরণীয়। তদ্ভিন্ন, নববিধান প্রেরিতদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্মিলনের চেষ্টা করিয়া, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণের সহব্যবস্থান স্থাপন ও মন্দিরে ট্রষ্টি নিয়োগ বিধি প্রবর্ত্তন করিয়া, মণ্ডলীর মুখপত্র "মিরার" ও "লিবারল" পত্র সম্পাদন করিয়া, "ভারত সংস্কারক সভা" ও "আলবার্ট কালেজ" পরিচালন করিয়া নববিধান মণ্ডলীকে অশেষ প্রকারে উপকৃত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যথার্থই দাদার ভাই ছিলেন এবং শ্রীকেশবও তাঁহাকে মহাপ্রয়াণ কালে প্রাণগত আলিঙ্গন দিয়া মুক্তকণ্ঠে ধর্ম্মেরও "ভাই" বলিয়া

স্বীকার করিয়াছেন। আমরা যেন তাঁহারই অনুগমনে শ্রীকেশবের ভাই হইয়া ভাই ভাই এক হইতে পারি, শ্রীকৃষ্ণবিহারীর পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে ইহাই ভিক্ষা করি।

গত ২৯শে মে, কলুটোলার বাড়ীতে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারীর সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই প্রমথলাল আচার্য্যের প্রার্থনা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকুন্দবিহারী শোককাতর প্রার্থনা করেন এবং জামাতা রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগির, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করেন।

—•—

বিশ্ব-সংবাদ।

সম্প্রতি প্যারিসে একখানি ছবি চারি লক্ষ আশি হাজার মুদ্রায় বিক্রয় হইয়াছে। কোন পল্লীগ্রামের এক কৃষক ও কৃষক-পত্নী ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে যখনই গীর্জ্জার ঘণ্টা শুনিলেন, তখনই কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া জানু পাতিয়া সেই স্থানেই প্রার্থনা করিতে বসিলেন। ছবিখানিতে ইহাই অঙ্কিত। চিত্রের কারুকার্য্যের জন্য অবশ্য এত বহুমূল্যে ইহা বিক্রীত হইয়াছে, কিন্তু ইহার ভাবও অতি মূল্যবান। উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে যেখানে যিনি যে অবস্থায় থাকুন তৎক্ষণাৎ সমুদয় কর্ম্ম ছাড়িয়া ধর্ম্মসাধনায় প্রাণ মন নিয়োগ করিতেছেন, এ দৃশ্য কি সামান্য? খৃষ্ট সম্প্রদায়ে, মুসলমান সম্প্রদায়ে, হিন্দুরও আরতি ও সন্ধ্যাপূজাদি কোন কোন অনুষ্ঠানে এরূপ ঐক্য দেখা যায়, কবে সমস্ত জগজ্জনই একই সময়ে ধর্ম্মসাধনায় একই ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে শিখিবে।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৬ই জুন সন্ধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষের বালীগঞ্জের গৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নীতিলাল ঘোষের প্রথম কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

সম্রাটের জন্মোৎসব—গত ৩রা জুন ভারত সম্রাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে এবং বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছিল। বাগনান "নিত্যকালী বালিকা-বিদ্যালয়েও" একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বানে হরিভক্তি ও রাজ-ভক্তির সমন্বয় সাধন বিষয়ে কিছু বলা হয় এবং সম্রাট ও সাম্রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া প্রার্থনা হয়।

নামকরণ—গত ৬ই জুন পূর্ব্বাহ্নে ৮৩।২নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট বাড়ীতে রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগিরির পৌত্রী ও শ্রীমান সুধাংশুকুমার খাস্তগিরির পুত্রীর নামকরণ উপলক্ষে ভাই গোপাল-চন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। যোগেন্দ্র বাবু প্রার্থনা পাঠ ও বিশেষ ভাবে মৌখিক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নবশিশু শ্রীমতী "সংযুক্তা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীহরি শিশুকে ও তাহার জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ৫৲ টাকা।

পারিবারিক উপাসনা—গত ৬ই জুন শনিবার, প্রাতে ৭টার সময় শান্তিকুটিরে সেবক অখিলচন্দ্র রায় ডাক্তার অনুকূল-চন্দ্র মিত্রের পরিবারবর্গ সহ উপাসনা করেন, প্রতি ঘরে ঘরে মা এ যুগে কেমন বিরাজমানা থাকিয়া তাঁর দুঃখী, কাঙ্গাল, কাঙ্গালিনীদের রক্ষা করিতেছেন, উপাসনায় ইহাই উপলব্ধ হয়। ভ্রাতা অনুকূলচন্দ্রের পিসিমাতা সকাতর প্রার্থনা ও তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীমদাচার্য্যদেবের "গৃহে সর্ব্বস্ব লাভ" প্রার্থনাটী পাঠ করেন। আচার্য্য যে বলেন, "মা তোমার এই ঘরে কাশী, এই ঘরে বৃন্দাবন, এই ঘরই সকল তীর্থের সমন্বয়" ইহাই যেন আমরা বিশ্বাস-নয়নে দেখিয়া গৃহাশ্রমধর্ম্ম সাধন করি।

বাগনানে যে কয়টী ব্রাহ্ম-পরিবার বাস করেন, সকল পরি-বারে প্রতিদিন একই সময়ে পরিবারবর্গ সকলে মিলিত হইয়া অন্ততঃ অল্পক্ষণও পারিবারিক উপাসনা করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বত্র পারিবারিক উপাসনা সংসাধনের বিশেষ চেষ্টা হওয়া উচিত। একত্র উপাসনাই পারিবারিক মিলনের প্রকৃত উপায়।

বিশেষ উপাসনা—গত ৩রা জুন, প্রাতে সাড়ে ৭টায় চুটোরপাড়া ব্রজনাথ দত্তের লেনে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী ঘোষের বাটীতে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল করিয়াছিলেন। সেবক অখিলচন্দ্র শেষে সঙ্গীত করেন।

চুঁচুড়া ব্রহ্মমন্দির—মেরামত অভাবে চুঁচুড়া ব্রহ্মমন্দির অনেক দিন প্রায় বন্ধই ছিল। কয়েক দিন হইল ভাই প্রিয়নাথ সেখানে গিয়া প্রার্থনা যোগে পুনরায় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আসিয়া-ছেন। মন্দিরটী মেরামতের আয়োজন হইতেছে। স্থানীয় কোন বন্ধু নিয়মিত উপাসনার ভার লইয়াছেন।

সেবা—৭ই জুন রবিবার, সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। নববিধানের সামাজিক উপাসনার সার্থকতা বিষয়ে নিবেদন করেন।

৮ই জুন সোমবার, সন্ধ্যায় শশীপদ দেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র উপাসনা করেন। "ঈশ্বরের নৈকট্য সাধন" বিষয়ে নিবেদন করেন।

সাম্বৎসরিক—৯ই মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে ঝাটরা শ্রীযুক্ত কালীপদ দাসের গৃহে তাঁহার স্বর্গীয় মাতৃদেবীর ও স্বর্গীয় সহ-ধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস তাঁহার মাতার ও সহ-ধর্ম্মিণীর জীবনের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। স্বর্গগত

পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কালীপদ বাবু ১৲ টাকা ও স্বর্গগত মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার পুত্র কন্যাগণ ২৲ টাকা প্রচারাশ্রমে দান করেন।

গত ৭ই জুন, অমরাগড়ী, বিধানকুটীরে স্বর্গীয় পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্তের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার কার্য্য সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র করেন, স্বর্গগত দাস গুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস গুপ্ত সকাতর প্রার্থনা করেন ও তাঁর পরিবারস্থ অনেক যোগ দেন।

গত ৯ই জুন কালকাতা ১নং গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে স্বর্গীয় সাধক মোহিতচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল উপাসনার কার্য্য করেন ও মোহিতচন্দ্রের ভগিনী সরলা দেবী সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে প্রচারাশ্রম উপাসনালয়ে স্বর্গীয় সাধক গিরীন্দ্রনাথ রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল করেন তাঁর আত্মীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত সকাতর প্রার্থনা এবং স্বর্গীয় সাধকের রচিত সঙ্গীত করেন।

ভ্রম সংশোধন—গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে গত জানুয়ারী মাসের যে দানের তালিকা বাহির হইয়াছে। ভুলক্রমে দুইটী দান তাহাতে প্রকাশিত হয় নাই। নিম্নে দুই আনুষ্ঠানিক দান উল্লেখ করিতেছি:—আনুষ্ঠানিক দান—পৌত্রীর (Prof. A. C. Banerjee'র কন্যার) জন্ম দিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲, স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৫০৲ টাকা।

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে "শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব" শীর্ষক প্রবন্ধে ২য় প্যারার প্রথম লাইনের শেষে "মিলন হইতে" স্থানে "মিলনের পর হইতে" হইবে। প্রবন্ধের শেষ লাইনে "তাহাই করেন" স্থানে "তাহাই প্রচার করেন" হইবে।

বর্ত্তমান সংখ্যার "রাজভক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ প্যারা প্রথম লাইনে "ভারতের" স্থানে "ভারতেশ্বর" হইবে।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৫, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে:—

এককালীন দান বা অনুষ্ঠানিক দান।—ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫।

স্বর্গগত প্রেরিত ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবী ১৲, শ্রীমতী আনন্দদায়িনী দেবী ২৲, শ্রীমান আশীষকুমার বড়ুয়ার আরোগ্য লাভে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঠাকুর ২৲, পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধে শ্রীমতী প্রেমদায়িনী চক্রবর্ত্তী ২৲, কন্যার আরোগ্য লাভে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় ২৲, কন্যার বিবাহ উপলক্ষে—পাকা দেখা অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র নন্দী ৪৲, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল ধর ২৲, শ্রীযুক্ত আনন্দসুন্দর বসু ১৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲, স্বামীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী সেন ৫৲, স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী ১৲, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ২০৲, শ্রীযুক্ত বিভূতিরঞ্জন দাসের পুত্রের ও ভ্রাতুষ্পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ৫৲, শ্বশুরের মাসিক শ্রাদ্ধে শ্রীমতী দীপ্তিময়ী নন্দন ২৲, পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দন ১৲, স্বামীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ ৪৲ টাকা।

মাসিক দান।—ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, ব্রহ্মমন্দির ১০৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন ৫০৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲ টাকা।

এককালীন দান বা অনুষ্ঠানিক দান।—মার্চ্চ, ১৯২৫।

পিতৃ সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদার ২৲, স্বর্গগত ভাই মহেন্দ্রনাথ বসুর সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ২৲, মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত জনকচন্দ্র সিংহ ২৲, স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার পুত্রগণ ২৲, স্বর্গগত S. K. Lahiri'র সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ১০৲, শ্রীযুক্ত ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর দুগ্ধ পানের জন্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, দ্বিতীয় কন্যার জন্মদিনে ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার ৫৲, চতুর্থ সন্তানের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত ২৲, স্বর্গীয় মতিলাল মুখপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী স্বামীর সাম্বৎসরিক দিনে ১০৲, মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ৫৲, শ্রীমান মোহিতচন্দ্র দে ২৲, জেঠীমার পরলোক গমনে শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত ২৲ টাকা।

মাসিক দান।—মার্চ্চ, ১৯২৫।

শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲, কোন মাননীয়া মহিলা ২০৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, ব্রহ্মমন্দির ১০৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র ২৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ ৬৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার ২৲, শ্রীযুক্ত বশন্তকুমার হালদার ৫৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাস ১৲ টাকা।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ। 30th JUNE, 1925. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে মাতঃ, জননি, শ্রীবুদ্ধ ত তোমাকেই মহানির্ব্বাণরূপে প্রজ্ঞাবলে দর্শন করিয়া সংসারাসক্তি নির্ব্বাণ করিলেন ও বৈরাগ্য সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলেন। মহাযোগী মহাদেবও তোমাকেই মহাকাশ "ব্যোম্" বলিয়া যোগবলে সংসার উড়াইয়া সংসারে শ্মশানবাসী হইলেন। আমাদিগের পৌরাণিক সাধক ভক্তগণ তোমার বিভিন্ন স্বরূপ বিচিত্র ব্যক্তিরূপে দেখিয়া তোমারই পূজায় সংসারের কর্ম্মে ধর্ম্মসাধন করিলেন। বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে তুমি চাও, আমরা যোগ বৈরাগ্যও সাধন করিব এবং সংসারেরও কর্ম্ম করিয়া, আমরা যোগী কর্ম্মী ও বৈরাগী সংসারী হইব। এ কি কঠিন সমস্যা! পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনি বৈরাগী হইলেন তিনি সংসার ছাড়িলেন, যিনি সংসার করিলেন তিনি কই নির্লিপ্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে সক্ষম হইলেন? যিনি যোগী হইলেন তিনি কই কর্ম্ম সাধনে নিরত হইলেন, আবার যিনি কর্ম্মী হইলেন তিনি কই মহাযোগ সাধনের পরিচয় দিলেন? বাস্তবিক আমরাও ত আমাদিগের পুরুষকার বলে সাধন করিতে চাহিলে কিছুইতেই এই ধর্ম্ম-সমন্বয় সাধনে সক্ষম হই না। তবে তুমি জীবন্ত মা হইয়া যখন আমাদিগকে এই সমন্বয় ধর্ম্ম সাধনে নিরত করিয়াছ, তোমার নিজ কৃপাবলে যাহাতে আমরা এই সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারি তাহাতে তুমিই সহায় হও, সুক্ষম কর। মা যেমন সন্তানের যখন যেমন আহারের প্রয়োজন তাহা দিয়া দেহের পুষ্টিবিধান করেন, তেমনি আমাদিগের দেহ মন আত্মাকে সংসার ও বৈরাগ্য, যোগ এবং কর্ম্মের সমন্বয় সাধনে পরিপুষ্ট কর। সংসার ও ধর্ম্ম দুই-ই তোমার বিধান জানিয়া আমাদিগকে তোমারই চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকিতে দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে মুক্তিদাতা, যাহা হইয়াছে তাহাই যদি কেবল হয় তবে বিধানের মাহাত্ম্য কোথায়, অসম্ভবকে সম্ভব কর, অসাধ্যকে সহজ কর। মুসলমানেরা বিশ্বাসী হইল, কিন্তু প্রেম রাখিতে পারিল না। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তেরা খুব ভক্ত হইলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে নীতির প্রতি দৃষ্টি কমিয়া গেল। আমরা বৈরাগী হইতে গেলে সংসারে ধর্ম্ম রাখিতে পারি না। সংসার করিতে গেলে বৈরাগ্য থাকে না। ভক্ত হইতে গেলে পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখি না। খুব পবিত্র হইয়া জ্ঞানী হইয়া কি মন পদ্ম ফুলের মত থাকিতে পারে না? হে ঈশ্বর, তোমার পদপ্রান্তে এই মিনতি ভক্তিজ্ঞানে প্রেমেতে নীতিতে খুব মিলন করিয়া দাও।

তোমার ইচ্ছা আমরা ভারি ভারি কাজ করি। আমাদের দলের লোকেরা কি কেবল নিজের ইচ্ছায় কাজ করিবে? না, তুমি এবার নববিধানকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছ, তাহা পূর্ণ করিয়া তাহার মহিমা রক্ষা করিতে দাও।—"অসাধ্য সাধন"।

সংসার ও ধর্ম্ম।

"এই যে সংসার ধাম,
নহে নিরাপদ স্থান,
যতনে সঞ্চিত পুণ্য,
নিমেষে হরণ করে।"

এই বিশ্বাসেই প্রাচীন ধর্ম্মসাধকগণ চিরদিন সংসার ত্যাগেই ধর্ম্ম অন্বেষণ করিয়াছেন।

এমন কি যুগে যুগে যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণও সংসার-ত্যাগই যে ধর্ম্মলাভের পথ, প্রধানতঃ ইহাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়েই দার পরিগ্রহ করিয়াও উচ্চ ধর্ম্ম সাধনার্থ বিবাহিতা পত্নী ও সংসারের গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীঈশা ত কখনও দারপরিগ্রহ করিয়া সংসার করেন নাই। গুরু নানক, কবীর, তুলসী, পল, লুথার, এমন কি মোহম্মদ নিজে না হউন, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী অনেক সাধকগণও সংসারে সন্ন্যাস গ্রহণই ধর্ম্মসাধনের পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ভিন্ন যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয় না, ইহাই তাঁহার শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

রামায়ণে যে রাম রাবণের যুদ্ধের আখ্যায়িকা, মহাভারতে যে কুরু পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, সংসার ও ধর্ম্মের সংগ্রামের কাহিনী বই আর কি?

যদিও পৌরাণিক হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সংসার ও ধর্ম্মের সমন্বয়ার্থ কেহ কেহ সংসারকেও ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ জনক বা দাতাকর্ণাদি দুই একজন ভিন্ন আর কেহ যে তাহা সাধনে পূর্ণ ভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহারা কই স্বীকার করিলেন?

বাস্তবিক সংসার ও ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন যে মহা দুরূহ ব্যাপার, এমন কি ইহা যে এক প্রকার অসম্ভব, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

সংসারের অর্থ—এই পৃথিবীর সমুদয় কাজ কর্ম্ম, কৃষি বাণিজ্য, অর্থ সংস্থান, অর্থ ব্যবহার, স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিবেশী লইয়া দৈনিক জীবন যাপন, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিষয়নীতি, সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পালয়, বিচারালয়, কর্ম্মালয় প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাযথ কর্ত্তব্য এবং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ, দারিদ্র্য, সুখ সৌভাগ্যরূপ অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম সাধন।

এই সমুদয়ের সহিত পূর্ণ ভাবে কর্ম্মযোগের সংস্রব রাখিয়া উচ্চ ধর্ম্মের যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য সাধন করা কি সহজে সম্ভবপর?

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে ইহা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় এবং কার্য্যতঃও দেখা যায়, যাঁহারা এই কর্ম্মক্ষেত্রের বিষয়-জালে পা দিয়াছেন, সংসারের কণ্টকাকীর্ণ বনে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা কই নিরাপদে ত পূর্ণ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। অহং, মোহ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, কামনা, বাসনা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা এবং সর্ব্বপ্রকার রিপু প্রায়ই তাঁহাদিগকে আত্মাহত করিয়া ফেলিয়াছে।

তবে কেমন করিয়া সংসার এবং ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন সকলকার পক্ষে সম্ভবপর, ইহা বলা যাইতে পারে? বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম কিন্তু বলেন, সংসার-ত্যাগে ধর্ম্ম নহে, সংসার বিনা পূর্ণ ধর্ম্ম সাধনই হয় না।

যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মসাধকগণ এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াছেন, তাহা সম্ভবপর করিতেই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম আবির্ভূত।

সংসার যে এত বিষময় ও বিঘ্নময় তাহার কারণ আর কিছু নহে, জীবন্ত ঈশ্বর এবং তাঁহার বিধানে অবিশ্বাস। আমরা সংসারকে নিরীশ্বর মনে করি এবং ইহা আমাদের পুরুষকার-সাধ্য বা আমাদের কর্ত্তৃত্ব-সম্পাদ্য বিশ্বাস করিয়া ইহার বিভিন্ন অবস্থার ঘাত প্রতিঘাত তরঙ্গের সহিত আত্মশক্তিবলে সংগ্রাম করিতে চেষ্টা করি। তাই ত আমরা এত হাবুডুবু খাই বা তাই ত আমরা সংসারে ডুবিয়া মরিয়া যাই।

কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরকে সংসারের জীবন্ত কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করি এবং এই সংসারের যাবতীয় অবস্থা তাঁহারই ব্যবস্থা বা বিধান বলিয়া স্বীকার করি, যদি আমরা দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করি, যে আমরা কেবল ঈশ্বরেরই কৃপা বিধানে সংসারে আসিয়াছি এবং তিনিই মা হইয়া সংসারের বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগের

জীবনকে গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ারী করিয়া লইবার জন্য এখানে আনিয়াছেন ও সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব ঘটনার মধ্যে তিনি বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগের জীবনকে পরিচালিত করিতেছেন, এখানে আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই, তাহা হইলে এই সংসারই যে আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠনের সাধনাগার কারখানা মাত্র, ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারি।

সংসার যে পাপের আগার সে কেবল আমাদের মনের ভ্রান্ত সংস্কার। যদি যথার্থ ঈশ্বর আছেন ইহা বিশ্বাস করি, আমাদের নিশ্চয় মানিতে হইবে, তিনি সর্ব্বময়, তিনি এই সংসারময়। এই ভাবে যখন সংসার ব্রহ্মময় দেখি তখন সংসার ত আর সংসার থাকে না, তখন সংসার ব্রহ্মবিদ্যালয় ইহাই উপলব্ধ হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দীন ছাত্র করিয়া কখন পরম গুরু আমাদের কি শিক্ষা দিতেছেন, কি অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদের মনের কোন প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ করিতেছেন এবং কেমনে সুনীতি সঞ্চার করিতেছেন, ইহাই উপলব্ধি করিতে, সাধন করিতে সক্ষম হই। তাহা হইলেই ত এই সংসারের মধ্যেই আমার যথার্থ উচ্চ ধর্ম্ম সাধন হয়।

আমি যে কেহই নই কিছুই নয়, ইহাই ত আমাদের জীবন্ত ঈশ্বর প্রতি অবস্থার ভিতর দিয়া শিখাইতেছেন, ইহাতেই আমরা অহং-শূন্য, কর্ত্তৃত্ব-মুক্ত, নির্লিপ্ত বৈরাগী হইয়া সংসারময় তাঁহাকে দেখিয়া তদ্‌গতচিত্ত যোগী হইব। আবার আমার ন্যায় দীনহীনের প্রতি এত প্রকারে তিনি কৃপা করিতেছেন, এমন অনুপযুক্তকে এত বড় সংসারের যাবতীয় সুখ, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়, বন্ধু, উপকারী, অপকারী, কল্যাণকারী কত দিয়া সর্ব্বদাই কৃতার্থ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তি না দিয়া কি থাকিতে পারি ?

এমনই সর্ব্বদা সকল ঘটনা, সকল অবস্থা, সকল পদার্থ, সকল ব্যক্তির ভিতর দিয়াই তিনি জ্ঞান চৈতন্য দিতেছেন, শিক্ষা দানে কৃতার্থ করিতেছেন। এই বিশ্ব কর্ম্মালয়ে তিনিই আনিয়া এখানে রাখিয়া তাঁহারই ত হাতের যন্ত্ররূপে আমাদিগকে ব্যবহার করিয়া যে কিছু কর্ম্ম সাধন, সেবা সাধন করাইতেছেন তাহা ত সকলই আমার আত্মার পরিত্রাণপ্রদ মঙ্গলপ্রদ। যাহা কিছু করিতেছি তাহা তিনিই করাইতেছেন ইহা যখন তিনি স্বয়ং সংসার-কুরুক্ষেত্রে নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করান, তখন সংসারের যাবতীয় কর্ম্মালয় আমার মুক্তির আলয় ভিন্ন আর কি মনে করিব ?

তাই এ সংসার জীবন্ত মার প্রেমের আগার জানিয়া এখানে পূর্ণ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া সিদ্ধি লাভ করিব, ইহাই বিধাতার বিধান যেন বিশ্বাস করিয়া সংসার ধর্ম্ম সাধনে আমরা ধন্য হইতে পারি।

—•—

ভারত উদ্ধার।

কোন কোন সম্প্রদায়ের রাজনীতিজ্ঞগণ যেমন মনে করিতেছেন যে, কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা ভারতোদ্ধার সাধন করিবেন, তাঁহাদের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি নাই। বরং আমাদের মনে হয় আমাদিগের পুরুষকারসম্ভূত প্রচেষ্টা অনেক সময়েই যথার্থ ভারতোদ্ধারের বিলম্ব সাধন করিয়া থাকে।

কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, ভারতেশ্বর স্বয়ং ভারতের সমীচীন উদ্ধারের জন্য এক মহা-আন্দোলনে এই জাতিকে, এমন কি সমগ্র বিশ্ব-সংসারকে আন্দোলিত করিতেছেন। সে আন্দোলন যে কেবল এখনই হইতেছে তাহা নহে। ভারতের যথার্থ উদ্ধারও কেবল রাজনৈতিক উদ্ধার নহে। প্রাচীন ভারতকে নব্যভারত, বিধান ভারত গড়িয়া আবার সেই আর্য্যযোগী ঋষিজীবনে, প্রাচ্য প্রতীচ্যের মহামিলনসঞ্জাত নবজীবনে সঞ্জীবিত করিবার জন্য ভারতেশ্বর মহেশ্বর স্বয়ং উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ দিব্যচক্ষে ইহা দেখিয়াই প্রার্থনায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ভারতবন্ধু অপূর্ব্ব কৌশলে তুমি ভারত উদ্ধার করিতেছ। আমি দেখি আর বিস্ময়াপন্ন হই, আমি দেখি আর আনন্দিত হই।

এত বড় দেশ, এত বড় জাতি অন্ধকারে পড়িয়াছিল, কেমন আস্তে আস্তে বাহির করিয়া আনিতেছ। স্বর্গের বাতাস পৃথিবীতে আনিলে।

হে ভারতেশ্বর, তোমার সোণার ভারতকে তুমি যেমন ভালবাস এমন আর কে ভালবাসে। তুমি তোমার ভারতকে ভালবাস, সেইজন্য আবার বেদ বেদান্ত টানিতেছ, আবার কত নূতন ফিকির বাহির করিতেছ। ইহা কেহই বুঝিতে পারে না, কেবল ভাবুক ভক্ত বুঝিতে পারেন। তুমি যেমন জান এই দেশ কিসে ফিরিবে এমন কি আর কেহ বুঝিতে পারে।

একবার বেদ বেদান্ত আনিয়াছিলে আবার নূতন বেদান্ত আনিতেছ। পর্ব্বতেশ্বরি, পাহাড় কাঁপাইতেছ, সমুদ্র কাঁপাইতেছ, আগুন বৃষ্টি হইতেছে, তোমার নূতন বিধির জন্য তুমি যে ভারতকে বাঁচাইবে তার প্রকৃত উপায় করিতেছ। আবার ভারতকে উদ্ধার করিবে তাই কত কৌশল করিতেছ। সেই প্রাচীন কালের বেদ বেদান্ত হইতে সমুদয় বাহির করিতেছ। সর্ব্বধর্ম্ম এক করিবে। ধন্য নববিধানের রাজা।

আমরা যেন তোমার কাছে থেকে তোমার নূতন সংহিতা পড়ি।

ভারতের দেবী যে কি করিতেছেন একবার ভারতবাসীরা দেখুক না। কত বিশ্বকর্ম্মা লেগেছে স্বর্গে, কত শব্দ হইতেছে আকাশে। এখানে প্রাচীর হইতেছে, এখানকার জিনিষ ওখানে গড় গড় করিয়া পড়িতেছে। কি হইতেছে? নূতন পৃথিবী, নববিধানের স্বর্গ প্রস্তুত হইতেছে।

আমার ইচ্ছা করে অল্প বিশ্বাসীরা একবার এসে দেখে, মা, তুমি কি করিতেছ। মা কোমর বেঁধে কত খাটিতেছেন, ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করিতেছেন। কত আদেশ প্রত্যাদেশ চল্লিশ ঘোড়ার রথে করিয়া আসিতেছে।

মা, তুমি সকলের চক্ষের সমক্ষে দেখা দাও। তোমার কাজ দেখে তোমার প্রশংসা করি।"

পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং প্রাচ্য ভারতের যোগ ভক্তির সমন্বয় সাধনে ভারতের যথার্থ উদ্ধার হইবে ও জগতের প্রকৃত নবজীবন লাভ হইবে। তাহা সংসাধন করিবার জন্যই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানের এই জগদ্ব্যাপী মহা-আন্দোলন হইতেছে, ইহা যেন আমরা বিশ্বাস চক্ষে দর্শন করিতে পারি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

তিন জীবন।

১। বিশ্বাস বিহীন নিরীশ্বর জীবন মৃত কঙ্কাল ও পূতি-গন্ধময় পাপ বীজাণুর আধার।

২। সাধনশীল সন্তানের জীবন উত্থান পতনের অধীন, সদা দুঃখ বিপদ পরীক্ষাময় ক্রুশাহত।

৩। নববিধানের নবশিশু নিত্য মাতৃ ক্রোড়াশ্রিত, মার দ্বারা সদা পরিচালিত, প্রতিপালিত, মার আনন্দে আনন্দিত, মার আনন্দ বর্দ্ধনে নিরত।

ধর্ম্ম-সংসারের আদর্শ।

আদ্যাশক্তি ভগবতী মহাকালীরূপে যখন ভক্তবক্ষে নৃত্য করেন তখনই ভক্তের আমিত্ব হত হয়, মহাযোগে তাঁহার আত্মা-রাম শব হয়। আবার সংসারাসক্তি যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে, সে আসক্তি তাহাকে নিশ্চয়ই মৃত শব সমান করিয়া থাকে। হিন্দুর শিবমূর্ত্তিতে এই দুই ভাবই পরিদৃশ্যমান। সংসার প্রবৃত্তি আমাদের সদাই পাপাহত মৃতবৎ করিতে সমুদ্যত, কিন্তু সংসারকে আদ্যাশক্তির প্রতিমারূপে হৃদয়ে নিত্য নৃত্য করিতে দেখিতে পারিলেই আমরা সংসারেই যোগজীবন লাভ করিতে পারি। সংসার তখন আমাদের নিকট শ্মশানবৎ হয়, সংসারের বিষধর প্রবৃত্তি আমাদের অধীন, সংসারের ভূত প্রেত তখন আমাদিগের সহচর, অনুচর হয়। সহধর্ম্মিণীসহ তখন হরগৌরীর সংসার যোগ সাধনে আমরা ধন্য হই। সন্তান সন্ততি তখন আমাদের লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশের ন্যায় মূর্ত্তিমান দেব সন্তান সন্ততি হয়। ধর্ম্ম-সংসারের ইহাই আদর্শ।

ধর্ম্মের ভিত্তি নীতি।

ভিত্তি বিনা যেমন গৃহ থাকিতে পারে না, নীতি বিনা ধর্ম্মগৃহ বা সমাজও তেমনি তিষ্ঠিতে পারে না। নীতির বন্ধনে যত পরিমাণে যে ধর্ম্মমণ্ডলী বদ্ধ, সেই পরিমাণে সেই ধর্ম্মমণ্ডলীর গৌরব ও মহত্ত্ব সর্ব্বথা লক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মভাবের দৃঢ়তা ও সজীবতা তত দিন, যত দিন নীতির তীব্রতা রক্ষিত হয়। নীতি এবং নিষ্ঠাতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের জীবন। খৃষ্ট ধর্ম্মেরও গৌরব নীতির বন্ধনে। নীতির শিথিলতাতেই অন্য অন্য ধর্ম্মমণ্ডলী গভীর উচ্চ ভাব স্বত্বেও ক্রমে জীবন-বিহীন হইতেছে। বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মবিধানের ভিত্তিও তীব্র নীতি। সঙ্গতের নীতির উপর মুঙ্গেরের বিশ্বাস ভক্তি মিলিত হইয়াই নববিধানের ধর্ম্ম অভ্যুত্থিত হইয়াছে। এ বিধান মণ্ডলীতে যদি বিন্দুমাত্রও নীতির শিথিলতা আসে, কীটদংষ্ট বৃক্ষের ন্যায় ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী। নীতি-হীনতা যেখানে, যথার্থ ভক্তি বিশ্বাস কি কভু থাকিতে পারে সেখানে? এক বিন্দু গোমূত্র পড়িলে যেমন বহু পরিমাণ গোদুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়, বিন্দুমাত্র নীতির শিথিলতা আসিলে নিশ্চয় বহু আয়াসলব্ধ ধর্ম্মজীবন অচিরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব সাবধান, নীতি-সংরক্ষণে সর্ব্বক্ষণ সচেতন থাকিতে হইবে।

ব্যক্তিগত দোষ।

ব্যক্তিগত দোষ দুর্ব্বলতার কথা সাধারণে প্রকাশ করিলে পরনিন্দা করা হয়। পরনিন্দা ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ। যদি কাহারও ব্যক্তিগত দোষ দুর্ব্বলতা সংশোধন করিতে হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করিবে। যদি ঈশ্বর তাহাকে বলিতে বলেন, সহানুভূতি-পূর্ণ হৃদয়ে প্রাণগত ভালবাসার সহিত তাহাকে বলিতে পার। স্বয়ং আত্মার সুচিকিৎসক ভগবান ভিন্ন কেহ কাহারও দোষ সংশোধন করিতে পারেন না। অনেক সময়ই পরদোষ সম্বন্ধে আমরা ভ্রমান্ধ হইয়া থাকি, আমরা প্রায়ই আপনাদিগের মনের ভাব অনুসারে অন্যের দোষ গুণ বিচার করি; তাহাতে হয়ত যাহা দোষ তাহা দেখিতে পাই না, যাহা গুণ তাহাকেও দোষ মনে করি। সেই জন্য অন্যের বিচার করা নিষিদ্ধ। সাধারণে সাধারণ সামাজিক দোষেরই আলোচনা ও তৎসংশোধনের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ পাপশূন্য তাহাকেই ঈশা ব্যভি-চারিণী নারীকে ইষ্টক খণ্ড নিক্ষেপ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। আমরা আপনারা সম্পূর্ণ দোষশূন্য হইলেই পরদোষ সংশোধনের অধিকারী হই। যে চিকিৎসক আপনার রোগ আরোগ্য করিতে পারেন না, তিনি কেমনে অন্যের রোগ নিবারণ করিবেন?

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে]

১৭৯৭ শক, ৪ঠা শ্রাবণ, সোমবার।—নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য চলিতে পারে এজন্য কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবার প্রস্তাব হওয়াতে, এইরূপ মীমাংসা হইল যে, নিয়মের অধীনতা স্বীকার করা ধর্ম্মরাজ্যেও রাজনীতির (Politics) নিয়ম। সাধনের নিয়ম প্রস্তুত করিবার জন্য যাঁহাকে নিয়োগ করা হইবে, যতদিন তিনি সে কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকিবেন, সাধন সম্বন্ধে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেই হইবে।

বিবেক দুই প্রকার, সাধারণ বা নৈতিক; বিশেষ বা আধ্যাত্মিক। সাধারণ নৈতিক বিবেক স্বীয় অধিকার মধ্যে অনতিক্রম্য, কিন্তু বিধানাধীনে যে আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনাবশতঃ সাধকে উপস্থিত হয়, তাহা বিধানের অধীন, সুতরাং বিধানানুগত হইয়া যাঁহারা সমাজবদ্ধ হয়েন, তাঁহাদিগের সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে উহা অগ্রাহ্য। সে স্থলে সামাজিক বিবেক দ্বারা যাহা নির্দ্ধারিত হয় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বিধাতা হইতে সমাগত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকটে এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন নির্দ্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে।

১১ই শ্রাবণ, সোমবার।—বর্ত্তমানে আমাদিগকে দুটী বিষয় দেখিতে হইবে; সাধন এবং প্রচার। সাধন।—প্রতিদিন উপাসনা এবং রন্ধনাদি। প্রতিদিন রন্ধনাদি কি ভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে। (১) কষ্টে বিরাগ, (২) কষ্ট-সহিষ্ণুতা, (৩) কষ্টপ্রিয়তা। এই তিন অবস্থার দ্বিতীয়টী সাধন দ্বারা লব্ধ, তৃতীয়টী কেহ দিতে পারে না।

উপাসনা।—প্রতিদিন দুইবার স্মরণ, একবার উপাসনা; মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নের আহারের সময় কৃতজ্ঞতা। সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন যে কোন সময়ে প্রার্থনা করা উচিত নয়। কেন না প্রার্থনার দায়িত্ব অতি গুরুতর। পাপ পরিত্যাগের জন্য প্রার্থনা করিয়া পাপ করিলে প্রার্থনা সম্বন্ধে অপরাধী হইয়া ইহা আরো গুরুতর হইতে পারে। সুতরাং প্রার্থনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। প্রার্থনা করিতে গিয়া অভাব বেশ করিয়া দেখিয়া চাহিবে। প্রার্থনা ঠিক (exact) হওয়া আবশ্যক। সুতরাং যে কোন অবস্থায় প্রার্থনা প্রবেশ করিতে দেওয়া বা বলার খাতিরে বলা উচিত নয়। প্রার্থনা করিয়া ১০ মিনিটের জন্য পাপ করিলেও প্রার্থনা করিলাম ইহা বলিতে পারা যায় না। এ সম্বন্ধে ধুমধাম অধিক না হইলে ফল অধিক হয়।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

আমরা কি প্রমাণ দেখিয়াছি যে, একজন কেউ আমাদের মধ্যে ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের মত হয়েছে? নববিধানের নিশান আকাশে উড়ে, নববিধানের মানুষ কি পৃথিবীতে বেড়ায়? এমন কি একজন কেউ আমাদের ভিতর হয়েছে যাঁর বুকে হাত দিয়ে বলিতে পারিবে লোকে, ইহাঁর ভিতর চারি বেদ এক হয়েছে?

ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গের বিধানে যে, লোকে জীবন দেখেছে, এবারও মানুষ চাই। এমন লোক কি নববিধানে হয়েছে?

হরি, মানুষ নাই? জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের ভিতর নাই? মানুষ যদি না হয়ে থাকে কেউ নববিধানের ভিতর, তবে সব মিথ্যা। সব ফেণার মত দুই চারি বৎসর পরে চিহ্নও থাকিবে না।

দোহাই হরি, দৃষ্টান্ত দাও, মানুষ দেখাও। গরীব বলিতে চায় যে, ঈশা মুষার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। এ গরীব বলিতে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না, কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল প্রেমিক হইল, সাম্প্রদায়িক ছিল সার্ব্বভৌমিক হইল, কাল মলিন ছিল ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল। এ পাপীর জীবন দেখে যেন লোকের আশা হয়।

সাধুদের পদধূলি শরীরে মুখে সে মেখেছে তোমার প্রসাদে, তোমার নববিধানের প্রসাদে অনেক সাধন করে, অনেক কেঁদে, অনেক কষ্ট করে নববিধান পেয়েছে, লোকে যেন ইহা বলে।

আমি যে কঠিন ভাবে সাধন করিতাম, এখন আমার মত সুখী কে হরি? আমার বাগানের মত ফুল কার বাগানে? এই জন্য আমি সুখী যে, আমি নববিধানে সব ধর্ম্মের সমন্বয় মিলন দেখিতেছি।

আমি ত সিদ্ধ হইয়া জন্মি নাই। আমি অবিশ্বাসী পাপী অপ্রেমিক ছিলাম পরিবর্ত্তিত পাপী এই বিধানে কেবল দেখা যায়, অন্য বিধানে তা হয় নাই।

প্রেম ভক্তি ছিল না, ভক্তদের জানিত না, ক্রমে সে নববিধানের প্রসাদে পরিবর্ত্তিত জীবন পাইল; সকলের আশা হইবে। আমার চেয়ে খারাপ আর কে হবেন? তবু আমার এ পথে তিনি আসিতে পারেন। আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরোধ ছিল, এমন আর কার জীবন আছে?

কিন্তু প্রেম চাই, প্রেম ভিন্ন কিছু হয় না। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের মিলন কেবল প্রেমেতে। আর কিছু না, আর কিছু না, প্রেম বাঁচাবে পাপীকে।

আর কিছু চাই না। প্রত্যেক ভাই মৌমাছির চাক্ হয়ে পৃথিবীতে বসিবেন, যত লোকে খোঁচা দেবে, মধু দেবেন, খোঁচা না দিলে ত মধু বেরোয় না, প্রেম পড়ে না। প্রেমসিন্ধু, দলপতি হয়ে এই বালককে যদি একটা দল দাও, প্রেম দাও তাদের।

আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি আমার জীবন দেখ, বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নীরকী উদ্ধার হতে পারে—এ যদি দেখিতে চাও, তবে ভাই এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ।

তোমরা যাও পাঞ্জাবে, যাও উড়িষ্যায় ফিরে, কিন্তু একজন ভাই তোমাদের সঙ্গে থাকিবে।

আমি ত মার নাই, আমার রোগ হইয়াছে কতবার, গ্রন্থ শেষ হয় হয় এমন হয়েছে, কিন্তু আমার যে জোর বল বেড়েছে। কত ভয়ানক বিপদ দারিদ্র্য সম্মুখে ছিল, তবু ত কাঁদি নাই; পাছে আমার ভাই কাঁদে। আমি যদি এক গেলাস মদ খাই, ভাইরা যে বোতল বোতল খাবে, আমি যদি দুর্ব্বল হই, আমার ভাইরা আরও দুর্ব্বল হয়। হরির দাস ত ভগ্ন-হৃদয় হয় না।

শত্রুদের আক্রমণ আমার মত কে সয়েছে? এমন একজন আছে, তাকে ক্রমে শত্রুরা আরো আক্রমণ করিবে। করুক— আমার কেউ কিছু করিতে পারিবে না, কখন পারে নাই। আমার প্রাণের রক্ত বুকের রক্ত তুমি। আমার কে কি করবে? আমি যে তোমার কাছে শিখে নিয়েছি ভালবাসতে। আমি যে ক্ষমা করেছি, প্রেম দিয়েছি।

আমি যখন আছি, কারো ওজর নাই। হরি, আমি আছি তোমার গোলাম।

আমি প্রমাণ করে দেব যে, আমি জঘন্য হতভাগা পাপী, আমার ত যোগ ভক্তি ছিল না। এখন কি আমার লাভ হয় নাই? আমার যোগ ভক্তি প্রেম বড় হয়েছে, আমার প্রেমে আমি সাঁতার দিই। আমার জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান হয়েছে, আমি বুঝিতে পারি। বাইবেল পর্য্যন্ত আমি বুঝেছি, সন্ন্যাস ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব বুঝেছি।

আর তোমার জন্য বড় খাটি। যদি কেউ বলে কর্ম্ম করি বলে বোধ হয় না, তাঁরা আমার জীবন দেখুন।

হরি, আমার শরীর থাকিতে থাকিতে কারো কিছু উপায় করে লও। এঁদের বন্ধু দরকার, একটা বন্ধু এঁরা সঙ্গে নিয়ে যান। এঁদের যখন বড় খিদে পাবে, একটা মেঠাইয়ের দানা আমাকে কর।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। আমি কেবল মেলাবার চেষ্টায় আছি। স্বদেশ বিদেশকে, হিন্দু মুসলমানকে, তেজ জলকে, সকল ধর্ম্মকে মিলাইতে চাই।

আমি পাপী হয়ে পুণ্যাত্মা হতে চাই না, আমি সিদ্ধ হয়েছি তা বল্‌চি না। আমি এই একটা আশার কথা বলিতে চাই যে, একটা খুব পাপী ছিল, মার প্রসাদে তার জীবনে খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। হয়নি যা তা হবে, অসম্ভব যা তাও হবে।

একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে, একটা কাল ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাচ্ছে, এই আশার কথা শুনিব আর সকলে ভাল হয়ে যাব, মা দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর।

—•—

নূতন কীর্ত্তন।

নব-বৃন্দাবন ঘন, মোহিয়ে জগজন,
লীলয়ে নব বনমালী; (আহা কিবা শোভা)
(এ লীলা) নহে গো যমুনা জলে, নহে এ কদম্বমূলে
এ যে বিশ্বপ্রেমে বিশ্বময় কেলি।
ভকতে ধরেছে আজ, সথার সখীর ভাব,
(না পেয়ে) কেহ কাঁদে, কেহ বা উদাসী;
কেহ নাচে, কেহ গায়, দু-হাতে প্রেম বিলায়,
কারো মুখে না ধরিছে হাসি। (সথার রূপ হেরে)
সবে আয়োজন করে, প্রেমফুলে থরে থরে
সাজায় তাঁহার পূজা ডালি;
(কত) যোগানন্দে যোগীন্দ্র, হরষে পুলক ভরে
যোগাসনে বসেছেন, প্রেমানন্দরূপ হেরে,
সেই ভাবে মোহিত, সথারে আলিঙ্গিছে
প্রেমভরে পাড়ছে ঢাল।
কত বৈরাগ্যের অবতার, কেহ বা পরম জ্ঞানী,
কেহ ভাসে ভক্তিস্রোতে, কেহ কর্ম্মী, কেহ মৌনী,
ঘিরিয়া সবে সথারে, প্রেমে আলিঙ্গন করে,
দায় সাথে নেচে নেচে চাল।
যুগে যুগে দয়া করি, করেন লীলাময় হরি
এ লীলা জগতে বারে বারে;
এস গো জগৎবাসী, কেন রও উদাসী,
সাজাও অঞ্জলি সথা তরে,
মিল গো সথার সনে, লইয়ে নির্ম্মল মনে,
পাপভারে দিয়ে আজ ডাল (ভব যমুনাতে)॥

কানপুর। শ্রীগণারিলাল।

গয়া ব্রাহ্মসমাজ।

(প্রাপ্ত)

গয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস স্বর্গীয় হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। বসু মহাশয়ের নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে এবং সেখানেই পাঠাভ্যাসের সময়ে একজন ব্রাহ্মভাবাপন্ন শিক্ষকের উপদেশে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সিপাহী বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আনুমানিক ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে, ইনি গয়াকে

গমন করেন এবং অল্পকাল মধ্যে কয়েকটী বাঙ্গালী ও বিহারী ভদ্রলোককে লইয়া সৎপ্রসঙ্গ ও আলোচনাদির জন্য একটী সমিতি আরম্ভ করেন। একটী হিন্দু ভাবাপন্ন জৈন ভদ্রলোক তাঁহার বাগান বাটীতে এই সমিতির অধিবেশন হইতে দেন, কিন্তু সমিতিতে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়াতে তিনি আর সে স্থানে সমিতি হইতে দেন নাই এবং তখন হইতে সভ্যদের বাড়ীতে অধিবেশন হওয়া আরম্ভ হয়। এই আলোচনা সভায় ক্রমশঃ উপাসনা আসিল এবং ইহাকেই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে। ক্রমে ব্রাহ্মসংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র সরকার, ঈশানচন্দ্র বসু, শ্যামাচরণ সেন, গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত, চন্দ্রনাথ ঘোষ, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং বিহারী ভদ্রলোকদের মধ্যে স্বর্গীয় রেওয়ালাল, ভিখারীলাল রামলাল দাস, বলদেবনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে উপাসনাদি কাহারও বাড়ীতে না হইয়া একটী ভাড়া বাড়ীতে হইতে থাকে।

যখন কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হইয়া সাধারণ ও নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গয়ার ব্রাহ্মদের মধ্যেও মতভেদ উপস্থিত হয় এবং সাধারণ সমাজভুক্ত ব্রাহ্মগণ নববিধানের শাসন ও আদর্শ সম্বন্ধে আপত্তি উপস্থিত করাতে বসু মহাশয় নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে উদ্যোগী হন। বস্তুতঃ কোন এক রবিবারে সামাজিক উপাসনার পর এই আপত্তির বিষয়ে জানিতে পারিয়া তিনি একটী গাছতলায় বসিয়া এই সঙ্কল্প করেন যে, সেই রাত্রের মধ্যে নববিধান মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিবেন না। তখনই এক সাহেবের একটী পুরাতন "বাংলা" ক্রয় করিবার সব ব্যবস্থা করিয়া অনেক রাত্রে তিনি বাড়ী ফিরেন। অনুমান ১৮৮১ সনে, এই গয়া ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে ঐ "বাংলা" ক্রয় করা হয় এবং তাহাতেই নববিধান সমাজের উপাসনা আরম্ভ হয়। এই সময়ে সাধু অঘোরনাথ মধ্যে মধ্যে প্রচারের জন্য গয়ায় আসাতে সকলে ধর্ম্মসাধনে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। কলিকাতার আন্দোলনের ফলে যদিও গয়ার ব্রাহ্মদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাদের পরস্পরের সৌহার্দ্দাবশতঃ এ বিবাদ স্থায়ী হয় নাই। ইহার ফলে গয়ার ব্রাহ্মসমাজকে "নববিধান" সমাজরূপে স্বীকার করিয়া অপর পক্ষীয়েরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইহার উপাসনাদিতে যোগদান করেন, যদিও তাঁহারা এক স্বতন্ত্র স্থানে উপাসনাদির ব্যবস্থাও রাখেন।

প্রায় এই সময়ে অনুমান ১৮৮৬ সনে, স্বর্গীয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয় তাঁহার মাতুল বসু মহাশয়ের নিকট বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া গয়াতেই স্থায়িরূপে থাকেন এবং মাতুলের সাধন ভজনাদির প্রভাবে নববিধানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৮৮৬ সনে যখন বসু মহাশয় কর্ম্মোপলক্ষে ভাগলপুরে চলিয়া যান, তখন ভাই ব্রজগোপালকে সমাজের সকল ভার দিয়া যান। কিছুকাল পরে মন্দির গৃহটী অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়াতে, নূতন গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয় এবং কিছু অর্থ সংগৃহীত হইলে বসু মহাশয়কে ভাগলপুর হইতে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা এই নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। এখন যে গৃহটী বর্ত্তমান, তাহা সেই ভিত্তিরই গৃহ। কিছুকাল পরে, ১৮৯০ সনে ভাই ব্রজগোপালও গয়া ছাড়িয়া বাঁকিপুরে কর্ম্ম গ্রহণ করেন; তখন ডাক্তার চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মুন্সী রেওয়ালাল মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ক্রমে ইঁহারা দুইজন অক্ষম হইয়া পড়াতে স্বর্গীয় তারকনাথ রায় মহাশয় উৎসাহের সহিত মন্দিরের সকল কাজ সম্পন্ন করেন। সেই সঙ্গে তাঁহার সহোদর শ্রীশচন্দ্র ও ডাক্তার চন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীবিহারীলাল গুপ্ত মন্দিরের ভার গ্রহণ করেন। স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় কিছুকাল মন্দিরের সেবার কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং মন্দির সংলগ্ন গৃহেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

গয়া ব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের তুলনায় পুরাতন এবং এক সময়ে ব্রহ্ম সাধক ও প্রচারকের ইহা একটী আকর্ষণের বস্তু ছিল। শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রায়ই সেখানে যাইতেন এবং বসু মহাশয়ও অন্যান্য ব্রাহ্মদের সহিত সাধন ভজন করিতেন। পরে তিনি ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের অন্তুতম চূড়া "আকাশ গঙ্গায়" অবস্থান করেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সদলবলে যখন নববিধান প্রচার অভিযানে বাহির হন, তখন তিনি গয়ায় উপস্থিত হইয়া সকলের মধ্যে ভাব ও ভক্তি উচ্ছ্বাসিত করেন। বসু মহাশয় চৈতন্য-উৎসব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; সে সময়ে সকল ব্রাহ্ম সপরিবারে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে যাইয়া কীর্ত্তনাদি করিতেন। এই সকল কারণে গয়ার সকল ব্রাহ্মের মধ্যে চরিত্র ও সাধন সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী।

—০—

উপাধ্যায় ও গীতা প্রবৃত্তি।

উপক্রমণিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি যোগ বিষয়ে উপাধ্যায় গীতা প্রবৃত্তির উপক্রমণিকায়, গীতা হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, পূর্ব্ববারে তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। আমরা এবারেও স্থানাভাবে নিবৃত্তিমূলক প্রবৃত্তি-যোগ সম্বন্ধে বঙ্গানুবাদ দিতেছি। পাঠকগণ মূলের সহিত অনুবাদ মিলাইয়া পাঠ করিবেন।

মহাভারতে কাম্যকর্ম্মের উপদেশে জ্ঞানের প্রাধান্য উপদিষ্ট হইয়াছে। তবে তাহা যে অসম্পূর্ণ কিসে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সহিত একাকারতা লাভের নিমিত্ত যে কর্ম্ম না করা তাহাই নৈষ্কর্ম্ম্য। নিরঞ্জন (উপাধিশূন্য)

জ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিশূন্য হইলে সম্যক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের সহায় হয় না। কাম্য কর্ম্ম নিয়ত দুঃখজনক। কামনাশূন্য হইয়া, কর্ত্তব্য জ্ঞানে নিত্য যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহা যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তবে তাহা কিরূপে চিত্তের নির্ম্মলতা লাভে সহায় হইতে পারে? ১।১২। অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনকাদি মুনিগণ, বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুসারে (স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে) মনুষ্যগণের অনুষ্ঠিত যে ধর্ম্ম শ্রীহরির সন্তোষ সাধন করে তাহাই সিদ্ধি অর্থাৎ মুখ্য ফল। ৮৮। ভগবানের সন্তোষের জন্য যখন কর্ম্ম করা যায়, জ্ঞানও তখন কর্ম্মের অধীন থাকে। কেন না উহার সঙ্গে ভক্তিযোগ-সমন্বিত স্মরণ কীর্ত্তনাদি সংযুক্ত থাকে। ভগবৎ শিক্ষা দ্বারা যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম করেন, তাঁহারা চিত্তাকর্ষকের নাম গুণ কীর্ত্তন করেন এবং তাঁহারই অনুসরণ করেন। ৮।২১।২২। শ্রদ্ধা (সত্যনিষ্ঠা), ভগবদ্ভাব-পরিপুষ্ট ধর্ম্মাচরণ, ভগবদ্বিষয় জানিবার জন্য ইচ্ছা, অধ্যাত্মযোগ-নিষ্ঠা, যোগেশ্বরের আরাধনা, পবিত্র পুণ্যশ্লোক হরি-কথা, তামসিক ও রাজসিক বিষয়ে বিতৃষ্ণা, তামসিক ও রাজসিক ভাব উদ্দীপনকারী ভোগ্য-বস্তু গ্রহণ না করা, নির্জ্জন বাসে অভিরুচি, হরিগুণ-কীর্ত্তনরূপ পীযূষপান ব্যতিরেকে আপনাতে আপনি অপরিতোষ, হিংসা পরিত্যাগ, পরমহংসের আচরণ অবলম্বন, স্মৃতিযোগে আত্মানুসন্ধান, মুকুন্দ-চরিত স্মরণেই সুখ, যম (অহিংসা, সত্যবাক্য, অচৌর্য্য), অকাম (বাসনা পরিশূন্যতা), নিয়ম (দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, ঈশ্বর প্রণিধান), ভিন্ন পথাবলম্বীদিগের কুৎসা না করা, প্রাপ্ত ধন রক্ষা নিমিত্ত ও ধনোপার্জ্জনে চেষ্টা না করা, বিবাদ কলহ সহ্য করা, হরিগুণ শ্রবণই কর্ণের ভূষণ করা, ভক্তিতে একান্ত উদ্দীপ্ত থাকা, কার্য্যকারণরূপী অনাত্ম বিষয়ে অনাসক্তি ইত্যাদি দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মে রতি জন্মে। ৮।৮৩ ৮৬।

মূঢ় ব্যক্তি পৃথিবীতলে প্রথমতঃ কুশ বিস্তার করিয়া তদুপরি বৃহৎ পশুবধ করে এবং অভিমানবশতঃ মনে করে আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলাম। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম যে কি তাহা সে জানে না। তবে সে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম কি? যে কর্ম্ম শ্রীহরিকে সন্তোষ দান করে তাহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; এবং যদ্দ্বারা শ্রীহরিতে মতি জন্মে তাহাই বিদ্যা। ৮।৮৯। যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলাভিষেক করিলে তাহাতে সেই বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা প্রশাখা সকলেরই তৃপ্তি হয়, যেরূপ ভোজন করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের পরিতোষ জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবদারাধনাতে সর্ব্ব দেবেরই আরাধনা হইয়া থাকে। ৮।৯১। হে শ্রীহরি, আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মের দাসানুদাস হইয়া স্থিতি করি; মন প্রাণনাথের গুণ স্মরণ করুক, বাক্য তোমার গুণ কীর্ত্তন করুক, এবং শরীর তোমার কর্ম্ম করুক ৮।১০৭। বাণী তোমার গুণানুকথনে, কর্ণ তোমার গুণানুবাদ শ্রবণে, হস্ত তোমার কর্ম্মে, স্মৃতি তোমার শ্রীপাদপদ্মে, মস্তক তোমার নিবাস-ভূত জগৎ প্রণামে এবং আমার দৃষ্টি তোমার তনুস্বরূপ সাধুগণের উপরে সংস্থাপিত থাকুক ৮।১৩০। শরীর, বাক্য, মন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য স্বভাবানুসারে যে যে কর্ম্ম করিবে, তৎসমুদয় পরম পুরুষে সমর্পণ করিবে। ৮।১৪৩। বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মন যখন পারমহংস ধর্ম্মে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তদনন্তর কৈবল্য সম্মত ভক্তিযোগ লাভ হইলে মনুষ্যসন্তান ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনানন্দে কৃতকৃতার্থ হইয়া হরি-কথা-সুধা পান না করিয়া কি থাকিতে পারে? ১২।৩। (ভগবান্ বলিতেছেন) যে সকল মনুষ্য, ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মাত্মক আমার প্রদর্শিত এই পথ পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের সেবা দ্বারা ক্ষুদ্র কর্ম্ম-পরায়ণ হয়, তাহারা সংসারে পতিত হয়। ১২।২৩।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

—•—

বৈদিক সূক্ত।

সপ্তম মণ্ডল, ৮৭ সূক্ত।

বসিষ্ঠ ঋষি, বরুণ দেবতা।

বরুণ কে? যাস্ক বলিতেছেন "বৃঞ্ বরণে। অন্তরিক্ষে উদকমাবৃণোতি।" "নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ্জ রোদসী অন্তরিক্ষং। তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম" (৫-৮৫-৩)। "বরুণ মেঘকে (কবন্ধং) অধোমুখ গর্ত্তযুক্ত করিয়া (নীচীনবারং) ঢালিয়া দিলেন (প্রসসর্জ্জ)। দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষ লোকের উপকারের জন্য। বিশ্ব-ভুবনের রাজা বরুণ তদ্দ্বারা ভূমিকে কর্দ্দমযুক্ত করিলেন। পুরুষ (বৃষ্টিঃ) যেমন যব শস্য ক্ষেত্রে বিস্তার করে (broad-cast) সেইরূপে।" বেদের বরুণ—"বেদা যো বীণাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ।" ১-২৫-৭। "আকাশগামী পাখী কে কখন কোথায় থাকে, তাহা বরুণ জানেন, সমুদ্রের কোন নৌকা কোথায় থাকে, তাহা তিনি জানেন।" "দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কম্ভিতে" (৬-৭০-১) "বরুণের ধারণাশক্তির বলে পৃথিবী এবং আকাশ পৃথকভাবে স্ব স্ব স্থানে ধৃত হইয়া আছে।" পাঠক বলুন, এ বরুণ পরমেশ্বর ভিন্ন কে হইতে পারে? "দ্বৌ-সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ।" (অথর্ব্ববেদ ৪-১৬-২)—"দুই ব্যক্তি গোপনে বসিয়া যে গুপ্ত মন্ত্রণা করে, তাহাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া বিশ্বরাজ বরুণ স্বীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব-বলে তাহা জানেন।" "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুৎমান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" ১-১৬৪-৪৬। "জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিকেই বলা হয় ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ। আকাশস্থ পক্ষিস্বরূপ সূর্য্যও তিনিই। একজনই আছেন; জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই নানাকারে বর্ণনা করেন, যথা,—অগ্নি, যম (সূর্য্য), মাতরিশ্বা (বায়ু)"। পাঠক এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিবেন, ধাতু সকল বাহু অর্থবাচী এবং

তাহা হইতে উৎপন্ন শব্দ সকলও আদিতে বাহ্য বস্তুবাচী ছিল। উপমিতি বলেই শব্দ দ্বারা আধ্যাত্মিক এবং ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। বেদের সময়ে সেরূপ আধ্যাত্মিক শব্দ বিকাশ লাভ করে নাই, যথা—আত্মা শব্দের আদি অর্থ সতত গমনশীল নিশ্বাস বায়ু। আবার বেদের সময়ে মুদ্রাযন্ত্র দূরে থাকুক, লিপি-প্রচলনও ছিল না। লোকের চিত্রপটে উজ্জ্বল ভাবে মুদ্রিত করা ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিবার উপায়ান্তর বেদের সময়ে ছিল না। এজন্য তখন ঈশ্বরকেও পুরুষের আকারে প্রকাশ করিতে ঋষিগণ বাধ্য হইয়াছিলেন। পৌরুষবিধিকৈরঙ্গৈঃ সংস্তুয় স্থ" (যাস্ক ৭-২-৬) !

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

—•—

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী।

প্রিয় বিজয়কৃষ্ণ ও যদুনাথ,

সত্যের জয় হইবেই হইবে, সে জন্য ভাবিত হইও না; ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় ধর্ম্মরাজ্য স্বয়ং রক্ষা করিবেন। তোমাদের নিকটে কেবল এই বিনীত প্রার্থনা, যেন বর্ত্তমান আন্দোলনে তোমাদের হৃদয় দয়াময়ের চরণে স্থির থাকে এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়।

অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমরা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছ, তোমাদের যেন কিছুতে অমঙ্গল না হয়, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক দিন হইতে আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি; এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বলিতে চাও বল, যেরূপ ব্যবহার করিতে চাও কর; কিন্তু দেখো যেন আমার দয়াময় পিতাকে ভুলিও না।

এ আন্দোলন সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার তাহা তিনি জানেন। তিনি তাঁহার সত্য রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাসে আমার প্রাণ। তাঁহার চরণে তাঁহার মধুময় নামে আমার হৃদয় শান্তি লাভ করুক।

মুঙ্গের,
১৪ই কার্ত্তিক, ১৭৯০ শক।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

—•—

(প্রেরিত)

হরিসুন্দর আশ্রম।

প্রাচীন ভারতের আদর্শে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

ব্রহ্মপদ লাভ মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রাচীন ভারতের আশ্রমগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানব জাতির অখণ্ডত্ব স্বীকার এবং দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে মানবের উন্নতি বিধান করা বর্ত্তমান যুগের বিশেষ ভাব। এই আশ্রম উভয় আদর্শ জীবনে পালন করিবার ক্ষেত্র এবং কেন্দ্র হইবে। এই আশ্রমে ধর্ম্মসাধন, লোকসেবা এবং জ্ঞান বিস্তারের জন্য যত্ন করা হইবে।

সাধন—আশ্রমবাসিগণ সমন্বয়ের ধর্ম্ম জীবনে সাধন ও প্রচার করিতে যত্নবান থাকিবেন। যাহা কিছু মানব সমাজে ঐকান্তিক ভেদ উৎপন্ন করে তাহা বর্জ্জিত হইবে। আশ্রমের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত ও সাধন প্রণালী অনুসরণ করিবার অধিকার প্রত্যেকের থাকিবে।

সেবা—আশ্রমবাসিগণ পরস্পরের, প্রতিবাসীর, অতিথির, অনাথ ও আতুরের সেবা পরায়ণ হইবেন।

শিক্ষা—বালক বালিকাদিগের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। এতৎসঙ্গে সাধারণে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিস্তারের ব্যবস্থা করা হইবে।

আশ্রম যথাসম্ভব স্বাবলম্বন নীতিতে পরিচালিত হইবে।

১লা ফাল্গুন, ১৩৩০ সাল, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঠশালা, গ্রন্থাগার, বিধবানিবাস, অনাথাশ্রম, চিকিৎসালয়, প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ ক্রমে স্থাপিত হইবে। প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীকে মাসিক অনুমান ১০ আহারাদি ও শিক্ষার জন্য দিতে হইবে। পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে প্রেরিতব্য।

গোলকুঠী,
ভাগলপুর।

শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু।

পুনঃ—ভাগলপুর জেলায় মন্দর পর্ব্বতের নিকট অতি স্বাস্থ্যকর স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

—০—

নববিধান বিশ্বাস ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের সপ্তম বর্ষের (১৯২৪) কার্য্য-বিবরণ আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। এই বিবরণ পাঠে জানা যায়, জুলাই মাস হইতে আলিপুর লেনস্থ ভবনে এই কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

এই বর্ষে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাধনে ১৬ জন নূতন সভ্য যোগদান করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার এ বৎসরে সভ্য সংখ্যা ১৬ জন ছিল।

মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী, ডাক্তার করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন যথাক্রমে সভাপতি, ধনাধ্যক্ষ এবং সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই বৎসরে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার ৫টী সাধারণ অধিবেশন হয়।

সাহায্য ভাণ্ডার—দুইটী দুঃস্থ ব্রাহ্ম এবং একটী হিন্দু পরিবারকে নিয়মিতরূপে যথাসাধ্য মাসিক সাহায্য করা হইয়াছে।

অন্যান্য কয়েকটী দরিদ্রের সেবা সংসাধিত হইয়াছে।

স্মৃতিভাণ্ডার—এই সভার অন্তর্গত স্মৃতিভাণ্ডারগুলির কার্য্য সাধনে সাধ্যমত চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাদিগের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

এই বৎসরে দুইটী নূতন স্মৃতিভাণ্ডার সংস্থাপিত হইয়াছে।

১। রায় যোগেন্দ্রলাল খাস্তগির বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয় প্রিয় সন্তান প্রশান্তকুমারের স্মরণার্থে একটী স্মৃতিভাণ্ডার সংস্থাপনের জন্য ৫০০৲ টাকা দামের কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। ইহার বাৎসরিক সুদ ৩০৲ টাকা নিম্নলিখিত কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে।

(ক) প্রত্যেক বৎসরের মে মাসের চতুর্দ্দশ তারিখে প্রশান্তকুমারের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে কলিকাতাস্থ নববিধান সমাজের প্রচারকগণের সেবার জন্য ৭৲ টাকা। ঐ দিনে তাঁহাদের দৈনিক উপাসনার সময় প্রশান্তকুমারের জন্য তাঁহারা বিশেষ প্রার্থনা করেন এই ভিক্ষা।

(খ) নববিধান সমাজের অন্তর্গত কলিকাতাস্থ বালকদিগের জন্য নীতি-বিদ্যালয়ে সংস্বভাবের পুরস্কারের জন্য ৫৲ টাকা।

(গ) ব্রাহ্ম অভিভাবকের তত্ত্বাবধানস্থিত একটী অনাথের জন্য ৫৲ টাকা।

(ঘ) কোন দরিদ্র বালকের পাঠ্য পুস্তকের জন্য ৫৲ টাকা।

(ঙ) কোন দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবারের বস্ত্রের জন্য ৮৲ টাকা।

২। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার পিতৃমাতৃ-দেব দেবীগণের (স্বর্গগত মধুসূদন সেন ও মঙ্গলা দেবীর) স্মরণার্থে ৮০০৲ টাকা দামের কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। ইহার ষাণ্মাসিক সুদ প্রত্যেক বৎসরে এপ্রিল (মঙ্গলা দেবীর) এবং ডিসেম্বর মাসের (মধুসূদন সেন) ১০ই তারিখে তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে দরিদ্রদিগকে বস্ত্র দানের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেনও ঐ উদ্দেশ্যে ৮০০৲ টাকা দামের কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন।

৩। কান্তিচন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডার—কান্তিচন্দ্র স্মৃতি নিবাসের নির্ম্মাণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বিগত সাম্বৎসরিকের সময় গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান সমাধা হয়।

৪। প্রতাপচন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডার—পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রদ্ধাস্পদ মজুমদার মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দিনে শান্তিকুটীরস্থ সমাধি সাজাইবার জন্য যৎসামান্য ফুল প্রেরিত হয়। বালকদিগের নীতি-বিদ্যালয়ে সাহায্যার্থ ২৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

৫। মঙ্গলাদেবী স্মৃতি ভাণ্ডার—১৯২৩ এবং ১৯২৪ সালের রচনা পুরস্কার কুমারী শোভা সেন ও কুমারী সরযূ চৌধুরী পাইয়াছে। অধ্যাপক জিতেন্দ্রমোহন সেন দুই বৎসরই অনুগ্রহপূর্ব্বক পরীক্ষকের কার্য্য করেন।

৬। সরলাসুন্দরী খাস্তগির স্মৃতি-ভাণ্ডার—স্বর্গারোহণের দিন স্মরণার্থে নিয়মিত অর্থ দান করা হইয়াছে।

৭। কালীনাথ বসু স্মৃতি-ভাণ্ডার—কেশব একাডেমীর ৩টী ছাত্র এই ভাণ্ডার হইতে নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য পাইয়াছে।

৮। গোপীনাথ সেন স্মৃতি-ভাণ্ডার—শ্রদ্ধাস্পদ গোপীনাথ সেন মহাশয়ের স্মরণার্থে প্রতিষ্ঠিত পুস্তকাগার ও পাঠাগারের গৃহ নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে।

৯। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন স্মৃতি-ভাণ্ডার—বালিকাদিগের নীতি-বিদ্যালয়ে ২৫৲ টাকা সাহায্য দান করা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়ের বিবরণ—ভগবানের আশীর্ব্বাদে এবং জনসাধারণের অনুকম্পায় বিশ্বাস ভাণ্ডারের আয় ব্যয় সন্তোষজনক হইয়াছে।

কার্য্যসফলতার জন্য সাহায্যকারীদিগকে ধন্যবাদ এবং মণ্ডলীর সেবা সাধনে সকলকে সাবনয় আহ্বান করা হইয়াছে। ঈশ্বর এই ভাণ্ডারের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি বিধান করুন এবং উদ্যোগকারী ও নেতাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

শোক-সংবাদ।

"দেশবন্ধু" শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ।

বঙ্গের আর এক সুবিখ্যাত স্বদেশ-সেবক দেশবন্ধু অকালে পরলোক গমন করিলেন। যদিও রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে আলোচনা করা ধর্ম্মতত্ত্বের বিষয় নয়, কিন্তু মানবীয় মহত্ত্ব, দেশহিতৈষণা এবং কর্ম্মবীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিতে আমরা সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষিত; বিশেষতঃ পরলোকগত আত্মার সম্মান করা আমাদিগের যুগধর্ম্ম বিধানের এক বিশেষ সাধনা। তাই এই বঙ্গদেশের চিরবরেণ্য শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে আমরা যথার্থই নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি। তাঁহার পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতি এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। যদিও চিত্তরঞ্জনের শেষে ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে মতের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জীবনের মহা পরিবর্ত্তন, আইনানুসারে পরিশোধ-যোগ্য না হইলেও পিতার সে ঋণ পরিশোধ করণ, অমানুষিক আত্মত্যাগ, মুক্তহস্তে দরিদ্র সেবা, আন্তরিক দেশানুরাগ, কলিকাতার মেয়র পদের কার্য্যদক্ষতা এবং স্বদেশের কল্যাণার্থ সর্ব্বস্ব দান দ্বারা তিনি যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সে মহত্ত্ব নিশ্চয়ই দেবদত্ত। এমন দেবদত্ত-গুণসম্পন্ন ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুতে বঙ্গভূমি যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তজ্জন্য বঙ্গমাতার সকল সন্তানের সহিত আমরা প্রাণগত শোক-বেদনা অনুভব করিতেছি। প্রার্থনা করি, বিধানজননী তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গে স্থান দান করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত সহধর্ম্মিণী, সন্তান সন্ততি পরিজনবর্গ এবং দেশবাসিগণকে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন। তাঁহার পরিবর্ত্তিত জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত পার্থিব স্বার্থান্ধ জনগণকে পরার্থপরতায় প্রণোদিত করুক।

শোকার্ত্তের সান্ত্বনা।

গত (১৬ই জুন) ২রা আষাঢ়, হিমালয়ের দার্জ্জিলিং শিখরে দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের আকস্মিক দেহত্যাগের হৃদয়বিদারক সংবাদ পাইয়ে আমরা যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছি। ৩রা আষাঢ় নববিধান প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে ভাই প্রমথলাল সেন এবং বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক তাঁহার আত্মার কল্যাণ ও তাঁর পরিবারবর্গের এবং দেশবাসীর প্রাণে সান্ত্বনার জন্য প্রার্থনা করেন। ৪ঠা আষাঢ় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন ও দেশবন্ধুর শব দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য কোন কোন আশ্রমবাসী শিয়ালদহ ও হ্যারিসন রোড হইতে প্রসেসনে যোগদান ও শবের উপর পুষ্প-বর্ষণে অসংখ্য জনমণ্ডলীর সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশেষ ভাবে ১৯শে জুন প্রচারাশ্রমের প্রাতঃকালীন উপাসনার কার্য্য অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ প্রচারক ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয় সম্পন্ন করেন। তিনি স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া মা বিধানজননীর পূজা অর্চ্চনায় বর্ত্তমান সময়ে দেশবন্ধুর দ্বারা মা বিধানজননী এ দেশের সেবা কেমন আশ্চর্য্য ভাবে করাইলেন, তাহাই বিবৃত করিয়া সহযোগী উপাসকদিগকেও স্বর্গীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। আরাধনান্তে আজও ভাই প্রমথলাল ব্যক্তিগত প্রার্থনাতে বিশেষ ভাবে চিত্তরঞ্জনের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর পরিবারবর্গের ও দেশের কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ প্রচারক মহাশয় যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মা, তুমি চিরবসন্তের রাণী। তোমার রাজ্যে অনন্ত নব বসন্ত। সেখানে অন্য কোন ঋতু নাই, সেখানে তোমার সন্তান-গণ এক-প্রাণ হইয়া তোমার সঙ্গে সুমধুর প্রেমালাপ করিতেছেন. এবং তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া যাইতেছেন। তোমার একটি কন্যা তাঁহার সখীকে বলিয়াছিলেন, "বাহিরের বসন্তের শোভা দেখিতে আর আমার ইচ্ছা নাই, আমার অন্তরের মধ্যে যিনি কোটি কোটি বসন্তের রাজা তাঁহার অরূপ রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ রহিয়াছি।" তোমার একটি ছেলে কোন সুন্দরীর মুখশ্রী দেখিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। তাঁর পরিচিত কোন মহিলা তজ্জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন, সেই সাধু পুরুষ (হাফেজ) উক্ত প্রবীণাকে বলিলেন, "ঐ নারীর মুখ দেখিয়া আমি অশ্রুবর্ষণ করি নাই। কিন্তু যে সুন্দর ঈশ্বর ঐরূপ মুখশ্রী রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শনে আমার অশ্রুপাত হইয়াছে।" যাহারা বহির্ম্মুখী তাহারা বাহিরের রূপ দেখিয়া প্রলুব্ধ হয়, কিন্তু যাঁহারা অন্তর্দর্শী তাঁহারা স্বীয় অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের অপরূপ রূপ দেখিতে পান। মা জননী! এই দেবালয়ে আজ তোমার কাছে একটী ভাই প্রার্থনা করিলেন নিজের অন্তরে তোমার স্বর্গরাজ্য দর্শন করিয়া যাহাতে তাঁহার জীবন ধন্য হয়।

দেশবন্ধু মান্যবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ দেহত্যাগ করিয়া তোমার অতীন্দ্রিয় অমৃতধামে গমন করিয়াছেন, তাঁহার শোকার্ত্তা পত্নী দেবী বাসন্তী তোমারই কন্যা, তাঁহার অন্তরে কৃপা করিয়া তোমার চির বসন্তের রাজ্য প্রকাশ কর। তোমার বিধানবিশ্বাসী-দিগকে সহস্রাধিকবার তোমার চির বসন্তের রাজ্য দেখাইয়াছ, তোমার কন্যা দেবী বাসন্তীকেও তোমার শুভমুহূর্ত্তে একদিন সেই রাজ্যে লইয়া যাইবে। তুমি অতি স্পষ্টরূপে বলিতেছ, "যমালয় অথবা মৃত্যু কেবল মানুষের কল্পনা।" তোমার প্রত্যেক সন্তান তোমার বরে অমর হইবে অথবা অমৃতের অধিকারী বা অধিকারিণী হইবে। ভারতবর্ষে তোমার বিশ্বাসী পুত্র কন্যাগণ, পৃথিবীর রাজ্য সাম্রাজ্যকে তুচ্ছ করিয়াছেন। তোমার কন্যা দেবী মৈত্রেয়ী, তাঁহার প্রিয়তম স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "যাহাতে আমি অমর হইতে না পারি সেই রাজ্য লইয়া আমি কি করিব, যাহাতে আমি অমর হইতে পারি আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সেই পথ প্রদর্শন করুন।" নচিকেতাও সংযমীদিগের রাজ্য এবং আচার্য্যকে বলিয়াছিলেন, "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি সেই রাজ্যের রাজা হইতে কামনা করি না। আপনি আমাকে দয়া করিয়া সেই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিন যাহাতে আমি অমৃতের অধিকারী হইতে পারি।"

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

সংবাদ।

সাম্বৎসরিক—গত ১৪ই জুন, রায় সাহেব বিপিনমোহন সেহানবিশের সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার [illegible] ৩৫।১ পোলিস হাসপাতাল রোড ভবনে ভাই অ[illegible]কুমার [illegible] উপাসনা করেন।

১৪ই জুন, রবিবার, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর বাসায় তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণার সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনার কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে দেবেন্দ্র বাবু ১৲ টাকা প্রচার ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই জুন, প্রাতে স্বর্গীয় শ্রীমৎ গোপালচন্দ্র বসুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের ভবনে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভাই প্রমথলাল সেন করেন, এবং শ্রীমতী ভক্তিমতি মিত্র ও শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় কাতর প্রার্থনা করেন। শ্রীগোপালচন্দ্র স্বর্গীয় ভাই অমৃতলাল বসুর কনিষ্ঠ সহোদর, তিনি যৌবনে বিপত্নীক হইয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ও নববিধানে অটল নিষ্ঠাযুক্ত থাকিয়া জ্যেষ্ঠের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। অগ্রজ সঙ্গে মা বিধান-জননীর অমর পরিবারে তাঁহার দিব্য আত্মা ধন্য হউন।

গত ২২শে জুন, ৮ই আষাঢ়, বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই

প্রিয়নাথের ভক্তিভাজনীয়া মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে প্রাতঃ সন্ধ্যা বিশেষ উপাসনা হয়। প্রাতে ভাই প্রিয়নাথই উপাসনা করেন এবং ভ্রাতা অখিলচন্দ্র ও ভ্রাতা রসিকলাল রায় প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যার সময় ভাই প্রিয়নাথের সহিত ভ্রাতা অখিলচন্দ্র, ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী ও ভ্রাতা রসিকলাল রায় মিলিত ভাবে উপাসনা প্রার্থনা পাঠাদি ও মাতৃপ্রসাদ ভোজন করেন। পরদিন কয়েকজন দীন দরিদ্রকেও ভোজন করান হয়।

গত ২২শে জুন, ৩২।১ গোবিন্দ হাসপাতাল রোডে, স্বর্গীয় শরৎকুমার দত্তের প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে, প্রাতে ভাই প্রমথলাল সেন, সন্ধ্যায় অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। প্রচার-ভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ২৩শে জুন, মঙ্গলবার, গড়পার রোডে শ্রীমান্ খড়্গসিংহ ঘোষ, শ্রীমান্ প্রেমাদিত্য ঘোষ ও শ্রীমান্ সূর্য্যচন্দ্র ঘোষের আহ্বানে তাঁহাদের স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই স্বর্গগতা দেবী আমাদের প্রাচীন বন্ধু নববিধান বিশ্বাসী স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী। উপাসনা-নিষ্ঠা ও সেবা-নিষ্ঠার জন্য এই স্বর্গগতা মহিলার জীবন বিশেষ স্মরণীয়।

গত ২৫শে জুন, ১নং গিরিশ বিদ্যারত্নের লেনে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের মাতৃদেবীর প্রথম সাম্বৎসরিক দিনে প্রাতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস, সন্ধ্যায় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনাদি করিয়াছেন। প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

সেবা—গত ১৪ই জুন, রবিবার ও ২১শে জুন, রবিবার, সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। বিশ্বাত্মক সেবা লইয়া, বিশেষ ভাবে ভারতকে প্রাণে লইয়া ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা কেমন জীবন্ত হয়, ধর্ম্মজীবনেরও একটা স্বার্থ গণ্ডি আছে, সেই স্বার্থ গণ্ডি মুক্ত হইয়া জীবন কেমন সার্ব্বভৌমিক হয় প্রশস্ত হয়, উন্নত হয় ১৪ই তারিখের উপাসনার আত্ম-নিবেদনে বিশেষ ভাবে ইহাই বিবৃত হয়। ২১শে জুনের উপাসনায় আত্ম-নিবেদনের মর্ম্ম এই ঃ—নববিধানের জীবন দিয়া নববিধানের উপাসনা দিয়া, নববিধানের ধর্ম্ম দিয়া, ভারতের এই দুঃখ, দৈন্যের দিনে নববিধান বিশ্বাসিগণ মাতৃভূমির সেবা করুন। দেশের নামে যে ভাল কার্য্যই আরম্ভ করা যাউক তাহাতেই স্বর্গের আশীর্ব্বাদ অবতীর্ণ হয়। মনে, প্রাণে, হৃদয়ে, আত্মাতে এক গুণ বল শত সহস্রগুণে পরিণত হয়। এ সময়ে দেশের লোক নানা ভাবে নানা পথে, দলবদ্ধ হইয়া দেশের সেবায় লাগিয়া পড়িয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। নববিধান মণ্ডলী কি এখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? এ সময় দেশের নামে নববিধান মণ্ডলী সকল প্রকার বিবাদ, বিচ্ছেদ ভুলিয়া প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হউন। বাহিরের ঐশ্বর্য্য আমাদের নাই, আমরা বাহিরের ধন ঐশ্বর্য্য দিয়া দেশের সেবা করিতে পারিব না। মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার তাহাও উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম্মধন, ব্রহ্মধন আমাদের সম্বল। সেই ধন উপার্জ্জন করিয়া, সেই ধন বিলাইয়া আমরা বঙ্গদেশকে ভারতকে ধনী করিতে কৃতসঙ্কল্প হই। দেশবন্ধু একজন চলিয়া গেলেন, হরিবন্ধু দেশের জন্য রহিয়াছেন। তাঁহারই প্রতি ভাল করিয়া আমরা আশা ভরসা স্থাপন করি। দেশের জন ভারতের মন তাঁহারই দিকে আকর্ষণ করি। এ শুভ কার্য্যে স্বয়ং হরি আমাদের সহায়।

শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন এখন দেরাদুনে বাস করিতেছেন। সেখানে প্রতি রবিবার রাত্রিতে সামাজিক উপাসনার কার্য্য প্রায় তাঁহাকেই করিতে হয়। গত ৫ই জুন পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার পৌত্রী, শ্রীমান জ্যোতিলাল সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে তাঁহার অন্য একটী পৌত্রী, শ্রীমান জ্যোতিলালের দ্বিতীয় কন্যার বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে উপাসনা করেন। ১২ই হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত তিনি মুসৌরি পাহাড়ে শ্রদ্ধেয় ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের জামাতা আশুতোষের অনুরোধে তাঁহারই বাটীতে বাস করেন। ১২ই অপরাহ্নে বিপত্নীক শ্রীমান আশুতোষকে ও মাতৃহীনা তাঁহার সন্তানদিগকে লইয়া ভাই বিহারীলাল সেন বিশেষ উপাসনা করেন। আশুতোষের কনিষ্ঠা ভগ্নীও যোগ দিয়াছিলেন। এখানে স্থিতি-কালে প্রতিদিন তিনি ইহাদিগকে লইয়া প্রাতে উপাসনা করেন। ১৪ই জুন, রবিবার রাত্রিতে তিনি সামাজিক উপাসনা করেন। জীবন্ত ঈশ্বর জীবাত্মাকে স্পর্শ করিয়া সর্ব্বদা রহিয়াছেন সেই স্পর্শ সকলের অনুভব করিতে হইবে, এইটী উপাসনা, উপদেশ ও প্রার্থনাদিতে প্রকাশিত হয়। মুসৌরিতে অবস্থান কালে প্রতি সন্ধ্যায় সঙ্গীত প্রার্থনা হইয়াছে। ১৫ই জুন উপাসনায় প্রকাশ, যেমন বিনা তারে তারের খবর চলিতেছে, তেমনই বিনা অবলম্বনে অমরধামের অমরাআদিগের ভিতর দিয়া স্বর্গের সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য পৃথিবীর জীবাত্মাদের ভিতর প্রবাহিত হয়, ইহা ব্রহ্মকৃপায় জানা যায় মাত্র।

সুনীতি-বিদ্যালয়—বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে এখন প্রতি রবিবার প্রাতে ৭টায় ব্রহ্মানন্দ সুনীতি-বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইতেছে। স্থানীয় ব্রাহ্ম পরিবার কয়েকটীর শিশুগণ নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইয়া নীতি শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। ভাই প্রিয়নাথের অনুপস্থিতে ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা দেন। আপাততঃ বর্ষার দুই মাস নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিশুগণের নিজ নিজ গৃহে সুনীতি-বিদ্যালয় হইবে স্থির হইয়াছে।

ধর্ম্মালোচনা—নববিধান তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদকের নামে লেখেন, আমরা আনন্দের সহিত যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

বিনীত নিবেদন—দেখিতে দেখিতে বর্ত্তমান বৎসরের ৬ ছয় মাস অতীত হইতে চলিল। মাঘ মাস হইতেই ধর্ম্মতত্ত্বের বৎসর গণনা হয়। আমাদের গ্রাহক মহাশয়গণ বর্ত্তমান বর্ষের মূল্য এবং যাঁরা ৪।৫ বৎসর মূল্য দেন নাই তাঁদের বাকি মূল্য অচিরে প্রেরণ করিলে, আমরা অত্যন্ত অনুগৃহীত ও উপকৃত হইব। দুঃখের বিষয় গ্রাহকগণের নিকট প্রায় ৬০০৲ ছয় শত টাকা বাকি পড়িয়াছে। গ্রাহক মহাশয়দিগের অর্থ সাহায্যের উপরই ধর্ম্মতত্ত্বের পরিচালনা নির্ভর করে। তাঁহারা এ সম্বন্ধে উপেক্ষা করিলে কেমনে ইহা পরিচালিত হইবে, এ বিষয় গ্রাহক মহাশয়গণ চিন্তা করিয়া আপনাপন দেয় অর্থ দান করেন ইহাই তাঁহাদিগের নিকট কাতর প্রার্থনা।

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়
কার্য্য-সম্পাদক।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্‌।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্‌॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্‌।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ। 17th JULY, 1925. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩্‌।

প্রার্থনা।

মা, তুমি আমাদিগের জীবন্ত মা। আমরা মৃত দেবতা, মৃত মা মানি না। যিনি জীবন্ত লীলাময়ী হইয়া আপন শক্তি প্রভাবে সন্তান প্রসব করেন, সেই মা ত তুমি। তুমিই স্বয়ং জ্ঞানময়ী হইয়া সন্তানকে জ্ঞান দাও, তাহাকে সজ্ঞানে সচৈতন্যে তোমাকে দেখিয়া শুনিয়া অনন্ত জীবনের পথে পরিচালিত হইতে সক্ষম কর। নিজ স্নেহগুণে লালন পালন করিয়া, তুমিই যে সন্তানের সর্ব্বস্ব, তাহাই উপলব্ধি করাও। তোমার মনের মত করিয়া সন্তানের জীবনকে পাপমুক্ত জীবন্মুক্ত কর ও নবজীবন দানে ধন্য কর, এবং তদ্দ্বারা তাহাকে তুমি তোমারই আনন্দ—নিত্য আনন্দ সম্ভোগের অধিকারী কর। এমন মা তুমি থাকিতে কেন তবে আমরা অসত্য জীবন যাপন করিব, কেন আমরা অজ্ঞান অন্ধকারে পড়িয়া থাকিব, এবং কেন আমরা পাপ-আমিত্ব-হত মৃত হইব? তুমি তোমার আত্মস্বরূপ জীবন্তরূপে প্রকাশিত করিয়া এই অসত্যকে সৎ কর, এই অজ্ঞানকে জ্ঞান দাও, এই মৃত জনকে নবজীবন দাও, সর্ব্বদা নিজ অপার দয়াগুণে আমাদিগকে তুমিই রক্ষা কর। তুমি যে আমাদের জীবন্ত মা আছ, আমরা মাতৃহীন নই, যেন আমরা ইহা দেখি এবং জীবন দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে দয়াময় ঈশ্বর, সমস্ত নিস্তেজ মানুষগুলো যেন জড় পাথরের মত পড়িয়া আছে, নড়ে না চড়ে না। এখনকার সময় তেজস্বী হইতে হইবে। যাহারা ঘুমায়, তাহারা বিধানের লোক নয়। বিধানের লোক সর্ব্বদা জাগিয়া থাকে। মানুষেরা নিজের মনে মরে, নিজের মনে বাঁচে। যদি বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া দেখে এখনই দেখিতে পাইবে নূতন রাজ্য।

হে হরি, আমাদের এখন ঘুমালে চলিবে না, তোমার সন্তানদের নববিধানের একটা কীর্ত্তি রাখিতে হইবে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইতে হইবে। যিনি ঈশ্বরের মহিমাকে খর্ব্ব করিবেন তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ ধরিয়া কয়েদ করিবে। হে দয়াময়, আমাদের খুব বিশ্বাসী ও উৎসাহী কর, আনন্দে তোমার কার্য্য করিয়া সুখী ও সুস্থ হই।—"জাগ্রতজীবন" —দৈঃ, প্রাঃ, ৮ম।

নববিধান—জীবন্ত মার বিধান, বিধান-বিশ্বাসী মার কোলের শিশু।

নববিধানের প্রমাণ জাগ্রত জীবন। আমরা মৃত দেবতা মানি না, কল্পনার পূজা করি না। আমাদিগের ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। এই জীবন্ত ঈশ্বর, মৃতকে সঞ্জীবিত করেন, অজ্ঞানকে সজ্ঞানে সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে পরিচালন করেন। মৃতভাবে জড়ভাবে আলস্যে অসার অকর্ম্মণ্যভাবে জীবন কাটাইতে দেন না। যখনই আলস্য নিদ্রা জড়ভাব মৃতভাব আসে, তখনই তিনি আপন মহাশক্তিবলে নানা [illegible] জাগ্রত করিয়া তুলেন। ইহাঁর প্রভাবে কাহারও মোহ-ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবার উপায় নাই।

সংসারের যাবতীয় ঘটনার মধ্যে আমরা "আমি" "আমার" বলিয়া মোহের বশে যখনই আত্মহারা হই বা অহঙ্কারে স্ফীত হই, আমাদিগের জীবন্ত মা তখনই নিজ দয়াগুণে আমাদিগকে সকল প্রকার আমিত্ব-মুক্ত করেন এবং তাঁহারই সন্তানত্ব দানে ধন্য করেন।

নববিধানের শক্তি জীবন্ত শক্তি। এই শক্তি অগ্নিময়ী, ইহার প্রভাবে জীবন নিত্য অগ্নিময় তেজে তেজস্বী হয়, জীবন্ত উৎসাহে উৎসাহিত হয়। আত্মা জীবন্ত প্রত্যাদেশে প্রত্যাদিষ্ট হয়। পাপ দুর্ব্বলতা শীতলতা মনে তিষ্ঠিতে পারে না।

পাপ মন বিবেকের দংশনে সর্ব্বক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করে। মন কোন মতে পাপ দুর্নীতি চিন্তাতেও পোষণ করিতে সক্ষম হয় না। দুষ্মতি দুর্ব্বুদ্ধি নীচ কামনা বাসনা যখনই মনকে অধিকার করিতে আসে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে যেমন অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, প্রবল ঝটিকায় যেমন আকাশের মেঘ উড়িয়া যায়, তেমনি কি এক অলৌকিক স্বর্গীয় শক্তি আসিয়া মনের সকল প্রকার অন্ধতা ও অন্ধকার দূর করিয়া দেয় এবং পাপ-প্রবণতা মহাবলে তিরোহিত করিয়া থাকে।

সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন বা নানা প্রকার কর্ম্ম-ধর্ম্মও আমাদের মনে অহংভাব উদ্দীপন করিতে পারে না, কেন না কর্ম্ম কার্য্যে সেই এক মহাশক্তির বলই যে তাহা সংসাধনে সক্ষম করিয়া থাকে। যেখানে সে মহাবলের অনুভূতি না হয় সেখানে জীবনের পতন অবশ্যম্ভাবী, সেখানে আত্মশক্তির অক্ষমতা প্রতিপাদন করিয়া অনুতাপানলে মনকে দগ্ধ করে এবং আত্মাকে নিতান্ত দীনহীন-ভাবাপন্ন করিয়া থাকে। তখন কর্ম্ম-ধর্ম্মের যাহা কিছু গৌরব, তাহা যে ঈশ্বরেরই, ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইয়া কর্ম্মসাধনে জয়যুক্ত করে।

সংসারে যাহাকে হীন কার্য্য বলে, সংসারে যাহা অস্পৃশ্য বলিয়া সাধু সাধকদিগের নিকট পরিচিত, তাহাদেরও ভিতর দিয়া নববিধান-জননী আত্মাকে বিচিত্র অভিজ্ঞানে অভিজ্ঞাত করাইয়া থাকেন এবং রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য, মান অপমান, আহার অনাহার, সুখ সৌভাগ্য, সুস্থতা অসুস্থতা, জরা মৃত্যু ইত্যাদি সকল অবস্থার আস্বাদ দিয়া তিনি মানব সন্তানকে তাঁহার মনের মত গঠিত করেন।

পার্থিব রাজসিংহাসনের জন্য যিনি অভীষ্ট, তাঁহাকে যেমন পৃথিবীর যাবতীয় বিভাগের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইতে হয়, তেমনি আমাদিগের বিধান-জননীও আমাদিগকে এই বিশ্বরূপ বিদ্যালয়ে আনিয়া সর্ব্বপ্রকার অবস্থার অভিজ্ঞতা দিয়া কেবলই আমাদিগকে তাঁহার ক্রোড়রূপ সিংহাসনের উপযুক্ত করিতেছেন এবং আপনার কোলের শিশু বলিয়া গ্রহণ ও স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন।

নববিধান-বিশ্বাসী যে,—মার কোলের শিশু সে। তাহার "আমি আমার" যাহা কিছু, সকলই মার,—তাহার আপনার বলিতে কিছুই নাই।

তাই যদি আমরা নববিধানে বিশ্বাসী হই, আমাদিগকে বিশ্বস্ত-চিত্তে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদিগের আমিত্ব স্বামিত্ব কিছুই নাই। যদি থাকে, তাহা থাকিবে না। তাহা মা স্বয়ং দমন করিয়া, মা যেমন শিশুকে নিরাশ্রয় করিয়াই জন্ম দেন এবং স্বয়ং শিশুর সকল ভার লইয়া স্তন্যদানে পুষ্ট করেন, স্বহস্তে ময়লা ধৌত করেন, রোগে ঔষধ দান করেন, ক্ষুধায় অন্ন আহার করান বা মধুপান করান, স্বয়ং আদরে লালন পালন করেন, তাহাকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া চলি চলি পা পা করিয়া চলান ফেরান সেইরূপ বিধানজননীও যখন যেমন ভাবে পরিচালন করিতে চান তেমনি করেন। ইহাই নববিধান জীবনের নিয়তি ও পরিণতি।

আমরা যখনই নববিধানে বিশ্বাস স্থাপন করি, তখনই আমাদিগের আমিত্ব মার চরণে বলিদান করিতে বাধ্য হই এবং জীবন্ত মার প্রভাবাধানে পতিত হই। লোকে কথায় বলে, যাহাকে ভূতে পায় তাহাতে আর সে থাকে না, ভূত তাহাকে অধিকৃত করিয়া যেমন কার্য্য

করায়, কথা বলায়, নাচায় গাওয়ায় সে তেমনি করে। নববিধান বিশ্বাসীর অবস্থাও ঠিক তাই। নববিধান-বিশ্বাসী পবিত্রাত্মারূপিণী জীবন্ত মার হস্তে আত্ম-সমর্পিত, তাঁহারই দ্বারা ধৃত অধিকৃত পরিচালিত ও রক্ষিত। ইহাই যেন আমরা জীবন দ্বারা সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হইয়া নববিধান সপ্রমাণ করিতে পারি।

—•—

মা।

মা নাম, মা শব্দ, শিশুমুখ-বিনিঃসৃত আদি শব্দ। বেদ যদি স্বয়ং ব্রহ্মবাণী হয়, মা ধ্বনিও ব্রহ্মবাণী। দেব-শিশুমুখ দিয়া এ ধ্বনি ব্রহ্ম স্বয়ং নিনাদিত করেন। মা ধ্বনি শিশু-রসনায় তিনিই সঞ্চার করেন, এবং তিনিই ইহা উচ্চারণ করাইয়া ধন্য করেন।

মানব জাতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় আপনাপন বাক্য উচ্চারণ করেন। কিন্তু সকল ভাষার আদি নাম,—মা নাম, একই শব্দে উচ্চারিত। এবং কেবল মানব কেন সকল জীব জন্তু পশু পক্ষীই নিজ নিজ স্বরে নিজ নিজ সুরে ঐ একই মা শব্দে যেন সকল শব্দ যোজনা করিয়া উহা ঝঙ্কার করিয়া থাকে ও তদ্দ্বারা পরস্পরের সহিত ভাবের আদান প্রদান করে। তাহারা ঐ এক মা শব্দ বিনা আপনাপন সুর স্বর ব্যক্ত করিবার আর অন্য শব্দই ত জানে না।

তাহাদের যেমন, মানব শিশুরও তেমনই মা শব্দ বিনা আপন মনোভাব ব্যক্ত করিবার আর কি আছে? সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, শয়নে স্বপনে, শিশু মা বই ত আর কিছুই জানে না, মা বই আর কাহাকেও ত চায় না। মাই শিশুর সর্ব্বস্ব।

মাকেই শিশু সব চায়, মাকে পাইলেই শিশু যা চায় সবই পায়।

মাই তার জন্মদায়িনী, মাই শিশু-প্রসবিনী, মাই স্তন্যদায়িনী, মাই জ্ঞানদায়িনী, মাই প্রতিপালনকারিণী এবং এ জীবনরক্ষিণী মা বই আর কে! তাই মাতৃ-মূর্ত্তিতে সর্ব্বশক্তিই প্রতিফলিত। মা সেই আদ্যাশক্তিরই শক্তি, সেই মহাশক্তিরই প্রতিমা। এই ধরিত্রী পৃথিবী ত মা-টাতেই গঠিত, পৃথিবীতে তাই মা-টাই ত আমাদের সব।

মাকে মা বলিয়াই আমরা জগন্মাতাকে মা বলিতে শিখি। মাকে দেখিয়াই সে মাকে দেখিতে চিনিতে জানিতে পারি। তাই ত আমাদের জগন্মাতা আত্মরূপে মাতৃরূপ বিকশিত করেন। মার সত্তায় আদ্যাশক্তি, মার জ্ঞানে জ্ঞানস্বরূপিণী, মার অহৈতুক স্নেহে প্রেমে ত্যাগে সেবায় প্রেমময়ীর মহাপ্রেম। মার রূপে, মার নামে, মার প্রভাবে স্বর্গের পুণ্য, মার জ্যোতিতে সেই আনন্দময়ী শান্তি সুখদায়িনীর অমিয় উদ্ভাসিত। তবে এ মাতে সে মাতে যে অভেদ, তাহা কেমনে অস্বীকার করিব।

তাই মার ভিতরে সেই মাকেই দেখি, সেই মা তেই আমাদের মাকে দেখিয়া ধন্য হই।

মার গর্ভে শিশুরই জন্ম হয়—যে শিশু স্বর্গের প্রতিমা। মাতৃগর্ভ হইতে কখনও বৃদ্ধ প্রসূত হয় না। তাই মাতৃ-সন্তান যে—চিরশিশু সে। মা মা বলিয়া, মার নাম করিয়া, মার পূজায় যেন মার শিশু হইয়াই থাকি, মা, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আত্ম-বলিদান।

আত্মধর্ম্ম ত্যাগ না করিলে ব্রহ্ম লাভ হয় না, ব্রহ্ম-সন্তান ভাইকে ত পাওয়া যায় না। পিতাকেই চাও, পুত্রকেই চাও, আপনাকে বলি দাও।

—

মুক্তিলাভের উপায় কি?

আমরা আমাদিগের অহংকৃত, স্বার্থপর, ঈশ্বর-ইচ্ছাবিরোধী স্বাধীনতা একেবারে ত্যাগ করিয়া সাধন বলে পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তিবলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপন ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিলেই তবে মুক্তিলাভ করিতে পারি, নতুবা অন্য উপায় নাই।

—

চিন্তা ও জীবন।

শাস্ত্রকার বলেন "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" যাহার যেমন ভাবনা সিদ্ধিও তাহার তেমনি হয়। বাস্তবিক আমরা যখন যেমন চিন্তা করি, আমাদের জীবনও তেমনি হয়। যদি আমরা সর্ব্বদা সংসার ভাবি, তাহা হইলে সংসার আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে, আর যদি আমরা স্বর্গের চিন্তা করি আমাদের জীবনও স্বর্গীয় হয়।

—

বিশ্বাসের পুরস্কার।

যাঁহারা ঈশ্বরের সেবা করেন এবং খাঁটী ধর্ম্মপালনে নিরত তাঁহারা প্রায়ই সাধারণের বিরাগভাজন হন। তাঁহারা বিশ্বাসে প্রেমে যত উন্মত্ত হন, ততই তাঁহারা লোকের নিকট ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হন। বন্ধুগণ-কর্ত্তৃকও তাঁহারা ক্রমে পরিত্যক্ত হন। শেষে তাঁহাদিগকে ক্রুশোপরি বা বিষপানে বা দাবানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রকৃত বিশ্বাসের ইহাই পুরস্কার।

—

ব্রহ্মদর্শন।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সকল স্থান, সকল অবস্থা, সকল বস্তু পূর্ণ করিয়াই তিনি রহিয়াছেন। তবে কেন আমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারি না? সূর্য্য আকাশে উদিত থাকিলেও, মেঘ যেমন সময়ে সময়ে তাহাকে ঢাকিয়া রাখে, তেমনি আমাদের মনের অবিশ্বাস-মেঘ ব্রহ্মের মুখ আবরণ করে, তাঁহাকে দেখিতে দেয় না। মেঘ কাটিয়া গেলেই যেমন সূর্য্য স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি মন অবিশ্বাস-মেঘ মুক্ত হইলেই এই সর্ব্বময় ঈশ্বর যে সম্মুখেই আছেন ইহা দেখিতে পায়। তাঁহাকে দেখা যেমন সহজ এমন আর কিছুই নয়। "এই তুমি" বলিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাই। তবে তিনি সম্মুখে থাকলেও তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান উজ্জ্বল নয় বলিয়া তাঁহাকে দেখি না। যেমন একবার আমাদের সম্মুখ দিয়া কোন সাধুপুরুষ চলিয়া যান, তাঁহার নাম জানিতাম, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতাম না; তাই তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলাম না। যখন পরিচয় পাইলাম, পরে যখনই দেখিতাম তখনই চিনিতে পারিতাম। তেমনি সাধন দ্বারা ব্রহ্মের পরিচয় পাইলেই আমরা তাঁহাকে যখন দেখি তখনই চিনিতে পারি। চক্ষুর পীড়ার দোষেও বস্তু দেখিলেও চিনিতে পারি না, পীড়া নিবারণ হইলেই স্পষ্ট দেখিতে পাই। মনের পাপ রোগও চক্ষের রোগের ন্যায়, বিশ্বাস অঞ্জনে এই রোগ আরোগ্য হইলেই ব্রহ্মদর্শন সহজ হয়। সূর্য্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে সম্মুখের বস্তুও অন্ধকার দেখায়, সংসার দেখিয়া দেখিয়া আমাদের চক্ষু ঝলসাইয়া যায়, তাই ত সম্মুখস্থ ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। সংসার হইতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেই অন্তরে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হন।

ধর্ম্মপদ।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে?

এক শিষ্য ভগবান্ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, মাতৃগর্ভে ত কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, তবে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। গৌতম বলিলেন;—

যে ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ, নির্দ্দোষ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, এবং সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

সূর্য্য দিবসে উজ্জ্বল, চন্দ্রমা রজনীতে স্নিগ্ধকর, যোদ্ধা বর্ম্ম-ধারণে তেজস্বী, ব্রাহ্মণ ধ্যানে সমুজ্জ্বল, কিন্তু বুদ্ধ দিন যামিনী সকল সময়েই অত্যুজ্জ্বল প্রভায় দীপ্যমান।

যে সকল প্রকার বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যে কদাপি ভীত হয় না, এবং নিয়ত স্বাধীন ও অটল, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে অক্রোধী, কর্ত্তব্যানুরাগী, সাধু, বাসনাবিহীন, আত্মবশী এবং ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যাহার জ্ঞান গভীর, যে জ্ঞানে নিয়ত বিচরণ করে, যে সদসৎ পন্থা উত্তমরূপে অবগত আছে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি।

যে অসহিষ্ণুর প্রতি ধীর, অনুদারের প্রতি উদার, দোষীর প্রতি নির্দ্দোষ, এবং ক্রোধী জনের প্রতি ক্ষমাশীল, আমি তাহা-কেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ব্যক্তি ইহলোকের অসার বস্তুতে উদাসীন ও যে সত্যকে প্রতীতি করিয়াছে, কিন্তু কিরূপে সত্য প্রতীতি হয় ইহা যে কদাপি বলিতে চাহে না এবং যে অমৃতত্ব-সাগরের অতলস্পর্শ গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ব্যক্তি ইহলোকের পাপ পুণ্যের অতীত ও উভয় প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত এবং যে শোক পাপ ও অপবিত্রতা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যাহার গতি গন্ধর্ব্ব, দেবগণ ও মনুষ্য বুঝিতে অক্ষম এবং যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যে ব্যক্তি পূজনীয় অর্হৎ, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যাহার আমার বলিবার কিছুই নাই, যে অতি দীন এবং পৃথি-বীর তাবৎ পদার্থের প্রতি অননুরাগী, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ব্যক্তি তেজস্বী, মহানুভব, ধর্ম্মবীর, অত্যুচ্চ সাধক। সর্ব্ব-জেতা, দুর্ব্বোধ্য, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সদা জাগ্রত, আমি তাহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলি।

ধ্যানই অমৃতত্ব লাভের উপায়, আর ধ্যানহীনতাই মৃত্যুকে আনয়ন করে। যাহারা ধ্যানতৎপর তাহাদিগের মৃত্যু নাই, কিন্তু যাহারা ধ্যানহীন তাহারা নিয়ত মৃত্যুমুখে বাস করি-তেছে।

পাপকারী ইহ পর লোকে দুঃখ পায়, যে পাপ করিয়াছে তাহা যখন সে চিন্তা করে দুঃখানলে জ্বলিতে থাকে, তদপেক্ষা সে আরও ক্লেশ পায়, যখন সে পাপপথে বিচরণ করিতে থাকে। সুপথগামী মন যেমন আমাদের উপকার করে, এরূপ পিতা মাতা আত্মীয় বান্ধব কেহই হিতসাধন করিতে সক্ষম নহে।

জননী যেমন স্বীয় সন্তানের প্রতি নিয়ত প্রেমদৃষ্টি স্থাপন করেন, তদ্রূপ মনুষ্যের সমুদায় প্রাণীর প্রতি মৈত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পলিতশির বলিয়া কেহ বৃদ্ধ নহেন। তাঁহার বয়স অধিক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাকে বস্তুতঃ বৃদ্ধ বলা যায় না। যাঁহাতে সত্য, ধর্ম্ম, প্রেম, সংযম ও পরিমিততা আছে ও যিনি অপবিত্রতা হইতে নির্ম্মুক্ত এবং জ্ঞানী, তিনিই বৃদ্ধ বলিয়া উক্ত হয়েন।

উচ্চ ধর্ম্ম কি? সন্মার্গে পদরক্ষাই উচ্চ ধর্ম্ম। প্রধান মহত্ব কি? জ্ঞানের বিধানানুসারে কর্ম্ম করাই প্রধান মহত্ব।

—০—

শিখ ধর্ম্মশাস্ত্র।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী কে ?

ব্রহ্মজ্ঞানী সংসারে সদা নির্লিপ্ত থাকেন, যেরূপ কমল জলে অলিপ্ত থাকে।

পৃথিবীকে কেহ খনন করিলে অথবা কেহ চন্দন-লেপন করিলে যদ্রূপ উহা অবিকারী থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানী তদ্রূপ একান্ত ধৈর্য্যশীল।

ব্রহ্মজ্ঞানীর শত্রু মিত্র সমান, ব্রহ্মজ্ঞানীর অভিমান নাই।

ব্রহ্মজ্ঞানী উচ্চ হইতে উচ্চ, তিনি আপনার মনে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ জানেন।

ব্রহ্মজ্ঞানী সদা সমদর্শী, ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অমৃত বর্ষিত হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানী দীন দরিদ্রের সহিত মিলিত হন, ব্রহ্মজ্ঞানী পরোপকারে প্রসন্ন থাকেন।

ব্রহ্মজ্ঞানীর একই ভাব, ব্রহ্মজ্ঞানী প্রভুর সহিত বাস করেন।

ব্রহ্মজ্ঞানীর চিত্ত পরমানন্দে পূর্ণ, ব্রহ্মজ্ঞানীর গৃহে সদা আনন্দ।

অত্যন্ত ভাগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীর দর্শন লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানীকে বলিহারি বলিহারি যাই।

ধর্ম্মালোচনা।

প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন। নববিধান কি কেবল ধর্ম্মমত ?

উত্তর। না।

প্র। তবে কি ?

উ। পবিত্রাত্মার আধ্যাত্মিক জীবন্ত শক্তি।

প্র। নববিধান তেমন প্রচার হইতেছে না কেন ?

উ। দৃশ্যতঃ হইতেছে না বটে। বাহ্যতঃ অনেক লোক এ ধর্ম্ম হয় ত গ্রহণ করিতেছেন না, কিন্তু সমগ্র দেশে এবং জাতির মধ্যে ইহার প্রভাব নিয়ত সঞ্চারিত হইতেছে। এবং পবিত্রাত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি নিশ্চয়ই কার্য্য করিতেছে।

প্র। তবে বিশ্বাসী সংখ্যা তেমন বাড়ীতেছে কই ? এবং প্রচারকগণ কেন লোক আনিতে পারিতেছেন না ?

উ। কেবল প্রচারকগণের চেষ্টাতেই যে বিশ্বাসী সংখ্যা বাড়িবে তাহা নহে। ব্রহ্মকৃপাবলেই কেবল সরল বিশ্বাসীগণ এই নববিধান গ্রহণে প্রণোদিত হন। কোন মানবীয় চেষ্টায় তাহা হয় না। তবে প্রচারকগণ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া প্রাণগত প্রার্থনা ও নিজ নিজ জীবনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যদানে নববিধানের মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে নানা প্রকার বহির্ম্মুখীন ভাব ;—বৈষয়িক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন মানুষের মনকে এতই বিক্ষিপ্ত করিতেছে, এমন কি মণ্ডলীস্থ অর্দ্ধবিশ্বাসী ব্যক্তিদিগেরও মনকে আন্দোলিত করিতেছে। তাই নববিধানের পূর্ণ পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণে অল্প লোকেই প্রণোদিত হইতেছেন।

প্র। তবে কি করিয়া আশা হয় নববিধান জগতে প্রচারিত হইবে এবং সর্ব্বজনে ইহা গ্রহণ করিবে ?

উ। সস্তা ঝুটা মাল যখন চারিদিক হইতে আমদানী হয় তখন আসল খাঁটী জিনিষ অল্পই লোক গ্রহণ করে, কিন্তু ক্রমে সস্তার দুরবস্থা যখন লোকে বুঝিতে পারে, আর তাহার কাটতি তত হয় না। আসল খাঁটী জিনিষের প্রতি তখন লোকের আকর্ষণ হয়, তেমনি মানবের বহির্ম্মুখীন ভাব কাটিয়া গেলে, নাস্তিকতা, জড়বাদ, বিষয়বাদ, সাংসারিকতা, বাহ্য আন্দোলনপ্রিয়তা, রাজনীতি বা অর্থনীতি সম্বন্ধীয় মনের বিক্ষিপ্ততা ক্রমে যখন ঈশ্বরকৃপায় চলিয়া যাইবে, তখন নববিধানের ভিতরেই মানবের এই সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষার যথার্থ চরিতার্থতা লাভ করিয়া মানুষ সজ্ঞানে সচৈতন্যে এই ধনে ধন্য হইবে।

বকরিদ পর্ব্ব।

মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণের বকরিদ্ পর্ব্ব একটী প্রধান পর্ব্ব। মহাপুরুষ এব্রাহিম যে ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া তাঁহার পুত্র বলি দিতে চান, এই ঘটনার স্মৃতিই বকরিদ্ পর্ব্বের মূল। বকরিদ্ পর্ব্ব বলিদানের পর্ব্ব, নরবলির স্থানে পশু বলিদান এই পর্ব্বের প্রধান অঙ্গ। সমবেত উপাসনার পর ঈশ্বরের নামে কোরবাণী বা বলিদান করিয়া তাহারই মাংস ভোজনে আনন্দ ভোজে এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে স্থানে স্থানে কতই যে গো মেষাদি বলিদান হয় তাহা বলা যায় না। এবং ইহা লইয়া প্রতিবেশী হিন্দুগণের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ দাঙ্গা হাঙ্গামাও এদেশে এই পর্ব্ব উপলক্ষ করিয়া যথেষ্টই হইয়া থাকে।

পশু বলিদানের ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম্মেও রহিয়াছে। দেবীর প্রীতি কামনায় হিন্দুভক্তগণ পশু বলিদানের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ইহুদী ধর্ম্মে যেমন এব্রাহিমের পুত্র বলিদান, হিন্দুধর্ম্মেও দাতাকর্ণের পুত্র বৃষকেতুকে বলিদানের আখ্যায়িকা আছে। এব্রাহিম যেমন পুত্র অপেক্ষাও যে ঈশ্বরপ্রিয় ইহা প্রমাণ করিতেই পুত্র বলিদানে উদ্যত হন। দাতাকর্ণও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য স্বামী স্ত্রী মিলিয়া হাসিতে হাসিতে একমাত্র পুত্রকে বলিদান করেন।

এই উভয় আখ্যায়িকার প্রকৃত মর্ম্ম ঈশ্বরের প্রীতির জন্য মায়াকে বলিদান। পুত্রের প্রতি আসক্তি মানবের স্বাভাবিক আসক্তি, তাহা বলিদান না করিলে ইহা প্রমাণ হয় না। এব্রাহিম বা দাতাকর্ণের আখ্যায়িকা তাহারই প্রমাণ। পশু বলিদানের অর্থ আমাদিগের মানসিক পশুভাব সকল বলিদান করিতে

হইবে। ঈশ্বর বাহিরের পশু বলিদানে প্রীত হন না। তিনি অন্তরের মায়া মোহ এবং পশু প্রভৃতি বলিদানেই প্রীত হন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকল সম্প্রদায়স্থ ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিগণ কবে এই পশু বলিদানের ক্রীয়া প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎসাধনেই নিজ নিজ ধর্ম্মকে গৌরবান্বিত করিবেন।

—•—

টাঙ্গাইলে ব্রহ্মোৎসব।

নীলাময় শ্রীহরির কৃপায় টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের চত্বারিংশৎ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এ বর্ষের উৎসবে বিধানজননী তাঁহার যুবক সন্তানদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীমান্ খড়্গসিংহ ঘোষ, শ্রীমান্ নিরঞ্জন নিয়োগী, শ্রীমান্ সূর্য্যচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমান্ কালিদাস তালুকদার ও শ্রীমান্ ভবানীচরণ উকীল এখানে আগমন করেন। শ্রীমান্ হরিদাস তালুকদার পূর্ব্ব হইতেই এখানে ছিলেন। উৎসবের প্রারম্ভে শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীও টাঙ্গাইলে সমাগত হন। ইঁহারাই দয়াময়ী মার হস্তে ব্যবহৃত হইয়া উৎসবের অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২ই জুন, শুক্রবার, সায়ংকালে মন্দিরে উদ্বোধনসূচক উপাসনা হয়। স্থানীয় সবডিভিসন্যাল অফিসার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি সম্ভ্রান্তজনগণে মন্দির পরিপূর্ণ হয় এবং সম্পাদক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে মন্দিরে শ্রীমান্ নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন এবং সায়ংকালে স্থানীয় রমেশচন্দ্র হলে "সাধন ও সেবা" বিষয়ে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। অপরাহ্ণে বালক বালিকাসম্মিলন হয় এবং রাত্রিতে শ্রীমান্ খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। রবিবার প্রাতে মন্দিরে শ্রীমান্ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন এবং মধ্যাহ্নে দরিদ্রদিগকে তণ্ডুলাদি বিতরিত হয়। দ্বিপ্রহরের পরে ময়মনসিংহ হইতে ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস মহাশয় শুভাগমন করেন এবং অপরাহ্ণে তাঁহাকে লইয়া সৎপ্রসঙ্গ হয়। ১লা আষাঢ়, সোমবার, অত্রত্য নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য স্বর্গীয় শ্রীমদ্ দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় মন্দিরে বিশেষ উপাসনা করেন। তৎপরে উৎসবের শান্তিবাচন হয়। উৎসবের সঙ্গীত উপাসনা ও বক্তৃতা সকলই সুমিষ্ট, প্রাণস্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

এবারকার উৎসবে মা আনন্দময়ী জননী আমাদের প্রাণে আশার দিব্যালোক সঞ্চার করিয়াছেন। মণ্ডলীর যোগ্য সন্তানগণ বিধানের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া উৎসবাদি সম্পন্ন করিলে বৃদ্ধদিগের প্রাণে কত যে আনন্দ ও উৎসাহ জন্মে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এ সকল দয়াময়ের অযাচিত করুণার অমোঘ প্রমাণ। দয়াময় শ্রীহরি আশীর্ব্বাদ করুন টাঙ্গাইল নববিধান মণ্ডলীর সমুদায় যুবা সন্তানগণ বর্ষে বর্ষে এইরূপ মিলিত হইয়া ভগবানের কার্য্য সম্পন্ন করুন, এবং এদেশে নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া এ প্রদেশকে ব্রহ্ম নামে মাতাইয়া তুলুন। এ বর্ষের উৎসবের জন্য আমরা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া লীলাময় শ্রীহরিকে ধন্যবাদ প্রদান করি এবং তাঁহার মুক্তিপ্রদ অভয় চরণে প্রণত হই।

বিধান নৈমিষারণ্য,
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল;
৪ঠা আষাঢ়, ১৩৩২।

চিরদাস
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার,
সম্পাদক—নববিধান ব্রহ্মসমাজ।

মায়ের ক্রন্দন।

(শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

আজ আমরা এই মাতৃতীর্থে সমবেত হইয়া কি দেখিতেছি, আমাদের যে মাতা দৃশ্যরাজ্যে ছিলেন, তিনি এখন অদৃশ্যরাজ্যে পরম মাতার বক্ষে বাস করিতেছেন। মায়ের বাল্যজীবন জানি না, তবে মা আমাদের শৈশবেই মাতৃহীনা হইয়া, তাঁর পিতার বক্ষে লালিতা পালিতা হইয়া আমাদের পিতার সহিত শৈশবেই বিবাহিতা হন, আমি আমার কোন গুরুজনের নিকট শুনিয়াছি আমাদের এই মাতার বিবাহ, পিতা যশোদাকুমারের সহিত হওয়া সম্বন্ধে অনেক আত্মীয় পরিজন ভীষণ, আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন আমাদের পিতৃদেবের পূজনীয়া পিতামহী স্বর্গীয়া রত্নেশ্বরী দেবীর সত্য প্রতিজ্ঞার বলেই শুভ বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। মা যে সরলা লজ্জাশীলা, বিনয়ে অবনতা ছিলেন তাহার সাক্ষী অনেকেই আছেন, মায়ের এই বিনয়, স্বভাবজাত দেবদত্ত। আমাদের মার নাম গোলাপসুন্দরী কে রাখিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না, তবে তাঁর বাহ্যসৌন্দর্য্য অমরবাঞ্ছিত গোলাপ পুষ্পের মত না হইলেও তাঁর অন্তরসৌন্দর্য্য কোটী কোটী গোলাপ পুষ্পের সৌন্দর্য্যের অতীত ছিল। তাঁর অন্তরসৌন্দর্য্য হচ্চে বিশ্বাস, বিনয়, পতিভক্তি ও গুরুজনদিগের বাধ্যতা এবং এই নবধর্ম্মে অটল নিষ্ঠা। কে না স্বীকার করিবে এই মাতা স্বর্গ হইতে প্রেরিতা; আমাদের প্রত্যেকের মাতাই পরম মাতা, বিশ্বমাতা কর্ত্তৃক প্রেরিতা, যদি আমরা যথার্থ মাতৃভক্ত সন্তান হই, যদি আমরা অসহায় শিশুর দৃষ্টিতে এই নারীজাতীর পানে তাকাইয়া দেখি, তাহা হইলে সত্যই কি আমারা এই মাতৃজাতি, নারীজাতির শ্রীমুখের অলৌকিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরম মাতা, বিশ্বমাতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখি না? মহাপ্রেমিক হাফেজ, ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর হইয়া কোন নারীর পানে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "আহা! এমন সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখকমল যিনি রচনা করিয়াছেন, না জানি তিনি কত সুন্দর, কত মনোহর।" তাই ভক্ত গাহিলেন, "বলিহারি তাঁহারি চরিত মনোহর

গায় সকল নরনারী।" সত্যই নিরাকারা চিন্ময়ী মা তাঁহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য, তাঁর মানসজাতা এই নারীজাতির মুখকমলে ঢালিয়া দিয়া মানবের চিত্ত হরণ করেন। আমরা সমস্ত পুরুষ জাতিই বিভিন্নভাবে, এই নারীজাতির সেবার জন্য অ হূত হইয়াছি। আমাদের মধ্যে কেহ কন্যারূপে, কেহ সখীরূপে, কেহ সাধ্বী সহধর্ম্মিণীরূপে, কেহ জননীরূপে, এই মাতৃজাতিকে স্বর্গীয় পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিয়া মাতৃপূজা করিতে, মাতৃভূমির সেবা করিতেই আমরা ভবধামে প্রেরিত হইয়াছি। শাস্ত্রে আছে "যেখানে নারী পূজিতা হন্ সেখানেই দেবতারা প্রীত হন্" তাই নববিধানের প্রেরিত সঙ্গীতাচার্য্য ভক্তিবিগলিত প্রাণে কাতরস্বরে গাহিলেন, "মা বলে কাঁদি সকলে আয়, তোরা আয়, আয়, মা বিনা আমাদের আর নাহি যে উপায়, কর সবে ভক্তিভরে মাতৃপূজা ঘরে ঘরে, মা নামে ত্রিতাপ হরে মৃতে প্রাণ পায়।" সত্যই আমরা আজ এখানে মাতৃপূজার জন্যই আসিয়া কি দেখিতেছি ও কি শুনিতেছি? শুনিতেছি—মার এই শ্বেতপ্রস্তরের সমাধির ভিতর হইতে তাঁর অশরীরি আত্মার ক্রন্দনধ্বনি!

গতকল্য আমাদের বড় মা বলিতেছিলেন, "সেজ বৌ তাঁর সন্তানদের দুর্গতির কথা বলে আমার কাছে কতই কাঁদিতেন। আহা! সেজ বৌ কেঁদে কেঁদেই চলে গেছেন।" আমিও তাঁর স্নেহে পালিত সন্তান, আমিও তাঁর অশ্রুপ্লাবিত সকরুণ ক্রন্দন কত বারই দেখেছি, কতবারই শুনেছি; তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের অবাধ্যতায় মা কতই কাঁদিতেন, ছেলেরা ও বধূরা ব্রহ্মোপাসনার প্রতি কেন অনুরাগী নয়, এজন্য কতবারই দুঃখাশ্রু ফেলিতেন, কতবার এই অযোগ্য সন্তানের সহিত উপাসনায় যোগ দিয়া ব্যাকুল হয়ে কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতেন, "মা! তুমি আমার ছেলেগুলিকে তোমার এখানকার অকিঞ্চন ভক্তদলের এক পার্শ্বে স্থান দান কর; আমি তোমার কাছে আর কিছুই চাহি না, আমার অনাথ সন্তানদের তুমিই সহায় হও।"

আমি যৌবনের উষাকালে যখন এখানকার মণ্ডলীতে যোগদান করি, সে সময় প্রথমেই একজন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট পুরুষকে দেখিয়া তাঁর সুমিষ্ট বচনে প্রীত ও আকৃষ্ট হইয়া পরম পিতার দিকে আমার মন ফিরিয়াছিল; তাঁর সঙ্গে আর একটী সৌম্যমূর্ত্তি যুবাপুরুষকে দেখিয়া তাঁর বিনয়পূর্ণ ব্যবহারে তাঁকেও আপনার জন বলিয়া অন্তরে অন্তরে বরণ করিয়াছিলাম। তারপর কিছুদিন মধ্যেই একটী নারীকে সন্তান কোলে জননী রূপে দেখিয়াই মনে মনে তখনই তাঁকে মাতৃত্বে বরণ করিয়াছিলাম। বন্ধুগণ, ভ্রাতাগণ, ভগিনী ও প্রিয়গণ, সেই প্রথম দৃষ্টি হইতেই আমাদের উভয়ের অর্থাৎ মা গোলাপসুন্দরীর সহিত এই অধম সন্তানের নিগূঢ় বন্ধন। এই মাতার সহিত স্নেহ ও ভক্তির বন্ধনই পিতার সহিত যোগ। প্রত্যেক সন্তানেরই এই দশা; সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন প্রথমে তার মাকে দেখে ও মা বলে কাঁদিয়া উঠে, মা তখনই গর্ভযন্ত্রণা ও প্রসব বেদনা ভুলে ব্যাকুলা হয়ে শিশুকে কোলে তুলে লন। এখন আমরা সেই মাতাগণের এ কি রূপ দেখিতেছি! জগৎপ্রসবিনী বিশ্বজননীর মধ্যে আমাদের সকলের মাতা লুকাইয়া, আমাদের দুর্গতি, আমাদের দুরাচার, আমাদের নাস্তিকতা ও নারীজাতির প্রতি আমাদের মত অভাগা সন্তানগণের অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া তাঁরা সকলেই সমস্বরে কাঁদিতেছেন। এখন যদি আমাদের জীবনের কোন গতি হয়, তাহা হইলে এই মাতৃজাতির ক্রন্দনেই গতি হবে, মাতৃগণের অশ্রুতেই ভারতবাসীর মুক্তি হবে ও মাতৃবৃন্দের তপস্যার বলেই এই অধম পুরুষজাতির পরিত্রাণ হবে।

তাই আজ এস এই শ্রাদ্ধবাসরে আমরা প্রার্থনা করি, মা বিশ্বজননী! আমাদের মাকে যে জন্য এনেছিলে তোমার সেই উদ্দেশ্য তুমি পূর্ণ কর, এখন তাঁরা উভয়ে ঐ নিত্যধামে তোমার ক্রোড়ে বসিয়া নিজেদের সৌভাগ্য জন্য এক চক্ষে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়া তোমার জয় ঘোষণা করছেন আর এক চক্ষে আমাদের মত অভাগা সন্তানদের জন্য এখনও কাতরাশ্রু বর্ষণ করে আমাদের দুর্গতির জন্য তোমার কৃপা ভিক্ষা করছেন, মাগো! তোমার ঐ পুত্র ও কন্যার প্রার্থনা পূর্ণ কর, তাঁদের পুত্রগণের ও পুত্রবধূগণের জীবনের গতি তোমার দিকে ফিরাও। মা, তুমিই আমাদের সকলের নিত্য গতি ও নিত্য মুক্তি হও।

অমরাগড়ী, সমাধি মন্দির, ১৬ই আষাঢ় ১৩৩২। } অধম সন্তান সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—•—

ব্রহ্মানন্দের জপমালা।

[শ্রীমতী মণিকা দেবী সংগৃহীত]

আকারবিহীন ব্রহ্ম, আকাশ, আকাশ মূর্ত্তি, আকাশ লক্ষ্মী, আকাশরূপিণী, আকাশস্বরূপ, আকাশস্থিত, আকৃতিবিহীন।

আত্মন্, আত্মা, আত্মার অন্তরাত্মা, আত্মার চিরসুমিষ্টতা, আত্মার পরমাধিকারী, আত্মার পরমাত্মা, আত্মার পরমাত্মীয়, আত্মার পিতামাতা, আত্মার প্রাণ, আত্মার বল, আত্মার যৌবন, আত্মীয় হতে পরমাত্মীয়।

আদর্শ, আদরের অন্তরতম ঈশ্বর, আদরের ঈশ্বর, আদরের দেবতা, আদরের বস্তু, আদরের হরি, আদি অনাদি পুরুষ, আদি দেবতা, আদি পুরুষ, আদরে পিতা, আদ্যাশক্তি, আদ্যাশক্তি ভগবতী।

আধুনিক হরি, আধ্যাত্মিক আনন্দচন্দ্র, আধ্যাত্মিক দেবী, আধ্যাত্মিক বিবাহের পুরোহিত।

আনন্দ, আনন্দচন্দ্র, আনন্দদাতা, আনন্দদায়িনী মা, আনন্দ নাথ, আনন্দবর্দ্ধন, আনন্দময়, আনন্দময় জ্যোতির জ্যোতি, আনন্দময় পুরুষ, আনন্দময় রাজা, আনন্দময় সুধাসিন্ধু পরমেশ্বর, আনন্দময় হরি, আনন্দময়ী, আনন্দময়ী জননী, আনন্দময়ী দুর্গে,

আনন্দময়ী মা, আনন্দরূপমমৃতং, আনন্দস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পিতা আনন্দস্বরূপ হৃদয়বন্ধু ঈশ্বর, আনন্দের প্রস্রবণ, আনন্দের সমুদ্র।

আমাদের অন্নদাতা, আমাদের আদেশকর্ত্তা, আমাদের আলোক, আমাদের আত্মার পরীক্ষক, আমাদের আশা আনন্দ, আমাদের আশ্রমের গুরু, আমাদের আশ্চর্য্য সদ্‌গুরু উপদেষ্টা, আমাদের ঈশ্বর, আমাদের একমাত্র গুরু পরব্রহ্ম, আমাদের গুরু, আমাদের কয়জনের ঈশ্বর, আমাদের চিরকালের ঈশ্বর, আমাদের চিরকালের বন্ধু, আমাদের চিরকালের স্তবনীয়, আমাদের চিরদিনের পিতা, আমাদের চিরসম্পদ, আমাদের জননী, আমাদের জন্মদাতা, আমাদের জীবনের জীবন, আমাদের জীবিত দেবতা, আমাদের ঠাকুর, আমাদের দেবতা, আমাদের দয়াময় স্রষ্টা, আমাদের ধন, আমাদের নেতা, আমাদের ধর্ম্মের প্রাণ, আমাদের পরম পিতা, আমাদের পতি, আমাদের পরিত্রাতা, আমাদের পিতা, আমাদের পিতামাতা, আমাদের পুরাতন আর্য্যদেবতা, আমাদের পূজক, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মা, আমাদের প্রভু, আমাদের প্রতিজনের পিতা, আমাদের প্রাচীন আর্য্যের দেবতা, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রাণের হরি, আমাদের প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, আমাদের প্রাণের বন্ধু ঈশ্বর, আমাদের প্রাণের হরি, আমাদের প্রিয় পিতা, আমাদের প্রিয়ধন, আমাদের প্রেমধন, আমাদের প্রত্যেকের আত্মীয়, আমাদের বল, আমাদের বাপ পিতামহের দেবতা, আমাদের বন্ধু, আমাদের বিধাতা, আমাদের বিধানের প্রিয় পরমেশ্বর, আমাদের বিশেষ ধন, আমাদের বিশেষ বন্ধু, আমাদের বিশেষ সম্পত্তি, আমাদের মঙ্গলময় প্রভু, আমাদের মাতা, আমাদের মা বাপ, আমাদের মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, আমাদের মা ক্ষেপী, আমাদের রাজা, আমাদের শ্রীমতী লক্ষ্মী, আমাদের সখা, আমাদের সহায়, আমাদের সহায় সম্পত্তি, আমাদের সর্ব্বস্ব, আমাদের সর্ব্বস্বধন, আমাদের সাধারণ ধন, আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, আমাদের স্বর্গ, আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাদের হৃদয় রাজ্যের ধন।

আমার অন্তর্যামী, আমার আনন্দসুধা, আমার আত্মার বায়ু, আমার ইহকাল, আমার ইহলোক পরলোক, আমার কণ্ঠের হার, আমার গন্ধরাজ, আমার গোলাপ, আমার চাঁপা, আমার জীবনদায়িনী মাতা, আমার জীবনের ভিত্তিভূমি, আমার জ্ঞান, আমার দয়াময়ী মা, আমার দেবতা, আমার ধন, জহর, রত্ন, পান্না, আমার নয়নতারা, আমার নিকটতম বন্ধু, আমার নিত্যধন, আমার নয়নরঞ্জন, আমার নীলফুল, আমার পদ্মপলাশলোচন, আমার পরকাল, আমার পরম বন্ধু, আমার পিতা, আমার পুণ্য শান্তি, আমার প্রাণ, আমার প্রাণেশ্বর, আমার প্রাণের বল, আমার হস্তের ভূষণ, আমার প্রাণের হরি, আমার প্রিয়তম পরম সুন্দর পিতা, আমার প্রিয়তম পিতা, আমার বন্ধু, আমার বয়স, আমার বয়সের সাগর, আমার বংশীধারী, আমার বলের বল, আমার বাগযন্ত্রের যন্ত্রী, আমার বান্ধিকা, আমার বাল্য, আমার বাহুবল, আমার ভগবান, আমার ভগবান আলোকময় দেবতা, আমার ভক্তি দয়া, আমার ভাই বন্ধু সকলের মা, আমার ভাইয়ের মা, আমার মন্ত্রদাতা, আমার মত পাপাসক্ত অহঙ্কারীর মা, আমার মা, আমার মা বড় সৌখীন মা, আমার মা লক্ষ্মী, আমার মাতা, আমার মুক্তামালা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য, আমার সম্পদ সুহৃতা, আমার সবুজ ফুল, আমার সর্ব্বস্ব, আমার সাদা ফুল, আমার সুখী মা, আমার সোণার ঠাকুর, আমার সোণার দেবী, আমার স্বর্গীয় পিতা, আমার স্বর্গের প্রভু, আমার হস্তের ভূষণ, আমার হৃদয়ের হরি, আমার হৃদয়ের হীরক মুক্তা, আমার ক্ষুদগ্রাহী ভগবান।

সাধন-কেন্দ্রে সাধক।

(প্রাপ্ত)

সাধনার পথে সাধক-বৃন্দ চলিতে চলিতে যে উচ্চতম স্থানে উপস্থিত হন, সে স্থানে তাঁহারা সেই উচ্চ সাধন-কেন্দ্রে তাঁহাদের জীবনগত মহাভাবের মধ্যে সকলেই এক হইয়া যান। সাধনা আসিলে সাধন-পথের পথিক চলিতে চলিতে এমন স্থানে উপস্থিত হন যে, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে পথের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া যান। হিমালয়-পথে পরিব্রাজক চলিতে চলিতে যখন হিমালয়শৃঙ্গে উপস্থিত হন, তখন কোন পরিব্রাজক হিমালয়ের কোন্ পথ ধরিয়া আসিয়াছেন সে বিচার আর থাকেনা। হিমালয়ে উঠিতে হইলে অনেক দিকে অনেক পথ।

সাধন রাজ্যেও সাধক দল ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে এক মহা কেন্দ্রে মিলিত হন। একটা রেখা টানিয়া একটা বৃত্ত অঙ্কিত হইতে থাকে, কিন্তু বৃত্তের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত যতগুলি রেখা টানা যায় সকল রেখাই সেই কেন্দ্র-ভূমিতে এক অখণ্ড বিন্দুতে মিলিতে থাকে। পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে নাবিক জাহাজ ছাড়িতে থাকুন, পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আবার সেই স্থানে জাহাজ উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধন-রাজ্যেও সাধকের পথ সেইরূপ। একই ক্ষেত্রে একই জলবায়ুর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন তরু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিতে থাকে, কিন্তু তাহাদের পথ ও উদ্দেশ্য একই।

কোন শক্তিতে উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের তৃষ্ণা নিবারণ জন্য সুশীতল জলপূর্ণ পান্থ-পাদপ দাঁড়াইয়া আছে এবং কোন শক্তিতে উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ অববাহিকায় সবুজ আবরণ সমন্বিত তরমুজফলের ভিতর লাল রং বিশিষ্ট সুশীতল পানীয় বিরাজ করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? সাধক-জীবনেও সেইরূপ এক মহা-প্রচ্ছন্ন শক্তি ভিতরে কত রং ফুটাইয়া তুলিতেছে সাধনা বিহীন মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না।

সুবিস্তৃত অট্টালিকার দ্বার অনেক। প্রবেশার্থী ভিন্ন ভিন্ন

দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেছেন। গৃহ এক—স্থান এক। কোন্ দিক্ দিয়া আসিয়া 'ব্রহ্মানন্দ ও রামকৃষ্ণ", কোন্ পথ দিয়া "ব্রহ্মানন্দ ও পাওহারী বাবা" ও কোন্ পথ দিয়া ভক্ত ইস্লামবাদী ও খৃষ্টবাদী এবং ব্রহ্মানন্দের মিলন হইল, তাহা কয়জন বুঝিতে পারেন? সাধন-বৃত্তে এমন এক কেন্দ্র আছে, যেখানে সাধক-দল এক অখণ্ড মহা বিন্দুতে মিশিয়া যান। এই গুপ্ত প্রচ্ছন্ন রহস্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভক্তদলকে মিলাইয়া দিতেছে। "The Secrets of the Most High" এ ভাব পাশ্চাত্য ভক্ত-হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই অত্যুচ্চ মহান্ ঈশ্বরের মহান্ গুপ্ত-রহস্য অধ্যয়ন না করিলে কে কি বুঝিতে পারে? ভক্ত ব্রহ্মানন্দ-অনুসৃত এই মহান্ নববিধান আর কিছুই নহে। "The Secrets of the Most High"ই তাঁহার নববিধান। আমরা এই মহান্ সাধনার পথ হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছি, তাই আমাদের ভিতর নববিধান হইতেছে না। কেবল দীপাধার লইয়া দীপের কাজ হয় না। প্রজ্বলিত দীপশিখাই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে পথ ও গৃহে গৃহস্থিত বস্তু দেখাইয়া দেয়। A wise virgin would not carry her lamp without a light," কোন জ্ঞানসম্পন্না কুমারী আলোকশূন্য আলোকাধার বহন করিবেন না। যাঁহারা আলোক লইয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা সমাগত বরের মুখ দেখিতে পান নাই।

ব্রহ্মালোক ভিন্ন ভিতরে ব্রহ্মপথ লক্ষিত হয় না। সংস্কৃত মূলক ব্রহ্মশব্দের ধাতুগত অর্থই আলোকদাতা। নববিধানের নবালোকের প্রেরয়িতা স্বয়ং ব্রহ্ম। এই আলোকের পথ না ধরিলে কে তাঁহার এ প্রেরণা বুঝিতে পারিবেন? সূর্য্যের আলোকেই সূর্য্যকে দেখা যায়। প্রভাত না হইলে উদয়োন্মুখ উজ্জ্বল ঊষার আলোক বিতরণকারী সূর্য্যকে দেখা যায় না। জীবনের প্রভাতের প্রয়োজন, নচেৎ ব্রহ্ম-সূর্য্য জীবনাকাশে দেখা দিবেন না। ঘোর পাপবিবতার অন্ধকার কাটিয়া না গেলে নববিধানের নূতন সূর্য্য আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে উদিত হইবেন না।

বাঁকিপুর, পাটনা;
৫।৬।২৫। } শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—০—

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

অনেক বৎসর হইল আমি ভীত হইয়া মনুষ্যের সম্মান গ্রহণে পশ্চাদ্গামী হইলাম, ভক্তির আতিশয্য দর্শনে ভীত হইলাম, আমি তোমার সন্তান হইয়া মানুষের কাছে অবশ্য মান মর্য্যাদা লইব এরূপ লালসা রাখি না, যদি লইতাম, আরও লইতাম, লোকে দিত, আরও দিত।

লোকের মান্য নিলাম না, তাই বন্ধু পাইলাম, কিন্তু সেই থেকে পরের বিশ্বাস ও প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিলাম না। বিশ্বাসের গোড়া কাটা, কিন্তু লতা পাতা ঢের, এখন দেখি ভক্তি, কিন্তু সে ভক্তির সঙ্গে যোগ নাই।

আমি ত নিরপরাধী হইলাম, আমি ভুলে গেলাম, কিন্তু রক্তারক্তি কান্নাকাটি যে, আমি বুঝ্‌ছি একটা মাঝে খুঁটী চাই। কোথা থেকে আস্‌বে আদেশ মা? একটা গোড়া না হলে চলে না যে।

তুমি কেন মানুষের মায়ায় ভক্তকে জড়াও। কি আছে এক জনের যাতে লোকের মন টানে? এ সব গোপনের কথা বটে। কিন্তু তুমি একজনকে দাঁড় করিয়েছ।

ছেড়ে ত দিলাম, রাগ করে বল্লাম এরা প্রত্যক্ষভাবে তোমার কাছে যাক্। মান মর্য্যাদা ত লইলাম না, কিন্তু পাঁচজনে যে পাঁচদিকে গেল। নানা মত হ'ল। একটা লোক চাই যে শেষ কথা সকলকে মীমাংসা করে দেবে। অনেক লোক্সান হ'ল আমার, আমার দলের লোক কি এত কমে যায়, মা?

আমি দেখ্‌লাম যুগে যুগে তাই একটা লোককে ধরে পাঁচ জনে চলে। সকল ধর্ম্মে দেখ্‌ছি এক জনকে গুরু করে। গুরু যদি গুরুগিরি না চায় তবু শিষ্যেরা তাঁকে গুরু করে। কিন্তু মা গুরু হ'ব কি করে? গা যে কাঁপে, ক্ষমতা কৈ, আমি গুরু হতে পারি না যে, মধ্যবর্ত্তী হয়ে এতগুলি লোকের আত্মার ভার লওয়া আমার কর্ম্ম নয় যে, শিষ্য বলিতে পারি না যে, হরি। আমি পারি না, দোহাই আমি পারি না।

কিন্তু তুমি যেন বলছ, "দেখ্‌লি শেষটা কি হ'ল? আমার কর্ম্ম তুই নষ্ট কচ্ছিস? তুই যাবার আগে সব কাজ গোচাল করে দিলি না?"

ভগবান, তুমি আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ? কেন? আমি যদি এই কর্ম্মে কর্ম্মী হই, হে চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী হও, আমি নিজে কচ্ছি না, আমার বাবা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার এত দিনকার কৌশল মিথ্যা হল, আমি এত দিনে এই ঘরের দুটো লোককেও এক করিতে পারিলাম না।

ভগবতী, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এরা যদি তোমায় ডেকে ভাল হ'ত পৃথিবীতে প্রমাণ হয়ে যেত আর গুরুর দরকার নাই। ইঁহারা কেন ভাল হলেন না? তাহ'লে যে দুদিক বজায় থাক্‌তো।

লোকগুলো আবার গুরু গুরু বলে টানাটানি করিলে পৃথিবীতে যে আবার কুসংস্কার আসিবে। হে ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমি দোষী নই, কৃপা করিয়া সকলের কাছে প্রকাশ কর। আমি যে লইব না লইলাম না, তা তুমি দেখ্‌ছ।

গুরুকে গুরু বলা দূরে থাকুক, এঁরা যে ক্রমে আমাকে পায়ের নীচে ফেলিতেছেন। এতদূর হইয়াছে যে, এঁরা আমার মত মানিলেন কিনা আমি তা সকালে আর ভাবি না, বৈকালেও আর ভাবিনা, যাঁর যা খুসী কচ্ছেন, আরও যদি কিছুদিন থাকি, আরও কত স্বেচ্ছাচার দেখ্‌তে হইবে।

প্রেমময়, এ সব দেখে মনে হয়, গুরু হওয়া বুঝি ভাল ছিল। না হয় আমাকেই লোকে গালাগালি দিত, আমরা ত গালাগালি খাইতে মরিতেই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা কে কোথায় মান মর্য্যাদা পেয়েছেন? এ রকম ত হ'ত না।

আমার মুঙ্গেরের সে ছবি কোথায় গেল? সে বিনয়, সে ভক্তি, সে বিশ্বাস পরস্পরের প্রতি সে অনুরাগ কোথায় গেল? একটু সন্দেহ দ্বিধা নাই কথাতে। তাই বল্‌ছি, যদি মুঙ্গেরের কেল্লার ভিতর বসে এঁরা সাধন কর্‌তেন, নিরাপদ থাকতেন। আমারই দোষে কি গুণে গোলমাল হয়ে গেল।

তুমি বল্‌ছ "এখন তুই মথুরার রাজা, কত কি তোর হয়েছে। কত বড় নববিধান।" কিন্তু আমার সে মুঙ্গেরের বৃন্দাবনে রাখাল হয়ে থাকার মিষ্ট ভাব কি করে ভুলব? আমি ত মথুরার রাজা হতে চাই নাই।

আবার গুরু হতে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হব? আমার কথা, এখন যার খুসি যেটা ইচ্ছা নিচ্ছেন, যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্ছেন। আমি যেন গরিব, বানের জলে ভেসে এসেছি। কেবল যেন দুটো কথা এঁদের শেখাতে এসেছি। তা করলে ত হবে না। যদি মানতে হয়, ষোল আনা মানতে হবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে একজন থাকুন, দেড়জন থাকুন।

আমার এখনও এমন ক্ষমতা আছে আমি সমুদায় পৃথিবীকে ধানের ক্ষেত্র করে ফসল করি। আমার বৃদ্ধ শরীরে এখনও তরুণ হাড়। আমি যে পৃথিবীকে কখনও গ্রাহ্য করি নাই। তোমার হুকুম পেলে আমি কি না করেছি, মরি আর বাঁচি। স্বাধীন প্রচারক তৈয়ার করিলাম, গুরু তৈয়ার করিলাম। যাঁরা অনেক শিষ্য করিতে পারেন। এঁরা শাস্ত্রের উপদেশ দেন লোককে, কিন্তু নিজের মনে কত রাগ। এঁরা শিষ্যদের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা কি রকমে চলেন।

জগদীশ, এ ক'টী লোককে স্বেচ্ছাচার হইতে বাঁচাও। আজ এঁদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন। আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম। অন্য গুরু লাভ। অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নহে। নববিধানের গুরু। এক শরীরে সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস। আমাকে সেবা করিতে হবে না এঁদের।

মা আজ বল্‌ছেন, "যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে সেই আসুক আর কেহ নয়।" এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়। এ ভাই ব'লে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।

হে প্রাণেশ্বর, এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সকলে এই ষোল আনা বিধি পালন করিয়া, ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে, দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি।

(প্রেরিত)

নববিধান আশ্রম ও সেবা।

পূর্ব্বকালে আর্য্যঋষিগণ আশ্রমে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে তপস্যা করিতেন। নিত্য সনাতন পরমেশ্বরের দর্শন ও শ্রবণ ও তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনাই তাঁদের জীবনের নিত্য ব্রত ছিল। কুটীরবাসী ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ ও ঋষিপুত্র কন্যাগণের তপস্যা ও পবিত্রতায় বনভূমি সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকিত। ঋষির কুটীরে অতিথি আসিলে তাঁরা পাদ্য, অর্ঘ্য, আহার, পানীয় দ্বারা ভক্তি সহকারে সর্ব্বাগ্রে অতিথির সেবা করিতেন।

এইরূপে আশ্রমে অতিথি সেবা তাঁরা আশ্রম ধর্ম্মের উচ্চতম সাধন মনে করিতেন। তাই তাঁরা বলিতেন, "সর্ব্বদেব ময়োঽতিথি" আশ্রমবাসীগণ নিজেরা উপবাসী থাকিয়াও অতিথির সেবায় কৃতার্থ হইতেন। এই তো গেল প্রাচীন ঋষিদিগের সাধনা। মধ্য যুগেও আশ্রম-ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ বিরল নহে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই আশ্রমধর্ম্মের আদর্শ আমরা দেখিয়াছি যে, একদল সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী ও সাধক তাঁদের অগ্রগামী বন্ধু যোগী, ভক্তের সহিত নিত্য নিত্য জাগ্রত দেবতার অর্চ্চনা বন্দনা করিতেন ও অতিথি অভ্যাগতদিগের শুধু শারীরিক সেবা নয়, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মিক সেবা এমন ভক্তি সহকারে করিতেন যে, তাঁদের সহবাস ছাড়িয়া আর পুরাতন সংসারে ফিরিবার ইচ্ছা থাকিত না। আমরাও ঐ ভক্ত বৈরাগীদলের সহিত বৃক্ষতলে একত্রে ভোজন, একত্রে শাস্ত্রতত্ত্ব আলোচনা করিয়া যৌবনের উষাকালে কতই না কৃতার্থ হইয়াছি। ঐ সব বৈরাগী, প্রেমিকগণ, স্বহস্তে রন্ধন, স্বহস্তে গৃহ মার্জ্জন, স্বহস্তে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারাদি আনন্দ সহকারে করিয়া আমাদিগের মত পল্লীবাসীদের নিকট স্বর্গীয় আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কথার মধুরতা, আচরণের মিষ্টতা, বৈরাগ্য এবং পবিত্রতার তেজে বৃক্ষতলই স্বর্গধাম বলিয়া মনে হইত। তাঁহাদিগের আশ্রমধর্ম্মের ভিতর অহৈতুক সেবা, বাস্তবিকই চিত্ত হরণ করিত। তারপর কালের প্রবল স্রোতে পড়িয়া, বিধাতার মধুর আহ্বানে ঐ সকল যোগী ভক্ত বিশ্বাসীদল একে একে স্বধামে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যাদের রাখিয়া গেলেন তাঁদের প্রতি বলিয়া গেলেন, "তোমরাও এইরূপে উচ্চ ভাবে অহৈতুকী ভক্তির সহিত ভগবৎ আরাধনা ও তাঁর গুণ কীর্ত্তন করিবে, এবং বিশ্ববাসীকে সত্যই তোমাদের পবিত্র আশ্রমে আহ্বান করিয়া প্রাণপণে আত্মিক ও শারীরিক সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবে।" বর্ত্তমান সময়ের আশ্রম সেবকদিগের উহাই হ'ল পৈতৃক ধর্ম্ম।

এক্ষণে আমরা কি দেখিতেছি? সত্যই, সত্যধর্ম্মের সাধনায় অনেকেই বীতরাগী, যে সংসার আশ্রম "প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেম নিকেতন" হইবার কথা ছিল, তাহা একটা বৈদেশীক বিলাস-ভবন হইয়াছে। যে পুরুষ, নারী স্বর্গীয় ভাবে মিলিত হইয়া উভয়ের জীবনে কেবল ধর্ম্মকেই জয়যুক্ত করিবেন, তাহা না করিয়া তাঁরা এক্ষণে বাসনার প্রবল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছেন। অন্যদিকে এই স্বর্গের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ যাঁরা জীবনে সপ্রমাণ করিয়া আশ্রম ও সেবার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য প্রেরিত, তাঁরা কই তাহা করিতে পারিতেছেন? তাই বুঝি যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শেষে কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি যদি আমার মত জনকতক পাপী পাইতাম, তাহা হইলে এই নবধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ

ও সেবার দৃষ্টান্ত দেখাইতাম, এই সব সাধুর দ্বারা তাহা হইল না।” যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের সত্যই আমিত্ব নাশ, বৈরাগ্য ও পবিত্রতা এবং অহৈতুকী সেবা ও তীব্র পাপ বোধ, আমাদের না হইলে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের আশ্রম ও সেবা, আমাদিগের মত আবরণধারীদের দ্বারা হইবার কোনই আশা দেখি না। আদর্শানুরূপ আশ্রম করিতে হইলে, আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপ ও অযোগ্যতা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া মহান্ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে এবং বিশ্বাস করিতে হইবে, আমরা জগ-জ্জননীর দাস ভিন্ন প্রভু নই। এই কথাই আমাদের কোন বিশেষ বন্ধু বলিতেছিলেন যে, দীনভাবে অনুতপ্ত হইয়া অহৈতুকী ভক্তির সহিত আর্ত্তদের সেবা করিতে হইবে ও পরম দয়ালু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে প্রাণ সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিবে।” তাই ভক্ত গাহিলেন, “পরম বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী তুমি হে ঈশ্বর, তথাপি জীবের সেবায় ব্যস্ত আছ নিরন্তর।” সত্যই তিনিই আমাদের এই আশ্রম ও আর্ত্ত-সেবার একমাত্র সহায়।

জনৈক আশ্রমবাসী।

সংবাদ।

মহাত্মা গান্ধীর কমলকুটীরে আগমন।—গত ৩রা জুলাই শুক্রবার মহাত্মা গান্ধী কমলকুটীর দর্শনে আগমন করেন। আচার্য্য-দেব পুত্র শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্রের পত্নীর অনুরোধেই তাঁহার আচার্য্যদেবের গৃহ দর্শনে ইচ্ছা হয়। তাই সে দিন প্রাতে প্রায় ৭টার সময় প্রথম শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্রের গৃহে আগমন করেন এবং সেখান হইতে কমল-কুটীরে আসেন। প্রথমেই মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী ভগ্নীগণ ও অন্যান্য মহিলাগণসহ তাঁহাকে কতকগুলি পুষ্পোপহার প্রদান করেন এবং ভাই প্রিয়নাথও একটী গোলাপ ফুল দেন। তাহার পর একটী সঙ্গীত হয় ও সমাধি সকল দেখান হয়, তিনি আচার্য্যের সমাধিতে উপহারলব্ধ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। তাহার পর দেবালয়ে গিয়া আচার্য্যদেবের হস্তলিপি ডায়েরী ও শ্লোকসংগ্রহ পুঁথি দেখেন। ভাই প্রমথলাল এইখানে তাঁহাকে Apostles and Missionaries of the New Dispensation পুস্তক এবং ভাই প্রিয়নাথ কয়েকখানি আচার্য্যদেবের ক্ষুদ্র ট্রাক্ট এবং শ্রীযুক্ত সরল চন্দ্র শ্রীআচার্য্যদেবের সমুদয় পুস্তক উপহার দেন। সমন্বয় পতাকার মর্ম্ম তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। আচার্য্যদেবের মহাপ্রয়াণ প্রকোষ্ঠে গিয়া তাঁহার ও আচার্য্যপত্নী দেবীর শয্যাদি, আচার্য্যদেবের খড়ম ও হাতের তৈয়ারী আলমারী ইত্যাদি দেখিয়া তিনি বলেন, এ সকল কোন প্রতিষ্ঠানে রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়। কিন্তু তদুত্তরে তাঁহাকে বলা হয় যে, এই গৃহ ও এতৎ সংক্রান্ত সমুদয় দ্রব্যসহ তীর্থভাবে চিররক্ষা করাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। তাহা করিতে পারিলেই যে ভাল হয় এবং এই ধর্ম্মের বহুল প্রসারণ হওয়া আবশ্যক, ইহা তিনি স্বীকার করিলেন। তাহার পর ড্রয়িং রুমের একতারা হস্তে আচার্য্য আলেখ্য দেখিয়া বলিলেন, “ইহার বিবরণ আমি পড়িয়াছি, সঙ্কীর্ত্তন করিতে তিনি এই ভাবে বাহির হইতেন।” এইখানে বেদি আসনে একটু বসিলে মহিলাগণ তাঁহাকে প্রণাম করেন। অতঃপর তিনি নিচে আসিলে “কেশবের আত্মা যাহাতে নব্যভারতে চিরজীবিত হন আমরা ইহাই প্রার্থনা করি,” এই বলিয়া তাঁহাকে কমলকুটীর হইতে বিদায় দেওয়া হয়। তাহার পর তিনি ভাই প্রতাপচন্দ্রের সমাধি দর্শন করেন ও তাঁর সহধর্ম্মিণীর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করেন, তাঁর প্রদত্ত দুইখানি পুস্তক প্রদত্ত হইলে প্রতাপচন্দ্রের লেখা আচার্য্য জীবনী তিনি একখানি চান। তাহা পরে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে বলা হয়। শেষে কেহ কেহ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দেন।

জাতকর্ম্ম—গত ১২ই জুলাই রবিবার শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহের নবজাত শিশুর জাতকর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। শিশুর পিতা সংহিতা হইতে প্রার্থনা করেন। স্থানীয় বন্ধুগণ সকলেই যোগদান করেন। শিশুর জন্মদিন ১২ই জুন। মা নবশিশু-জননী শিশুকে ও তাহার মাতাপিতাকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

জন্মদিনের উপাসনা—গত ২৭শে জুন পূর্ব্বাহ্নে দেরাডুন নগরে মেজর জ্যোতিলাল সেনের দ্বিতীয় কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে কন্যার পিতামহ ভাই বিহারীলাল সেন উপাসনা করেন। পরম পিতা কন্যাকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দীক্ষা গ্রহণ—গত ১লা জুলাই বুধবার পূর্ব্বাহ্নে প্রচারা-শ্রমে দেবালয়ে শ্রীমান্ জিতেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় নবসংহিতার বিধিমতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নববিধানমণ্ডলী ভুক্ত হইয়া-ছেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। ভাই প্রমথলাল সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই অক্ষয়কুমার নব দীক্ষিত যুবককে ব্রহ্মসঙ্গীত হস্তে দিয়া অল্প কথায় ব্রহ্মসঙ্গীতের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন ও আলিঙ্গন দান করেন, মণ্ডলীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশচন্দ্র দাসও আলিঙ্গন দান করেন। শ্রীমান হরিদাস তালুকদার, শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সেন অনুষ্ঠানোপযোগী সঙ্গীত করিয়া বিশেষ সহায়তা করেন। এই দীক্ষিত যুবকটী একটী শুদ্ধ পরিবারের সন্তান। ইঁহার পিতা এই অনুষ্ঠানকে বিশেষ অনুমোদন করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রসহ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ও এই অনুষ্ঠানে বিশেষ তৃপ্তি-প্রকাশ করেন। পবিত্রাত্মা শ্রীহরি নব দীক্ষিতের আত্মিক জীবন গঠনের বিশেষ সহায় হউন।

সেবা—শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিহারীকান্ত চন্দ লিখিয়াছেন:—আমি ৩১শে বৈশাখ পুরীতে উপস্থিত হই, তথায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ মহাশয়ের গৃহে ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত পারিবারিক উপাসনা সম্পন্ন করিয়াছি। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ কুষ্টিয়া শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র চন্দের ২য় পুত্রের জাতকর্ম্মে উপাসনা করি। এই উপলক্ষে প্রচার ফণ্ডে ১৲ দান করিয়াছেন। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রাজবাড়ীর শ্রীমান্ প্রিয়নাথ দাস গুপ্তের জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা করি। ১৪ই আষাঢ় রবিবার কুষ্টিয়া ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা করি। ২৫শে আষাঢ় রমেশচন্দ্র চন্দের কন্যা শ্রীমতী মণিকার জন্মদিনে উপাসনা করি। কোন কোন পরিবারে উপাসনা করি ও স্থানীয় লোকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে সং-প্রসঙ্গ ও আলোচনা করি। কোন কোন পরিবারে সংহিতা পাঠ হয়।

গত ২৮শে জুন রবিবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। জীবনবেদ হইতে বৈরাগ্য বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের কথা পাঠ করেন। এ সময় স্বর্গীয় চিত্ত-রঞ্জন দাসের জীবনের মহাত্যাগের দৃষ্টান্ত কেমন আমাদিগকে ত্যাগের পথে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, যত ত্যাগ তত ধর্ম্মজীবন, তত ঈশ্বরের কৃপালাভ, যথার্থ ত্যাগ অন্তরে, এই সকল কথায় আত্ম-নিবেদন করেন।

পারলৌকিক—বিগত ১লা জুলাই অপরাহ্ণ ৫॥টার সময় অমড়াগড়া নববিধান মন্দিরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আত্মার কল্যাণ ও তাঁর পরিবারবর্গের সান্ত্বনার জন্য বিশেষ উপাসনার কার্য্য সেবক অখিলচন্দ্র রায় সম্পন্ন করেন।

বিশেষ উপাসনা—গত ৩রা জুলাই কমলকুটীর নব-দেবালয়ে প্রাতে প্রচারকগণ মিলিত হইয়া বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের আবাসগৃহ ও সমাধি ইত্যাদি যেমন সহজে সবার নিকট প্রদর্শিত হয়, তেমনি তাঁহাকে এবং তাঁর মাকে যাহাতে আমরা জীবন্তরূপে প্রদর্শন করিতে পারি ইহাই সে দিন বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র প্রার্থনা করেন, ভাই প্রমথলাল সঙ্গীতাদি করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১০ই জুলাই স্বর্গগত গৃহস্থ-বৈরাগী শ্রীরাজমোহন বসুর স্বর্গস্থ পুত্র শ্রীনির্ম্মলচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বাগনান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

গত ১১ই জুলাই, ভাই প্রিয়নাথের স্বর্গগত একমাত্র পুত্র শ্রীপ্রমোদের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে দুই বেলা বিশেষ উপাসনাদি হয় ও কতকগুলি শিশুকে পায়েস বিতরণ করা হয়।

বিগত ১৮ই জুন শ্রীযুক্ত মনোনীত ধন দের মির্জ্জাপুরস্থ ভবনে স্বর্গগত মনোমোহন দের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্রথমলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন।

বিগত ২১শে আষাঢ়, রাত্রি ৮টার সময় হাওড়া বাঁটরা নিবাসী ডাক্তার শরৎকুমার দাসের ভবনে স্বর্গীয় ভাই ফকির দাসের কনিষ্ঠ কন্যা বিনোদিনীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

বিগত ১৬ই আষাঢ় প্রাতে অমরাগড়ীতে রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায়ের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁর সমাধি মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। স্বর্গীয়া দেবীর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার রায় আচার্য্যের প্রার্থনা হইতে "মাকে ভালবাসিব" প্রার্থনা ভক্তির সহিত পাঠ করেন। প্রথমেই "মা ব'লে কাঁদি সকলে আয়, তোরা আয় আয়" ঐ সঙ্গীতটী হয়। পূর্ব্বাদিন এবং ঐ দিন সন্ধ্যার পর সমাধিমন্দিরে ধ্যান সঙ্গীত প্রার্থনাও হইয়াছিল। উক্ত ১৬ই আষাঢ় মাড়ওয়াড়ি হাসপাতালেও প্রাতে ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন।

বিগত ৭ই আগষ্ট সন্ধ্যার পর হাওড়া বাঁটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকারের পরলোকগতা পত্নী বিভাবতীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনার কার্য্য সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় সম্পন্ন করেন।

রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগিরের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সরলা খাস্তগিরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ও স্বর্গীয় অমৃতানন্দ রায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা সরস্বতী রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে গত ৫ই জুলাই পূর্ব্বাহ্ণে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগির সহধর্ম্মিণীর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাদান করিবার জন্য ও স্বর্গীয় অমৃতানন্দের দুইটী কন্যা মাতৃদেবীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দান করিবার জন্য প্রচারাশ্রমে উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগদান করেন। যোগেন্দ্র বাবু এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমের সকলের আহারের জন্য নগদ ১০৲ দান করেন ও নববিধান ট্রাষ্টের সম্পাদক সরলা খাস্তগির Memorial Fund হইতে নির্দ্দিষ্ট ৫৲ প্রচারাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। মোট ১৫৲ দ্বারা সে দিন রাত্রিতে প্রচারাশ্রমের সকলের বিশেষ ভাবে আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীমতী দীপ্তিময়ী নন্দন ২৲ ও শ্রীমতী হাস্যময়ী রায় ২৲, তাঁহাদের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান করিয়াছেন।

বিগত ৫ই জুলাই স্বর্গগত শ্রীমতী সরলাসুন্দরী খাস্তগিরির সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, নববিধান ট্রাষ্ট অন্তর্গত স্মৃতিভাণ্ডার হইতে নিম্নলিখিত দান প্রেরিত হইয়াছে :—(১) কলিকাতা নববিধান প্রচারাশ্রম ৫৲, (২) কলিকাতা অনাথাশ্রম ৫৲, (৩) ঢাকা অনাথাশ্রম ৫৲, (৪) পাটনা অঘোর নারী সমিতি ৫৲, (৫) চট্টগ্রাম শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র গুপ্ত ৫৲ টাকা।

১৩ই জুলাই পূর্ব্বাহ্নে বৈঠকখানা রোড বাটিতে স্বর্গগত সুধাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। স্বর্গগত সুধাংশু বাবুর সহধর্ম্মিণী একটী প্রাণস্পর্শী লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ২৲ ও ময়ূরভঞ্জ কুষ্ঠাশ্রমে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৪ই জুলাই সাধু হীরানন্দের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে প্রচারাশ্রমে ভাই প্রমথলাল ও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৫, এপ্রেল মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

একবালীন দান বা অনুষ্ঠানিক দান।—এপ্রিল, ১৯২৫।

পিতৃসাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার ৫৲, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু নূতন খাতা খোলা উপলক্ষে ২৲, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামকরণে শ্রীযুক্ত নীলমণি সেনাপতি ১০৲, হালখাতা—W. Takeda ২৲, হালখাতা—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, Mrs. S. N. Sen ১০৲, মাতৃশ্রাদ্ধে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় ২৫৲, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী কন্যার বিবাহে ৫৲ এবং পৌত্রের অন্নপ্রাশনে ২৲, শ্বশ্রূমাতার আদ্যশ্রাদ্ধে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদার ২৲, স্বর্গীয় দীননাথ দত্তের ১৯২৩ সালের চা বাগানের লভ্যাংশ ১২৫৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী তাঁহার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের জন্মদিনে ২০৲, স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ১০৲, পিসিমাতার শ্রাদ্ধে শ্রীমতী মনোরমা দেবী ৫৲, স্বর্গগত অঘোরনাথের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার পুত্রগণ ৩৲ টাকা।

মাসিক দান।—এপ্রিল, ১৯২৫।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন ৩ মাসের ৬৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার এক মাসের ১৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ সাত মাসের ৭৲ স্বর্গগত মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, ব্রহ্মমন্দির ১০৲ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার ১৲, শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র ১০৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲ টাকা।

ভিন্ন ভিন্ন ফণ্ডের আমানত টাকার বার্ষিক সুদ বাবদ এ বৎসরে যাহা পাওয়া গিয়াছে—স্বর্গীয় দোকড়ী ঘোষের ফণ্ডের সুদ ১২৬৷০, দেবী দত্তের ৩৮৴০, ভুবনমোহন ঘোষের ৬৷৴০, সুরমা দত্তের ৩৴০, জগদীশ গুপ্তের ১৫৸৵০, কেদারনাথ রায়ের ৩১৷৵০, শ্যামাচরণ দত্তের ৩৵০, কানাই লাল সেনের ৩১৷৴০, ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর ৬৷৴০ নলিনীবালা বানার্জ্জির ৫৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ১৪শ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।
1st August, 1925.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩

প্রার্থনা।

মা, তুমিই এই মানব জীবনের জন্মদায়িনী। যদিও আমাদিগের দেহ পৃথিবীর মার গর্ব্ভে জন্মলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা তোমা হইতেই এই জীবন লাভ করিয়াছি। আমাদিগের মনেরও মন তুমি। আমাদিগের জীবন, মন, দেহ, সকলই তোমার প্রদত্ত। তবে "আমার" "আমার" যে বলা, তাহা কেবল আমাদিগের আত্মবিস্মৃতি। এই আত্মবিস্মৃতিও তুমি না দূর করিলে ত দূর হয় না। তুমি আত্মজ্ঞান দিয়া বুঝাইয়া দাও—আমরা আসিয়াছি তোমা হইতে, আছি তোমারই শক্তিতে, যাইতেছি তোমারই অনন্তধামে। সে অনন্ত জীবনের পথে কেমনে চলিতে হয় আমরা কি জানি? আত্মবলে কই চলিতে ত পারি না। দেখিতেছি তাই, তুমি এই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ এবং হাতে ধরিয়া চাল চলি করিয়া চালাইতেছ, পতিত হইলে কোলে তুলিয়া লইতেছ, দুর্ব্বল নিরাশ্রয় শিশু বলিয়া স্তন্য দানে পুষ্ট করিতেছ। আবার দুষ্ট হইলে কষ্ট দিয়া, শাসন দণ্ড দিয়া, পাপ দুশ্মনকে দমন করিয়া তোমারই পুণ্যবলে বলী করিতেছ। সংসারের মলিনতা স্পর্শ করিলে আপনি ধৌত করিয়া তোমারই মনের মত করিয়া নিত্যধামের নিত্য আনন্দ সম্ভোগের উপযুক্ত করিতেছ। আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের জীবনকে তোমারই করিয়া লইবার জন্য তুমি যে জীবন্ত-রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ, বিশ্বাস-নয়নে ইহা প্রত্যক্ষ দেখি এবং এই দেহে থাকিয়াও তোমারই আত্মজাত প্রিয় সন্তান হইয়া জীবন যাপন করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে পিতা, ছিলাম মাতৃগর্ব্ভে, যাইতেছি সেই অনন্তকাল সমুদ্রের দিকে। যেখানে সংসার নাই, কিছুই নাই, সেই বৈরাগ্যের সমুদ্রের দিকে যাইতেছি। জীবনের নৌকায় চড়িয়া আনন্দ-সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতেছি। যাইতেছি সেই স্থানে যেখানে অশরীরী আত্মা তোমার সঙ্গে মিলিবে।

আমরা নববিধানের রথে চড়িয়া সুখের রাজ্যের দিকে, অনন্ত পুণ্যধামের দিকে, স্বর্গের দিকে চলিয়া যাইতেছি। অতএব এই বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে যেন শরীর-বিহীন হইয়া যাই। আমার এই জীবন থাকিতে থাকিতে এমন জীবন সঞ্চয় করি, যে জীবনের ক্ষয় নাই। হে আত্মন্! তোমার জীবন বৃদ্ধি হউক। হে মাতঃ, এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে

অশরীরী আত্মা হ'য়ে তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি।—
"জন্মদিনে বৈরাগ্য ভিক্ষা"—দৈঃ, প্রাঃ, ২য় ভাগ।

—•—

মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

এ মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ সম্বন্ধে কতজনে কতই কল্পনা জল্পনা করেন, কতজনে কত প্রকার সিদ্ধান্তই করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক এ জীবন আমরা কোথা হইতে পাইলাম, কেন পাইলাম এবং যে জন্য পাইলাম সে উদ্দেশ্য সাধন করিতেছি কি না, সময়ে সময়ে আত্ম-চিন্তা আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা আলোচনা করা কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়?

কতদিন হইল আমরা এই সংসারে আসিয়াছি, কত অবস্থার ভিতর দিয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর আমাদিগের জীবনের দিন চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা যে কে, কোথা হইতে জন্মিলাম, কি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি, আমরা কি সজ্ঞানে সচৈতন্যে ইহার সদুত্তর দিতে পারি?

বাস্তবিক আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা কি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তৎসাধনে আমরা সদা নিরত রহিয়াছি? না, উদ্দেশ্য-বিহীন লক্ষ্য-বিহীন হইয়া কেবল অবস্থার চক্রে ফিরিতেছি;—বাহ্য অবস্থা, সংস্কার, আচার ব্যবহার, আহার পান, আমোদ প্রমোদ, আন্দোলন আড়ম্বর, পরধর্ম্ম অধর্ম্ম কিম্বা উপধর্ম্মাদির দাস হইয়া আত্মবিস্মৃত আত্মবিভ্রান্ত হইয়া কোন রকমে হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, নাচিতেছি, গাহিতেছি এবং দিনের পর দিন জীবনের দিন অতিবাহিত করিতেছি?

এ সংসারে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু দৃষ্ট হয়, সকলেরই উদ্দেশ্য আছে। গ্রহ নক্ষত্র হইতে কীট পতঙ্গ, তৃণ বালুকণাও উদ্দেশ্য-বিহীন নয়। তবে আমাদিগের জীবন, অমূল্য মানব-জীবন কি কখনও উদ্দেশ্য-বিহীন হইতে পারে?

সৃষ্ট বস্তু সকল যে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, সৃষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশে তাহারা সেই সেই উদ্দেশ্য সমাধান করিতেছে। কিন্তু মানুষ ত তাহাদের ন্যায় সৃষ্ট হয় নাই। মানুষ সজ্ঞানে সচৈতন্যে স্বাধীন ভাবে স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবে এবং স্ব-জ্ঞানে তৎসাধনে ধন্য-জীবন হইবে, ইহাই তাহার নিয়তি।

অতএব আত্ম-চিন্তায় আত্মজ্ঞানে আমাদিগের নিজ নিজ জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে,—আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কি করিতেছি, এবং আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যাহা তাহা সাধন করিতেছি কিনা, বা আমাদিগের জীবনের গম্য পথে ঠিক চলিতেছি কি না।

শাস্ত্রকার বলেন, মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। বাস্তবিক আত্ম-পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই আমরা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, এ জীবন আমরা নিজে গঠন বা উপার্জ্জন করি নাই। আমাদিগের দেহ পিতা মাতার রক্ত মাংসে গঠিত হইলেও তাহা পরম পিতারই দান; মন এবং প্রাণও সেই প্রাণদাতা মনের নিয়ন্তা যিনি তিনিই দিয়াছেন। সুতরাং দেহ মন প্রাণ সকলই আমাদিগের সেই পরম পিতৃদত্ত ধন।

এক্ষণে এই ধন যাহা পাইয়াছি তাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিব, ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহা তাহা সংসাধন করিব, তাহারই জন্য যে আমরা তাহা লাভ করিয়াছি ইহা অবশ্যই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব দাতা যিনি, তিনি যে জন্য দিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহারই অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা যদি আপন বুদ্ধিতে তাহা করিতে যাই নিশ্চয়ই তাহার অপব্যবহার করিব বা অসদ্ব্যবহার করিব। এই জন্য জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সেই জীবনদাতারই চির শরণাপন্ন হইতে হইবে।

—•—

বিধাতার বিধান।

আমাদিগের জীবনের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য আমাদিগের জীবনদাতা যিনি তাঁহাকে জানিব এবং চিনিব; তাঁহাকে জানিয়া চিনিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহারই পরামর্শ লইয়া জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্থির করিব এবং তাঁহারই প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট গম্যপথে অগ্রসর হইব।

কিন্তু আমরা আমাদিগের মানবীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহা না করিয়া আত্ম-বুদ্ধিতে সদাই জীবনপথে চলিতে চাই, এবং এই জন্যই যে আমরা পদে পদে বিপথগামী হই, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে? আমরা আমাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা বশতঃ আত্মহারা হইয়া বিভিন্ন অবস্থার চক্রে পড়িয়া গম্য পথ ভুলিয়া যাই, সংসারের মায়াময়, প্রলোভনময়, আড়ম্বরময়, অসার

অনিত্য সুখ দুঃখময় ও অধর্ম্ম পাপময় আবর্ত্তে পড়িয়া নিতান্তই বিভ্রান্ত হই, তাই পরিচালক-বিহীন তরীর ন্যায় আমাদিগের জীবনতরীও সংসার-সাগরের তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত এবং আলোড়িত হইয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

এইজন্য আমাদিগকে আমাদিগের জীবনের কর্ণধার যিনি, তাঁহাকে প্রত্যক্ষরূপে দৃঢ়রূপে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ধরিতে হইবে এবং তাঁহারই আশ্রয় লইয়া, তাঁহারই পরিচালনা ভিক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলেই তিনি আমাদিগকে স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবেন যে, তিনিই আমাদিগের সত্য জীবনদাতা এবং পরিচালনকর্ত্তা, আমরা তাঁহারই প্রতিকৃতিতে গঠিত, তাঁহারই সন্তান। তিনি পূর্ণ আমরা অপূর্ণ। এই অপূর্ণকে পূর্ণতা দিতে তিনি বিরাজিত।

তিনি সত্যস্বরূপ, তাঁহারই সত্যজীবনে আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য এ জীবন দিয়াছেন, তাঁহারই জ্ঞান চৈতন্যে চৈতন্যযুক্ত করিয়া জীবনের পথে পরিচালন করিতে তিনি আমাদিগকে জ্ঞানময় জীব করিয়াছেন, তাঁহারই অমরত্বের পথে লইয়া যাইবার জন্য তিনি অনন্ত শক্তিরূপে বিরাজিত। তাঁহারই প্রেমে প্রেমিক হইয়া তাঁহারই কার্য্য সাধনের জন্য তিনি প্রেমদাতা প্রতিপালক হইয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনিই একমাত্র নেতা নিয়ন্তা হইয়া আমাদিগের আমিত্ব স্বামিত্ব ও পাপ-প্রবণতা বিনাশ করিয়া তাঁহার দেব-সন্তান করিবার জন্য পুণ্যময়রূপে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং তাঁহারই আনন্দে তাঁহারই সুখে চিরসুখী হইবার জন্যই তিনি সুখ-মোক্ষদায়িনী আনন্দময়ী জননী হইয়া স্বয়ং এই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

বাস্তবিক এই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই, ঈশ্বরকে লাভ করিয়া, তাঁহা দ্বারা অধিকৃত হইয়া বা তাঁহারই হইয়া জীবনে তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিব। আমরা জীবন দ্বারা দেখাইব যে, "যে আমাদিগকে দেখিবে সেই আমাদের ঈশ্বরকে দেখিবে।" কিন্তু ইহা শাস্ত্রে পড়িয়া, পরের মুখে শুনিয়া বা কেবল সংস্কার-সম্ভূত ধারণা দ্বারা হইবে না। তিনি জীবন্ত মা হইয়া প্রতিজনকে স্বয়ং দর্শন দিয়া আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন, জীবন্ত বিশ্বাসে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইহা উপলব্ধি করিলেই, আমরা যথার্থ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হই। ইহাই বিধাতার বর্ত্তমান বিধান।

—০—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্ম কর্ম্ম না কর্ম্ম ধর্ম্ম?

ভারতে ধর্ম্মই যে মানবের এক মাত্র কর্ম্ম ইহা চির প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্য জ্ঞানবাদিগণ কিন্তু ধর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মেরই প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছেন। কর্ম্মই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। নববিধান উভয় ভাবেরই সমন্বয় বিধান করিতে সমাগত। ধর্ম্মই মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম এবং কর্ম্মকেও ধর্ম্ম-ভাবে প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রেরণা অনুভব করিয়া সাধন করিলে কর্ম্ম দ্বারাও আমরা ধর্ম্ম লাভে ধন্য হইব। "যোগযুক্তঃ কুরু কর্ম্মাণি" ইহাই নববিধানের কর্ম্ম-ধর্ম্ম সাধন।

ধর্ম্ম ঈশ্বরের,—অধর্ম্ম আমার।

নদী বা পুষ্করিণীতে যখন আকাশের বারি অধিক বর্ষণ হয়, তখন তাহারা সে বারি আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া পার্শ্বস্থ ভূখণ্ড সকলকে প্লাবিত করে, উর্ব্বরা করে এবং শস্যপূর্ণ করিয়া থাকে। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তিও এইরূপ। ভক্তি সাধকের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তাহা ঊর্দ্ধ হইতে বর্ষিত; তাহা লাভ হইলে কেহ আপনার ভিতরে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া অপর জনকে সিক্ত সংক্রামিত করিবেই। এমনই যাহা কিছু ব্রহ্মের, তাহা সবারই জন্য। "আমি" "আমার" যাহা, পুষ্করিণীস্থিত মলিন জলের ন্যায় আমাতেই বদ্ধ থাকে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য কিছুই আমার নিজস্ব নয়, তাহা কেবল ব্রহ্ম হইতেই লাভ হয় এবং তাহা অপরকে দিবার জন্যই তিনি দান করেন; অধর্ম্ম পাপ যাহা তাহা আমারই স্বোপার্জ্জিত, আমারই মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া আমাকে কলুষিত করে এবং অন্যকেও তাহার দুর্গন্ধে বিষাক্ত করে।

—০—

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে]

১৮ই শ্রাবণ সোমবার, ১৭৯৭ শক।—সাধনের কার্য্য রীতিমত করিতে হইলে, ঔষধ সকলের পক্ষে সমান হইবে না যাহার যে রিপু প্রবল, তাহার সম্বন্ধে সেই সেই বিষয়ের উপযুক্ত ঔষধ গ্রহণ করিতে হইবে। কাহার কাম, কাহার ক্রোধ, কাহার উপাসনা ভাল হয় না, কাহার ভক্তিভাবের ত্রুটি, এ সকল বিষয়ের সংযম জন্য যত্ন আবশ্যক। কষ্ট এই সকলের সাধারণ ঔষধ। ইহাতে ভাব (spirit) নরম হয়, সুতরাং কষ্টগ্রহণ

আবশ্যক। রন্ধনাদির উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-সংযম। উপাসনালয় আত্মার আহার স্থান। রন্ধনালয় শরীর সুস্থ এবং সংযত করিবার স্থান। এই দুই স্থানে একত্র হইয়া উপাসনা ও রন্ধনগৃহকে আশ্রম করিতে হইবে, বন করিতে হইবে। সংসার ছাড়িয়া ঐ স্থানে যাওয়া হইয়াছে, সুতরাং উহা পবিত্র তীর্থস্থান। তেজ পাপের মূল, উপাসনা ও রন্ধনাদি উপায়ে উহার মৃত্যু হইবে। রন্ধনগৃহে স্ত্রীলোকেরা আসিতে পারিবেন, কিন্তু অতি পবিত্রভাবে আসিতে হইবে। যে উপায় গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা হইতে উদ্দিষ্ট ফল না হইলে আমার সঙ্গে মিল হইবে না, উহা কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালা হইবে। সাধনের ফলে স্পষ্ট বিশ্বাস চাই। কেন বিশ্বাস করিবে? আমার বিশ্বাসে বিশ্বাস। সাধনোপায় চিরদিন পরিবর্ত্তিত হইবে, সুতরাং উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কাহার ভবিষ্যদ্দর্শী (prophet) না হইয়া বাধ্যতা স্বীকার করিয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর।

১লা ভাদ্র সোমবার, ১৭৯৭ শক।—যে কার্য্য করিয়া মন ভাল থাকে না, সে কার্য্য পরিত্যাগ কর্ত্তব্য; যাহার যাহা অভাব আছে সাধন দ্বারা তাহা শীঘ্র শীঘ্র পূরণ করা আবশ্যক, অভাব একজনের একরূপ নয়; কাহার ধ্যান সম্বন্ধে, কাহার আরাধনা সম্বন্ধে, কাহার ভাব সম্বন্ধে, কাহার অনুতাপ সম্বন্ধে; যে সাধন আরম্ভ হইয়াছে তদ্দ্বারা জীবন বিশুদ্ধ হইতেছে কি না, উপাসনার মিষ্টতা দিন দিন বাড়িতেছে কি না দেখিতে হইবে।

১০ই ভাদ্র বুধবার, ১৭৯৭ শক।—শরীরকে সুস্থ রাখিয়া শারীরিক কষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ এরূপ করিলে শরীর বহুদিন সাধনের উপযোগী থাকিবে, অন্যথা সাধনেই ব্যাঘাত পড়িবে।

পরস্পরের অনুমোদিত কার্য্য করা উচিত।

—•—

গীতাপ্রপূর্ত্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দর্শন শ্রবণ :—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬।৩০ ॥
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ১৩।২৭।২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ :—

যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে এবং আমাতে সমুদায় দেখে, তাহার নিকট আমি অদর্শন হই না, সে আমার নিকটে অদর্শন হয় না ॥৬।৩০ ॥

সমুদায় বিনাশশীল ভূতেতে সমভাবে অবস্থিত অবিনাশী পরমেশ্বরকে যে দেখে, সেই দেখে। সর্ব্বত্র সমানভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করতঃ যে ব্যক্তি আপনি আপনার হিংসা করে না, সে ব্যক্তি তাহা হইতে পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩।২৭।২৮ ॥

এই সকল বাক্যে ব্রহ্মদর্শন যেরূপ পরিষ্কাররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মবাণী-শ্রবণ তদ্রূপ নহে:

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ১৮।৫৮ ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মচ্চিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সর্ব্ববিধ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে। যদি অহঙ্কারবশতঃ না শোন, বিনষ্ট হইবে।

উল্লিখিত শ্লোকে বাণীশ্রবণ অভিব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ ("যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি") 'যাহারা নিত্য আমার এই মতের অনুসরণ করে,' ইহার ভিতরে বাণী-শ্রবণ রহিয়াছে ধরা যাইতে পারে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১০।১০।১১ ॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫।

বঙ্গানুবাদ :—

নিরন্তর আমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া তাহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাহে আমি তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ অর্পণ করি, যে বুদ্ধিযোগে আমায় তাহারা লাভ করে। তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আমি তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিতি করি এবং সেখানে থাকিয়া দীপ্যমান জ্ঞানদীপযোগে আমি তাহাদিগের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করি ॥১০।১০।১১ ॥

আমিই সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও তাহার অপগম হইয়া থাকে। সকল বেদের দ্বারা আমিই বেদ্য, আমিই বেদান্তকৃৎ, আমিই বেদবিৎ ॥ ১৫।১৫ ॥

শব্দার্থ—অপগম—বিলোপ-সাধন।

(বেদান্তকৃৎ—বৈদিক সম্প্রদায় সকলের প্রবর্ত্তক। বেদবিৎ—বেদার্থবিৎ)।

দর্শনাপেক্ষা স্পর্শানুভূতি গীতাপ্রপূর্ত্তিতে আরও অধিকতর দৃষ্ট হইবে। তাহার মূল গীতাতে এইরূপ আছে, যথা :—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ৬।২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ :—যোগী এইরূপে আত্ম-সমাধান করিয়া পাপ পরি-শূন্য হন এবং সহজে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-জনিত অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন॥ ৬৷২৮॥

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কে?

ব্রহ্মানন্দের কথা প্রমাণে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও আত্ম-কথায় বিশ্বাস করি যে, ব্রহ্মানন্দ ঈশ্বর নিয়োজিত নব-বিধানাচার্য্য। নববিধানের ধর্ম্ম-সমন্বয় তিনি নিজ জীবনের অভিজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াই ইহা জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। অথবা স্বয়ং বিধাতা পুরুষই বিধানের সকল অভিজ্ঞতার সমন্বয় তাঁহার জীবনে সাধন ও সম্ভোগ করাইয়া তাঁহাকে নববিধান মূর্ত্তিমানরূপে প্রকট করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা নববিধান জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই নববিধানের মানুষ, তিনিই নববিধানের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ বা মধ্যবিন্দু।

এই "মধ্যবিন্দু" বলাতে কেহ কেহ আপত্তি তুলেন শুনিতে পাই। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ নিজেই প্রার্থনায় এ শব্দ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "এক মধ্যবিন্দুতে মিলিয়া পরস্পরের সহিত মিলিবে, ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য।" ইহার কারণ, তিনি যে তাঁর আমিত্বটা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "অনেক দিন হইল, আমার 'আমি পাখী' কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, আর সে ফিরিবে না।" এই "আমি" যাঁর নাই, তাঁহাকে মধ্যবিন্দু করিলে আর ক্ষতি কি? কারণ তিনি যখন নাই, তখন তিনি ত তাঁকে দেখাইবেন না। যে ব্রহ্মেতে তিনি নিমজ্জিত, তাঁহাকেই তিনি প্রদর্শন করিবেন। সুতরাং তাঁহাকে মধ্যবিন্দু করার অর্থ তাঁর আমিত্বহীনতাই মণ্ডলীর মধ্যবিন্দু হইবে। এই আমিত্বহীন সন্তানত্ব বা অখণ্ড মানবত্বই ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মানন্দত্ব।

বাস্তবিক কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব বা ব্রহ্মানন্দত্বই তাঁর অধ্যাত্ম-জীবন। এই জন্যই আমরা তাঁর এই ব্রহ্মানন্দ নামের এত আদর করি। ঈশার যেমন অধ্যাত্ম জীবনের ভাব ব্রহ্মপুত্রত্ব বা খৃষ্টত্ব, তেমনি কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্ম ভাব এই ব্রহ্মানন্দত্ব।

মানবের পূর্ণ দেবত্বের বিকাশই ব্রহ্মপুত্রত্ব, এই জন্যই ঈশা ব্রহ্মপুত্ররূপে বলিলেন, "কে আমাকে পাপে লিপ্ত বলিতে পারে?" কিন্তু ব্রহ্মানন্দ একদিকে আপনাকে যেমন মহাপাপীর সর্দ্দার বলিয়া ব্যক্ত করিলেন ও অধ্যাত্মযোগে যাবতীয় পাপী মানবকে নিজ অঙ্গীভূত করিলেন, যদ্দ্বারা পাপী মানবের পরিত্রাণের পথ খুলিয়া গেল, তেমনি সমুদয় মহাজনদিকেও আত্মস্থ করিয়া বলিলেন, "সক্রেটিস আমার মস্তক, ঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, হিন্দু-ঋষিগণ আমার আত্মা, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়, পরোপকারী হাউয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।" তাই কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মানন্দত্ব এক অসাধারণ মানবত্ব।

এই জন্য তিনি বলিলেন ;—"আমি একজন অসাধারণ মানুষ —আমি অন্য লোকের মত নই।" এই যে একদিকে মহাপাপি-গণ সঙ্গে এবং অপরদিকে ঈশা, মূশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, সক্রেটিস এবং বুদ্ধ ঋষিগণ সঙ্গে এক হওয়া, ইহা অসামান্য মানবত্ব ভিন্ন আর কি? ইহাই "মত্তে একমেবাদ্বিতীয়ম্." এই অভিজ্ঞতা তাঁহাতে হইয়াছে বলিয়াই ত তিনি তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং আপনাতে সর্ব্বমানবের একত্র সমাবেশ সমাধান করিয়া, যথার্থ ই নিজ জীবনে ব্রহ্মানন্দত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হইলেন।

উঁহাকে "ব্রহ্মপুত্র" বলিলেও তাঁর প্রকৃত ব্যক্তিত্বের নির্দ্দেশ করা হয় না, কারণ ঈশাই "ব্রহ্মপুত্র" বলিয়া প্রথম অভিহিত। এই জন্য কেশব আপনাকে ভক্তদিগের শ্রেণীভুক্ত করিলেন না। পাপী ভক্তের মিলন বা "বড় আমি" এবং "ছোট আমি"র সংমিশ্রণে যে ব্যক্তিত্ব, তাহাই যথার্থ ব্রহ্মানন্দত্ব। সেই জন্য তিনি এক অদ্ভুত মনুষ্য, এক নূতন সৃষ্টি, এক নূতন হেঁয়ালি। তাঁর প্রকৃত পরিচয় পুরাতন কোন ভাষাতেই ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহাকে ভক্তশ্রেণীভুক্ত করিলেও ঠিক হয় না, আবার পাপী সাধারণ মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত করিলেও মহা অপরাধ হয়। তিনি এই দুইয়ের সমন্বয়, দুইয়ের সামঞ্জস্য, দুইয়ের সংমিশ্রণ, এক অসাধারণ মানবত্ব, নববিধানের "নূতন মানুষ"।

—•—

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

বুঝাইতে গেলে লোকে আর বুঝিতে পারে না, কি হইবে ইহলোক হইতে চলিয়া গেলে, যদি প্রাণ থাকিতে থাকিতে একজন মানুষের আচার ব্যবহার সকলের নিকট বিদেশীয়ের ন্যায় হয়। হয় তো কম বুঝাইলে ভাল হইত।

খুব বড় বড় সকল সংবাদ দিলে প্রচার করিতে, লোকে তাহা বুঝিতে পারিল না। উপায় কি নাই বুঝিবার? বেদ বেদান্ত বুঝা যায়, একজন সামান্য মানুষের কথা, যা রোজ রোজ বলিতেছি, কেহ কি বুঝিতে পারিবে না? তবে ক্রমে ক্রমে বন্ধুগণ এবং আমার মধ্যে সমুদ্র বাড়িতে লাগিল। এপারে আমি, ওপারে তাঁহারা রহিলেন। ভবিষ্যতে তাহা হইলে আর আশা হয় না।

বরং শান্তি আরাম বর্ত্তমানে আছে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে অন্ধকার। কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ, আর কোথায় এখনকার বৈষ্ণ-বেরা? কোথায় মহর্ষি ঈশা, আর কোথায় তাঁহার শিষ্য প্রশি-ষ্যেরা? তাই বলি, ভবিষ্যতের দিকে দেখিলে আশা হয় না।

কেন বুঝিল না লোকে। ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবার কথা নাই। কারণ এই প্রকারই হইয়া থাকে। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আমি চামার, কিন্তু একই ব্যবসায়। তাই বুঝিয়াছি, এই রকমই হইয়া থাকে। জীবন থাকিতে ভূতকালে, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতেও বুঝিবার আশা নাই।

অনেকে আগে ভাই বলিতেন, এখন বলেন না, বিশ্বাস করেন না। বলেন নেতা, তাও নয়, কেন না সকল সময় ইঁহার মতে চলিলে ভাল হয় না। বন্ধু—ঠিক তাও নয়, কেন না রোগ শোকের সময় তেমন সহানুভূতি দেন না। ঠিক কিছু এমন নাম নাই যা দেওয়া যায় ইঁহাকে। ঠাকুর, তাই ক্রমে ক্রমে পেছিয়ে যাচ্ছি, যতদিন যাইবে বিশ্বাস না করিবার কারণ বাড়িবেই বাড়িবে।

যখন গোড়া খেয়ে গেল পোকাতে, এখন যে গাছ ক্রমে নুইয়ে যাবে, তার আর সন্দেহ কি?

ধর্ম্মরাজ্যে এ কথাটা বড় শক্ত যে, যদি কোন দলপতিকে কেহ দূরে রেখে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তবে তার পক্ষে সম্ভ্রহানি-বং। বাপ মাকে ভালবাসা, স্ত্রী পুত্রকে অন্ন দেওয়া, এ সকলে কিছু দেব ভাব প্রকাশ পাইল না। কিন্তু ধন্য সে, যে বলিতে পারে, আত্মার প্রাণ পেয়েছি যাঁ হ'তে, তাঁকে প্রাণের রক্তের চেয়েও ভালবাসি।

প্রাণনাথ, যাঁর কাছে তোমাকে ডাকিতে শিখিয়াছি, যাঁর দ্বারা তোমাকে চিনেছি, তাঁকে চিনে রাখুক মন। সে যে হউক না কেন, সে যে অমৃত খাইয়েছে, সে যে সোণার রাজ্য চিনিয়েছে, তাঁকে চিন্‌তে পারে যেন ভক্তেরা, এই ভিক্ষাটুকু বৃদ্ধ বয়সে চাই।

উপদেষ্টা বলিবার দরকার নাই, সেবা দরকার নাই, কেবল এই কথাটী যেন বন্ধুদের মনে থাকে, একটা আসল কথা এক জনের কাছে শিখেছি, যাহা মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম শান্তি সংসারের সব সুখের মূল। সে আমাদের প্রিয়।

এ সকলের মূলে একজনের ইসারা। মার হাসির রহস্য—এক জনের কাছে আমদানী হয়েছিল, এখন সব জায়গায় আমদানী হয়েছে।

সত্য সত্য কি সে বাড়ী করে দেয় নি, বন্ধু হয় নাই? সেই সব দিয়েছে, যে প্রাণ দিয়েছে। সে এক সময় ছেলে হয়ে কাছে এসেছে। সে বিশ্বাসঘাতক নয়। সে যে প্রাণ দিয়েছে সকলের জন্য, সেই লোকটা আমি।

যদিও সে আমি, আমি তাকে ভালবাসি, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, আমি বলি, তাকে বিশ্বাস করা উচিত।

আনন্দের রাস্তা, বিশ্বাসের রাস্তা, আমরা যেন ধরিতে পারি। বন্ধুকে আমরা যেন অবিশ্বাস না করি।

সে মানুষকে যদি না ভালবাসি, যে মানুষ তোমার কথা শুনিয়েছে, তোমার পথ দেখিয়েছে, তবে তুমি যে নিরাকার অদৃশ্য ভগবান, তোমাকে যে ইঁহারা ভালবাসেন, সে কথা আমি কেমন করে বিশ্বাস করিব। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এখনই খুব বিশ্বাসী হই, যেখানে প্রাণের রত্ন সকল পাইয়াছি, সেখানে খুব বিশ্বাস রাখিয়া এবং পূর্ণ প্রেমিক হইয়া তোমার শান্তির রাজ্যে গিয়া সকলে সুখী হইতে পারি।

"মার অনুগ্রহ"—মাদক বর্জ্জন, সুনীতি সাধন।

আচার্য্য শ্রীকেশবচন্দ্র যে যুবকদিগকে লইয়া "ব্যাণ্ড অফ্ হোপ" সংগঠন করেন, মার অনুগ্রহে কলিকাতায় প্রথম আসিয়াই এই যুবাদিগের সহিত পরিচয় হয়।

আমার পিতৃদেব ও পিতৃব্য কখনও কোন মাদক সেবন করিতেন না, এমন কি ধূমপানেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাই নেশার প্রতি একটা জন্মগত ঘৃণা বা বীতরাগ ছিল; কিন্তু উত্তরপাড়ায় বিদ্যাশিক্ষা কালে সহপাঠী জমীদার-পুত্রের অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুদিন একটু আধটু চুরুট খাইতে শিখি। যখন কলিকাতায় আসিলাম, "ব্যাণ্ড অফ্ হোপের" সভ্য বন্ধুদিগের অনুরোধে এই সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া স্বাক্ষর করিলাম।

প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরের পর একদিন উত্তরপাড়ার জমীদার বাবুদের কাছে যাই। "আর কখনও কোন মাদক স্পর্শও করবো না" বলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি শুনিয়া তাঁহারা মহা তিরস্কার করিয়া কতই উপদেশ দিলেন, "এরূপ প্রতিজ্ঞা করা পাপ, কেন না তা ভঙ্গ করলে নরকগামী হতে হয়। এমন প্রতিজ্ঞা কি কখনও করতে আছে? পরে কখন কি হয়, ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে, সুতরাং প্রতিজ্ঞা করা ভারি অন্যায়।" এইরূপে কতই বুঝাইলেন, কতই আমার দুর্ব্বল মনকে চিন্তাযুক্ত করিলেন।

বাস্তবিক তাঁহাদের কথায় মনে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, কতই যেন একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছি ইহাই মনে হইল। সমস্ত রাত্রি যেন মনের আন্দোলনে ভাল নিদ্রাই হইল না। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিতেই যেন কোথা হইতে এক অলৌকিক বল আসিল। তাঁহাদের বলিলাম, "যখন প্রতিজ্ঞা করেছি তখন করেছি, তাতে যা হয়, এই প্রতিজ্ঞা রাখ্‌বই, আর মাদক ছোঁব না।"

এই বলিয়া তখন হইতে আর কখনও মাদক স্পর্শ করি নাই! "ব্যাণ্ড অফ্ হোপে" খুব উৎসাহের সহিত যোগ দিলাম, ক্রমে ইহার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলাম। এমন কি, বন্ধুদের কাহাকেও কাহাকেও সঙ্গে লইয়া, মদের দোকানে দোকানে ফিরিয়া, যুবা সুরাপায়ীদের প্রলোভন হইতে বাঁচাইবার জন্য কত সময় তাহাদিগকে ধরিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। মার অনুগ্রহে স্থানে স্থানে গিয়া কতই "ব্যাণ্ড অফ্ হোপের" শাখা সভা স্থাপন করিয়াছি এবং আমাদের যৌবনকালের সমসাময়িক বহু ছাত্রকে মাদক বর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প করিতে সক্ষম হইয়াছি।

মাদক বর্জ্জন যেমন, যৌবনে আমার সুনীতি সাধনও মার অনুগ্রহে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রভাবাধীনেই হইয়াছিল। ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ সুনীতি সাধন। সুনীতি বিনা ধর্ম্ম-জীবন

কিছুতেই সুগঠিত হয় না। তাই মা বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া "ব্যাণ্ড অফ্ হোপ" দলের মধ্যে কতিপয় যুবাকে লইয়া আচার্য্য দ্বারা একটি "Moral Union" সুনীতি সমিতি গঠন করান। এই সমিতিতেও একটি প্রতিজ্ঞা পত্র আমাদিগকে স্বাক্ষর করিতে হয়। তাহার মর্ম্ম এই, "আমি বাক্যে মনে ও কার্য্যে কোন প্রকার দুর্নীতি পোষণ করিব না এবং চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। ঈশ্বর আমার সহায় হউন।"

এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সুনীতি সাধন সম্বন্ধে একটা মহা বল প্রাণে অনুভব করিলাম। মনেও কোন পাপ পোষণ করিব না এই প্রতিজ্ঞায় মন প্রথমে বড়ই আন্দোলিত হয়। কার্য্যতঃ ইহা সাধন সম্বন্ধে আচার্য্যদেব আমাদিগকে কতই উপদেশ দেন ও কতই সহায়তা বিধান করেন।

আমাদিগকে এ সম্বন্ধে সময়ে সময়ে তিনি ব্রত সাধন করিতে পরামর্শ দেন। একবার প্রতিদিন কি কি দুশ্চিন্তা ক'রলাম ও পাপ করিলাম, সন্ধ্যার সময় আত্ম-চিন্তা করিয়া ডাইরিতে লিখিয়া রাখিতে উপদেশদেন। একবার আদেশ দিলেন, নিজ নিজ পাপ চিন্তা ও দুর্নৈতিক কার্য্যের বিবরণ লিখিয়া খামে বন্ধ করিয়া আচার্য্যদেবকে দিতে হইবে। কি কঠিন সমস্যা! আমরা তাহাই করিতাম। কিন্তু পরে জানিলাম যে, সে সকল আত্মদোষ-স্বীকার-লিপি তিনি কখনও খুলিতেন না।

আমরা আপনারাও সময়ে সময়ে, সপ্তাহে সপ্তাহে এক একটি দোষ বর্জ্জনের জন্য এক একটি ব্রত লইতাম। একবার ব্রত লইতে হয়—সপ্তাহকাল কোন নারীর প্রতি তাকাইব না। সপ্তাহকাল এমন গিয়াছে, কলিকাতার পথে চলিয়াছি, ফিরিয়াছি, কিন্তু কোন নারীমুখ দেখি নাই। এইরূপ সাধন দ্বারা মনে নৈতিক বল মার অনুগ্রহে যে যথেষ্ট সঞ্চারিত হইয়াছে বা তাহার সহায়তা হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য।

অনুগৃহীত।

অদর্শন-যন্ত্রণা।

প্রাণপতির বিয়োগে সতী হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ! বলিয়া কেন শিরে করাঘাত করেন? সোণার সংসার অন্ধকার করিয়া পতি চলিয়া গেলেন। গৃহ শূন্য হইল, হৃদয়টা খালি হইল, তাই সতী পতির বিচ্ছেদ সহিতে পারেন না; সতী চান, পতিকে নয়নে নয়নে রাখিতে। পতি নাই, সতী ইহা ভাব্‌তেই পারেন না।

সংসারের এই ভীষণ দৃশ্যের পর দেখি, বন-প্রাঙ্গণে তপস্বী স্ত্রী পুত্র বিসর্জ্জন দিয়া যাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, আজ সেই প্রিয়তম প্রাণের দেবতা তাঁকে একবার দেখা দিয়া আবার লুকাইতেছেন বলিয়া কাঁদিতেছেন, "কৈ ভক্তের ধন, কৈ জগৎ জীবন, দেখা দাও, দেখা দিয়া প্রাণে বাঁচাও।"

এ ক্রন্দন তো মায়ার ক্রন্দন নয়, এ বেদনা তো যে সে বেদনা নয়। এ যে ভক্ত সাধকের হৃদয়ের গভীর বেদনা। তাই ভক্তকে সান্ত্বনা দিয়া ভক্তবৎসল বলিতেছেন, "আমি যে একবার তোমাকে দেখা দিয়াছি, তাহা তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য।" এইরূপ অদর্শন-যন্ত্রণা, জগতের আদিকাল হইতে ভক্ত বিশ্বাসী, যোগী বৈরাগী, প্রেমিকদিগের অমূল্য সম্পত্তি। এই যন্ত্রণাতেই প্রাণের দেবতা নিকটস্থ হন এবং ভক্ত কাঁদিলে তিনি আর থাকিতে পারেন না; তাই তিনি বলেন, "শুনিলে ক্রন্দন আর থাক্‌তে পারিনে।"

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই 'মা' 'মা' বলিয়া কেন কাঁদিল! যে মার গর্ভবাসে, মাতৃসত্তার মধ্যে শিশু মহাযোগে মগ্ন ছিল, ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সেই মহাযোগের বিয়োগ হওয়াতে, শিশু মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাও তখন ব্যস্ত হ'য়ে, শিশুকে কোলে লইলেন। শিশুর পক্ষে যেমন মায়ের অদর্শন-যন্ত্রণা অসহনীয়, যোগী ভক্তদের পক্ষেও সেইরূপ অদর্শন-যন্ত্রণা অতি ভীষণতর।

মহাযোগী মহাদেব এই অদর্শন যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে শ্মশানে মশানে, 'কোথায় প্রাণের শ্রীহরি, দেখা দাও, দেখা দাও' বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেন। যোগিবরের ধ্যান, জ্ঞান, ধনরত্ন একমাত্র সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি। হরগৌরীর একত্র সাধনা, একাঙ্গ হইয়া যোগ ধ্যান, কেবল এই নিত্য ব্রহ্ম সনাতনের দর্শনের জন্য। তাঁরা উভয়ে এই সচ্চিদানন্দ শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করিয়া মহাযোগে মগ্ন থাকিতেন। ইহাই সতী পতির মহামিলন, মহাযোগ। এই শ্রীহরির দর্শন ও শ্রীহরির অমৃতময় সহবাসের জন্যই হরগৌরী চির ভিখারী ও ভিখারিণী। "কুবের যাঁর ভাণ্ডারী" তিনি কেন হলেন ভিখারী! জগৎ এ রহস্য ভেদ করিতে পারে না। নববিধানের নবভক্ত এই রহস্য ভেদ করিয়া বলিলেন, "যিনি হরিধনে ধনী, পৃথিবীর ধন মান তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ। পৃথিবীর রাজা সম্রাটদিগের মুকুট হরিভক্তের পদতলে বিলুণ্ঠিত, কেন না ভক্ত যে পরম ধন হরিধনে ধনী।"

য়িহুদী দেশের কালভেরীর মহা শ্মশানেও দেখিতে পাই, পরম পিতা পরমেশ্বরের একমাত্র প্রিয় পুত্র শ্রীঈশাকে দুরন্ত ফিরুশীগণ ক্রুশে আহত ও ক্ষত বিক্ষত করিবার সময়, শ্রীঈশা একদিকে যেমন শত্রুদিগের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন, অন্যদিকে পিতার বিরহ-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "কেন পিতা ত্যজিলে আমায়।" জর জর তনু ক্রুশ-বেদনায়। পিতা, তোমারই অনুরোধে, শেল বিদ্ধ দুই হাতে, এখন তোমার বিচ্ছেদে যে নাথ প্রাণ যায়।"

শ্রীবুদ্ধও রাজকুমার হইয়া, রাজপরিচ্ছদ দিয়া ব্যাধের নিকট বৈরাগ্য-বস্ত্র ভিক্ষা চাহিতেছেন। কেন তাঁর এই ভিখারীর বেশ! তাঁর অন্তরাত্মা শ্রেষ্ঠ শান্তি লাভের এবং জগৎকে তাহা বিতরণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। তাঁহাকেও এই অদর্শন-যন্ত্রণায় অধীর হইতে হয় এবং কঠোর তপস্যায় তাঁর অস্থি চর্ম্ম সার হয়।

তারপর এই বঙ্গদেশে, নদীয়ার ভাগীরথী তীরে, প্রাণের নিমাই আমার "কোথায় প্রাণের ধন, কোথায় প্রাণপতি, দেখা দাও একবার, দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচাও" এই বলিয়া কি না অদর্শন-যন্ত্রণার পরিচয় দিলেন। যে নিমাই বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নিরীহ হরিভক্ত বৈষ্ণবদিগকেও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন, তিনি আজ কাঙ্গালবেশে, ধূলি ধূসরিত অঙ্গে, সেই দীনহীন বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিলিয়া, হরিনামের হুঙ্কারধ্বনিতে নবদ্বীপ কাঁপাইতেছেন এবং মাঝে মাঝে, "দেখা দাও, দেখা দাও" বলিয়া, ভূমে গড়াগড়ি দিয়া বিরহে আকুল হইয়া কাতর ক্রন্দনে নিজে অধীর হইতেছেন ও সঙ্গের ভক্তদলকেও কাঁদাইতেছেন। এ যে মহাভাবের মহালীলা, এ যে ভক্তবৎসলের বিরহে ভক্তের অনির্ব্বচনীয় হৃদয়বেদনা। তাই ভক্ত রামানন্দ বলিলেন, "হরি লীলার মধুর ভাবের উপর, 'আরো বল, আরো বল' এ প্রশ্ন করে ত্রিজগতে নিমাই ভিন্ন আর ত কাকেও দেখি না।" সত্যই যাঁরা হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া, শ্রীহরির অদর্শন-যন্ত্রণায় এক এক বার কাতর হয়েছেন, তাঁরাই এর মর্ম্ম কিঞ্চিৎ পরিগ্রহ করিতে পারেন, অন্যে নয়।

ভক্তসঙ্গে শ্রীহরির এই অপূর্ব্ব লীলার চারিশত বৎসর পরে, বঙ্গদেশের মহানগরীতে আমরা নববিধানের মহাপ্রেমের মহামেলায় উপস্থিত হইয়াও দেখি, ঊনবিংশ শতাব্দীর এক দল যোগী, বৈরাগী, ভক্ত, সাধু, কর্ম্মী, জ্ঞানী মিলিয়া বলিতেছেন, "ভাই ভগিনীগণ! যে শ্রীহরি দেবের দুর্লভ, যোগিগণের দুরারাধ্য ছিলেন, তিনি এখন মা হয়ে এই দেখ ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন, এই মাকে কি তোমরা দেখবে না? এই যে মা আপনি নাচেন, আবার আপনিই রাঁধেন ও আপনি ছেলে মেয়েদের পরিবেশন করেন। যদি ভাই, এই মাকে অবিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা এই মাকে দেখেও চিনবে না, এই মার হাতে খেয়ে, মার কোলে শুয়েও মাকে ধরতে পারবে না।' শ্রীনববিধান অদ্ভুত প্রেমের বিধান। যে শ্রীহরির অদর্শনে বৈরাগী তপস্বিগণ কাঁদিতেন, সেই শ্রীহরি এই ঘোর কলিযুগে এত সহজ, এত সুলভ হইলেন কেন? এত অনায়াস-লভ্যই বা হইলেন কি জন্য? এই যে ভাই, নববিধানের যুগ। আমাদের রাশি রাশি পাপ অবিশ্বাস দেখেই, মা আমাদের জন্য কাতর হয়েছেন। তাই মা নববিধানে নবভাবে অবতীর্ণ হয়ে, সত্যই ঘরে ঘরে মাতৃবেশে বিরাজ করিতেছেন।

আমাদের এখন হতে হবে সরল শিশুর মত, আমাদের হতে হবে অকপট পাতকীদের মত, তাহলেই প্রতি জনে মার শ্রীমুখে শুনতে পাব, "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে, যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে।" নবভক্তের নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শেষ প্রার্থনায় এই যে অদর্শন-যন্ত্রণার উল্লেখ আছে, তাহা স্মরণ করেও যথার্থ অদর্শন-যন্ত্রণা অনুভব করি :—

"এসেছি মা তোমার ঘরে। গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থানাভাবে তোমার ভক্তেরা ফিরিয়া যাইতেন। বড় সাধ ছিল, কয়েকখানা ইট কুড়াইয়া তোমাকে একখানা ঘর করে দিই। সেই সাধ মিটাইবার জন্য মা লক্ষ্মী, তুমি দয়া করিয়া স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলে। আমার বড়ই ইচ্ছা, এই ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুসালেম। এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ তোমার ঘর সাজাইয়া দিই।"

বারিপদা,
১০শে জুলাই, ১৯২৫। } সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

—•—

ভক্তিপ্রসঙ্গ—মহর্ষিদেবের জীবনী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা মহর্ষির জীবনের নীতি ও সেবার কথা কিছু বলি। বিশুদ্ধনীতি এবং লোকসেবা ভিন্ন ভক্তি বিকশিত হইবার পূর্ণ অবসর লাভ করে না। মহর্ষির জীবন অত্যন্ত নীতি প্রধান ছিল, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। যে সময়ে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার নবীন প্লাবনে বঙ্গীয় নবীন যুবকদিগের মধ্যে অত্যন্ত নৈতিক শৈথিল্য উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় বিলাস ও ধনৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও দেবেন্দ্রনাথ জীবনে উচ্চনীতি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা ঈশ্বরের বিশেষ করুণা সন্দেহ নাই। সত্যবাদিত্ব, পবিত্রতা, সংযম, নিয়ম-নিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে মহর্ষি দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। আমরা নিম্নে নীতি সম্বন্ধে তাঁহার দশটী উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, হৃদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ না হইলে, ব্রহ্মোপাসনায় কেহ অধিকারী হইতে পারে না।

২। অহরহ আপনাকে শিক্ষা দান করিবে, আপনাকে শাসন করিবে, আপনাকে ধর্ম্মপরায়ণ করিবে।

৩। কোন কারণেই অন্যায়পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করিবে না। পরশ্রীতে কাতর হইবে না, সম্পদে বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাকে ক্ষমা করিবে। প্রলোভনের মধ্যে চিত্তকে অধিকৃত রাখিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে, বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে, জ্ঞান অভ্যাস করিবে, সত্য কথা কহিবে এবং ক্রোধ সম্বরণ করিবে। ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ।

৪। অন্যের মুখ হইতেও একটী অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান্। তোমরা কথাতে, ভাবেতে, বেশবিন্যাসে যত্নপূর্ব্বক হ্রীকে রক্ষা করিবে।

৫। "যঃপৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা" যিনি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি যেমন আপনাকে, তেমনি পরকে দেখেন।

৬। যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন এবং মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই সাধু।

৭। বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হন এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন।

৮। "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং" মদ্য অদেয়, অপেয় এবং অগ্রাহ্য।

৯। সারথি যেমন অশ্ব সকল সংযত করে, তদ্রূপ সকল বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিবে। পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান করিবে না।

১০। ধর্ম্মপথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। তোমরা প্রাণপণে ধর্ম্মকে রক্ষা কর, ধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"।

এতদ্ভিন্ন তিনি স্বপ্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দুশাস্ত্র হইতে যে সকল অনুশাসন সংগ্রহ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নীতি সম্বন্ধে অতুলনীয়। উহা দ্বারা মহর্ষির বিশুদ্ধ নীতিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় লাভ করা যায়।

মহর্ষি ঈশ্বরের এবং মানব-জাতির চির-সেবক ছিলেন। জগতের কল্যাণের জন্য তিনি যে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-জীবন রাখিয়া গিয়াছেন এবং যে সকল কল্যাণকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সেবকত্বের অমোঘ প্রমাণ সন্দেহ নাই। তবে মহাপুরুষদিগের সেবা সাধারণ জনগণের সেবার ন্যায় নহে। তাঁহাদের সেবার অনুপ্রাণনা অধিক, বাহ্যানুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম। মহর্ষির সেবার তিনটী কার্য্য আমরা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে পারি। (১) ধর্ম্মপ্রচার, (২) অসাধারণ দান, (৩) বোলপুর শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা। মহর্ষির প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল, স্নেহ ও দয়া পূর্ণ ছিল। সুতরাং এরূপ জীবন যে সেবাপরায়ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মহর্ষির জীবনে আমরা সেবার যে তিনটী ধারার উল্লেখ করিলাম, তাহা এতই সর্ব্বজন-বিদিত যে, তৎসম্বন্ধে আমাদের অধিক লেখা বাহুল্য।

আমরা মহর্ষি জীবনের আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিব। ইহাতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন পরাভক্তিতে কেমন উন্মত্ততার অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহার আত্ম-জীবনীর পরিশিষ্টে শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন:—একবার মহর্ষি জলপথে আসিতেছিলেন। জলপথে ভ্রমণের সময় তাঁহার নিয়ম এই ছিল যে, প্রতিদিন প্রাতে উপাসনান্তে দুগ্ধপান করিয়া তিনি নদীতীরে হাঁটিয়া যাইতেন এবং অনেক পর্য্যটনের পর বজরায় উঠিতেন। একদিন মহর্ষি বজরা হইতে নামিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন। বহুক্ষণ গঙ্গাতীরে বজরা ছিল, কিন্তু মহর্ষি ফিরিয়া না আসায় শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং তাঁহার সন্ধানে বহির্গত হইলেন। "অর্দ্ধ ক্রোশ গিয়াছি, তখন দেখি যে প্রায় ১২।১৩ জন ভোজপুরে এক এক সুদীর্ঘ বাঁশের লাঠি, এক এক গাছদড়া ও এক একখানা কাস্তিয়া হস্তে লইয়া মহর্ষিকে ঘিরিয়া এই দিকে আসিতেছে। মহর্ষি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, 'কাহেরে মনচিত বে উদম খা আহার হরজু পরেখা। শৈল পাথরমে জন্তু উপায়ে তাকা' 'রেজক আগে কর ধরেখা—মেরে মাধোজী বে হরিজীউ কোইকো ভুলতে নহী। উনকো ভুলনা ঔর মর যানা বরাবর হ্যায়।' আমি নিকটে পঁহুছিলাম। দেখি যে, বেলা দুই প্রহরের মধ্যে রৌদ্রে তাঁহার মুখ জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে। কপাল দিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। আমি যখন সঙ্গ লইলাম, তখন সেই ভোজপুরেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু, এই বাবাজী কোন্ পাহাড়সে আয়া হ্যায়।' আমি বলিলাম, 'হিমালয় পাহাড়সে।' তাহারা বলিল যে, 'আমাদের গ্রামের একটা বাগানে একটা পড়ো শুকনা আমের গাছের গুঁড়িতে ছায়ায় বসে চক্ষু বুজে ভজন গাহিতেছিলেন। তাহা শুনিতে পাইয়া গ্রামের লোকেরা বাবাজীকে দেখিতে একত্র হইয়াছিল। বাবাজী যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন এত লোক দেখিয়া এই গঙ্গার দিকে চলিয়া এলেন।" জীবনে কতদূর প্রেম জন্মিলে লোকের এতাদৃশ ভাব জন্মে, পাঠকগণ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহর্ষির খৃষ্ট কিম্বা বাইবেলের প্রতি অনুরাগ ছিল না। তাঁহার শেষ জীবনে একবার প্রেরিত-প্রবর মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার টেবিলের উপর একখানা বাইবেল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন যে আপনার টেবিলের উপর বাইবেল দেখিতেছি।" মহর্ষি তদুত্তরে বলিলেন, "দেখ প্রতাপ, যখন পাখীগুলি পৃথিবীতে থাকে, তখন কেহ আম গাছের পাখী, কেহ অন্য গাছের পাখী বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু যখন তাহারা অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান হয়, তখন তাহারা সকলেই এক আকাশের পাখী।" মহর্ষির এই উক্তিতে মনে হয়, তাঁহার চিত্ত শেষ জীবনে ভেদাভেদ ভুলিয়া উদার প্রেমে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। মহর্ষির অন্তর্জীবন আরও চমৎকার, তাঁহার ভক্তি প্রেমের বিশেষ পরিচায়ক। শেষ জীবনে তিনি একবার অত্যন্ত পীড়িত হন। সকলেই তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হন। ডাক্তারগণ বলিলেন, রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনের অবসান হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ মহর্ষি প্রাপ্ত হইলেন এবং সে যাত্রায় মহর্ষি রক্ষা পাইলেন। সে আদেশটী এই:—"ঈশ্বর বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি এ যাত্রায় রক্ষা পাইলে। তুমি এখনো সম্পূর্ণরূপে তোমার গম্য স্থানের উপযুক্ত হও নাই, যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইবে, তখন তোমাকে তোমার গম্য স্থানে

লইয়া যাইব।" হে পাঠক, তুমি কি সমুদ্র-গর্ত্তে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছ? মহর্ষি তেমনি প্রভাবশালী সূর্য্যের ন্যায় ধীরে ধীরে ব্রহ্ম-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। একবার মহাত্মা ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মহর্ষিকে পীড়ার সময় দেখিতে গিয়াছিলেন, মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, "এক্ষণে আমি দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ, দিবা রাত্রির গতি অনুভব করিতে পারি না—ন দিবা ন রাত্রিঃ শিবএব কেবলঃ—আমি এক্ষণে কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি।" একবার তাঁহার হস্তলিপিতে ছিল, "আমার আত্মা এক্ষণে সেই 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' এর ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। এক্ষণে সংসারে কোন কার্য্য নাই, কোন শোক নাই। সকলই শান্তিময় দেখিতেছি।" ধন্য ভগবান্! ধন্য তাঁহার পরম ভক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

বিধান-নৈমিষারণ্য,
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল;
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

চিরদাস
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

—•—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রীপ্রমোদনাথ।

স্বর্গ—১১ই জুলাই।

(ধ্রুবের কথা)

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্।
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্॥"

পুরাণে ধ্রুবের উপাখ্যান শুনিয়াছি। এ উপাখ্যান কতটা ঐতিহাসিক তাহা জানি না। পৌরাণিকই হউক, আর ঐতিহাসিকই হউক, পাঁচ বৎসরের শিশু ধ্রুবের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানের বিকাশই উপাখ্যানের মূল কথা। আর যাহা কিছু তাহা আবরণ মাত্র। এরূপ বিকাশ অলৌকিক কি না বলিতে পারি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার অবসর নাই, কেন না, আমরা একটী ধ্রুবচরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যেখানে পাঁচ বছর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মজ্ঞান বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছিল।

শিশুরা খেলা করে, ধ্রুবও খেলা করিত, কিন্তু সে খেলা কিরূপ? ঐ দেখ ধ্রুব খেলিতেছে—করযোড়ে, মুদিতনেত্রে, যোগাসনে বসিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি ধ্রুব বলিতেছে, "মা, আমায় ভাল কর।" ধ্রুবের আর একটী খেলা গেরুয়া পরিয়া দণ্ডহস্তে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া প্রচার করিতে বাহির হওয়া। তাঁহার সাংসারিক খেলা ছিল না, তাহা নয়। কিন্তু সংসারে রাজার নীচে আসা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। সংসারে থাকিলে রাজা, নহিলে ফকীর। তাঁহাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করিত—চাকুরী করিবে? না। তবে কি করিবে? বাবার মত হরিনাম করিয়া বেড়াইব। বলা বাহুল্য, বাবা বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং ধ্রুব যখন বাবার কাছে থাকিত, তখন খাওয়া-পরা সম্বন্ধে তাঁহার কোনই আবদার ছিল না, সে সন্ন্যাসী। কিন্তু দাদামশায়ের বাড়ীতে তাঁহার রাজার মত হুকুম। কেন? পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর কি এতটা বুদ্ধি হইয়াছিল, এতটা সংযম অভ্যস্ত হইয়াছিল, যে সন্ন্যাসী বাবা আর গৃহী দাদার বিভিন্নতা বুঝিয়া জীবন চালাইতে সক্ষম হইল? অদ্ভুত বটে, কিন্তু তবুও সত্য।

ধ্রুবের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির কথা যদি উঠিল, তবে সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধ্রুবের বাবাকে একটী আম্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ফলটী কলিকাতা হইতে কটক পাঠাইয়া দেন। প্রস্তাব হইল, ফলের আঁটিটী পুতিয়া রাখা হইবে। ধ্রুব বলিল, যে উহা মামার বাগানে পোতা হইবে। দাদামশায় থাকেন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে, ভুলক্রমে যদি আঁটিটী সেইখানেই পোতা হয়, তাই ধ্রুবের এই প্রস্তাব।

ধ্রুবের বাবা ধ্রুবকে শিখাইলেন—Baby dear, have no fear, God is near. ধ্রুব তাঁহার দাদামশায়কে শিখাইল—Dada-moshai dear, have no fear, God is near. ইহা ধ্রুবের নিজের, কেহ শিখাইয়া দেয় নাই। ধ্রুব রুগ্ন-শয্যায়। কথা হইল, বাবাকে চিঠি লিখিতে হইবে। ধ্রুব প্রতিবাদ করিয়া বলিল—বাবা ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহাকে চিঠি লিখিলে কি হইবে? মা'কে চিঠি লেখ।

ধ্রুবের খুব উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। সে নিত্য নূতন খেলা বাহির করিত। পুরাতন লইয়া সে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিত না। একবারে নূতন না পাইলেও বাদসাদ দিয়া পুরাতনকে নূতন করিয়া লইত। আবার খেলিতে যাইয়া সে কখনও নীচু হইবে না, যদিপর বৃদ্ধ দাদামশায় তার খেলার সাথী! তাতে কি? দাদামশায় ছোট রাজা, ধ্রুব বড় রাজা। দাদামশায় হলেন ছোট দাদামশায়, ধ্রুব বড় দাদামশায়।

ধ্রুব কীর্ত্তন করিত। কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্ত হইত। কীর্ত্তনের মধ্যে "দয়াময় দয়াময় বলেরে" স্থানে স্বকৃত আখর যোগ করিত—"দিদিমা, দিদিমা বলেরে।" না হইবে কেন? ক্ষুদ্র শিশু দিদিমার মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তি দেখিয়াছে, তাহা সে চাপিয়া রাখিতে পারিবে কেন? আবার কখনও গাইল —"বাবার মত কেন্দে কেন্দে প্রাণ যে যায় রে।" বলা নিষ্প্রয়োজন যে বাবার ধর্ম্মভাব ধ্রুবের জীবনকে গঠন করিয়াছে।

ধ্রুবের নীতিজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁহার বয়স যখন সবে তিন বৎসর মাত্র, তখন একদিন সে শুনিয়াছিল যে একজন আর একজনকে 'শালা' বলিয়া গালি দিল। ধ্রুব বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল 'শালা' কি? বাবা বলিলেন "ও ছাই কথা মুখে আনতে নাই।" ধ্রুব তাহা শুনিয়া রাখিল। বৎসরাধিক পরে 'শালা' বলিয়া ঠাট্টা করিতে শুনিয়া দাদামশায়কে ধ্রুব শাসন করিয়া বলিল—"দাদামশায়, বাবা বলেছেন, ও ছাই কথা মুখে আনতে নেই।" একদিন ধ্রুব মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পড়িতে ছিল। এমন সময় মাষ্টার একটা কথা বলিলেন যাহা মিথ্যা,

ধ্রুব অমনি বলিয়া উঠিল—মাষ্টার মহাশয়, বাবা কি আপনাকে বলেন নাই, মিথ্যা কথা বলতে নেই?' "Of such is the kingdom of Heaven." একথা যদি সত্য হয়, তবে ধ্রুবের মত শিশুদিগের জন্যই স্বর্গরাজ্য, সন্দেহ নাই।

ধ্রুবের ক্ষমাও ধ্রুবেরই মত। রামকৃষ্ণপুরে একটী শিশুর সঙ্গে ধ্রুব খেলিত, একদিন সে ধ্রুবকে কামড়াইয়াছিল। ধ্রুব তাহাকে গালি দিল না, কিম্বা মারিল না। কেবল বলিল—'ছি ভাই, হেন্দো, আমি খেলতে এসেছি, আমাকে মার কেন? ইহাতে ঈশ্বর রাগ করেন।' কেহ মনে করিবেন না, যে সে আঘাত ধ্রুবের লাগে নাই। তিন চারি মাস পরে মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে যখন ধ্রুবকে বলা হইল, "তোমার মা আসিল না, তোমাকে রামকৃষ্ণপুর যাইতে হইবে," ধ্রুব বলিল, "না যাব না, আমাকে হেন্দো মারে," এই বলিয়া ঠোঁটের দাগ দেখাইল।

ধ্রুবও রাগ করিত, অভিমান করিত। কিন্তু সে অভিমানের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। একদিন ধ্রুব মায়ের চিঠি প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন পিয়নের নিকট চিঠি পাইল না, তখন অভিমান করিয়া বলিল, "মাকে আর মা বল্‌ব না, ঈশ্বরকে মা বল্‌ব।" ধ্রুব এ অভিমান রক্ষা করিয়াছে কি না জানি না। তবে ইহা জানি যে, মা আসিয়া ধ্রুবকে মৃত্যুশয্যায় দেখিয়াছেন।

ধ্রুবের দৃষ্টি যে ঈশ্বরের উপর ছিল তাহা এই অভিমানটীতেই প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বলিয়াছি, ধ্রুবের খেলা ছিল উপাসনা। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ধ্রুবের নিকট সব সময়ে তাহা খেলা ছিল না, অনেক সময়ে তাহার উপাসনায় খেলার চাঞ্চল্য থাকিত না, উপাসনার গাম্ভীর্য্যই ষোল আনা বর্ত্তমান থাকিত। একদিন ধ্রুব প্রার্থনা করিতেছে, হেন্দো হাসিয়া উঠিল। ধ্রুবের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইল না। প্রার্থনা শেষ করিয়া শান্তি বাচনের পর ধ্রুব বলিল, "ভাই উপাসনার সময় হাস্‌তে নাই।" তাহার দুইটী অতি প্রিয় সঙ্গীত ছিল। ভাবে গদগদ হইয়া ধ্রুব গান করিত, "মা আছেন কাছে, ভয় কিরে তোর আছে।" তখন কেহ বলিতে পারিত না, যে উহা মুখস্থ করা কথা। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত 'মা কোথায়?' ধ্রুব বুকে হস্তস্থাপন করিয়া বলিত 'এইখানে'।

আমরা আমাদের প্রমোদকে ধ্রুব বলিলাম এই জন্য, যে খেলায় রাজা হইবার সাধ তাহার দেখিয়াছি। কিন্তু ভগবানের নিকট সে কখনও রাজ্য কামনা করে নাই। প্রমোদ এ বিষয়ে প্রহ্লাদের মত নিষ্কাম। প্রমোদ ভগবানকে ডাকিয়াছে—প্রার্থনা করিয়াছে—'মা, সকলকে ভাল কর।' "গরীবের ঠাকুর হরি বড় দয়াময় রে' ইহাই ছিল প্রমোদের প্রধান সঙ্গীত। কিন্তু গরীবের ঠাকুরের নিকট সে কখনও কিছু পার্থিব বিষয় প্রার্থনা করে নাই। যদি কেহ বলেন এগুলি মুখস্থ কথা, তবে তিনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিতেছি। প্রমোদকে ধ্রুব বলিবার আরও কারণ আছে, ধ্রুবও পঞ্চমবর্ষীয় শিশু, প্রমোদও পঞ্চমবর্ষীয়। ধ্রুব মায়ের কাছে হরির কথা শুনিয়া তপস্যায় গিয়াছিল। প্রমোদের বাবার কথার উপর খুব বিশ্বাস ছিল।

ধ্রুবের জ্বর হইল। ধ্রুবের ছোট মামা তখন মৃত্যু-শয্যায়। টাইফয়েড জ্বর। ধ্রুব দেখিয়াছে, তাহার খুব ভাল চিকিৎসা হইতেছে। তাই জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকেও ভাল ডাক্তার দেখাবে তো?" উত্তর শুনিয়া বলিল, 'কি করে' হবে, আমার বাবা তো চাকুরী করেন না? বাবার কাছে শুনিয়াছি, মাকে ডাকলে সব ভাল হয়, আমি মাকে ডাকছি, তোমরা ডাকছো তো?" ইহার পর ধ্রুব আর কিছু বলিয়াছে কি না জানি না। জানিবার প্রয়োজনই বা কি? ইহাই কি যথেষ্ট নহে—'মাকে ডাকিলে সকল ভাল হয়'? ইহাই প্রথম কথা, ইহাই শেষ কথা। কিন্তু কথাটা ভাল করিয়া না বলিয়াই ধ্রুব কোথায় চলিয়া গেল। না, ধ্রুব চলিয়া যায় নাই। ধ্রুব চলিয়া যায় না। এ দীপ জ্বলিলে আর নির্ব্বাণ হয় না। যে গৃহে এ দীপ জ্বলে সে গৃহ ধন্য। যে সমাজে ধ্রুব জন্মে সে সমাজ ধন্য। ধ্রুবচরিত্র কীর্ত্তন করিয়া আমরাও ধন্য হইলাম।

ধ্রুবের জীবনের একটা অবোধ্য কথা বলা হয় নাই। ধ্রুব কটকে, তাঁর ঠাকুরমা রামকৃষ্ণপুরে। হঠাৎ ঠাকুরমার কাছে যাইবার জন্য ধ্রুব ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঠাকুরমার জন্য এরূপ ব্যাকুলতা ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। তাহাকে কিছুতেই থামান গেল না। ধ্রুব রামকৃষ্ণপুরে চলিয়া গেল। পরে জানা গেল—ধ্রুব যখন ব্যাকুল হইয়া ঠাকুরমার জন্য কাঁদিতেছিল, ঠাকুরমাও সেই সময় এক জামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ,
(দিল্লী হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ও ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক, কটক,)

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৬ই জুলাই ৩২শে আষাঢ় ভাই প্রিয়নাথের জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রাতঃসন্ধ্যা বিশেষ উপাসনা হয়। স্থানীয় বন্ধুগণ উপাসনায় যোগ দিয়া প্রার্থনাদি করেন। ভ্রাতা রসিকলাল রায় এবং প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু সায়ংকালে মিষ্টান্নাদি দিয়া শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

শুভ বিবাহ—১লা শ্রাবণ, সিঁথি নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান জিতেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত ব্যাটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দাসের কন্যা শ্রীমতী শান্তিময়ীর শুভ বিবাহ নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১৯শে জুলাই রবিবার প্রাতে বাগনান চন্দ্রপুর গ্রামে বৃদ্ধ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর পরিবারবর্গ ও আত্মীয় কুটুম্ব কয়েকজনকে লইয়া ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পারিবারিক বিশেষ উপাসনা করেন। শশি বাবু নিজেও প্রার্থনা করেন।

গত ১৮ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে পারিবারিক সম্মিলন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রার্থনা করেন।

গৃহ প্রতিষ্ঠা—বিগত ১৫ই জুন, ১লা আষাঢ়, সোমবার, সন্ধ্যার সময়ে ভাগলপুরে ডালটনগঞ্জ জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বেচুনারায়ণের নব নির্ম্মিত গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় মহাশয় উপাসনা করেন, স্থানীয় সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ২৲, ভাগলপুর ব্রহ্মমন্দিরে ২৲, ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা—স্বর্গগত ময়ূরভঞ্জের মহারাজার শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের সাহায্যে এবং ভাই নন্দলাল ও শ্রীমান্

অমৃতানন্দ রায়ের উদ্যোগে বারিপদায় একটী ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হয়। এতদিন তাহা অপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছিল। সম্প্রতি মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর অর্থসাহায্যে এবং প্রাণগত উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষায় মন্দিরগৃহটী সুনির্ম্মিত হইয়া গত ২৬শে জুলাই, রবিবার, নববিধানানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একজন ধর্ম্মপ্রাণ প্রেমিক বন্ধুর বাড়ী হইতে বিশ্বাসিদল সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিলে, নববিধান-বিধায়িনী জননীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, শঙ্খবাদনপূর্ব্বক সেবিকা শ্রীমতী হেমন্তকুমারী মল্লিক মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করেন, তৎপরে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক নবসংহিতার প্রার্থনা উচ্চারণে মন্দির ব্রহ্মচরণে উৎসর্গ করেন। সমাগত প্রায় সকল রাজকর্ম্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান পত্র পাঠ ও প্রার্থনান্তে শ্রীমন্দির যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করা হয়, পরে ব্রহ্মোপাসনা হয়। অপরাহ্ণে সঙ্গীত, আলোচনা, উন্মত্ত কীর্ত্তনের পর বালেশ্বরের উননবতিতম বর্ষীয় বৃদ্ধ সাধক শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন দাস উড়িয়া ভাষায় সান্ধ্য উপাসনা করেন এবং ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় প্রার্থনা করেন। পরদিন উষাকীর্ত্তনের পর প্রার্থনা করিয়া উপাসকমণ্ডলী পুনর্গঠন হয়। স্থানীয় কতকগুলি বিশ্বাসী ও সহানুভূতিকারী ব্যক্তি দ্বারা একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন হয়, ভাই নন্দলালের পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক পদে মনোনীত হন। অতঃপর ভাই প্রিয়নাথ শান্তি-বাচনের উপাসনা করিয়া এই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব সমাপন করেন।

তীর্থযাত্রা—ভাই প্রিয়নাথ সস্ত্রীক তীর্থযাত্রী হইয়া গত ২২শে জুলাই কটকে পৌছান। ঐ দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর সঙ্গত সভায় সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিয়া, জীবনে ধর্ম্মসাধনের উপায় উদ্ভাবন ও তাহা কার্য্যতঃ অনুসরণ করা যে সঙ্গতের উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধে সদালাপ করেন। এই দিন কয়েকটী পরিবারের সহিতও প্রার্থনা ও আলাপ প্রসঙ্গ হয়।২৩শে প্রত্যুষে রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসুর গৃহে উষাকীর্ত্তন ও প্রার্থনা করেন ও মন্দির দ্বারেও কীর্ত্তন প্রার্থনা হয়। স্বর্গীয় ভক্ত মধুসূদন রাও রায় বাহাদুরের পরিবারবর্গ সহ তাঁহার পারিবারিক প্রশস্ত দেবালয়ে প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন। অতঃপর কয়েকটী পরিবারের সহিত প্রার্থনা বা আলাপ প্রসঙ্গাদির পর শ্রীপ্রমোদ সমাধি তীর্থে গিয়া প্রার্থনাদি হয়। সন্ধ্যায় শ্রীমধুসূদনের ভবনে স্থানীয় ব্রাহ্ম ও সহানুভূতিকারী বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মিলনে উপাসনা করেন ও ঈশ্বরদর্শন যে সহজ ও স্বাভাবিক এবং তাহাই ব্রাহ্ম জীবনের বিশেষ সাধন এই বিষয়ে প্রসঙ্গ হয়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি সত্ত্বেও অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব আগ্রহের সহিত যোগদান করেন। রাত্রির গাড়ীতে ভাই সস্ত্রীক ময়ূরভঞ্জ যাত্রা করেন।

পারলৌকিক গত ১৩ই জুলাই আমাদিগের প্রধানাচার্য্য মহর্ষিদেবের দৌহিত্রী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আমাদিগের স্নেহের সন্তান শ্রীমান্ অজিত নাথ মল্লিকের শ্বশ্রূমাতা। গত ১৬ই জুলাই স্নেহের বধূমাতা শ্রীমতী কল্যাণী দেবী তাঁহার হাজরা রোডস্থ বাসভবনে মাতৃদেবীর পারলৌকিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতার বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ভ্রাতা ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী বিধবা আশ্রমাদি অনেক প্রকার সদনুষ্ঠানে ব্রতী এবং বহু দেবগুণসম্পন্না নারী ছিলেন। আমরা তাঁহার হঠাৎ পরলোক গমনে নিতান্তই সন্তপ্ত। বিধান-জননী স্বর্গগতা দেবীর আত্মাকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন, এবং শোকসন্তপ্ত স্বামী ও সন্তান সন্ততি ও আত্মজনদিগকে সান্ত্বনা দিন।

পরলোকগমন ও শ্রাদ্ধ আমাদের প্রাচীন বিধান বিশ্বাসী বন্ধু ও গৃহস্থ প্রচারক শরচ্চন্দ্র দত্ত তাঁহার তমলুকস্থ বাটীতে কিছুদিন জড়িত পীড়ায় আক্রান্ত থাকিয়া গত ১৯শে জুলাই পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর হইতে তমলুকে নূতন ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রাণগত যত্নে পরিশ্রম করিতেছিলেন। এই মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য উপলক্ষে প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিষ কিছু দূর স্থান হইতে খরিদ করিয়া আনিতে গিয়া রাস্তায় কোন স্থানে পাঁক ও কাদায় পড়িয়া বিপন্ন হন, অন্য লোকের সাহায্যে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য করিয়াই গৃহে ফিরেন। কিন্তু গৃহে আসিয়াই জ্বর ইত্যাদি পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং কয়েকদিন আক্রান্ত থাকিয়া গত ১৯শে জুলাই ইহলোকের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরলোকে পরম মাতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। গত ২৩শে জুলাই পূর্ব্বাহ্ণে ১০নং নারিকেল বাগান রোডে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী পিতৃ-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। ভাই গোপাল চন্দ্র গুহ অনুষ্ঠানের কার্য্য সম্পন্ন করেন। শরৎ বাবুর দুই কন্যা, বড় জামাতা, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূ এবং অন্যান্য আত্মীয় আত্মীয়া অনেকে উপস্থিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রধান শোককারীর প্রার্থনাদি করেন। এই উপলক্ষে দান—কলিকাতা নববিধান প্রচারাশ্রমে ৩৲, ঢাকা নববিধান সমাজে ৩৲, তমলুক নববিধান সমাজ ৩৲ টাকা।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৩শে জুলাই স্বর্গীয় হিরণ্ময়ী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ আনন্দকুমার মুখোপাধ্যায় হাজরা রোডস্থ ভবনে সম্পন্ন করিয়াছেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২০শে জুলাই স্বর্গীয় গৃহস্থ বৈরাগী শ্রীরাজমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী মা ক্ষেমঙ্করী দেবীর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে দরিদ্র নারীদিগকে কিছু সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি বড়ই পরসেবা-পরায়ণা সাধ্বী ছিলেন। এই উপলক্ষে সায়ংকালে বাগনান মুরালীবাড় গ্রামে সাধ্বীর কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী ও ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

২৪শে জুলাই স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে স্বর্গগত ভাইয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারাশ্রমের ব্যবহার জন্য ৫৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। বারিপদা এবং বালেশ্বরেও বিশেষ উপাসনা ও প্রীতিভোজন হয়।

কটক প্রবাসী গৃহস্থ বৈরাগী শ্রদ্ধেয় রাজমোহন বসুর সহ-ধর্ম্মিণী দেবীর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে কটক শ্রীমধুভবনে গত ২০শে জুলাই বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা রামকৃষ্ণরাও উপাসনা করেন। স্থানীয় কয়েকজন বন্ধুও যোগদান করেন।

গত ৩০শে জুলাই, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবপুত্র শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে প্রাতে নবদেবালয়ে ও সন্ধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

২৫শে জুলাই, বারিপদায় ভাই প্রিয়নাথ কন্যা ত্রিনীতির স্বর্গগমন দিন সাধন করেন।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, সোমবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ। 17th August, 1925. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে ব্রহ্ম, এই বিশ্ব তোমার মন্দির। এই মন্দিরে নিত্য নিরাকাররূপে তুমি বিদ্যমান জানিয়া আমাদিগের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ সদা সর্ব্বত্র তোমার স্তবস্তুতি বন্দনা করিতেন। তাহার পর পৌরাণিক সাধক ভক্তগণ তোমাতে নানাপ্রকার রূপ আরোপ করিয়া স্থানে স্থানে দৃশ্যমান মন্দির স্থাপনপূর্ব্বক পূজা আরাধনায় নিরত হইতেন। এমনই এক্ষণে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাধকগণ কেহ বা মন্দির, কেহ মসজিদ্, কেহ গীর্জ্জা, কেহ মঠ, কেহ বিহার নির্ম্মাণ করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার পূজা প্রার্থনাদি করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানে সর্ব্বদেবতার পরম দেবতা, সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর তোমারই পূজার জন্য তুমি স্বয়ং মন্দির, মসজিদ্, গীর্জ্জা, মঠ, বিহার সমন্বিত করিয়া যে শ্রীমন্দির স্থাপন করিয়াছ, তাহাতে সকল ধর্ম্মাবলম্বীসহ সমবেত হইয়া তোমারই যেন পূজা করি। বিশ্বমন্দিরে যেমন, এই মন্দিরেও তেমন তোমাকে দর্শন করিতে দাও। আবার আমাদিগের গৃহ-মন্দিরও যেন তোমারই মন্দির হয় এবং আমাদিগের প্রত্যেকের দেহ-মন্দিরেও ত তুমি নিত্য বিরাজিত রহিয়াছ, ইহা যেন আমরা বিশ্বাস চক্ষে দেখিয়া নিত্য তোমার পূজায় নিরত থাকি, আর তোমার মন্দিরস্বরূপ হইয়া জীবনে যেন আমরা তোমায় দেখাইতে পারি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে পিতা, তোমার দেবালয় যেন আমরা সকলে চিনিতে পারি। তুমি নিরাকার হয়েও আপনার নামে পৃথিবীতে এক একটী গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ; তন্মধ্যে ভক্তেরা তোমার আবির্ভাব দেখেন এবং তোমাকে পূজা করেন। সকল স্থানে তুমি আছ, কিন্তু বিশেষরূপে এই দেহ-মন্দিরে আছ, বাসগৃহে আছ, আর ভক্তেরা যেখানে একত্রিত হইয়া তোমার পূজা করেন সেখানে আছ।

দেহ-মন্দিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলে তোমারই যশ কীর্ত্তন করে। মনে করিব, দেব, ইহা তোমার দেবালয়। মনে করিয়া পরিষ্কার রাখিব। আর যে স্থানে বাস করি তাহাও পরিষ্কার করিব। হিন্দুদের নিকট কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির যেমন পবিত্র, আমাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের বাসগৃহ পবিত্র হউক। এই গৃহে তোমার নাম হোক, পূজা হোক। ইহাকে ঠাকুরবাড়ী

মনে করিব। আর যেখানে মিলিত হইয়া তোমার পূজা করি, তাহাকে ত দেবালয় মনে করিবই, সেখানে তোমার পূজা করে অশান্তি অকুশল দূর হবে, সেখানে তোমার পুণ্যের আবির্ভাব দেখে পবিত্র হই।

তোমার দেবালয়গুলির সম্মান করিতে দাও, সকল মন্দিরে হোম, পূজা, যাগ যজ্ঞের ধুমধাম হোক্। দেহ একখানি কাশী, গৃহ একখানি বৃন্দাবন, সমস্ত বিশ্ব তোমার দেবালয়। হে মঙ্গলময়ী, আশীর্ব্বাদ কর যেন সর্ব্বদা বিশ্বাস চক্ষে, ভক্তি চক্ষে তোমার দেবালয় দর্শন করে শুদ্ধ হই।—"দেবালয় দর্শন"—দৈঃ প্রাঃ, ২য়।

ভাদ্রোৎসব ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠার উৎসব।

আবার ভাদ্রোৎসব সমাগত হইল। এই উৎসব সাধন করিবার জন্য নববিধান-পরিবারস্থ সকল বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী ভাই ভগ্নীদিগকে আমাদিগের মার নামে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

আমাদিগের ভাদ্রোৎসব মার শ্রীমন্দিরে তাঁর উপাসনা প্রতিষ্ঠার উৎসব। যদিও রাজর্ষি রামমোহন প্রথমে ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, কিন্তু ৭ই ভাদ্র, ১৭৯১ শকে যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইতেই এই উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এই উৎসব বরাবর বিশেষ সাধনের উৎসবরূপে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব প্রতি বর্ষে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে প্রধানতঃ এক এক নূতন সাধন তত্ত্বই বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং এ উৎসব যেন কেবল বাহ্য আড়ম্বরের বা বার্ষিক নিয়ম রক্ষার অনুষ্ঠানমাত্র না হয়।

যুগে যুগে বিধানের জীবন্ত ভাব যখন ম্রিয়মাণ হয়, জ্বলন্ত প্রত্যাদেশের সময় চলিয়া যায়, তখন উৎসবাদি কেবল মৃত অনুষ্ঠান হইয়া পড়ে। তাহাতে বাহ্য আড়ম্বরের ত্রুটী কিছুই থাকে না, কিন্তু জীবনে তাহার ফললাভ কিছুই হয় না। আমাদের উৎসব যেন তেমন না হয়।

উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? ঊর্দ্ধ হইতে অর্থাৎ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যাহা সাধকদিগকে ঊর্দ্ধদিকে উন্নত করে, তাহাই উৎসব। সত্য সত্য আমরা যে অবস্থায় পতিত, উৎসবে যদি তাহা হইতে উন্নত না হই, তাহা হইলে সে উৎসব কখনই প্রকৃত উৎসব নহে।

আমরা প্রত্যেকে এবং সমগ্র মণ্ডলী এখন যে অবস্থায় রহিয়াছি, তাহা হইতে আমরা ঊর্দ্ধে উঠিব, উন্নত হইব, এই আকাঙ্ক্ষা, এই সংকল্প লইয়া আমাদিগকে উৎসব-ক্ষেত্রে গমন করিতে হইবে।

নববিধানের জননী জীবন্ত জাগ্রতরূপিণী। সরল ব্যাকুল অন্তরে দীন পাপী সন্তান তাঁহার নিকট যাহা চায়, নিশ্চয় তিনি তাহাকে তাহা দান করেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেছেন, "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে, যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতর প্রাণে, কিন্তু কপট ক্রন্দনে অনুতাপে ভুলিনে।"

বাস্তবিক আপনাদিগকে যথার্থ পাপী অধম বলিয়া অকপটভাবে স্বীকার করিয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে দীনহীন কাঙ্গালের মত তাঁহার দ্বারে কাঁদিলে, তিনি কখনই দূরে থাকিতে পারেন না। তাঁর প্রাণ যে মার প্রাণ। বিশেষ ভাবে নববিধান-বিশ্বাসীদিগের ইহাই সৌভাগ্য যে, আমাদিগের উপাস্য যিনি তিনি মাতৃহৃদয় লইয়া উচ্ছ্বসিত স্নেহে আমাদের নিকট বিরাজিত। আমাদিগের দুঃখ নিজে মোচন করিবার জন্য ব্যস্ত। ইহা বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগের আত্মিক অভাব নিবেদন করিলে কখনই তিনি অগ্রাহ্য করিবেন না।

তবে রোগ নিরূপণ না হইলে যেমন ঔষধ ব্যর্থ হয়, তেমনি আমাদের পাপবোধ যদি প্রকৃত না হয়, অহংবশতঃ আমাদিগের মন যদি যথার্থ দীনভাবাপন্ন না হয়, কেমনে আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, কেমন করিয়া আমাদিগের উৎসব-সাধন জীবন্ত ফলপ্রদ হইবে। ক্ষেত্র কর্ষণ বিনা কেবল ঊর্দ্ধ হইতে বৃষ্টি পতনে কি ফসল হয়?

ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠার উৎসব এক বিশেষ উৎসব। সকল দেবদেবীর মন্দির জগতে আছে, কিন্তু সর্ব্বদেবতার পরম দেবতা যিনি তাঁর মন্দির জগতে এই নবপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বমন্দিরে যিনি নিত্য বিরাজিত, তাঁহাকে ব্যক্তিগতরূপে প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য এই শ্রীমন্দির। এমনই আমাদের গৃহকেও তাঁহার মন্দির করিয়া তাহাতে তাঁহাকে দেখিব এবং দেহকেও তাঁহার মন্দিররূপে পরিণত করিয়া আমরা যথার্থ ব্রহ্মের মন্দিরস্বরূপ হইব।

মন্দিরে যেমন লোকে দেবদর্শন করে, আমাদের দেহ এবং গৃহমন্দিরে যেন সকলে সেই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। এই শ্রীমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠার মহোৎসবে

এবারকার ভাদ্রোৎসবে যেন আমরা সেই উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ ভাবে আকাঙ্ক্ষিত হই এবং তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হই।

শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার ঘোষণা পত্র।

ঊনচত্বারিংশ মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব ঘোষণা পত্র পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, এবারকার উৎসবে তাহা সকল উৎসব-যাত্রীকে স্মরণ করিয়া দিবার জন্য আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"একমাত্র মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আহ্বানে এবং আদেশে আমরা এখানে সম্মিলিত হইলাম। এই ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবর্ষের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য একমাত্র পরমেশ্বরের পূজা যাহাতে এখানে সংস্থাপিত হয় এজন্য তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করি।

"সেই অদ্বিতীয়, জ্ঞানে অনন্ত, পবিত্রতায় অনন্ত এবং দয়ায় অনন্ত, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া পালন করিতেছেন, পাপী তাপীদের যিনি একমাত্র পরিত্রাতা, যিনি এখানেই আছেন, সেই পরমেশ্বরের চরণে বারম্বার প্রণাম করি। যত মহাত্মা মহর্ষি ধর্ম্মাত্মা সকল প্রাচীন কালে আপনাপন কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, নিজ নিজ দৃষ্টান্তে পৃথিবীর উপকার করিয়াছেন, সেই চিরস্মরণীয় মহাত্মাদিগের চরণে নমস্কার করি। দেশস্থ বা বিদেশস্থ যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের সকলের চরণে নমস্কার করি।

"যত সত্য পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে ছিল এখন আছে এবং অনন্তকাল থাকিবে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিবার, সাধু উপদেশে ভক্তি রাখিবার সহজ উপায়স্বরূপ এই মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মোপাসনার গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাহাতে কলহ বিবাদ তিরোহিত হয়, জাতি অভিমান বিনষ্ট হয়, ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রণয় সংস্থাপিত হয়, মনুষ্যগণ ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পরিশেষে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে থাকেন, এই জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

"এখানে একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে। সৃষ্ট মনুষ্যের আরাধনা হইবে না, মনুষ্য বা জাতি বিশেষের পুস্তকের আরাধনা হইবে না, কিন্তু কেবল সত্যস্বরূপ পরমাত্মার পূজা এখানে সম্পাদিত হইবে। এখানে জাতিভেদ থাকিবে না। হিন্দু, মুসলমান যে কোন জাতি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, সকলে আসিয়া সেই এক পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। যে কেহ শান্তভাবে ঈশ্বরের পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এখানে সাদরে আহূত হইবেন। যেমন সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম, তেমনি ইহা প্রেমের ধর্ম্ম। সেই মুক্তিপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম এখানে প্রচারিত হইবে। কিন্তু যেমন পবিত্রতা ও সত্যকে যত্নের সহিত রক্ষা করা হইবে, সেইরূপ যাহাতে শান্তি রক্ষা হয় তাহার যত্ন হইবে। কোন ধর্ম্মের নামে অবমাননা এখানে হইবে না। সাধারণে অসত্য নিন্দিত হইবে, কিন্তু কোন ব্যক্তি বা পুস্তক বা জাতি কাহারও গ্লানি করা হইবে না। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা সমাদর থাকিবে। সাহসপূর্ব্বক প্রত্যেক অসত্য দূরীকৃত করা হইবে। অথচ অসত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে বিদায় করিতে হইবে না। কোন প্রকার খোদিত বা চিত্রিত পদার্থ ব্যক্তি বিশেষের স্মরণার্থ এখানে রাখা হইবে না। কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ধরিয়া পূজা বা আরাধনা হইবে না। যে সকল আচার্য্য এখানকার বেদী হইতে উপদেশ দিবেন, তাঁহাকে পাপী বলিয়া সকলে বিবেচনা করিবে। তাঁহার যদি কোন দোষ থাকে তা'হলে যাহাতে তাহার প্রতিবিধান হয়, সাধারণ মণ্ডলী হইতে তাহা শান্তভাবে প্রতিপাদিত হইবে। যিনি বেদীর আসন গ্রহণ করিবেন কিম্বা ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিবেন, তাঁহাকে কেহ নির্ম্মল বলিয়া বিশ্বাস করিবে না, তাঁহাকে এই ভাবে দেখিবে যে, তিনি উপদেশ দিতে পারেন এইজন্য সকলে মিলিয়া তাঁহার উপর তদ্বিষয়ে ভার অর্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের উপরে যে সকল নাম ও ভাষা আরোপ করা হয় যাহাতে সেই নাম ও ভাষা মনুষ্যের উপর আরোপ করা না হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা হইবে। এক দিকে অসাধু পাপীকে আহ্বান করিয়া স্থান দিবে, আর একদিকে পাপীদিগের পাপ ঘৃণা করিতে হইবে। অসত্য যতক্ষণ পুস্তকে বা মতে থাকে তাহাকে ঘৃণা করিতে হইবে, কিন্তু মনুষ্যকে ঘৃণা করা হইবে না, কেন না আমরা সকলেই পাপী।

"ঈশ্বর-প্রসাদে ব্রাহ্ম ও অপরাপর ভ্রাতাদিগের সাহায্যে এই গৃহের সূত্রপাত হইয়াছে। যদিও ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই, ঈশ্বর-করুণায় ভ্রাতাদিগের যত্নে ইহা সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। এই যে গৃহ সংস্থাপিত হইতেছে, সকলের গোচর করিতেছি, ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের অর্থ সাহায্যে হয় নাই। যাঁহারা সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য! যাঁহারা ইহার নির্ম্মাণে শারীরিক মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য।

"যদিও উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে উপাসনা সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য বলিলাম, যখন ভবিষ্যতে ইহার ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইবে, তখন অদ্য যাহা কথিত হইল তাহা সকল বিধিবদ্ধ হইবে। এই উপাসনা গৃহ ভ্রাতাদিগের উপাসনার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গৃহের ইষ্টক সকল যেমন একের উপর স্থাপিত, সেইরূপ ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের উপর সংস্থাপিত হইবেন। পরস্পরের সঙ্গে একত্রিত হইয়া যেমন ইষ্টক সকল গৃহরূপে রহিয়াছে, একটি ইষ্টককে ভিন্ন হইতে দিলে গৃহ রক্ষা পায় না, তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভূষণস্বরূপ প্রত্যেক ব্রাহ্ম কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন না। ঈশ্বর না করুন, যদি এদেশ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিলুপ্ত

হয়, অন্য দেশে ইহা সর্ব্বথা প্রকাশ হইবে,—কিন্তু তথাপি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া যাহাতে ইহা প্রচার ও এদেশে সংরক্ষিত হয় তাহা আমাদিগের সকলেরই চেষ্টা করিতে হইবে। এই এক মন্দির সকলের জন্য সংস্থাপিত হইতেছে। যাহাতে এদেশ হইতে কুসংস্কার তিরোহিত হয়, এ দেশের সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভ্রাতৃভাবে একত্র করিয়া ঈশ্বরের চরণে আনা হয়, এজন্য এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

"পাপ কি উপায়ে যায়—তাহার জন্য কে না চেষ্টা করে? শারীরিক ব্যাধি যাহাতে যায় এই উদ্দেশ্যে চিকিৎসালয় আছে, কিন্তু পাপীদিগের আত্মার ব্যাধি নিবারণের জন্য গৃহ কোথায়? ঈশ্বরের গৃহের—নাম ব্রহ্মমন্দির। আমরা পাপী—এজন্য এখানে আসিয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরকে ডাকিয়া আমাদের পাপ ব্যাধি দূর করিয়া পরস্পরের—মনের সম্মিলন করিব। এই লক্ষ্য রাখিয়া ব্রহ্মমন্দির রক্ষণীয়, চিরদিন সকলে ইহা স্মরণ করিয়া রাখিবেন। যাঁহাদের ধর্ম্মমত শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে, ঈশ্বর করুন যেন তাঁহারা শুষ্কভাবে মৃতদেহের ন্যায় না থাকেন। এখানকার উপাসনা যেন জাগ্রৎ উপাসনা হয়। যাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা এক ঈশ্বরের উপাসনায় রত হন এখানে যেন সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা হয়।

"মহাত্মা রামমোহন রায়কে ধন্যবাদ করি। তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। সেই মহাত্মার চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম সংস্থাপিত হয়। তিনি সাংসারিক বহুবিধ বাধা প্রতিবন্ধকতায় ভীত না হইয়া সাহসপূর্ব্বক এই ধর্ম্ম প্রচার করেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চির উপকার ঋণে বদ্ধ। ধন্যবাদ মহাত্মা প্রধান আচার্য্যকে, যিনি ভ্রাতাদিগের জীবনস্বরূপ হইয়া কত উপকার করিয়াছেন, এই দুই মহাত্মার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা যেন কখন বিলীন না হয়। আর যিনি যে পরিমাণে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ব্রাহ্মদিগের উপকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করি। এই যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল ইহা তাঁহাদিগের যত্নের ফল। তাঁহারা না হইলে আমরা আজি যে এই ঈশ্বরের গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতেছি, কখন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতাম না। ঈশ্বরের কি করুণা! যখন তাঁহাকে একবার স্মরণ করি সেই উপায়কেও শ্রদ্ধা করি।

"যেমন সাধুদৃষ্টান্তে সকলের উপকার সাধিত হইতেছে, তেমনি এই গৃহে সাধারণ লোকে উপাসনা করিয়া শান্তি পাইবেন ইহাই যেন ব্রহ্মমন্দির রক্ষকেরা স্মরণ রাখেন। উন্নতির বাধা দেওয়া সম্ভাবনা নাই। সত্যের এমনি প্রকৃতি যে মনুষ্য অসত্যের বশীভূত হইয়া থাকিলেও সত্য আত্মসত্তা রক্ষা করে। এ জন্য অসত্য চলিয়া যাইতেছে, সত্যের স্রোত অবাধে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের সাধ্য নাই যে স্রোতকে বাধা দি। এই গৃহকে যেন সেই স্রোতের প্রতিবন্ধক না করি। বিজ্ঞানের উন্নতি, অপরাপর উন্নতি, সকল উন্নতির প্রতি এই গৃহদ্বার উন্মুক্ত রহিল। সকল প্রকার সত্য এই গৃহের দ্বার হইয়া থাকিবে। এই কয়েক কথা বিনীতভাবে সাধারণের গোচর করিয়া ভ্রাতা ভগিনীদিগের জন্য এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করি। সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, শ্রদ্ধার সহিত সকলকে ডাকিতেছি, সকলে পিতা মাতাকে ডাকিয়া শরীর মন শীতল করি। আমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের পুত্রেরা এই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবে। এখানে সেই পিতা মাতা বর্ত্তমান, চিরকালই বর্ত্তমান থাকিবেন। এস্থলে আমরা তাঁহাকেই ডাকিব, পূজা করিব। যদিও নিরাকার, তিনি জীবন্তভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। এস সকলে মিলে প্রার্থনাপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা গৃহের প্রতিষ্ঠা করি।

"হে দয়াময়, তোমার উৎসব করি। তোমার নিকট এই প্রার্থনা. তুমি আমাদিগের নিকট থাকিয়া হৃদয়ের পাপ তাপ দূর কর। আমরা যেন তোমাকে একমাত্র পরিত্রাতা জানিয়া তোমার পূজা করিতে পারি। যে সকল প্রাণ তোমা হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহারা তোমাকে পূজা করিবে এই আশা করি। এস আশীর্ব্বাদ কর। এই যে তুমি আমার জাগ্রত পিতা, এখানে তোমার উপাসকগণ মিলিয়া তোমার উপাসনা করুন। অসত্য যাহাতে যায় তাহার উপায় কর। প্রেমস্বরূপ, যাহাতে অপ্রণয় যায় তাহা কর। ব্রহ্মগৃহকে তোমার পক্ষপুটে রাখিয়া রক্ষা কর। তুমি ভক্তবৃন্দের প্রাণ, তাহারা তোমাকে ডাকিতেছে, এস পাপীদিগকে উদ্ধার কর। আমার মত অনেক পাপী এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম বিতরণ করিয়া কৃতার্থ কর। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার সত্য নাম আনন্দ নাম সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়।"

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

কালো ও সাদা।

বিজ্ঞান বলেন, সাদা বীজাণু জীবনপ্রদ, কালো বীজাণু জীবন নাশ করে। এই সাদা বীজাণু দ্বারা কালো বীজাণু নষ্ট হয়। রক্ত সঞ্চালনেও মৃতপ্রায় দেহ জীবনী শক্তি লাভ করে। ভক্তের পবিত্র শুভ্র পুণ্যতেজ বা পুণ্যশক্তি সঞ্চালনে পাপে মলিন জীবনও নবজীবন প্রাপ্ত হয়। তাহার কালো পাপ বীজাণু বিনষ্ট হইয়া যায়।

গ্রহণ।

গ্রহণের মৌলিক অর্থ লওয়া বা প্রাপ্ত হওয়া। যখন রাহু বা পৃথিবী-গ্রহচ্ছায়া চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয় তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। সূর্য্যের উপরও যখন চন্দ্রের ছায়া পড়ে তখন সূর্য্যগ্রহণ হয়। অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ হয়, পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে এই গ্রহণ হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ভাবেও মনে

কুসংস্কারের অমাবস্যা যখন হয়, তখন ভক্তচন্দ্রের ছায়া সত্য-সূর্য্যকেও ঢাকিয়া থাকে। তখন প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন আর হয় না। আবার সংসারে আমিত্বের ছায়া পড়িলে তাহা ভক্তচন্দ্রকেও আবরণ করে, তাঁহার জীবনে পূর্ণিমার আলোকও অন্ধকার হয়। সংসার বা আমিত্ব রাহু এমনই ভয়ঙ্কর।

সংসার ও দেহ।

নারিকেলের শস্য বা শাঁস ছোবড়া ও খোসার আবরণে থাকে, বাদামের শাঁসও তেমনি কঠিন খোলার ভিতর থাকে। এই সকল আবরণ অসার বলিয়া লোকে ফেলিয়া দেয় এবং ভিতরকার শাঁসই আদর করিয়া গ্রহণ করে। কিন্তু এই খোসা বা কঠিন আবরণ ভিতরকার শাঁসকে রক্ষা করে বলিয়াই তাহা রক্ষিত হয়। খোসা না থাকিলে কি শাঁস থাকিতে পারিত? তেমনি সংসার অসার হইলেও ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য বিধাতা সংসার আবরণে ইহাকে আবৃত করিয়া দিয়াছেন। আত্মাকেও দেহাবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব দেহ বা সংসার অসার হইলেও অগ্রাহ্য করিবার নয়। ইহারও ভিতর বিধাতার মঙ্গল অভিপ্রায় আছে ইহা বুঝিয়া দেহ ও সংসারকে আদর যত্ন করিতে হইবে।

পাপী, দুঃখী কে?

পাপ ও দুঃখ সংসারকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যথার্থ পাপী দুঃখী কয়জন? পাপে ডুবিয়া থাকিয়াও মানুষ আপনাকে পাপী বলিয়া মনে করে না বা স্বীকার করিতে চায় না, দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়াও লোকে আপনাকে দুঃখী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হয়। এমনই মানুষ মোহ অহঙ্কারে অংকৃত। রোগ নির্দ্ধারণ না হইলে যেমন রোগের মোচন হয় না, তেমনি পাপ-বোধ দুঃখবোধ মানুষের আত্মজ্ঞানে যন্ত্রণাদায়ক উপলব্ধ না হইলে, কেহ আপনাকে পাপী দুঃখী বলে না কিম্বা পাপ ও দুঃখ মোচনে ব্যাকুল হয় না। তাই বলি, সেই পাপী, সেই দুঃখী যে আপনাকে প্রকৃত পাপী দুঃখী বলিয়া স্বীকার করে। এইজন্য আপনাতে পাপের সম্ভাবনা দেখিয়া নববিধানাচার্য্য আপনাকে মহাপাপীর সর্দ্দার বলিয়া পরিচয় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণকে কেহ পূর্ণব্রহ্ম, কেহ অবতার বলিয়া পূজা করেন। যিনি প্রাণকে আকৃষ্ট করেন তিনি কৃষ্ণ, কিম্বা যিনি মন বা চিত্তকে কর্ষণ করেন তিনি কৃষ্ণ। যাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া পূজা করেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃষ্ণ নামের ভিতর নামীর ব্যক্তিত্ব, এই দুই অর্থেই পূজিত হইতে পারে।

কিন্তু ব্রহ্মের অবতার বলিয়াই তিনি মহাভারতে গৃহীত। মানবে বা মানবরূপে ব্রহ্মের অবতরণ বা আবির্ভাব হয় এই বিশ্বাসে হিন্দু অবতার পূজা করেন।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের জীবন পৌরাণিক আখ্যায়িকায় এতই বিজড়িত যে, তাহার ঐতিহাসিকত্ব নিরূপণ করা কঠিন। শ্রীকৃষ্ণনামে নামী যিনি তাঁহার পৌরাণিক লীলা বিহার আধ্যাত্মিক অর্থে যাঁহারা ব্যাখ্যা করিতে চান, তাঁহাদিগের উচ্চ ভক্তিভাব সাধনের প্রশংসা করি, কিন্তু সে পথাবলম্বনে ভক্তি-সাধক সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতি ও হীনতা যাহা ঘটিয়াছে তাহা কষ্টকর। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের ন্যায় আর অধর্ম্ম নাই।

শ্রীকৃষ্ণকে যুগাবতার স্বীকার করিয়া, নিষ্কাম যোগ-ধর্ম্ম এবং অহৈতুক প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া আমরা তাঁহাকে যুগ-ধর্ম্ম বিধানে গ্রহণ করিব। এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব জন্মাষ্টমীতে আমরা সাধনা করিয়া থাকি।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ।

[রাজর্ষি শ্রীরামমোহন রায়]

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা তিন প্রকার হন ও তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ আবশ্যক অনুষ্ঠান হয়, ইহা ভগবান মনু চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রকরণে তিন শ্লোকে বিধান করিয়াছেন; তাহার চরম প্রকারকে ঐ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে কহেন, যথা:—

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা॥

ভগবান কুল্লুক ভট্ট সম্মত এই শ্লোকের ব্যাখ্যার ভাষা বিবরণ এই, "অন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চ যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে, সে সকলকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে এই জ্ঞান যে তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু যে উপনিষৎ তাহার প্রমাণ দ্বারা জানেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন।" অর্থাৎ পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন, এইরূপ চিন্তনের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থেরা তৎ তৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন।

এই প্রকরণের সমাপ্তিতে ভগবান কুল্লুক লিখেন:—

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।

"এই তিন শ্লোকেতে বেদ বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তাঁহাদের প্রতি এই সকল বিধি কথিত হইয়াছে।"

স্বশাখাদি বেদ পাঠ, তর্পণ, নিত্যহোম ইন্দ্রাদির উদ্দেশে অন্নাদি প্রদান, এবং অতিথি সেবন, এই পাঁচকে পঞ্চ যজ্ঞ কহেন।

পুনশ্চ দ্বাদশাধ্যায়ে ৯২ শ্লোক।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

"পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম-চিন্তনে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন।" ইহাতে তাবৎ বর্ণাশ্রম কর্ম্ম পরিত্যাগ অবশ্যই কর্ত্তব্য হয় এমত তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু জ্ঞান সাধনে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসে, যত্ন করা ব্রহ্মনিষ্ঠের আবশ্যক হয় ইহাই বিধি দিলেন।

এই শেষের লিখিত মনুবচনে জ্ঞান সাধন ও তাহার উপায় ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও বেদাভ্যাস এই তিনে যত্ন করিতে বিধি দিয়াছেন. তাহার প্রথম "পরব্রহ্ম চিন্তন" সে কিরূপ হয়, ইহা পূর্ব্বেই চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের পরার্দ্ধে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ "পঞ্চ বস্ত্বাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন" এইরূপ চিন্তন করিবেন, যেহেতু ইহার অতিরিক্ত তাঁহার যথার্থ স্বরূপ কদাপি বুদ্ধিগম্য নহে। প্রমাণ, মনু প্রথমাধ্যায়ে।

যত্তৎকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।

"সকল জন্য বস্তুর কারণ, এবং বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, ও উৎপত্তি নাশ রহিত, এবং সৎস্বরূপ, ও প্রত্যক্ষাদি তাঁহার হয় না একারণ অলীক বস্তুর ন্যায় হঠাৎ বোধ হয়, যে এ প্রকার সেই পরমাত্মা হন।"

তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

"মনের সহিত বাক্য যাঁহার নিরূপণ বিষয়ে অক্ষম হইয়া নিবৃত্ত হন।"

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

অথাত আদেশো নেতি নেতি।

"আদৌ 'বোধ সুগমের নিমিত্ত' লৌকিক ও অলৌকিক বিশেষণ দ্বারা পরব্রহ্মকে কহিলেন, কিন্তু তিনি এ সমুদয় বিশেষণ হইতে অতীত হন, এ নিমিত্ত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করিতেছেন, যে তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন, তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন" অর্থাৎ কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহার নিরূপণ হইতে পারে না।

ঐ মনুবচনে প্রথম উপায় "শম" ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়কে চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, কর্ণ ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে পরপীড়ন না হয় ও স্বীয় বিঘ্ন না জন্মে।

দ্বিতীয় উপায়, প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাস, অর্থাৎ প্রণব এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যের অভ্যাস ও তদর্থ চিন্তন করিতে যত্ন করিবেন।

প্রণব প্রকরণে, মনুঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ৮৪ শ্লোক।

ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ

অক্ষরন্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।

"তাবৎ বৈদিক কর্ম্ম কি হবন কি যজন স্বভাবতঃ এবং ফলত নাশকে পায়, কিন্তু প্রজাদের পতি যে পরব্রহ্ম, তাঁহার প্রতিপাদক যে প্রণব ইঁহার কি স্বভাবতঃ কি ফলত ক্ষয় হয় না।"

অতএব প্রণব একাক্ষর স্বরূপে অভিপ্রেত হইয়া, পরব্রহ্ম সাধনের উপায় হন। মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৩ শ্লোক।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম।

"একাক্ষর যে প্রণব তিনি পরব্রহ্মের প্রাপ্তের হেতু হন, একারণ পরব্রহ্ম শব্দে কহা যায়।" কিন্তু ত্র্যক্ষররূপে প্রণব অভিপ্রেত হইলে তিন অবস্থা, বেদত্রয়, ত্রিলোক ও ত্রিদেব ইত্যাদি প্রতিপাদক হন।

উপনিষদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ।

তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি॥

"সেই উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে আত্মা তোমাকে তাঁহার প্রশ্ন করিতেছে।"

প্রয়োজন।

বেদ-দ্বেষকারী-জৈন ও যবনাদির আক্রমণ প্রযুক্ত, ভারতবর্ষে নানা শাখাবিশিষ্ট বেদের সমুদায় প্রাপ্তি হইতেছে না, কিন্তু এই দৌর্ভাগ্য প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে,

যদ্বৈ কিঞ্চন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভৈষজং।

"যাহা কিছু মনু কহিলেন তাহাই পথ্য হয়" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড উভয় প্রকার বেদার্থ মনু গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুসারে অনুষ্ঠানে বেদ বিহিত অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়। অতএব এস্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের প্রতি ভগবান্ মনু যাহা বিধান করিয়াছেন তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পংক্তি সকলে লিখিলাম, অভীষ্ট মতে অনুশীলন করিবেন। ইতি, শকাব্দা ১৭৪৮।

বৈদিক সূক্ত।

সপ্তম মণ্ডল, ৮৭ সূক্ত।

বসিষ্ঠ ঋষি, বরুণ দেবতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রদৎ পথো বরুণঃ সূর্য্যায় প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাং।

সর্গো ন সৃষ্টো অর্বতীর্ঋতায়ং চকার মহীরবনীরহভ্যঃ॥ ১॥

"বরুণদেব সূর্য্যের জন্য আকাশে পথ প্রদান করেন (রদৎ পথঃ)। নদী সকলের জন্য অন্তরিক্ষ হইতে (সমুদ্রিয়া) জল (অর্ণাংসি) প্রেরণ করেন। যুদ্ধাশ্ব যেমন (সর্গঃ ন) ঘোটকীর প্রতি ছাড়িয়া দিলে (সৃষ্টঃ) সত্বর (ঋতায়ন) ঘোটকীর নিকট যায় (অর্বতীঃ) বরুণও সেইরূপ সত্বর হইয়া দিন হইতে (অহভ্যঃ) মহতী রাত্রি সকল (অবনীঃ) উৎপন্ন করেন"॥ ১॥

আত্মা তে বাতো রজ আনবীনোৎ পশুর্ন ভূর্ণির্যবসে সসবান্।

অন্তর্মহী বৃহতী রোদসী মে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়াণি॥ ২॥

"হে বরুণ, তোমার বায়ু সকলের আত্মাস্বরূপ। তাহা

জলকে (রজঃ) সকল দিকে প্রেরণ করে (আনবীনোৎ)। সেই বায়ু জগতের ভরণকর্ত্তা (তূর্ণিঃ), পশু যেমন ঘাস পাইলে (যবসে) অন্নবান্ হয়, সেইরূপ সেই বায়ু অন্নদ্বারা (সমবান্) জগৎকে ভরণ করে। হে বরুণ, এই মহতী সীমারহিতা দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে (রোদসী অন্তঃ) তোমার সমস্ত ধাম সকলেরই প্রীতিকর" ॥ ২ ॥

পরি স্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা উভে পশ্যন্তি রোদসী সুমেকে।
ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ন্ত মন্ম ॥ ৩ ॥

"বরুণ দেবের চরগণ (স্পশঃ) প্রশংসিত গতিশীল (স্মৎ ইষ্টাঃ) এবং সুন্দর রূপশালী (সুমেকে) উভয় দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত দর্শন করে (পরিপশ্যন্তি)। যাহারা (যে) সৎকর্ম্মশালী (ঋতাবানঃ) পূজানিরত (যজ্ঞধীরাঃ) প্রকৃষ্ট জ্ঞানশালী (প্রচেতসঃ) ঋষি (কবয়ঃ) তাঁহারা বরুণের দিকে স্তোত্র (মন্ম) প্রেরণ করেন (ইষয়ন্ত)" ॥ ৩ ॥

উবাচ মে বরুণো মেধিরায় ত্রিঃ সপ্ত নামাঘ্ন্যা বিভর্ত্তি।
বিদ্বান্ পদস্য গুহ্যা ন বোচৎ যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্ ॥ ৪ ॥

"মেধা সম্পন্ন দেখিয়া (মেধিরায়) গোরূপী পৃথিবী (অঘ্ন্যা) যে একুশটি নাম ধারণ করেন, বরুণ আমাকে তাহা বলিয়াছেন। পরম জ্ঞানবান্ (বিপ্রঃ) বরুণ আমাকে তাহাতে যুক্ত (যুগায়) তাহাতে আনন্দিত (উপরায়) জানিয়া (বিদ্বান্) উৎকৃষ্ট লোকের (পদস্য) রহস্য সকল (গুহ্যান্) উপদেশদ্বারা (শিক্ষন্) বলিয়াছেন (অবোচৎ) ॥ ৪ ॥"

তিস্রো দ্যাবো নিহিতা অন্তরস্মিন্ তিস্রো ভূমীরুপরাঃ ষড়্বিধানাঃ।
গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্রে এতং দিবি প্রেঙ্খং হিরণ্যয়ং শুভেকং ॥ ৫ ॥

"(উত্তম মধ্যম অধম ভেদে) তিন প্রকার দ্যুলোক এই বরুণের মধ্যে নিহিত—বসন্তাদি ঋতু ভেদে ছয় প্রকার রূপধারী (ষাড়্বিধানাঃ) তিন শ্রেণীর ভূমি সকল তাহাতে অবস্থিত (উপরাঃ)। পূজনীয় (গৃৎসঃ) বিশ্বরাজ বরুণ আকাশে (দিবি) সোণার (হিরণ্ময়ং) দোলার ন্যায় (পূর্ব্ব পশ্চিম স্পর্শী আলোক দানাথি (শুভেকং) এই সূর্য্যকে (এতং) নির্ম্মাণ করিয়াছেন (চক্রে)" ॥ ৫ ॥

অবসিন্ধুং বরুণো দ্যৌরিব স্থাৎ দ্রপ্সো ন শ্বেতো মৃগস্তুবিষ্মান্।
গম্ভীরশংসো রজসো বিমানঃ সুপারক্ষত্রঃ সতো অস্য রাজা ॥ ৬ ॥

"বরুণ আকাশের ন্যায় (দ্যৌরিব) নির্ম্মল, জলবিন্দুর ন্যায় (দ্রপ্সঃ ন) শুভ্র (শ্বেতঃ)। তিনিই অনুসন্ধান-যোগ্য (মৃগঃ)। তিনি মহাবলশালী (তুবিষ্মান্)। তাঁহার স্তোত্র মহৎ (গম্ভীরশংসঃ)। তিনি জলের (রজসঃ) নির্ম্মাণ কর্ত্তা (বিমানঃ)। তাঁহার বলে অনায়াসে দুঃখ-পাপ অতিক্রম করা যায় (সুপারক্ষত্রঃ)। যাহা কিছু বর্ত্তমান (সতঃ) তিনি তাহারই রাজা ॥ ৬ ॥"

যো মৃলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং স্যাম বরুণে অনাগাঃ।
অনুব্রতান্যদিতে র্ঋধন্তো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

"যে পাপ কার্য্য করে (চক্রুষে চিৎ আগঃ) তাঁহাকেও যিনি সুখ দান করেন (মৃলয়াতি), সেই বরুণের নিকট যেন আমরা নিষ্পাপ (অনাগাঃ) হই। আমরা যেন অখণ্ড স্বরূপ (অদিতেঃ) বরুণের প্রত্যাদেশ সকল (ব্রতানি) নিয়ত (অনু) পালন করি (ঋধন্তঃ)। (হে বরুণ) তুমি (সম্মানার্থে বহু বচন যূয়ং) নিয়ত (সদা) কল্যাণ দান করিয়া (স্বস্তিভিঃ) আমাদিগকে প্রতিপালন কর (পাত) ॥ ৭ ॥

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

—•—

আর্য্যনারী সমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ।

করুণাময়ী জননীর অপার করুণায় আমাদের আদরের "আর্যনারী সমাজের" আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। বিশ্বজননীর অসীম কৃপায় এবার ইহার বার্ষিক অধিবেশনের মহোৎসব বেশ সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের পুণ্য-ধারায় কত শত সংসার তাপে তাপিত উত্তপ্ত প্রাণ শান্তিবারি পাইয়া শীতল হইয়াছে। কত শত ক্ষুধিত তৃষিত আত্মা আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। কত জনের শোকসন্তপ্ত ব্যথিত চিত্ত দগ্ধ প্রাণ অমৃতময় সান্ত্বনা লাভে জুড়াইয়াছে। দয়াময়ের যে কি অনন্ত করুণা তাহা সারাজীবন শত মুখে বর্ণনা করিয়াও কেহ শেষ করিতে পারেনা। এই পবিত্র পুণ্যময় ধর্ম্মযুগে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কতই সুখী ও ধন্য হইয়াছি। এই মহোচ্চ উদার মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মের আশ্রয়ে আমরা স্থানলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য, ভগবানের অশেষ অনুগ্রহ ও বিশেষ আশীর্ব্বাদ। সেজন্য আমরা যেন চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতে পারি, আনন্দমনে সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার সন্তানদের প্রাণপণ যত্নে সেবা করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে সুখী ও ধন্য হইতে পারি এবং তাঁহার মঙ্গলময় চরণে প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা ও অটল বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে পারি, তিনি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

এ বৎসর আমাদের আর্য্যনারী সমাজের সব শুদ্ধ আটটি অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে সকল ভগিনী আনন্দের সহিত যোগদান করিয়া, জগৎ জননীর চরণপূজা ও নামগুণ গান করিয়া পরম সুখী হইয়াছেন, এবং পরস্পরের সহিত দেখ শুনা কথাবার্ত্তা সদালাপে পরমানন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। এ বৎসর দুই শত টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। তাহা হইতে অধিবেশনের গাড়ীভাড়া ৫৬৷৷ টাকা, দ্বারবানের বেতন ৩৬ টাকা এবং যৎকিঞ্চিৎ দরিদ্র-সেবার ব্যয় করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই আর্য্যনারী সমাজের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা দুঃখনী ভগিনীগণের যদি কিছু বেশী সেবা করিতে পারা যায়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবার ইচ্ছা ও আশা আছে। মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও করুণাই একমাত্র আশা, ভরসা ও

সম্বল। তাঁর প্রিয়কার্য্য তিনি আমাদের মত নিতান্ত অনুপযুক্ত অযোগ্যদের জীবন দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া ধন্য করুন অন্তরের সহিত এই ভিক্ষা করি। তাঁর ইচ্ছাই জীবনে পূর্ণ হউক ও জয়যুক্ত হউক, বিনীত হৃদয়ে এই প্রার্থনা করিয়া কৃতজ্ঞতাভরে তাঁর চরণে প্রণাম করি।

প্রায় প্রতি অধিবেশনে কমল কুটীরে মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী অতি সুমিষ্ট প্রাণস্পর্শী উপাসনা করিয়াছেন, এবং তিনি ও শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, সুচারু দেবী ও শ্রীমতী মনিকা দেবী আচার্য্যদেবের সুমধুর হৃদয়গ্রাহী উপদেশ ও প্রার্থনা পাঠ করিয়াছেন। ১৭ই নবেম্বর সোমবার আর্য্যনারী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আর্য্যনারী সমাজের বিশেষ অধিবেশন (৭নং রাম মোহন রায় রোডে) সম্পন্ন হয়। সেদিন শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী সুন্দর সুমিষ্ট উপাসনা করেন। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী প্রার্থনা করেন ও শ্রীমতী প্রভাত বালা সেন জীবনবেদ পাঠ করেন। পরে ১৫ই ডিসেম্বর সোমবার মাসিক অধিবেশনে ৭নং রামমোহন রায় রোডে শ্রীমতী চিত্ত বিনোদিনী ঘোষ অতি সুন্দর উপাসনা করেন।

অবশেষে দয়াময় ঈশ্বরের চরণে আমাদের প্রিয় আর্য্যনারী সমাজের চিরউন্নতি ও কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া বিদায় হই। তাঁর অসীম কৃপায় ইহার চিরমঙ্গল ও চির উন্নতি হউক এবং ইহার স্নেহময় প্রতিষ্ঠাতার হৃদয়ের মহৎ উদ্দেশ্য, প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ আশা যেন সফল হয়, মঙ্গলময়ী জননী এই আশীর্ব্বাদ করুন।

সম্পাদিকা।

স্বর্গগত শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

অতি প্রাচীন বিশ্বাসী ব্রাহ্ম শ্রদ্ধেয় শরচ্চন্দ্র দত্ত অল্প দিন হইল তোমলুকে নশ্বর দেহ মুক্ত হইয়া দিব্যলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিচ্ছেদে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মন শোকসন্তপ্ত হইলেও তজ্জন্য বিশেষভাবে শোকাভিভূত হইবার কোনও কারণ নাই। বয়স তাঁহার অশীতিপর হইবার খুব সম্ভাবনা, বিশেষতঃ তিনি মহাপ্রভুর সেবাতে নিযুক্ত হইয়া সেবার কার্য্য করিতে করিতেই জীবন শেষ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শরৎ বাবুর জীবনে সঙ্গীতাচার্য্য প্রেমদাসের নিম্নলিখিত কথাগুলি সপ্রমাণিত হইয়াছে।

'গুরুদত্ত ভার কর আনন্দে বহন রে; এ পাপ জীবন ধ্বংস হ'লে, পাবে নব জীবন রে।"

"প্রভুর কার্য্যে হয় যদি এ দেহ পতন রে; তবে পরিণামে দিব্যধামে করিবে গমন রে।"

শরৎ বাবুর পরলোক গমনের সংবাদ পাইলে আমার মনে তৎকালে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ঈশা বলিলেন, "The least in the Kingdom of God is greater than the greatest;" অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যে যাহারা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বোত্তমদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শরচ্চন্দ্রের অর্থাগমের কোন পন্থা ছিলনা। তাঁহার বিশেষ মূল্যবান গৃহও ছিলনা। তথাপি তিনি আপনার প্রাণ দিয়া প্রভুর সেবা করিয়া, যাহাতে নববিধানে অবতীর্ণ আনন্দময়ী জননীর পূজা বন্দনা করিয়া নরনারী ধন্য হইতে পারে তজ্জন্য তোমলুকে একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণের জন্য যত্ন করিয়া তাহা সম্পাদন প্রায় করিয়া গিয়াছেন। এই সামান্য কার্য্যের জন্য স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে দুন্দুভিধ্বনি হইতেছে এবং অমরগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া অমরাত্মা প্রসবিণী স্বর্গেশ্বরী বলিতেছেন, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, আমি তোমাতে পরিতুষ্ট।" ভক্তকবি গাইলেন—"পাইলে বিশুদ্ধ প্রীতি, হরির সন্তোষ অতি, রূপে গুণে মন মোহিত, প্রেমেতেই তুষ্ট কেবল। রূপ গুণ-মূল্যে মান, থাকিলে সব কর দান, না হয় দিয়ে শুধু প্রাণ, পূজ হরির পদকমল।" সুতরাং লক্ষপতি বিদ্বানের পক্ষে তাবৎ সম্পত্তি সহ বিদ্যাবুদ্ধি দিয়া মহাপ্রভুর সেবা করাও যাহা, ধনসম্পদ বিদ্যাবিহীন গরীবের পক্ষে শুধু প্রাণ দিয়া স্বীয় ইষ্ট দেবতার প্রিয় কার্য্য করাও তাহাই। সুতরাং শরচ্চন্দ্র আজ স্বর্গে সমাদৃত।

বাবু শরচ্চন্দ্র দত্ত পূর্ব্ববঙ্গের লোক। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগ কালীকচ্ছ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তৎকালে বিবেকের বাণী শুনিয়া জীবন পথে অগ্রসর হওয়া প্রতি ব্রাহ্মের একটা বিশেষ লক্ষণ ও দৃষ্টি ছিল। সুতরাং পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ত্যাগ করা, জাতিভেদের মূল সমূলে উৎপাটন করা, একটী অভিনব আর্য্যবংশ যাহাতে ভারতবর্ষে দণ্ডায়মান হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা প্রতি ব্রাহ্মের লক্ষ্য ছিল। শরৎ বাবু এই ব্রাহ্মদলের একজন ছিলেন। ঢাকা হইতে কিছুদিন পরে তিনি মহানগরী কলিকাতায় গমন করেন। তৎপর অল্প কয়েক বৎসর মধ্যে ডাক্তারী অভ্যাস করেন ও পূর্ণিমার উকীল বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস মহাশয়ের প্রতিপালিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন। তিনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার জীবনের উত্থান পতন এবং অবস্থা বিপর্য্যয় বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। পুরাতন বাইবেল শাস্ত্রে আছে "যাহারা দণ্ডায়মান আছে, তাহারা যেন সাবধান হয়, কেননা তাহাদের পতন হইতে পারে।" বস্তুতঃ কলিকাতাতে যাহারা চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া এক সময় অত্যন্ত খ্যাতনামা হইয়া উঠেন, কিছুদিন পরে তাহাদের সেইরূপ নাম আর শুনা যায় না। শরৎ বাবু চিকিৎসা ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইয়া এক সময় বিলক্ষণ সঙ্গতি সম্পন্ন ও উন্নত অবস্থাতে অবস্থিত হইয়াছিলেন। কালের গতিকে তাঁহার সেই অবস্থা পুনরায় এতদূর মন্দ হইয়া উঠিল যে, তিনি আর কলিকাতাতেও থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু

বিশ্বাসের এমনি মহিমা যে, এইরূপ অবস্থা বিপর্যায়ে শরৎবাবুর মুখে হাসির বিরাম হয় নাই। তিনি পুত্র কন্যা পুত্রবধূ হারাইয়া বারম্বার শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অপরাজিত ভাবে তাবৎ শোক দুঃখ সহ্য করিয়া মেঘমালা-বিমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছে। উপাসনাতে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। কোন বিষয়ে তাঁহার আড়ম্বর ছিলনা। প্রার্থনা করা, সঙ্গীত করা, ইহা তিনি নিজের ভাবে নিজে নিজে করিতেই অধিক ভাল বাসিতেন। অপরকে দেখাইবার ভাবে বা শুনাইবার ভাবে তিনি কিছু করিতেন না। ঢাকাতে প্রথম আসিয়া আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে; এই ঘনিষ্ঠতা শেষ জীবনে আরও পরিবর্দ্ধিত ও প্রগাঢ় হইয়াছিল। এ ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা পরস্পর বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ঘনিষ্ঠতা নহে। বিশ্বাস ভক্তির ঘনিষ্টতা। পূর্ব্ব বাঙ্গালা নব-বিধান সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের নিমন্ত্রণ পাইলে শরৎ বাবু আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। সুস্থ থাকিলে যে কোন উপায়ে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া আসিয়া উৎসবে যোগ দিতেন। এবং উৎসব সম্ভোগ করিয়া আনন্দের সহিত চলিয়া যাইতেন। উৎসবের সময় অপর কাহারও সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া শুধু অন্তরাত্মার পরিচালনায় দ্বারে দ্বারে গিয়া কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার কণ্ঠ যে সুমধুর ছিলনা তাহা বলা বাহুল্য। আবার সেই কণ্ঠ বৃদ্ধ বয়সে যে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাও বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু "মার আগমন" প্রচার না করিয়া কি কোনও প্রকৃত বিশ্বাসী সন্তান শান্তি অনুভব করিতে পারে? শরচ্চন্দ্র স্বরচিত মাতৃবিষয়ক সঙ্গীত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া গাইতেন এবং এমনই প্রমত্ত হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কে কি ভাবে বা বলে, তৎপ্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি ছিল না। তিনি উৎসবে ঢাকায় আসিলে অনেক সময়ই আমার সহিত থাকিতেন। তৎকালে বিশেষতঃ উষাকীর্ত্তনে 'মার আগমন' ঘোষণাতে তাঁহার আশ্চর্য্য প্রেমোন্মত্ততা দর্শনে আমি মোহিত হইয়াছি। আমার বড় দুঃখ হয় যে, আমাদের মণ্ডলী মধ্যে মার তেমন আদর হইতেছে না। কিন্তু শরচ্চন্দ্রের মুখে মার আগমন সম্বন্ধে যে সঙ্গীত শুনিয়াছি এবং তিনি যে প্রমত্ততার সহিত উহা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বলিতে হয়, "ধন্য শরচ্চন্দ্র, তুমি ধন্য।" এক্ষণে তিনি মার কোলে বসিয়া, অমরাত্মাদের সঙ্গে মিলিয়া, পুণ্য শান্তি ভোগ করুন। শান্তিদায়িনী জননী শরৎ বাবুর সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যাদের শোকসন্তপ্ত অন্তরে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

নূতন সঙ্গীত।

"অমর লোক হ'তে ছুঁয়ে গেল মোরে মারুত মলয়,
উঠিবে মেতে শান্তির স্বাদে মম অবশ হৃদয়।
পারিবে না তুমি রহিতে অজানা যখন দিয়েছো পরিচয়,
আপনার বাসে তুমি আপনি দেবে ধরা ওগো ও সৌরভময়।
কে বঞ্চিত করে মোরে ও ধন হ'তে তুচ্ছ যাতনা ভয়,
সার্থক হবে তোমারি নাম মিটিবে সকল সংশয়।
বিশ্বের শির হইবে নত গাহিবে প্রভু তোমারি জয়,
নিরাশ্রয় জনে যে তুমি দিয়েছো সকল আশ্রয়॥"

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তৃতীয় পুত্র শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন ৩০শে জুলাই। প্রফুল্লচন্দ্র শৈশবে অতি প্রিয়দর্শন, যৌবনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং আজীবন বড়ই পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ছিলেন। পিতৃদেবের পুস্তকাদি মুদ্রণ ও প্রচারার্থ তাঁহার প্রাণগত যত্ন ছিল। তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিরূপ গভীর আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছিল এবং পাপবোধ তাঁর কত উজ্জ্বল ছিল, কোন ধর্ম্মবন্ধুকে লিখিত কয়েকখানি লিপি হইতে উদ্ধৃত পত্রাংশ পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। যৌবনেই তিনি পরলোকগত হন।

"I can't argue, but I speak as I feel. As long as every one doesn't show as much reverence to the Minister as we ought, we shall never get salvation."

"Yes, I hope I shall never forget that I am son of my father."

"Sorry to hear you have not had very smooth sailing, on the ocean of life, but whoever has trust in the Heavenly Captain need not fear for their safety."

"Do you know I envy you your peace and happiness in my and your Saviour. You have found the Rock and I see you clinging to it, but I am weak and cannot climb to that height where everything looks cool and serene."

"Be happy and tempt us on to the ever-smiling face of Brahmanand. There is no other way to gain him but to go mad about Him, for Him and with Him. Write and tell me what news from my Father's House? Is there any room for me? Shall I be taken in? God grant me peace and allow me to sit at the feet of our parents."

"I often wish to have a brother to talk to and have mutual help on the journey through this world of trial."

" When we meet let there be a revival amongst us, who really know that they are sinners and who really can humble themselves and go mad."

"Dear Brother, It is indeed kind of you to think of me in the world and send me a few lines of hope and faith. You and I are far apart not bodily but spiritually, you are where we should all be and I am where I should never have been in this wordly world. I have not only stuck on the way to happness, but have receded a lot. But we all live on hopes. Yours is truly an enviable position. May God grant us all that position, But I am an weak child and want a lot of medicine to cure me of the diseases of the world."

"I am afraid though I am higher up in the material world, my mind is right down in the abyss of darkness. My energy my faith and everything seems to have slackened off very much. I am waiting for some Heavenly tonic which will give me new life and vigour. I envy you enjoying such peace and happiness, but don't be selfish and keep it all for yourself. You must let us all have a share of it."

" I often wish I could give up everything and lead a life as my father's son."

সাধু হীরানন্দ সৌখীরাম আদ্বানী।

সাধু হীরানন্দ সিন্ধু দেশবাসী। তাঁহার অগ্রজ দেওয়ান ন্যাবলরাও তখন হজুর ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। দেওয়ান সাহেব কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় হীরানন্দ ও মতিরামকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় আচার্য্যদেবের অভিভাবকত্বে রাখিয়া যান। হীরানন্দ অতিশয় উচ্চ প্রকৃতির যুবা ছিলেন। অবিলম্বেই তিনি আচার্য্যদেব ও তদনুজ শ্রীকৃষ্ণবিহারীর বড়ই প্রিয় হন। এবং আচার্য্যের ছাত্র দলভুক্ত হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষাও লাভ করেন। যুবা ছাত্রদল পরস্পর পরস্পরকে যথার্থই সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিতেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতই আত্মিক সদ্ভাব জন্মিয়াছিল।

নিম্নে উদ্ধৃত পত্রাংশগুলি হইতেই বুঝা যাইবে, হীরানন্দের হৃদয়ের ভাব কত উচ্চ ছিল। শিক্ষাবিস্তার, চিকিৎসা ও সেবা সাধন দ্বারা সিন্ধুদেশে গিয়া তিনি সাধু নামে পরিচিত হন। তিনি বিবাহিত হইয়াও সংসারে নির্লিপ্ত বৈরাগীর ন্যায় ছিলেন। কন্যাদিগের শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিতে বাঁকিপুরে আসিয়া যৌবনকালেই তিনি দেহমুক্ত হন। ১৪ই জুলাই তাঁহার স্বর্গারোহণের দিন।

" My dear Brother, I am really glad to hear from you and feel not a little amused to read your card. P--passes rapidly before my imagination in several forms. P—as teacher, as—member Theological club—of Brahmo Somaj. —Proof sheet corrector,—as invalid,—as enthusiastic Kirtan singer,—as lean, hardy hard-working self-denying and excitable, P—in various shapes, real and imaginery glides into sight and distance."

" It is noon now..........You come in my thoughts. I ask myself how you are doing and feeling..........Do you feel any need ?"

" I need not impress upon you the fact which yourself must have experienced, that a faith in the future and in Providence, putting a stop to as it does, to all painful and mournful anxiety, helps much to cure our illness."

" You fulfil your own part, God will, His own. Yours is to try in faith. And the desert will smile with the verdure of paradise."

"Make your face ever radiant with smiles of child-like trust in Providence. That look ever gives hope in despair. O, how many brave soul's have suffered before us, how many faithful souls have been tried in the furnance of proverty, disease and destitution. Let us take heart from their example and let us endure and bear even to the last."

—•—

শ্রদ্ধেয় ভাই ফকিরদাস রায়।

অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ভাই ফকিরদাস এই সমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁর জীবন্ত বিশ্বাস, বিধান ও বিধাতার কৃপার উপর নির্ভরশীলতার জন্য তিনি অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। একমাত্র সচ্চিদানন্দ শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনে তিনি নিজে মত্ত হইয়া অশ্রুবিগলিত প্রাণে সমস্ত দলকে মাতাইতেন। এখানকার মণ্ডলীর সহিত ভক্ত ফকিরদাস স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এই মণ্ডলী তাঁর সহিত ইহ পরলোকে স্বর্গীয় প্রেমেই আবদ্ধ। তিনি নববিধানে অকিঞ্চনা ভক্তির সাধক ছিলেন; প্রেমনিধি ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ যে দন্তে তৃণ লইয়া হরি প্রেম ভিক্ষা করিতেন, সেই ভাব লইয়া ফকিরদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁর সাধনা ও প্রার্থনায় তাহাই প্রকাশ পাইতই। নববিধানের উচ্চতত্ত্বের মধ্যে নবভক্তির ভিতর যে অকিঞ্চনা ভক্তি, তাহাই অমরাগড়ীর মণ্ডলীর বিশেষত্ব। এই মণ্ডলীর ৪।৫টী সাধক এখন ভক্ত ফকির দাসের সহিত অদৃশ্যরাজ্যবাসী; যাঁরা দেহে আছেন ও অকিঞ্চন ভক্তের চিরসঙ্গী বলিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারাই বা সকলে এখন কোথায়? এ দৃশ্য দেখিলে প্রাণে অসহনীয় ক্লেশ হয়। তবে ভক্তের কাতরাশ্রু-পূর্ণ প্রার্থনা কখনই বিফল হইবে না, ইহাই আমাদিগের

বিশ্বাস। যে অমরাগড়ীকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গে নববিধান ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা ভক্ত ফকির দাস করিয়াছিলেন, এখন সেই অমরাগড়ী প্রায় লোকশূন্য। তাই প্রার্থনা করি, বিধানজননী কৃপা করিয়া এই সেবার ক্ষেত্রে, নূতন নূতন বিশ্বাসীদিগকে প্রেরণ করুন।

অমরাগড়ী, নববিধান সমাজ; ১০ই আগষ্ট, ১৯২৫।

সেবক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

বিশ্ব-সংবাদ।

স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গমাতা আর এক সুবিখ্যাত মনীষী সন্তান হারাইলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল যিনি দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতারূপে সাধারণ জনগণকে, বিশেষভাবে যুবা ছাত্রদলকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাঁহার ওজস্বিনী বাগ্মিতা, লেখনী পরিচালন শক্তি এবং অদম্য আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা সাধারণ দেশবাসীর প্রাণে প্রথম জাগ্রত হয় এবং বর্ত্তমানে যে নানা আকারে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে যিনি তাহার প্রথম আচার্য্য হোতা বা পথপ্রদর্শক বলিলে অত্যুক্তি হয় না, যাঁহার আন্দোলন ও প্রাণগত চেষ্টার ফলে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপন ও দেশে স্বায়ত্ত শাসন বিধির প্রবর্ত্তনা হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার প্রসারণে বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার সংগঠন হয় এবং তাহাতে যিনি প্রথম মন্ত্রী পদে কার্য্য করিতে সক্ষম হন, যাঁহার বুদ্ধিমত্তার ফলে কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল আইন বিধিবদ্ধ হইয়া দেশীয় ব্যক্তিগণ তাহাতে মেয়র, সভাপতি বা প্রধান কর্ম্মপদ লাভের অধিকার প্রাপ্ত হন এবং যিনি বাঙ্গালী হইয়াও পাশ্চাত্য দেশবাসীদগের কার্য্য-কুশলতা, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় দিয়া দীর্ঘ জীবন যাপনপূর্ব্বক বাঙ্গালী জাতীর গৌরব বলিয়া সম্মানিত, সেই মাননীয় স্যর সুরেন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নাই।

যদিও শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-সংস্রব বিহীন রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না, তথাপি যে কোন বিষয়ে পরামর্শ আবশ্যক হইত, সুরেন্দ্রনাথ কতবারই শিক্ষার্থীর ভাবে আচার্য্যদেবের দেহাবস্থানকালে তাঁহার নিকট গিয়া পরামর্শ লইতেন। এবং সুরেন্দ্রনাথ আচার্য্যদেবকে নব্য-ভারতের ধর্ম্ম-নেতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন।

যদিও রাজনীতি আমাদিগের সাধনা বা সমালোচনার বিষয় নয়, তথাপি স্যর সুরেন্দ্রনাথের পরলোক গমনে বঙ্গদেশ যে একজন মহৎ ব্যক্তি হারাইলেন ইহা বিশ্বাস করিয়া দেশবাসীদিগের সহিত সমবেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহার পরলোকগত আত্মা পরম জননীর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করুন এবং মা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন ও দেশবাসীদিগকে শান্তি সান্ত্বনা বিধান করুন।

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৯শে জুলাই, রবিবার, বারিপদায় ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের পুত্রবধু শ্রীমতী আভাময়ীর জন্মদিনে, গত ২৮শে জুলাই মাড়ওয়ারি হস্পিটালে রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায়ের পুত্র প্রসূনকুমারের জন্মদিনে এবং ১৫ই শ্রাবণ অমরাগড়ী বিধান কুটীরে শশিভূষণ দাস গুপ্তের পুত্র ভক্তিভূষণের জন্মদিনে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। বিধাতা উঁহাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ২০শে শ্রাবণ ঢাকার প্রীতিভাজন ভ্রাতা ডাক্তার উমাপ্রসন্ন ঘোষের গৃহে তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের জন্মদিনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে স্থানীয় দুই বৃদ্ধ প্রচারক এবং আরও কয়েকটী আত্মীয় বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভাই দুর্গানাথ উপাসনা করেন। এবং ভ্রাতা উমাপ্রসন্ন পুত্র ক্রোড়ে লইয়া বিগলিত হৃদয়ে প্রার্থনা করেন। পুত্রটী ৪ বৎসর পূর্ণ হইয়া পঞ্চমবৎসরে পদার্পণ করিল। মঙ্গলময়ের শুভাশীর্ব্বাদ এই শিশু ও তাহার পিতা মাতার মস্তকে বর্ষিত হউক। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা দুইটী গিনি দিয়া প্রচারকদ্বয়কে শিশুর প্রণাম জানাইয়াছিলেন।

নামকরণ—বিগত ৩০শে জুলাই বৃহস্পতিবার ভাগলপুরে মাধীপুরার স্বর্গীয় কৃষ্ণধন দাসের তৃতীয় পুত্র আগ্রা প্রবাসী কাপ্তান এম্ দাসের প্রথম পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু উপাসনান্তে শিশুকে "অরুণ কুমার" নাম দিয়াছেন। স্থানীয় অনেকগুলি উকীল, ডাক্তার, ডেপুটী ও সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপাসনায় যোগদান করিয়া প্রীতিভোজন করেন।

গত ২৯শে শ্রাবণ হাওড়া ২১নং জয়দেব কুণ্ডুর লেনে শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকারের ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ সরকারের প্রথম পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হয়, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশু "অনিলকুমার" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মা বিধানজননী শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গৃহ প্রবেশ—গত ১৪ই আগষ্ট, ডাঃ ডি, এন, মল্লিক তাঁর আলীপুর রোডস্থ নবগৃহে গমন করেন। এই উপলক্ষে গৃহ-দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়।

পারিবারিক সম্মিলন—গত ১১ই আগষ্ট, রামকৃষ্ণপুর "নিত্যধামে" পারিবারিক সম্মিলন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

বিশেষ উপাসনা—গত ১১ই আগষ্ট যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে প্রাতে উপাসনা হয়; ভাই গোপাল চন্দ্র উপাসনা করেন, ভাই প্যারীমোহন ও প্রমথলাল প্রার্থনা করেন। সায়ঙ্কালে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে ভাই প্রমথলাল প্রসঙ্গ ও পাঠ করেন।

এই উপলক্ষে ঐ দিন শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে এবং ১২ই আগষ্ট কমলকুটীরের নবদেবালয়েও বিশেষ উপাসনা হয়।

পরীক্ষায় সফলতা—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, ভাই কালীনাথের স্নেহের কন্যা কুমারী নীহারবালা বি, এ, পরীক্ষায় পারদর্শিতা সহ পাস করিয়াছেন। ঈশ্বর ইঁহাকে দিব্যজ্ঞানে ভূষিতা করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৪ই আগষ্ট সায়াহ্নে ডাঃ ডি, কে, চট্টোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে ২নং উড্ ষ্ট্রীটে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

গত ১৫ই আগষ্ট, নববিধানের প্রেরিত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা ও ভাই প্রমথ লাল এবং ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় এই উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতি-সভা হয় ও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ৩১শে জুলাই, ১৫ই শ্রাবণ, অমরাগড়ী বিধানকুটীরে প্রাতে ১০টার সময় স্বর্গীয় ভাই ফকির দাসের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়. সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন, ভাই ফকির দাসের পুত্র শ্রীমান্ সত্যানন্দ রায় আচার্য্যের দৈনিক প্রার্থনা হইতে "ভক্ত চরিত্রে চরিত্রবান্" প্রার্থনাটী পাঠ করেন। সেবক অখিলচন্দ্র ভক্ত ফকির দাসের উচ্চ জীবনের বিষয় কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। নববিধান প্রচারাশ্রমে ও শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

গত ১৯শে জুলাই, প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে, স্বর্গীয় অমৃতানন্দ রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী দীপ্তিময়ী নন্দন ২৲, কুমারী হাস্যময়ী রায় ৩৲ টাকা প্রচার ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

গত ২৪শে জুলাই, অনাথাশ্রমে, উক্ত আশ্রমের মাতৃস্বরূপিণী স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া ক্ষান্তমণি দেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—বিগত ১০ই শ্রাবণ, নারায়ণগঞ্জস্থ আমাদের সমবিশ্বাসী ভ্রাতা বিপিনবিহারী বিশ্বাস রায়, তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতার ভাবানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং ভাই মহিমচন্দ্র সেন শাস্ত্র পাঠ করেন। বিপিন বাবু যে লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন, তাহাতে তাঁহার গভীর বিশ্বাস এবং মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অনেকগুলি ব্রাহ্ম এবং সহানুভূতিকারী ভ্রাতা অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ঢাকা নববিধান প্রচার ফণ্ডে ২৲ এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম সমাজে অর্থ ও গরীবদিগকে তণ্ডুলাদি দান করিয়াছেন। জগজ্জননী পরলোকগত আত্মাকে শান্তি দান এবং বিপিন বাবুর শোকার্ত্ত পরিবারে সান্ত্বনা দান করুন।

বার্ষিক শ্রাদ্ধ—বিগত ১১ই আষাঢ় শ্রীমান্ দেবেন্দ্র মোহন সেনের উয়ারিস্থ বাসভবনে তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে। ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং ভাই মহিমচন্দ্র সেন শাস্ত্র পাঠ করেন। স্থানীয় অনেক ভ্রাতা এবং ভগিনী উপস্থিত থাকিয়া উপাসনাতে যোগদান করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ দেবেন্দ্র মোহন স্থানীয় নববিধান মিশন ফণ্ডে ১০৲ টাকা এবং তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী ক্ষীরদা সুন্দরী সেন ৪৲ টাকা দান করিয়াছেন। স্বর্গীয়া দেবী উপাসনাতে অতিশয় নিষ্ঠাবতী ছিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনার জীবন্ত ভাব শ্রোতা মাত্রকেই স্পর্শ করিত। শান্তিদায়িনী জননীর ক্রোড়ে তিনি নিত্য শান্তি সম্ভোগ করুন।

গত ২রা আগষ্ট তমোলুকে স্বর্গীয় ভ্রাতা শরচ্চন্দ্র দত্তের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁর পুত্রগণ কর্ত্তৃক নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায় উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

ঢাকা সংবাদ—আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সপ্তাশীতি জন্মদিন উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালী মত কার্য্য হইয়াছে:—

২৩শে শ্রাবণ শনিবার ভাই মহিম চন্দ্র সেন বক্তৃতা দেন। বিষয়—আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব।

২৪শে শ্রাবণ, জন্মদিনে পূর্ব্বাহ্ণে বিধানপল্লীস্থ দেবালয়ে ভাই মহিমচন্দ্র সেন ও সায়ংকালে ভাই দুর্গানাথ রায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন এবং পবিত্রাত্মার কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশে সাক্ষ্যদান করেন।

বিগত ১৫ই আগষ্ট শনিবার শ্রদ্ধেয় প্রেরিত প্রচারক গিরিশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিনে দেবালয়ে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস উপাসনা করেন এবং সায়ংকালে মন্দিরে স্বর্গীয় প্রেরিতের জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনার শেষভাগে বাবু অবিনাশ চন্দ্র গুপ্ত M.A.B.L. একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ভাই দুর্গানাথ প্রার্থনা করিয়া শেষ করেন।

ভাদ্রোৎসব—ভাদ্রোৎসবের কার্য্যপ্রণালী ক্রোড়পত্রস্বরূপ এবার দেওয়া হইল।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৫, মে মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে:—

এককালীন দান বা আনুষ্ঠানিক দান।—মে, ১৯২৫।

মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু ২০৲, ঐ শ্রাদ্ধোপলক্ষে পৌত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বসু ৫৲, দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার ৫৲, কন্যা শ্রীমতী কুসুমকামিনী দেবী ২৲, শ্রীমতী কিরণকামিনী দেবী ২৲, শ্রীমতী উষাদেবী ১০৲, চপলা দেবী পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী হেমলতা দেবী ২৲, ডাক্তার ডি, এন, বানার্জ্জি ৫৲, শিশুপুত্রের পরলোক অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন ৫৲, স্বর্গীয় ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবী ৫৲, জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গগত বিনয়ভূষণ বসুর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ ২৲, মাতৃশ্রাদ্ধে শ্রীযুক্ত অদ্বৈত নারায়ণ গুপ্ত ১৲, শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দে ১৲, শ্বশুরের সাম্বৎসরিক ও গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ৫৲, সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিকে শ্রীযুক্ত হাজারিলাল ভড় ১৲, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্রের নামকরণে ৮৲, কন্যার পারলৌকিক দিনে Dr. R. C. Sen ২০৲, স্বর্গীয় রামলাল ভড়ের সাম্বৎসরিকে তাঁহার পুত্রগণ ২৲ টাকা।

মাসিক দান।—মে, ১৯২৫।

কোন বন্ধুর হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার ১৲, শ্রীমতী চারুবালা বন্দোপাধ্যায় মাসিক ২৲ হিসাবে এক বৎসরের ২৪৲, কোন মাননীয়া মহিলা ৩০৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীযুক্ত S. N Gupta ৪৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার ১৲, স্বর্গগত মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগির ১৲, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জ্জি ৪৲, ব্রহ্মমন্দির ১০৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬০ ভাগ । ১৬শ সংখ্যা ।
১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ ।
1st September, 1925.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ ।

প্রার্থনা ।

মা নিত্য উৎসব বিধায়িনী জননি, ধন্য হও তুমি। নববিধান তোমার নিত্য উৎসবের বিধান। আমাদের মাঘোৎসব, ভাদ্রোৎসব তোমার এই নিত্যোৎসবের কণিকা মাত্র। তুমি চাও, আমরা কেবল এই সকল সাময়িক উৎসবেই তৃপ্ত হইয়া না থাকি। তাই তুমি আমাদিগকে তোমার নববিধানের আশ্রয়ে স্থান দিয়াছ। এই কলির জীব আমাদিগকে পাপে তাপে নিরানন্দে সন্তপ্ত দেখিয়া তুমি তোমার স্বর্গের অদেহী দেবদেবীদিগকে লইয়া যে নিত্য উৎসব করিতেছ, এই বিধানে তুমি স্বয়ং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমাদিগকে সেই মহা উৎসবানন্দ সম্ভোগের অধিকারী করিয়াছ। তবে আমরা এই বিধানেও যে নিরানন্দ ভোগ করি, সে কেবল আমাদের অবিশ্বাসের ফল। ঐ আকাশে যেমন গ্রহ নক্ষত্র সকল নিত্য নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন, তেমনি আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হইলেই দেখিতে পাই, আমাদের প্রাণাকাশেও তুমি তোমার ভক্তদিগকে লইয়া সদাই নৃত্য করিতেছ। মা, এই বিশ্বাস আমাদের প্রাণে নিত্য জাগ্রত কর যে, আমরা সত্যই আনন্দের সন্তান, এই বিশ্বমন্দির তোমার নিত্য উৎসব মন্দির এবং আমাদের আনন্দ স্বয়ং তুমি। সকল অবস্থায় আমাদিগকে তোমাকে সম্ভোগ করিবার জন্যই তোমার এই নববিধান দিয়াছ। ইহা বিশ্বাস করিয়া আমরা যেন নিত্য উৎসবে মগ্ন হই, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

প্রার্থনাসার ।

হে আনন্দের প্রস্রবণ, এইটি প্রত্যেককে বুঝিতে দাও যে, শোক এবং দুঃখকে পশ্চাতে রাখিয়া দিন দিন আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে, খুব সুখী হইতেছে, এই অনুভবটি মনের মধ্যে থাকিবে।

হে ঈশ্বর, কতদিন এ জীবনে ঢের ঝড় তুফান হয়ে গিয়াছে। কিন্তু দুঃখটা এখন পশ্চাতে, নববিধান-তরী শান্তি-উপকূলের দিকে যাইতেছে। জীবন, এখন কি আর দুঃখ পাও? মার কাছে সাক্ষ্য দাও না। জীবনের গভীরতম প্রদেশ থেকেই হাসি উঠে। আত্মাকে হাসায়।

কৃপাসিন্ধু, জগৎকে বল, এই গরীবের দল বড় সুখী। না খেতে পেয়ে, গরীব হয়ে, মাতাল হয়ে, পাগল হয়ে, বয়ে গিয়ে সুখী এই দল। আর কিছু নই সুখী বই, এ কথা যেন বলিতে পারি! হে সুখদায়িনী, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিপদ শোক দুঃখ অন্ধকারের রাজ্য পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি, ইহা প্রাণের সহিত

বিশ্বাস করিয়া হৃদয়-বৃন্দাবনে সুখের রাজ্যে তোমাকে লইয়া নৃত্য করিতে পারি।—দৈঃ প্রাঃ, ৪র্থ—"দুঃখের পর সুখ"।

অনন্ত উৎসব।

"যদি হে মাতিবে অনন্ত উৎসবে.........
বল বিধানের জয়, জগন্মাতার জয়...... ।"

ভাদ্র মাস—বর্ষাকাল। এই মাসে আকাশ হইতে অবিরলধারে বারিধারা বর্ষণ হয়। পুষ্করিণী, নদ নদী জলপ্লাবনে প্লাবিত হয়, ডাঙ্গা ডহর জলাশয় জলমগ্ন হইয়া একাকার ধারণ করে। একালে আর কাহাকেও জলাভাবে কাঁদিতে হয় না। চাতক পক্ষীকে 'হা জল, হা জল' বলিয়া উর্দ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিতে হয় না। কাল-মাহাত্ম্যে বা বিধাতার বিধান-মাহাত্ম্যে অবিরল বারিবর্ষণ হয়। চারিদিক জলময় হয়। এমনই শীত ঋতুতে শীতলতা অনায়াসে লব্ধ হয়, গ্রীষ্মকালে আর উত্তাপের জন্য আয়াস করিতে হয় না।

ইহাই প্রকৃতির নিয়ম বা প্রাকৃতিক বিধান। বিধান মানার অর্থ ব্রহ্মের বিধাতৃত্ব স্বীকার করা। ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকল্প নিরাকার নিষ্ক্রিয় হইয়া আপনি আপনাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন সত্য, কিন্তু যখনই তিনি বিধাতা লীলাময় হইয়া বিশ্ব-সৃষ্টিরূপ লীলা বিধান করিতেছেন উপলব্ধি করি, তখন তাঁহাকে বিধাতা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই। এবং তাহা স্বীকার করিলে বিশ্ব সংসারের যাবতীয় ঘটনার মূলে সেই বিধাতার হস্ত না দেখিয়া, না বিশ্বাস করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। যেখানে বিধান সেখানে বিধাতার কার্য্যকারিতা, সেখানে মানবের আয়াস বা চেষ্টা নাই।

যেমন জড় প্রকৃতিতে বিভিন্ন ঋতুকাল মাসে, তেমনি মানবজীবনের ইতিহাসে, তেমনি অধ্যাত্ম জগতে সেই বিধাতাপুরুষ যে বিচিত্র বিধান করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারই বিধাতৃত্ব বা কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন আর কি দেখিব।

বিধাতা যিনি, তিনি যে প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পন্ন, তাঁহার বিধানও নিশ্চয়ই তৎস্বরূপ হইতে সম্পাদিত বা সমাগত হয়। আকাশ হইতে যেমন বাতাস, সমুদ্র হইতে যেমন মেঘ ও বৃষ্টি, সূর্য্য হইতে যেমন জ্যোতি এবং রশ্মি, তেমনি বিধাতা হইতেও তাঁহার সত্য, জ্ঞান, আনন্দ প্রেম, মঙ্গল, পুণ্য, শান্তি, বিবিধ বিধানে বিহিত হইতেছে এবং তাঁহার বিধানও সেই সমুদয় স্বরূপ হইতেই বিকশিত বা উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

অতএব বিধান যাহা তাহা বিধাতারই প্রভাব, তাঁহার বিবিধ স্বরূপের বিকাশ। তাই যুগে যুগে যে এক এক বিধান বিকশিত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বিধাতা পুরুষের এক এক স্বরূপেরই বিকাশ এবং সেই সেই বিধান যে যে বাহকের দ্বারা জগতে প্রচারিত বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহারাও সেই বিধাতারই স্বহস্ত-গঠিত বিধাতারই এক এক স্বরূপগত জীবন লইয়া তাঁহারই হস্তের যন্ত্ররূপে কার্য্য করিয়াছেন।

সুতরাং বিধানকে যেমন বিধাতারই স্বরূপের বিকাশ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব, তেমনি বিধান-বাহকদিগকেও বিধাতার হস্ত-রচিত জীবন বা সেই বিধান মূর্ত্তিমানরূপে গ্রহণ করিব। তাঁহাদের মধ্যে যাহা মানবীয় তাহা মানবীয়, কিন্তু যাহা দৈব তাহা দিব্যজ্ঞান-স্বরূপের দৃশ্যমান আদর্শ জীবন মানবের অনুসরণের জন্য গঠিত ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে যুগে যুগে এক এক বিধানে যেমন এক এক স্বরূপের বিকাশ হইয়াছে, তেমনি এক এক বিধানবাহক জীবনে এক এক স্বরূপ মূর্ত্তিমানরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শীতে শৈত্য, গ্রীষ্মে উত্তাপ, বর্ষায় বারিবর্ষণ যেমন প্রকৃতিতে, তেমনি যুগে যুগে এক এক যুগধর্ম্ম বিধানে এক এক ভক্ত জীবনে এক এক স্বরূপ—সত্য, জ্ঞান প্রেম, পুণ্য, পরিত্রাণাদি জগতের কল্যাণের জন্য প্রচারিত, বিতরিত এবং মানব জীবনে সঞ্চারিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধান সর্ব্বস্বরূপের সম্মিলন বা সমন্বয় বিধান। সকল স্বরূপ আনন্দ স্বরূপে সম্মিলিত বা সমাহিত, সেইজন্য বর্ত্তমান বিধান নববিধান আনন্দের বিধান, অনন্ত মহোৎসবের বিধান। এই বিধানে বিশ্বাসী যিনি, অনন্ত আনন্দোৎসবে আনন্দিত তিনি।

যেমন বর্ষাকালে জলের অভাবে কাহাকেও কাঁদিতে হয় না, সদাই আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষিত হয়, যেমন সাগর উপকূলে সদাই বায়ু প্রবাহিত, সাগর জল নিত্য আনন্দে উদ্বেলিত, যেমন বিজ্ঞান বলেন আকাশে গ্রহ নক্ষত্রগণ সদাই নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন, তেমনি চিদাকাশে স্বর্গবাসী দেবগণও নিত্য আনন্দ উৎসবে নৃত্য করিতেছেন। নববিধান বিশ্বাসীরও হৃদয়াকাশে ভক্তগণ তেমনিই নৃত্য করেন, এবং তাঁহার হৃদয় সাগর সদানন্দের হিল্লোলে উদ্বে-

লিত, ইহাই নববিধানের বিধান। নববিধান তাই অনন্ত উৎসবের বিধান। এখানকার উৎসব সাধন মানুষের হাতে নয়। সাগর-উপকূলে যেখানে হু হু শব্দে বাতাস বহিতেছে, সেখানে যেমন কাহাকেও পাখা নাড়িয়া বায়ু সেবন করিতে হয় না, মৃদু মলয়ানিল আপনাপনি সদাই সম্ভোগ হয়, নববিধানে অনন্ত উৎসব সম্ভোগ তেমনি বিধানের মহাপ্রসাদ।

আমরা ইহাই যেন বিশ্বাস করি এবং এই জীবনে নববিধান মূর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দের সহিত একাত্মতা লাভে অনন্ত উৎসবে মাতিয়া যাই এবং প্রাণ ভরিয়া বলি, "বিধানের জয়, জয় জগন্মাতার জয়।"

—•—

৬ই ও ৭ই ভাদ্র।

৬ই ভাদ্র, সত্য সনাতন পরব্রহ্ম রাজর্ষির মন অধিকার করিয়া ব্রাহ্মসভা স্থাপন ও "ভাব সেই একে" বলিয়া একেরই পূজা প্রবর্ত্তন করাইলেন; এবং তাহা হইতেই মহর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন ও ব্রহ্মারাধনা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন।

৭ই ভাদ্র, সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দরূপমমৃতং যিনি, তিনিই আনন্দময়ী মা হইয়া দেবর্ষি ব্রহ্মানন্দকে দর্শন দিলেন এবং শ্রবণযোগে বাণীধ্বনি শুনাইয়া অনন্তের উপাসনার জন্য ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করাইলেন, জগজ্জনকে অনন্তের প্রেমে, অনন্তের উৎসবে মাতাইলেন।

৬ই ভাদ্র, ষট্‌স্বরূপ ব্রহ্মারাধনায় সত্য ধর্ম্মের বীজ বপন হইল, নবজ্ঞানালোক প্রকাশিত হইল, সংসারের ষড়রিপুর পথে কণ্টক পড়িল।

৭ই ভাদ্র, সপ্তস্বরূপা মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেন, ভক্ত কণ্ঠে সপ্তসুর ঝঙ্কারিত হইল, বিবেক বংশীধ্বনি তাঁর শ্রবণপুটে নিনাদিত হইল, ভক্তপ্রাণে ভক্তির বাণে সপ্তসিন্ধু উচ্ছ্বসিত করিল। নবভক্ত দেবর্ষিনারদ জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে বিবাদ বাঁধাইলেন সত্য, কিন্তু মহাযজ্ঞে ত্রিলোক হইতে যত ভক্ত, যত যোগী ঋষি, যত দেবদেবীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। বিশ্বজনীন অনন্ত মহোৎসবরূপ মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইল।

৬ই ভাদ্র ৭ই এ নববিধানালোকে অভিব্যক্ত হইল। পুরাণে যেমন কথিত আছে মহাযজ্ঞেশ্বরকে আহ্বান না করিয়া দক্ষরাজ যে যজ্ঞ আরব্ধ করেন এবং তাহাতে সতীর নিকট পতির অমর্য্যাদা করেন, তাহাতেই সতী আত্ম-বলিদান করেন ও ভূতের তাণ্ডব নৃত্যে যজ্ঞভ্রষ্ট হয়, তেমনি ভক্ত সতীর আত্মত্যাগ বা আমিত্ববলিদানে মানবের অহঙ্কৃত শিবরহিত যজ্ঞ দক্ষযজ্ঞ চিরবিনষ্ট হইল এবং ভক্ত সতী অঙ্গ সঞ্চার হইয়া নব নব তীর্থ, নব নব ব্রহ্মমন্দির জীবনে জীবনে প্রতিষ্ঠা মহাযজ্ঞ বা মহোৎসব জগতে আরম্ভ হইল।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সমন্বয়-নীতি।

সুনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, গৃহনীতি সকলই নববিধানে সমন্বিত। ইহার কাহাকেই উপেক্ষা করিয়া, কাহাকেও ইনি বিশেষত্ব দেন না। তবে ধর্ম্মনীতিই ইহার প্রধান লক্ষ্য, সকল নীতিকে ধর্ম্মনীতিতে পরিণত করিতেই ইনি প্রেরিত। ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত রাজনীতি বা সমাজনীতি এমন কি নীতিকেও ইনি প্রশ্রয় দেন না। সর্ব্বনীতি ধর্ম্ম দ্বারা প্রণোদিত ও সঞ্চালিত হয় ইহাই নববিধানের কার্য্য।

প্রতিধ্বনি।

মৃণ্ময় পাত্রে শত আঘাতেও শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় না, কিন্তু স্ফটিক পাত্রে আঘাত মাত্র তাহা প্রতিধ্বনিত হয়। এমনই জড়ভাবাপন্ন জীবনে বারবার সত্যং মন্ত্র উচ্চারণে প্রাণে তাহা প্রতিধ্বনিত হয় না। কিন্তু চৈতন্যযুক্ত ভক্ত জীবনে সত্যং উচ্চারণ মাত্র তাহা প্রতিধ্বনিত হয়। ঈশ্বর যাই বলেন "আমি আছি সত্য", ভক্তপ্রাণ তৎক্ষণাৎ সায় দেন "তুমি আছ" "তুমি আছ"। ভক্ত ভগবানের প্রতিধ্বনি।

মানব জীবন।

চন্দন কাষ্ঠ দেখিতে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড, কতই কঠিন, কিন্তু প্রস্তরে জল দিয়া ঘসিতে ঘসিতে যত তাহা ক্ষয় হয়, তত তাহা হইতে সৌরভ বাহির হয় এবং চারিদিক আমোদিত করে। মানব জীবনও এমনই কঠোর শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায়, কিন্তু যতই বিশ্বাস প্রস্তর খণ্ডে প্রেমাশ্রু সংযোগে ঘর্ষণে আমিত্ব ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ততই তাহা হইতে পুণ্যের সৌরভ বাহির হয় এবং সকলকে তাহা আমোদিত করিয়া থাকে। মানব জীবনের ভিতর ব্রহ্মের সৌরভ চির নিহিত রহিয়াছে, আমিত্ব ক্ষয়েই তাহা উপলব্ধ হয়।

একের দুর্নীতিতে দলের পতন।

যে চুরি করে সেও যেমন অপরাধী, যে চুরির প্রশ্রয় দেয় বা চোরাই মাল বিক্রয় করে সেও তেমনি দণ্ডার্হ। দুর্নীতির প্রলো-

স্তনে পড়িয়া যে পাপ করে তাহারও যেমন অপরাধ, দুর্নীতি দমন না করিয়া যে তাহাতে প্রশ্রয় দেয় তাহার ততোধিক অপরাধ। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানে তাহা অতিশয় ভয়ঙ্কর। কেন না এ বিধানে একজনের পাপে সবার পতন। এক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন গ্রথিত, নববিধানে পরিবার এবং দলও সেই ভাবে গ্রথিত। তাই এখানে একজনের দুর্নীতিতে সমগ্র পরিবার ও দলের পতন অবশ্যম্ভাবী।

—•—

আমার দেশ।

জহঁ সে আয়ে অমর ব দেশবা।
না হুবাঁ ধরতী ন পৌন অকসবা।
না হুবাঁ চাঁদ সূরজ পরগসবা।
না হুবাঁ বাহ্মন সূদ্র ন সেখবা।
না হুবাঁ ব্রহ্মা ন বিষ্ণু মহেসবা।
না জোগী জঙ্গম দরবেসবা।
কহৈঁ কবীর লৈ আয়ন সন্দেসবা।
সার সুর গহো চলো বহি দেসবা॥

যেখান হইতে আসিয়াছ অমর সেই দেশ। নাই সেখানে ধরিত্রী, না পবন, না আকাশ। না সেখানে চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ, না সেখানে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, শেখ। না সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ। না যোগী, জঙ্গম, দরবেশ।

কবীর কহেন সেই সম্বাদ লইয়া আসিয়াছি। সেই পূর্ণ সুরের মধ্যে ডুব দাও ও সেই দেশে চল।

মহরম হোয় সো জানে সাধো
ঐসা দেস হমারা।
বেদ কতেব পার নহিঁ পারত,
কহন সুননসো ন্যারা॥
জাতি বরন কুল কিরিয়া নাহী,
সন্ধ্যা নেম অচারা।
বিন জল বুঁদ পড়ত জঁহ ভারী,
নহিঁ মীঠা নহিঁ খারা॥
সুন্ন মহল মেঁ নৌবত বাজে,
মৃদঙ্গ বীন সেতারা।
বিন বাদর জঁহ বিজলী চমকৈ,
বিন সূরজ উজিয়ারা॥
বিনা নৈন জঁহ মোতি পোঁহৈঁ,
বিন শব্দ সুর উচারা।
জো চল জায় ব্রহ্ম জঁহ দরশৈ,
আগে অগম অপারা॥
কহৈঁ কবীর বহঁ রহন হমারী,
বুঝৈ দরদী প্যারা॥

হে সাধু, যে জন পরিজ্ঞ সেই জানে, এমন দেশ আমার। বেদ, কোরাণ তাহার পার পায় নাই—তাহা সকল কথন ও শ্রবণের অতীত। সেখানে জাতি, বর্ণ, কুল, ক্রিয়া নাই। সন্ধ্যা নিয়ম, আচার সেখানে কোথায়? বিনা জলে যেখানে নিত্য ঘোরতর বৃষ্টি হইতেছে—(সেই ধারা) মিষ্টও নহে, ক্ষারও নহে। সেই শূন্য মহলে নহবত বাজে—সেখানে মৃদঙ্গ, বীণা, সেতার। মেঘ বিনা সেখানে বিদ্যুৎ চমকিত, সূর্য্য বিনা প্রকাশিত সেই ধাম। নয়ন বিনা সেখানে শুভ্রজ্যোতি উদ্ভাসিত, শব্দ বিনা সেখানে সঙ্গীত ধ্বনিত। যেখানেই দৃষ্টি চলে সেখানেই ব্রহ্মই দৃষ্ট হন্ যিনি সকলেরই পুরোবর্ত্তী অগম্য, অপার। কবীর কহেন সেখানে আমার নিবাস। যিনি প্রেমিক ও দরদী তিনিই বোঝেন।

অবধূ বেগম দেস হমারা॥
রাজা রংক ফকীর বাদশা,
সবসে কহৌঁ পুকারা।
জো তুম চাহো পরম পদ কো,
বসিহো দেস হমারা॥
জো তুম আয়ে ঝীনে হোকে,
তজো মনকী ভারা।
ঐসী রহন রহোরে প্যারে,
সহজ উতর জাব পারা॥
ধরন অকাস গগন কুছ নাহিঁ,
নহীঁ চন্দ্র নহীঁ তারা
সত ধর্ম্মকী হৈঁ মহতাবে,
সাহেবকে দরবারা॥
কহৈঁ কবীর সুনো হো প্যারে,
সত্ত ধর্ম্ম হৈ সারা॥

হে সাধু, দুঃখহীন আমার দেশ। রাজা, কাঙ্গাল, বাদশা ফকীর সকলকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমি বলিতেছি—পরম পদের যিনি প্রার্থী, তিনি আমার দেশে বাস করুন। জীর্ণ হইয়া যে আসিয়াছে, সে এখানে তাহার প্রাণের ভার ত্যাগ করুক। হে প্রিয় ভ্রাতা, এখানে এমন থাকা থাক যাহাতে সহজেই পারে উত্তীর্ণ হইতে পার। ধরণী, আকাশ, গগন কিছুই সেখানে নাই। না আছে সেখানে চন্দ্র, না আছে সেখানে তারা;—সেই প্রভুর দরবারে কেবল সত্যধর্ম্মের জ্যোতি দেদীপ্যমান। কবীর কহেন শোন হে প্রিয়, সেখানে সত্য ধর্ম্মই সার।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

দোকান বন্ধ করিবার সময় যখন হয়, তখন লোকে খাতা লইয়া হিসাব লিখিতে নিযুক্ত হয়, সেইরূপ আমাদের বক্

জীবনের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, জীবনের কার্য্যের হিসাব লিখিতে আরম্ভ করি, আমি লিখি, ইঁহারাও লিখুন। লোকে ইহার পর সেই খাতা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিবে কি রকম আমরা ছিলাম।

দলপতি দলের বিশ্বাস পাইল না, ইহা লেখা রহিল খাতায়, দলের মধ্যে কলহ অশান্তি গেল না, ইহাও লেখা রহিল, ধর্ম্মের সম্পর্ক মধুময় নহে, দলের মধ্যে অবিশ্বাস ক্রমে বাড়িতেছে, ইহাও লেখা রহিল খাতার মধ্যে। দলপতি অপেক্ষা অন্য লোকে দলকে ভালবাসে, দলের লোকের সুখ বিধান করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, ইহাও লেখা রহিল।

খাতাখানি সিন্ধুকে পড়িয়া থাকিবে, আমরা চলিয়া যাইব; ইহার পর ভবিষ্যতে সেই সিন্ধুক লোকে খুলিয়া খাতা দেখিবে। দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিবে যে, এত বড় কারবার, এত বড় মহাজনের ব্যবসায়, শেষে দেনা হইল?

হরি, তবে আর কেহ দল করিবে না। হরিনামে লোক্সান? আগেকার মত সকলে একা একা পাহাড়ে কিম্বা অন্য অন্য স্থানে সাধন করিবে। পুরাতন বিধান রহিবে। তবে নূতন বিধানের দল আর রহিল না।

জাগ্রত ভগবান্! সবতো দেখিতেছ? আগে যা ছিল, ক্ষমা, ধ্যান, ভক্তি, উপাসনা, উৎসাহ ক্রমে ক্রমে যাইতেছে, দেখিতেছ তো? আর যা বাকি থাকিতেছে, বছর বছর সব ক্রমে কমে আস্ছে।

লেখ লেখ, আগে যেমন ভালবাসিতাম পরস্পরকে, এমন আর বাসি না। হিসাবে যা ঠিক তাই লিখে যাব, আমি মিথ্যা চাই না। নিজের নিজের কিছু কিছু লাভ হয়েছে। আগে যা খারাপ ছিলাম, তার চেয়ে ভাল হয়েছি।

নিজ সম্বন্ধে সকলে জিতেছেন, কিন্তু দল সম্বন্ধে সকলের লোক্সান হয়েছে। দীননাথ, এই আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে সন্ধ্যার সময় যখন ভয়ের সময়, তাহার পূর্ব্বে শীঘ্র শীঘ্র আরও কারবার করিয়া, যেন পরলোকে যাবার পূর্ব্বে দেনা শোধ করিয়া, খুব লাভের বন্দোবস্ত করিয়া শান্তি-নিকেতনে চলিয়া যাইতে পারি।—"ঋণশোধ"।

—•—

ভাদ্রোৎসব।

(প্রাপ্ত)

আগষ্ট মাসে ভাদ্রোৎসব হয়। ভাদ্রোৎসব সাধনমূলক উৎসব। তাই আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে ভাদ্রোৎসবের প্রস্তুতির ভাবেই এবার উপাসনাদি হইয়া আসিতেছে। ২রা আগষ্ট, রবিবার—সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। উৎসবের প্রস্তুতির ভাবে পাঠ ও উপদেশ দান করেন।

৯ই আগষ্ট, রবিবার—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। আচার্য্যের উপদেশ হইতে "শব্দ ব্রহ্ম" শীর্ষক উপদেশের কতক অংশ পাঠ করেন। অদ্যকার আরাধনা ও আত্ম-নিবেদনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় যে, নববিধানের প্রথম স্তরে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া জীবন্ত লীলাময় ঈশ্বর তাঁহার বিধানক্ষেত্রে আনিলেন, কতজনকে ডাকিয়া প্রেরিত প্রচারক পদে বরণ করিলেন। এই ভারতের কত প্রদেশ হইতে কত জনকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া, কাহাকেও বলিলেন প্রচারক ব্রত গ্রহণ কর কাহাকেও বলিলেন, নববিধানে দীক্ষিত হও এবং আমার ইঙ্গিতে এই আমার জীবন্ত লীলাক্ষেত্র নববিধান মণ্ডলীতে প্রবেশ কর। কাহাকেও ডাকিয়া গৃহস্থ প্রচারক ব্রতে, কাহাকে ডাকিয়া সাধক ব্রতে সেই লীলাময় শ্রীহরি এক সময় ব্রতধারী করিয়া আপনার স্বর্গের উদ্দেশ্য এই নববিধানক্ষেত্রে সিদ্ধ করিয়া লইলেন। তাঁহার লীলা ক্রমাগত চলিতেছে, যুগপরম্পরায় তাঁহার লীলা চলিতেছে, বৎসরের পর বৎসর তাঁহার জীবন্ত লীলা উৎসবাদি অনুষ্ঠানে আরও জীবন্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে; তাই এই সাধনের উৎসব ভাদ্রোৎসব এবারও সম্ভবপর হইতেছে। এই ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে সেই জীবন্ত দেবতা তাঁহার বিশ্বাসী পুত্র কন্যাদিগকে এবারও কত ভাবে আহ্বান করিবেন, কত কার্য্যভার দিবেন, কাহাকে তিনি দীক্ষাব্রতে আহ্বান করিবেন, কাহাকে প্রচারব্রতে আহ্বান করিবেন, কাহাকেও ভিন্ন ভিন্ন সাধন ব্রতে আহ্বান করিবেন। আমরা সকলে এ সময় তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার বাণী শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠ হই, তাঁহার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া থাকি। তিনি জগজ্জননীরূপে এবার বিশেষ ভাবে আমাদের প্রতিজনের অতি আপনার হইয়া প্রকাশিত। তাঁহাতে পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ নির্ভরের সহিত তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণেই আমাদের উৎসবের প্রস্তুতির সফলতা।

১১ই আগষ্ট, মঙ্গলবার—প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনা ভাই গোপালচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। যখনই ধর্ম্মের সঙ্গে অধর্ম্ম, সত্যের সঙ্গে অসত্য মিলিত হইয়া ধর্ম্মে গ্লানি আনয়ন করে, অধর্ম্ম বিশেষ ভাবে আপনার প্রভাব বিস্তার করে, তখনই নবযুগধর্ম্মের সমাগম হয়; সেই যুগের আদর্শ জীবন লইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি যুগাবতাররূপে ধরাধামে সমাগত হন। প্রাচীন ভারতের শ্রীকৃষ্ণ একজন যুগাবতার। এই ভাবের উদ্বোধনে উপাসনা আরম্ভ হয়। আরাধনায়, পাঠ ও প্রার্থনাদিতে প্রকাশ—শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে একজন আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাতে সেকালের যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞানের বিশেষ আলোক সমাগত হইয়াছিল, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞানের সামঞ্জস্য তাঁহার জীবনে বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার জীবনে সাম্য, মৈত্রী, করুণা বিশেষ উন্মেষ লাভ করিয়া তাঁহার আচরণে অনু-

স্থানে কতই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি জীবনে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় জন্য আজীবন আপনার শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ছিলেন, সম্পূর্ণ পক্ষপাতিতা-শূন্য সুমন্ত্রী ছিলেন, তিনি আদর্শ সেবক ছিলেন। তিনি আদর্শ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মযোগে যুক্ত উপদেষ্টা ছিলেন।

১২ই আগষ্ট, বুধবার—পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করেন। এ দিনও শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিষয় উপাসনায় উল্লেখ হয়। শ্রীকৃষ্ণ জীবনের উচ্চ শুদ্ধতা কেমন নারীজাতির সঙ্গে বিশুদ্ধভাবে মিশিতে তাঁহাকে অধিকার দান করিয়াছিল তাহাই অদ্যকার উপাসনায় বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে সপ্তাহের অনেক দিন সন্ধ্যার পর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই প্রমথলাল সেন বন্ধুদিগকে লইয়া উপাসনা, পাঠ ও প্রসঙ্গাদি করেন। ইহাতে নববিধানের বিশেষ বিশেষ দিক উপস্থিত সকলের অন্তরে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয় এবং উৎসবের প্রস্তুতির সহায়তা দান করে।

১৫ই আগষ্ট, শুক্রবার—স্বর্গগত প্রেরিত প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক দিন ছিল। এ দিন পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। ভাই প্রমথলাল সেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ প্রার্থনা ও পাঠ করেন। উপাসনা, প্রার্থনায় গিরিশচন্দ্রের প্রেরিতত্ব জীবনের বিশেষত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়।

সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভা হয়। মৌলবী শ্রীযুক্ত মণিরুজ্জমা মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। একটী সঙ্গীত হইলে ভাই প্রমথলাল সেন কর্তৃক প্রার্থনাযোগে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথম বক্তা ডাক্তার জগমোহন দাস প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে, জাতিভেদের নিদর্শন স্বরূপ, আচারগত কত পার্থক্য ছিল ও বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু মুসলমান মধ্যে সম্মিলনের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে সেই আচারগত পার্থক্য কত দূর তিরোহিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও তিরোহিত হইয়া কেমন যথার্থ সম্মিলন সম্ভব হইবে ইহা বর্ণনা করিয়া এই হিন্দু মুসলমান মধ্যে সম্মিলন সম্পাদক ব্যাপারে প্রেরিত প্রচারক গিরিশচন্দ্রের জীবনের কার্য্য সমধিক পরিমাণে সার্থক হইয়াছে ও হইবে তাহা প্রদর্শন করিয়া বক্তা তাহার বক্তব্য শেষ করেন। তৎপর মৌলবী শ্রীযুক্ত ওহায়েদ হোসেন এম্, এ, বি, এল্, এম্, এল্, সি ও শ্রীযুক্ত এস্, এম্ ইয়াকুব বক্তৃতা করিয়াছেন। তৎপর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস ও তাঁহার পরে আরও দুইটী মুসলমান যুবক গিরিশচন্দ্রের জীবন অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস গিরিশচন্দ্রের প্রেরিতত্ব জীবনের বিশেষত্ব ও কর্ম্মনিষ্ঠা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। মৌলবী বক্তাগণের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—একজনের বক্তৃতার বিশেষ কথা এই—তিনি কোরাণ পাঠ করিয়া কোরাণের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কোরাণের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া কোরাণ সরিফের মর্ম্ম ভাল করিয়া পরিগ্রহ করিয়াছেন। মৌলবী ওহায়েদ হোসেন বলেন, সত্যই ধর্ম্ম, সত্য চিরকাল একই ভাবে রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের জীবনের বিশেষ কার্য্য সত্য-প্রকাশ। কোরাণে সত্য আছে; কোরাণের অনুবাদ করিয়া সেই সত্য প্রকাশের ব্রত তিনি উদযাপন করিয়াছেন। কোরাণের ধর্ম্মে ও উপনিষদের ধর্ম্মে মিলনের ভূমি আছে। সত্যের উপরই হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রতিষ্ঠিত হইবে। এক জন বলেন আরবী ভাষা অতি কঠিন, গিরিশচন্দ্র সেই ভাষা হইতে কোরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ যেরূপ বিশুদ্ধ ভাবে করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অমানুষিক শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। একজন গিরিশচন্দ্রের জীবনের নিকট বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের ঋণ স্বীকার করিয়া বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা দান করেন।

সভাপতি দীর্ঘ বক্তৃতায় অনেক কথার অবতরণ করেন, তাহার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের জীবনের কার্য্য উল্লেখ করিয়া বলেন; বঙ্গের তিন কোটী মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় মুসলমানগণ মুসলমান ধর্ম্মের প্রচারের সহায়তা আপনাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা করিতে না পারিয়াছেন, একা গিরিশচন্দ্র তাহা করিয়াছেন। গিরিশ চন্দ্র কোরাণের বঙ্গানুবাদ করিয়া ও প্রেরিত পুরুষ মহম্মদের জীবন-চরিত সংগ্রহ, চারিজন ধর্ম্মনেতার জীবন-চরিত সংগ্রহ, বিস্তৃত তাপসমালা গ্রন্থে মুসলমান তাপস তপস্বিনীদিগের জীবন সংগ্রহ করিয়া, সাধ্বী নারীর জীবনী লিখিয়া ও মেস্‌কাৎ সরিফ প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে এস্‌লাম্ ধর্ম্ম প্রচারের পরম সহায়তা করিয়াছেন। হিন্দুদিগকে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে মুসলমান ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম পরিগ্রহে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

৩১শে শ্রাবণ, রবিবার—সন্ধ্যা ৭টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায় উপাসনার কার্য্য করেন। আচার্য্যদেবের উপদেশ হইতে পাঠ করেন।

১লা ভাদ্র, সোমবার শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ দিনে প্রাতে প্রচারাশ্রম দেবালয়ে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন এবং সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে পরমহংসদেবের জীবনী বিষয়ে ভাই প্রমথলাল সেন দীর্ঘ প্রসঙ্গ করেন।

২রা ভাদ্র, মঙ্গলবার—সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের জন্য উপাসনা হয়। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাসনার কার্য্য করেন।

৩রা ভাদ্র, বুধবার—সন্ধ্যা ৭টায় এলবার্ট হলে ছায়াচিত্র যোগে শ্রীমান জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী "ভারতে বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতা" বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

৪ঠা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—জেনারেল বুথের স্বর্গারোহণের দিন। পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে এই দিন উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল

সেন উপাসনা করেন। সন্ধ্যার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে কলিকাতার মুক্তিফৌজের দলের নরনারীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সমবেত হন। New Dispensation পত্রিকা লিখিত শ্রীমদাচার্য্যদেব কৃত জেনারেল বুথের দলের ভারতে আগমন উপলক্ষে Greetings to the Salvation Army প্রবন্ধ প্রথমে শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায় পাঠ করেন। তৎপর মুক্তিফৌজের দলের উপস্থিত মেম্বরগণের পুরুষ মহিলাগণ মধ্যে অনেকে প্রার্থনা, গান, পাঠ ও বক্তৃতাদি করেন। সর্ব্বশেষে এ দলের (Chief) প্রধান যিনি, তিনি জেনারেল বুথের জীবনের বিশেষত্ব উল্লেখ করিয়া ও মুক্তিফৌজের দলের কার্য্য প্রণালী, লক্ষ্য ও কৃতকার্য্যতা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

৫ই ভাদ্র, শুক্রবার—ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও ভাই বলদেবনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রাতে ৭টায় প্রচারাশ্রম দেবালয়ে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীমতী প্রেমলতা দেব, শ্রীমতী কুমুদিনী দাস, ভাই প্রমথলাল সেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে অনেকে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর প্রচারাশ্রমে প্রসঙ্গ হয়।

৬ই ভাদ্র, শনিবার—রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। এ দিন দুই বেলাই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। প্রাতে ৭॥০টায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও সন্ধ্যায় ৭টায় শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ উপাসনার কার্য্য করেন। মূল ছাড়িয়া একটী বৃক্ষকে ভাবিলে বৃক্ষ সম্পর্কে অপূর্ণ ধারণা হয়। ৬ই ভাদ্র, শনিবার, মহাত্মা রামমোহন এই নব যুগের আরম্ভে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়া নবধর্ম্ম, নববিধানের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, সময়ে এই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা যে বিরাট আকার ধারণ করিয়া স্বর্গের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইল, সকলের প্রাণকে কতই তৃপ্তি দান করিল; সেই উপাসনার আদি প্রাণ প্রতিষ্ঠা এই ৬ই ভাদ্র। ৬ই ভাদ্রের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপাসনার স্মৃতি প্রাণে জাগ্রত না থাকিলে নবযুগের পবিত্র বিরাট ধর্ম্ম নববিধানের ধারণা অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাই ৬ই ভাদ্রের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপাসনার স্মৃতি প্রত্যেক বিধান-বিশ্বাসীর অতি আদরের সামগ্রী। অদ্যকার অনুষ্ঠানে আমাদের প্রাণে ৬ই ভাদ্রের ব্রহ্মোপাসনার এই মহিমা গৌরব বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হইল।

৭ই ভাদ্র, রবিবার—সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। পূর্ব্বাহ্নে প্রায় ৮॥০টায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনার পূর্ব্বে কীর্ত্তনাদি হয়। প্রায় ১১॥০টার সময় এবেলার উপাসনা শেষ হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। সরস এবং গম্ভীর ভাবে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে প্রচারাশ্রমে প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় সংক্ষেপ উপাসনা শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় সম্পন্ন করেন। পরে পাঠ ও আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায় জীবনবেদের "শিষ্যপ্রকৃতি" প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর ভাই প্রমথলাল সেন ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ আলোচনা করেন।

লীলাময়ী পরমজননী আপনার অসীম করুণাগুণে এই নব যুগে নববিধানের মহালীলা আমাদিগের মধ্যে প্রকটন করিয়া সেই লীলা জীবন্ত আকারে এই উৎসবাদি যোগে বিশেষ ভাবে আমাদিগকে সম্ভোগ করিতে দিতেছেন। অদ্যকার এই স্বর্গের উৎসব সেই লীলাময়ী জননীর জীবন্ত লীলার সাক্ষ্য দান। ভাই প্রমথলাল সেন এই ভাবে প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন।

ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এই প্রসঙ্গের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম :—যাহা দেখিয়া শুনিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়, যাহা সম্ভোগ করিয়া, যাহা পান ভোজন করিয়া, [illegible] জীবনের স্বাদ গ্রহণ করা যায় এমন জীবনপ্রদ, প্রত্যক্ষ ব্যাপারের মহিমা গৌরব কে অস্বীকার করিবে। এই ব্রহ্মমন্দিরে কত উপাসনা, কত উৎসবযোগে নববিধানের এই স্বর্গের ব্যাপার সকলে সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, এখনও হইতেছেন, এ যেমন এক দিকে সত্য, তেমন অন্য এক দিকে এই কি সত্য নয় যে, এখানে উপাসকমণ্ডলীর লোক যাঁহারা তাঁহারা অনেকেই এই মন্দিরের সামাজিক উপাসনার প্রতি, এমন কি এই উৎসবের প্রতিও বিশেষ উদাসীন। ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি সপ্তাহের উপাসনায় উপাসকমণ্ডলীর লোক অতি অল্পই যোগদান করেন। বরং বাহিরের লোক দ্বারাই মন্দিরের অনেক স্থান পূর্ণ হয় এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শেষ পর্য্যন্ত যোগদান করেন। যেখানে নববিধানের উপাসনা ও উৎসবাদির এত মহিমা ও গৌরব শুধু বর্ণনার বিষয় হইয়া রয় নাই, সম্ভোগের বিষয় হইতেছে, সেখানের উপাসকমণ্ডলীর অনেকের ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগদান বিষয়ে এত উদাসীনতা কত দুঃখজনক। ইহার গূঢ় কারণ যাহাই হউক, আমাদের মণ্ডলীগত জীবনে ইহার ফলে একটা নিরাশাব্যঞ্জক শুষ্কতা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের প্রচারকদিগের জীবনে, গৃহস্থ সাধক ও মণ্ডলীর অন্যান্য বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী নর নারীর জীবনে, সকলের জীবনেই গূঢ় অতৃপ্তি। বর্ত্তমান সময় আমাদের নিকট বড়ই পরীক্ষাময়, চতুর্দ্দিকে কতই নিরাশা ও শুষ্কতা; কিন্তু এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষ একটী আশার সাক্ষ্য পাইয়াছি। তাই আজ বিশেষ ভাবে তাহা আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি। এই মন্দিরের বাহিরের বায়ু নানাপ্রকার দ্বেষ, হিংসা, অমিলন, বিচ্ছেদ, ক্ষুদ্রতা, হীনতার স্পর্শে দূষিত, কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এই উৎসবের প্রস্তুতির উপলক্ষে দেখিলাম, দুটী চারিটী বন্ধু মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে সপ্তাহের কোন দিনে যখনই বসিয়াছি, কি এই উৎসবের প্রস্তুতি উপলক্ষে সাপ্তাহিক উপাসনায় ব্রহ্মমন্দিরে মিলিয়াছি, আজও উৎসবের উপাসনার পূর্ব্বাহ্নে মিলিয়াছি, তাহাতে এই সাক্ষ্য লাভ করিয়াছি, বাহিরে অন্য স্থান যতই বিরুদ্ধ ভাবে পূর্ণ থাকুক না কেন, কিন্তু এই ব্রহ্মমন্দির আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পক্ষে সর্ব্বদাই অনু-

কূল। এই মন্দির একটী কৌটা বা সিন্দুক হইয়া আমাদেরই জন্য এই নববিধানের সকল সম্পদ আপনার বক্ষে রক্ষা করিতেছেন। এই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের যত প্রকারের বিচিত্র দর্শন, বিভিন্ন প্রকারের বাণী শ্রবণ ও স্বর্গের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে যত প্রকারের প্রসাদ এখানে বিতরণ সম্ভব হইয়াছে, সকলই এই মন্দিরবক্ষে সুরক্ষিত আছে। এবারের উৎসব ব্যাপার উপলক্ষে আমরা সেই পরম জননীর চরণে এই ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া দেখিয়াছি, তিনি বিধানের স্বর্গীয় সামগ্রী এমন করিয়া আমাদের মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছেন, এমন করিয়া তিনি তাঁহার দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছেন যে, এখান হইতে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় নাই; মনে হইয়াছে, এখানে বসিয়া থাকিলেই পরম লাভ। তাই প্রাণের আগ্রহ সহকারে আমার প্রস্তাব এই, আসুন সকলে ঘন ঘন এই ব্রহ্মমন্দিরে মায়ের চরণে মিলিত হই, শুধু প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক উপাসনায় নয়, সপ্তাহের অন্য দিনও যতটা সম্ভবে, ঘন ঘন প্রাণের শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা লইয়া মিলিত হই। যত ঘন ঘন মিলিত হইব, ততই আমাদের প্রাণের শুষ্কতা দূর হইবে, সরসতা আসিবে, পরম সম্পদ লাভ হইবে।

তৎপর ধ্যানের উদ্বোধন হইলে ধ্যান, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি প্রায় ৬টা পর্য্যন্ত হয়, তৎপর বেদীর সম্মুখভাগে কীর্ত্তন হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনের নেতৃত্ব করেন। পরে ভাই প্রমথলাল সেন সন্ধ্যার উপাসনার কার্য্য করেন। এ বেলায়ও উপাসনা, পাঠ ইত্যাদি সকলের বেশ সম্ভোগের বিষয় হইয়াছিল।

৮ই ভাদ্র, সোমবার—সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা" বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ রায় ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন।

৯ই ভাদ্র, মঙ্গলবার সন্ধ্যায়—ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কোন একটী বৈষ্ণব সাধু ও তাঁহার দুইটী ভগ্নীর জীবন অবলম্বনে কথকতা করেন। এক ঘণ্টা কাল সুমিষ্ট ও সারগর্ভ কথকতা সম্ভোগ করিয়া উপস্থিত সকলে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

১০ই ভাদ্র, বুধবার—ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের সম্মিলন। ভাই প্রমথলাল সেন শ্রীমদাচার্য্যদেবের উপদেশ হইতে পাঠ করেন। শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ একটী লিখিত প্রবন্ধ পাঠ ও প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী প্রার্থনা করেন। পরে মহিলাগণ মধ্যে আলোচনা হয়।

১১ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক। প্রচারাশ্রমে প্রাতে ৭টায় উপাসনা ও সন্ধ্যায় প্রসঙ্গ হয়। ভাই প্রমথলাল সেন প্রাতে উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র রায় উৎসব বিষয়ে প্রসঙ্গ করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ভাই অক্ষয়কুমার লধ ও শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু স্বর্গগত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর জীবন বিষয়ে প্রসঙ্গ করেন। এইরূপে জগজ্জননীর কৃপায় এবারকার ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রেমিক কান্তিচন্দ্র।

বাল্যজীবন জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে বিধান সূত্রে যে মহাপুরুষের সহিত পরিচিত হইয়া জীবনে একাল পর্য্যন্ত সুখে, দুঃখে, রোগে, শোকে, বিপদে, সম্পদে, সুস্থতায়, অসুস্থতায় যাঁহার স্নেহ ও প্রেম লাভ করিয়া আসিতেছি, তিনি সেই অভিভাবক, প্রতিপালক, প্রেমময় মহাভাগ কান্তিচন্দ্র।"

ভক্তিতীর্থ নদীয়ার যে পবিত্র ভূমিতে আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি উদিত হইয়া লীলা করেন, যে স্থানে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ, যোগী অঘোরনাথ, সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রেমিক কান্তিচন্দ্রও সেই নদীয়ার মানুষ। জানি না নদীয়ার মাটীতে কি আছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের ভক্ত-চরিতামৃত পাঠ করিয়াছি এবং শুনিয়াছি। নববিধানের ভক্তদের চরিত্র সাক্ষাত্ভাবে দর্শন করিয়াছি এবং জীবন্তভাবে ভক্ত-সঙ্গ সম্ভোগ করিয়াছি। ভক্তি বিধানে মানবপ্রেমে আত্ম-বিস্মৃত নিত্যানন্দচন্দ্রের কথা পাঠ করিয়াছি। আর নববিধানে মানবপ্রেমে আত্ম-বিস্মৃত কান্তিচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ভাবে ভোগ করিলাম।

বিধানক্ষেত্রে ভক্তদলের মধ্যে এক একজন এক এক ভাবের প্রচারক ছিলেন। কেহ ভক্ত, কেহ যোগী, কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ প্রেমিক, কেহ বৈরাগী ছিলেন। সেবা ও প্রেমের ভার ছিল, কান্তিচন্দ্রের উপর। আমরা একটী সংসারের সেবার ভারে ভগ্ন হইয়া পড়ি; আর কান্তিচন্দ্র বহু পরিবারের ভার স্কন্ধে করিয়া হাসিতে হাসিতে সেবা সাধন করিতেন। তাহা ছাড়া, অভাবগ্রস্তের অভাব পূরণের জন্য নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন। এমন করিয়া সেবা বিলাইয়া পরকে আপনার করিতে আর দেখিলাম না। তাঁহার প্রেমবিহ্বলতা, বিমল চরিত্র, নির্লিপ্ত সাধনা, অসাধারণ সেবানুরাগ যে দেখিয়াছে সেই মোহিত হইয়াছে।

কান্তিচন্দ্রের জীবনে জীবন্ত হরিলীলা দেখিয়াছি ও ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। মহাপ্রয়াণের কয়দিন মাত্র পূর্ব্বে, যখন কথা অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তখনও দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার মধ্যে সেই চির মধুর ভালবাসার পরিচয় পাইয়াছি। কথা ভাল বাহির হইতেছে না, তবু কোলে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভাল আছ?" আহা! সেই মধুমাখা কথা আর শুনিতে পাই না—সেই প্রেমের আলিঙ্গন আর পাই না—ইহা যখনই ভাবি, তখনই প্রাণ কেমন করে। কত উৎসাহ, কত উদ্যম, অক্লান্ত সেবা-স্পৃহা যাহা দেখিয়াছি, জীবনে কখনও তাহা ভুলিব না।

বর্ত্তমান যুগে বিলাস বিভবের দিনে, একজন নবীন যুবার পক্ষে বিপত্নীক হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা সামান্য ব্যাপার নহে। তাহা ছাড়া, সকল রকম সুখ স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া চিরজীবনব্যাপী সেবাব্রত সাধন কঠিন ব্যাপার। সংসারের মানুষ একদিনের জন্য

সেবার পরিচয় দিতে পারে না। আর অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর পরের সেবায় দিন কাটাইলেন। ইহা কি ভাবিবার এবং দেখিবার বিষয় নহে? যিনি সংসারের সুখ ও ঐশ্বর্য্যে নিস্পৃহ হইয়া জগতের নরনারীর মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন দান করিয়াছিলেন, তিনিই মহাত্মা কান্তিচন্দ্র।

কান্তিচন্দ্র রোগশয্যায় থাকিয়া কোন দিন কোন কষ্টের কথা বলেন নাই। দেখিলেই বোধ হইত, যেন মায়ের ছেলে মায়ের কোলে আনন্দে শুইয়া আছেন!

ভক্ত কান্তিচন্দ্রের তিরোধানে ব্রাহ্মসমাজ অভিভাবক ও প্রতিপালকশূন্য হইয়াছেন। স্বদেশ একটী অমূল্য রত্ন এবং একজন মহাপ্রেমিক ও সেবক হারাইয়াছেন। এরূপ প্রেমময় ভক্তজীবন সাধারণের সম্পত্তি!

কেশবগত-প্রাণ প্রেমিক সেবক কান্তিচন্দ্র আজ অমরধামে ব্রহ্মানন্দের সহিত সম্মিলিত। রোগশয্যায় যোগের অবস্থায় প্রায়ই বলিতেন,—"আজ কেশব অঘোরের সঙ্গে দেখা হইল।" তাই বুঝি যাবার সময় বলিলেন, "মা ওঁদের কাছে নিয়ে চল।" বাস্তবিক স্বর্গে বিধান দলে আনন্দধ্বনি; আর মর্ত্ত্যে বিধানদলশূন্য—হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কি আর বলিব! জয় জয় লীলাময় তোমারি জয়! তোমার ইচ্ছারই জয়!!

শান্তিপুর, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩২। } শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

ব্রহ্মানন্দের জপমালা।

আর্য্যগুরু, আর্য্যপিতা, আর্য্যজাতির ঈশ্বর, আর্য্যজাতির দেবতা, আর্য্যজাতির নেতা, আর্য্যজাতির প্রাচীন দেবতা, আর্য্যসন্তানপ্রপালিনী, আর্য্যদিগের পিতা, আর্য্যের দেবতা, আলোকময় দেবতা, আলোকের ঘর, আশা, আশার দেবতা, আশার রতন, আশুতোষ, আশ্রমদেবতা, আশ্রয়, আশ্রয়দাতা, আশ্রয়দাতা-কাণ্ডারী, আশ্রমের দয়াময় দেবতা, আশ্চর্য্য করুণা, আশ্চর্য্য কারিকর, আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কর্ত্তা, আশ্চর্য্য দম্পতি, আশ্চর্য্য প্রেমের আকর, আসল ঠাকুর, আসল রাজাধিরাজ রাজ মিস্ত্রী, আহ্লাদের সাগর, আহ্লাদের সামগ্রী।

ইচ্ছাময় হরি, ইতিহাসে বিধাতা, ইতিহাসের ঈশ্বর, ইষ্টদেবতা, ইহকাল ও পরকালের ধন, ইহকালের ধন, ইহলোকে বৈকুণ্ঠধাম, ইহপরকালের দেবতা, ইহপরকালের প্রচুর সম্পত্তি, ইহপরলোকবাসী অগণ্য আত্মাদিগের বিচারপতি।

ঈশা, মুষা, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির জননী, ঈশার ঈশ্বর, ঈশার গুরু, ঈশার পিতা, ঈশার মা, ঈশার মাতা, ঈশ্বর, ঈশ্বরী।

শ্রী[illegible] দেব।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

আগষ্ট মাস যেমন ভাদ্রোৎসবের মাস তেমনি উপর্য্যুপরি কয়েকজন প্রেরিত প্রচারক মহাশয়ের স্বর্গারোহণে এ মাস এক রকম স্বর্গারোহণোৎসবেরও মাস হইয়াছে।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।

এই মাসের ১৫ই নববিধানপ্রেরিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন স্বর্গারোহণ করেন। ভাই গিরিশচন্দ্র বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যজীবনে খুব অধিক বিদ্যা উপার্জ্জনে মনোযোগী হন নাই, তাই তিনি জাতীয় ব্যবসায় করিয়া বা শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা অর্জ্জনে জীবন যাপন করিবেন মনে করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে তিনি নববিধানের প্রেরিতরূপে আহূত হইয়া কতই অলৌকিক শক্তি লাভ করিলেন এবং কেবল যে পারসী ও আরবি ভাষায় যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করিলেন তাহা নয়, তিনি মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কোরাণ সরিফ্ হাফেজ এবং বহু ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ করিলেন ও মুসলমান ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা নববিধানের মৌলবী বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। সত্যবাদিতা এবং মুসলমানধর্ম্ম সাধন তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার প্রেরিত জীবন অতি উচ্চ এবং আদর্শস্থানীয় ছিল।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাঁহার বর্ত্তমান অনুবর্ত্তী শিষ্যগণ যে ভাবেই সম্মান দান করুন বা পূজা করুন, তাঁহাকে আমরা আমাদেরই নববিধানের অন্তর্ভূত হিন্দু যোগীভক্ত বলিয়া ভক্তি করি। নববিধান যুগে তিনিও বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের যোগ ভক্তির সমন্বয় ভাব কেমনে জীবনে প্রদর্শন করিতে হয় তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

হিন্দু পুরোহিত ব্রাহ্মণ হইতে বিধাতাই তাঁহাকে সরল ব্যাকুল ধর্ম্ম পিপাসায় পিপাসিত করেন ও তাহাতে পাগল করিয়া যোগ ভক্তির সমন্বয়ে কেমন শিশুভাবাপন্ন পাগল মাতাল ও ধর্ম্মঘোরে ঘোরাল জীবন হইতে হয়, তাহা ভগবানই তাঁহার জীবনে প্রদর্শন করাইয়াছেন। এই জন্য তাঁহার স্বর্গারোহণ দিন আমাদিগের বিশেষ স্মরণীয়। তিনি দেহমুক্ত হইলে তাঁহার ভস্মাবশেষ আমরাই কাঁকুড়গাছিতে সমাধিস্থ করি।

জেনারল বুথ।

মুক্তিফৌজের নেতা জেনারল বুথও এই মাসে স্বর্গারোহণ করেন। পরমহংস [illegible] যেমন হিন্দু সম্প্রদায় হইতে হিন্দু [illegible] সম্প্রদায় হইতে জেনারল বুথও নববিধানযুগে এক অদ্ভুত কর্ম্মধর্ম্মবীররূপে প্রেরিত।

প্রথমে ইংরাজ জাতির সাধারণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে দুর্নীতি অধর্ম্মাচরণের প্রাবল্য দেখিয়া তাহার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র জগতে তাঁহার ধর্ম্মযুদ্ধের নিশান উড্ডীয়মান করেন। পৃথিবীতে রাজ্য অধিকার করিতে যেমন যুদ্ধের প্রণালী অবলম্বিত হয়, ভাবার ভাবে জেনারল বুথের প্রচার প্রণালী অনেকটা সেইরূপ। তাহাতে সাধারণের মন সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মাদক সেবন ব্যভিচারাদি দ্বারা অবস্থাহীন পরিত্যক্ত পথের কাঙ্গাল যারা তাহাদের অন্ন সংস্থানের যাহাতে সহায়তা বিহিত হয় এমন উপায় উদ্ভাবন করিয়া, তাহাদের উদরান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাদিগকে লইয়াই তিনি মুক্তিফৌজ সংগঠন করেন। বৈরাগ্য সাধন, সেবা, ধর্ম্মোৎসাহ এই দলের প্রধান লক্ষণ এবং সর্ব্বোপরি নেতার প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও আনুগত্য দ্বারাই জেনারল বুথের শিষ্যগণ এত দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছেন।

ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র।

নববিধান-প্রেরিত-দলের অভিভাবকরূপে ভাই কান্তিচন্দ্র প্রেরিত হন। যৌবনে পত্নী বিয়োগ হইলে বিষয় কর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যপরিবারের এবং প্রচারক-পরিবারবর্গের সেবার ভার লইয়া তিনি দীর্ঘ জীবন আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও উদার প্রেমে প্রণোদিত হইয়া জীবনের ব্রতসাধনে ধন্য হন। তিনি কেবল আচার্য্যপরিবার বা প্রচারক-পরিবারেরই সেবা করিতেন তাহা নয়, তাঁহার নিজের পরিবার ছিল না, কিন্তু সমগ্র বিধানমণ্ডলীকেই তিনি আপনার পরিবার স্বরূপ করিয়াছিলেন এবং সকলের জন্যই তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। পরসেবা তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর যাঁহারা নববিধান প্রচারব্রত গ্রহণ করেন, ভাই ব্রজগোপাল তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। পূর্ব্ববঙ্গ যদিও তাঁহার জন্মস্থান, তিনি তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় হরিসুন্দর বসুর নিকট গয়া ধামে গিয়াই শিক্ষাদি লাভ করেন এবং তাঁহারই প্রভাবাধীনে পড়িয়া নবধর্ম্মে আস্থাবান্ হন। গয়া হইতে বাঁকিপুরে আসিয়া সেখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতে করিতে তিনি প্রচারব্রত গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণা অনুভব করেন।

তখন প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে মতভেদ ভাব প্রবল ছিল। ভাই প্রতাপচন্দ্রেরই প্রতি ভাই ব্রজগোপালের অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, কিন্তু প্রতাপচন্দ্র তখনকার শ্রীদরবারের সহিত বাহ্যত যুক্ত ছিলেন না। তথাপি ভাই ব্রজগোপাল বিধাতার ইচ্ছাতে শ্রীদরবারের অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার প্রকৃতি স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে স্বাধীন ভাবে যাহা সত্য বলিয়া জানিতেন তাহা সম্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেন। তিনি ঈশ্বরদর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অনির্ব্বচনীয়রূপে কেমনে একবার তিনি ঈশ্বরদর্শন করেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহী এবং কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। অদম্য উৎসাহের সহিত কেমন চারিদিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন ও সেবাদি কর্ম্মযোগে ধর্ম্ম প্রচার করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টান্বিত ছিলেন। দুর্ভিক্ষাদির সময়ে কতই ত্যাগস্বীকার করিয়া তন্নিবারণে চেষ্টা করিতেন। নারীশিক্ষার উন্নতির জন্য ভিক্টোরিয়া স্ত্রী বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন তাঁহারই চেষ্টার ফল। প্রচারাশ্রমের গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে কতই কৃতসঙ্কল্প হন। সে কার্য্য সমাধা করিতে না করিতেই তাঁহাকে স্বধামে চলিয়া যাইতে হয়। "প্রাণারাম" "প্রাণারাম" মন্ত্র সাধন করিতে করিতে তিনি বাঁকিপুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের গৃহে মহাপ্রয়াণ করেন।

ভাই বলদেবনারায়ণ।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব যখন গয়ায় ধর্ম্মপ্রচার অভিযানে গমন করেন, শ্রীবলদেবনারায়ণ তখন হইতে বিশেষ ভাবে নববিধানে যোগদান করিতে আকৃষ্ট হন। তাঁহার জন্ম বিবরণ বিশেষ জানা নাই, তবে যাহাদের মধ্যে তিনি বাল্যজীবনে লালিত পালিত হন; উচ্চ নীতিধর্ম্মের প্রভাব সেখানে বড় প্রবেশ করে নাই। তথাপি বিধাতা যেমন অদ্ভুত কৃপাগুণে মলিন পঙ্কের ভিতর হইতে পদ্ম ফুল প্রস্ফুটিত করেন, তেমনি অজ্ঞাত কুলশীল হইতে আনিয়া তিনিই স্বয়ং বলদেবনারায়ণকে নববিধানের প্রেরিতত্বে অভিষিক্ত করিলেন।

বলদেব বড়ই সরল শিক্ষার্থীর ভাবাপন্ন ছিলেন। প্রথমে তিনি ব্রহ্মানন্দের ছাত্র-দলভুক্ত হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা করেন। আচার্য্যদেবের পীড়া হইলে যখন তিনি সীমলাশৈলে গমন করেন, তখন তাঁহার সেবাসাধনের জন্য বলদেব কিছুদিন শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সঙ্গ লাভ করিবার বিশেষ সুযোগ পান। আচার্য্যের তিরোধানের অল্প দিন পরেই প্রেরিত প্রচারক দলে প্রবেশ করিয়া, বেহারে, পশ্চিমাঞ্চলে, সিন্ধুদেশে এবং শেষে মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচার করিতে করিতে পারস্যদেশে গিয়া কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। সরল শিক্ষার্থীর ভাব তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। নববিধান-ঘোষণার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাতে বড়ই প্রবল ছিল।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সমসাময়িক সহকারী প্রেরিত দলের মধ্যে একজন না হইলেও ভাই নন্দলাল তাঁহাদিগের অব্যবহিত পরেই নববিধান প্রচারক দলে আহূত হন। নন্দলালের মাতৃদেবী বড় ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। সন্তান যাহাতে কুসঙ্গে না মিশিয়া ধর্ম্মপথাবলম্বী হন, এজন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রাণগত কামনা করিতেন ও কাঁদিতেন। তাহারই ফলে ঈশ্বরকৃপায় নববিধান-প্রেরিত-

অমৃতলাল বসুর প্রভাবাধীনে আসিয়া নন্দলালের জীবনে মহা পরিবর্ত্তন ঘটিল। নন্দলাল যখন যাহা ধরিতেন ছাড়িতেন না, এই সময়ে অকালে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার জীবনে মহা বৈরাগ্যের উদয় হইল। তাই বিষয় কামনা ছাড়িয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া গাহিল :—

"কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি ;
সবে ধন অমূল্য রতন হৃদয়ের ধন তুমি।
তোমারে হারায়ে, ব্যাকুল হইয়ে বেড়াই যে আমি ;
যাইব কোথায় পাইব তোমায় বল অন্তর্যামি,
দাও দরশন, কাঙ্গালশরণ দীন হীন আমি।
তোমারে ভুলিয়ে, সংসারে মজিয়ে, থাকিবে কোন জনা,
ধন মান লয়ে কি করিব, সে সব সঙ্গে তো যাবে না,
তুমি হে আমার, আমি হে তোমার, আমার চিরদিনের তুমি।
(তোমার চিরাশ্রিত আমি)।
তোমারে লইয়ে, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে, বৃক্ষতলও (পর্ণকুটীরও) ভাল ;
যখন তুমি হৃদয়নাথ আমার হৃদয় কর হে আলো।
আমি সর্ব্ব দুঃখ যাই পাসরিয়ে বলি আর যেও না তুমি,
আর যাইতে দিব না আমি (এই হৃদয় ছেড়ে)।"

এই হইতে তিনি ক্রমে নববিধানের প্রেরিত জীবনে যে কত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার রচিত "জীবন সঙ্গীত" তাহার পরিচায়ক। তিনি শেষ জীবনে উড়িষ্যাকে তাঁহার প্রধান কার্য্য ক্ষেত্র করিয়াছিলেন; বালেশ্বর ও ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের সেবায় তিনি বিশেষ ভাবে নিরত ছিলেন। যদিও ময়ুরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজর্ষি শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সহজ আত্মজ্ঞানে ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন, অনেকটা নন্দলালের প্রভাবেই তিনি নববিধানের প্রতি আকৃষ্ট হন। ভাই নন্দলাল বড়ই সরল প্রকৃতির প্রেমিক ভক্ত ছিলেন।

—•—

(প্রেরিত)

গিরিশ স্মৃতি-সভা।

গত ৩`শে শ্রাবণ শনিবার, সকাল ৮টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত; জেলা নদীয়ার অন্তর্গত গাঁড়াডোব বাহাদুরপুর স্কুলগৃহে পরলোকগত মৌলবী গিরিশচন্দ্র সেনের মৃত্যু তা'রণ উপলক্ষে একটী স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষক বিশেষতঃ মুন্সী জামালুদ্দীন মিয়া সাহেবের যত্ন ও চেষ্টায় স্কুল গৃহটী লতা, পাতা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। স্থানীয় অনেকগুলি হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণের অনুরোধে রেভারেণ্ড মৌলবী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ বি, টী, এচ্, সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি প্রার্থনা স্বরূপ কবিবর সেখ সাদীর একটী পারস্য কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, পরে গিরিশচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনী অবলম্বন করিয়া সময়োপযোগী বক্তৃতা করিয়া সভা মণ্ডলীকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে মুন্সী আজ্ জুটী কাব্য বিনোদ সাহেব "তাপসমালা" হইতে দরবেশদিগের উক্তি পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। পরিশেষে পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় "ইস্লামীয় শাস্ত্র ও গিরিশচন্দ্র" বিষয় অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছিলেন। স্নান আহারের সময় হওয়ায় ঠিক ১১টার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

পোঃ গাঁড়াডোব,
নদীয়া ;
১লা ভাদ্র, ১৩৩২।

বিনীতা
বিবি নুরজাহান—সরস্বতী।

———

বিশ্ব-সংবাদ।

সম্প্রতি এলাহাবাদে এক ব্যক্তি পাশবীয় অপরাধে দশ বৎসর সপরিশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এ জন্য হাইকোর্টের চিফ জষ্টিসের নিকট আপিল হয়। তিনি বলেন পাশবীয় অপরাধে কেবল কারাদণ্ড দানই যথেষ্ট নয়। অপরাধী যেমন পশুবৎক্রীয়া করিয়াছে তেমনি পশুবৎ বেত্রাঘাতও দণ্ড পাওয়া উচিত। এই বলিয়া কারাদণ্ড কিছু কমাইয়া কারাদণ্ডের সঙ্গে আরো ত্রিশ বেত মারিবার হুকুম দিয়াছেন। মন্দ ব্যবস্থা নয়।

***

আদালতে সাক্ষ্য দান করিতে কিম্বা রাজকীয় কোন দায়ীত্বের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইলে শপথ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে একটী রাজকীয় বিধি আছে। তাহাতে লেখা আছে, "কোন আদালতে যিনি সাক্ষ্যদান করিবেন তিনি সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধ্য।" কিন্তু হায়, কয়জন এ বিধি পালন করেন জানি না। "সদা সত্য কথা বলিবে" শিশুকাল হইতে শিখিয়াও কেন কার্য্যতঃ সে অভ্যাস হয় না? সত্যস্বরূপ যিনি তাঁহাকে জীবন্ত জাগ্রত বলিয়া দর্শন না করিলে মিথ্যা অভ্যাস কিছুতেই যাইবে না।

———

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৪শে আগষ্ট স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেবের শুভ জন্মদিন স্মরণে কমলকুটীরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর দ্বারা বিশেষ উপাসনা হয়। ২৮শে আগষ্ট তাঁহাদের ভবানীপুরস্থ ভবনে দরিদ্রভোজন হয়। এই উপলক্ষে দেবীগঞ্জ স্কুলে প্রতি বৎসর তাঁর নামে একটী করিয়া মেডেল দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

গত ৩রা ভাদ্র, প্রাতে হাওড়া বাঁটরা নিবাসী ডাক্তার শরৎকুমার দাসের পৌত্রী সবিতার জন্মদিন উপলক্ষে সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন, ঐ দিন শিশুদের প্রীতিভোজন হয়। দয়াময়ী শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক—গত ২০শে আগষ্ট, প্রাতে ২২৭।২ লোয়ার সারকুলার রোডস্থ শ্রদ্ধেয় বারিষ্টার মিঃ পি, কে, সেন মহাশয়ের বাসভবনে স্বর্গগত শ্রীমান সত্যভূষণের স্বর্গারোহণ স্মরণে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় নবদেবালয়েও ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

২৭শে জুলাই, ডাঃ মোহিত লাল সেনের পুত্রের স্বর্গারোহণ দিনে তাহার ভবনে সন্ধ্যায় ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

৩০শে জুলাই, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্রের স্বর্গারোহণ স্মরণে ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর রাজাবাগ ভবনে সন্ধ্যায় ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

৩১শে জুলাই, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধা দেবীর একমাত্র সুপুত্র শ্রীমান প্রেমেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণ স্মরণে তাঁহাদিগের রয়েড ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রমথলাল করেন। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলালের ভগ্নীজামাতা শ্রীযুক্ত চুনীলাল সেনের সন্তান পরলোক গমন করাতে গত ২৪শে আগষ্ট তাহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন। ২৮শে ভ্রাতা সতীশচন্দ্র দত্তের স্ত্রীর দিনেও তিনি উপাসনা করেন।

ভাই কান্তিচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিনে ও ভাই বলদেব নারায়ণের স্বর্গারোহণ দিনে সন্ধ্যায় নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়।

সেবা—ভাই বিহারীলাল সেন দেরাদুন হইতে লিখিয়াছেন, "এখানেও স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষের কন্যাগণ এবং তাঁর পত্নীর সহায়তায় এই স্থানীয় নববিধান-বিশ্বাসী দুই একটী এবং সাধারণ সমাজের বন্ধুগণসহ গত ৭ই ভাদ্র দুই বেলা উপাসনা এবং অপরাহ্নে প্রসঙ্গ হইয়াছিল। ৬ই ভাদ্র রাত্রে মেজর সেনের গৃহে উপাসনা স্বর্গীয় গোপাল বাবুর পত্নী করিয়াছিলেন। ১৫ই আগষ্ট, গিরিশ-চন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিনে উপাসনা এবং ২১শে আগষ্ট, কান্তি বাবুর স্বর্গারোহণ দিনে এ গৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। ১৯শে আগষ্ট, জেনারল বুথের মধ্যে যে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া উপাসনা হয়।"

তীর্থবাস—ভাই প্রিয়নাথ আপাততঃ কিছুদিন হইতে সস্ত্রীক শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের কমলকুটীরে তীর্থবাস করিতেছেন ও নবদেবালয়ে উষাকীর্ত্তন ও উপাসনাদি সাধন করিতেছেন।

সাপ্তাহিক উপাসনা—অত্যন্ত আনন্দের বিষয় প্রায় দুই মাস হইতে প্রতি রবিবার প্রাতে ৭টার সময় বালিগঞ্জস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ মিলিত হইয়া বাবু অমৃতলাল ঘোষের বাটীতে উপাসনা করিতেছেন। স্বর্গীয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র উপাসনার কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে বেশ অনুরাগ বৰ্দ্ধিত হইতেছে।

বিশেষ উপাসনা—গত ২৯শে আগষ্ট, ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ বসুর বাগবাজারের বাটীতে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল উপাসনা করিতেছেন।

গত ৩১শে আগষ্ট, রবিবার, ভাই প্রিয়নাথ বাগনান ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করেন। ডাঃ ডি, এন, মল্লিক ও স্থানীয় হাই স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু হরিপদ ঘোষাল এম্. এ, প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বারিপদা নববিধান মন্দির—মা বিধান-জননীর কৃপায় ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবার পর হইতে প্রতি রবিবার সায়ংকালে স্থানীয় যুবক ও বালক এবং ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদের লইয়া, ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় উৎসাহের সহিত জমাট সঙ্কীর্ত্তন পাঠ ও প্রার্থনা করিতেছেন। সুখের বিষয় স্থানীয় মহিলাগণও বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগদান করিতেছেন।

[illegible]—গিরিধি নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের একাদশ সাম্বৎসরিক [illegible] নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইবে :—

[illegible], ১২ই আশ্বিন, সোমবার—সন্ধ্যা ৬টায় আরতি।

[illegible], ১৩ই আশ্বিন, মঙ্গলবার—প্রাতে ৭টায় মহিলা-[illegible] উপাসনা। অপরাহ্ণ ৫টায় বক্তৃতা।

[illegible]ম্বর, ১৪ই আশ্বিন, বুধবার—সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৮টায় কীর্ত্তন, ৮॥০টায় উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩॥০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পাঠ ও আলোচনা। ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন এবং পরে উপাসনা।

১লা অক্টোবর, ১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৮টায় উপাসনা। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা বন্ধু-সম্মিলন, পাঠ ও কীর্ত্তন এবং ৭টায় শান্তিবাচন।

(আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তন করা হইবে)

কুচবিহার সংবাদ—গত ৭ই মে হইতে ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী সি, আই, মহোদয়া কুচবিহারে অবস্থিতি করেন। ঐ সময় সামাজিক উপাসনায় ব্রহ্মমন্দিরে যোগদান করায় এবং কেশবাশ্রমস্থিত সমাধি-তীর্থে স্বয়ং সোমবাসরীয় উপাসনা করায় স্থানীয় ব্রাহ্মমণ্ডলী বিশেষ উপকৃত ও লাভবান লাভবতী হইয়াছেন।

গত ১৫ই আগষ্ট, ৩০শে শ্রাবণ, শনিবার—মা বিধান-জননীর আশীর্ব্বাদে কুচবিহার নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের পবিত্র ভিত্তি স্থাপনের ঊনচত্বারিংশ শুভ সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় অনেকগুলি হিন্দুভক্ত সঙ্গীত ও কীর্ত্তনে যোগদান করায় উৎসবের গাম্ভীর্য্য ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এবার অনেকগুলি ভদ্রমহিলা যোগদান করেন।

বিগত ১৬ই জুলাই, ৩২শে আষাঢ়, রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রমে ভ্রাতা নবীনচন্দ্রের শ্বশ্রূমাতার স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

২২শে এপ্রিল, ৭ই শ্রাবণ—পূর্ব্বাহ্ন ৮॥০ ঘটিকার সময় কেশবাশ্রমস্থিত নবনির্ম্মিত সমাধিতীর্থে মধ্যমা মহারাজকুমারী স্বর্গীয়া প্রতিভা সুন্দরী দেবীর সমাধিপার্শ্বে তাঁহার ২য় বার্ষিক সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

২৯শে জুলাই, ১৩ই শ্রাবণ—পূর্ব্বাহ্নে করুণা-কুটীরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় করুণাকুমারের ৫ম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। সন্ধ্যার পর কুচবিহার ষ্টেটের সুযোগ্য রেভিনিউ অফিসার স্বর্গীয় জগদ্বল্লভ বিশ্বাস মহাশয়ের স্বর্গারোহণ সংবাদ প্রাপ্তে তাঁহার মুক্ত আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

গত ১৭ই জুলাই—শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষের ৮ম শিশু সন্তান, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অমরধামে মুক্ত আত্মাদের সহ পরম মাতার কোলে স্থান লাভ করিয়াছে। এই শোকসংবাদে গত ২০শে জুলাই শিশু আত্মার জন্য ও শোক সন্তপ্ত পিতা মাতার সান্ত্বনার জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচ সকল উপাসনাদি করেন।

সংশোধন—গতবারে প্রকাশিত নূতন সঙ্গীত, বাবু দীননাথ সরকার রচিত।

গ্রাহকদিগের নিকট সকাতর নিবেদন—নানাপ্রকার অভাবের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব পরিচালনা করা হইতেছে তাহা বার বার আমরা জানাইতেছি। শারদীয়া পূজা আসিতেছে, এই সময় গ্রাহকগণ কৃপা করিয়া তাঁদের দেয় মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা প্রেসের দেনা শোধ করিতে পারি। প্রেসের কর্ম্মচারীদের বেতন এখন না দিতে পারিলে আমরা অপরাধী হইব।

বিনীত সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়
সহঃ কার্য্য-সম্পাদক।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্থবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ১৭শ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ। 17th September, 1925. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, নববিধানের মা, তুমিই আমাদের মা হও। তুমি যে জীবন্ত মা। তুমি যে সদাই বল "আমি আছি" "আমি আছি"। সদাই বলছ "আমি দেখ্‌ছি" "আমি তোদের মন জানছি।" তাই সদাই ঘিরে আছ, কতই ভালবাসা তোমার। তুমি বই আর ত আমাদের কেহই নাই। তাই তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব হয়ে আমাদের যত পাপ তাপ শুধু নয় 'আমার' বলিতে যা কিছু সব দূর করে, স্বীয় পুণ্যবলে আমাদের মন প্রাণ জীবন শুদ্ধ কর এবং তোমা সুখে যাহাতে সুখী হই, তোমার আনন্দে আনন্দ করি উৎসব করি তাহা সদাই তুমি বিধান কর। কিন্তু দেখ মা, তোমার মত এমন মা থাকিতে, কেন এখনও আমরা কল্পনার মা গড়িতে যাই। এখানে আছ, সর্ব্ব ঘটে আছ, তবু "ইহা তিষ্ঠ, ইহা গচ্ছ" বলিয়া তোমায় কল্পনা করি ও তোমার মূর্ত্তি গড়িয়া আপনিও জড়বৎ মৃত বা মাটি হই। আশীর্ব্বাদ কর, সত্য মা তুমি এই সম্মুখে প্রাণে, মনে, নয়নে, অন্তরে, বাহিরে থাকিতে আর মোহ বশতঃ কল্পনার মূর্ত্তি গড়িতে বা পূজা করিতে যেন আকাঙ্ক্ষিত না হই। কিন্তু সহজ বিশ্বাসে সহজ জ্ঞানে তুমি এই আছ, জানিয়া সরল শিশুর মত তোমায় ডাকি। আর তুমি যে চিন্ময়ী রূপে সদাই বিদ্যমান রহিয়াছ তাহাই দেখিয়া, তাহাই পূজা করিয়া সকল দুঃখ দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি পাই এবং নিত্য আনন্দে পূর্ণ হই, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে ভক্তের হরি, নববিধানের হরি, তুমি ত কেবল হরি নও, কেবল ঈশ্বর নও। ইচ্ছাময় হরি তুমি যা ঠিক তাই আমরা মানি। অনেকে যে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে, হরি হরি বলে, সে হরি তুমি ত নও, পুরাতন হরি মিথ্যা হরি, কল্পনার হরি, নাস্তিকের হরি, পৌত্তলিকের হরি, ব্রহ্মজ্ঞানীর হরি সকলকে কাট। প্রাণের হরি তুমি একবার ঠেলে বাহির হও।—"সকলের একই হরি।"

হে শক্তিদাতা, পৃথিবীর লোকেরা সত্য হরিতে মজিল না। মা তোমাকে না চিনিয়া ইহারা কতদিন থাকিবে? আর অন্য দেবতাকে কেহ যেন ঈশ্বর বলে না। আর মাটির, পেতলের, তামার মরা দেবতাকে কেহ যেন মানে না, মা যখন তুমি আছ, যখন সকল ঘরে তুমি যাইতে প্রস্তুত, তবে তোমাকে লোকে কেন নেয় না? আমার মা লক্ষ্মী, আমি তোমার দয়ার সাক্ষী, মা রথে করিয়া সকলের ঘরে ঘরে একবার যাও। মা তাই ইচ্ছা করে

আমার মাকে সকলে দেখিয়া নববিধান বিশ্বাসী হউক। মা দুর্গা ভগবতী ভক্তের বাড়ী এসে সকল ঘর সাজান। সকলে আমার মাকে চিনুক।—"আমার মা"।

জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস।

ঈশ্বর ঈশ্বর সকলেই বলেন, কিন্তু সত্য ঈশ্বর কে, কোথায় বা কেমন, তাহা কয়জন প্রত্যক্ষজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করেন, কিম্বা ঈশ্বরপূজা করিয়া থাকেন?

কেহ হয়ত বিচার বুদ্ধি করিয়া, কেহ বা আন্দাজেই নির্দ্ধারণ করেন একজন ঈশ্বর আছেন। কেহ বা সাধারণ সংস্কার বশতঃ বা কল্পনা করিয়া ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, কেহ বা পূর্ব্বপুরুষগণ মানিয়া গিয়াছেন, তাই না বুঝিয়া, না ভাবিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কেহ বা শাস্ত্রে আছে বা "মহাজন যেন গতস্য পন্থা" বলিয়া ঈশ্বরকে মানেন, কেহ বা মৃণ্ময় মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাতে "ইহা তিষ্ঠ ইহা গচ্ছ" বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা অর্চ্চনা করেন, কেহ বা ঈশ্বর দুজ্ঞেয়, অজ্ঞেয় মানবধারণাতীত মনে করিয়া তিনি 'নাম মাত্র' বলিয়া তাঁহার নাম করিয়া থাকেন, আবার কেহ হয় ত তিনি আছেন কি নাই এই সন্দেহে সংশয়বাদী হইয়াও কুলাচার দেশাচার যেমন, তেমনি অনুষ্ঠানাদি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অনেকে মানবগুরু বা ভক্ত মহাপুরুষদিগকেই ঈশ্বরের অবতার বোধে পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

এই সকল মতাবলম্বী ভাবাবলম্বীগণ অল্পবিস্তর আপন বুদ্ধি জ্ঞানের উপরেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে নির্ভর করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের নিজ নিজ ভ্রম ভ্রান্তি সম্ভূত বিচার নিষ্পত্তির দ্বারাই ঈশ্বর নিরুপণ হইয়া থাকে।

ইহা সত্য বটে যে, আমাদিগের আত্মজ্ঞান দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, কিন্তু তাহা স্বয়ং ঈশ্বরের জ্ঞানালোক দ্বারা আলোকিত যদি না হয়, ঈশ্বরবিশ্বাস কখনই আমাদিগের সত্য বিশ্বাস হইতে পারে না।

স্বচ্ছ কাচে যেমন সূর্য্যের আলোক প্রতিভাত হয়, মৃণ্ময় জড় পাত্রে কখনই তেমন হয় না। স্থির নির্ম্মল জলে যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিবিম্বিত হয়, আলোড়িত জলে তেমন হয় না। তেমনি আমাদিগের মন কল্পনা বিরহিত বিশুদ্ধ স্বচ্ছ নির্ম্মল হইলে তাহাতেই ঈশ্বরালোক উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি, সংস্কার, দেশাচার, শাস্ত্র, গুরুজ্ঞান, মন্ত্র, তন্ত্র, জড় ইত্যাদি নানা আবরণে আমাদের জ্ঞান আবৃত আচ্ছন্ন হইলে কিছুতেই মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য্যালোক যেমন প্রতিভাসিত হয়, তেমনই আমাদের হৃদয়াকাশে ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বরদর্শন কখনই উজ্জ্বল হয় না।

তাই সত্য ঈশ্বরকে জানিবার চিনিবার বিশ্বাস করিবার অন্তরায় আমাদিগের আমিত্ব বুদ্ধি, কুসংস্কার, এবং মোহকৃত বিচার ও দেশাচার-সঙ্গত জড়পূজা, এই সকলকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, মনকে সম্পূর্ণরূপে জড়জ্ঞানমুক্ত, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, সরল স্বচ্ছ কাচের মত করিয়া জীবন্ত ঈশ্বরপ্রতিবিম্বিত দর্শনে আকাঙ্ক্ষিত হইলে, তিনিই স্বয়ং স্বীয় জ্ঞানালোকে সাধককে আত্মজ্ঞান দান করেন ও আপনার দর্শন দিয়া থাকেন।

শিশু ধ্রুবের সম্বন্ধে যেমন কথিত আছে, তিনি সরল শিশুপ্রাণে ধ্রুব বা নিঃসন্দেহযুক্ত বিশ্বাসে যখন ব্যাকুল অন্তরে ডাকিতে লাগিলেন, তখন যদিও প্রথমে নানা প্রকার কল্পিত ভয় বিভীষিকা দর্শন করিলেন সত্য, কিন্তু পরিণামে বিবেকরূপ বীণাপানী নারদ বা পবিত্রাত্মা তাঁহাকে আত্মজ্ঞান দিব্যজ্ঞান দিয়া ব্রহ্ম দর্শনে সক্ষম করিলেন এবং সেই প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলে ধ্রুবের আর বিষয় বুদ্ধি বা সংসারের রাজ্যসুখ কামনা কিছুই রহিল না।

বাস্তবিক এমনই যদি আমরা আপনার বিদ্যা বুদ্ধি সংস্কারাদি ত্যাগ করিয়া, সরল শিশু-ভাবাপন্ন হই এবং নিঃসংশয় চিত্ত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হই এবং এক তাঁহাকেই চাই আর কিছু না চাই, নিশ্চয় তিনি স্বয়ং দর্শন দান করেন।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মসমন্বয় বিধানে ঈশ্বর কেবল নাম নন, দুজ্ঞেয়, অজ্ঞেয়, দূরস্থ, মানব কল্পনা-পূজাসিদ্ধ জড়মূর্ত্তি বা অবতাররূপীও নন, তিনি জীবন্ত প্রত্যক্ষ দর্শন-শ্রবণ দিতে বিচিত্র রূপে নিত্য বিদ্যমান, নিরাকার হইয়াও সাকার অপেক্ষা উজ্জ্বল, তিনি দীন পাপী রুগ্ন অধম সন্তানকেও দর্শন দান করেন। কেবল পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে "তুমি আছ" বলিয়া দেখিলেই দেখা দেন, স্বয়ং তিনিই তাঁহার সন্তানকে জ্ঞান চৈতন্য দান করেন, নিজে অমরত্ব দিয়া চির জীবিত করেন, নিজ স্নেহে প্রেমে প্রতিপালন করেন, তিনিই যে তাহার সর্ব্বস্ব ইহা উপলব্ধি করাইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত করেন ও নিত্য আনন্দে নিত্য উৎসবে পূর্ণ করেন।

নাস্তিক আস্তিকতা।

শ্রীমৎ নববিধানাচার্য্য বলিলেন :—"আমি সাক্ষাৎ দেবতা জাগ্রত ঈশ্বর তাঁকে বলি, যে দেবতা কাজ করেন, বলেন—ঠিক মানুষের মত অথচ মানুষ নয়। যেমন মরা মানুষ আর জীবন্ত মানুষ, যে মানুষ বেঁচে আছে, বেড়াচ্ছে, কথা কচ্ছে, জগতের মঙ্গলকার্য্য সাধন কচ্ছে, একে বলি জীবন্ত, আর ওটার হাতও আছে পাও আছে, অথচ কিছুই করিতে পারে না, সে মৃত। জীবন্ত আর মৃত দেবতার এত তফাৎ।"

বাস্তবিক, জীবন্ত ঈশ্বর যিনি তিনি নিত্য ক্রিয়াশীল। তিনি শুধু আছেন জড়বৎ মৃতবৎ তাহা নয়—তিনি দেখিতেছেন, কাজ করিতেছেন, বলিতেছেন, প্রার্থনা শুনিতেছেন, প্রার্থনার উত্তর দিতেছেন। সদাই সন্তানকে বা ভক্তকে সকল বিষয়ে সৎকার্য্যে পরিচালন করিতেছেন, অন্যায় অপরাধ করিলে শাসন করিতেছেন। যখন যাহা তাহার প্রয়োজন স্বহস্তে দান করিতেছেন। সকল অবস্থায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সঙ্গে সঙ্গে শুধু আছেন কেবল তাহা নয়, জাগ্রত ভাবে যেমন পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু, রাজা, শাসনকর্ত্তা, শিক্ষক, প্রতিপালক, সাধু মহাপুরুষ, উপদেষ্টা, ধর্ম্মাত্মা মানুষ আমাদের প্রতি করেন, ঠিক তেমনি বা তাহারও অপেক্ষা অধিক, অনন্ত শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য আনন্দ শান্তি লইয়া আমাদিগকে জীবনের পথে পরিচালিত করিতে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন

ইহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আমরা যদি উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলেই বলিব আমরা জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।

যদি তাহা না করি, তাহা হইলেই ত আমরা নাস্তিক। আমরা তাঁহাকে ঠিক জীবন্ত বলিয়া কই বিশ্বাস করি? আমরা তাঁহাকে মৃত বলিয়া মনে করি বা তিনি নাই কার্য্যতঃ ইহাই প্রমাণ করি।

এক্ষণে, জগতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী যেমন, বর্ত্তমানে এই ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা নববিধানবাদী বলিয়াও যে আমরা আপনাদিগের পরিচয় দিতেছি, আমাদিগের মধ্যেও সত্য জীবন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরিচয় কয় জন দিতে সক্ষম হইতেছি, এখন তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হইবে। আচার্য্য বলিলেন, "আমি উপাসনার সময় দুঘণ্টা বকে মরি, আর নিজ্জীব দেবতা যে সে পড়ে আছে কথাও কয় না। তবে সে মাটির দেবতা, লোহার দেবতা; যেখানে দেবতা কথা কয় না, সেখানে দেবতা নাই। প্রত্যাদেশ বিনা দেবতা নাই। এ নাস্তিকতার আগুন হইতে রক্ষা কর।"

[illegible] ঈশ্বরকে দেখিতে শুনিতে না পাই, প্রত্যক্ষ ভাবে আশীর্ব্বাদ প্রসাদ তাঁহার নিকট হইতে না পাই, প্রার্থনার উত্তর শুনিতে সক্ষম না হই, জীবন্ত নবজীবনে সঞ্জীবিত না হই, তবে আমরা নাস্তিক বই আর কি?

জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস, জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা—জীবনপ্রদ। অগ্নিস্পর্শে যেমন কয়লাও অগ্নিময় হয়, বৈদ্যুতিক তারে তার সংযুক্ত হইলে যেমন বিদ্যুৎ তাহাতে প্রবাহমান হয়, জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে জীবনে তাঁহার স্বরূপাগ্নি সঞ্চালিত হইবেই হইবে। তাঁহার প্রত্যাদেশবাণী প্রত্যেক প্রার্থনার উত্তরে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেই যাইবে। তাহা যদি আমরা জীবনের দ্বারা প্রমাণ দিতে না পরি আমরা সত্য-ঈশ্বর বিশ্বাস করি না, আমরা মৃত কল্পিত দেবতার পূজা করিতেছি। [illegible] বিশ্বাস বিশ্বাসই নয়, তাহা নাস্তিকের আস্তিকতা মাত্র। বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানে এ প্রকার আস্তিকতার স্থান নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বিশ্বাসে প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ।

পৌরাণিক উপাসকদিগের মধ্যে একটি গল্প আছে, দুই বন্ধুর একজন কৃষ্ণ-উপাসক ও একজন কালী-উপাসক ছিলেন। দুই জনেই এক সময়ে সাধনায় প্রবৃত্ত হন। কালী-উপাসক অল্প দিন সাধন করিতেই যথেষ্ট সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ-উপাসক বহু দিন সাধন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তাই বিরক্ত হইয়া শেষে কৃষ্ণমূর্ত্তি মন্দিরের গবাক্ষে তুলিয়া রাখিয়া তাহার স্থানে কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। ধূপ ধুনা আনিয়া পূজা করিতে করিতে তাহার মনে হইল সাধনে যে এত কষ্ট দিয়াছে সে কৃষ্ণকে ধূপ ধুনার গন্ধ শুঁকিতে দেওয়া হইবে না, এই মনে করিয়া, যাই রাগভরে কৃষ্ণের নাক টিপিয়া ধরিয়াছে, অমনি কৃষ্ণমূর্ত্তি কথা কহিয়া বলিলেন "ছাড় ছাড়", সাধক তখন রাগভরে বলিল, "হাঁ, এখন ছাড় ছাড়, এখন বুঝি নাক দিয়ে ধূপ ধুনা শুঁকে নিবে। এত দিন বাপধন যদি কথা কইতে তা হ'লে ত তোমার বুকের উপর কালীমূর্ত্তি বসাতাম না। এখন "ছাড় ছাড়" কেন?" কৃষ্ণমূর্ত্তি বল্লেন, "ওরে এত দিন যদি তুই বিশ্বাস করতিস্ আমি ধূপ ধুনা শুঁকে নিতে পারি, তাহলে কথা কইতাম।" প্রকৃতই জীবন্ত বিশ্বাস করিলে মৃন্ময় মূর্ত্তির ভিতর হইতেও চিন্ময়

ঈশ্বর বাহির হন, আবার জলন্ত বিশ্বাস বিনা চিন্ময় ঈশ্বরও মৃত মৃণ্ময় পুত্তলিকা মাত্র বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, "কেশবের কাছে এলে আমার চোক্ষ পোয়া মা গলে প্রত্যক্ষ দর্শন।"

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পাপ ত অপরাধ, আবার পাপ করিয়া তাহা গোপন করা বা তাহা অস্বীকার করা দ্বিগুণ অপরাধ, কেন না তাহা দ্বারা পাপ করিয়াও আপনাকে নিরাপরাধী বলিয়া দেখান হয় এবং অপরকে প্রবঞ্চিত করা হয়। মনুষ্য মাত্রেই ত পাপ প্রবণ, সুতরাং পাপ করিয়া সরল ভাবে যথার্থ অনুতপ্ত চিত্তে তাহা স্বীকার করিলে এবং ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে তিনি পাপ মুক্ত করেন। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

প্রেম ও ন্যায়ের মিলন।

প্রেম করিবে, ভালবাসিবে, ক্ষমা করিবে। আবার তেমনি ন্যায় দণ্ডদানে শাসনও করিবে। আচার্য্য বলেন, "কাহারও নিকট দয়া প্রকাশ করিতে গিয়া এক চুল ন্যায় ধর্ম্ম যদি অতিক্রম করি দিবসে রজনীতে আর শান্তি পাই না।" ন্যায় ধর্ম্মকে প্রেমে সিক্তি এবং প্রেমকে ন্যায় সংযোগে সমন্বিত করাই নববিধানের সাধন।

সহানুভূতি।

সহানুভূতির অর্থ সহ অনুভূতি, সমবেদনা অনুভব করাই যথার্থ সহানুভূতি। সহানুভূতি কেবল মুখের কথা নয়।

জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব কাইজারের উক্তি।

হাঙ্গেরীর মিস্কোলেজ নামক স্থানের পাদ্রী রেভারেণ্ড লুই ড্রুসিক ছুটিতে হল্যাণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি ডুর্ণে ভূতপূর্ব্ব কাইজারের সহিত দেখা করেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রথমতঃ ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। ভূতপূর্ব্ব কাইজার বলেন, "নিত্য শাশ্বত অব্যয় স্বরূপে নিষ্ঠা রাখা মানবের পক্ষে আবশ্যক; প্রত্যেক মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, সে ভগবানের হাতের যন্ত্র মাত্র! আমার জীবন, আমার সব কাজের নিয়ন্তা তিনিই—তাঁহার ইচ্ছার উহা অভিব্যক্তি। এই বিশ্বাস অতীতেও আমার যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। এই বিশ্বাসই আমাকে শক্তি দেয় এবং আমার অন্তরে শক্তিদান করে। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেহ কেহ নিরীশ্বরবাদী; ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হই, কারণ, বিজ্ঞানের সাফল্য যাহা কিছু সবই যে সেই দয়াময় পরমেশ্বরেরই দান। সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান আলোচনার অতীত।"

শ্রীদরবারের অনুশাসন।

[শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে]

১৫ই ভাদ্র।—রন্ধন সম্বন্ধে যে ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে তৎসংক্রান্ত নিয়মাদি অবধারিত হইল, যথাঃ—উদ্দেশ্য;—(১) রিপু-দমন।—কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, অভিমান, স্বার্থপরতা, সংসারাসক্তি, অধৈর্য্য, ঈর্ষা, প্রভুত্বস্পৃহা, স্বেচ্ছাচার। (২) ভ্রাতৃ-সংযোগ। (৩) ঈশ্বরপ্রীতি। (৪) কষ্টে প্রসন্নদাতা। (৫) জগতের প্রতি দয়া।

(অদ্য হইতে ১লা আশ্বিন পর্য্যন্ত)

কষ্ট পরিমাণ।—যাহাতে শরীর বুঝিতে পারে যে ইন্দ্রিয়দমনের পক্ষে গুরুত্ব যথেষ্ট হইল। সকলের পরিমাণ সমান নহে। প্রত্যেকের পক্ষে অবস্থা ও শরীর অনুসারে যথাপরিমাণ কষ্ট আবশ্যক। যাঁহাদের এখন কম আছে, তাঁহারা বাড়াইবেন। এ সাধন কেবল প্রাতঃকালের রন্ধন সম্বন্ধে।

দৈনিক সাধন প্রণালী।—(১) প্রাতঃকালীন, স্মরণ, (২) পাঠ, (৩) উপাসনা, (৪) রন্ধন।

(৫) মধ্যাহ্ন, কৃতজ্ঞতা, (৬) আহার, (৭) কার্য্য, (৮) সৎপ্রসঙ্গ, (৯) নির্জ্জন যোগ।

(১০) সায়ং, প্রচার, (১১) উপদেশ গ্রহণ, (১২) কৃতজ্ঞতা, (১৩) আহার, (১৪) স্মরণ।

কার্য্য।—(১) ছাদ ঝাঁট দেওয়া, (২) ঐ জল দ্বারা প্রক্ষালন, (৩) জল তোলা, (৪) কুটনা, (৫) বাটনা, (৬) বাজার, (৭) রন্ধন, (৮) পরিবেশন, (৯) পাত করা, (১০) পাত ফেলা, (১১) আহারান্তে ঘর পরিষ্কার, (১২) বাসন মাজা, (১৩) রুটী করা, (১৪) ময়দা ডলা, (১৫) পরের জন্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত, (১৬) পাঠ, (১৭) সঙ্গীত, (১৮) মসলা প্রস্তুত করা ও দেওয়া, (১৯) আহারের পূর্ব্বে প্রত্যেকের পদ প্রক্ষালন, (২০) আহারান্তে প্রত্যেকের আচমন জন্য জল দেওয়া।

নিয়ম।—(১) আমি খুব ভারি কাজ করিতেছি বা খুব ভাল রাঁধিতেছি এরূপ গৌরব না করা, (২) বিশেষ কার্য্য না থাকিলে রন্ধন সাধনের সমস্ত সময় উপস্থিত থাকা, (৩) স্ত্রীলোকদিগের হাতের একটা তরকারী গ্রহণ, (৪) পরস্পরের কার্য্য লইয়া উপহাস নিষিদ্ধ (৫) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকিলেও (বিধি অনুসারে) তাহা সকলের অনুমোদনীয়, (৬) শারীরিক বা অবস্থাজনিত অক্ষমতা উপহাস বা নিন্দার বিষয় নহে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধে নিয়ম।—(১) রন্ধন স্থানে স্বতন্ত্র উনলে অন্নপাক, (২) ব্যঞ্জনাদি সাধারণের, (৩) স্ত্রীর প্রদত্ত ব্যঞ্জন গ্রহণ কর্ত্তব্য, (৪) অন্ন পাক হইলেই আহার করিতে পারিবেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

কি কি পাপ করিলে আমাদের নরক হইতে পারে, কৃপা করিয়া বলিয়া দাও তুমি। নরহত্যা ব্যভিচার এ সব মনে হলে যেমন ভয়ানক পাপ মনে হয়, সেইরূপ কোন্ কোন্ দোষ।

আমরা গোড়া যদি না মানি, যেখান থেকে ধর্ম্মের কথা আসছে তাতে যদি বিশ্বাস না রাখি, বল দেখি, পিতা, নরকের উপযুক্ত হই কি না?

বিধি নিতে যদি ত্রুটি হয়, বিধান বিশ্বাসে যদি ত্রুটি হয়, সে প্রণালী দিয়া বিধান আস্‌ছে তাতে যদি অবিশ্বাস অভক্তি হয়, তবে ভয়ানক পাপ হইল।

তোমার আদেশে আদিষ্ট হয়ে যে নববিধান প্রচার করিবে, তাঁর আজ্ঞা সর্ব্বাগ্রে শিরোধার্য্য। তোমার বিধি পালন করাই ত এবার আমাদের পরিত্রাণ। তবে নাথ, যে প্রণালী দিয়া বিধি আসিতেছে তাহা ষোল আনা মানিতে হইবে।

বিধানবাদী যদি বিধান না মানিলেন তার সঙ্গে যদি আর পাঁচটা মত মিশাইলেন, লবণের লবণত্ব যদি না রহিল, তবে আর কি রহিল? এইখানকার মত যদি পূর্ণতার সহিত না লইয়া তাহাতে নিজের বুদ্ধির মত মিশাইলাম, তাহাতে কেবল ত্রুটি হইল না, ভয়ানক নরকের পথ পরিষ্কার করা হইল, ভয়ানক অবিশ্বাস হইল।

এখানকার কথা ষোল আনা লইতে হইবে। এর ভিতর বুদ্ধির খেলা নাই। বাদ দেওয়া হইতে পারে না। পরিত্রাণের বীজমন্ত্র কেহ বাদ দিয়া লইবে না, ছোট করে লইবে না ষোল আনা গ্রহণ করিতেই হইবে।

এতো বড় অহঙ্কারের কথা যে আমার কথা গ্রহণ না করিলে ভাইয়ের পরিত্রাণ হবে না? কিন্তু এরূপ অহঙ্কারের কথা সোণার অক্ষরে লেখা থাকে। এ যে পরিত্রাণ লইয়া বিষয়।

এ জন্য ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আমার এত ভাবনা হয়। এঁরা বলেন, এ সামান্য ত্রুটি; কিন্তু আমি বলি, এ ভয়ানক পাপ।

আমি বলি এঁরা বিশ্বাস করিল না, হিন্দু বলিয়া মুসলমানের কোরাণের মতে চলিল, শাক্ত বলিয়া বৈষ্ণবের মতে চলিল, তা হলে ভয়ানক কপটতা হইল, অবিশ্বাস হইল।

প্রেমসিন্ধু তুমি বলিতেছ "আমি অবিশ্বাসীকে ত ক্ষমা করি না; আমি পাপীকে ক্ষমা করি; আমি দুরন্ত পাপীকে বুকে করি, কিন্তু "অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করি না।" বুঝিতে হইবে এ জায়গা ত ক্ষমার নহে।

এ যদি কেহ বলে, বিশেষ বিধান শাস্ত্র নাই, দলপতি নাই, এখানে ক্ষমা কিরূপে হবে? তা হলে কি হইল আমাদের দলের অবস্থা। একবার যদি বিধান মানা যায়, ষোল আনা সেখান হইতে লইতেই হইবে। তোমার স্বর্গের হুকুম জারি কটা লোক করিতে পারে? সে হুকুম না মানা আর ঈশ্বর নাই বলা—এক।

পূর্ণ বিধি যা প্রচার করা হইল, তা যদি কেহ না নিয়ে থাকেন, দলপতির কথা কেহ যদি অগ্রাহ্য করে থাকেন, [illegible] তাদের জন্য নরক আছে। অবিশ্বাস করিলে তাঁরা নরকে যাবেন নিশ্চয়।

আমাকে মূর্খ জেনে, পাপী জেনেও আসল বিধির জায়গা যেখানে, নববিধানের দরজা যেখানে, সেখানে দাঁড়িয়ে যা বলি, তা এঁরা বিশ্বাস করেন কি না? আমি যদি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে বলি, এঁরা প্রাণ দিতে পারেন কি না? যদি পারেন তাকে বলি বিশ্বাস। বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গরাজ্য আসিবে। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বিশ্বাসের রথে চড়ে স্বর্গে যেতে পারি এবং ষোল আনা বিধি পালন করে বিশ্বাসীদের মধ্যে দাঁড়াতে পারি।—"বিধান প্রবর্ত্তকে বিশ্বাস"।

—•—

"কমলকুটীর" ও "নবদেবালয়"।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব বলিলেন, "সকলেই বলিবে যে কোন্ বাড়ীতে ভগবানের লীলা হইয়াছে, অমনি পৃথিবী চেচিয়ে বলিবে, এই বাড়ীতে। এ বাড়ী হরির বাড়ী, এতে কি আর ভুল আছে?"

তিনি অন্যত্র আরও প্রার্থনা করিলেন, "তুমি কৃপা করিয়া কমলকুটীরে তোমার প্রেমের লীলা দেখাও। এই বাড়ীতে, তোমার আশ্চর্য্য স্নেহের লীলা দেখে শ্রীবৃন্দাবন হবে।"

বাস্তবিক্ যে গৃহে কোন ধর্ম্মনেতা অধিবাস করেন বা ধর্ম্ম সাধন করেন তাহা চির দিনই তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মক্কা, জেরুজেলাম যে তীর্থ হইয়াছে তাহা এই জন্য যে সেখানে সাধু ভক্ত মহাপুরুষগণ ধর্ম্ম সাধন করিয়া সে সমুদয় স্থানকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। সেই সেই স্থানে যে তাঁহারা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের সহিত যোগ সমাধান করিয়াছেন, ভগবদ্ভক্তিতে তন্ময়চিত্ত হইয়াছেন।

কোন স্থানের নিজের কিছু মাহাত্ম্য নাই সত্য, কিন্তু ভক্তগণ সে সকল স্থানকে ত সামান্য পার্থিব স্থান বলিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা যে সে স্থান ব্রহ্মময় দেখিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মাচার্য্য ব্রহ্মানন্দও সেই ভাবে যে বাড়ীতে অধিবাস করিয়া নববিধানে ভগবানের সাক্ষাৎলীলা, উপাসনাযোগে, সাধনযোগে বা যোগ ভক্তি সাধনে, দর্শন করিলেন, সে বাড়ীতে তিনি ত সামান্য পার্থিব বাড়ী মনে করেন নাই। তাই তিনি বলিলেন, "এ বাড়ী হরির বাড়ী, কমলকুটীর শ্রীবৃন্দাবন হবে।"

তাই আরও প্রার্থনা করিলেন:—"এই গরীব কাঙ্গালের ঘরকে

তুমি তোমার এবং তোমার প্রেরিত ভক্তদের আরাম স্থান কর। মা তোমার চরণে এই বাড়ীকে উৎসর্গ করিয়া দি। মা লক্ষ্মী, এই বাড়ী যেন পুণ্যের কারণ হয়, এই বাড়ী যেন সংসারাসক্তি দৈত্যকে বিদায় করিয়া দেয়। এই বাড়ীর প্রত্যেক ছেলের, প্রত্যেক মেয়ের, এই বাড়ীর ভূমি ছোঁবামাত্র যেন মনে

একবার নববৃন্দাবন অভিনয় সময়ে অনেক অনিমন্ত্রিত সাধারণ লোক প্রবেশ করাতে বহু নিমন্ত্রিত উচ্চপদস্থ ভদ্রলোককে স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। ইহা দেখিয়া আচার্য্যদেবের নিকট ভাই অমৃতলাল প্রস্তাব করেন এবার পুলিশ মতায়েন রাখিয়া লোকের ভিড় কমাতে হবে। তদুত্তরে আচার্য্য কৌতুকছলে বলেন, "তাহাতেও যদি লোকে প্রাচীর টপ্‌কে আসে, আর বলে যে, "আমরা আমাদের নিজের বাড়ীতে ঢুকেছিলাম, তা হলে কি হবে?" । শেষ বলিলেন, "কেশব সেনের বাড়ী যে সবার বাড়ী!"

কি গভীর, কি উচ্চ উদার ভাবেই তিনি এই কমলকুটীরকে দেখিতেন ও দেখিতে শিক্ষা দিতেন।

যদি আমরা প্রকৃত নববিধানবিশ্বাসী হই। ব্রহ্মানন্দ যে দৃষ্টিতে যাহা দেখিলেন আমাদেরও কি সেই দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়? এবং তাঁহার অনুগমন সাধনার্থী হইয়া তাঁহার ইচ্ছা মত তাঁহার সাধনক্ষেত্রকে আমাদেরও কি সাধনক্ষেত্র করা কর্ত্তব্য নয়?

"কমলকুটীর"কে যেমন "নবদেবালয়"কেও তেমনি তিনি কতই উচ্চ দৃষ্টিতে দর্শন করিলেন। দেহপুরবাস ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার পৃথিবীতে শেষ সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা এই নবদেবালয়ের প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা। এই দেবালয় ব্রহ্মচরণে উৎসর্গ করিয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন:—"এই ঘরে দেশ দেশান্তর হইতে ভক্তেরা আসিয়া তোমার পূজা করিবেন। এই দেবালয় দ্বারা এই বাড়ীর ও পল্লীর কল্যাণ হইবে। এই সহরের কল্যাণ হইবে, সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুজালেম, এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব, আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া যেন অদর্শন যন্ত্রণা দূর করেন।"

আমাদিগকেও কতই তিনি আকুল প্রাণে বলিলেন, "প্রিয় ভ্রাতৃগণ তোমরাও সকলে কিছু কিছু দিয়ে তাঁহার পূজা করিও। মিছে মিছে কতকগুলি কথা দিয়া মায়ের পূজা করিও না। মা তোমাদিগে বড় ভালবাসেন। আমার মা বড্ড ভাগরে বড্ড ভাল, আমার মাকে তোরা চিন্‌লি না। এই মা, আমার সর্ব্বস্ব। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না।"

"কমলকুটীর" ও "নবদেবালয়" সম্বন্ধে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের এই সকল প্রার্থনা, অভিমত, উক্তি ও উপদেশ পর্য্যালোচনা করিয়া এই কমলকুটীর এবং এই নবদেবালয় সম্বন্ধে এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের পরিবার ও দলকে ইহা স্থির করিতে সানুনয়ে অনুরোধ করি। আচার্য্যদেব তাঁহার পরিবার ও দলকে তাহার পরিবারের সাথী হইতে বলিয়াছেন। এই কমলকুটীর ও নবদেবালয় যাহাতে আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুরূপ রক্ষিত হয়, এই পরিবার ও দল এক যোগে তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন?

দীন সেবক—শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস।

ভক্তপ্রসঙ্গ।

শ্রীপিতৃদেব মন্দিরে যাইবার সময় ধোপ-ধুতি, পাঞ্জাবী উড়ুনি পরিতেন। আমি তাঁর ধুতি কাপড় রাখিতাম, যখন দরকার হইত আমাকে বলিতেন, অন্যের দেওয়া পছন্দ করিতেন না।

প্রসন্নবাবু বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি নৃত্য করেন না কেন? বাবাবলিলেন, "নৃত্য তো শেষ।" যাইবার অল্প দিন আগে তিনি সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে নৃত্য করিতেন।

ছোট বেলায় একবার কোথায় আমার যাইবার কথা হয়, তাহাতে আমি "যাইব" বলেছিলাম। তাহাতে বাবা বলিলেন, "বল্, চেষ্টা করব"। কোন বিষয় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হওয়া ভালবাসিতেন না, পাছে মিথ্যা কথা হয়।

কুচবিহারের জজ্ বাবু হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কুচবিহারের মন্দিরে বলিয়াছিলেন, "এক সময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন হিন্দু হইয়া যান কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সেখানে কোনও যুবক তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। আপনি কেশব বাবুর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সম্বন্ধে কি কি জানেন বলুন। এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র গোস্বামী মহাশয়ের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, "কেশবকে বুঝিতে হইলে দ্বিতীয় কেশবকে দরকার।"

ভক্ত সাধক কুঞ্জবিহারী বাবু বলেছিলেন, "এক শত মেয়েমানুষের মধ্যে আমি আচার্য্যপত্নীর পা চিনিতে পারিব।" কিন্তু তিনি মাতৃ-দেবীকে কখনও দেখেন নাই, কেন না মাতৃ দেবী আমার কখনও বাহির হইতেন না। বড় লজ্জাশীলা ছিলেন।

শ্রীসাবিত্রী দেবী।

জগতের সমস্যা পূরণ।

আমাদের দেশে বা সমগ্র জগতে নানারূপ সমস্যা উপস্থিত। আমাদের দেশে অন্ন কষ্ট, অকাল মৃত্যু, ম্যালেরিয়া, দারিদ্র্য, হিন্দু জাতির বিলয় ও নানাবিধ অবনতি ইত্যাদি নিরশনের উপায়

নির্দ্ধারণের সমস্যা এবং সমগ্র জগতে রাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধর্ম্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ব্যবসা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি সমস্যা উপস্থিত।

আমার মতে সমগ্র জগতের বা ভারতের সমুদয় সমস্যা পূরণের একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান। যে দিন জগৎ ব্রহ্মজ্ঞান হারাইয়াছে সেই দিন হইতে জগতে বা ভারতে অজ্ঞানান্ধকার প্রবেশ করিয়াছে। মানুষ মানুষকে চিনিতে পারিতেছে না। হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ, একজন অপরের রক্ত শোষণে ব্যতিব্যস্ত। মানব জীবনের উচ্চ অধিকার বোধ নাই। কেবল অর্থই জীবনের সার সর্ব্বস্ব হইয়াছে, মানব জীবনে প্রকৃত সুখ শান্তি কিসে হয় সে জ্ঞান একেবারেই হারাইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে দেশের মর্য্যাদা, দেহের মর্য্যাদা, আত্মার মর্য্যাদা সকলই যেন ভুলিয়া গিয়াছে। এই ভারত আলস্য ও বিলাসীতার সেবায় মত্ত। তাই ভারতে অন্নকষ্ট দারিদ্র্য; তাই ভারতে ম্যালেরিয়া অকাল মৃত্যু ও মহামারী; তাই আজ ভারত সন্তান পশু হইতেও অধমভাবে জীবন যাপন করিতেছে, তাই ভারত আজ জাতিভেদের কঠিন আঘাতে জর্জ্জরিত ও ছিন্ন ভিন্ন, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিদ্বেষ বহ্নিতে ভারত বক্ষ দগ্ধ বিদগ্ধ, ভারতসন্তান আজ তেজবীর্য্যহীন, ভারতনারী আজ পশুবৎ ব্যবহৃত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

যাঁহারা বলিতেছেন ভারতকে এক ধর্ম্মাবলম্বী কর, ব্রাহ্মণাদি সমুদয় জাতি এক জাতিতে পরিণত কর, তবেই ভারতের শুভদিন আসিবে। তাঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক, কিন্তু তাহা কি উপায়ে হইতে পারে? মনে করুন ভারতের সমগ্র ধর্ম্মাবলম্বী যদি খৃষ্টান বা যদি মুসলমান হয়, তবেই কি ভারতে হিংসা দ্বেষ উঠিয়া যাইবে, পরস্পর পরস্পরকে প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে? যদি তাহাই হইত তবে কি মুসলমান বা খ্রীষ্ট সমাজে এক ভাই আর এক ভাইয়ের গলায় ছুরি বসাইত? তবেই বুঝিতেছি আহারে প্রকৃত প্রেম জন্মিবে না, এক ধর্ম্ম গ্রহণেও প্রকৃত প্রেমের সম্ভাবনা নাই। ছুঁৎমার্গ পরিহার ও বিধবা বিবাহ প্রচলন এগুলি ত কিছুই নয়; এ সব কেবল গোঁড়ামিদের কথা। সকলে এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও গুণ ও কর্ম্ম বিভেদ জনিত বিভিন্নতা থাকিবেই। খ্রীষ্ট ও মুসলমান সমাজে ঐ প্রকার গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতি বিভেদ বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণে চণ্ডালাদি গুণ ও কর্ম্ম বিভেদের বিভিন্নতা, ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে।

মানব সমাজ এক মনু বা বলি আদম হইতে জাত, সুতরাং মানব মাত্রেই এক জাতি। তবে যদি মানবের জাতি বিচার করিতে যাই তবে, প্রতি মানবের ভিতর বা সমগ্র মানব জাতির ভিতর তিনটী বিভাগ দেখিতে পাইব। দেবপ্রকৃতি, মানবপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতি। ইহাকেই সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ বলা হইয়াছে। যতদিন মানব সমাজের ভিতর এই দেবপ্রকৃতির আধিক্য না হইতেছে, ততদিন মানবসমাজ হইতে হিংসা দ্বেষ বিদূরিত হইবে না, ততদিন মানুষ মানুষের দুঃখে ক্রন্দন, সহানুভূতি ও দুঃখ দূরের চেষ্টা করিবে না, যতদিন দেব বংশ বৃদ্ধি না পাইবে, ততদিনে নারীর প্রতি অত্যাচার প্রতিরুদ্ধ হইবে না, নারীর প্রতি যথাযথ মর্য্যাদা প্রদত্ত হইবে না। মানুষ যখন পশুভাব ছাড়িয়া মানব ও দেবভাব লাভ করিবে, তখনই মানুষ আপনাপন আত্মা, দেহ ও আত্মতত্ত্ব গৌরব বুঝিতে সক্ষম হইবে, তখনই [illegible] প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে।

এক্ষণে মানব সমাজে এই পশুত্বের বিলয়, মানবত্ব ও দেবত্বের প্রাচুর্য্য কিসে হইতে পারে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। মানুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হয় তবেই সে অভিষ্ট সংসিদ্ধ হইতে পারে। কারণ যে দিন ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক রমণীগণের হৃদয়ও আলোকিত করিয়াছিল, যে দিন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের পদতলে রাজমুকুটও অবনত হইত, যে দিন ব্রহ্মজ্ঞ উদারচিত্ত ব্যক্তিগণ সমগ্র বসুধাকে কুটুম্বজ্ঞান করিতেন, যে দিন হস্তস্থিত আমলকবৎ ব্রহ্ম দর্শন প্রত্যক্ষীভূত হইত, যে দিন ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনায় ষড়দর্শন পরিপূর্ণ ছিল, সেই দিন জাতিভেদের এ প্রকার হৃদয় বিদারক অমানুষিক ব্যবহারের কথা ভারতে শ্রুতিগোচর হয় নাই, সেই দিন একটি মাত্র অকাল মৃত্যুর সংবাদে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছে, সেই দিন দেশে এত ধনের প্রাচুর্য্য ছিল যে ভারতকে স্বর্ণভারত ভিন্ন আর কিছু বলা হয় নাই। তাই বলিতেছি ভারতে ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার করুন, অচিরে ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী পরিবর্ত্তন হইবে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তারই ভারতের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের মূল।

এখন ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার কিরূপে হইতে পারে তাহার উপায় করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত, যখন ব্রহ্মচর্য্যধারী যুবক ব্রহ্মজ্ঞানে সমুন্নত হইতেন, সংসারের হিতাহিত সমুদয় জ্ঞান লাভ করতঃ পারপক্ক হইতেন, তখন গুরুর আদেশে সংসারে প্রবেশ করিতেন। এখনও সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে।

মানব সমাজের পূর্ণ উন্নতি তখনই বলিব, যখন মানুষ আত্মিক, দৈহিক ও আর্থিক এই ত্রিবিধ উন্নতিতে সমুন্নত হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কারণ শারীরিক ব্যায়াম ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব এক ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আত্মিক ও দৈহিক উভয় প্রকার উন্নতিই সংসিদ্ধ হইবে। আর্থিক উন্নতিজনক অর্থকরী শিক্ষা ও তৎসঙ্গে প্রদত্ত হইতে পারে।

অতএব মানব সমাজ যখন ব্রহ্মজ্ঞানে সমুন্নত হইবে, তখন ব্রহ্মদর্শন সহজলব্ধ হইবে, এক ব্রহ্মের বক্ষে তখন সমগ্র মানবজাতিকে দেখিতে পাইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবে, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কর্ত্তব্যজ্ঞান ফুটিবে,

মানব সমাজ তখন এক সমাজ বা জাতিতে পরিণত হইবে। জাতিভেদের কঠিন দুর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানে যখন খাঁটি ব্রহ্মদর্শন হইবে, তখন মানুষ দেখিবে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের সিংহাসনতলে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট সকল সম্প্রদায়ের [illegible] প্রেরিত পয়গম্বর, জ্ঞানী কর্ম্মী পরস্পর গলাগলি ধরিয়া নানা সুরে সমতানে সেই মহান ব্রহ্মের আরাধনা, স্তবস্তুতি, বন্দনা করিতেছেন, তখনই সকল ধর্ম্মের সকল শাস্ত্রের, সকল সাধু ভক্তের মিলন হইবে। তখনই ধর্ম্ম সম্মিলন ও মানবের ভ্রাতৃত্ব সংঘটিত হইবে। তখন মানবের এ প্রকার উদার দৃষ্টি খুলিবে যে, প্রতি মানব অখণ্ড মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখনই একের দুঃখে অন্যে দুঃখ অনুভব করিবে, তখনই একের স্বার্থে অন্যে স্বার্থজ্ঞান করিবে। তখনই পরস্পরের অবাধ বাণিজ্য সম্মিলনে চলিবে। তখন যুদ্ধ বিগ্রহ পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ভুলিয়া যাইবে, প্রতি নারীকে ব্রহ্মমার প্রতিরূপ জানিয়া নারীর প্রকৃত মর্য্যাদা করিতে শিক্ষা করিবে, ব্যভিচার পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। দেশের সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণ বিদূরিত হইবে, দুর্ভিক্ষ মহামারী অকালমৃত্যু প্রভৃতি দেশ হইতে চলিয়া যাইবে, দেশের লোক সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবি হইবে, দেশের লোক সময় ও অর্থের সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিবে। নানাপ্রকার শিল্প বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা দেশ সমুন্নত ও ধন রত্নে সুশোভিত হইবে, জগতে কেবলই শান্তি সুখ বিরাজ করিবে, এই পৃথিবী স্বর্গধামে পরিণত হইবে। অতএব যাহাতে প্রতি নগরে নরনারীর শিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সকল জ্ঞানী ও বিদ্বান্মণ্ডলী সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার উপায় করিতে প্রবৃত্ত হউন।

আমাদের পরম পূজ্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বহু সাধ্য সাধনা ও কষ্ট বহন করিয়া সমগ্র জগতের জন্য নির্ব্বাপিত ব্রহ্মজ্ঞানালোক স্ফুলিঙ্গ ভারতে পুনরায় ফুৎকার দিয়া প্রজ্জ্বলিত করিলেন।

তৎপর আরও দুই মহাপুরুষ, আমাদের পরম পূজ্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রহ্মদর্শন ও বাণী শ্রবণ বিষয়ে কত জীবন্ত শিক্ষাই দিয়া গেলেন। আমরা যদি তাঁহাদের সেই শিক্ষার অনুসরণ করিয়া চলি, তবেই ব্রহ্মের নানা বিভূতি দর্শন ও শ্রবণের ভিতর দিয়া সমগ্র ভারতেরও সমুদয় সমস্যা পরিপূরিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন সমস্যা পূরণের আর অন্য উপায় নাই, হইতেও পারে না।

জনৈক অধম।

—•—

শোণিত তর্পণ।

ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, অদ্য মহালয়ার বা তর্পণের শ্রাদ্ধোপলক্ষে কত স্থানে কত আত্মা বিশেষ ভাবে বঙ্গবাসী হিন্দু সাধকগণ তর্পণের শ্রাদ্ধ করিতেছেন। আমরাও যে বঙ্গবাসী, [illegible] চাই ? তর্পণের মূল অর্থ পিতৃযজ্ঞ বা পিতৃলোকের প্রীতির জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তির অঞ্জলী দান। কিন্তু এই তর্পণের প্রকৃত অর্থ অন্যের প্রীতি সম্পদনার্থ আত্মদান। যদি আমরা ঊর্দ্ধ লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই! আমাদের আর্য্য ঋষিগণও মহা তর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁরা নিজেদের দেহ, মন, প্রাণ ব্রহ্মপদে উৎসর্গ করিয়া সমগ্র মানববংশের কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। এই কল্যাণের জন্যই ঋষিদিগের পবিত্র শোণিত ব্রহ্মপদে উৎসর্গীকৃত হইল।

ঈশ্বর প্রেরিত মহাযোগী শ্রীবুদ্ধ বিশ্বের কল্যাণে মহা-তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া, যে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যায় আপনার শরীরের সমস্ত শোণিত ক্ষয় করিলেন, তার মূলেও এই শোণিত তর্পণ। জেরুসালেম নগরের যিশুদেবও সারা জীবন, বিশ্ববাসী নরনারীর জন্য শোণিত ক্ষয় করিলেন, তাঁর সমস্ত সাধনা সমস্ত চিন্তা পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে ও ভাই ভগিনীর সেবার জন্য এত করিয়াও দুর্দ্দান্ত ফিরুশী জাতি তৃপ্ত না হইয়া তাঁর দেহ শোণিত পান করিতে চাহিল। তাই তাহার সিদ্ধি বুঝি ঐ ক্রুশে জীবন দান ? ক্রুশাহত হইয়াও সেই যে "পিতা! পিতা! এঁদের মঙ্গলকর" এই প্রার্থনাই পাপীর স্বর্গের সোপান, ইহাই প্রকৃত শোণিত তর্পণ।

সংসার মন্দিরেও দেখিতে পাই, পিতা ও মাতা উভয়েই সমান ব্রতধারী হইয়া তাঁদের শোণিত ও অশ্রু মিলিত করিয়া সন্তানের মঙ্গলের জন্য শোণিত তর্পণ করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া কি বলিব না যে, মা বাবা এসেছিলেন শোণিত তর্পণের দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে এবং তাহাই করিয়া তাঁরা চলিয়া গেলেন।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মে আমরা লীলাময় শ্রীহরির নব লীলাক্ষেত্রে কি দেখিলাম ? দেখিলাম, ভক্ত ব্রহ্মানন্দ নবপ্রেমে, নবভাবে প্রমত্ত হইয়া এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকাকে মা বিধানজননীর প্রেমে বাঁধিলেন ও সমস্ত জগৎকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। এই নবলীলার তরঙ্গ যুগ যুগান্ত চলিবে, কিন্তু যাঁরা এই মহাপ্রেমের সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাদিগকে বুকের রক্ত দিয়া তর্পণ করিতেই হইবে, যেহেতু এই চির প্রেমের নববিধান বলিতেছেন "জীবনের শুদ্ধ শোণিত বিনা তোমার ভাই ভগিনীর সেবা হইবে না ও শোণিতপাত বিনা তোমারও পরিত্রাণ অসম্ভব।"

যদি আমরা সত্যই এই ভাবে শোণিত তর্পণ করিতে পারি তাহা হইলেই এই তর্পণে পিতৃলোক, মাতৃলোক ও ভক্ত সাধুগণ প্রীত হইবেন এবং তাহাতেই এ অপবিত্র জীবন শুদ্ধ

ও সুখী হইবে। মা আশীর্ব্বাদ করুন যেন সারা জীবন এইমহা তর্পণের মহান ব্রত আমরা সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

শ্রীকেশব কাহিনী।

বিশ্বাসাত্মা পুরুষ। *

একদিন ব্রহ্মগতপ্রাণ শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার পরম প্রভুর মঙ্গল চরণতলে অকিঞ্চন বেশে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি বিগলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব! সংসারবাসীকে আমি কি বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিব? তাহারা কেহই তো আমাকে চিনিতে পারিল না।" শ্রীভগবান স্নেহভরে সুধাসিক্ত স্বরে উত্তর করিলেন, "বৎস! তুমি বিশ্বাসাত্মা পুরুষ, এই কথাই তাহাদিগকে বলিবে।" (Vide "what is my creed"? 19th October, 1879).

ধন্য অবতীর্ণ ব্রহ্মবাণি! নববিধানের সুন্দর আদর্শ মানুষ যিনি তিনি "বিশ্বাসাত্মা পুরুষ"! বিশ্বাসেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার ও চির প্রসার এবং বিশ্বাসেই তিনি সর্ব্বধর্ম্মাধার।

"বিশ্বাস" নামধেয় এই অতীন্দ্রিয় দিব্য বস্তুটী কি?

যে অমূল্য বিশ্বাস-ধনে ধনী হইয়া শ্রীকেশবচন্দ্র "বিশ্বাসাত্মা পুরুষ" নামে আখ্যাত হইলেন তাহা যদিও স্বভাবসিদ্ধ এবং সার্ব্বজনীন তত্রাচ সংসারের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ।

জীবাত্মা পরমাত্মাজাত। সত্য, জ্যোতি ও অমৃত ত্রিদেবের এই তিন অক্ষয় উপাদানে তাহার গঠন। গভীর রহস্যময় এই সৃষ্টিতত্ত্ব মানববুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। আদি কারণ পরমপুরুষের মানসকুঞ্জে লীলারসময় ইচ্ছা শক্তির জাগরণ এবং করুণারূপিনী মহাপ্রকৃতির প্রেমবক্ষে সন্তানত্বের স্ফুরণ;—এই নিগূঢ় চিন্ময় মিলনানন্দ হইতেই জীবাত্মার উৎপত্তি। প্রকৃতি পুরুষ পরমাত্মার অবিরাম জীবন স্পন্দন এই ব্রহ্মসন্তানের গতি ও অনন্ত উন্নতি। মূলে একটী মহান সর্ব্বরূপাধার অস্তিত্ব, একটী সদাগতি সর্ব্বসঞ্জীবন নিশ্বাস প্রবাহ। সেই এক মহাজীবনে জীবাত্মা চিরজীবিত, এক মহাচৈতন্যে চিরজাগ্রত। অন্তরের অন্তরতম দেশে এই স্বাভাবিক নিত্য সম্বন্ধের সরল সহজ প্রত্যক্ষ অনুভূতিই বিশ্বাস। ইহার আভাস সত্যরূঢ় আত্মপ্রত্যয়ে, ক্রমবিকাশ প্রেমমধুর দর্শন শ্রবণে এবং পরিণতি পবিত্র ভূমানন্দে।

আত্মপ্রত্যয়ের বক্ষে একটি বিশেষ ভাব স্বভাবতই গোপনে স্থিতি করে। ইহা অপূর্ণের পূর্ণ হইতে মানসগত ইচ্ছা। জীবাত্মা পরমাত্মজ হইয়াও সৃষ্টি কৌশলে অপূর্ণ এবং অপূর্ণ বলিয়াই অনাত-ক্রমনীয় বিধানে পূর্ণের বক্ষে মিশিয়া যাইবার জন্য লালায়িত। এই গভীর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি পঞ্চভূতময় অনিত্য সংসারে অসম্ভব; সর্ব্বগুণে ও সর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ যিনি, তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই ইহার পরিতৃপ্তি।

এই "পূর্ণ" কে? দেব দেব পরমদেব যিনি তিনিই "সত্যম শিবম সুন্দরম" রূপে পূর্ণ। তিনি প্রেমেতে ও পুণ্যেতে পরম সুন্দর। নিজে পূর্ণ হইয়া অপূর্ণকে পূর্ণ করাই তাঁহার স্বভাব; তাই অপূর্ণ জীবের উপর মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছার ঘন আকর্ষণ। "মধুর আকর্ষণে প্রাণ টানে তাঁর পানে বারে বার!"

অনন্ত ব্রহ্ম প্রেমের এই অদৃশ্য টানে পড়িয়া ব্রহ্ম সন্তান—

"চেনে না জানে না বোঝে না তাঁহারে
তথাপি তাঁহারে চায়;
সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে
তাঁর পানে ছুটে যায়!"

অনন্তের আঁধার পথ ধরিয়া সে কোথায় যে চলিয়াছে তাহা জানে না। সে চায় তাহার সেই অজানা অনামা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিতে। "আঁধারে নামিয়া আঁধার ঠেলিয়া" চলিতে চলিতে সে সহসা এ কাহার মধুর ডাক শুনিতে পাইতেছে?—

"দিগন্ত প্রসার অনন্ত আঁধার,
আর কোথা কিছু নাই;
তাহার ভিতরে মৃদু মধুস্বরে
কে ডাকে শুনিতে পাই!"

"ঐ তিনিই কি আমার? তিনি কোন্ রাজ্যে থাকিয়া আমাকে ডাকিতেছেন?" বলিতে বলিতে ব্রহ্ম-সন্তানের ধারণা-মাঝে অকস্মাৎ একিরে ভেল্‌কি বাজি! যাঁহাকে বিশ্বময় খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না, তিনি যে আর কোথাও নন্—হৃদয়ের নিভৃত ধামেই তিনি প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবনরূপে চির বর্ত্তমান! বিশ্বাসযোগে ব্রহ্মকৃপার অবতরণ ভিন্ন ব্রহ্মধন লাভের সম্ভাবনা কোথায়? ঐ যে করুণাময়ী জননীর অমৃত বাণী অন্তরের অন্তরতম দেশ হইতে উত্থিত হইয়া প্রাণের সন্তানকে আকুল করিতেছে!

"জীব তোর সঙ্গে আমি আছি বর্ত্তমান;
নিত্যকাল আছরে সঙ্গে দিতে তোরে পরিত্রাণ।
আমি তোর, জীব, তুই আমারি,
আমি তোরে ছাড়্‌তে নারি,
আমি যে তোর পিতামাতা, তুই আমার স্নেহের সন্তান!"

এই আহ্বানের আর বিরাম নাই!

"ঐ শোন! ঐ শোন মা ডাকিছে রে আবার,
দিবানিশি বাজে তাই হৃদয়ের তার!"

ব্রহ্মসন্তানের সাধ্য কি যে, সে এই চিত্তোন্মাদক ডাক শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে? প্রত্যাদেশের এই অমৃত ঝঙ্কার যখনই

---

* "শ্রীকেশব-কাহিনী" নামক অমুদ্রিত পুস্তকের ২য় ভাগের প্রথম অধ্যায় অদ্য প্রবন্ধাকারে বাহির হইল। ইতিপূর্ব্বে প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায় ("নববৃন্দাবনের নবভক্ত") ধর্ম্মতত্ত্বে বাহির হইয়াছিল।

তাহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে তখনই তাহার আত্মপ্রতার-নিহিত সেই পূর্ণ হইবার প্রবল ইচ্ছা প্রার্থনার আকারে জাগিয়া উঠে। জননীর সন্ধান পাওয়া গেল; এখন প্রার্থনা ও প্রত্যাদেশই মিলন-পথের একমাত্র সম্বল।

ইহা প্রার্থনা প্রত্যাদেশের চির সঙ্গিনী; এক নিগূঢ় নিত্য যোগে জীবনের সঞ্চার ও অনন্ত বিকাশ।

শ্রীমতিলাল দাস।—(ঢাকা)।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

সত্যদাস—শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব।

কলিকাতার সহরতলী মুদিয়ালী গ্রাম নিবাসী নববিধানের কীর্ত্তনীয়া স্বর্গীয় সাধক ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেবের জীবন, বিধান-ক্ষেত্রে এক বিশেষ জীবন, তিনি বাস্তবিকই বিধানপ্রবর্ত্তক শ্রীব্রহ্মানন্দের ও তাঁর সহকারী প্রেরিত প্রচারক এবং সাধকদলের বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন। ভক্তি প্রমত্ততা ও অশ্রু বিগলিত উচ্চকণ্ঠে মধুমাখা হরিনাম গানে গদগদ চিত্ত হইয়া তিনি যে সরল শিশুর ভাবে মার গুণকীর্ত্তন করিতেন, তাহা আমাদের কর্ণকুহরে এখনও যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তিনি আপনাকে সত্য দাস বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং এই নামে সত্যই জীবন্ত ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণে, বিভোর হইয়া প্রায় ১২০০ বার শত সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন রচনা করিয়া তাহা স্বয়ং গান করিয়া গিয়াছেন। তিনি "সাধক-রঞ্জন" নাম দিয়া ১৭০টী সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন প্রথমে মুদ্রিত করেন, তৎপরে সহস্রাধিক সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন রচনা করিয়া তন্মধ্যে দ্বিতীয় বার ৫৬৩টী মাত্র মুদ্রিত করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন এখনও তাঁর রচিত প্রায় ৫০০ শত সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন মুদ্রিত হয় নাই। এই সকল সঙ্গীতই তাঁর উচ্চজীবনের সুগভীর প্রেমের পরিচায়ক। তাঁর রচিত একটী কীর্ত্তনের কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"কবে তেমনি ভালবাসা হবে হে। আমি তোমার লাগিয়ে (হরি হে) সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে, দীন হয়ে রব ভবে। (আম)

আহা! যে প্রেমে চৈতন্য হয়ে অচৈতন্য হা নাথ! হা নাথ! বোলে, কাঁদিয়ে আহা! ব্যাকুল হৃদয়ে পড়িতেন ধরা-তলে। (কোথা নাথ! বোলে)"

"হেরে, তব প্রেমমুখ, পাসরিব সব দুঃখ প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিব। (হরি হে) ইচ্ছা পূর্ণ হোক বোলে, তব শ্রীচরণতলে আপনার ইচ্ছা বিনাশিব। (মহর্ষি ঈশার মত)"

ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেবের বিশ্বাস ও ভক্তিময় জীবন প্রভাবে তৎকালে তাঁহার গ্রামস্থ যে একটী যুবকদল এই নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁর কন্যাগণ ও বংশধরগণ যাঁহারা বিধানাশ্রয়ে আছেন, তাঁহারা যদি ভক্তের রচিত সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনগুলি পুনঃ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন তাহা হইলে বিশ্বাসী-গুলীর প্রভূত কল্যাণ হয়। গত ১৮ই ভাদ্র ভক্ত কুঞ্জবিহারীর সাম্বৎসরিক দিন গিয়াছে

মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর।

[illegible] নারায়ণের পরলোকগমন দিন। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এবং মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর প্রথম পুত্র প্রিয় দর্শন "রাজী" শৈশবে যথার্থ দেব-কুমারের ন্যায় সর্ব্বজনেরই বড় আদরের ধন ছিলেন। তাঁহার জন্ম-কালে মাতাকে বড়ই প্রসববেদনায় অধীর হইতে হয়, তাই সন্তান প্রসব হইলে স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ আনন্দ শঙ্খধ্বনি করেন। নবজাত রাজকুমার কোচবিহারের ভবিষ্যৎ মহারাজা মাতামহের বিশেষ আদর আশীর্ব্বাদে পরিপুষ্ট হন। শ্রীব্রহ্মানন্দই তাঁহার নামকরণ করেন।

বাস্তবিক বহু সদ্গুণে শিশু ভূষিত ছিলেন। যৌবনেও মাতা-মহের মহাপুরুষত্বে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। নববিধানকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদ্গত আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি নববিধান মতে দীক্ষা গ্রহণ ও যৌবরাজ্যাভিষেক এবং পরে রাজ্যা-ভিষেক গ্রহণ করেন। নগ্নপদে সমস্ত সহর ঘুরিয়া করতাল বাজাইতে বাজাইতে উন্মত্ত ভাবে কীর্ত্তন করিতেন। পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, দরিদ্র-সেবাপরায়ণতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য তিনি সকলের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কোচবিহারে নববিধান প্রচারের জন্য তিনি বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। নববিধানের উন্নতিকল্পে তিনি কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানেও পিতৃ-অনুগমনে কতই অর্থ দান করিতেন।

কিন্তু হায়! ৩২ বৎসর মাত্র বয়স অতিবাহিত করিয়া "আমার জীবনের কার্য্য শেষ হইল" বলিয়া অকালেই ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে স্নেহশীলা মাতৃদেবীকে এবং অন্যান্য পরিজন ও প্রজা-বর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া স্বধামে যাত্রা করেন।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ।

৭ই সেপ্টেম্বর নববিধান-প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই রামচন্দ্র সিংহ স্বর্গারোহণ করেন। অগ্রজের প্রভাবে বাল্যকাল হইতেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থাবান হন। লাহোরে ভাই রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে উচ্চ বেতনে চাকরী করিতেন। যখন শ্রীমৎ আচার্য্যদেব একবার প্রচার যাত্রায় সেখানে গমন করেন, তখনই তাঁহার বিষয় কর্ম্মে বীতরাগ উপস্থিত হয় এবং অনতিবিলম্বেই কার্য্যে ইস্তফা দিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। মঙ্গলবাড়ীর সকল গৃহগুলি নির্ম্মাণের সময় ভাই রামচন্দ্র বিশেষ কার্য্য ক্ষমতার পরিচয় দেন। আচার্য্যদেবের পরলোক গমনের পর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে কিছুকাল প্রচার করিয়া তিনি কোচবিহারের স্থানীয় উপাচার্য্যের কার্য্য অনেক দিন সম্পন্ন করেন। মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার সরলতার জন্য বড়ই তাঁহাকে আদর ও শ্রদ্ধা করিতেন। "অপক্ষপাতিতা" তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব বলিয়া আচার্য্যদেব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

উৎকট পক্ষাঘাত রোগে ধৈর্য্য ও নির্ভরশীলতার বিশেষ পরিচয় দিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন।

—০—

(প্রেরিত)

ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক জীবন।

ব্রাহ্মসমাজের সমগ্র কল্যাণ ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে। [illegible] মূল-ভিত্তি সুগঠিত না হইলে তাহার উপরিস্থ দণ্ডায়মান দ্বিতল ত্রিতল প্রকোষ্ঠ কখনও স্থিতি করিতে পারে না। একটা প্রবল বাত্যা আসিয়া লাগিলেই অট্টালিকা আর নিরাপদ নহে। সেইরূপ নৈতিক ভিত্তি সুগঠিত না হইলে ভবিষ্যৎ জীবন মহা সঙ্কটাপন্ন। প্রথমে নীতি তাহার পর অধ্যাত্ম-জীবন। ব্রাহ্ম-পরিবারের নীতি শিক্ষা শিশু-শিক্ষা। প্রথমে শিশুর পাঠশালা, তাহার পর যুবকের উচ্চ বিদ্যালয়, পাহাড়ে উঠিতে হইলে প্রথমে পাহাড়ের পাদদেশে তাহার পর উচ্চ গিরি-শিখরে উঠা সহজ হইয়া যায়। ব্রাহ্মপরিবার ও মণ্ডলী সম্বন্ধেও সেই পথ প্রযোজ্য। ব্রাহ্মসমাজ কি তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন! ব্রাহ্মসমাজের উষাকালে নৈতিক জীবন গঠন সম্বন্ধে যে ভেরীরব উঠিয়াছিল সে শব্দ কি নীরব হইয়া গিয়াছে! ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্ম জীবনের পতাকা লইয়া যে দল দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের সে স্মৃতি কি সুদূর পশ্চাতে বিলীন হইয়া যাইতেছে! ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ইহাই বুঝিতে হইতেছে যে, সে সময়ে যে আলোক প্রাভাতিক আকাশ-বিস্ফারিত উদীয়মান্ আলোকের মত দেখা দিয়াছিল, তাহা এক বিপরীত বাত্যা-বিতাড়িত ঘন মেঘের আবরণে লুকাইয়া যাইতেছে।

তাৎকালিক Band of Hopeএর প্রভাবে কি না হইয়াছে! নবোত্থিত যুবকদল সে সময়ে নবীন উৎসাহে ও নবীন উদ্যমে দেশব্যাপ্ত ধূমপান প্রথা পরিবর্জ্জন করিয়া মণ্ডলীর মধ্যে যেন এক নূতন বাতাস প্রবাহিত করিলেন! এমন কি তৎকাল-প্রচলিত নস্য গ্রহণ প্রথা পরিত্যাগে নস্যাধার পর্য্যন্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ কি সে দিন ভুলিয়া গেলেন, যে দিন ব্রহ্মানন্দ ভারতবক্ষে দাঁড়াইয়া দেশব্যাপী সুরা রাক্ষসীর শব দাহন করিলেন! ব্রাহ্মসমাজ কি সে দিন ভুলিয়া গেলেন যে দিনে তিনি ইংলণ্ডের বক্ষে দাঁড়াইয়া ভারতে সুরা ব্যবসায় সম্বন্ধে "Liquor Traffic in India" মহা বক্তৃতায় সমগ্র বৃটন ভূমিকে আলোড়িত করিলেন? সে দিন কি ব্রাহ্মসমাজ ভুলিয়া গিয়াছেন যে দিন নবীন উদ্যমে উদ্যম-শীল ব্রাহ্মযুবকদল সুরা ও ধূমপান প্রভৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া "বিষবৈরী" নামক কাগজ বাহির করিলেন। আজ কোন্ দিন আসিয়া পড়িয়াছে! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ব্রাহ্ম-যুবক মাতার পার্শ্বে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ব্রাহ্ম পিতা কন্যা পুত্রের সমক্ষে বসিয়া সে স্থানকে ধূমাচ্ছন্ন করিয়া এক নূতন দৃশ্য দেখাইতেছেন। শিক্ষিত মণ্ডলী কি ভাবিতে পারিতেছেন না যে তাঁহাদের সে দৃষ্টান্ত ভাবী বংশের ভিতরেও প্রতিফলিত হইবে। আর এ সম্বন্ধে কি বলিব, ভজনালয়ের বাহিরেও সে দৃশ্য দেখা দিয়াছে।

এ দিকের কথা ছাড়িয়া আর একদিকেও নৈতিক অবনতির যে নমুনা দেখা দিয়াছে তাহারই বা পরিণাম কোথায়, কে বলিতে পারে? আমার পূর্ব্বপত্রে অযথা স্বাধীনতা ও নরনারীর অযথা মিশ্রণের ক্রম বিস্তারিত কুফলের একটু আভাস বিবৃত করিয়াছি। যে অযথা স্বাধীনতা আসিয়াছে, তাহাতে ভারতের উচ্চ ধর্ম্ম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি ক্রমে ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছে। নরনারীর অযথা মিশ্রণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী সুশিক্ষিত মণ্ডলীর ভিতর বহু দিন বাস করিয়া মানব চরিত্র-দর্শী ব্রহ্মানন্দ ও প্রতাপচন্দ্র যাহা ব্রাহ্ম-সমাজকে দিতে সাহসী হন নাই, অথবা যে সভ্যতার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই আজ হঠকারিতাপূর্ণ অপরিণামদর্শী ব্রাহ্মযুবক অপরের অনুকরণ করিয়া মণ্ডলীর ভিতর তাহার প্রচলন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এই অযথা মিশ্রণের ফল দেখা দিয়াছে; তবুও শুভ বুদ্ধির উদ্বোধন এখনও আসিল না। ব্রহ্মানন্দ যে স্বাধীনতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন অথবা যে স্বাধীনতার আদর্শ নিজ জীবনে [illegible] স্বাধীনতা তাহা নহে। এক পরব্রহ্মের চরণে এক হৃদয়ে নর নারীর উপস্থিতিই এই স্বাধীনতার অর্থ। ব্রহ্মচরণে অধীনতাকেই ব্রহ্মানন্দ স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার ও নিজ জীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

বাঁকিপুর, পাটনা; ১৯।৮।২৫ প্রণত—সেবক শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১০ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর দাসের কনিষ্ঠ কন্যা গীতার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর মেছুয়াবাজারস্থ বাসা বাটীতে ভ্রাতা অখিলচন্দ্র উপাসনা করেন।

নামকরণ—বিগত ২৬শে জুলাই, রবিবার, ৮নং ডক্টরস লেনে ডাক্তার ধর্ম্মানন্দ নারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ নব-সংহিতানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে, ভাই প্রমথলাল সেন উপাচার্য্যের কার্য্য করেন, শিশু "চিত্তরঞ্জন" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, মা বিধানজননী শিশুকে আশীর্ব্বাদ ও পরিবারবর্গের মঙ্গল করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাজমাতার "রাজাবাগ" প্রাসাদে বিশেষ উপাসনা হয়। মহারাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেবের আরোগ্য লাভের জন্য স্বস্ত্যয়নস্বরূপ বিশেষ প্রার্থনাও হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। মহারাণী সুচারু দেবী ও ভ্রাতা অখিলচন্দ্র প্রার্থনা করেন।

উৎসব—ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব গত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইবে স্থির হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার এই উপলক্ষে ঢাকায় গমন করিয়াছেন।

করাচি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব গত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে পর্য্যন্ত হইবে স্থির হইয়াছে।

শোক সংবাদ—আমরা নিতান্ত সন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, আমাদের প্রিয়বন্ধু ডাঃ জগমোহন দাসের সপ্তমবর্ষীয় কনিষ্ঠ প্রিয় পুত্রটী কয়েক দিন মাত্র বিষম জ্বর ভোগ করিয়া পিতা মাতাকে গভীর শোক-সাগরে ভাসাইয়া গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর মা'র ক্রোড়ে চলিয়া গিয়াছে। মা শান্তিদায়িনী শোকসন্তপ্ত পিতামাতা ও পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন এবং শিশু দেবাত্মাকে তাঁর অমরদলে রাখিয়া শান্তি বিধান করুন। কলিকাতাস্থ প্রচারক মহাশয়গণ এক একদিন করিয়া কয়দিন শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিবার জন্য উপাসনা করিয়াছেন।

পারলৌকিক অনুষ্ঠান—১৩ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগমোহন দাসের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় শ্রীমান পান্নার আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার ২২নং হ্যারিসন রোড গৃহে সম্পন্ন

হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ হয় :—নববিধান প্রচারাশ্রম ১০৲, চট্টগ্রাম নববিধান সমাজ ২৲, ময়মনসিংহ নববিধান সমাজ ২৲, গিরিধি নববিধান সমাজ ৫৲, গিরিধি সাধারণ সমাজ ৫৲, অনাথাশ্রম ২৲, Refuge ২৲, ঢাকা নববিধান সমাজ ২৲, পান্না প্রশান্ত-স্থায়ী ভাণ্ডার ১০০৲, পান্নার মাসতুত ভগ্নী শ্রীমতী সুরিতী দাস স্থায়ী ভাণ্ডারে ১০৲, পান্নার পিসিমাতা শ্রীমতী আময়া স্থায়ী

সাম্বৎসরিক—গত ১২ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, কমলকুটীরে নবদেবালয়ের প্রাতঃকালীন উপাসনার সময়ে ভ্রাতা অখিলচন্দ্রের মাতৃদেবীর স্বর্গগমনের সাম্বৎসরিক স্মরণে অখিলচন্দ্র প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২৮শে ভাদ্র, হাওড়া, ব্যাটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকারের স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বিশ্বাস উপাসনা করেন। ভ্রাতা অখিলচন্দ্র প্রার্থনা করেন।

ভাই প্রিয়নাথের পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে গত ২০শে ভাদ্র শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে দুই বেলা বিশেষ উপাসনা ও পাঠাদি হয়। স্থানীয় বন্ধুগণ যোগদান ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় দরিদ্রপল্লীর প্রতিবেশীদিগকে ভোজন করান হয়।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ভাই রামচন্দ্রের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার মঙ্গলবাড়ীস্থ ভবনে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

গত ১লা সেপ্টেম্বর, কুচবিহারের মহারাজা রাজরাজেন্দ্র-নারায়ণ ভুপ বাহাদুরের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

গত ২রা সেপ্টেম্বর, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীনবীন চন্দ্র সেন মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে ৮নং মুসলমানপাড়া লেনে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার গৃহে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

গত ৮ই ভাদ্র, ২২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীটস্থ তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার ভবনে স্বর্গীয় সাধক শ্রীকুঞ্জবিহারী দেবের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

অদ্য ১লা আশ্বিন প্রাতে অমরাগড়ী নববিধান সমাজের নিষ্ঠাবান সাধক স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শান্তিকুটীরে ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মিত্রের বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। সেবক অখিল চন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। পরলোকগত আত্মার সহিত গভীর যোগ স্বীকার করিয়া ভ্রাতা অনুকূলচন্দ্র ও তাঁর পিসিমা ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছেন।

কুচবিহার সংবাদ—গত ১লা সেপ্টেম্বর, ষ্টেট্‌রেভিনিও অফিসার মহাশয়ের আহ্বানে, কেশবাশ্রমস্থিত সমাধিতীর্থে, স্বর্গীয় মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভুপ বাহাদুরের ১২শ বার্ষিক সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সমাধিপার্শ্বে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন, [illegible] সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজার মুক্ত আত্মার [illegible] শ্রদ্ধার্পণ করিয়াছিলেন।

—০—

পুস্তক পরিচয়।

[illegible]—শ্রীকুণালচন্দ্র সেন।—এই পুস্তকখানি পাইয়া আমরা [illegible] বিশেষ প্রীত হইলাম। কুণালচন্দ্র আমাদের আচার্য্যপুত্র শ্রীকরুণাচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। সঙ্গীত গানে তাঁহার বেশ শক্তি আছে, সঙ্গীত রচনায় যে এমন শক্তি আছে, জানিতাম না। সঙ্গীতগুলি তাঁহার জীবনে প্রতিধ্বনিত হউক এবং তদ্দ্বারা স্বর্গীয় পিতা ও পিতামহের গৌরব তিনি রক্ষা করুন।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ)—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত। মূল্য ৸০ বার আনা।

এই পুস্তকখানা আমরা অনেক দিন হইল পাইয়াছি। এত দিন ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে না পারিয়া সত্যই আমরা লজ্জিত। শ্রীমন্মহর্ষিদেবের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ক অমূল্য উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং সাধারণে প্রচার করিয়া শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় যথার্থই ধর্ম্মশিক্ষার্থী ব্যক্তি মাত্রকেই অশেষ কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। (১) সৃষ্টি, (২) পৃথিবী, (৩) অন্নময় কোষ, (৪) প্রাণময় কোষ, (৫) মনোময় কোষ, (৬) বিজ্ঞানময় কোষ, (৭) আর্য্য জাতি, (৮) মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা, (৯) আর্য্যদিগের উন্নতি, (১০) ধর্ম্মের বিকাশ, (১১) ঈশ্বর স্পৃহা, (১২) ঈশ্বর লাভ, (১৩) ব্রহ্মোপাসনা, (১৪) আত্মোন্নতির উপায়। এই কয়টী বিষয়ে অতি সারগর্ভ উপদেশ সকল এই পুস্তিকাতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। মহর্ষিদেবের অন্যান্য মহামূল্য গ্রন্থের ন্যায় ইহা অধ্যয়নে ধর্ম্মশিক্ষার্থী মাত্রেই যে যথেষ্টই শিক্ষালাভ করিবেন, ইহা বলা বাহুল্য।

'শান্তি', 'প্রভাতি', 'সন্ধ্যায়', 'শ্রীভগবৎ কথা'—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "শিশুভজনা গ্রন্থাবলীর" এই কয় খানি পুস্তিকা পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইয়াছি। "গ্রন্থকার" শ্রীমন্মহর্ষিদেবের প্রিয় পৌত্র, আদি ব্রাহ্মসমাজের ও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সুযোগ্য সম্পাদক। তিনি যে কেবল সুলেখক সাহিত্যিক বলিয়া সুপরিচিত, তাহা নয়, তাঁহার সকল লেখা, সকল প্রার্থনা সকল কথাই প্রাণের ভাব হইতে লিখিত।

যে সকল কবিতা লিখিয়া গ্রন্থকার সংসারের নানা অবস্থায় শান্তি পাইয়াছেন "শান্তি" পুস্তিকাখানিতে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন "প্রভাতী" ও "সন্ধ্যায়" পদ্যানতঃ বিভিন্ন অবস্থার প্রার্থনা লিখিত। "শ্রীভগবৎ কথায়" ছোট ছোট শিশুদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ তত্ত্ব অতি সহজ ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য লিখিয়াছেন। সুতরাং কয়েকখানি গ্রন্থই বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও উপাদেয়।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন—ভাই প্রমথলালের যত্নে প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত সমুদয় নগর-সঙ্কীর্ত্তনগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা।

—০—

গ্রাহকদিগের কৃপাভিক্ষা

ধর্ম্মতত্ত্ব যে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত তাহা পুনঃ পুনঃ গ্রাহকদিগকে জানাইতেছি। কোন কোন গ্রাহক দীর্ঘকাল তাঁদের দেয় মূল্য না দেওয়ায় অভাব আরও বেশী হইয়াছে। সকল গ্রাহকই কৃপাদৃষ্টি করেন এই আমাদের ভিক্ষা।

বিনীত—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়

সহঃ কার্য্য সম্পাদক।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা।
১৬ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।
2nd October, 1925.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে পরব্রহ্ম, তুমি কতই বিচিত্র রূপে যুগে যুগে, বিভিন্ন স্থানকালে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া সাধক সন্তানগণের হিতসাধন করিয়াছ। আদি যুগে তুমিই তো সেই নিরাকার সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, প্রেম, অদ্বৈত, পুণ্য এবং আনন্দস্বরূপে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের নিকট চিদ্ঘন নিরঞ্জন পরমাত্মারূপে অভিব্যক্ত হইয়া তাঁহাদিগের আত্মাতে জ্ঞানযোগে দর্শন দিয়াছিলে, আবার সেই তুমি পৌরাণিক যুগে তোমার ভক্তদিগকে সেই সকল স্বরূপ ব্যক্তি ভাবে উপলব্ধি করিতে আকাঙ্ক্ষিত করিয়াছিলে, তাই তোমাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ প্রজ্ঞা, কেহ জিহোভা, কেহ গড্, কেহ খোদা, কেহ হরি, কেহ মা ইত্যাদি নামে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতি মধ্যে, তোমার ভক্তগণ পূজা, আরাধনা বা প্রার্থনা করিলেন। এই ভাবে হিন্দু পৌরাণিক ভক্তগণও তোমারই বিচিত্র স্বরূপকে আদ্যাশক্তি ভগবতী মা সরস্বতী, মা মহালক্ষ্মী, মহাদেবী, কার্ত্তিক, গণেশ ইত্যাদি নামরূপে দেখিতে ও পূজা করিতে প্রবৃত্ত হন। হে নিরাকার, যাঁহারা তোমাতে সাকার মূর্ত্তি আরোপ করিলেন, তাঁহাদিগের ভক্তির আতিশয্যকে প্রণাম করি, কিন্তু বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধানে আমাদিগের নিকট নিরাকার হইয়াও সাকার অপেক্ষা উজ্জ্বল ব্যক্তিরূপে মাতৃস্বরূপে তুমি যে প্রকট হইয়াছ এবং স্বয়ং তুমি একে তেত্রিশ কোটী রূপ—তোমার সত্য শক্তি রূপ, জ্ঞান সরস্বতী রূপ, অনন্ত প্রেমময়ী মহালক্ষ্মী রূপ, তোমার অদ্বৈত মহাদেব রূপ, তোমার পুণ্য-কার্ত্তিকের রূপ, তোমার সিদ্ধি-গণেশ রূপ আমাদিগকে একাধারে চিন্ময় আকারে দেখিতে সৌভাগ্য দিয়াছ। তাই আমরা নববিধানে নবদুর্গারূপে তোমাকে দেখিবার ও পূজিবার অধিকার পাইয়াছি। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর তোমাকে কল্পনার প্রতিমায় আবদ্ধ করিতে প্রলুব্ধ না হই। কিন্তু জীবন্ত ভক্তি বিশ্বাসের সহিত তোমার আত্ম-প্রকাশিত চিন্ময়ী নবদুর্গা-রূপ দেখিয়া, সদল-নবভক্ত পরিবার সঙ্গে পূজা করিয়া, তোমার ঐ স্বরূপগত জীবন লাভে সত্য সত্যই সকল প্রকার দুঃখ দুর্গতি হইতে মুক্ত হই এবং নিত্য উৎসবানন্দে মগ্ন হই, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

মা, তুমি দুর্গা, তুমি শিব, তুমি কালী, স্বর্গে দুর্গতি নাশিনী, তুমি স্বর্গের হরিহর, তুমি স্বর্গের ওঁ ওঁ ওঁ। আকাশ যোড়া রূপ তোমার, তোমার চালচিত্রখানি আকাশ যোড়া, একবার সেই রূপ দেখি আমি। নিরাকারা কেমন তুমি আমাদের বাড়ী এয়েছ, কেউ দেখিল

না। সচ্চিদানন্দময়ী মা এস। হে ভগবতি, সুপ্রসন্না হয়ে আজ এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের মতি ভগবতীর চরণে চিরদিন থাকে এবং সকল লোকের মতি যেন ঐ দিকে হয়, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

হে পরম পিতা, যদি এত ভক্তির আধিক্য, পূজার আড়ম্বর, তবে কেন ঐ পূজার উপলক্ষ করে লোকে পাপ করে? কোথায় গেল যোগীদের যোগ সাধন হোম, আর্য্যদের স্তব পূজা, সে সব গিয়ে মাটি পূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপের অত্যাচার; হে দয়াময়ি, তোমাকে মিনতি করিতেছি, দেশটা বাঁচাও, সব গেল। দুর্গতি নিবারিণী এস, এসে বাস কর। সকল আসুরিক ভাব গুলোকে দমন করে নীচে ফেল।

হে বিঘ্নবিনাশন, মাতৃভূমি জন্মভূমির ভার তোমার হাতে। পতিত জাতি তবু তার পূর্ব্বগৌরব রয়েছে। হীরা ভেঙ্গেছে, তবু তো হীরকখণ্ড, তার ভিতরেও উজ্জ্বলতা রয়েছে। এস নবমীর দিনে হাত জোড় করে এই প্রার্থনা করিতেছি এর ভিতর যা কিছু ভাল তা যেন করিতে পারি। খড় মাটি ছেড়ে দেব, কিন্তু নির্দ্দোষ দুর্গাপূজা, সত্যপূজা যেন না ছাড়ি। আজ এ সময় যত নির্দ্দোষ আমোদ তোমার ভক্তদের যা আমোদিত করিতেছে সেগুলো যেন রেখে দিই। আমাদের কাছে চালচিত্র নাই। কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী কিছুই মাটিতে বদ্ধ নাই। সব নিরাকার। হে করুণাময়, এর ভিতর খারাপ যা আছে দূর কর, কিন্তু এর ভিতর যে মুক্তাগুলি পড়ে আছে আমরা নববিধানবাদী তাহা কুড়াইয়া লই।

হে দয়াময়, এই যে দেশের লোক বৎসরান্তে আমোদ করে, ধর্ম্মের নামে করে বটে—কিন্তু তাহা ফুরাইয়া যায়। ধর্ম্মের আমোদ যদি সংসারের আমোদের ন্যায় অস্থায়ী হয়, দু'দিনে ফুরাইয়া যায়—তা হ'লে পরব্রহ্মের উপাসনা কেন করে? কত সাধক ভক্ত—প্রেম সাধন, যোগ সাধন, ধর্ম্ম সাধন করে, তিন রাত্রির পর সব ছাড়িল। কত ব্রাহ্ম দেবতার পশ্চাৎদিক দেখিতেছেন এবং ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া যাইতেছেন। আমাদের যেন ইহা কখন দেখিতে না হয়। আমাদের যেন কখন বিজয়া না হয়। বিজয়া তুমি বিজয়া হও। মা, তোমার পায়ে পড়ি, গৃহস্থের বাড়ী অন্ধকার ক'রে যেও না যেও না। যদি হিন্দু বিশ্বাস করেছে, তুমি জগন্মাতা হয়ে এসেছ, তুমি আর যেও না। তার গৃহে মা হয়ে থাক, সিংহাসনে রাণী হয়ে থাক।—দৈঃ প্রাঃ, ১ম।

দুর্গোৎসব।

বৈষয়িক কাজ কর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়া বঙ্গদেশবাসী দুর্গোৎসব সম্ভোগের জন্য ব্যস্ত। মা দুর্গতিহারিণী সসন্তানে বঙ্গবাসীর পূজার দালানে আসিবেন, তাহার পূজা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সকল দুঃখ দুর্গতি হইতে মুক্ত হইবেন, মার লীলা চণ্ডীপাঠ ও শ্রবণ করিয়া মার ঘরে পুণ্য হোমাগ্নি ও সাধনের জাগ-দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া, প্রবৃত্তিরূপ পশু বলিদান করিয়া পাপাসুরনাশিনীর তুষ্টিসাধনে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন, ইহার জন্য কি ভক্ত হিন্দু-আত্মার এই মহাপূজার আয়োজন?

বাস্তবিক দুর্গোৎসবের বাহ্য আড়ম্বর ও জড়ীয় দিক পরিহার করিয়া যদি ইহার আধ্যাত্মিক গভীর ভাব গ্রহণ করি, এই মহোৎসবের উচ্চ ধর্ম্ম ভাব উপলব্ধি করিয়া কতই চমৎকৃত ও অবাক হইতে হয়। আমাদের পৌরাণিক পূর্ব্বপুরুষগণ আধ্যাত্মিকতার কত যে উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিলেন, আবার আমাদের দেশ তাহা ভুলিয়া কি জড়ীয় আবরণে ধর্ম্মকে আবৃত করিয়া কেবল বাহ্য ক্রিয়াকলাপের অধীন ও মৃত ধর্ম্মাশ্রিত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন, যুগপৎ এই উভয় ভাবই বর্ত্তমান দুর্গোৎসবে আমরা দেখিতে পাই। হায়! কোথায় আমাদিগের আর্য্য ঋষিদিগের যোগ তপস্যা ও উচ্চ আধ্যাত্মিক মাতৃপূজা, আর কোথায় এখনকার মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ের বিসর্জ্জন ও জড় পূজার প্রভাবে ধর্ম্মের জীবনবিহীনতা!

কিন্তু নববিধান কিনা সকল প্রাচীন ধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার করিতে এবং সমুদয় বাহ্য আবরণ উন্মোচন করিয়া সত্য গ্রহণ করিতে ও সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে অবতীর্ণ, আমরা ঐ পুরাতন দুর্গোৎসবের ভিতর হইতে নবদুর্গোৎসব উদ্ভাবন করিয়া তাহাই যেন আমাদিগের প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। মা দুর্গতিহারিণী জীবন্তরূপিণী জননী স্বয়ং আমাদের এই জাতীয় মহোৎসবের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিয়া দিয়া সত্যই দেশকে সকল প্রকার

দুঃখ দুর্গতি হইতে উদ্ধার করুন এবং তাঁহার নববিধানকে ভারতে ও জগতে জয়যুক্ত করুন।

নবদুর্গোৎসব।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"। ধর্ম্মবিধানের অভিব্যক্তির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় আমাদিগের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ সেই চিন্ময় পরব্রহ্মকে প্রথমে যখন জ্ঞানযোগে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা সেই "এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান" দ্বারাই যোগ সাধন ও তপস্যায় নিরত হন।

তাহার পর তাঁহার এক এক স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাকে ব্যক্তিরূপে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষিত হন। তখনই ঐ স্বর্গের "সুরগণ যে বিষ্ণুর পরম পদ সদা দেখিতেছেন" তাহাই দেখিতে তাঁহাদিগের প্রাণে আত্মিক পীপাসা উদ্দীপন হয়।

এই এক ব্রহ্মই তো আপন বিচিত্র স্বরূপে সাধক ভক্তের নিকট প্রতিভাত হন। তাই তাঁহাকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। শান্তং শিবং অদ্বৈতং" "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" ইত্যাদি স্বরূপে তাঁহারা দেদীপ্যমান দর্শন করিতে এবং যোগে আত্মস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সকল স্বরূপে ব্রহ্মকে ব্যক্তিরূপে দর্শন করিতে করিতেই যোগিগণ ক্রমে ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইলেন। জ্ঞানযোগে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", সকল পদার্থই ব্রহ্মময়, "ঘটে ঘটে ব্রহ্মতেজ বর্ত্তমান" দেখিয়া ভক্তগণ ভক্তির তুলি দ্বারা সেই সকল স্বরূপে রূপ আরোপ করিয়া মানসপটে এক এক রূপের এক এক মূর্ত্তি আঁকিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হন।

ক্রমে মনের মূর্ত্তি কল্পনার মূর্ত্তিতে বা চিত্রে পরিণত হইল এবং চিত্র হইতে কুম্ভকারের বা স্থপতিকারের হস্তের কারুকার্য্য সত্যস্বরূপা আদ্যাশক্তিকে দুর্গা মূর্ত্তিতে, জ্ঞানস্বরূপকে সরস্বতী মূর্ত্তিতে, প্রেম-স্বরূপকে মহালক্ষ্মী মূর্ত্তিতে, পুণ্য-স্বরূপকে সুকুমার কার্ত্তিক মূর্ত্তিতে, সিদ্ধস্বরূপকে গণেশ মূর্ত্তিতে পরিণত করিলেন।

আরও কল্পনা শক্তির বিস্ফারণে মহাপাপকে অসুরের মূর্ত্তিতে এবং ভক্তকে সিংহ মূর্ত্তিতে রচনা করিয়া সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্রের পূজা সাধন একত্রে সমাধান করিয়া পৌরাণিক হিন্দু ভক্ত এই মৃণ্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী আত্মাকে নিবদ্ধ করিলেন ও দুর্গোৎসব সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাহা বিশ্বাস, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ, সাধনায় এবং তপস্যায় সিদ্ধ, তাহা মতে, ভাবে, কল্পনায়, শাস্ত্রে, তীর্থে, ক্রিয়ায় ও ক্রমে ঘটে, পটে, প্রতিমায়, বা বাহ্য নামে, নিয়মে, ক্রিয়াকাণ্ডে; মালায়, বেশ ভূষায় পরিণত হইয়া হীন হইতে হীনতর অবস্থায় ধর্ম্মকে নিহত করেন।

কিন্তু প্রায় সকল প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের সকল সাধন পূজা, হোম, ধ্যান, যোগ, মন্ত্রপাঠ, শাস্ত্রপাঠ সকলই কি অদ্ভুত ভাবেই একত্র সমাবেশ করিয়া এই বাহ্য দুর্গোৎসবের পদ্ধতি তাঁহারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্ম সাধনের ভাব একাধারে সমাবিষ্ট, এমন আর প্রায় কোন ধর্ম্মসাধন প্রণালী বা পূজা অনুষ্ঠানের ভিতর পাওয়া যায় না।

বাস্তবিক এই দুর্গোৎসব যেন নববিধানের নবদুর্গোৎসবের পত্তনভূমিরূপে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ সাধারণ সাধকগণের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়া বা অনুচ্চ অধিকার ধর্ম্মার্থী ভক্তগণের ধর্ম্মবৃত্তি চরিতার্থতার জন্যই এই ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থায় যখন দেশবাসীগণ একেবারে নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক হইয়া যাইবার পথে দাঁড়ান, তখনই সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে ভক্তির ধর্ম্মে রক্ষা করিবার জন্য এই মহোৎসবের প্রবর্ত্তনা হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নবধর্ম্মবিধাতা স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার করিয়া আমাদিগের ধর্ম্মজ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন এবং সকল ধর্ম্মরত্ন হইতে সার সংগ্রহ করিয়া যাহা সত্য তাহাই গ্রহণ এবং যাহা বাহ্য তাহা বর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিবার জন্য দিব্যজ্ঞানদায়িনী জননীরূপে প্রকট হইয়াছেন।

নবযুগধর্ম্মবিধানে মনঃকল্পিত মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজার, এমন কি মানব কল্পনা বা মানবীয় পুরুষাকার সম্ভূত ধর্ম্ম সাধনারও কোন স্থান নাই। এ বিধানে বিধাতাই স্বয়ং পবিত্রাত্মার প্রেরণায় মানবের ধর্ম্মজ্ঞান উজ্জ্বল করেন এবং আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া আপনাকে দেখিতে দেন ও জানিতে দেন এবং কেমন করিয়া পূজা করিতে হয় তাহা শিক্ষা দান করেন।

এখন আর আমরা তাঁকে মৃণ্ময় আধারে নিবদ্ধ করিয়া কেমন করিয়া মনে কল্পনা করিব? তিনি যে এই জাগ্রত সত্য দুর্গা হইয়া তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তিমতী করিয়া জননীরূপে সদ-

স্বতী, প্রেমময়ী মা লক্ষ্মী, অদ্বিতীয়া মহাদেবী, জয়শক্তি-বিধাতা-পুণ্য কার্ত্তিক রূপ ধরিয়া এবং সিদ্ধেশ্বরী গণেশ-জননী হইয়া ভক্ত সিংহবাহনে পাপাসুর নাশ করিতে ও সর্ব্বদুঃখ দুর্গতি দূর করিতে সবার পূজার দালানে বিরাজমান এবং প্রত্যক্ষভাবে পূজিত হইবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। আরও মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে তাঁহাকে আবদ্ধ বা মৃত মৃণ্ময় মনে করিতে পারি না। তিনি জীবন্ত জাগ্রত নবদুর্গারূপে এই নবদুর্গোৎসবে পুরাতন দুর্গোৎসবের সকল সাধন, সকল ব্যাপারকে নববিধানে নবজীবন দানে উজ্জ্বল এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ করিয়াছেন।

নিরাকারা মাকে এবং তাঁর সকল নিরাকার স্বরূপকে পৌরাণিক সাধক যেমন কল্পনার তুলিতে বাহ্যতঃ মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন, আমরা যোগ, ভক্তি, বিশ্বাস ও জ্ঞানযোগে তাঁহাকে জীবন্ত মূর্ত্তিতে কেবল দর্শন ও উপলব্ধি করিব তাহা নয়, আমরাও সেই সকল স্বরূপে স্বরূপ-সম্পন্ন হইয়া আমরাই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ মূর্ত্তিমান মূর্ত্তিমতী হইয়া ভক্ত সিংহবলে পাপাসুর নিধন করিয়া কল্পনাকে চির বিসর্জ্জন দিব এবং নিত্য উৎসবে কেবল একা একা নয় সদলে, সপরিবারে, সমগ্র দেশ এবং জাতিকে লইয়া নিত্যানন্দে মগ্ন হইব। পাপ সংসার হইতে চিরদিনের জন্য অবসর লইব, ইহাই আমাদিগের নবদুর্গোৎসব সাধনের তাৎপর্য্য এবং প্রত্যক্ষ সিদ্ধি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সঙ্গ।

"মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধু-সমাগমঃ॥"

"মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয় এবং প্রতিদিন সাধু-সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।" প্রাচীন শাস্ত্রের এই বচন সর্ব্বদা আমাদিগের স্মরণে রাখা উচিত। সঙ্গ দ্বারাই আমাদিগের মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তি বা অবনতি ঘটিয়া থাকে, অতএব এ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

নামোচ্চারণে ঈশ্বর-পরিচয়।

পূর্ব্বে যখন এ দেশের শিশুদিগকে ইংরাজী অক্ষর পরিচয় করান হইত, তখন ইংরাজী অক্ষরের নাম বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত, কিন্তু এখন আর তাহার আবশ্যক হয় না, একেবারেই শিশুরা অক্ষরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতেই অক্ষর পরিচয় করিয়া থাকে। সেইরূপ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতেই ঈশ্বর স্বয়ং সাধককে আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন।

অবসর।

কোন ধর্ম্মোৎসব করিবার সময় বৈষয়িক কাজ কর্ম্ম হইতে অবসর না পাইলে কখনই আমরা ধর্ম্মোৎসব সম্ভোগে অধিকারী হই না। বিষয় কার্য্য চিরদিনই ধর্ম্মোৎসবের অন্তরায় ইহাই কি তাহার নিদর্শন? সংসারে যাঁহারা নিতান্ত নিবদ্ধ হন, তাঁহারা বলেন একটুও এমন অবসর পাই না যে, দুদণ্ড ঈশ্বরের নাম করি। কিন্তু সংসারকে ধর্ম্মের সংসার বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে আমরা সংসার করিতে করিতেই ধর্ম্ম সাধন করিতে পারি। মুখে বল নাম, হাতে কর কাম, তাহা হইলেই পাইবে মোক্ষধাম।

জীবের দুর্গতি।

জীবের দুর্গতি যথার্থ কি? আমার "আমিত্বই" আমার প্রধান দুর্গতি। আত্মিক মানসিক দুর্ব্বলতাই ইহার সহচরী। এই দুর্গতি অসুর বিনাশ না হইলে, আর কিছুতেই জীবের দুর্গতি দূর হইবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়রিপু আমিত্ব অসুরেরই সাঙ্গ পাঙ্গ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সাংসারিকতা, অজ্ঞানতা, কামনা, বাসনা, স্বার্থপরতা, পরাধীনতা, পাপাসক্তি, নাস্তিকতা, দুষ্প্রবৃত্তি আদি তাহারই পরিবার। আদ্যাশক্তি সত্য স্বরূপের জীবন্ত প্রভাবে এবং তাঁহারই স্বরূপশক্তি বা স্বর্গীয় দেবগণ সহায়তায় ভক্ত যখন সিংহবলে বলীয়ান হন তখনই পৃথিবীর এই দুর্গতি অসুর বিনাশ হয় এবং জীবের সর্ব্বদুঃখ দূর হয়।

সাকার না নিরাকার?

মূর্ত্তি উপাসকগণ মৃণ্ময় মূর্ত্তি পূজা করিবার পূর্ব্বেই "ইহ তিষ্ঠ, ইহা গচ্ছ", অর্থাৎ "এখানে এস" "ইহাতে বা এই মূর্ত্তিতে আসিয়া অধিষ্ঠান কর।" এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর তাহা পূজা করেন। ইহা দ্বারা কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না যে, মূর্ত্তি নিজে প্রাণবিহীন, পূজার যোগ্য দেবতা নন, তাহাতে সেই নিরাকার দেবতা অবতীর্ণ হইলে তবেই তাহাতে দেবত্ব আবির্ভূত হয়? সুতরাং সাকারবাদীগণ কেমনে সমর্থন করিবেন যে, নিরাকারের উপাসনা অসম্ভব? এই তো তাঁহারা মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া, সেই নিরাকারেরই প্রার্থনা করেলেন, "তুমি এস, তুমি অধিষ্ঠান কর"। যদি একবার এক অনুষ্ঠানে নিরাকার পূজা সম্ভবপর হয়, সকল অনুষ্ঠানে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র তাহা কেন সম্ভবপর হইবে না? নিরাকারের উপা-

সদাই যথার্থ মানবের সহজ জ্ঞানসিদ্ধ। মূর্ত্তি উপাসকগণও যে উপাসনা করেন তাহা নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই করেন, সাকার মূর্ত্তি উপলক্ষ মাত্র। তাহার প্রয়োজনীয়তা কিছুই নাই।

কবীর-পরখ।

(১)

কোই রহীম কোই রাম বখানৈ,
কোই কহে আদেস।
নানা ভেষ বনায়ে সবৈ মিল,
ঢূঁর ফিরে বহুঁ দেস॥
কহৈ কবীর অন্ত না পৈহো
বিনা সত্য উপদেশ॥

কেহ বলেন রাম আমার উপাস্য, কেহ বলেন আমার উপাস্য রহিম, কেহ বলেন প্রত্যাদেশই আমার চালক, এইরূপে সকলে নানা ভেথ ধারণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছেন। কবীর বলেন, সত্য জ্ঞান ভিন্ন কখনই সে রহস্যের অন্ত পাইবে না।

(২)

মন তু নাহক দ্বন্দ মচায়ে
কর অস্নান ছুয়ো নহি কাহু
পাতী ফূল চঢ়ায়ে।
মুরতসে দুনিয়া ফল মাঁগৈ,
অপ্‌নে হাথ বনায়ে॥
যহ জগ পূজে দেব দেহরা,
তীরথ বর্ত অম্‌হায়ে॥
চলত ফিরত মেঁ পাঁব দুঃখিত ভয়ে
যহ দুঃখ কহাঁ সমায়ে॥
সাঁচে কে সঙ্গ সাঁচ বসত হৈ
ঝূঠে মার হঠায়ে
কহৈঁ কবীর জহঁ সাঁচ বস্তু হৈ
সহজ দর্শন পায়ে॥

হে কবীর, কেন তুমি ব্যর্থ গোলমাল করিতেছ? তুমি নিত্য স্নান কর এবং অন্যকে ছুঁইতে তোমার ঘৃণা হয়—নিত্য তুমি পুষ্প-পত্র দ্বারা দেবতাকে পূজা করিতেছ। পৃথিবীর লোক নিজ নিজ হস্তে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার কাছেই ফল আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। সমস্ত জগৎ দেবমূর্ত্তি, জীবমূর্ত্তি পূজা করিতেছে, তীর্থ, ব্রত, স্নান করিতেছে। পর্য্যটন করিতে করিতে চরণ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, এই দুঃখের কোথায় অবসান হইতে পারে? সত্যের সঙ্গে সেই সত্যময় বাস করেন—মিথ্যাকে মারিয়া হটাইয়া দেয়। কবীর বলেন, যেখানে সত্যবস্তু আছেন, সেখানে সহজেই তাঁহার দর্শনলাভ হয়।

(৩)

সাধো পাঁড়ে নিপুন কসাঈ
বক্‌রী মার ভেড় কো ধাবে।
দিল্‌মে দরদ ন আঈ॥
কর অস্নান তিলক দে বৈঠে
বিধি সে দেবী পুজাঈ।
আতম মার পলক মে বিনসে
রুধির কী নদী বহাঈ॥
অতি পুনীত উঁচে কুল কহিয়ে
সভা মাঁহি অধিকাঈ।
ইন্‌সে গুরুদীক্ষা সব মাঙ্গে
হাঁসি আবৈ মোহিঁ ভাঈ॥
পাপ করণ কো কথা শুনাবৈঁ
করম করাবেঁ নীচা।
গায় বধৈ সো তুরুক কহাবৈ
যহ ক্যা ইন্‌সে ছোটে॥

হে সাধো, পুরোহিত বড় নিপুণ কসাই। (প্রাণহন্তা) পাঁঠা মারিয়া সে মেষের প্রতি ধাবমান—চিত্তে একটুও দয়া বোধ করে না। স্নান করিয়া তিলক ধারণ করিয়া বসিয়া বসিয়া সে যথা-রীতি তাহার দেবীকে পূজা করে—আর পলকের মধ্যে প্রাণ-হিংসা করিয়া রক্তের নদী বহাইয়া দেয়। আবার অতি পবিত্র উচ্চ কুল বলিয়া সভার মাঝে গৌরব করে। ইহাদেরই নিকট লোকে দীক্ষা গ্রহণ করে, শুনিয়া আমার হাসি পায়। ইহারা পাপ কথা শুনায়, নীচ কর্ম্ম করায়—হায় রে, যাহারা গো বধ করে তাহাদের তো ইঁহারা তুরুক বলেন। ইঁহারা কি তাহাদের অপেক্ষা কম নাকি?

(৪)

অরে ইন্ দুহু রাহ ন পাঈ।
হিঁন্দুকী হিংদয়াঈ দেখী,
তুর্কন কী তুর্কাঈ।
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো,
কৌন রাহ হ্ৱৈ যাঈ॥

হায় রে, এই উভয়েই পথ পায় নাই। হিন্দুর হিন্দুয়ানী দেখিয়াছি, মুসলমানের মুসলমানী দেখিয়াছি। কবীর বলেন, হে সাধো, কোন পথে আমি যাই?—"কবীর" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

হরি, যে সাকার মানুষকে ভাল না বাসে, সে কি কখন নিরাকার তোমাকে ভালবাসিতে পারে? ভগবতী, তুমি আড়াল থেকে দাবার চাল চাল্‌ছ, একটা লোককে দলের মধ্যে ফেলে

দিয়াছ পরীক্ষা করিবার জন্য যে তাকে সকলে প্রেম করে কিনা, ভালবাসিতে পারে কিনা। রোজ দেখিতেছি যে, এই যে লোককে ওরা দেখ্‌তে পাচ্ছে, তাকে ভালবাস্‌তে পাচ্ছে কি না, কি না পেরে কেবল নিরাকার আমাকে রোজ সকালে মিছামিছি ডাকে। তুমি কি নিঃসন্দেহ হয়েছ? একটা লোক যার জীবন দেখ্‌ছি, কাজ দেখ্‌ছি, কিন্তু তার উপর দলের বন্ধু বলে বিশ্বাস করিতে পারি না, নির্ভর করিতে পারি না।

স্থায়ী বিশ্বাস, প্রগাঢ় প্রেম আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। আমরা তো পরস্পরকে ভালবাসিতে পারি না; আর যে ভাইয়ের নিকট ধর্ম্মের মূল মন্ত্র পেয়েছি, তার প্রতিও তো তেমন ভাব হলো না, তবে কি হইল হরি? আমাদের প্রেম সরস করে দাও।

দয়াময়, দয়া কর, ভাই যে সাকার তাকে প্রেম দিই, আর তার হাতে কলম দিই, দিয়ে বলি—প্রাণের ভাই লিখে দে যে, আমি তোকে ভালবাসি, নতুবা ঈশ্বর দরজা বন্ধ করেছেন, ঘরে যাইতে দিবেন না, ভাই লিখে না দিলে যাইতে পারিব না।—"ভাইকে ভালবাসিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসা"।

পিতৃ-তর্পণ।

হিন্দু শাস্ত্রকার বলেন, "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতা।" পিতা বা পিতৃলোক প্রীত হইলে সকল দেবতাই প্রীত হন বা তৃপ্ত হন। এই উদ্দেশ্যে যেমন বৎসরান্তে পিতৃ-সাম্বৎসরিক দিনে, তেমনি বৎসরের মধ্যে বিশেষ ভাদ্র মাসে ভক্ত হিন্দুসন্তানগণ নিজ নিজ পিতার আত্মার প্রীতির জন্য অন্ন জলাদি উৎসর্গ করেন ও সমস্ত পিতৃলোককে স্মরণ করিয়া তর্পণ করেন। আবার মহালয়ার দিনে "আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত", ব্রহ্ম হইতে সামান্য জড় জীব পর্য্যন্ত সর্ব্বলোক স্মরণ করিয়া সবার প্রীতি বা তৃপ্তির জন্য অন্ন জল বস্ত্র উৎসর্গপূর্ব্বক তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

যেমন সকল ধর্ম্মবিধানের সকল অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিকতা গ্রহণে নববিধান তৎপর, তেমনি এই মহালয়ার পিতৃ-তর্পণের গভীর সাধনা গ্রহণ করিয়া যদি বৎসরের মধ্যে এক সময় বা একটা দিনও সমুদয় পিতৃলোক স্মরণে তাঁহাদিগের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-র্পণ বা তাঁহাদের ও সকল সাধুদের আত্মার সমাগম সাধন করি, আমরা যথেষ্ট আত্মিক কল্যাণ লাভে ধন্য হইতে পারি।

তর্পণের অর্থ তৃপ্তি সম্পাদন। ইহলোকস্থ পিতা মাতার ক্ষুৎপীপাসা অন্ন জলে নিবারণ হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাঁহা-দিগের তৃপ্তি সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা তদ্দ্বারা কেমনে তৃপ্ত হইবেন? তাঁহারা এখন অমরলোকবাসী, সেখানে স্বর্গের প্রেম পুণ্য ঈশ্বরের যোগ ভক্তিরূপ অন্ন জল আহার পানের জন্য তাঁরা ক্ষুধিত তৃষিত। তাহা স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহাদিগকে কে অর্পণ করিতে পারে?

তাই আমরা যদি তাঁহাদিগের আত্মার জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি তদ্দ্বারা তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন। আরও তৃপ্ত হইতে পারেন—যদি তাঁহারা এখন যে অন্ন জল আহার পানে ক্ষুধিত তৃষিত, আমরাও তাঁহাদিগের মনের মত জীবন লাভে সেইরূপ ক্ষুধিত ও তৃষিত হই। জলের অন্য নাম জীবন, কেবল বাহিরের জল দানে তাঁহা-দের আত্মা তৃপ্ত হইবে না। জীবন দানেই তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন।

—•—

"কমলকুটীর" ও "নবদেবালয়"।—২

কোচবিহারের বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন শ্রীমৎ আচার্য্য দেবকে নিজ কলুটোলার রাজপ্রাসাদ সমান বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, তখনই কমলকুটীর কেনা হয়। বিশেষ উপাসনা করিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব উদ্যানসহ এই বাড়ী "ব্রহ্মচরণে উৎসর্গ" করিলেন, পরে বলিলেন—"এই গৃহ যেন তোমার প্রেরিতগণের আরাম স্থান হয়।"

ব্রাহ্ম-প্রচারক ও সাধকগণ এক পরিবাররূপে যাহাতে থাকিতে পারেন "ভারতাশ্রমে" তাহারই সাধন হয়। কিন্তু তাহা নানা কারণে কার্য্যকরী হইল না দেখিয়া নববিধানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে প্রত্যেক প্রচারকের নিজ নিজ পরিবারদের জন্য পৃথক পৃথক বাসভবন, অথচ সকলে এক পল্লীস্থ সব বাড়ীর বাহিরের দরজা এক, এই ভাবে আপনার ক্রীত জমীর কতক অংশ দিয়া নববিধানাচার্য্য "মঙ্গলবাড়ী" করিয়া দিলেন। কিন্তু সবার পূজার দেবালয় কমলকুটীরের দেবালয়, সবার মিলনের স্থান এখানে এবং বিপত্নীক বা অবিবাহিত যাঁহারা তাঁহাদিগের কমলকুটীরের এক নিম্ন প্রকোষ্ঠে থাকিবার জন্যও স্থান দিয়া-ছিলেন।

তখন কেবল ভাই প্রতাপচন্দ্রের পৃথক বাড়ী হয়, অপর সকল প্রচারক আপনাপন পৈতৃক গৃহ বিক্রয় করিয়া যিনি যতটুকু পারিলেন আনিয়া দিলেন, অবশিষ্ট ভিক্ষালব্ধ অর্থে সবার বাড়ী নির্ম্মাণ হইল। তখন ভাই কান্তিচন্দ্র, ভাই গিরিশচন্দ্র বিপত্নীক বলিয়া এবং ভাই প্যারীমোহন অবিবাহিত বলিয়া শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের কমলকুটীরেই অবস্থানের জন্য স্থান লাভ করেন।

এত বড় প্রাসাদ সমান অট্টালিকাকে "কমলকুটীর" নাম দেওয়াতে বিরোধীরা বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কলুটোলার রাজপ্রাসাদ সমান বাড়ীর তুলনায় এ বাড়ী কুটীর ভিন্ন যদিও কিছুই নয়, কিন্তু তা ছাড়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেব যেমন ধনীর সন্তান হইলেও আপনাকে "দীন জাতীয়" বলিয়া "জীবনবেদে" স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি আত্মার দীনতা সাধনের জন্যই তিনি এই প্রাসাদকেও "কুটীর" ভাবে দর্শন করিতেন এবং ইহাতে দীন অকিঞ্চন কুটীরবাসীরূপেই বাস করিতেন।

তাই তাঁহার দেহাবস্থান কালে সকল প্রচারক যেমন একত্রে দেবালয়ে উপাসনা করিতেন, তেমনি একত্রে কমলকুটীরের দক্ষিণ

পশ্চিম দক্ষিণে এক বৃক্ষতলে সকলে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া একান্ন-বর্ত্তী পরিবারের ন্যায় একান্ন ভোজন করিতেন। শ্রীমৎ আচার্য্য দেবও স্বহস্তে তাঁহাদের সঙ্গে রাঁধিতেন। কেবল বাড়ীর ভিতর হইতে কিছু কিছু ব্যঞ্জন আসিত, তাহাই আহার করিতেন।

"কমলকুটীরের" একটী সিঁড়ির পার্শ্বস্থ দ্বিতল প্রকোষ্ঠে তখন দেবালয় ছিল, তাহাতে উৎসবাদির সময় সাধকদিগের স্থান সঙ্কুলান হইত না বলিয়া শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র নিজ বাটীর পশ্চিমাংশস্থ কতকগুলি পুরাতন ঘর ভাঙ্গিয়া তাহারই ইট কাট লইয়া পূর্ব্বদিকে রাস্তার ধারে সর্ব্বজনের আসিবার সহজে সুবিধা হইবে বলিয়া প্রশস্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করান এবং স্বর্গারোহণের অষ্টাহ মাত্র পূর্ব্বে এই দেবালয়ে চেয়ারে বসিয়া গিয়া দেবালয়টী প্রতিষ্ঠা করেন ও আপনার শেষ প্রার্থনা ও উপদেশ প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত করেন।

তিনি দেবালয়ের ভিত্তি স্থাপনের সময় প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দিগকে দিয়া এক এক খানি ইটের পর ইট স্থাপন করাইয়া বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন, এই ইটগুলি যেমন এক এক করিয়া গাঁথা হইল, তেমনি তোমরা এখানে গ্রথিত হইয়া এক মার পূজা করিবে ও এক দেহ হইয়া থাকিবে।

যদিও প্রেরিত প্রচারকগণ তাঁহার শবদেহ ঘিরিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আচার্য্যকে চির-আচার্য্য জানিয়া তাঁহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-রূপ শ্রীদরবারে চির গ্রথিত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু হায়! কি জানি কিসের প্ররোচনায় শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তিরোধানের অব্যবহিত পর হইতেই তাঁহারা মতভেদ বশতঃ পরস্পর হইতে প্রায় সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, তেমনি আচার্য্য পরিবারের সহিতও পৃথক হইয়া "কমলকুটীর" ও "নবদেবালয়" হইতে আসিয়া কেহ কেহ "প্রচারাশ্রম" স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বে "প্রচারাশ্রম" বলিয়া কিছু ছিল না, "প্রচার কার্য্যালয়" ছিল। এখানে কেবল প্রচার কার্য্য হইত, প্রচারক মহাশয়দিগের আসল আলয় "কমল-কুটীর" বা "মঙ্গলবাড়ী", এবং পূজার আলয় "নবদেবালয়"।

যাহাহউক এখন যেমন যাঁহারা পরস্পরের সহিত পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় অদেহী হইয়া এক মাতৃ-নিকেতনে স্বর্গের কমলকুটীরে ও নিত্য নবদেবালয়ে মিলিত হইয়া সকল মতভেদ ভুলিয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরাও কি সেই পূর্ব্বকার ব্যক্তি-গত পার্থক্য ভুলিয়া আমাদের প্রিয় নেতা এবং আচার্য্য যাহা চাহিয়াছিলেন, যাহা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দেহপুর বাস হইতে গমন করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ "কমলকুটীর"-কেই আমাদিগের "নববিধানাশ্রম" এবং নবদেবালয়কে আমাদের মহামিলন তীর্থরূপে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই আত্মার সঙ্গে তাঁহার পরিবার দলের পুনর্মিলন সংসাধন করিতে পারি না? নবদেবালয়কে তো শ্রীমৎ আচার্য্যদেবই সর্ব্বতীর্থের মিলন তীর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কমলকুটীর সম্বন্ধেও কতবারই প্রার্থনা করিয়াছেন, "মা কমলার আগমনে 'কমলকুটীরে' ভক্ত-হৃদয়ে সহস্র পদ্ম প্রস্ফুটিত হউক। মা তুমি এই ভবনে লক্ষ্মীকে লইয়া বিরাজ করিতেছ।" ভ্রাতা প্রফুল্লচন্দ্রও একবার লিখিয়া-ছিলেন, "কমলকুটীরই ব্রহ্মানন্দধাম"।

আমরা ব্রহ্মানন্দের অনুগামী বলিয়া যখন আপনাদিগকে পরিচয় দিই, ব্রহ্মানন্দ যাহা চাহিয়াছেন, যাহা এখন চাহিতেছেন, তাঁহার আত্মার তৃপ্তি সম্পাদনের জন্য এবং তাঁর "মার সাধ মেটাবার" জন্য আমাদের কি তাহা করা উচিত নয়?

নবদেবালয় এবং কমলকুটীরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে যে চক্ষে জল আর সম্বরণ করা যায় না। হায়! যে দেবালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ব্রহ্মানন্দ অকাল মৃত্যুও আলিঙ্গন করিলেন, যে কমলকুটীর তাঁর নববিধানের "বৃন্দাবন" হইবে প্রাণের সাধ জানাইলেন, সেই "কমলকুটীর", সেই পুণ্যতীর্থ "নবদেবালয়" একেবারে পরিত্যক্ত, শূন্য হইবে? একে তো মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের ময়লার গাড়ীর দুর্গন্ধে পূর্ণ ও কাক শকুনীর অত্যাচারে মৃত কঙ্কালে অপবিত্রীকৃত, তাহাতে আমরাও নববিধানের লোক হইয়া পরস্পরকে দোষ দিয়া এবং আপনাকে নিরপরাধী মনে করিয়া এই পবিত্র তীর্থকে শ্মশান সমান করিয়া রাখিব?

আসুন প্রচারক মহাশয়গণ ফিরিয়া মঙ্গলবাড়ীতে বা কেহ কেহ কমলকুটীরে, সকল মঙ্গলবাড়ীর অধিবাসীদিগকে লইয়া কলিকাতাস্থ সাধকদিগকে লইয়া দেবালয়ে নিত্য উপাসনা ও সাধন ভজনের ব্যবস্থা করুন। আবার বৃক্ষতলে রন্ধন করিয়া আহার করুন। কমলকুটীরে কেশব-নিকেতন হউক বা ভগিনীগণ আর্য্যনারী সমাজের অধিবেশন, ভাগ্নি-সমিতি বা বিধবাশ্রম করুন। এখানেই ব্রহ্ম-বিদ্যালয়, সুনীতি-বিদ্যালয়, সমিতি, সঙ্ঘ, নববিধান-পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপিত হউক। আনন্দবাজার ও নববিধান ধর্ম্মশালা ও গুরু-দরবারের ন্যায় সমস্তদিনব্যাপী নিত্য উৎসবের ব্যবস্থা হউক। নববৃন্দাবন নাট্যাভিনয়, সঙ্কীর্ত্তনের উপাসনা ও সঙ্গীত এবং বক্তৃতাদির দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থা এখানে হউক।

ভক্তকন্যা শ্রীমতী মহারাণী দেবীগণ এবং পরিবারবর্গকে কাতরে ভিক্ষা করি, যাহাতে এই পবিত্র তীর্থ রক্ষা হয় মণ্ডলীর নেতাদিগকে লইয়া তাহার ব্যবস্থা করুন।

শ্রীদরবার, শ্রীমৎ আচার্য্য পরিবার এবং নববিধান-সাধক-মণ্ডলী প্রার্থনা যোগে এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইতে পারে তাহা স্থির করেন তাঁহাদের চরণে ধরিয়া ইহাই ব্যাকুল প্রার্থনা করি।

দীন সেবক—শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস।

"মার অনুগ্রহ"—ধর্ম্মশিক্ষা

যেমন নীতিসাধন তেমনি ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমৎ আচার্য্য দেব আমাদিগের জন্য একটি ব্রহ্ম-বিদ্যালয় বা Divinity School

স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে আমরা প্রায় ১০।১২ জন নিয়মিত-রূপে তাঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতাম।

প্রায় প্রতি রবিবার অপরাহ্নে আমাদিগকে মিলিত করিয়া নববিধানের বিভিন্ন তত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। একটি প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতেন এবং কেবল যে ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতেন তাহা নয়, আমাদিগের সঙ্গে আলোচনাও করিতেন। আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিতেন সেই বিষয়ে আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা কি শিখিলাম, কি বুঝিলাম তাহা পরীক্ষা করিতেন।

মাঝে মাঝে কিম্বা কখনও মাসে মাসে আলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়াও ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতেন, এবং সাম্বৎসরিক উপলক্ষে আবার আমাদিগকেও কোন কোন তত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে এবং প্রকাশ্য সভায় পাঠ করিতে বলিতেন।

একবার "ঈশ্বরের মাতৃত্ব" Motherhood of God সম্বন্ধে ইংরাজীতে আমাকে আলবার্ট হলে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতে হয় এবং তাহা পাঠ করা হইলে সভার পর আচার্য্যদেব বঙ্গ বাবু মহাশয়কে প্রবন্ধ কেমন লেখা হয়েছে জিজ্ঞাসা করেন। বঙ্গবাবু তদুত্তরে বলেন, "এ তো সবই আপনারই কথা, আপনার ভাষা, আপনি বোধ হয় প্রবন্ধটি দেখিয়া দিয়াছেন।" আচার্য্য বলেন, "আমি তো কিছুই দেখিয়া দিই নাই,—নিজেরই লেখা।" তিনি New Dispensation কাগজে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ ছাপাইয়া দেন।

এই সময়ে বৎসরে বৎসরে নবধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে আমাদিগকে মুদ্রিত প্রশ্ন দিয়া পরীক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করেন এবং এক এক জনকে এক একটি বিষয় বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিবার ভার দেন। কাহাকেও "ঈশ্বরের অস্তিত্ব", কাহাকেও "নববিধান", কাহাকেও "প্রার্থনা" ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করিতে বলেন এবং কাহার কোন্ বিষয়টি অধ্যয়নের ইচ্ছা জানিতে চান। আমি "ঈশ্বরের অস্তিত্ব" বিষয়টি বিশেষ ভাবে সাধন ও শিক্ষা করিতে অভিলাষী হই। সুতরাং এই বিষয়েই আমাকে বিশেষ পরীক্ষা দিতে হয়। এবং এ সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর ইংরাজীতে লিখিতে হয়।

আমাদিগের বার্ষিক পরীক্ষায় একবার নিম্নলিখিতরূপে প্রশ্ন করেন। ইহারই উত্তর আমাদিগকে লিখিতে হইয়াছিল।

1. Define Prayer and distinguish it from Adoration and Thanksgiving.

2. State the Law of Prayer in Christ's words and show that it does not involve the violation of any law, physical or moral.

3. In the Brahmo Mandir prayers are offered for the welfare of others. On what principle would you justify such prayers !

4. Describe the essential characteristics of Inspiration.

5. Show that what Genius is in the intellectual world Inspiration is in the religious world. Why is Shakespeare regarded as an inspired poet !

6. There are times in every man's history when he is inspired by the Holy Spirit. In what sense do you recognise Universal Inspiration ?

7. Some men are specially inspired and for special purposes. Explain and illustrate this truth.

8. State your reasons for regarding the age of the New Dispensation as an epoch of inspiration.

এইরূপ পরীক্ষার পর আমাদিগকে প্রশংসা পত্র বা উপাধি দেবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার শরীরের অসুস্থতা বশতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। এবং কেবল তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াই আচার্য্যদেব ক্ষান্ত হইতেন না, কেমন করিয়া ধ্যান করিতে হয়, কেমন করিয়া মনকে চিন্তাশূন্য করিয়া ধ্যান ও যোগাভ্যাস সহজে করিতে হয়, জ্যোৎস্নার রজনীতে কমল-সরোবর তীরস্থ সাধনকুটীর সম্মুখে বসাইয়া অতি গম্ভীর এবং গভীর ভাবে শিক্ষা দান করিতেন।

আমাদিগকে লইয়া তিনি Order of Divinity Students of the New Dispensation "নববিধান শিক্ষার্থী ছাত্র-সঙ্ঘ" নামে একটি সঙ্ঘ গঠন করেন। একদিন আমাদের জন্য বিশেষ ভাবে উপাসনা করিয়া আচার্য্যদেব আমাদিগকে এই "ছাত্র-ব্রত" দান করেন। সে দিন আমরা ১১ জন এই ব্রত গ্রহণ করি, পরে আরও কয় জন এই দলভুক্ত হন, এবং সেই দিনই কমলকুটীরস্থ দেবালয়ে এ সেবককে আচার্য্যদেব নববিধানে দীক্ষিত করেন।

এই উপলক্ষে আমাদিগকে নিম্নলিখিত ভাবে বিশেষ সাধন গ্রহণ করিতে হয়:—

১। শয্যা হইতে উঠিয়াই "প্রাতস্মরণীয়" পাঠ ও শাস্ত্র পাঠ।

২। প্রাতঃ উপাসনা ও ঈশ্বরের ১০৮ নাম, (ব্রহ্মস্তোত্র) পাঠ।

৩। দৈনিক অধ্যয়ন বা কার্য্য সাধন।

৪। বিনয় শিক্ষার জন্য তৃণ সাধন।

৫। কোমলতা শিক্ষার জন্য পুষ্প সাধন।

৬। আকাশ সাধন ও অনন্তের ধ্যান।

৭। নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন।

৮। শয়নের পূর্ব্বে পাপস্বীকার ও প্রার্থনা।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্রও আমাদিগকে বাইবেল অধ্যয়ন করাইতেন ও খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন, এবং সময়ে সময়ে আলবার্ট হলে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতাও দিতেন।

অনুগৃহীত।

—৹—

শারদীয় উৎসব

(প্রাপ্ত)

গত ২৩শে, ২৪শে, ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর—ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই পাঁচ দিন—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, প্রচারাশ্রমে ও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে অল্পসংখ্যক কয়েকটী বন্ধু লইয়া দুর্গতিহারিণী পরম জননীর পূজা, বন্দনা, পাঠ ও প্রসঙ্গাদি করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

২৩শে সেপ্টেম্বর, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণে প্রচারাশ্রম দেবালয়ে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী নির্ব্বাহ করেন। "হাস্যময়ীর পূজা" শীর্ষক আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হয়। মা বিবেকের হাসিতে আপনার স্বর্গের হাসি প্রতিফলিত করিয়া স্বর্গের অভিপ্রায় তাঁহার প্রিয় সাধকদিগের অন্তরে প্রকাশিত করেন, এইটী উপাসনার বেশ পরিস্ফুট হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার—সপ্তমীর দিন পূর্ব্বাহ্ণে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনার কার্য্য করেন। "চিন্ময়ী আধারে মৃণ্ময়ী দেবী" শীর্ষক উপদেশ উপাসনার আরম্ভে পাঠ করেন এবং আরাধনাদির পর আচার্য্যদেবের ১৮৮১ শকের সপ্তমীর দিনে প্রার্থনা পাঠ করিয়া উপাসনার শেষাঙ্গ সম্পন্ন করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বিশেষ প্রার্থনা করেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—পূর্ব্বাহ্ণে অষ্টমীর দিন ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। "শক্তিপূজা কথার কথা নয়," সঙ্গীতযোগে উপাসনা আরম্ভ করা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় বিশেষ প্রার্থনা করেন। ১৮৮২ শকের "আধ্যাত্মিক দুর্গাপূজা" শীর্ষক আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হয়। অদ্যকার উপাসনার বিশেষ ভাব এই—আমরা আর "ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া আমাদের প্রাণের উপাস্য দেবতা মহাদেবীকে আপনাদিগের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উপাসনা আরম্ভ করি না। আমরা কল্পনায় না পড়ি তাই সেই সত্যস্বরূপা জননী আদি সত্যরূপে আপনার শুদ্ধ সত্তা প্রকাশে আমাদের প্রাণমন্দির, গৃহমন্দির, বিশ্বমন্দির পূর্ণ করিয়া "আমি আছি" ধ্বনিতে তাঁহার বর্ত্তমানতার সাক্ষ্য দান করিলেন। অনন্ত তাঁহার শক্তি, অনন্ত তাঁহার প্রভাব। যত আমরা তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ডাকিব, তাঁহার পূজা, বন্দনা করিব, তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তিতে আমাদের ছোট বড় সকলকে শক্তিশালী করিবেন এবং আমাদের অন্তর্শত্রু বহির্শত্রু তাঁহারই দেব প্রভাবে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করিবেন।

সপরিবারে সবান্ধবে মিলিত জীবনের যে মহাপূজা, সেই পূজা শারদীয় উৎসবের এই অনন্ত স্নেহরূপিণী জগজ্জননীর পূজা। তিনি কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী লইয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হইলেন, আমাদের নিকট আদর্শ পুত্র কন্যার চিন্ময় মূর্ত্তি দেখাইলেন। আমরা বঙ্গদেশের, ভারতের সকলে, স্বদেশের বিদেশের সকলে, ইহকালের পরকালের সকলে, তাঁহার আদর্শ পুত্র কন্যা হইয়া এক অখণ্ড পরিবাররূপে মিলিত জীবনে, মিলিত কণ্ঠে, যখন তাঁহাকে ডাকিব, মিলিত হৃদয়ে যখন তাঁহার পূজা করিব, তখন এই উৎসব পূর্ণ মহোৎসবে পরিণত হইবে।

২৬শে সেপ্টেম্বর, শনিবার—নবমীর দিন পূর্ব্বাহ্ণে শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপাসনা করেন। ১৮৮২ শকের আচার্য্যদেব কৃত "মহাবিদ্যার পূজা" এই প্রার্থনা পঠিত হয়। আজ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এম, এ, সুমিষ্ট প্রার্থনায় প্রকাশ করেন—শারদীয় উৎসবের মহাদেবী পুত্র কন্যা লইয়া প্রকাশিত হইয়া এবং তিনি স্বামী ছাড়া নন, তাহাও প্রদর্শন করিয়া, আমাদের মধ্যে স্বর্গের পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করেন। তাঁহার এ প্রকাশে বঙ্গের, ভারতের নারী জীবন ধন্য, বঙ্গদেশ ধন্য, ভারত ধন্য। তাঁহার এই প্রকাশে নারী জীবনের ও পারিবারিক জীবনের কি উচ্চ চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর, রবিবার—দশমীর দিন পূর্ব্বাহ্ণে প্রচার আশ্রমের দেবালয়ে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন, "পার্ব্বতী বিদায়" শীর্ষক উপদেশ ও প্রার্থনা পাঠ করেন। সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এ বেলায়ও "পার্ব্বতী বিদায়" শীর্ষক উপদেশ হইতে অংশবিশেষ ও তৎসহ প্রার্থনা পঠিত হয়। আমাদের পূজার দশমী নাই, বিসর্জ্জন নাই। আমাদের পূজায় নিত্য নূতন সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ক্রমাগত চলিবে, দশমী আর হইবে না। আমাদের মধ্যে মাতৃপূজার কেবল আরম্ভ, ভবিষ্যতে এ পূজা আরও কত সত্য হইবে, জীবন্ত হইবে। আজ উপাসনার এই বিশেষ ভাব। রবিবার ভিন্ন প্রাতঃদিন সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীত, কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রার্থনা হয়।

কোচবিহারবাসীর হৃদয়োচ্ছ্বাস

(প্রাপ্ত)

অদ্য ১৮ই সেপ্টেম্বর—বর্ষে বর্ষে ১৮ই সেপ্টেম্বর কতবার আসিয়াছে, আরও কতবার আসিবে, কে জানে, কে বলিতে পারে?

কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর কোচবিহারের হৃদয়ে যে শোকানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছে, আজিও তাহা হু হু জ্বলিতেছে, নির্ব্বাপিত হয় নাই, বুঝি বা হইবার নয়।

দেখিতে দেখিতে চৌদ্দ বৎসর অতীত হইয়া গেল, জলের ন্যায় ভাসিয়া গেল, আজিও মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের পুণ্য, পবিত্র স্মৃতি কোচবিহারের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে—আজিও কোচবিহার তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিতেছে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ এখন কি কেবল স্বর্গেরই দেবতা—না এখনও এ জগতেরও আদর্শ মহাপুরুষ? তিনি কি কেবল পরলোকেই আছেন, ইহলোকে এখন তিনি কি নাই? ইহলোকে যাঁহার অমর কীর্ত্তি, অবিলোপনীয় স্মৃতি বিদ্যমান, ইহলোকের সহিত তাঁহার এখন কি কোন সম্বন্ধ নাই? "নাই" শব্দ তাঁহার প্রতি কি প্রয়োগ করা যাইতে পারে? যিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তিনি মর ও অমর উভয় লোকেই চিরবিদ্যমান, উভয় লোকেরই চির পূজ্য।

অসার চলিয়া যায়, সার থাকে। বিকার চলিয়া যায়, স্বরূপ থাকে। দেহ চলিয়া যায়, আত্মা থাকে। কার্য্য চলিয়া যায়, কারণ থাকে। এই যে "চলিয়া যায়, চলিয়া যায়" বলিলাম, যায় কোথায়? যেখানকার জিনিষ সেইখানেই যায়—যাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহাতেই মিলন। বিকারের মধ্যে স্বরূপ অনুস্যূত, কার্য্যের মধ্যে কারণ অনুস্যূত। সুতরাং কালে বিকার স্বরূপে বিলুপ্ত হয় মিশিয়া যায়—কার্য্য কারণে বিলুপ্ত হয়, মিশিয়া যায়, এক হইয়া যায়। এক হইয়া যায় তাঁহারই সঙ্গে, বিশ্ব যাঁহার বিভূতি, বিকাশ—এক হইয়া যায় তাঁহারই সঙ্গে, অনন্ত সৃষ্টি যাঁহার অনন্ত মূর্ত্তি—বিলীন হইয়া যায় ব্রহ্মে।

বাল্যে যিনি শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় অভিনয় করিয়াছিলেন, আজ তিনি সেই শ্রীরামচন্দ্রেই মিলিত! কি অপূর্ব্ব সংঘটন! এই অপূর্ব্ব সংঘটন, এই অপূর্ব্ব লীলা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে, বুঝাইয়া দিতেছে জীবের সহিত ব্রহ্মের একত্ব—বুঝাইয়া দিতেছে ভগবদ্বাক্যের অর্থ—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥
শ্রীমদ্ভাগবত গীতা—১০।২০॥

হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণস্থিত আত্মা। আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য, অন্ত—উৎপত্তি, স্থিতি, লয়। আমা হইতে কাহারও পৃথক সত্তা নাই।

শ্রীঃ—

শোকসংবাদ।

ব্যারিষ্টার মিঃ পি, সি, সেন।

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, রেঙ্গুনের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ পি, সি, সেন গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁহার কলিকাতাস্থ প্রবাস ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত জমীদার সেন বংশে মিঃ পূর্ণচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে তাঁহার মাতৃ পিতৃ বিয়োগ হয়। একান্নবর্ত্তী জ্যেষ্ঠতাতের উপরই তাঁর শিক্ষাদির ভার পড়ে। বাল্যকালেই তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া অধ্যয়ন করিতে করিতে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রভাবে পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হন এবং তাঁহারই পরামর্শে বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারী শিক্ষা করিতে আকাঙ্ক্ষিত হন।

তাঁহার পিতা পিতামহ জমীদারী ও সওদাগরী করিয়া প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ষ্টিমারের কারবার ছিল। এই ষ্টিমারে করিয়া যুবা একদিন কাহাকেও না বলিয়া কলম্বো পলাইয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তখন পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন। তিনি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া এতই বিরক্ত হন যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সমুদয় সাহায্য একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞ যুবা তাহাতে ভগ্ন-উদ্যম না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সংকল্প সাধনে নিরত হন।

সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের বর্ত্তমান ল মেম্বর মিঃ এস. আর, দাসের পিতৃদেব আবশ্যকীয় অর্থ ঋণ দান করিয়া তাঁহার অধ্যয়নের যথেষ্ট সহায়তা করেন। ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসিয়া অল্প দিন কলিকাতা হাইকোর্টে কাজ করেন, কিন্তু রেঙ্গুনে গিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন।

যেমন আপন ব্যবসায়ে তেমনি সাধারণ হিতকর কার্য্যে রেঙ্গুনের নেতারূপে তিনি অবিলম্বে সম্মানিত হন। সেখানে ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু মুসলমানদিগের মিলনের জন্য "চট্টল সমিতি", বাঙ্গালীদিগের ক্লাব প্রভৃতি তাঁহারই নেতৃত্বে সংস্থাপিত হয়। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। তাই প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গেই তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং আচার্য্যদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার ছেলে মেয়েরা যখন অতি শিশু তখন হইতেই তাঁহার মনে সাধ হয় শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের ধর্ম্ম পরিবারের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি আমাদের কোন প্রচারক মহাশয়ের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার একটী কন্যাকে আচার্য্যের কোন পুত্রের সহিত বিবাহ দিবেন এবং আচার্য্যের কোন কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দেন। আচার্য্যদেবও যখন দেহে অবস্থিত ছিলেন তাঁহার মনের এই সাধ বোধ হয় ভক্ত জানিতে পারেন নাই। কিন্তু ভগবান কিনা ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তাই আশ্চর্য্যরূপে সেন মহাশয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ভক্তপরিবারের সহিত তাঁহার পরিবারকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের আচার্য্যদেবের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সরলচন্দ্রের সহিত তাঁহার এক কন্যার এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুজাতা দেবীর সহিত তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ হইয়াছে। ভাই উমানাথের পুত্র শ্রীমান সত্যভূষণের সহিতও এক কন্যার বিবাহ হয়।

রেঙ্গুনে সুদক্ষতার সহিত বহু দিন ব্যারিষ্টারী করিবার পরে তিনি সেখানকার উচ্চ আদালতের জজের কার্য্যও কিছুদিন করিয়াছিলেন। ছেলে মেয়েদিগকে তিনি বিশেষ ভাবে শিক্ষিত করেন এবং কন্যাদিগকে সৎপাত্রে ও পুত্রদিগকে সুপাত্রীতে অর্পণ করেন। তিনি বড়ই সন্তানবৎসল ছিলেন।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেবীও অতি নিষ্ঠাবতী ধর্ম্মপ্রাণা নারী। স্বামীর সহিত বরাবর যেন ছায়ার ন্যায় থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেন।

প্রায় বর্ষাধিককাল তিনি কিছু রুগ্ন ভগ্ন দেহ লইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। শেষ হৃদ্‌রোগেই তিনি আক্রান্ত হন। মাঝে মাঝে এই রোগের যন্ত্রণা হইত, কিন্তু কতই ধৈর্য্যসহকারে তিনি যন্ত্রণা বহন করিতেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

গত শনিবার প্রাতেও তিনি বেশ ভাল ছিলেন। বেলা ৪টার সময় কন্যাদের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে একবার রোগের যন্ত্রণা অনুভব করেন, কিন্তু তাহাও সামলাইয়া যান। পরে রাত্রি প্রায় ৯টার সময় হটাৎ সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তাঁহার বক্ষে মাথা রাখিয়া মহানিদ্রায় অভিভূত হন। তখনই সংবাদ পাইয়া বহু আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সমবেত হন।

এবং রাত্রেই কালীঘাট কেওড়াতলার ঘাটে তাঁহার দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাঁহার পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। মা শান্তিদায়িনী তাঁহার আত্মাকে শান্তি বিধান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

ডাক্তার স্যর ভাণ্ডারকার।

আমরা সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি মহারাষ্ট্র কুলতিলক ডাক্তার স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার মহাশয় গত ২৪শে আগষ্ট বম্বাই নগরে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বম্বাই "প্রার্থনা সমাজের" সভ্য এবং বর্ত্তমান নেতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় একেশ্বরবাদী পণ্ডিত কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পাণ্ডিত্য জগজ্জন বিদিত। তাঁহাকে পণ্ডিত মোক্ষমূলারও বেদ-ব্যাখ্যাতা মহাপণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিতেন। যেমন শাস্ত্রজ্ঞান দর্শন তেমন অধ্যাত্ম সাধনার জন্যও তিনি ঋষিবৎ পূজিত হইতেন। "প্রার্থনা সমাজের" বেদী হইতে তিনি যে সমুদয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিতেন তাহা অতি গভীর। অস্পৃশ্য জাতির উন্নতি বিধানের জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যে একজন সুবিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক বলিয়া সম্মানিত। ভক্ত তুকারামের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। মহাপ্রয়াণ কালে তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছিল।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

রাজর্ষি শ্রীরামমোহন রায়।

২৭শে সেপ্টেম্বর আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ রাজর্ষি শ্রীরামমোহনের স্বর্গারোহণ দিন। এই দিনে তিনি সুদূর ইংলণ্ডে গিয়া মহাপ্রয়াণ করেন।

আমাদের মাতৃভূমি এখনও যে জড়বিকারে ও নানা প্রকার কুসংস্কারে অবসন্ন হইয়া রহিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রাজা রামমোহনই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথম আমাদিগের জাতির চক্ষু উন্মীলন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রানুসারেই জড়বাদের প্রতিবাদ করেন এবং বিচার তর্ক দ্বারা একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহারই ফলে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হয় এবং বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নববিধানের বীজ বপন হয়। এই জন্য নববিধানাগণ তাঁহাকে ধর্ম্মপিতামহ বলিয়া কৃতজ্ঞতা দান করিলেন। আমরাও তাহারই সঙ্গে রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণ দিনে তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা ও হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধার্পণ করি।

মহারাজা শ্রীনৃপেন্দ্র-সমাগম।

[১৮ই সেপ্টেম্বর]

তীর্থযাত্রী হইয়া একদিন আমরা কোচবিহার ধামে যাত্রা করি, সেইদিন রেলে, ষ্টীমারে কোচবিহারের মহারাজা স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরও ছিলেন। শেষে কোচবিহারের সীমানায় গিয়া রেল গাড়ীর সারথির স্থান অধিকার করিয়া মহারাজা বসিলেন এবং নিজে গাড়ীর পরিচালক হইয়া কোচবিহার রাজধানীতে আমাদিগকে উপনীত করিলেন!

আজ আর রেলযোগে বাহিরের কোচবিহারে গেলেও সে শ্রীনৃপেন্দ্র সঙ্গ লাভের উপায় নাই। স্বয়ং পবিত্রাত্মা সারথি হইয়া নববিধান রেলে যদি লইয়া যান, তবেই সেই ধামে আমরা যাইতে পারি, যে সত্য কোচবিহারের রাজসিংহাসনে রাজর্ষি নৃপেন্দ্রনারায়ণ এখন অধিরূঢ়—সে যে ভক্ত জননীর ক্রোড়রূপ সিংহাসন—যেখানে সেই "পরিণামে শান্তি" নিত্য বিরাজিত, যাহার জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষিত হইয়া পার্থিব সুখ, ঐশ্বর্য্য, সহধর্ম্মিণী মহারাণী, প্রিয়দর্শন রাজপুত্রগণ এবং কোচবিহার রাজ্য তুচ্ছ করিয়া সুদূর সমুদ্র পারস্থ সাম্রাজ্যেশ্বরের স্বধামে গিয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন। সে রাজমূর্ত্তি সুন্দর গঠাম তেজপুঞ্জে পূর্ণ হইলেও এখন হায়! তাহা ভস্মাবশেষ! আমাদের কাছে, প্রজাবর্গের কাছে সে ভস্মও কত মিষ্ট, কত পবিত্র। কেন না তাহা যে পার্থিব সংসারের যাহা উৎকৃষ্ট তাহার পরিণতির প্রত্যক্ষ দৃশ্য।

তবে সে ভস্ম আজ আদরে বক্ষে ধারণ করি এবং তাহা স্পর্শ করিয়া সংসারের অনিত্যতা শিক্ষা করি।

তাহাই কি শিক্ষা দিতে আজ শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ শিব গোত্রে মহারাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নববিধানাচার্য্য পরিবারে বৈবাহিক যোগে সংযুক্ত হইলেন এবং নববিধানের অভিব্যক্তি সাধনে প্রেরিত হইলেন?

অনুবীক্ষণে ক্ষুদ্র বৃহৎ দেখায়, দূরবীক্ষণে দূর নিকট দৃশ্যমান হয়। নববিধানালোকে এই দুই চক্ষে দুইই সমভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে কিছুই ক্ষুদ্র নয়, কিছুই দূর নয়। এই যে ইহ পরলোক, ব্রহ্মলোক কত উজ্জ্বল ও কত নিকট।

তাই ঐ যে দেখি নববিধান-প্রেরিত রাজর্ষি নৃপেন্দ্রনারায়ণের দৈহিক যাহা কিছু সবই ভস্ম হইয়াছে সত্য, কিন্তু সত্য কোচবিহারাধিপতি নৃপেন্দ্রনারায়ণ অমৃতধামে চিরজীবিত অমরাত্মা। কি উজ্জ্বল চিন্ময় জ্যোতিতে তিনি এখন জ্যোতিষ্মান। তখনও সে বাহ্য সৌন্দর্য্য ছিল, কিন্তু এখন যেন অনন্তগুণ জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছে, মাতৃভক্ত মাতৃক্রোড় সিংহাসনেই উজ্জ্বলরূপে শোভা পাইতেছেন। তাঁর হৃদয় মহাপ্রেমে ভরা—ভক্তপ্রেমে, সহধর্ম্মিণীর প্রেমে, সন্তানবাৎসল্যে, প্রজাবাৎসল্যে, গরীব, দুঃখী কাঙ্গালগণের সেবায় সদাই উন্মত্ত, দেশহিতব্রতে প্রাণ উৎসর্গ করিতেও অগ্রগামী, গৌরবে প্রেরিতে, স্বজাতি বিজাতিতে, ভারত ইংলণ্ডে মহামিলন সাধনেই চিররত। আত্মমর্য্যাদা এবং দীনতা কি মধুর ভাবে তাঁহার জীবনে সমন্বিত। পরিবারে, রাজ্যে, দেশে নববিধানের নিশান নিখাত করিতে কতই ব্যস্ত, অথচ আত্মগোপন করিতেই ক্রমাগত আকাঙ্ক্ষিত। ধন্য সে দেবাত্মা! রাখুন তাঁকে চিরসুখে মা ভক্তজননী। দিন তাঁকে আমাদের বুকে দিব্য চরিত্ররূপে, পারি যদি মিলিতে তাঁহার সঙ্গে সেই অমর কোচবিহারে "পরিণামে শান্তিতে"।

সংবাদ।

জন্মোৎসব—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর শুভ জন্মদিন। যাঁহার জন্মে এবং শুভপরিণয়ে নববিধানের অভ্যুদয়, নিশ্চয়ই বিধাতার বিশেষ আশীর্ব্বাদ তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছে। নবদেবালয়ে এই উপলক্ষে প্রার্থনা হয়, কোচবিহারের রাজ্য এবং রাজপরিবারের জন্যও শুভ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়।

১লা আশ্বিন শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমের সেবিকার জন্মদিন স্মরণে এই আশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রার্থনা করেন।

নবমী তিথিতে নববিধানপ্রেরিত ভক্ত ভাই অমৃতলালের

জন্মদিন উপলক্ষে প্রাতে নবদেবালয়ের উপাসনায় এবং সন্ধ্যায় তাঁহার কন্যাদিগের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং শ্রদ্ধেয় ভক্তের সহধর্ম্মিণী ও কন্যাদ্বয় প্রার্থনা করেন।

নবদুর্গোৎসব—এবার নবদেবালয়ে জাতীয় দুর্গোৎসবের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী উপলক্ষে নবদুর্গোৎসব গম্ভীরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের আত্মার সমাগমে— সকল অমরাত্মাগণের প্রত্যক্ষ সমাগমে নববিধানে যে ভূত ভাবিষ্যৎ নিত্য বর্ত্তমান এবং মহাদুর্গোৎসবে যে সকল ধর্ম্মের সকল সাধনার একত্র সমাবেশে স্বর্গ মর্ত্তের মহাসমন্বয়, তাহাই এই উৎসবে বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হয়। মার সকল স্বরূপ মূর্ত্তিমতী রূপ ধারিয়া এবং মা আদ্যাশক্তি ভক্ত-সিংহবাহিনীরূপে জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হইয়া পাপাসুরকে ভক্ত সিংহ দ্বারা ধৃত অধিকৃত করিয়া আপন পদানত করেন ও চির-নিধন করেন, তাহার পাপ প্রবৃত্তিরূপ ঢাল তরবাল হস্তে থাকিলেও তাহা আর সে চালাইতে পারে না একদৃষ্টিতে মাতৃমূর্ত্তি দর্শনেই আত্মাহুত হয়। ইহা জীবনে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রার্থনাদি হয়। জাতির সকল প্রকার কল্পনা-রূপ দুর্গতির চিরবিসর্জ্জনে জীবন্ত মার চিররাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং জগতের মহামিলন ও শান্তি স্থাপনের জন্যও আত্মনিবেদন হয়।

মঙ্গল পাড়াস্থ ও আচার্য্য পরিবারস্থ এবং মণ্ডলীস্থ কেহ কেহ এই কয় দিনই নবদেবালয়ে উপাসনা করেন।

শারদীয় উৎসব—১লা অক্টোবর, কমলকুটীরস্থ নব-দেবালয়ের রোয়াকে সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিয়া শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের প্রার্থনা হয় ও সংকীর্ত্তন দ্বারা শারদীয় উৎসব সম্পাদিত হয়।

বিজয়া—বিজয়া উপলক্ষে সন্ধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয় এবং এই দিন রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণ স্মরণেও বিশেষ প্রার্থনাদি হয়। ভগ্নী মাখন বালা বসু প্রার্থনা করেন।

বিশেষ উপাসনা—পরলোকগত মিঃ পি, সি, সেন মহাশয়ের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি সান্ত্বনা বিধানের জন্য একদিন ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভ্রাতা বেণীমাধব দাস এবং ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করিয়াছেন।

শুভবিবাহ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অমরনাথের সহিত ভাগলপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী বাণী দেবীর শুভ পরিণয় নবসংহিতা মতে ভাগলপুরে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ প্রেমসুন্দর বসু উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রচার যাত্রা—ভাই প্রমথলাল সেন, ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রিন্সিপাল কুমারী নির্ভরপ্রিয়া এবং কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচার যাত্রায় গমন করিয়াছেন।

ভাই অক্ষয়কুমার গিরিধির উৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়া গমন করিয়াছেন।

পারলৌকিক—বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর, ভাগলপুর গোলকুটীস্থ বাসভবনে, স্বর্গীয় সাধক হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের দৌহিত্রী ও সাবোর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসুর কনিষ্ঠ কন্যা 'অমিতার' পরলোক গমনে বিশেষ উপাসনা হয়, মাতুল শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু গভীর ভাবপূর্ণ উপাসনা করেন, বৃদ্ধা মাতামহী কাতর প্রার্থনা করেন, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু সময়োপযোগী কয়েকটী সঙ্গীত করেন।

শোকে কাতর পিতা মাতা দুইটী কন্যাকে দুই বৎসরের মধ্যে হারাইয়া অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দুইটী কন্যার স্মৃতি স্বরূপ দশ হাজার টাকা বিশ্বভারতীর হস্তে প্রদত্ত হইবে, তদ্দ্বারা তথাকার হাঁসপাতালের সাহায্য হইবে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত ২৯শে সেপ্টেম্বর স্বর্গীয় ভ্রাতা পি, সি, সেন মহাশয়ের কন্যাগণ পিতার স্বর্গগমনের চতুর্থ দিন স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে ভাই প্যারীমোহন উপাসনা করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পৌরহিত্য করেন। সে দিন নবদেবালয়ের প্রাতঃকালীন উপাসনায় পরও শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্রের পত্নী নবসংহিতার প্রার্থনা করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১৮ই সেপ্টেম্বর কোচবিহারের মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা ও পাঠাদি হয়। কোচবিহার রাজপরিবার ও রাজ্যের জন্যও এই উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন স্মরণে বাগনান ব্রাহ্মসমাজে প্রাতে বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ বসু উপাসনা এবং ভ্রাতা রসিকলাল পাঠাদি করেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর কবিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরলোকগমন দিন স্মরণে ভাইয়ের সমাধি পার্শ্বে প্রার্থনাদি হয়।

কুচবিহার সংবাদ—বিগত ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে ৮ ঘটিকার সময়, অফিসিয়েটিং ষ্টেট্ রেভিনিও অফিসার মহাশয়ের আহ্বানে, কেশবাশ্রমস্থিত সমাধিতীর্থে জনসাধারণকে লইয়া কুচবেহার রাজ্যের নবজীবনদাতা সর্ব্ববরেণ্য স্বর্গীয় মহারাজা কর্ণেল সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি,সি,আই,ই, সি, বি, মহোদয়ের ১৪শ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার সমাধি পার্শ্বে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। স্থানীয় উপাচার্য্য উপাসনা ও শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। মহারাজার এ,ডি,সি, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে" অতি গম্ভীর ভাবে এই সঙ্গীতটী করেন। প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ অনেকে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শান্তি বাচনের পূর্ব্বে সকলে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় মহারাজার মুক্ত আত্মার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার্পণ করেন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় জনসাধারণের আহ্বানে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের সভাপতিত্বে জেঙ্কিন্স স্কুলের হলে স্বর্গীয় মহারাজার স্মৃতিসভা হয়। জেঙ্কিন্স হাই স্কুলের জনৈক শিক্ষক একটী সঙ্গীত করিলে শ্রীনবীনচন্দ্র আইচ প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্যারম্ভ করেন। উকীল শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত, ষ্টেট কাউন্সিলের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সান্যাল, ভিক্টোরিয়া কলেজের জনৈক প্রফেসর শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ স্বর্গীয় মহারাজার গুণাবলি ও কীর্ত্তি সমূহের উল্লেখ করিয়া সাশ্রুনয়নে বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে ভিখারীদিগকে চাউলাদি বিতরণ হয়।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। | ১লা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ। 18th October, 1925. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে ঈশ্বর, তুমি যেমন নিত্য, তেমনি ভক্তির নিকট লীলাময়। জ্ঞানী যোগী তোমার নিত্যরূপ উপলব্ধি করিয়া যোগে তোমাতে নিমগ্ন হন। ভক্ত কিন্তু তোমার বিচিত্র লীলারূপ স্থানে কালে দর্শন করেন এবং বিচিত্ররূপে তোমার পূজা করিয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হন। বাস্তবিক তুমি আমাদিগকে এই সংসারে আনিয়া বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া যে আমাদিগের জীবন গঠন করিতেছ, আমরা কি তাহা অস্বীকার করিতে পারি? তাই তুমি সেই এক নিত্য হইলেও আমাদিগের জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় তোমার বিচিত্ররূপ দেখাইয়া আমাদিগের ভক্তিভাব উদ্দীপন কর। এই যে এই সময়ে তোমার পৌরাণিক ভক্তগণ কখনও দুর্গা, কখনও লক্ষ্মী, কখনও কালী, কখনও কার্ত্তিক, কখনও সরস্বতীরূপে পূজা করিয়া থাকেন, ইহার মধ্যে যাহা কল্পনা, যাহা জড়ীয়, তাহা আমরা গ্রহণ করি না সত্য, কিন্তু তুমি জীবন্ত মা লীলাময়ী হইয়া আমাদিগের আত্মার কল্যাণের জন্য যে এক এক দিন এক এক বিশেষ চিন্ময়রূপে প্রকাশিত হও এবং সেই সেই ভাবে আমাদিগের জীবনে ভক্তি উচ্ছ্বসিত করিয়া প্রাণের পূজা গ্রহণ কর, তাহা তো আমরা কখনই অবিশ্বাস করিতে পারি না। যখন আমরা দুঃখে দুর্গতিতে আক্রান্ত ও প্রপীড়িত হই, তখনই দেখি—তুমি মা চিন্ময়ী দুর্গা হইয়া আমাদের মনের দুর্গতি অসুর বিনাশ কর; যখনই আমরা গৃহ সংসারের নানা অবস্থায় পড়িয়া নিরাশ্রয় হই, তখনই এই যে তুমি মা লক্ষ্মী হইয়া আমাদের সংসারের যাবতীয় অভাব মোচন কর; যখনই আমরা কাল ভয়ে ভীত হই, তখনই তুমি মা কালী কালভয়-নিবারণী হইয়া আমাদের ভয় নিবারণ কর, বিপদ শোক আঁধারে হৃদয়ে নৃত্য কর, বিপদ শোকাগ্নি নির্ব্বাণ কর। এইরূপে নিয়ত নব নব রূপ ধরিয়াই তুমি যে আমাদের নিকট প্রকাশিত হও ও আমাদের জীবনকে নব নব ভক্তি সাধনে অগ্রসর কর, ইহাই যেন বিশ্বাস করি। তুমি যখন যে রূপ ধরিয়া আমাদের জীবনে লীলা বিহার কর, তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করিয়া যেন তোমার পূজা করি ও নবজীবনের পথে অগ্রসর হই, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

প্রার্থনাসার।

হে জগতের মাতা, পুরাণ বলে, ব্রহ্ম যিনি তিনিই ভক্তহৃদয়ে অবতরণ করিয়া থাকেন। হে দয়াময়, যুগে যুগে ভক্তাবতার হইয়া, পৃথিবীতে সুপথ দেখাইয়া, দেব ভাবে কখন, দেবী ভাবে কখন, তোমার প্রেম পুণ্য প্রকাশ করিয়া জীব উদ্ধার কর। আবার কখন কখন

সাক্ষাৎ মহাদেবী মহাদেব যখন আসেন, তখন জীবের বড় আহ্লাদ হয়। নিরাকারা মহাদেবী এয়েছ কি তুমি পাপীর বাড়ীতে? আমি যেন ঠিক পৌত্তলিকদের মত উৎসাহের সহিত তোমাকে পূজা করি। আমার মা যথার্থ মা। আমরা যেন এই সুখদ শারদীয় উৎসবে তোমাকে মা বলিয়া পূজা করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হই।—"নিত্য ব্রহ্মের পূজা"।

—

হে দীন দয়াল, ধর্ম্মরাজ্যের রাজাধিরাজ, ঈশ্বর আছেন, তিনি তো চিরকাল সমান, কিন্তু প্রাপ্ত ঈশ্বর তিনি কি সমান? তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক আপত্তি নাই, যদি না থাক আপত্তি আছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি সমান থাক, আমার দ্বারা লব্ধ হরি যদি চিরকাল সমান থাক, তবে আমার মরা ভাল। আমি মানি নূতন নূতন পরিবর্ত্তন। রোজ নূতন ঈশ্বর, হরির লীলা না হলে হরিকে ভাল লাগে না। আমার হরিতে অরুচি হয় না। এই সৌভাগ্য একতারায় অরুচি হয় না। কেন না একটা তার বটে, কিন্তু আমি ওর ভিতর থেকে, মহাদেব, দুর্গা, শ্রীমতী কালী সকলকে বাহির করি। নাথ, তুমি চিরকাল ভক্তরাজ্যে এই রকম বিচিত্রতা প্রকাশ করিও। একটা প্রকাণ্ড সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী অদ্বিতীয় দেবতা রোজ মুখে বলে গেলাম, তাতে তো হবে না, নববিধানের ঠাকুর যে নবীন। কত রূপ তোমার! এক মা, কোটী কোটী রূপ তোমার! দয়াময়ী, আমাকে যদি বাঁচাতে চাও, তোমায় রোজ নূতন হতে হবে। নূতন নূতন প্রার্থনা করিব, নূতন উৎসব করিব, ভ্রাতৃপ্রেম নূতন করিব, ভাব নূতন করিব।—"নিত্য নূতন হরি"।

—•—

লক্ষ্মী শ্রী।

শ্রীঈশা বলিলেন, "সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর। আর যাহা কিছু সকলই পাইবে। কি খাইব, কি পরিব বলিয়া ভাবিও না।"

হিন্দু ভক্তগণও বুঝি এই জন্য দুর্গোৎসবের পরই লক্ষ্মীশ্রীর পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন?

দুর্গোৎসব আদ্যাশক্তি ভগবতীর পূজা। সত্য-স্বরূপিণী মহাশক্তি-রূপিণীর পূজা সর্ব্বাগ্রে। যে ভক্ত যথার্থ ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করেন, ভক্তজননী কখনই [illegible] পূজার দালানে একা আবির্ভূতা হন না। তিনি তাঁহার সকল স্বরূপ বিভূতি লইয়া ভক্তগৃহে প্রকাশিত হন।

তাই তাঁহার প্রেম—লক্ষ্মীরূপে, তাঁহার জ্ঞান—সরস্বতীরূপে, তাঁহার পুণ্য—কার্ত্তিকরূপে, তাঁহার শান্তি বা সিদ্ধি—গণেশরূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তকে মহাসিংহবলে, ধর্ম্মবিশ্বাসবলে, বলীয়ান্ করেন ও পাপ অসুর, আমিত্ব-অসুর নিধনে সক্ষম করেন। তখন ভক্ত অনায়াসেই "দূর হ সয়তান, পশ্চাৎ গমন কর" এই বলিয়া হুঙ্কাররবে আপন আমিত্ব-পাপকে দমন করেন, সংসার আসক্তিকে জয় করেন। কি খাইব, কি পরিব ইহা আর তাঁহার ভাবিতে হয় না, অর্থাৎ তাঁহার শারীরিক বা বৈষয়িক কোন অভাবই অনুভব করিতে হয় না। তিনি মাতৃক্রোড়স্থ সন্তানের ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করেন। কেন না তাঁহার মাই যে নিজ স্নেহগুণে তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন অযাচিতরূপে দান করেন।

এই মাতৃস্নেহেরই প্রতিমা লক্ষ্মীশ্রী। আদ্যাশক্তি জগৎপ্রসবিনী শক্তি। তিনি সন্তান প্রসব করেন, জগৎ সৃজন করেন। কিন্তু কেবলই তিনি কি সন্তান প্রসব করিয়া, জগৎ সৃজন করিয়াই ক্ষান্ত হন? তাহা নয়। তিনি যেমন সৃজন করেন, তেমনি তিনি পালন করিতেও ব্যস্ত।

তাই যদি আদ্যাশক্তিকে মা বলিয়া, জগৎপ্রসবিনী বলিয়া বিশ্বাস করি, তখনই আপনার পালনকারিণী শক্তি অর্থাৎ লক্ষ্মীশ্রী-মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া, তিনি সন্তান প্রতিপালনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা দান করেন। তিনি আপনি আপন প্রেমে উদ্বেলিত হইয়া সন্তান পালন করিতে ব্যস্ত হন।

বাস্তবিক, মা যে এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রেমেরই বিকাশ। জগতের যাহা কিছু সকলই মার প্রেম হইতে উদ্ভূত, ধনধান্যভরা এই বসুন্ধরা মার লক্ষ্মীশ্রীরই প্রকাশ, ইহা বিশ্বাস করিলে আর আমাদের কিছু চাহিতে হইবে কেন?

যেমন নারী সন্তান প্রসব করিলে, সন্তান পালনের জন্য তাঁহার মাতৃস্তন স্বভাবতঃ দুগ্ধে পূর্ণ হয়, তেমনি মা জগৎ-প্রসবিনী আপন স্নেহে লক্ষ্মীশ্রী হইয়া জগৎ পালনে নিরত। তাই এই লক্ষ্মীশ্রী মা দুর্গারই প্রেমমূর্ত্তি। এইজন্য ধন-ধান্য, গৃহ-সংসার যাহা কিছু সকলই মা লক্ষ্মীর প্রদত্ত, মা লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টিতে হয়, ইহাই ভক্ত যখন বিশ্বাস করেন, তখন লক্ষ্মীশ্রীর পূজা করেন, লক্ষ্মীশ্রীর পী[illegible]বিক্ষেপে চিহ্ন

ঘরে ঘরে অঙ্কিত দর্শন করেন ; ধনে, ধান্যে, অন্নে, বস্ত্রে, ভোজনে, বাক্সে, গৃহের যাবতীয় পদার্থে মা লক্ষ্মীর পদচিহ্ন উপলব্ধি করিয়া, তাহা সকলই তাঁহারই বলিয়া উপভোগ করেন।

সত্যই আমরা ব্রহ্মের কৃপাতেই এই দেহপুরবাসে সংসারে আসিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। তাঁহার কৃপাতেই এই সমুদয় পূর্ণ, ইহা দর্শনই যথার্থ লক্ষ্মীশ্রীর পূজা। তিনি শ্রী অর্থাৎ সুন্দরী, বাস্তবিক এই সংসার ব্রহ্মময় বিশ্বাস করিলেই ইহা আমাদিগের নিকট সৌন্দর্য্যে পূর্ণ বোধ হয়। কেন না তিনি যে আমাদের পূর্ণ মা, পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য তিনি ভিন্ন আর কে? তাই কি পূর্ণিমায় পূর্ণ মা লক্ষ্মীর পূজার বিশেষ দিন মনে করিয়া হিন্দু লক্ষ্মী পূজা করেন? মা লক্ষ্মীর কৃপায় যেন সকল দিনই আমাদিগের পূর্ণমা লক্ষ্মীপূজার দিন হয়। আমরা কেবল মাতৃপূজা করি, আর যাহা চাই সকলই পাই।

ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান।

ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের প্রসারণ কি না ইহা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কাহারও কাহারও মনে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা হিন্দু সমাজেরই প্রসারিত ভাব। কেহ কেহ তাহা অস্বীকার করিতেছেন।

এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কে কিভাবে আপন আপন মত পোষণ করিতেছেন আমরা ঠিক জানি না। আমাদের মনে হয়, দুই পক্ষেরই ভাব হয় ত ঠিক পরিষ্কার করিয়া তাঁহারা আপনারাই বলিতে বা বুঝিতে পারিতেছেন না।

যাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা তো বরাবরই ব্রাহ্মসমাজ যে সংস্কৃত হিন্দুসমাজ, ইহাই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, পৌত্তলিকতাদি দ্বারা যে হিন্দুসমাজ কলুষিত হইয়াছিল, তাহাকে সংস্কৃত করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাজেই ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজেরই প্রসারণ ইহা তাঁহারা কেন না বলিবেন?

বাস্তবিক "ব্রাহ্মসমাজ" বলিতে যে "সমাজ" অভিহিত, তাহা যে হিন্দুসমাজ হইতে প্রসারিত বা অভিব্যক্ত ইহা অবশ্যই সত্যের অনুরোধে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কেন না এই সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠান যাঁহার দ্বারা হয়, তিনি হিন্দুসমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্যেই হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া হিন্দুর উপাস্য যে এক ঈশ্বর, ইহা শাস্ত্রানুসারে প্রমাণ করিতে ও প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি তাহা করিতে গিয়া যদিও একেশ্বরবাদের সার্ব্বজনীনতা উপলব্ধি করেন ও নিজ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভায় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীকেই নিজ নিজ ধর্ম্মমত সত্ত্বেও একেশ্বরের আরাধনার জন্য একত্র হইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু সে কেবল মতে একেশ্বরবাদ আলোচনা করিবার জন্যই ব্যবস্থা করেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ একেশ্বরবাদী হিন্দু হন, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

তাহার পর আমাদিগের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও বেদ অপেক্ষা বেদান্তের উপরই অধিক নির্ভর করেন এবং তাহাতেই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একটী সমাজ গঠন করিয়া তাহারই নাম "ব্রাহ্মসমাজ" রাখিলেন। এ "ব্রাহ্মসমাজ" হিন্দুসমাজেরই সংস্কৃত সংস্করণ। এবং বাস্তবিক ইহা হিন্দুসমাজেরই প্রসারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পরে শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের "আমলে" আসিয়া কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সে সংস্করণ রহিল না। এই জন্য এই মধ্য অবস্থায় যাহা "ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত হয় এবং যাহা দ্বিধা হইয়া ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নাম ধারণ করে তাহা একটা ভাঙ্গা চোরা গঠন পেটনের অবস্থা মাত্র। হিন্দুসমাজের সহিত খৃষ্ট ও মুসলমান সমাজের ধর্ম্মসংঘর্ষণ ও সম্মিলনের যে অবস্থা সে তাহাই। ইহা সার্ব্বজনীন সমাজ গঠনের জন্য বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা। এই অবস্থা তাহারই আন্দোলনের অবস্থা।

কিন্তু ক্রমে আর ব্রাহ্মসমাজ সে পূর্ব্বকার "ব্রাহ্মসমাজ" থাকিতে পারিল না। তাই নববিধানের অভ্যুদয়ে যাহা হইল, তাহা আর "ব্রাহ্মসমাজ" নামে নামাঙ্কিত হইলে ঠিক সত্য নির্দ্ধারণ হয় না, এইজন্য ইহাকে "নববিধান" নাম দিতে হইল। "সমাজ" দ্বারা "নববিধান" আবদ্ধ হইতে পারে না বলিয়াই "ব্রাহ্মসমাজ"কে ছাড়াইয়া নববিধানকে উত্থান করিতে হইল।

তাই এ সম্বন্ধে নববিধানাচার্য্য অতি পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "দুই জন ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু,......একজন এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর একজন অনেক বৎসর এই ব্রাহ্মসমাজ পরিপোষণ করিয়াছেন। এই দুই

জনের সাহায্যে হিন্দুসমাজ হিন্দু থাকিয়া যত দূর উন্নত হইতে পারে উন্নত হইয়াছে। এই দুই জন আপন আপন হৃদিস্থিত ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানুরাগবলে হিন্দু-সমাজকে অনেক দূর উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া অবশেষে এতদূর উচ্চ স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন যে, সে স্থানে হিন্দুসমাজ আর কেবল হিন্দুসমাজ থাকিতে পারিল না। ······সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজের স্বার্থপরতার বন্ধন খসিয়া পড়িল।······তখন ঝনাৎ করিয়া হিন্দুস্থানের দ্বার উন্মুক্ত হইল। চীনদেশ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত দেশ ও যত জাতি আছে সমুদয় হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিল!······গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান, সড়াৎ করিয়া এখন সেই নিশান ভূতলে পড়িয়া গেল। হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল······যেখানে কেবল বেদ বেদান্তের আদর ছিল, সেখানে বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র আসিল। যাহার বাসগৃহ সমস্ত পৃথিবী, তিনি কিরূপে হিন্দুর একটি ছোট ঘরে আবদ্ধ থাকিবেন? নববিধান কেবল হিন্দু-দিগের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত নহেন, ইনি পৃথিবীর সমুদয় জাতির সঙ্গে বন্ধুতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন।······যদিও নববিধান হিন্দুস্থানের গর্ব্ভে জাত, তথাপি ইহার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে।"

এই জন্য যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের প্রসারণ বলিতেছেন তাঁহারা যদি আদি ব্রাহ্মসমাজকে "ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত ভাবিয়া তাহা হিন্দুসমাজের প্রসারণ বলেন, তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ব্রাহ্মসমাজের নব-অভিব্যক্তিকেও ব্রাহ্মসমাজ বলিতে চান, অথচ ইহাকে নববিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহসী নহেন ইহা তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক ভাব ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না।

আমরা নিঃসঙ্কুচিত ভাবে বলিব, "ব্রাহ্মসমাজ" হিন্দুসমাজেরই প্রসারণ; কিন্তু নববিধান তাহা নহে। নববিধান সার্ব্বজনীন বিধান। হিন্দুসমাজ, মুসলমান সমাজ, খৃষ্টসমাজ, বৌদ্ধসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ সকল সমাজের সম্প্রসারণে এবং সম্মিলনে ইহা অভিব্যক্ত। আমরা এই সার্ব্বভৌমিক বিশ্বজনীন সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা কেমন করিয়া কোন একটী বিশেষ সাম্প্রদায়িক সমাজভুক্ত হইব?

—৹—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের শিক্ষা ও সাধন।

বেদ বেদান্ত আমাদিগকে ব্রহ্মের সত্তা ও স্বরূপ জ্ঞানযোগে উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দেন। পুরাণ প্রধানতঃ সেই সত্তা ও স্বরূপকে ভক্তি ও ভাবযোগে মূর্ত্তিমান ব্যক্তিরূপে দর্শন করিতে ও পূজা করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। নববিধান যেমন ব্রহ্মের সেই নিরাকার সত্তা ও স্বরূপ ব্যক্তিরূপে দর্শন ও পূজা করিতে বলেন, তেমনই সেই সত্তা ও স্বরূপ ব্যক্তিরূপে যাহা ভক্তে মূর্ত্তিমান তাহাও প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিয়া সেই ব্যক্তিত্ব জীবনে মূর্ত্তি-মান হইতে শিক্ষা দান করেন ও ব্রহ্মকৃপাবলে তাহা সমাধান করাইয়া ধন্য করেন।

—

প্রত্যক্ষ দর্শন।

ব্রহ্মকে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রবণ দ্বারা জীবন যাপন করাই নববিধানের বিশেষত্ব। অপ্রত্যক্ষ ভাবে শাস্ত্রে পড়িয়া, ভক্তমুখে শুনিয়া কিম্বা আত্ম বুদ্ধি বিচারে ধর্ম্ম গ্রহণ বা পালন করা প্রাচীন বিধানের ধর্ম্ম, কিন্তু নববিধানে তাহার স্থান নাই। প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার ও দল সমযোগী ভাবে প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বরকে দর্শন শ্রবণ করিয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য্য সাধন করিবেন এবং প্রতি পাদবিক্ষেপে তাহাই উপলব্ধি করিয়া সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা হইলেই নববিধান-সঙ্গত জীবন লাভ হইবে। শাস্ত্রে, ভক্তে বা আত্মজ্ঞানেও ব্রহ্মের অব-তারণা প্রত্যক্ষ অনুভূত না হইলে তাঁহাদের দ্বারা নববিধানের প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রবণ সম্ভূত জীবন কেমনে হইবে।

—

দুর্গোৎসবের শিক্ষা।

ব্রহ্মের নিরাকার লীলা শক্তির প্রতিকৃতি আদ্যাশক্তি ভগবতী শ্রীদুর্গারূপে পৌরাণিক ভক্ত কল্পনা করিয়াছেন। কল্পনা যাহা তাহা কল্পনা, মূর্ত্তি যাহা তাহা জড়, ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়া, তাহার ভিতর সত্য যাহা জ্ঞানযোগে আমরা কেন না গ্রহণ করিব?

ব্রহ্মকে আমরা যেমন বিভিন্ন স্বরূপে বিশ্লেষণ করিয়া আরা-ধনায় উপলব্ধি করি, পৌরাণিক ভক্ত তেমনি মূর্ত্তিতে তাহা কল্পনা বা জড় মূর্ত্তিতে গঠন করিলেন, কিন্তু শক্তিকে এবং স্বরূপকে ব্যক্তিরূপে মূর্ত্তিমতী উপলব্ধি না করিলে তো যথার্থ আরাধনা হয় না। তাই দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশাদি দেব দেবী মূর্ত্তি যাহা কল্পিত, তাহা কল্পিত ও জড় বলিয়া আমরা গ্রহণ করি না সত্য, কিন্তু আদ্যাশক্তির স্বরূপ জ্ঞানযোগে, চিন্ময়ী জীবন্ত ব্যক্তিরূপে আমাদিগকে উপলব্ধি করিতেই হইবে। নতুবা আমাদের পূজা আরাধনাও বৃথা বাক্য কথন বা সুবুদ্ধি কল্পনা মাত্র হইবে।

আদ্যাশক্তির পূজায় যেমন স্বর্গস্থ স্বীয়াত্মা দেব দেবীগণের

সমাবেশ চালচিত্রে, তেমনি ভক্তাত্মা কেশরীরূপে এবং সকল পাপ প্রবৃত্তি এক অসুর মূর্ত্তিতে কল্পনায় অঙ্কিত হইয়াছে। ব্রহ্মকে আদ্যাশক্তি ভাবে পূজা করিতে একাধারে স্বর্গ মর্ত্তের বিকাশ এই দুর্গা প্রতিমায় প্রতিফলিত। এ কল্পনার মূর্ত্তি আমরা মনেও অঙ্কিত করিব না সত্য, কিন্তু এইরূপ অখণ্ড জীবন্ত ব্যক্তিগত ভাবে মা মহাদেবী সত্ত্বরূপে সপরিবারে সমগ্র বিশ্বসংসার লইয়া ভক্তাত্মার্কে আপন মহাবল সঞ্চার করিয়া সর্ব্ব পাপাসুর নিধন করিতে সক্ষম করিতেছেন ইহা জীবনে উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করিব, এই বাহ্য দুর্গোৎসব হইতে সত্য সত্য যেন ইহাই আমরা শিক্ষা করি।

মুসলমানধর্ম্ম-শিক্ষা।

মুসলমান ধর্ম্মের সাধারণ তত্ত্ব কি অনেকে জানেন না, তাই আমরা এখানে "নমাজশিক্ষা" নামক পুস্তক হইতে সংক্ষেপে তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম :—

খোদাতায়ালা এক ও হজরত মোহম্মদ মোস্তাফা (দঃ) তাঁহার সত্যপ্রেরিত পয়গম্বর বা মহাপুরুষ, ইহাই ইসলামের মূলভিত্তি এবং খোদাতায়ালাকে কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে হইবে, ইহা ইসলামের সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় বিষয়।

খোদাতায়ালা এই বিশ্বজগতের কর্ত্তা, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি কাহারও প্রার্থী নন, তাঁহার কেহ পিতা নাই কিম্বা তিনি কাহারও পিতা নহেন। তিনি নিরাকার, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। আহার ও নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করে না, কোন কার্য্য করিতে হইলে তাঁহাকে কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। পৃথিবী, আকাশ, নক্ষত্র ইত্যাদি 'কুন্' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে।

তিনি হজরত আদম আলায়হেচ্ছালামকে মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার দেহে 'রুহ' প্রবেশ করাইয়া এই পৃথিবীতে মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন। খোদাতায়ালা পর্ব্বত, বৃক্ষ বা মূর্ত্তি প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের ধারণায় আসে, তাহা কিছুই নহেন এবং তিনি আমাদের জ্ঞানের অতীত। তিনি যে কি, তাহা মানবের বুদ্ধির অগম্য, খোদাতায়ালার গুণ ব্যতীত তাঁহাকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহার ৯৯টী নাম কেবল গুণবাচক। আমরা তাঁহার কৃপায় জীবিত আছি, তাঁহারই অনুগ্রহে আহার বিহারাদি করিতেছি। অতএব সেই দয়াময় খোদাতায়ালার আদেশ প্রতিপালন করা আমাদের যে কতদূর কর্ত্তব্য, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা যায় না। সেই দয়াময়ের ইচ্ছা যে, আমরা তাঁহার উপাসনা করিয়া ইহ ও পরকালে ফল লাভ করি। তজ্জন্য তিনি দয়া করিয়া আমাদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রিয় বন্ধু হজরত মহম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহ আলায়হেচ্ছালামকে এ জগতে প্রেরণ করেন।

হজরত মহম্মদ (দঃ) আরব মরুভূমির পবিত্র মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সদালাপ ও মিষ্ট ভাষায় পাষণ্ড আরবদিগের অন্তঃকরণ বিগলিত হইয়াছিল। যখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর, তখন পৌত্তলিক আরবগণ তাঁহার ন্যায়পরতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "আমিন" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন ৪০ বৎসর, তখন খোদাতায়ালা নিজের আদেশ সমূহ হজরত জিবরিল ফেরেস্তা দ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি আরবদিগকে একত্ববাদী হইবার জন্য উপদেশ দিয়া তাঁহাদের কঠোর অন্তর হইতে পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ করেন।

খোদাতায়ালার যে সকল আদেশ হজরত জিবরিল হজরত মহম্মদ সাহেবের নিকট লইয়া আসিতেন, তাহাই "কোরাণ শরিফ"। সেই পবিত্র কোরাণ শরিফের মধুমাখা বাক্যে আরবগণ মুগ্ধ হইয়া দলে দলে একত্ববাদ ধর্ম্মে অর্থাৎ "ইসলাম ধর্ম্মে" দীক্ষিত হইয়াছিল। পরিশেষে তাহারা তাঁহার এরূপ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাৎপদ হইত না। পয়গম্বর সাহেবের বাক্যে বা উপদেশগুলিকে "হাদিস" বলা হয়। সেই পবিত্র হাদিস মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য। পবিত্র হাদিস ও কোরাণ শরিফের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, তজ্জন্য যাঁহারা পয়গম্বর সাহেব বা সাহাবাদিগের নিকট হইতে উহার প্রকৃত অর্থ জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্যে ও মীমাংসায় বিশ্বাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। পবিত্র কোরাণ শরিফের আদেশ ও হাদিস অনুসারে যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহারাই প্রকৃত মুসলমান। তাহাই তাঁহারা পরকালের মুক্তির এক মাত্র উপায় বিশ্বাস করেন। পয়গম্বর ব্যতীত যাহারা কেবল খোদাতায়ালাকে মান্য করে, তাঁহারা মুসলমান নহে।

নিম্নলিখিত কার্য্য করিলে খোদাতায়ালার ও পয়গম্বর সাহেবের প্রিয় হওয়া যায়:—

১। যে নীতিশাস্ত্র হজরত মহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলায়হেচ্ছালাম আল্লাহতায়ালা হইতে প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে প্রচার করেন, তাহাকে ইসলাম নীতি, বা শরীয়তে মোহম্মদী কহে।

২। খোদাতায়ালা ও পয়গম্বর সাহেবকে অন্তরের সহিত মান্য করা এবং পয়গম্বর সাহেবের আদেশ মত কার্য্য করা মুক্তির পথ।

পয়গম্বর সাহেব আদেশ মত এরূপ ভাবে খোদাতায়ালার উপাসনা করিতে হইবে যে, আমরা যেন তাঁহাকে অন্তর-চক্ষে দেখিতেছি, কিম্বা এরূপ বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক যে, তিনি আমাদিগকে দেখিতেছেন।

৩। যে ব্যক্তি ইসলামের মূল ভিত্তির বিষয়গুলির মধ্যে কোনটীকে বিশ্বাস করে না, তাহাকে "কাফের" বলে।

৪। যে ব্যক্তি ইসলামের মূল ভক্তির বিষয়গুলি মুখে স্বীকার করে, আর অন্তরে অবিশ্বাস করে, তাহাকে "মোনাফেক" বলে।

৫। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহাকে তাঁহার অস্তিত্ব বা গুণের সহিত সমকক্ষ বিবেচনা করে, তাহাকে "মোশরেক" বলে।

৬। শেরেক দুই প্রকার—(ক) শেরেক-বেল-এতেকাদ অর্থাৎ আল্লাতায়ালার পূর্ণ গুণ ও ক্ষমতা অন্যের মধ্যে থাকা বিশ্বাস করা বা বিশ্বাস করিয়া হাজত মানন করা ইত্যাদি। (খ) শেরেক-বেল-এবাদ অর্থাৎ আল্লাতায়ালার ন্যায় অন্যের গুণ গান বা স্তুতি করা।

—•—

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

হে নববিধানের রাজা, আমার যদি বিচার হয়, আমি বলিতে পারিব না এ সমুদয় আমারই, আমি বলিব, বলিতে পারিব, এ সমুদয় ইঁহাদেরই। আমি বলিব, বলিতে পারিব, জীবনান্তেও বলিব। ইঁহারা বলিতে পারিবেন, ইঁহারা স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভাবে চলিয়াছেন, ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, দুই এক বিষয়ে মত লইয়াছেন, কিন্তু স্বাধীন ভাবেই সব করিয়াছেন, সেইজন্য এত অমিল, মতভেদ।

আমি ঠিক বলিতেছি, এ সকলে আমার হাত অল্প আছে। একজনের সন্তানে যেমন স্বভাব, শিক্ষা, প্রকৃতি তাহার অনুরূপ হয়, ভ্রষ্ট যে পুত্র তাতে তেমন হয় না।

এক বিধি, এক আদর্শ গ্রহণ করে না বলিয়া অনেক বিবাদ বৈলক্ষণ্য। দশ জন কারিকরে এই নববিধানকে গড়িয়াছে, খুব ভক্তি, কম ভক্তি, খুব জ্ঞান, কম জ্ঞান, খুব উপাসনা, কম উপাসনা, হরি দর্শন, অস্পষ্ট দর্শন, পরের মুখে শুনে দর্শন এই সমুদয় একটা দড়ি দিয়া বাঁধিলে যা হয় তাই নববিধান হয়েছে।

ক্রমাগত যার মনে যে ছাঁচ আছে, সেই রকম সে করিতেছে। কি গড়্ছে? একটা কিম্ভূত কিমাকার জীব।

দয়াময় কি হইল? আমার জিনিষ বলে আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না, যদি পূর্ণ আদর্শটা পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারিতাম তবুও অনেকটা সুখী হইতাম, তা না হয়ে আমি একটা ছবি আঁকিলাম, একজন এসে বলিলেন, ওখানটা আরও কালো হবে, এই বলে আল্কাৎরা মাখিয়ে দিলেন; আর একজন এখানটা এ রকম হবে না বলে বদ্‌লে দিলেন, দিয়ে বল্লেন, এই আমাদের নববিধান। তাঁরা আমাদের নববিধান বলুন, নববিধানের ছবি এঁকে তার নীচে সই দিন, আমি কিন্তু প্রাণান্তে সই দিব না।

গোড়ার নক্সা যে আমার, তাতে কেন অন্য রং মিশাইলেন? আমার আদর্শ বদ্‌লে দিলেন কেন? গরীবের আদর্শটা পৃথিবীতে রহিল না যে, গোড়াটা ঠিক থাকা চাই যে।

পাঁচ কাজের ভিতর গোলমাল করে আমি চল্‌তে ভবে আসি নাই, কাপড় রিপু করিতে, তালি দিতে আমি আসি নাই। আমি যে একখানা নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছি, তবে কেন পাঁচ জনে আমার কাজের সঙ্গে গোলমাল করিলেন? পাঁচ রকম মত মিশাইলেন?

পরমেশ্বর, পবিত্রাত্মা-সম্ভূত, একভাবজাত সুজাত সুকুমার নববিধানকে এনে দাও। তোমার সত্য বজায় থাকিবে, পৃথিবী জানিবে যথার্থ বিধান কি। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন মিশ্রিত ধর্ম্ম গ্রহণ না করি, কিন্তু তোমার খাঁটি অমিশ্রিত নববিধান গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।—"অমিশ্র বিধান গ্রহণ"।

—•—

শান্তি।

জড়কে জড়ায়ে আছি জড় হয়ে,
ছোট যাহা তাই আছি আঁকড়িয়ে,
তাই ছোট নিয়ে তৃপ্ত এ ধরায়,
ছোটটুকু গেলে করি হায়! হায়!
অনাদি কালের তুমি যে আমার,
তোমাতেই আছে প্রেম-পরিবার,
যারা গেছে চলে, যারা আসিতেছে,
তোমার ও বুকে সবাই রয়েছে।
অণু পরমাণু কোটী গ্রহ তারা,
নহে তো তোমাতে কেহ কভু হারা,
শুধু কি আমার সে হারাণ ধনে,
হারা হব আমি তোমার ভবনে?
যাদেরে রেখেছ, নিয়ে গেলে যারে,
সবে মিলে আছি তব পরিবারে,
সঁপিলে সবাকে তোমার ও পায়,
পাইব সবাকে তব মহিমায়।

শ্রীজগন্মোহন দাস।

—

শ্রীকেশব-কাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকেশব-জীবন প্রার্থনা প্রত্যাদেশের বিচিত্র লীলা-নিকেতন। ইহাদের মিলনে কি যে অলৌকিক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতে পারে এই ভক্ত চরিত্র তাহার জীবন্ত সাক্ষী। ঐ শুন তিনি নিজে কি বলিতেছেন!—

"আমার জীবন-বেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্ম্ম-সমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্ম-জীবনের সেই উষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর,' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। * * কে প্রার্থনা করিতে বলিল তাহা কোন লোককে জিজ্ঞাসা

করিলাম না। * * প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায়, এই জানিতাম। * * আমাকে ঈশ্বর বলিতেন, তোর বইও নাই, কিছুই নাই, 'তুই কেবল প্রার্থনাই কর্'। প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্যও প্রতীক্ষা করিতাম। * * প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা তাহা।"—(জীবনবেদ)।

বিশ্বাস-সম্ভবা প্রার্থনার আবির্ভাবেই কেশব-জীবনে দর্শন-শ্রবণ যোগে ব্রহ্মসহবাস আরম্ভ। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত প্রাণে বলিতেছেন ;—

"The God of Faith is the Sublime I AM...... As outwardly in all objects, so inwardly in the recesses of the heart Faith beholdeth the Living God."—True Faith.

এখানেই আরাধনার কুহক-মন্ত্রে "সত্য-শিব-সুন্দরের" অসীম স্বরূপ-রাজ্য বিশ্বাসাত্মার সম্মুখে খুলিয়া গেল। অনন্ত জীবনের আধার এই অমৃত-লোক তাঁহার বিকাশ-ভূমি এবং সর্ব্বময় সচ্চিদ্ঘন ব্রহ্ম-প্রকাশ পরিপোষণী শক্তি। ঐ যে তাই শ্রীকেশব চন্দ্র বলিতেছেন ;—

Thus within and without Faith liveth always in the midst of blazing fire, the fire of God's presence."—True Faith.

আত্মিক বিকাশের মূলে ব্রহ্মপ্রকাশ। ক্রমোন্মেষের বিধানে ব্রহ্মের প্রকাশও অনন্ত এবং ব্রহ্ম-সন্তানের বিকাশও অনন্ত; একের অনন্ত প্রকাশেই অন্যের অনন্ত বিকাশ।

"Faith is perpetual progress heavenward."—True Faith.

বিশ্বাসাত্মা পুরুষের অনন্তগামী অমর জীবনের আর কোন অর্থ নাই। পূর্ণতার দিকেই তিনি যাইতেছেন, ক্রমাগত চলিতেছেন।

এই ভাবে চলিতে চলিতে তিনি এক সার্ব্বভৌমিক মহা প্রেমের মহাসাগর-সঙ্গমে আসিয়া পড়িলেন। বিশ্বাসের ইহাই নিয়তি।

"The maturity of Faith is Love, for love completeth the union which Faith beginneth."—True Faith.

এখানে সমস্তই একে একাকার। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মকে মধ্যবিন্দু করিয়া নিখিল মানবমণ্ডলী অখণ্ডাকারে তাঁহাতে চির সংযুক্ত। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সঙ্গে এক অদ্বিতীয় মনুষ্যের এক-প্রাণতা। বিশ্বাসাত্মা পুরুষ এই একাত্মতার ভিতরে আপনাকে ডুবাইয়া একবার বলিলেন, "আমি এবং ঈশ্বর এক" আবার বলিলেন, "আমি এবং মনুষ্য জাতি এক।" তিনি বিশ্বকে বুকে করিয়া অনন্ত ব্রহ্মপ্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং ভূমানন্দে চিরতরে বিলীন হইলেন।

এই তো মহাযোগের মহাসমাধি। "অনন্ত বিশাল বক্ষ চিদানন্দ-সাগরে, সমাধি-মগন, যোগী তপোধন সদানন্দে বিহরে!"

ওগো ব্রহ্মানন্দ দেব! তুমি এখন কোথায়? কোন উত্তর নাই, মহাযোগী নিশ্চল নিস্তব্ধ! যদি জানিতে চাও, তবে সর্ব্বগামী ও ত্রিকালজ্ঞ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি অনাদি অনন্ত কারণকার্য্যের প্রকাশ মূর্ত্তি। মানব-প্রকৃতির মূলে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করিতেছেন। তিনি নবযুগে কেশবাত্মাকে অধিকার করিয়া মূর্ত্তিমান "নববিধান"রূপে জগতে অবতীর্ণ।

শ্রীমতিলাল দাস।

শোকসংবাদ।

ভ্রাতা শ্রীনন্দলাল সেন।

"বন্ধু যাহারা ছিল, একে একে চলে গেল", তব বনে কাঁদি একা হায়! শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের মধ্যম পুত্র ভ্রাতা নন্দলাল ইহলোক ত্যাগ করিয়া সুদূর সিন্ধুদেশে, করাচি নগরে, গত ২রা অক্টোবর ১২।৩৫ মিনিটে মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দের সহযোগী প্রেরিত প্রচারকগণ এবং কতিপয় বিশ্বাসী সাধক যেমন তাঁহার সঙ্গের সহচর ছিলেন, তেমনি "আশার দল" Band of Hope নাম দিয়া সতাই যাঁহাদিগকে ব্রহ্মানন্দ মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ আশা স্বরূপ মনে করিতেন, এমন এক দল যুবাকেও বিধাতা তাঁহার অনুচররূপে মিলিত করিয়াছিলেন। এই যুবকদল কি যে জমাট ভ্রাতৃসঙ্ঘরূপে গ্রথিত হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যৌবনের উৎসাহে, হৃদয়ের নব-অনুরাগে, সদ্ভাব ও মিলনের গভীর আকাঙ্ক্ষায় এবং ব্রহ্মানন্দের আনুগত্য ও বিশ্বাসের একনিষ্ঠতায় সবার প্রাণই গর গর। পরস্পর পরস্পরকে সহোদর অপেক্ষাও যেন আপন মনে করিতেন। এই দলকে লইয়া ব্রহ্মানন্দ প্রথমে মাদক নিবারণের উদ্দেশ্যে "ব্যাণ্ড অব হোপ" বা আশাদল গঠন করেন, তাঁহার পর নীতি-সমিতি বা Moral Union, তাহার পর Theological Class যাহা পরে Order of the Divinity Students নামে অভিহিত করেন।

ভ্রাতা নন্দলাল সেন এই দলের এক প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। শ্রীমৎ আচার্য্যপুত্র করুণাচন্দ্র, শ্রীনলীনবিহারী সরকার, শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার, ভ্রাতা হীরানন্দ, ভাই বলদেবনারায়ণ প্রভৃতি এই দলের প্রায় সকলেই ইতিপূর্ব্বে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। ভাই নন্দলাল যদিও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন এই দেহধামে ছিলেন, কিন্তু ভ্রাতা হীরানন্দের সহিত গভীর ধর্ম্মবন্ধুতায় সংযুক্ত হইয়া প্রায় ৪০ বৎসর হইল কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশে গমন করেন এবং হীরানন্দ পরলোক চলিয়া যাবার পর সে দেশের প্রতি অনুরক্ত হইয়া সেখানকার ব্রাহ্মসমাজেই সন্ন্যাসীর ভাবে

এতাবৎকাল বাস করিতেছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ চিরদিন অল্পভাষী, গভীর চিন্তাশীল, ধ্যানপরায়ণ, বাহিরের আড়ম্বরশূন্য, নির্লিপ্ত বৈরাগ্য-ভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি চিরকুমার-ব্রতধারী হইয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন এবং ধ্যান চিন্তা উপাসনা পাঠাদিতে ঋষিবৎ দিনযাপন করিতেন।

যখন "ব্যাণ্ড অব হোপ" গঠন হয় তিনিই বোধ হয় প্রথম প্রতিজ্ঞা পত্রে নাম স্বাক্ষর করেন এবং কিছুদিন এই "ব্যাণ্ড অব হোপের" মুখপত্র "বিষবৈরী" পত্রের সম্পাদকতাও করেন, পরে ভাই প্রিয়নাথকে সে ভার লইতে হয়। "Youngman" নামে একখানি ইংরাজী পত্র তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই প্রমথলাল ও কয়জন বন্ধুর সহায়তায় সম্পাদন করেন এবং কয়েকজন যুবক বন্ধুকে লইয়া একটী Concord Club ও Nest নাম দিয়া একটী ছাত্র-নিবাস করিয়াছিলেন। বৈষয়িক কার্য্যের মধ্যে কিছুদিন Albert Hall ও পরে India Clubএর প্রধান কর্ম্মচারীর কাজ করেন। সিন্ধুদেশে গিয়া ভ্রাতা হীরানন্দের সহিত মিলিয়া Union Acadamy নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উপাসনাদি দ্বারা প্রচার করা তাঁহার তত অভক্তি ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মালাপ ও আলোচনাদি এতই গভীর ভাবে করিতেন যে, সকলেই তাঁহার ভাবে মোহিত হইত। তিনি যদিও প্রকাশ্যে প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু জীবনে তিনি চিরপ্রচারক ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন অবিকল আচার্য্যদেবের অনুরূপ, আচার্য্য জীবনের গাম্ভীর্য্য এবং চিন্তাশীলতাও শ্রীনন্দলালের জীবনে অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রতি নন্দলালের যে কি গভীর অনুরাগ ছিল, এবং তাঁহার ধর্ম্মজীবন কত উচ্চভাবাপন্ন ছিল নিম্ন-উদ্ধৃত পত্রাংশ পাঠে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে :—

My dear Brother, Thanks for your kind note. It comes to me as a welcome gift and I accept it. How many loving eyes are gazing upon us as stars from on high, though we are not conscious of them. How many soft and holy fingers have touched us as we passed along the busy crowd of this life, though we knew not whose fingers they are! And yet, Dear Brother, we have wept and sobbed and complained that this life is miserable! Why? you though distant from us and others, dear to you, you can still enjoy the genial rays of those angelic stars equally as we. Our words and deeds, under their influence will be as the perennial outcome of one unknown holy influence.

........Sorrows........trials........these are the ministering angelic stars under whose soft and vivifying influence we all live, move and have our being. There are those other stars, love, friendship, joy etc. Blessed are they that grow in them, woe unto them that perish. Pray to God, brother, that we in a body may have the better chance of growing. The question therefore (as you ask me) is, how far I am growing. This question I put to myself now and will answer it at some future time. In the meanwhile let favourable winds blow from there.

I wish you were in our midst and had made us feel your influence. Yes, we prize your influence. But, but the main question with all of us will be now—have we found our work? If not, let us hold back. Come out, brother, with your work. Come out.—29th Nov. 1881.

Yours affgly. Bhulo.

Sunday, the Day of Resurrection, 13 April, 1884.

My Brother, your letter has reached me from the Hills afar. When clouds do gather round us it is no use fighting with them. Rise higher than they, says the noble soul, and you are above their disturbing influences. The firm rock which in our human phraseology we call mountain has also a spiritual meaning given to it, it means the Region Above. It is a standing Ideal to us benighted men and always calls us aloud, "Come up" "Come up".

Here clouds have gathered around us thick and fast. The Church is emitting only smoke and lava. It is no use fret and fume. The smoke has choked us and chokes every man who has the gift of sight. "Come up, come up" the voice from the Hills and we run thither and thither, Thither, Oh my God, where driven by the mad church here Thy dear son took his last refuge. It is thou, O friend, that criest aloud from the hill-top mingling thy voice with the Rishis of old. It is Thou, Mejokaka, who sayest, stay not there and fight the mad men of the church. "Come up" "come up". Ah! thy church is split, Ah, it is emitting only smoke and hot lava. But whence this voice? Thou wert dead and thou art risen again!

Come ye brethren and see our leader has risen again!......They that shall leave the mad church behind and rise higher than it, shall see our leader. But they that shall fight and quarrel shall not see him.

Dear Mejokaka, ever shall I abide by thy word, that when church-clouds, family-clouds or society-clouds gather around me, not by fighting with them, but by rising above them shall I avoid their disturbing influence. And then,

then only shall I see thy dear face again in the "Region Above", where, when in thy Church thou art dead thou hast risen.

Dear P.—Your letter comes and with it comes this voice...........

Yours affly. Bhulo.

তাঁহার অগ্রজ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ভগ্নীগণ আত্মীয় স্বজনগণ এবং বহু বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমাদের অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার দিব্য আত্মা শ্রীব্রহ্মানন্দদলে নিত্য আনন্দ সম্ভোগ করুন।

গিরিধি নববিধান ব্রহ্মমন্দির।

একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

২৮শে সেপ্টেম্বর, সোমবার—সন্ধ্যায় আরতি হয়। "মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে চল ভাই যাই সকলে" এই গানটী করিতে করিতে মন্দিরে প্রবেশ করা হয়। তৎপরে "জয় মাতঃ জয় মাতঃ" আরতির গানটি হইলে আচার্য্যদেবের আরতির প্রার্থনা ভাই অক্ষয়কুমার লধ পাঠ করেন। প্রার্থনা পাঠান্তে "তোমায় আরতি করে নিখিল ভুবন" এই গানটী হইয়া অদ্যকার কাজ শেষ হয়।

২৯শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—প্রাতেঃ মহিলাগণের উৎসব। মাননীয়া শ্রীমতী মণিকা দেবী উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন "মানবজীবনের সার্থকতা" বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার বক্তৃতার সার এই, ভগবানের চরণে আত্মদানে এবং তাঁহার সন্তানগণের সেবায় মানবজীবনের সার্থকতা হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর, বুধবার—সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৮টায় কীর্ত্তন হইয়া ৮৷৷০টায় উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। তিনি নিবেদনে বলেন, "পরমা সুন্দরী হাস্যময়ী চিন্ময়ী মাকে যে সাক্ষাৎ ভাবে দেখেছে, মায়ের কৃপার ইঙ্গিতে তার আত্মদৃষ্টি খুলে গেছে; সে তখন আপনাকে কত পাপী নরাধম দুর্ব্বল বলে চিনতে পেরেছে। দীনাত্মা সন্তান তখন কি আর মাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারে? দীনহীন ভাবে, বিনীত ব্যাকুল অন্তরে দয়াময়ী মায়ের শরণাপন্ন হয়। মাও তখন পরম আদরে পাপী সন্তানকে বক্ষে ধারণ করেন এবং তাঁহার অনন্ত বিশাল বক্ষস্থিত সাধু ভক্ত সন্তানদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। মা সসন্তানে এইরূপে পাপীর জীবনের ভার গ্রহণ করেন। ইহাতে পাপীর পাপ ও অপূর্ণতা চলিয়া যাইবার পথ হয়, পাপীর জীবনে নিত্য হাস্যময়ী মায়ের ও তাঁহার সাধু ভক্ত সন্তানগণের নিত্য প্রতিষ্ঠা হয়, নববিধানের নূতন জীবন লাভ হয়, মানব জীবন সার্থক হয়।" অপরাহ্ণে পাঠ ও কীর্ত্তনাদির পর সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। তিনি নিবেদনে, নববিধানের, নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের আদর্শ ও গৌরব, নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আদর্শ, গৌরব, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিষয়ে চেতনা উদ্দীপিত করিয়া দেন।

১লা অক্টোবর, সোমবার—প্রাতে পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। তিনি নিবেদনে বলেন, "ভগবানের সঙ্গে মানবাত্মার নিভৃতে যে সাক্ষাৎ যোগ, সে যোগের উৎস হইতেই সাহিত্য, সঙ্গীত, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পূজা, অর্চ্চনা, ব্যক্তিগত জীবন, মণ্ডলীগত জীবন প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীন জীবনপ্রবাহ উদ্ভূত হয়।" সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হইয়া শান্তি-বাচন হয়। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র শান্তিবাচনের প্রার্থনা করেন। এইরূপে মায়ের প্রসাদ সকলে লাভ করিয়া ধন্য হন।

(প্রেরিত)

"কমলকুটীর" ও "নবদেবালয়"।

"ধর্ম্মতত্ত্বে" কমলকুটীর ও নবদেবালয় শীর্ষক যে দুইটী হৃদয়গ্রাহী, সুচিন্তিত, আবেগপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে লেখক মহাশয় মণ্ডলীর এক বিশেষ কর্ত্তব্যের বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। মণ্ডলীর সহিত এই পুণ্যক্ষেত্রের যে কি ঘনিষ্ঠ যোগ হওয়া প্রয়োজন, তাহা লেখক আপন অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তাঁর স্বাভাবিক করুণ ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্বের পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু এই বেদনা, এই অনুভূতি, এই ক্রন্দন কি কেবল কাগজের পৃষ্ঠায় পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে? ইহাতে মণ্ডলীর কি নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না? সত্যই কি মণ্ডলী মৃতকল্প অবস্থা হতে মৃত্যুর নিশ্চলতার মধ্যে প্রবেশ করিবে?

আজ এই ভক্ত সেবক যে এত বড় একটী গভীর কর্ত্তব্যের দিকে মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কেহ কি তাহাতে সাড়া দিবেন না? বিশেষ ভাবে যাঁরা ইচ্ছা করিলে এই পুণ্য তীর্থকে মনোরম নববৃন্দাবনে পরিণত করিতে পারেন, তাঁরাও কি আজ নিস্তব্ধ হয়ে থাকবেন? অনেক সময় অনেক আগ্রহ নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়েছি, কিন্তু সব সময় বিফল-মনোরথ হয়েছি। শুনিতে পাই, দূর ভবিষ্যতের জন্য নাকি কিছু কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে। তার কি আবশ্যকতা আছে? সনাতন দেশীয় প্রথা এই যে, নিজে তৈয়ারী করে, নিজে উৎসর্গ করে, নিজের চক্ষে তার সফলতা দর্শন করে, ধন্য হওয়া ইহা কত সুন্দর ব্যবস্থা।

এই সম্পত্তি এক্ষণে তো আমাদের পরম ভক্তিভাজন আচার্য্যদেবের আদরের কন্যা শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবীর হস্তে সমগ্র ভাবে এসেছে, সুতরাং তিনি কি নিজেই সকল সুব্যবস্থা করিতে পারেন না? যাহা এক সময়ে অসম্ভব মনে হত, আজ তাহা তো বিধাতার ইচ্ছায় সম্ভবপর হয়েছে। শ্রীমতী মহারাণী মাতা মণ্ডলীর জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠদের নিয়ে তাঁর জীবিত কালেই ইহার ব্যবস্থা করুন। মণ্ডলীও একান্ত প্রাণে চান, আচার্য্যদেবের

মহাপ্রস্থানের স্থানটী সযত্নে সসম্মানে রক্ষিত হয়, তাঁর বাসের বাড়ী যেমনটী ছিল তেমনি থাকে, নবদেবালয় প্রত্যহ আরাধনা প্রার্থনার মধুর ধ্বনিতে মুখরিত হয়, কমলকুটীর নববিধানের কার্য্যক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থান হয়। আচার্য্যদেবের বাসস্থান, লীলাস্থান আছে, নবদেবালয় আছে. সমাধি-তীর্থও আছে। এখানে নববিধান আশ্রম হউক, কেশবস্মৃতি হল হউক, তাঁর আদরের ভিক্টোরিয়া স্কুল হউক, ব্রহ্ম-বিদ্যালয়, সমিতি, সঙ্ঘ, বিধান ট্রাষ্ট সোসাইটী, বিধান প্রেস প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠান মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান হউক। প্রতিদিন আনন্দবাজার হউক। এই পবিত্র তীর্থে দেশ বিদেশ হতে লোক আসবে ও নববিধানের লীলাস্থল দেখে কৃতার্থ হবে।

কর্ম্মিদলের অভাব হবে না। যে সব জরাজীর্ণ প্রচারকদল আছেন, তাঁরাই নবজীবনের স্রোতের মধ্যে পড়ে নূতন বল লাভ করে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হবেন, যুবক দলের মধ্য হতে কত জন প্রাণ উৎসর্গ করবেন, নববিধানে নবীন উৎসাহ আসবে। এই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য মণ্ডলী উদ্‌গ্রীব হোক্। শ্রীমতী মহারাণী মাতা তাঁর নিজের হাতে এই পুণ্য তীর্থের নব ব্যবস্থা আরম্ভ করে দিন, তাঁর মহিমাময় জীবন মহিমান্বিত হয়ে যাবে। এই নববিধানের শ্রীক্ষেত্রের, শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান পূজারিণী হয়ে, তাঁর ধমনীতে যে ভক্তরক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, যাহা পৃথিবীর নানা মধুর কঠোর অবস্থার ভিতর দিয়ে পরম পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে, সেই নবশোণিত-স্রোত নির্জ্জীব মণ্ডলীর দেহে সঞ্চারিত করে, মণ্ডলীর মধ্যে নব উদ্দীপনা আনয়ন করুন।

আমাদের সম্মুখে একটী শুভ দিন সমাগত। ১৯শে নবেম্বর শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের শুভ জন্মদিন। সেই দিনে তাঁর কমলকুটীরকে মণ্ডলীর জন্য উৎসর্গ করুন। *

মণ্ডলীর নগণ্য একজন।

* পত্রপ্রেরক যদিও নাম স্বাক্ষর করেন নাই, তিনি আমাদের মণ্ডলীর একজন শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন সম্মানিত ব্যক্তি। আশা করি, তাঁহার উৎসাহপূর্ণ সহানুভূতি পত্র মণ্ডলীস্থ সকল ভাই ভগ্নীর প্রাণকে স্পর্শ করিবে ও সবার নয়ন উন্মীলন করিবে।

শ্রীমতী মহারাণী দেবী এই তীর্থ রক্ষার জন্য যতদূর করিবার তাহা করিয়াছেন, করিতেছেন এবং নিশ্চয়ই করিবেন বিশ্বাস করি। কিন্তু মণ্ডলীর দিক হইতে আমরা কতদূর কি করিতে পারি, তাহাই এখন দেখান প্রয়োজন। কোচবিহার আমাদিগকে নানা প্রকারে যথেষ্টই অর্থ সাহায্য দ্বারা চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে রাখা উচিত, শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কোচবিহারের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই বা করিতে চান নাই। সুতরাং তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-তীর্থ সংরক্ষণে কেবল মহারাণী দেবীর মুখাপেক্ষী না হইয়া আমরা যদি সকলের দ্বারে গিয়া প্রতিজনের কাছে একটী করিয়া টাকা মাত্র, ষোলটী আনা ভিক্ষা করি, আমরা সহজেই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি। এক্ষণে এই ভিক্ষার ঝুলি লইতে কয়জন প্রস্তুত জানিতে ইচ্ছা।—ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক।

(প্রেরিত)

নববিধান প্রচারাশ্রম।

মহাশয়, আমরা দীর্ঘকাল হইতে নববিধান প্রচারাশ্রমের দানপ্রাপ্তির হিসাব "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় পাঠ করি, তাহাতে বোঝা যায় না ঐ হিসাবের গড়ে কত টাকা প্রচারাশ্রমে মাসে মাসে পাওয়া যায়। তার পর সব ক্ষেত্রেই জমা করিলেই খরচ কত হয় বা কোন্ কোন্ বাবদে হয় তাহা দেখাইতে হয়। প্রচারাশ্রমের আয়ও আছে, ব্যয়ও আছে। কোন কোন সহৃদয় দাতা বন্ধু ও কোন কোন মহিলা (যাঁহারা সত্যই এই আশ্রমের জন্য খুবই ভাবেন) বলেন, দানপ্রাপ্তি যেমন প্রকাশ করা হয়, ব্যয়ের বিবরণ তেমনি প্রকাশ না হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, কি ভাবে তাঁহাদের দানের অর্থ ব্যয় হইতেছে।

আশ্রমের শুভাকাঙ্ক্ষী
জনৈক অধম।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

নববিধান প্রেরিত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়।

২রা অক্টোবর, ১৬ই আশ্বিন, পূর্ব্ববঙ্গের নববিধান উপাচার্য্য ভক্তিভাজন ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন। এই দিন আমাদিগের বিশেষ স্মরণীয় দিন। ভাই বঙ্গচন্দ্রের দ্বারাই পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যখন কোচবিহার বিবাহে ঈশ্বরাদেশ বিশ্বাস করিয়া নববিধানাচার্য্যের পক্ষসমর্থন করিলেন এবং নববিধান প্রচারে নিরত হইলেন, তখন তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে ও তাঁহার দলের প্রচারক মহাশয়দিগকে অর্থ সাহায্য দ্বারা সেবা করিতেন, তাঁহারা তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। এই পরীক্ষার সময় বঙ্গচন্দ্র অটল বিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মচরণে নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সকল পরীক্ষা জয় করেন।

পবিত্রাত্মার প্রত্যাদেশে ধর্ম্ম-প্রচার ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহার জীবনের বিশেষ সাধন। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার সহিত যে প্রচারকদল সংযুক্ত, সেই দল ও দলের নেতা বঙ্গচন্দ্র সম্বন্ধে নববিধানাচার্য্য "আশার নিদর্শন" শীর্ষক প্রার্থনায় অতি উচ্চ আশা প্রকাশ করেন। সে দলেরও কিন্তু জমাট ভাব শেষে কিছু শিথিল হওয়াতে ভাই বঙ্গচন্দ্র কলিকাতাস্থ প্রেরিত শ্রীদরবারের সহিত মিলিত হন এবং কিছুকাল এখানে যাপন করিয়া পরলোক গমন করেন।

একনিষ্ঠ বিধান-সাধক ডাক্তার শ্রীনৃত্যগোপাল মিত্র।

গত ১১ই অক্টোবর, স্বর্গীয় ডাক্তার নৃত্যগোপালের সাম্বৎসরিক দিন। এ সময় আমরা সেই ভক্তাত্মাকে স্মরণ করি। তিনি নববিধানে অটল-নিষ্ঠাযুক্ত, জীবন্ত ঈশ্বরে দৃঢ়-বিশ্বাসী, শুদ্ধ চরিত্র, উচ্চ-নীতিপরায়ণ ও ভক্তানুগামী ছিলেন। অনেক দিন হইতে আমরা ভক্ত নৃত্যগোপালের সহিত পরিচিত, তাঁর আরার প্রবাসগৃহ নববিধান-বিশ্বাসী, সাধক ও সাধিকা এবং দীন প্রচারকদিগের একটী মহা আরামের স্থান ছিল। ভক্ত ব্রহ্মানন্দের দলের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি বশতঃ তিনি সুযোগ পাইলেই এই ভক্তদলে মিলিত হইয়া মধুমাখা হরিনাম, প্রাণারামদায়িনী মার নাম কীর্ত্তন করিতেন ও মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। মার কোলের শিশু যেমন সদা প্রফুল্ল, তেমনি এক দিকে প্রফুল্ল ও আর এক দিকে মহাগম্ভীর নীতি-পরায়ণ তেজস্বী ছিলেন। নববিধান ধর্ম্মকে পরিবারে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল, তাই শিশুকাল হইতেই পুত্রদিগকে খোল করতাল যোগে হরিনাম গান করিতে ও উপাসনা করিতে শিক্ষা দেন। তাঁর স্নেহভাজনীয়া ভগিনীর হস্তে যেমন পুত্রদিগের লালন পালন ভার, তেমনি চরিত্র গঠনেরও তাহাদের ভার দিয়াছিলেন। "কেড়ে লও কেড়ে লও আমারে কাঁদায়ে" এই বৈরাগ্যপূর্ণ সঙ্গীতটী তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল।

বিশ্ব-সংবাদ।

এবার লোক-গণনায় দেখা গিয়াছে, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। সমগ্র ভারতে যত লোক আছে তাহার দুই তৃতীয়াংশ মাত্র হিন্দু, অন্যান্য সকল সাম্প্রদায়িকদিগের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, খৃষ্টানের সংখ্যা নাকি দশ গুণ বাড়িয়াছে। এ সকলই ত হিন্দুসম্প্রদায় হইতে গিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যাই ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইবে কিম্বা এক ধর্ম্মসম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এবং পরিণামে সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহামিলন হইবে।

সংবাদ।

দীন—গত ৬ই অক্টোবর, গিরিধিতে ডাক্তার যোগানন্দ রায়ের গৃহে, তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ সুধানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁর প্রিয় সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শুভ জন্মোৎসব—নববিধান প্রেরিত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে গত ২রা অক্টোবর তাঁহার শান্তি-কুটীরে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। প্রেরিত দেব-পত্নী প্রার্থনা করেন ও সস্নেহে প্রীতিভোজন করান।

গত ৯ই অক্টোবর, বজবজ রোডস্থ রাজাবাগ রাজপ্রাসাদে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে এবং ১১ই তাঁহার কন্যা কুমারী জয়ন্তী দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

বিগত ১লা আশ্বিন, ঢাকুরিয়া নিবাসী নফরচন্দ্র কুণ্ডের পুত্র শ্রীমান্ বনবিহারীর জন্মদিন উপলক্ষে ও ৫ই আশ্বিন স্বর্গীয় ভাই ফকিরদাস রায় মহাশয়ের ২য়া কন্যার শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে হাওড়ায় ও ১লা অক্টোবর কোজাগর পূর্ণিমা রাত্রিতে ভাই ফকিরদাস মহাশয়ের ২য় পুত্র শ্রীমান্ সুব্রতানন্দ রায়ের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে অমরাগড়ী বিধানকুটীরে সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন।

নামকরণ—গত ২রা অক্টোবর, গিরিধিতে, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল ঘোষের গৃহে, তৃপ্তিকুটীরে, শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন গুহের প্রথম সন্তান শিশু কন্যার শুভ নামকরণ ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন, এবং শিশুকে "অণুভা" নাম প্রদান করেন। ভগবান শিশুকে ও তাহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৪৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

নবদেবালয়—কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, "সেবক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক প্রায় দুই মাস যাবত কমলকুটীরের একটী প্রকোষ্ঠে সস্ত্রীক বাস করিয়া প্রতি দিন প্রাতে উষাকীর্ত্তন ও ৯টার সময় নবদেবালয়ে নিয়মিত উপাসনা করিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে দুই একজন বন্ধুও এই উপাসনায় যোগদান ও সঙ্গীতাদি করিয়া কৃতার্থ হন। কোন দিন অন্যত্র অনুষ্ঠানাদি না থাকিলে সায়ংকালেও সংক্ষিপ্ত উপাসনা, মাতৃস্তোত্র সঙ্গীতাদি হয়। মঙ্গলবাড়ীর মহিলাগণ কেহ কেহ মাঝে মাঝে যোগ দিয়া আশা বৃদ্ধি করিতেছেন। অন্যান্য প্রচারক মহাশয়গণ ও মণ্ডলীর বন্ধুগণ আসিয়া উপাসনাদি করিলে ক্রমে এখানে পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হয়।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির—গত ৪ঠা অক্টোবর, সন্ধ্যার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। "বিশেষ বিধানে বিশ্বাস" শীর্ষক আচার্য্যদেবের উপদেশ হইতে কিয়দংশ পাঠ হয়। প্রতিজনের জীবনে জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলা পাঠ ও সাধু ভক্তদিগের জীবনে তাঁহারই জীবন্ত লীলা পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আত্ম-নিবেদন করা হয়।

লক্ষ্মী-পূর্ণিমা—গত ১৫ই আশ্বিন, ২রা অক্টোবর, লক্ষ্মী-পূর্ণিমা উপলক্ষে সন্ধ্যায় ৯৩ বাদুরবাগান রো বাড়ীতে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ উপাসনা করেন, শ্রীমান্ চারুচন্দ্র সেন

সঙ্গীত করেন। এই গৃহে শ্রীমান্ অবনীমোহন গুহ ও শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বসু সপরিবারে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে লইয়াই এই উপাসনা সম্পন্ন হয়।

সেবা—ভ্রাতা বিহারীকান্ত চন্দ গত ৩রা আশ্বিন, হবিগঞ্জ পৌছিয়া গবর্ণমেণ্ট বালিকা-বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্তের বাসায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে পরিবারস্থ সকলকে পারিবারিক উপাসনা সম্পন্ন করিয়াছেন। এবং ১১ই আশ্বিন শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্তের পৌত্রের (শ্রীমান্ সুহাসকুমার দত্তের পুত্রের) নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করেন। শিশুর নাম "সুশোভন কুমার" রাখা হইয়াছে।

পারলৌকিক—পরলোকগত ভ্রাতা শ্রীনন্দলাল সেনের প্রতি শ্রদ্ধার্পণের জন্য গত ১১ই অক্টোবর করাচি ব্রাহ্মসমাজে সেখানকার স্থানীয় বন্ধুগণ পারলৌকিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ রক্ষার জন্য শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ উপাসনা করেন এবং বৃদ্ধ ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন। এখানে পরলোকগত ভ্রাতার কনিষ্ঠা ভগ্নীও উপাসনায় যোগদান করেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৭ই অক্টোবর, বুধবার, ৭নং বকুলবাগান রোডে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বীরের স্ত্রী উর্ম্মিলা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী উপাচার্য্যের ও ভাই প্রমথলাল সেন অধ্যেতার কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বীর প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

গত ১০ই অক্টোবর, শনিবার, রেঙ্গুন প্রবাসী ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে তাঁর লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ প্রবাস বাটীতে সম্পন্ন হয়। ভাই প্রমথলাল, ভাই প্রিয়নাথ ও ভাই অক্ষয়কুমার লধ মিলিত ভাবে উপাচার্য্য এবং পুরোহিতের কার্য্য করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন দুই ভ্রাতা সহ শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রার্থনাদি করেন। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থাদি দান ও ভোজ্যাদি উৎসর্গ করা হইয়াছে।

সাম্বৎসরিক—গত ১১ই অক্টোবর, ৩৫।১ পুলিস হাসপাতাল রোডে, স্বর্গীয় শরৎকুমার দত্তের মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। প্রচার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হয়।

বিগত ১১ই আ[illegible] বিজয়া দশমীর সায়ংকালে স্বর্গীয় ভাই ফকির দাসের [illegible] শ্রীমৎ সূর্য্যকুমার রায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে অমরাগ[illegible]তাঁর সমাধিপার্শ্বে সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার [illegible] করেন। উপাসনার পর জমাট সঙ্কীর্ত্তন হয়। অনেক [illegible] সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ১লা অক্টোবর, পূর্ণিমা রাত্রিতে, দেরাদুনে, আমাদের যুবক বন্ধু শ্রীমান্ হরেন্দ্রচন্দ্র দেবের স্বর্গস্থ কাকা রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেবের প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এবং হরেন্দ্রচন্দ্রের মাতার পঞ্চদশ বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় বিহারীলাল সেন উপাসনা করেন, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ পরলোক সম্বন্ধে হিন্দিতে কিছু বলেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রার্থনা করেন এবং মিসেস্ প্রমীলা জগতিয়ানী সঙ্গীত করেন।

গত ১০ই অক্টোবর, সন্ধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে স্বর্গগত ভ্রাতা নলীনবিহারী সরকার সি, আই, ইর স্বর্গগমন দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। ১১ই আর। প্রবাসী প্রাচীন সাধক, শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্রের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে প্রার্থনাদি হয়।

গত ১৩ই অক্টোবর, ভ্রাতা যোগেন্দ্রলাল খাস্তগিরি রায় বাহাদুর মহাশয়ের পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে তাঁহার বাস ভবনে প্রাতে ভাই প্রমথলাল সেন বিশেষ উপাসনা করেন।

গত ২রা অক্টোবর, ১০নং নারিকেল বাগান ভবনে স্বর্গগত ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ১লা আশ্বিন, শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দের মৃজাপুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তাঁহার কন্যার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

গত ১৬ই অক্টোবর, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে শ্রদ্ধাস্পদ প্রেরিত ভাই দীননাথ মজুমদারের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। তাহার পৌত্র শ্রীমান্ রূপেন্দ্রনাথ শোককারীর প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ১১ই অক্টোবর, রবিবার শক্তিকুটীরে স্বর্গীয় ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্রের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, ভগিনী ভক্তিমতী মিত্র ও চিত্তবিনোদিনী ঘোষ প্রভৃতি প্রার্থনা এবং সেবক অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন।

গত ১৬ই অক্টোবর, ডাক্তার নৃত্যগোপালের পত্নীর স্বর্গারোহণ দিনে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন, তাঁহার আরার ভবনেও ঐ উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে।

বিশেষ দান—শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের জন্য মান্দ্রাজের প্রফেসর ডাঃ বিমানবিহারী দে ২০৲ এবং রাঁচি, হইতে শ্রীমতী হেমলতা দেবী ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ স্থনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তাতে॥

৬০ ভাগ। ২০শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক, সোমরার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।
2nd Nov‹mber, 1925.

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে ঈশ্বর, তুমিই একাধারে স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা, তাই তোমার হিন্দু ভক্ত তোমাকে জগৎপ্রসবিনী আদ্যাশক্তি ভগবতীরূপে, বিশ্বপালিনী মহালক্ষ্মী বা জগদ্ধাত্রীরূপে ও সংহারকারিণী কালস্বরূপিণী মহাকালীরূপে পূজা করেন। তুমিই জন্ম দাও, পালন কর, আবার তুমিই ভয়ঙ্করা রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া জীবের মৃত্যু সংঘটন কর। এই স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় বাহ্যত তোমার ত্রিভাবের বিকাশ, কিন্তু এক তোমারই লীলা, ইহা যিনি বিশ্বাস করেন তিনিই ধন্য। কই সাধারণতঃ মানব এ বিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন? তুমি যখন সন্তান প্রসব কর, তোমার মাতৃরূপ দেখিয়া আমরা কত উল্লসিত হই, যখন তুমি তোমার স্নেহগুণে মা লক্ষ্মী, মা জগদ্ধাত্রী হইয়া আমাদিগকে লালন পালন কর, আমরা কতই সুখী হই, কিন্তু যখন তুমি রুদ্ররূপ ধরিয়া মৃত্যু সংঘটন কর, কিম্বা বিপদ পরীক্ষার ক্লেশে আহত কর, তখন তোমার সে ভয়ঙ্কর অন্ধকার-রূপ দেখিলে কত ভীত হই। তুমি চাও, আমরা তোমাকে ভয়ও করি, ভালওবাসি। তাই তোমার বিশ্বাসী সন্তান বলেন, তুমি যে রূপই দেখাও না কেন, তুমি যে আমার মা। তোমার প্রাণ মার প্রাণ এই বলিয়া, মা অভয়ে, ভক্ত মৃত্যু-ভয়েও তোমাকেই জড়াইয়া ধরেন। আশীর্ব্বাদ কর, আমরাও যেন এই ভাবে, তুমি যখন যেমন ভাবে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ কর তাহা দেখিয়া, তোমাকেই এক অদ্বিতীয়া মা জানিয়া, তোমারই শরণাপন্ন হই। তোমার রুদ্র রূপের ভিতরেই তোমার "দক্ষিণ মুখ", আনন্দময়ী মাতৃরূপ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হই। আবার তুমি কেবল একা আমারই মা নও, কিন্তু সবারই এক মা হইয়া, পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ যেন জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় ইহা প্রত্যক্ষ করি এবং এই সংসারে এক অখণ্ড প্রেম-পরিবারে আবদ্ধ হইয়া তোমার বিধানকে গৌরবান্বিত করি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

প্রেমময়, আজ ভয়ের সহিত শক্তির পূজা। পিতা, আছে বটে এমন এক ধর্ম্ম ভাব যা প্রেম ভক্তির ভিতর পাওয়া যায় না। সে ভয়। মহাদেবি, মহাশক্তি, তুমি যে ভয়ঙ্করা দেবী। রুদ্রমূর্ত্তি কি তোমার নাই? পাপ করিলে প্রেমের মূর্ত্তি দেখাইয়া তুমি কি প্রশ্রয় দেবে? সময়ে সময়ে ভয় পাওয়া উচিত। সকল ধর্ম্মেই এই কথা আছে, ব্রহ্মকে ভয় করিবে, ভালবাসিবে। যখন ভাল পথে থাকিব, তখন ভালবাসিব। এই কালী-পূজার আগাগোড়া ভয়ের ব্যাপার। ভীত মন বলিতেছে,

আর পাপ করিব না। আত্মার ভিতর ভয়, মনের ভিতর ভয়, পরস্পরকে ভয়, পরিবারকে ভয়, সমাজকে ভয়, সব ভয়। যত ভয় তত ধর্ম্ম। তার পর অভয়া এসে সকল ভয় বারণ করেন। হে পিতা, ভীত ক'রে পরিত্রাণ কর। আশীর্ব্বদ কর, তোমার কালী মূর্ত্তি দেখে তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ ক'রে যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা কালী এমন আশীর্ব্বাদ কর।—"ভয়"।

হে দয়াময়ী কালী অসুরনাশিনী, আমাদের মনে এই দৃঢ়সংস্কার দাও, যে পাপ কখনও জয়ী হয় না; কিন্তু কালী, হরি, মা সমরে জয়ী হন এই বিশ্বাসে আমরা যেন সর্ব্বদা তোমার নামকে জয়ী করিতে পারি।—"শক্তি"।

হে মঙ্গলময়, দয়া করে আশীর্ব্বাদ কর, যেন সুমিষ্ট পবিত্র ভাব ভ্রাতৃপ্রণয় হৃদয়ে রেখে জগতের সকলকে ভাই বলে, ভগ্নী বলে ডেকে অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, প্রণত হয়ে ভ্রাতৃসেবা করে শুদ্ধ হই।—"ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া"।

কালীপূজা।

নিত্য নব নব ভাবে ব্রহ্মপূজা করা নববিধানের বিধান। পৌরাণিক ধর্ম্মবিধানে ইহার কেমন সুন্দর পত্তনভূমি রহিয়াছে। হিন্দু বার মাসে তের পার্ব্বণ করেন, কিন্তু প্রকৃত-ভাববিহীন অনুরাগবিহীন বাহ্য অনুষ্ঠানে কেবল এ সকল পরিণত না করিয়া, যদি জীবন্ত ভাবে আমরা তাহা সাধন করি, নিশ্চয়ই নববিধানের নবজীবন লাভে ধন্য হই।

এই ত ভক্ত হিন্দু আদ্যাশক্তিকে জগৎপ্রসবিনী ভগবতী মা দুর্গারূপে পূজা করিলেন, আবার তাঁহারই প্রতিপালনকারিণী স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মা লক্ষ্মী রূপে পূজা করিলেন, তাহার পরেই সেই আদ্যা-শক্তিকে ভয়ঙ্করা রুদ্রমূর্ত্তিধারিণী মহাশ্মশানবাসিনী সংহারকারিণী মহাকালীরূপে পূজা করিতে ব্যস্ত হইলেন। যিনি দুর্গা দুর্গতিহারিণী, তিনিই গৃহলক্ষ্মী সংসারপ্রতি-পালনকারিণী, আবার তিনিই দুঃখদায়িনী বিপদ পরীক্ষা রূপ অন্ধকারবিধায়িনী মহাকালস্বরূপিণী শ্মশানবাসিনী মহাকালী!

সেই একই শক্তির বিচিত্র লীলা স্বীকার ও বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পূজা সাধন যথার্থই ভক্তি সাধনের উচ্চ সাধন ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

এই জীবনও যাঁহা হইতে, পালনও তাঁহারই কৃপাতে, আবার দুঃখ বিপদ পরীক্ষা মৃত্যু সকলই তাঁহার বিধান ইহা স্বীকার করা সামান্য নহে।

তাই কালীপূজার সাধন শক্তি উপাসকের যথার্থ উচ্চ ভক্তিযোগের সাধন।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বল্লেন, "যে রং মিশিয়া যায় কালের সঙ্গে, সেই রং কালী।" অর্থাৎ যেখানে কোন রং নাই সেই রংই কালো রং। কালো রং যথার্থ নিরাকারের রং শূন্যের রং। এই রং অনন্তের রং, নির্ব্বাণের রং, ঘোর অন্ধকারের রং। তবে মূর্ত্তিতে এ রং ফলান কেবল কল্পনা। যথার্থ নিরাকারা যিনি তিনিই কালরূপিনী কালী, —যাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই।

তাঁহার মূর্ত্তি নাই সত্য, কিন্তু তিনি জীবন্ত ব্যক্তি। সেই নিরাকারা মূর্ত্তিহীনা যিনি তাঁহাকে ব্যক্তিরূপে পূজা করাই ভক্তিযোগের সাধন। বিপদ পরীক্ষা মৃত্যু বা কালের অন্ধকারের ভিতরেও তাঁহাকে ব্যক্তিরূপে যাঁহারা পূজা করিতে পারেন, তাঁহারা ধন্য। যোগের ঘন অন্ধ-কারের ভিতর ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব মাতৃরূপে দর্শন অতি গভীর সাধন।

যিনি বিপদ, পরীক্ষা, দুঃখ, শোক দিয়া আমাদিগকে সুশাসন করিতেছেন, মৃত্যু বিধান করিয়া মানবের জড় আমিত্ব, স্বাতন্ত্র্য সংহার করিতেছেন, শব সমান করিয়া তিনিই সর্ব্বশক্তিময়ী হইয়া ভক্তের হৃদয়ে নৃত্য করিতে-ছেন, সমুদয় পাপ অসুররূপ রক্তবীজের বংশ ধ্বংস করিয়া তাহার রক্ত পান করিতেছেন এবং যে সমুদয় ভক্ত তাঁহাদিগের আমিত্ব বলিদান করিয়াছেন, তাঁহা-দিগকে আপনার গলার হার করিয়া পরিয়া সদাই নৃত্য করিতেছেন, ইহাই কালীমূর্ত্তির অধ্যাত্ম ভাব।

বিপদ, পরীক্ষা, দুঃখ, কষ্ট, জরা, মৃত্যু এ সকলও যে সেই আদ্যাশক্তিরই বিধান, ইহা সাধারণ লোকে সহজে বুঝিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সে তাই "আয়ুর্দেহি, যশোদেহি, সর্ব্বাণ কামাংশ্চ দেহিমে", আয়ু দাও, যশ দাও, সকল কামনার বস্তু দাও বলিয়া প্রার্থনা করে, কিন্তু দুঃখ দাও, বিপদ দাও, মৃত্যু দাও ইহা সে যে কেবল বলে না তাহা নয়, সেই আদ্যাশক্তিরই এ সকলও যে সুশাসন বা বিধান, তাহা স্বীকার করিতেও ভয় পায়।

প্রকৃত ভক্ত যোগীই কেবল সংসারকে শ্মশানবৎ মনে করিয়া এই সকল বিধাতারই বিধান উপলব্ধি করিয়া

যোগে মগ্ন হন। সুতরাং এই ভাবে যে শাক্ত শক্তির উপাসনা করেন তিনি যোগী ভক্ত।

শ্রীঈশার ক্রুশ সাধনও এক ভাবে কালীপূজা বই আর কিছুই নহে। মানবজীবন ক্রুশময়, দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা, জরা মৃত্যুময়, এ সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা বা ঈশ্বরের বিধান বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিবার জন্যই ঈশা ক্রুশভার বহন করিয়া আত্ম-বলিদান করিলেন। ক্রুশ কাষ্ঠের মূর্ত্তি বা কালী মূর্ত্তি, এ উভয়ই বাহ্য ভাব-কল্পনা মাত্র। কিন্তু উভয়ের গভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা একই। সংসারের বিপদ, পরীক্ষা, দুঃখ, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু রূপ ক্রুশ বা কালীমূর্ত্তি সেই এক মায়েরই বিধান, যাঁর প্রাণ স্নেহে ভরা মার প্রাণ, ঐ সকল তাঁহারই দান আমাদের কল্যাণের জন্য, এই বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কি মৃত্যুও অমরত্ব দিবার জন্য জানিয়া যোগে আত্মাহত শব সমান শিবত্ব লাভ ও ভক্তিতে নবজীবনে পুনরুত্থান হইবে, ইহাই হিন্দুর কালীপূজা হইতে এবং খৃষ্টের ক্রুশবহন হইতে নববিধান সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলেন।

—•—

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া।

ধন্য যুগধর্ম্মবিধান। এই বিধানের নবালোক জ্বালিয়া যাহাই দেখি, যে অনুষ্ঠান বা পূজা সাধনাদির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে যাই, তাহারই ভিতর নবভাব, তাহারই ভিতর নবজীবন উপলব্ধি করিয়া ধন্য হই। যাহা এক সময় হয় ত কুসংস্কার বা অর্থবিহীন মনে হইত, এখন দেখি তাহার অর্থ কি নিগূঢ়, তাহার ভাব কতই গভীর।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান এখন কেবল আমাদিগের এই বঙ্গদেশে নিবদ্ধ রহিয়াছে। বঙ্গবাসিনী ভগ্নীগণ আপনাপন ভ্রাতাদিগকে এই তিথিতে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া তাঁহার শুভ কামনা করেন, মিষ্টান্ন, পান, মসলা ও বস্ত্রাদি উপহার দিয়া আদর করেন এবং আহার পান করাইয়া হৃদয়ের প্রণয়ের পরিচয় দান করেন। ভ্রাতৃগণ ভগ্নীদিগকে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুসারে যথাযোগ্য প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

ভ্রাতা ভগ্নীগণ যদিও এক মাতা পিতার ঔরস গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু বিবাহিত হইলে উভয়ে উভয় হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। তাই তাঁহাদিগের স্বর্গীয় প্রণয়বন্ধন চির অক্ষুন্ন রাখিবার জন্যই এই সাধনের বিধি সম্ভবতঃ হিন্দুসমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

নববিধান এই অনুষ্ঠান হইতে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সাধনের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কেমনে তাহা সাধন করিতে হইবে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের নিম্নলিখিত উক্তি পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"ধর্ম্মের অভিধান কেবল দুইটী শব্দ লইয়া। একটী কথা পিতা, অন্য কথা ভ্রাতা। পিতা এবং ভ্রাতা যদি বলিয়াছ তবে তুমি স্বর্গে চলিয়া গেলে।......কিন্তু বাহিক ভৌতিক উচ্চারণ সম্বন্ধে যেমন সহজ, তেমনি আন্তরিক ভাব সম্পর্কে অত্যন্ত শক্ত। ধন্য তিনি, যিনি ঈশ্বরকে পিতা এবং মনুষ্যকে ভ্রাতা বলিয়া ডাকিতে পারেন। সমস্ত আত্মার সহিত ঈশ্বরকে পিতা বল এবং সমস্ত হৃদয় মনের সহিত মনুষ্যকে ভ্রাতা বল, চারি বেদ এবং সমুদয় শাস্ত্র একত্র হইল।......পিতা ভ্রাতা বলিবে যে দিন, সে দিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে।

আজ যে ভ্রাতৃ-উৎসব হিন্দুদিগের প্রাণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, এই উৎসব বিশুদ্ধ এবং বিস্তৃত হইয়া একদিন পৃথিবীস্থ সমস্ত নর নারীকে স্বর্গীয় আনন্দ দান করিবে। অদ্যকার উৎসব অতি সামান্য ভাবে একটী ক্ষুদ্র স্থানে বদ্ধ, কবে ইহার পূর্ণাবস্থা দেখা যাইবে?

ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ইহা আর কিছুই নহে, সমস্ত পৃথিবীর ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া আসিতেছে। যদি ভাই ভগ্নীকে, ভগ্নী ভাইকে ভালবাসিয়া সেবা করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বর্গরাজ্য আসিবে।

ভাইকে চিনিলে সকল পাপ চলিয়া যাইবে। রাগ, দ্বেষ হিংসা, অহঙ্কার চলিয়া গেল। সুমিষ্ট ভ্রাতৃ-ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন শান্তিরাজ্য আসিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল।

যিনি একটী লোককেও ভাই বলিয়া আদর করিতে পারেন, তিনি স্বর্গের উপযুক্ত হইলেন।......সহোদরকে যেমন ভাই বলি, ধর্ম্মের ভাইকেও তেমনি ভাই বলা যায়।

আজ কেবল দেখিতেছি ছোট জাতির মধ্যে একটী ভ্রাতৃপ্রণয়ের ফল জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভগিনী তাঁহার ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকিলেন, ভাই তাঁহার ভগিনীকে ভগিনী বলিয়া ডাকিলেন, পরিবারে ভ্রাতৃভাবোদয় হইল।

ভাই কথা নিরর্থক মুখে লইও না, যেমন ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লইবে না। ভাই কাহাকে বলি? যাহার প্রাণের সঙ্গে তোমার প্রাণ এক হইয়া গিয়াছে, যাহার দুঃখে তোমার দুঃখ হয়, যাহার সুখ দেখিলে তোমার সুখ হয়। তিনি যদি শত্রু হন, তথাপি তিনি তোমার ভাই। ভাই কি? পুতুল। ভাই কি? সুধা। সেই সুধা পান করিতে প্রাণ ব্যাকুল। সেই অমৃত ভাই। আমার একটী ভাই হইল, আনন্দ। দুইটী ভাই হইল, আরও আনন্দ। পাঁচটী ভাই হইল, প্রচুর আনন্দ।

যখন দেখিলাম সমস্ত জগৎ সংসার আমার ভাই, আর আমার আনন্দের সীমা রহিল না। সকলেই আমার ভাই, সকলেই আমার আপনার লোক। যেখানে যাই সেইখানেই আমার ভাই। ভাইয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের উদ্যানে বেড়াইতেছি।

এমন ভাই কয়জন লোক এই পৃথিবীতে পাইয়াছেন? কাহার কাছে কি পাইবে এ সকল বিষয় কিছুই ভাবিও না, কিছুই প্রত্যাশা করিও না; কিন্তু সকলকেই তুমি ভাই বল, দেখিবে মোক্ষধাম তোমার নিকটবর্ত্তী হয় কি না? ভাইকে ভাই বলিয়া ডাক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার চক্ষে ভ্রাতৃ-অনুরাগের জল পড়িবে।

নর নারী পরস্পরকে অনুরাগ নয়নে দেখিবেন, ভগ্নী লইবেন ভাইয়ের নিকটে স্নেহের উপহার। সেই সময় আসিতেছে যখন বলিব আজ সকল লোককে সহোদর সহোদরা জ্ঞান হইতেছে কেন? আজ বুঝি স্বর্গীয় ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উদয় হইল।

স্বর্গরাজ্যের শুভ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া আসিতেছে, ভাই ভগিনী সকলে অনুরাগের বিনিময় করুন। এই স্বর্গের ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া সাধন করিয়া তোমরা এই দুঃখময় পৃথিবীকে সুখময় কর।"

শ্রীমৎ নববিধানাচার্য্য আরও প্রার্থনা করিলেন,—

"হে মঙ্গলময়, সেই হিন্দুসমাজকে নমস্কার করি, যাঁর শুভ বুদ্ধিতে ভ্রাতৃপ্রণয়ের কীর্ত্তি একটী বিশেষ উৎসবে স্থাপিত হয়েছে। ভ্রাতার গৌরব বঙ্গদেশ বুঝেছিল, নতুবা এ চমৎকার সুপ্রথাটি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল কেন? আর কোন দেশে নাই। ভগ্নী বসিলেন, আদর স্নেহ, যত্ন, প্রণয় দিলেন। ভগ্নীর স্নেহ ভক্তি আশীর্ব্বাদে ভাই অমর হইল।

ভ্রাতৃভাব কি পবিত্র ভাব। স্বর্গের ভাব, ভাই বোনের ভাব, দলের ভিতর ভাই, সম্প্রদায়ের ভিতর ভাই, ধর্ম্মে ভাই।

হে কৃপাসিন্ধু, কেমন চমৎকার একটা পত্তন ভূমি রয়েছে হিন্দুসমাজে নববিধানের জন্য এই ভাইফোঁটাতে। নববিধানবাদীর কি করা উচিত এই ভাব থেকে? ভ্রাতৃপ্রণয় কি? কোনরূপ স্বার্থ থাকিবে না। আমার হৃদয়ের ভাই, প্রাণের ভাই, আদরের ভাই, ঘরের ভাই, মার পেটের ভাই, আমার অনেকগুলি ভাই। এই বলিতে বলিতে, এই কথা সাধন করিতে করিতে চক্ষে আনন্দধারা বহিবে। ভাই ধন ভালবাসার ধন বুঝেছে কেবল ভগ্নীর মন। ভগ্নী ভিন্ন ভাইকে কে চেনে?

ভাইফোঁটা কি? আরম্ভ হইল আপনার ভাইতে, কিন্তু ভগ্নীর হাত পৃথিবী শুদ্ধ লোকের কপালে গেল। পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাঁর ভাই। সমস্ত জগতের কপালে ফোঁটা দিলেন। এর চেয়ে পবিত্র জিনিষ আর কিছু নাই। ভাইয়ের মত জিনিষ ভগ্নীর কাছে নাই। ভগ্নীর মত জিনিষ ভাইয়ের কাছে নাই। ফোঁটা দেওয়ার অর্থ এই যে তোর এত আদর, তুই উপযুক্ত হ। ভাল হয়ে চলিস্।

কার সম্পর্কে ফোঁটা দেওয়া হল? জগজ্জননী যে সকলের মা। সকলে যদি সকলের ভাই হয় তা হলে পাপ রহিল কই?

পিতা, আমাদের মধ্যে পবিত্র স্বর্গীয় প্রণয় স্থাপিত কর। কেবল ভগ্নী ভাইকে ফোঁটা দিবে না। ভাইও ভাইকে দিবে। সকলকে ভাই কর। ভাইয়ের মত জিনিষ নাই।"

নববিধান বিশেষ ভাবে এই ভ্রাতৃপ্রণয় ভ্রাতৃযোগ সমাধানের বিধান। "আমি ও আমার ভাই এক" ইহাই প্রতিষ্ঠা করিতে নববিধান অবতীর্ণ। নরনারীর মধ্যে ভ্রাতা ভগ্নীর পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপন হইলে আর পৃথিবীতে পাপ অপবিত্রতা বা দ্বেষ বিদ্বেষ অপ্রণয় থাকিবে কিরূপে? সকল নর নারীর মধ্যে এক অখণ্ড পারিবারিক পবিত্র প্রেমের মিলনই ত ধরায় স্বর্গরাজ্য, তাহাই স্থাপন করিতে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধান সমাগত। ঈশ্বরকে এক পিতা মাতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই সম্পর্কে পরস্পরকে ভ্রাতা ও ভগ্নী নির্ব্বিশেষে পবিত্র প্রণয়যোগে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকন্যা জানিয়া শ্রদ্ধা ও আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করাই সকল ধর্ম্ম বিধানের সার এবং ইহাই ত পৃথিবীতে স্বর্গ।

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মে কপটাচার।

পাপ করিয়া যে না অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয় বা ভিতরে ভিতরে পাপ পোষণ করিয়া বাহিরে আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের ন্যায় কপটাচারী আর কেহ নাই। কপটাচারীর পক্ষে উচ্চ ধর্ম্ম লাভ অসম্ভব। ঈশ্বর বলেন, "অহঙ্কারী পাপী যারা, আমার দেখা পায় না তারা, কপট ক্রন্দনে অনুতাপে ভুলি নে।"

জীবন পরীক্ষাময়।

মানব জীবন এই পৃথিবীতে সদাই পরীক্ষা-সঙ্কুল। বিপদ পরীক্ষা, অপমান, নির্যাতন, অনাহার, দুঃখ দারিদ্র্য, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ, মনঃপীড়া, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু এই শরীর থাকিতে সংসারে সকলকেই সহ্য করিতে হইবে। কেহই এই সকলের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। ইহারই নিদর্শন শ্রীঈশার ক্রুশ বহন। মানব সন্তান মাত্রকেই এই ক্রুশ বহন করিতে হইবে। তবে তিনিই ধন্য, যিনি এই সকল ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া বিনীত ভাবে বহন করেন এবং তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া নবজীবন লাভ করেন।

ধর্ম্মমণ্ডলীর অধঃপতন।

যখন কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নবধর্ম্মবিধান লইয়া পৃথিবীতে সমাগত হন, তখন সে ধর্ম্মের আদর্শ এবং ধর্ম্মনীতির প্রভাব যেমন উন্নত এবং বিশুদ্ধ থাকে, তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে আর তেমন থাকে না'। ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, অনুবর্ত্তী শিষ্যগণের দ্বারা তাহা মলিন হইয়া যায়। যুগে যুগে এইরূপই হইয়া আসিতেছে। নদীর স্রোত আবদ্ধ হইলেই যেমন দল বাঁধে এবং দল বাঁধিলেই তাহার সহিত যত আবর্জ্জনা সংযুক্ত হইয়া নদীর জল আবদ্ধ দুর্গন্ধময় করে, তেমনি ধর্ম্মবিধানে যখন বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন অবস্থার ও বিভিন্ন চরিত্রের লোক জুটিয়া দলবদ্ধ হয়, তখন প্রায় পরস্পরের পাপ দুর্নীতি বা অজ্ঞতার ফলে ধর্ম্মবিধানের পূর্ণ বিধি ও নীতি আর তেমন অক্ষুণ্ণ থাকে না এবং একজনের পতনে সমগ্র মণ্ডলী ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হয়। শরীরের কোন একটী অঙ্গের ক্ষত হইলে তাহা যদি নীরোগ না হয়, ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ বিকলাঙ্গ হয়, ধর্ম্মমণ্ডলীরও অধঃপতন সেইরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীঈশা যেমন বলিলেন, "যদি তোমার এক অঙ্গ কষ্ট দেয় তাহা উৎপাটিত কর," মণ্ডলীতেও যদি দুর্নীতি পাপ প্রবেশ করে তাহাকে তেমনি করিয়া উৎপাটন করিতে হইবে। পাষণ্ডীকে বাহির করিয়া না দিলে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গেরও প্রাণে উচ্চ ভাব খুলিত না, ভাবের বিশুদ্ধতা অনুভূত হইত না। বাস্তবিক সর্ব্বান্তঃকরণে দুর্নীতি দমন না করিলে মণ্ডলীর অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

জগদ্ধাত্রী।

যিনি জগতকে ধরিয়া আছেন, তিনিই জগদ্ধাত্রী। সাধারণতঃ জননী প্রসব করেন, ধাত্রী সন্তানকে ধরা হইতে তুলিয়া মলাদি পরিষ্কার করিয়া লালন পালন করেন। তিনিও মাতৃনামে অভিহিতা। সেই অর্থে জগদ্ধাত্রীকে গ্রহণ করিলে, যিনি জগজ্জন বা মানবসন্তানকে এই ধরা হইতে তুলিয়া মলাদি পরিষ্কার করিয়া দিয়া লালন পালন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তিনিই জগদ্ধাত্রী।

কালীপূজার পর হিন্দু জগদ্ধাত্রী পূজা করেন, এ সাধন ব্যবস্থার ভিতরও অর্থ আছে। কালীপূজা ভয়ের পূজা। মার সংহারকারিণী ভয়ঙ্করা রুদ্রমূর্ত্তির পূজাতে যে সাধকের স্বাভাবিক ভয়ের উদ্দীপন হয়, তাহার উপশম করিবার জন্যই ভক্তমন তাঁহার রক্ষাকালীমূর্ত্তি বা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে ব্যাকুল হয়। তিনি কেবল কালী হইয়া বিপদ পরীক্ষা দ্বারা শাসন করেন তাহা নয়, তিনি রক্ষাকালী হইয়া মোহমৃত্যু হইতে রক্ষাও করেন বা জগদ্ধাত্রী হইয়া মানব সন্তানকে মৃতকল্প অবস্থা হইতে, ধরা হইতে উত্তোলন করিয়া তাহার পাপ মলাদি পরিষ্কার ও ধৌত করিয়া স্নেহে লালন পালন করেন এবং নবজীবনে সঞ্জীবিত করেন। জগদ্ধাত্রী পূজা হইতে আমরা এই অধ্যাত্ম ভাবও গ্রহণ করিতে পারি।

তিনি ভক্ত-সিংহবাহিনী হইয়া অহঙ্কাররূপ মত্ত মাতঙ্গকে নিধন করিতেছেন, জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তির ইহাই অর্থ। যিনি আমাদিগের নিকট নিত্য নিরাকারা হইয়া জগতকে ধৃত অধিকৃত করিয়া রহিয়াছেন ও ভক্ত সিংহ প্রাণকে মানবের মোহমত্ত আমিত্ব সংহারে প্রণোদিত করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা জগতকে সদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তিনিই জগদ্ধাত্রী।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীনন্দলালের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ।

ভাই মেজ্‌দা,

তুমি চলিয়া গেলে! কাহাকেও না বলিয়া, না কহিয়া চলিয়া গেলে? কোন্ দূরদেশে গিয়াছ ভাই? আর কি ফিরিয়া আসিবে না? আর কি আমাদের মাঝে বসিয়া গল্প করিবে না? আর কি সেই মিষ্টস্বরের গান ও ভজন শুনিতে পাইব না?

মেজ্‌দা, তুমি যে বড় প্রিয় ছিলে, তোমার জীবনটি যে স্নেহমাখা ছিল, শৈশব হইতে কেবল স্নেহই দিয়াছ; প্রতিদান বুঝি কিছু পাও নাই? কিন্তু ভাই, আমরা যে তোমাকে বড় ভালবাসিতাম।

মার কাছে শুনিয়াছি, আচার্য্যদেব তোমাকে শৈশবে বড় স্নেহ এবং আদর করিতেন। তোমার নাকি গৌরবর্ণ সুন্দর শিশু-তনুটি স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত থাকিত এবং আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ তোমাকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিতেন। সে সুন্দর দৃশ্য আমি দেখি নাই, কিন্তু আজ বিশ্বাসচক্ষে দেখিতেছি তুমি ব্রহ্মানন্দ-বক্ষে আনন্দকণা হইয়া খেলিতেছ।

কলুটোলা গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কোথায় কোন্ দূর দেশে করাচিতে দেহখানি রাখিয়া গেলে? ধনীর পৌত্র, ধনীর পুত্র তুমি যে মেজ্‌দা, বৈরাগী, সন্ন্যাসীর বেশে ছিলে!

স্বজন প্রিয়জনে যে কলুটোলার বাড়ীটি পূর্ণ ছিল, সে বাড়ীর একটি লোকও কি শেষ সময়ে তোমার কাছে রহিল না! এ কি শিক্ষা ভাই?

ভীষ্মের মত চিরকৌমার্য্য ব্রত লইয়া সেই ব্রত শেষ দিনে কি ভাই সমাপন করিয়া চলিয়া গেলে?

আবার দেখা হবে, নিশ্চয়ই দেখা হবে, এ সম্বন্ধ, এ বন্ধন কি ভাঙ্গিবার? কখনও নহে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "ভক্তের ভক্ত আমার প্রিয়।" তুমি যে ভক্তের ভক্ত, মেজ্‌দা, আজ আনন্দধামে, অমৃতধামে কত আনন্দ, কত হাসি তোমার, এ দৃশ্য দেখা কেন যায় না?

যাহাই হউক ভাই আমাকে এ ধরায় যে স্বর্গের স্নেহ দিয়া-

ছিলে, সে স্নেহটি চিরদিন অনন্তকাল সমভাবে দিও, তোমার কাছে এই চাই।

পৃথিবী তোমাকে চিনিল না, জানিল না, তোমার জীবনটি প্রদীপ হইয়া নববিধানক্ষেত্রে চিরপ্রজ্জ্বলিত থাকিবে, পথভ্রান্ত জীবনগুলি যদি তাকাইয়া দেখে, বিপথ হইতে উদ্ধার হইবে। তোমার নাম তোমার জীবন চিরস্মরণীয়, প্রাতঃস্মরণীয়।

স্নেহের

ভাই,—

* * * ভুলু দাদার নাম স্মরণ হলে কত কথাই না মনে পড়ে। বাল্যজীবনের ও যৌবনের প্রথম ভাগের সমস্ত স্মৃতিটুকু তাঁর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। কলুটোলার অপর সকল বালকদের ন্যায় আমিও তাঁহার নিকট কি গভীর ঋণে ঋণী তাহা আজ কাল বড় কেহ একটা জানিবে না। তোমাদের মত দুএকজন এখনও যাঁহারা ভগবত কৃপায় ইহলোকে আছেন তাঁহারা সে খবর কতকটা জানেন। সে ঋণ আমাদের সকলের অপরিশোধনীয়। আমাদের পূর্ব্বেকার Generationএ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার সমবয়স্কদের জন্য যে পথ দেখাইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী Generationএ ভুলু দাদাও আমাদের জন্য সেই কার্য্যই করিয়াছিলেন। তিনি তাঁর সমবয়স্ক ও অল্পবয়স্কদের চিরদিনই সর্ব্ববাদীসম্মত নেতা ও পরিচালক ছিলেন।

বাল্যকালে কলুটোলার বাড়ীতে ছেলেদের উপদ্রব উৎপাতের পীড়নে উত্যক্ত। * * * এই সমস্ত দুষ্টামির দলের গঠনকর্ত্তা কে ছিল? ভুলু দাদা। ঘোড়া ঘোড়া খেলার রবে বাড়ী শুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি করিত। এখনও সগর্ব্বে স্মরণ হয় যে, আমি ভুলু দাদার প্রিয় ঘোড়া ছিলাম। তার পর হঠাৎ কি একটা পরিবর্ত্তন এসে পড়্‌ল। সেই দুর্দ্দান্ত দস্যুর দল কার মোহিনী প্রভাবে হঠাৎ বদ্‌লে গেল। তাদের দলপতির মধ্যে কি একদিন নূতন ভাব জাগিয়ে দিলে। কিশোরের চঞ্চলতা চাপল্যের মধ্যে গুরু গম্ভীর ভাব এসে পড়্‌ল। একটু ধর্ম্মের ভাব দেখা দিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পরিবারের মধ্যে ইহা কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইতিপূর্ব্বে ইহার কোন লক্ষণই ছিল না।

আমি কোন্ সময়ের কথা বলিতেছি বোধ হয় বুঝিয়াছ,—সেই ময়দা নির্ম্মিত অদ্ভুত আকৃতি "ভোলা মনের" কথা মনে পড়ে কি? * * কি অদ্ভুত ভাব, কি অদ্ভুত সঙ্গীত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত সেই বালকদের কিশোর নেতা। তাঁহারই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত, তাঁহারই একাগ্রতায় সকলেই অনুপ্রাণিত। হাস্য রসের দিকটা ভাবিবার কাহারও অবসর হইত না। এইটী হইল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সূচনা। ইহারও নেতা সেই ভুলু দাদা। কলুটোলার বাড়ীর সেই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারময় নীচেকার ঘর, ভাঙ্গা তক্তপোষ, ছেঁড়া মাদুর, এই তো সরঞ্জাম। আর সভ্য যাঁরা তাঁদের পরিচয় কি দিব। * * বীরে মামা, অঘোর প্রভৃতি। কিন্তু এই সব দল বল লইয়া সেই উৎসাহী নেতা সকলকে চালিত করিতেন। তার পর আমাদের সেই ক্লাস গঠন, ডায়রী লেখা, শিক্ষা ও পরীক্ষা, হাতের লেখা কাগজ বাহির করা ও তাহাতে প্রবন্ধ লেখা কত কথাই না মনে পড়ে। * * তার পর ডিপ্লোমা বিতরণ। সেই ডিপ্লোমাটা এখনও আমার কাছে আছে। কত পরিশ্রম, কত যত্ন করে তিনি লিখেছিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও thoroughness তাঁহার সব বিষয়ে স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁর মত disciplinarian আমি দেখি নাই। ভগবান তাঁহাকে ছেলেদের শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্যই যেন পাঠাইয়াছিলেন। তাঁর মধ্যে যেটুকু ছিল সবটুকুই pure ও genuine। মেকি কিছু ছিল বলে মনে হয় না।

যে দিন Emersonএর মৃত্যু সংবাদ আমাদের বল্‌লেন, সে দিন তাঁহার কান্নার কথা মনে হলে বাস্তবিকই বিস্ময় ও ভক্তিতে আপ্লুত হতে হয়। * * কি অকৃত্রিম অনুরাগ ও ভক্তি, পরকে আপন করিয়া লইবার কি অসীম ক্ষমতা, আমার বিশ্বাস Ralph Waldo Emersonএর এরূপ অকৃত্রিম ভক্ত পৃথিবীর আর কুত্রাপি বোধ হয় ছিল না। * * মনে হয় তাঁহার চরিত্রের many-sidednessএর উপর justice ও practical mindএর তিনি একটা অদ্ভুত সংমিশ্রন ছিলেন। তাঁহার বন্ধু বেশী ছিল না, কিন্তু যে কটী ছিল সে কয়টাই এক একটী রত্ন বিশেষ। হীরানন্দ, ভবানী, সতীশ বসু, বলদেব কেহই ফেলা যান না।

জেঠিমার কত আদরের, কত স্নেহের "নন্দী" সুদূর আবাসে আত্মীয় স্বজন হইতে বহুদূরে নিজ দেহ ত্যাগ করিবেন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু কি অসীম আত্মত্যাগ, কি গভীর কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বন্ধুর প্রতি কি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য, এ কলিযুগে বড়ই বিরল। * * তিনি আপনার সহোদর ভাইয়ের মতন যত্ন চেষ্টার দ্বারা আমাদের মানুষ গড়ে তুলতে ত্রুটি করেন নাই, তবে এইটুকু নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে আমার মধ্যে যদি কিছু stable থাকে তবে তাহার জন্য আমি ভুলু দাদার নিকট ঋণী। বজ্রাদপি কঠিন মনে হলেও তাঁর হৃদয় কুসুমাদপি কোমল ছিল। তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া আমার কথা শেষ করিব, "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্ত তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব নাম ধেয়ঃ।" আজন্ম ব্রহ্মচারী, চিরজীবন নিরামিষাশী, বৈষ্ণব চূড়ামণি ৺রামকমল সেনের উপযুক্ত বংশধর তিনিই ছিলেন।

স্নেহের—পুনে।

ভ্রাতা নন্দলাল।

আজ আরব সাগরের উপকূল ভূমি হইতে কোন্ নিদারুণ সংবাদ আসিয়া আমাদের প্রাণ মনকে আলোড়িত করিল? ঋষিকল্প সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভাই নন্দলাল আর নাই। আজও সেই স্মৃতি হৃদয়ে জাগিতেছে, যখন নন্দলালের সঙ্গে কিঞ্চিদূন অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সেই আচার্য্যভবনে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত যুবক-সভা ও উপাসনালয়ে মিলিত হইয়াছিলাম। আজও মনে পড়িতেছে যে, সেই উপাসনা সভায় সাধু অঘোরনাথ প্রেম বিগলিত অশ্রুসিক্ত স্তিমিত নেত্রে প্রাণস্পর্শী গভীর উপাসনায় উপাসক মণ্ডলীর প্রাণ মন হরণ করিতেছিলেন। আজও সে সময়ের স্মৃতি চক্ষের সমক্ষে বর্ত্তমান যখন ভাই নন্দলাল তৎকালীন যুবক-সঙ্ঘকে লইয়া শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রতিষ্ঠিত মাদক সেবন-নিবারণী আশাদল (Band of Hope) সংসৃষ্ট বিষবৈরী পত্র ও ধর্ম্ম প্রচার জন্য "Concord" পত্রের সম্পাদন কার্য্যে উদ্যম ও উৎসাহের সহিত আত্মদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই যুবক জীবনে চির-কৌমার্য্য ব্রতধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে নন্দলাল কলিকাতায় তাঁহার সিন্ধুবাসী উৎসাহী যুবক বন্ধু হীরানন্দের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম্ম-শিক্ষা ও ধর্ম্ম সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ধনী মানী সেন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পার্থিব জীবনের উন্নতির পথ সত্যই ভুলিয়া তাঁহার সেই ভক্ত পিতৃব্য ব্রহ্মানন্দের পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। পরিবারে ভাই নন্দলাল "ভুলু" নামে আখ্যাত হইতেন। সাধু হীরানন্দ যুবক জীবনেই তাঁহার জীবনের উৎসাহের অধ্যায় সমাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। হীরানন্দের প্রস্থানে সিন্ধুদেশ অনাথ। ভক্ত "ভুলু" (সিন্ধুদেশের ভুলুদা) অনাথ, সিন্ধু-ভূমে বসিয়া আজ, চল্লিশ বৎসর কাল ভক্তি-অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। "ভুলু"র প্রেমাশ্রু সমগ্র সিন্ধুবাসীর নর নারী হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। হায়, আজ "হীরা" ও "নন্দ"র সিন্ধুদেশ নারী-সুলভ আর্ত্তনাদে নিনাদিত। ভাই বলদেব যখন আরব সাগরের উপকূলস্থিত করাচি নগর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পারস্য ও তুরস্ক ভূমিতে ধর্ম্ম প্রচারে আত্মদান করিলেন, নন্দলালের নিকটেই বগদাদ হইতে সেই সংবাদ প্রথমে আসিয়াছিল। ভাই বলদেবের জীবনী-পুস্তক বাহির হইবার সময় নন্দলাল তাঁহার অদ্ভুত কারুকার্য্য-প্রসূত বলদেবের চিত্র আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আজও সেই চিত্র আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। বহুদিন পরে অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নন্দলাল শুভ্রকেশ লইয়া কুচবিহারে আমাদিগের মধ্যে আসিলেন, তাঁহার সে সময়ের সারগর্ভ গভীর ধর্ম্মালাপ আমাদের প্রাণকে যারপরনাই আকর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালীন কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ বি, এন, শীল মহাশয়ের সহিত ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাপ এখনও হৃদয়ে পড়িয়া রহিয়াছে। ভাই নন্দলাল আজ স্বর্গধামে। আজ আমরা কোন্ অশ্রুপাতে সে আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিব জানি না।

পাটনা, ১।১০।২৫ } শোকার্ত্ত
গৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

(প্রেরিত)

সীমলা আর্য্যনারী-সমিতি।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

হয় ত আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৩৩০ সনে আপনি যখন সিমলায় আসিয়াছিলেন, সেই সময় টুটিকাণ্ডীতে বেড়াইতে আসিয়া একদিন দ্বিপ্রহরে এখানকার সকল মেয়েদের ডাকিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তৎপরে আমাদের মধ্যে একটি "আর্য্যনারী-সমিতি" স্থাপনের কথা উত্থাপন করেন এবং তাহার উপকারীতা বুঝাইয়া দেন। সকলে ইহাতে সম্মত হইলে পর আপনি ১৩ জন মহিলা লইয়া এই সমিতির সংগঠন করেন এবং কার্য্য-প্রণালী ঠিক করিয়া দেন।

ভগবানের দয়ায় আজ তিন বৎসর অনেক বিদ্রূপ ও নানারূপ অসন্তোষ ও অসুবিধার মধ্যেও সমিতিকে জীবিত রাখিতে পারিয়াছি এবং এ বৎসর তাহার অনেক উন্নতি সাধনও করিতে পারিয়াছি। সভ্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে, সর্ব্বসমেত এখন ১৭ জন সভ্য, আরও দুইজন টুটিকাণ্ডী ছাড়িয়া যাওয়াতে যোগ দিতে পারেন না। আপনার উপদেশ মত প্রার্থনা, সঙ্গীত, সৎগ্রন্থ পাঠ ও নানাপ্রকার সৎ আলোচনা হয়। আমরা সেলাইয়েরও কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়াছি। সমিতির আয় হইতে খদ্দর কিনিয়া ছোট ছোট শিশু ও বালক বালিকাগণের উপযোগী জামা কাপড় প্রস্তুত করিয়া, স্থানীয় দরিদ্রগণের মধ্যে অল্প কিছু বিতরণ করিয়া, বাকি সমস্ত শ্রীযুক্ত পি, সি, রায়ের নিকট পাঠাইয়া দিই, তিনি উপযুক্ত স্থানে বিতরণ করেন। অর্থও দান করা হয়। এ বৎসরের আয় প্রায় ৭৬৲ টাকা, দান ৩০৲, ব্যয় ১৫.০ টাকা।

আপনার চেষ্টায় এই "আর্য্যনারী সমিতি" সংগঠিত হইয়াছে, তাই কৃতজ্ঞহৃদয়ে আমরা সকল ভগিনী মিলিয়া যে একখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়াছি, তাহারই একখানি আপনাকে ভক্তি উপহার পাঠাইলাম। ইতি—

বিনীতা
তুষারবালা সরকার।
(সীমলা আর্য্যনারী-সমিতি সম্পাদক)

"কমলকুটীর" ও "নবদেবালয়"।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব চাহিলেন, যেন তাঁহার পরিবার ও দল এক হইয়া তাঁহার নববিধানের সাক্ষী হন। এই কমলকুটীর

ও নবদেবালয় তীর্থও রক্ষা সম্বন্ধে তেমনি পরিবার ও দল এক সঙ্কল্প হইয়া ইহাকে নববিধানের সকল প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র করেন, তাহারই জন্য গত কয় সপ্তাহ ধরিয়া "ধর্ম্মতত্ত্বে" আলোচনা করা হইতেছে।

গতবারে যেমন একজন শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তেমনি পরিবারস্থ এবং নববিধান বিশ্বাসী মণ্ডলীস্থ সকলে প্রাণগত ভাবে, এই মহা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কে কি করিতে পারেন আমাদিগকে লিখিলে কৃতার্থ হইব। পত্রপ্রেরক বন্ধুর ন্যায় মণ্ডলীর গণ্যমান্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং যাঁহারা আপনাকে "নগণ্য" মনে করিয়াও আন্তরিক প্রেমানুরাগ ও বিশ্বাসের সহিত এই কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিশ্রম করিতে চান, এমন বিশ্বাসী বন্ধুগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অভিপ্রায় জানাইলে, আমরা একদিন একত্র সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে পারি এবং যাহাতে আগামী ১৯শে নবেম্বরের মধ্যেই আমরা কোন নির্দ্ধারণ বা সমবেত আত্ম-নিবেদন সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা হয়।

গতবারে "ধর্ম্মতত্ত্বে"র সম্পাদকীয় মন্তব্যে যেমন লেখা হইয়াছে, এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কেবল একা শ্রীমতী মহারাণী দেবীর উপর সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কি তিনি একা এই তীর্থ সাধারণের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিবেন ইহা প্রত্যাশা করা, আমাদিগের উচিত বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহা হইলে কোচবিহারের অর্থের জন্যই কোচবিহার বিবাহ বলিয়া আচার্য্যদেবের বিরোধীগণ যে তাঁহার নিন্দা করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা যেন তাহাই সাব্যস্ত করা হয়। কোচবিহারের অর্থ শ্রীমৎ আচার্য্যদেব দেহাবস্থান কালে স্পর্শ করেন নাই এবং তাঁহার আত্মা কখনই কোচবিহারের রাজা বা রাণীর কাছে অর্থ সাহায্য প্রত্যাশা করেন না। তাই তিনি মহারাণীকেও উপদেশ দিয়া স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, "আমি রাণী চাই না, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী।"

মহারাণী দেবীও "ভক্তকন্যা" হইয়া, সেই "ঈশ্বরের দাসী" হইয়া, যাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিবেন, দিতে পারেন এবং নিশ্চয়ই দিবেন, তাহা আমরা মাথায় তুলিয়া লইব, কিন্তু সেই মহারাণী দেবীর সহস্র মুদ্রার সহিত আমার ন্যায় দীন হীন কাঙ্গালের ভিক্ষার এক কপর্দ্দকও মিলাইয়া যদি এই তীর্থ সংরক্ষিত হয়, শ্রীব্রহ্মানন্দের মনের সাধ যথার্থ পূর্ণ করা হইবে ইহাই বিশ্বাস করি।

"কমলকুটীর" মণ্ডলীর হস্তগত করিতে এবং ইহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করিতে আপাততঃ অনুমান দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন, তার মধ্যে এক লক্ষ পরিবার হইতে প্রায় প্রতিশ্রুত, আর এক লক্ষ মণ্ডলী বা সাধারণ হইতে চাই।

তাই আসুন আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অন্ততঃ এক একটী টাকা, এক একটা "ষোল আনা" মাত্র সংগ্রহ করিয়া শ্রীব্রহ্মানন্দ-জননীর নামে এই তীর্থ উৎসর্গ করি।

এখানে কি কি অনুষ্ঠান হইতে পারে তাহা পরে পরিবার ও দলের সহিত সমবেত ভাবে স্থির হইবে। এ সম্বন্ধেও সকলের চিন্তা এবং প্রার্থনা উদ্দীপন করিবার জন্য আমাদিগের প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে তাই নিবেদন করিতেছি।

১। নবদেবালয়ে নিত্য উপাসনা ও সন্ধ্যায় নিত্য আরতি, মাতৃস্তোত্র এবং সঙ্গীত কীর্ত্তনাদি হউক।

২। শ্রীদরবারের অধিবেশন দেবালয়ে এবং উপাসক মণ্ডলীর অধিবেশন কমলকুটীরে হইতে পারে। মণ্ডলীর যুবাদের একদিন ও মহিলাদিগের একদিন করিয়া বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা হয়।

৩। সমাধিতে বা কমল-সরোবরতীরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমবেত বা ব্যক্তিগত ধ্যান চিন্তাদি হয়।

৪। প্রচারক মহাশয়গণ কমলকুটীরের অংশ বিশেষে তীর্থবাস বা আশ্রমবাস করেন। প্রচারব্রত সাধনার্থীগণও শ্রীদরবারের নিয়মানুসারে অধিবাস করিয়া সেবা সাধন শিক্ষা করেন। "শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম" ও "প্রচারাশ্রমের" সম্মিলিত নিকেতন এইটী হউক।

৫। গৃহস্থ-বৈরাগ্য সাধনার্থী গৃহস্থ সাধকগণও অংশ বিশেষে সপরিবারে অবস্থান ও সাধন ভজন করিতে পারেন।

৬। "কেশব-নিকেতন"রূপ ছাত্র বা ছাত্রী নিবাসও বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে এবং ব্রহ্মচর্য্য সাধনের জন্য মহিলা আশ্রমও হইতে পারে।

৭। আচার্য্য-পরিবারস্থ কেহ কেহ বাস করিবার জন্যও স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখা যাইতে পারিবে। পরন্তু যে কেহ এই তীর্থে বাস করিবেন, তিনি কেবল নববিধান ধর্ম্মসাধনার্থ তীর্থযাত্রীর ভাবে বাস করিবেন। এই আশ্রমে যাঁহারা বাস করিবেন তাঁহারা স্বহস্তে রন্ধনাদি এবং নিজ নিজ আবশ্যকীয় কার্য্য যথাসম্ভব ভৃত্য বা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজে নিজেই সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিবেন।

৮। এখানে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়, নীতি-বিদ্যালয় বা রবিবাসরীয় বিদ্যালয়াদির নিয়মিত অধিবেশন হইবে।

৯। এখানে একটি "কেশব লাইব্রেরী" পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহাতে নবসংহিতাবিধি অনুসারে পুস্তকাদি সংগৃহীত ও পঠিত হইবে।

১০। এখানে বিভিন্ন ধর্ম্ম আলোচনা, সুনীতি সাধন, মাদক সেবন নিবারণ বা সমাজ সংস্কার, কার্য্যকারী শিক্ষাদান দেশহিতকর সেবা সাধন ইত্যাদি বিষয়ে সভা সমিতি ও বক্তৃতাদি হইবার জন্য একটা "কেশব স্মৃতি-হল" ও ভিক্টোরিয়া মহিলা-বিদ্যালয়ও হইতে পারে।

১১। এখানে "নববৃন্দাবন" বা নববিধান তত্ত্ব শিক্ষা দানের জন্য নাট্যাভিনয় হইবে এবং তাহার জন্য স্থায়ী রঙ্গালয় করা যাইতে পারে।

১২। এখানে এক অংশে "আনন্দবাজার" বা বিভিন্ন দ্রব্য প্রদর্শনী মেলাও হইতে পারে। এবং সময়ে সময়ে নববিধান সঙ্ঘ, সমিতি, যুবক সঙ্ঘ, আর্য্যনারীসমাজ ও দুস্থ ব্রাহ্মদিগের এবং সাধারণ দরিদ্রদিগের জন্ত ভাণ্ডারেরও কার্য্য হইবে। প্রচারকার্য্যালয়ের ও ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটীর পুস্তকাদি মুদ্রণের ও পুস্তকাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "New Dispensation" এবং যদি সম্ভব হয় "বালক বন্ধু", "পরিচারিকা", "সুলভ সমাচার" ও "বিশ্ববৈরী"ও পুনরায় প্রচারের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। এখানে যাহাতে সুনীতি সাধন হয় এবং মাদক সেবন, একেবারে পরিবর্জ্জন হয় তাহাই করিতে হইবে।

উপরিলিখিত স্বহস্তে রন্ধনাদির ব্যবস্থা গৃহস্থ বৈরাগ্য ব্রতধারীদিগের জন্তই বিশেষ ভাবে প্রযুজ্য।

ফলে একত্রে নববিধানের একটী আদর্শ পল্লী "কমলকুটীর", "শান্তিকুটীর" এবং "মঙ্গলবাড়ী" লইয়া হয় ইহাই আমাদিগের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। শ্রীমৎ আচার্য্য যে বলিলেন, "জগৎ যখন চীৎকার করিয়া বলিবে, কোন্ বাড়ীতে নববিধানের লীলা হইয়াছিল, দেখিবে এই বাড়ীতে," ইহাই যেন প্রদর্শিত হয়।

দীন সেবক—শ্রীব্রহ্মানন্দদাস।

—০—

"মা আমাদের আমরা মায়ের।"

আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্যে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের পুণ্যময়, প্রেমময় গৃহকে তাহার পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, সফল হইলে খুব ভাল, অতি গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সকলের মিলনই কেশবজীবন। যদি সেই গৃহে সকলে মিলেন এবং সেই গৃহ ব্রহ্মানন্দের পুণ্যে, প্রেমে, নিষ্ঠায়, সত্যে, জ্ঞানে ভরপুর হয়, তবে আনন্দের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু মণ্ডলী যে নীতিহীনতায় পূর্ণ। প্রেম এবং নীতি এক, যেথানে প্রেম সেথানেই নীতি, নীতিশূন্য প্রেম প্রেম নয়। আমি যদি আপনাকে ভালবাসি আমি কখনও আপনার টাকা আত্মসাৎ করিব না। আপনার টাকা নিয়া আপনার প্রাণে কষ্ট দিব না। প্রেমের ধর্ম্ম তা নয়। প্রেম সুখ দেয়—কষ্ট নেয়, কষ্ট দেয় না। আপনি শ্রীমদাচার্য্যকে জাগ্রত জীবন্ত করিতে চান মণ্ডলী মধ্যে, আপনার সঙ্কল্প শুদ্ধভাবে পূর্ণতায় সিদ্ধ হউক।

শিলচর, ২৮।১০।২৫

অনুগত দাস—
শ্রীবিহারীলাল সেন।

—০—

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব।

১লা নবেম্বর হইতে শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব সাধনের প্রাস্তুতিক উপাসনাদি আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ১লা অগ্রহায়ণের "ধর্ম্মতত্ত্ব" জন্মোৎসব সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে। আচার্য্য জীবন ও তাঁহাকে গ্রহণ সম্বন্ধে প্রেরিত প্রচারক ও সাধক সাধিকাগণ নিজ নিজ সাধনার অভিজ্ঞান সংবাদ অনুগ্রহ করিয়া লিখিলে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। প্রবন্ধ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হয়।

১৯শে নবেম্বর, জন্মোৎসব দিনে "কমলকুটীরে" আচার্য্যদেবের পুস্তক সকল স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হইবে।

———

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

গত ১১ই অক্টোবর, রবিবার—ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। এই দিন করাচিতে নববিধান ক্ষেত্রের বিশিষ্ট সাধক ও কর্ম্মযোগী স্বর্গগত ভ্রাতা নন্দলাল সেনের আদ্যশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানাদি হইয়াছিল। "শুন বন্ধুগণ মহাসঙ্কীর্ত্তন" পরলোকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই কীর্ত্তনযোগে উপাসনার কার্য্য আরম্ভ হয়। যাঁহারা পরম জননীর হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দেন, তাঁহাদিগকে তিনি মনের মত করিয়া গড়িয়া তোলেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এখানে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন হয়। তিনি তাঁহাদের প্রতি কতই প্রসন্ন। আপনার পুণ্য শান্তি বিমল আনন্দ তিনি তাঁহাদের জীবনে ঢালিয়া দিয়া আপনার স্বর্গের উপাদানে তাঁহাদিগকে গড়িয়া তোলেন, পরিণামে পুণ্য শান্তি আনন্দের সন্তানরূপে তাঁহাদিগকে আনন্দলোকে সাধু ভক্তগণ মধ্যে গ্রহণ করেন। আরাধনাদিতে এই সকল ভাব বিশেষ ভাবে উদ্ভাসিত হয়। "ঈশ্বর চিত্রকর" শীর্ষক আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হয়। অদ্যকার আত্মনিবেদনের মর্ম্ম :—আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। পরমজননী তাঁহার নববিধান আশ্রিত সন্তানদিগকে কখন লোকচক্ষুর গোচরে, কখন অগোচরে আপনার ভাবে গড়িয়া তুলিতেছেন। আমরা সকল সময় তাঁহার হস্ত দেখিতে পাই না, তাই নিরাশ হই। তাঁহার করুণার হস্ত আমাদের মধ্যে গূঢ়ভাবে কার্য্য করিতেছে। আমরা যে যতটা তাঁহার হাতে আত্ম-সমর্পণ করি, দেখিতে পাই তিনি সেই পরিমাণে আমাদিগকে গড়িয়া তোলেন এবং তাঁহার হাতের গঠিত মূর্ত্তিগুলির শোভা সৌন্দর্য্য এমন করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন যে, তাঁহার হাতে গঠিত হইবার জন্ত তাঁহাদের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্ত আরও আমরা প্রলুব্ধ হই। অতীতে কত সাধু ভক্ত জীবন তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে ইতিপূর্ব্বে শ্রীকেশবাদি ভক্ত জীবনকে কত সুন্দর করিয়া তিনি গড়িয়া জগতের সম্মুখে ধরিলেন, এখনও কতজনকে গড়িয়া তুলিতেছেন। তাই তো তাঁহার হাতে গঠিত ঐ নন্দলালের মনোহর জীবনের সংবাদ সেই সুদূর করাচি হইতে আসিল। এই জীবনের মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, এই জীবনের পুণ্য গন্ধে মুগ্ধ হইয়া আমাদের মন কি এরূপ জীবন লাভের জন্ত লালায়িত হইতেছে না? আসুন সকলে আমরা সাধু ভক্তদিগের জীবনে ও নিজেদের জীবনে তাঁহার লীলারস পান করি। আমরা ভাল করিয়া সেই জননীর হাতে ধরা দি, তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ

করি, তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে গড়িয়া তুলুন এবং তাঁহার পুত্র কন্যারূপে তাঁহার স্বর্গের পরিবারে আমাদিগকে স্থান দান করিয়া ধন্য করুন।

১৮ই অক্টোবর, রবিবার—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যায় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য করেন। পূর্ব্বদিন অমাবস্যা তিথিতে জগজ্জননী কেমন অসুরনাশিনী ভয়ঙ্করা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্তরের অসুরকে বধ করিয়া তাঁহার অনুগত সাধকদিগকে অভয় দান ও আশীর্ব্বাদ দান করেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, আবার তিনি পাপাসুর বিনাশ করিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে কেমন দেব-পরিবারে পরিণত করেন, কেমন দেব ভাবে, পুণ্য ভাবে সদ্ভাবে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ করেন। ভাই ভাই ভগ্নীর মধ্যে স্বর্গের বিমল প্রীতির আদান প্রদানের অনুষ্ঠান ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া সম্ভব হয়। এ সকলই মায়ের খেলা, উপাসনা ও পাঠাদিতে ইহাই প্রকাশিত হয়।

২৫শে অক্টোবর, রবিবার, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এ দিন জগদ্ধাত্রী পূজার পূর্ব্বদিন ছিল। মা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীরূপে জগতকে ধারণ করিয়া কেমন তাঁহার অগণ্য অসংখ্য পুত্র কন্যাদিগের পালনের জন্য স্বয়ং ব্যস্ত। কেমন তিনি পৃথিবী বক্ষকে শস্যশালিনী করিয়া ফল শস্যে পূর্ণ করিতেছেন, সন্তানদিগের শারীরিক মানসিক জীবনের পোষণের জন্য। কেমন তিনি বিধানের পর স্বর্গের ধর্ম্মবিধান সকল আনয়ন করিয়া, সাধু ভক্তদিগকে ক্রমাগত ধরাধামে প্রেরণ করিয়া তাঁহার পূজা, অর্চ্চনা, উৎসব, অনুষ্ঠানের স্বর্গীয় ব্যাপার সকল আপনি সম্পন্ন করেন তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের আত্মার পোষণের জন্য, অমর জীবন দান করিবার জন্য। উপাসনা, পাঠ, প্রার্থনা, আত্ম-নিবেদনে অদ্য ইহাই প্রকাশিত হয়।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধেয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ।

কোচবিহার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ নববিধান ধর্ম্মবিশ্বাস এবং বিশেষ ভাবে সুরা বিরোধীতা ও নীতিচরিত্রের সদৃষ্টান্ত দেখাইয়া আপন কুলকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহারাজা স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহযাত্রী হইয়া বিলাত গমন করেন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া বহুদিন কোচবিহার রাজসংসারে জজের কাজ ও চাকলাজাত ষ্টেটের ম্যানেজারের কাজ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের যথেষ্ট প্রীতিভাজন হন। কোচবিহারের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে এই সমাজের ও তাহার সঙ্গে স্থানীয় প্রচারক মহাশয়দিগের যথেষ্ট সেবার সহায়তা করেন। তিনি বড় শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মপ্রাণ, আচার্য্য অনুগামী নববিধান-বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার জীবনাদর্শ পরিবারে ও মণ্ডলীতে যেন রক্ষিত হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ গৃহস্থ বৈরাগী শ্রীরামেশ্বর দাস।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের সমসাময়িক ধর্ম্মসাধকদিগের মধ্যে ভ্রাতা রামেশ্বর দাস একজন প্রধান। তিনি গবর্ণমেণ্টের আফিসে কেরাণীগিরি করিতেন, কিন্তু সমস্ত দিন আফিসের কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময় ঘরে না ফিরিয়াই আচার্য্য ভবনে আসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটীর কার্য্য করিতেন এবং তদ্দ্বারা আচার্য্য পরিবারের সেবা সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন।

আচার্য্য অনুজ শ্রীকৃষ্ণবিহারী বাবুর সহযোগীরূপে রামেশ্বর "লিবারল্" পত্র সম্পাদন করিতেন। নববৃন্দাবনের অভিনয় সময়ে তিনি "অবিনাশের" পালা সুন্দররূপে অভিনয় করেন এবং আচার্য্য দেবের নিকট গৃহস্থ বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিয়া ও শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের তিরোধানের পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু সঙ্গে মিলিয়া "আচার্য্য গ্রহণ" ব্রত বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সাধন করেন।

বিশ্ব-সংবাদ।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ এস, আর, দাস মহাশয় ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার ব্যবস্থা সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা হাই কোর্টের এডভোকেট জেনারল ছিলেন। ইনি আমাদিগের পুরাতন ব্রাহ্মবন্ধু—স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের পুত্র। তাঁহার এই উচ্চ পদ প্রাপ্তিতে আমরা বিশেষ আনন্দিত।

সংবাদ।

জন্মোৎসব—বিগত ১৩ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, প্রাতে হাওড়া ৫নং গণেশ মাজির লেনে ও সন্ধ্যায় অমরাগড়ী বিধানকুটীরে স্বর্গীয় ভাই ফকিরদাস রায়ের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনার কার্য্য ভ্রাতা শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় সম্পন্ন করেন। উভয় স্থানের উপাসনায় ভক্ত ফকিরদাসের পুত্র, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, ভ্রাতা ও সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি যোগদান করেন। অকিঞ্চন ভক্ত ফকিরদাসের বৈরাগ্য, বিশ্বাস ও অকিঞ্চনা ভক্তিতে মণ্ডিত জীবন বিধাতার বিশেষ দান উপাসনায় ইহাই উপলব্ধ হয়। "নবদেবালয়ে"ও এই উপলক্ষে প্রার্থনাদি হয়।

গত ১লা কার্ত্তিক, বৃদ্ধ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হয়। শশিভূষণ বাবু প্রার্থনা করেন।

শুভ বিবাহ—গত ২৬শে অক্টোবর হাওড়ায় সুযোগ্য

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিদুষী কন্যা শ্রীরেণুকা দেবীর সহিত মিঃ জে, এন্, রায়ের পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, আই, সি, এসএর শুভ বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর নবদম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ২৫শে অক্টোবর, ভ্রাতা ডাক্তার ডি, এন্, মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুহৃদনাথের বিলাত গমন উপলক্ষে আলিপুরস্থ ১০নং নিউরোড ভবনে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ পালনা করেন। পরদিন যাত্রাকালেও প্রার্থনা করেন।

গত ২৪শে অক্টোবর, ভগ্নী শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্রের ভবনে নবদম্পতী শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীমতী বাণী দেবীকে আদর আশীর্ব্বাদের জন্য বিশেষ সংক্ষিপ্ত উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

ভ্রাতা নন্দলালের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণের জন্য কলুটোলাস্থ তাঁহার ভ্রাতৃ ভবনে ২১শে অক্টোবর সন্ধ্যায় এবং ৩০শে অক্টোবর তাঁহাদিগের আদি পৈতৃক ভবনে উপাসনা সংকীর্ত্তনাদি হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া—গত ১৯শে অক্টোবর, সোমবার, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে পূর্ব্বাহ্নে প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে উপাসনা অনুষ্ঠানাদি হয়। ঐ দিনে সন্ধ্যায়, বজবজ রোডে, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী মাননীয়া শ্রীমতী সুচারু দেবীর সাদর নিমন্ত্রণে নববিধান মণ্ডলীর পুরুষ মহিলা অনেকে তাঁহার ভবনে মিলিত হন। মাননীয়া মহারাণী মহোদয়া সকলকে লইয়া বিশ্বজনীন প্রেম-পরিবারের আদর্শে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। কীর্ত্তনাদি হয় এবং অনুষ্ঠানান্তে প্রীতিভোজন হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যায়, ৭নং রামমোহন রায় ষ্ট্রীটে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসের সাদর নিমন্ত্রণে, তাঁহার নিকট আত্মীয় আত্মীয়া, মণ্ডলীর ও আমাদের কেহ কেহ এই ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান উপলক্ষে মিলিত হন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। বেণীমাধব বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার সহোদর ভ্রাতাগণের সহিত উপস্থিত আমাদের ভাইগণ এবং অপর কয়েকজন বন্ধুকে প্রীতি সহকারে ফোঁটা দান করিয়া বিশ্বজনীন পরিবারের মধুর এবং স্বর্গীয় সম্পর্কের সাক্ষ্য দান করেন। পরিবারের অন্যান্য মেয়েরাও ভাইদিগকে স্নেহ ও আদরে ফোঁটা দান করিয়া স্নেহের আদান প্রদানে গৃহকে উৎসবময় করিয়া তোলেন। তৎপরে প্রীতি-ভোজন হয়।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার উৎসব—গত ২রা কার্ত্তিক, কমলকুটীরের নবদেবালয়ে প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিশেষ উপাসনা হয়। ঐ দিবস প্রাতে অমরাগড়ী বিধানকুটীরে ও সায়ংকালে হাওড়া কাশুন্দে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস গুপ্তের প্রবাস ভবনে ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় বিশেষ ভাবে উপাসনা করেন। আচার্য্যদেবের ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার উচ্চ স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ প্রার্থনাদি হইয়াছিল।

সেবা—বিগত ৮ই কার্ত্তিক, রবিবার প্রাতে ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কুণ্ডুকে লইয়া বজবজের নিকটবর্ত্তী কালিকাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ননিলাল মণ্ডল ও তাঁহার পরিবারবর্গ সহ উপাসনাদি করেন। ননিলাল বাবু বহুদিনের নববিধান বিশ্বাসী ব্রাহ্ম। ঐ পল্লীতে তিনি একাকী বিধানজননীর কৃপায় ধর্ম্মবিশ্বাস রক্ষা করিতেছেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—গত কল্য ১লা নবেম্বর, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা নন্দলাল সেনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে সম্পন্ন হয়। প্রথমে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার পবিত্র ভস্ম লইয়া আচার্য্যদেবের সমাধির চারিদিকে সংকীর্ত্তন করিয়া প্রদক্ষিণ করতঃ নবসংহিতার প্রার্থনা উচ্চারণে আচার্য্যদেবের সমাধির পার্শ্বে ভস্মের কৌটাটী আপাততঃ রক্ষা করা হয়। তাহার পর নবদেবালয়ে প্রাণগত শ্রদ্ধা বিগলিত ভাবে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই প্রমথলাল ভাবে গদ গদ হইয়া পাঠ ও প্রার্থনা করেন, মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রার্থনা যোগে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। ভ্রাতা যামিনীকান্ত কোঁয়ার আকুল প্রাণে নবসংহিতা হইতে প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথও স্বর্গগত ভ্রাতার পত্র হইতে কিছু কিছু পাঠ ও মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীর লিখিত শ্রদ্ধালিপি পাঠ করিয়া শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের একটী ইংরাজী প্রার্থনা উচ্চারণে শান্তি-বাচন করেন। এই উপলক্ষে প্রায় ২০০ নর নারী আত্মীয় বন্ধু নবদেবালয়ে সমবেত হইয়া পরলোকগত ভ্রাতার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করেন। খোল, কর্ত্তাল, একতারা, মটো, ফুলদানি, গৈরিক বস্ত্র ইত্যাদি পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মানার্থ ও সাধকদিগের কল্যাণার্থ অর্পিত হয়। সমাগত উপাসক উপাসিকাদিগকে সরবৎ লেবু ও কিছু মিষ্টান্ন দিয়া জলযোগ করান হয়। কেহ কেহ এখানেই হবিষ্যান্নও গ্রহণ করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২১শে অক্টোবর, বুধবার, সন্ধ্যায়, গড়পার রোডস্থ শ্রীমান্ প্রেমাদিত্য ঘোষের গৃহে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব, নববিধান বিশ্বাসী আমাদের ধর্ম্মবন্ধু রাধানাথ ঘোষের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। প্রেমাদিত্য তাঁহার পিতৃদেবের জীবনী উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন।

গত ২৭শে অক্টোবর, নবদেবালয়ে ও ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া রোডস্থ বাস ভবনে কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ ও ভবানীপুরের বাটীতে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন। এখানে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ও মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী প্রার্থনা করেন।

গত ২৯শে অক্টোবর, কলুটোলার বাড়ীতে স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের পত্নী দেবীর স্বর্গারোহণ দিন উপল বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন পুত্র শ্রীকুমুদবিহারী শোককারীর প্রার্থনা করেন।

গত ৩১শে অক্টোবর, গৃহস্থ বৈরাগী শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাসের স্বর্গদিন স্মরণে তাঁহার বাস ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন। পুত্র স্বপ্রকাশ ও ভাই প্রিয়নাথ ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় নবদেবালয়ে ঐ উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনাদি হয়।

বিগত ৩রা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার প্রাতে ঢাকুরিয়া প্রবাসী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কুণ্ডুর পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভ্রাতা অখিল চন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

রাজর্ষি রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ—কোন পত্র-প্রেরক বন্ধু রাঁচি হইতে লিখিয়াছেন:—"গত ২৬শে সেপ্টেম্বর, শনিবার, স্বর্গীয় জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "শান্তিধামের" পর্ব্বতোপরিস্থ ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মার আত্মার জন্ত বিশেষ ভাবে প্রার্থনা হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর, রবিবার, সমস্ত দিন উপাসনা, প্রার্থনা, রাজার জীবনী বর্ণন, তাঁহার গুণকীর্ত্তন, আলোচনা ইত্যাদি করা হয়। প্রাতে কীর্ত্তন, ৭া০টায় রাঁচি ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও রাজার জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা হয়। মধ্যাহ্নে "শান্তিধামের" কুসুমভবনে আলোচনা, রাজার গুণকীর্ত্তন, তৎপর পর্ব্বতোপরিস্থ ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন, উপাসনা ও প্রার্থনা হয়।

২৮শে সেপ্টেম্বর, সোমবার, কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির আহ্বানে রাঁচি ব্রহ্মমন্দিরে জনসাধারণের এক সভা আহূত হয়। রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু, এম, বি, মহাশয় সভাপতিরূপে বরিত হন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মহাত্মার বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সর্ব্বপ্রথমে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ, তৎপর শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ, আবদুল করিম সাহেব, মিঃ রেবেলো, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমান্ সুধাংশু চক্রবর্ত্তী, বি, এ, "ভাব সেই একে" এই সঙ্গীত ও অন্ত একটী সঙ্গীত করার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় রাঁচির শিক্ষিত ভদ্র মণ্ডলী সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

প্রতিযোগী পরীক্ষা—গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, হাওড়া ব্যাটরাবাসী বাবু দীননাথ সরকারের গৃহে মহিলাদিগের রন্ধন বিষয়ে প্রতিযোগীতার পরীক্ষা হয়। রায় সাহেব প্রবোধচন্দ্র রায়, ডাঃ চৈতন্যপ্রকাশ ঘোষ প্রভৃতি কয়জনে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষাতে পারদর্শিতানুসারে নিম্নলিখিত কয়জন ভগ্নী রৌপ্য পদক পারিতোষিক পাইয়াছেন। (১) কুমারী সুধাংশু দাস, (২) শ্রীমতী অমিয়া সরকার, (৩) শ্রীমতী প্রফুল্ল সরকার, (৪) কুমারী আশালতা দাস, (৫) শ্রীমতী সুজলা দাস, (৬) কুমারী সাধনা রায়, (৭) শ্রীমতী জ্যোতিকণা ঘোষ।

পূর্ব্ববাঙ্গালার সংবাদ—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ধর্ম্ম-পিতামহ রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণ দিনে বিধান-পল্লীস্থ দেবালয়ে পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা হয়। ভাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন এবং ভাই মহিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত প্রার্থনাতে প্রকাশিত হয়, "রামমোহন মরেন নাই, তোমার রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ, বঙ্গচন্দ্র প্রভৃতি এই আমাতে জীবিত আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে লইয়া আমার এই মলিন জীবনে নিত্যকাল বাস কর এবং লীলা কর।" সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে ভাই মহিমচন্দ্র উপাসনা করেন এবং উপদেশে রামমোহনের সঙ্গে আমাদের জীবনে নিগূঢ় যোগ ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দেন।

বিগত ২রা অক্টোবর পূর্ব্ববাঙ্গালার আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র রায়ের স্বর্গারোহণ দিনে, প্রাতঃকালে পল্লীস্থ দেবালয়ে ভাই দুর্গানাথ উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস ও ভাই মহিমচন্দ্র প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে মন্দিরে স্মৃতিসভা হয়। তাহাতে ভাই মহিমচন্দ্র সভাপতির কার্য্য করেন, এবং "বঙ্গচন্দ্রে ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রকাশ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভার কার্য্য গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠান্তে ভাই দুর্গানাথ রায়, বাবু অবিনাশ চন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল, বাবু মতিলাল দাস, বি, এ, বাবু রাজকুমার দাস, এম, এ, কিছু কিছু বলেন এবং তৎপরে সভাপতি, বঙ্গচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের আচার্য্য এবং প্রেরিত প্রচারক সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন। প্রার্থনান্তে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বিগত ১০ই অক্টোবর স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র সেনের এবং ভাই নন্দলাল সেনের শ্রাদ্ধবাসরে পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা দান এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনা হয়। শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন বীরের স্ত্রীর শ্রাদ্ধবাসরেও দেবালয়ে বিশেষ প্রার্থনা হয় এবং আমাদের প্রাচীন অতিবৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় জগন্মোহন বীরের সহিত ও তদীয় শোকার্ত্ত পরিবারের সহিত সহানুভূতি করা হয়।

পূর্ব্ববাঙ্গালা নববিধান সমাজের পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিকের দীর্ঘ কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। স্থানাভাবে এবার প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

দান প্রাপ্তি—১৯২৫, জুন মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্ন-লিখিত দান পাওয়া গিয়াছে:—

এককালীন দান বা আনুষ্ঠানিক দান—জুন, ১৯২৫।

কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দে ১৲, কন্যার নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র লাল খাস্তগির ৫৲, পিতামাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কালি পদ দাস ১৲, মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কালিপদ বাবুর পুত্র কন্যাগণ ২৲, মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী প্রভাত বালা সেন ৪৲, স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র বসুর সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার আত্মীয়গন ২৲, কন্যার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু ১৲, স্বর্গীয় মনোমথধন দের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার ভ্রাতা-গণ ২৲, মাতৃ দেবীর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ ২৲, স্বামীর সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী শশাঙ্কবালা দত্ত ৪৲, দাদার সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ ২৲, মাতৃ সাম্বৎ-সরিক দিনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ১০৲ ঐ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র মোহন সেন ১০৲ টাকা।

মাসিক দান—জুন, ১৯২৫।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, শ্রীযুক্ত উমাপ্রসন্ন ঘোষ ১০৲, মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲ শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ ২৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগির ২৲, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস ৯৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ২১শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ। 17th November, 1925. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩্।

প্রার্থনা।

প্রাণদাতা, আজ প্রাণ তোমাকে পূজা করুক। জন্মদিনে প্রাণ তোমার কথা বলুক।······আজ প্রাণ, প্রাণের প্রাণ, প্রাণের প্রাণ বলে ডাক্‌ছে, আজ প্রাণ উৎসব কচ্চে, আনন্দ কচ্চে।······

অনেক বৎসর হইল, হে আমার ভগবান্, আমি ভীত হইয়া মনুষ্যের সম্মান গ্রহণে পশ্চাদ্‌গামী হইলাম, ভক্তির আতিশয্য দর্শনে ভীত হইলাম। আমি তোমার সন্তান হইয়া মানুষের কাছে অবশ্য মান মর্য্যাদা লইব এরূপ লালসা রাখি না······।

কিন্তু সেই থেকে পরের বিশ্বাস ও প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিলাম না। বিশ্বাসের গোড়া কাটা, কিন্তু লতা পাতা ঢের। এখন দেখি ভক্তি, কিন্তু সে ভক্তির সঙ্গে যোগ নাই। আমি তো নিরপরাধী হলাম, কিন্তু তাদের কি হলো, যাদের রেখে এলাম মুঙ্গেরে।······

প্রাণেশ্বর, আমি বুঝ্‌ছি একটা মাঝে খুঁটি চাই। কোথা থেকে আস্‌বে আদেশ মা? একটা গোড়া না হলে চলে না যে।······এ সব গোপনের কথা বটে, কিন্তু তুমি একজনকে দাঁড় করিয়েছ। ছেড়ে তো দিলাম,······বল্লাম এরা প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার কাছে যাক্।

কিন্তু পাঁচজনে যে পাঁচ দিকে গেল। নানা মত হলো, একটা লোক চাই যে শেষ কথা সকলকে মীমাংসা করে দেবে। অনেক লোক্সান্ হলো আমার। অনেক হারালাম, জন্মদিনের উৎসবে এ সব গণনা করিলে আমার সুখও হয়, দুঃখও হয়। আমার দলের লোক কি এত কমে যায় মা?······

সকল ধর্ম্মে দেখ্‌ছি একজনকে একজনকে গুরু করে। গুরু যদি গুরুগিরি না চায় তবু শিষ্যেরা তাকে গুরু করে। কিন্তু মা, গুরু হব কি করে?······আমি গুরু হতে পারি না যে। মধ্যবর্ত্তী হয়ে এতগুলি লোকের আত্মার ভার লওয়া আমার কর্ম্ম নয় যে। শিষ্য বলিতে পারি না যে হরি।······কিন্তু তুমি যেন বল্‌ছ, "দেখ্‌লি শেষটা কি হলো? আমার কর্ম্ম তুই নষ্ট কচ্চিস্। তুই যাবার আগে সব কাজ গোছাল করে দিলি না?"

ভগবান্, তুমি আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্চ?··· হে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী হও, আমি নিজে কচ্চি না, আমার বাবা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্চেন' আমার এত দিনকার কৌশল মিথ্যা হলো। আমি এত দিনে এই ঘরের দুটো লোককেও এক করিতে পারিলাম না। ভগবতী, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এরা যদি তোমায় ডেকে ভাল হতো, পৃথিবীতে প্রমাণ হয়ে যেতো আর গুরুর দরকার নাই।······

হে ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমি দোষী নই, কৃপা করিয়া

সকলের কাছে প্রকাশ কর।......গুরুকে গুরু বলা দূরে থাকুক, এঁরা যে ক্রমে আমাকে পায়ের নীচে ফেলিতেছেন। এত দূর হইয়াছে যে, এঁরা আমার মত মানিলেন কি না আমি তা .... আর ভাবি না। যাঁর যা খুসি কচ্চেন, আরও যদি কিছুদিন থাকি, আরও কত স্বেচ্ছাচার দেখিতে হইবে।

প্রেমময়, এ সব দেখে মনে হয়, গুরু হওয়া বুঝি ছিল ভাল। না হয় আমাকেই লোকে গালাগাগি দিত।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা কে কোথায় মান মর্য্যাদা পেয়েছেন? ......আমার মুঙ্গেরের সে ছবি কোথায় গেল? সে বিনয়, সে ভক্তি, সে বিশ্বাস পরস্পরের প্রতি সে অনুরাগ কোথায় গেল? একটু সন্দেহ দ্বিধা নাই কথাতে। তাই বল্‌ছি যদি মুঙ্গেরের কেল্লার ভিতর বসে এঁরা সাধন কর্ত্তেন, নিরাপদ থাকিতেন। আমারই দোষে কি গুণে গোলমাল হয়ে গেল।......

আবার গুরু হতে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হব? আমার কথা এখন যার খুসি যেটা ইচ্ছা নিচ্চেন, যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্ছেন। আমি যেন গরীব, বাণের জলে ভেসে এয়েছি। কেবল যেন দুটো কথা এঁদের শেখাতে এয়েছি। তা করিলে তো হবে না। যদি মানিতে হয়, ষোল আনা মানিতে হবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে একজন থাকুন, দেড় জন থাকুন। আমার এখনও এমন ক্ষমতা আছে, আমি সমুদয় পৃথিবীকে ধানের ক্ষেত্র করে ফসল করি। আমার বৃদ্ধ শরীরে এখনও তরুণ হাড়।.........

তোমার হুকুম পেলে আমি কি না করেছি, মরি আর বাঁচি। মা, আমি এখন গঙ্গার ধারে বসে ভাব্‌ছি, কি করিলাম! স্বাধীন প্রচারক তৈয়ার কারলাম, গুরু তৈয়ার কারলাম, যাঁরা অনেক শিষ্য করিতে পারেন।......

মা, তুমি যেন বল্‌ছ "তুই তো এই গোলমাল করিলি। তুই কেন সে সময় ভয় পাইলি।" সে মুঙ্গের আর হলো না।

মা, আজ তো জন্মদিন।...আজ এঁদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন। আজ মুঙ্গেরের প্রত্যাগমন। আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম। অদ্য গুরু লাভ। অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নহে, নববিধানের গুরু। এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস।......

আমি সকলের কাছে ধর্ম্ম শস্তা কর্ত্তে গিয়েছিলাম, আজ ৪৪ বৎসর পরে হিসাব মেলাতে পাল্লাম না। মা আমায় ধমক দিলেন। বল্লেন, "তুই দেড় আনা, এক আনা, তিন আনা যে যা দিয়েছে সকলকে এর ভিতর আন্‌লি, আমি বলেছি ষোল আনা যে দেবে সে আসবে।" মা, আজ বল্‌ছেন জন্মদিনে "যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে সেই আসুক আর কেহ নয়।" এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়। এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।

হে প্রাণেশ্বর, গতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এই ষোল আনা বিধি পালন করিয়া ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—•—

শ্রীকেশব-জীবনের বিশেষ ভাব।

"কোথায় আমার? আমি 'আমার' বলিতে জানি না। অনেক দিন হইল আমার "আমি পাখী" এ পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়াছে। আমি জানি না কোথায়? আর সে ফিরিবে না।" মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ্য ভাবে জগজ্জন সমক্ষে শ্রীকেশবচন্দ্র ত এই কথা বলিলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্রের প্রধান বিশেষত্ব তাঁর নাই আমিত্ব। সম্পূর্ণ আমিত্বশূন্যতাই কেশবজীবনের ব্যক্তিত্ব।

এই জীবনের উষাকালেই দৈববাণী শ্রুত হইল, "প্রার্থনা কর", "প্রার্থনা কর", "প্রার্থনা কর, যাহা কিছু পাইবার সকলই পাইবে।" প্রার্থনাই কেশব-জীবনবেদের প্রথম ও প্রধান মন্ত্র। তাই শ্রীকেশব বলিলেন:— "প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা তাহা।" সম্পূর্ণ আমিত্ব বিহীন হইয়া সরল প্রার্থনায় বিশ্বাস হেতু সেই প্রার্থনার বলেই কেশব জীবনের যাহা কিছু সকলই হইল। প্রার্থনা হইতেই "প্রকৃত বিশ্বাস", যে বিশ্বাসের অর্থ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন। কেশব জীবনের ভিত্তি সেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শনে এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণে সংস্থাপিত।

প্রার্থনা করিতে করিতে স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীকেশব জীবনে আত্ম-দৃষ্টি দান করিলেন এবং "পাপবোধ" উদ্দীপন করিলেন। পাপের সম্ভাবনাকেও মহাপাপ বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইল ও তজ্জনিত যাতনার অনুভূতিতে আপনাকে যে কেবল "পাপীর সর্দ্দার" বলিয়া স্বীকার

করিলেন তাহা নহে, অন্যের পাপকেও আপনার পাপ বোধে অস্থির হইলেন। তখনই পাপী জগজ্জনকেও আপন অঙ্গে গ্রথিত বলিয়া অনুভব করিলেন।

কিন্তু জীবন্ত অগ্নিস্বরূপ ঈশ্বর তাঁহাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সমুদয় পাপের বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রাম করিতে ও তাহা দলন করিতে সক্ষম করেন। পাপ ও সংসারের সকল প্রকার শীতলতার মধ্যে অগ্নিময় প্রতিজ্ঞা ও সঙ্কল্প তাঁহার বর্ম্মস্বরূপ হইল।

সংসার তাঁহার নিকট প্রথমেই অরণ্যবৎ প্রতীয়মান হয় এবং বৈরাগ্য সাধন দ্বারা তিনি যে কেবল সংসারের প্রলোভন পরীক্ষা অনায়াসেই অতিক্রম করিলেন তাহা নয়, বৈরাগ্যানলে সংসারের যাহা কিছু অসার সমুদয় দগ্ধ করিয়া, সে শ্মশানের উপরও অট্টালিকা ও যোগাশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন।

স্বাধীনতা কেশবজীবনের মহামন্ত্র। তিনি স্ত্রী, সন্তান, সংসার পাপ কাহারও যেমন অধীন হন নাই, তেমনি শাস্ত্র, মন্ত্র, গুরু, মানুষ কাহারও অধীনতা স্বীকার না করিয়া এক মাত্র ঈশ্বরেরই তিনি অধীন হইলেন, তাই কেশব-জীবন চির স্বাধীন।

কেশবজীবনে বিবেক অতি প্রখর। বিবেকের আদেশই তাঁহার জীবনের একমাত্র পরিচালক। বিবেকের পরিচালনা ভিন্ন অন্য কাহারও পরিচালনায় এ জীবন পরিচালিত হয় নাই। জীবনের প্রতি পাদবিক্ষেপে ও প্রত্যেক কার্য্যসাধনে বিবেকালোকই কেশবজীবনে নিত্য পথপ্রদর্শক।

বিবেকের ঈশ্বর তীব্র সুনীতি সাধন হইতে কেশব জীবনে নবভক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন, বিবেক বৈরাগ্যের সহায়তায় ভক্তি সঞ্চারিত হইয়া, তাহা প্রগল্‌ভা ভক্তিতে, বিশুদ্ধ ভক্তিতে পরিণত হইল। নীতিহীন ভক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তাই নিষ্কাম অহেতুকী ভক্তিতে কেশবজীবন উন্মত্ত।

ভক্তির উন্মত্ততা কিন্তু স্বাভাবিক লজ্জা ভয়ে সংযমিত হয় এবং ক্রমে যোগ সঞ্চারে কেশবজীবন মহাযোগে সমাহিত হয়। ভক্তিযোগ সমাধানে আশ্চর্য্য অলৌকিক গণিত অনুসারে এ জীবনের সমুদয় কর্ম্ম সুসম্পাদিত এবং যাহা পৃথিবীর পক্ষে অসম্ভব তাহা আশ্চর্য্যরূপে সম্ভাবিত হইয়া সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে জয় লাভে সক্ষম করিল।

শ্রীকেশবজীবনে বিশ্লেষণ প্রণালী অনুসারে এক এক ভাবের সাধনা হইতে হইতে তাহা সংযোগ সাধনে পরিণত হয় এবং শেষে মহাসমন্বয় সংসাধিত হয়। এইরূপে সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বভক্ত, সর্ব্ববিধান একাধারে সংযুক্ত হইয়া শ্রীকেশবজীবন নববিধানের সমন্বয় জীবনরূপে প্রতিভাত হয়। সকল ভক্ত সকল মানব এক অখণ্ডরূপে এই জীবনে মিলিত। অখণ্ড মানবসন্তানত্বই শ্রীকেশব-জীবন।

এই কেশব-জীবনে বিশেষভাবে ত্রিভাবের সমাবেশ অতি উজ্জ্বলরূপে পরিদৃশ্যমান। পাগল, মাতাল ও শিশু এ জীবনে একাধারে মিলিত। ভক্তিযোগের গভীর মিলন বিকাশ এই ত্রিভাবের অভিব্যক্তি। তাই পাগল মাতাল শিশু এই ত্রিভাবের সমন্বয়ে শ্রীকেশবনব শিশু। যে শিশু মা বই আর কিছু জানে না, মার কোল ছাড়া থাকে না।

এই মার নবশিশু সদাই দীন জাতীয় ও শিষ্যপ্রকৃতি-সম্পন্ন। তিনি চিরশিক্ষার্থী।

এই জীবন অলৌকিক জীবন, অসাধারণ মানব জীবন। সাধারণ মানবের সহিত শ্রীকেশবের তুলনা হয় না, আবার তিনি মহাপুরুষ ভক্তশ্রেণীভুক্তও নন। কিন্তু এই দুইয়ের সমন্বয়ে সংমিশ্রণে তাঁর জীবন অদ্ভুত নবজীবন। নববিধানের সমন্বয় জীবন অখণ্ড মানব জীবন, ইহাই শ্রীকেশব-জীবন।

কেশব-জন্মোৎসব।

শ্রীকেশবচন্দ্রের শুভ জন্মোৎসব সমাগত। যিনি সম্পূর্ণ আমিত্ব শূন্য, প্রকৃত বিশ্বাসী, সরল প্রার্থনাশীল, পাপবোধে কাতর, সহানুভূতি যোগে সকল পাপী মানবাত্মার পাপের যাতনা আপনার জীবনে অনুভব করিয়া পাপ হইতে সর্ব্বমানবের পরিত্রাণার্থ ব্যাকুল, যিনি অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত, সংসারবাসী বৈরাগী স্বর্গীয় বিবেকালোকে নিত্য পরিচালিত, চির স্বাধীন এবং এক মাত্র জীবন্ত ঈশ্বরের অধীন, ভক্তিতে উন্মত্ত, লজ্জা ভয়-পরতন্ত্র মহাযোগী, বিয়োগ সংযোগ সাধনে মহামিলনকারী অখণ্ড মানব, পাগল মাতাল ও সদা শিশুভাবাপন্ন, দীন শিষ্য-প্রকৃতিসম্পন্ন তিনিই নববিধানের নবশিশু শ্রীকেশবচন্দ্র।

যাঁহাকে মহর্ষি "ব্রহ্মানন্দ" নামে অভিহিত করিলেন এবং যিনি 'আমি এবং আমার ভাই এক' এই ভ্রাতৃযোগ সমাধানের জন্য নববিধানে আপনাকে

"নবগুরু" বলিয়া স্বীকার করিতে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন, অন্য ধর্ম্মের গুরু নয়, ভাই বলিয়া একই দেহের অঙ্গরূপে তাঁহাকে ও পরস্পরকে গ্রহণ করিয়া নববিধানের ধর্ম্ম পূর্ণভাবে সকলে একজন হইয়া তাঁহার সহিত একাত্মনে সাধন করিতে হইবে।

শ্রীকেশব আমিত্ব বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বশূন্য হইয়া ব্রহ্মেতে এবং সমুদয় ভক্তবৃন্দে আত্ম নিমজ্জিত করিয়া বলিলেন 'ঈশা আমার ইচ্ছাশক্তি, সক্রেটিস আমার মস্তিষ্ক, চৈতন্য আমার হৃদয়, হিন্দু ঋষিগণ আমার আত্মা এবং পরোপকারী হাওয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।" "আমি নবদুর্গার সন্তান নবমানুষ, শত শত হস্ত, শত কর্ণ, শত নাসিকা, শত চক্ষু, এই যে প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি। আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে থাকেন আমি যাই, এরা এক শরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন।"

"আমি সংবাদ পত্র সম্পাদকের ন্যায় সর্ব্বদাই "আমরা।" এইটী ব্রহ্মালোকে পূর্ণ অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিত্ব এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বে নিমজ্জন করিয়া সকলে সেই একই জন নব মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করা ইহাই নবগুরু গ্রহণ। শ্রীকেশব চন্দ্র যে নববিধানের নব মানুষ, এক নব মানুষে সবার মিলন বিনা নববিধানের পরিত্রাণ নাই, ইহাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করার অর্থ গুরুলাভ।

"আমার প্রত্যেক ইঞ্চ সত্য, অভ্রান্ত সত্য, কেন না আমি আমার কথা বলি না। আমি বানিয়ে বলি না, বানী শুনিয়া বলি" শ্রীকেশব যখন এমন করিয়া বলিলেন, নববিধানে প্রকৃত বিশ্বাসী হইলে, আমরা তাঁকে কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব।

তাই শ্রীকেশব জন্মোৎসব যদি যথার্থ সাধন করিতে চাই তাহা হইলে তাঁহার সহিত একাত্মনে ষোল আনা বিশ্বাস মাকে, ভক্তকে, বিধানকে ও প্রত্যাদেশকে দিতে হইবে এবং সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি এবং নববিধানের ধর্ম্মগ্রহণে পরস্পরকে একই ভাতৃ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে পূর্ণ বিশ্বাসও জীবনে তাহা অভ্রান্ত ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

শ্রীকেশবজীবনের সর্ব্বোচ্চ বিশিষ্ট ভাব এই যে মানুষ কেমন করিয়া প্রার্থনা দ্বারা ব্রহ্মকৃপাবলে পরিবর্ত্তিত নবজীবন প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহাই নববিধান বিধাতা এই জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই শ্রীকেশবচন্দ্র বলিলেন, "বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নারকী উদ্ধার হইতে পারে এ যদি দেখিতে চাও এই বন্ধুকে লও। পরিবর্ত্তিত পাপী এই বিধানেই দেখা যায়, অন্য বিধানে তো দেখা যায় নাই। আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলকার আশাপ্রদ। আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরোধ ছিল এমন আর কাহার জীবনে। কিন্তু অপ্রেমিক প্রেমিক হইল, যে সাম্প্রদায়িক ছিল হইল সার্ব্বভৌমিক, কাল বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া জন্মায় নাই, সে জ্যোতির্ম্ময় হইল" ইত্যাদি।

এক্ষণে শ্রীকেশবচন্দ্র যে নব জীবন নববিধান মূর্ত্তিমান জীবন লাভ করিয়াছেন আমরাও তাঁহার জন্মোৎসবে এ নবজন্ম কেশবজন্ম প্রাপ্ত হইব। তাঁহাতে আত্ম-নিমজ্জিত হইয়া বা তাঁহার অঙ্গে এক দেহের অঙ্গরূপে গ্রথিত হইয়া থাকিব, ইহাই শ্রীকেশব-জন্মোৎসব সাধনের বিশেষ উদ্দেশ্য। মা আশীর্ব্বাদ করুন যেন এবার এই জন্মোৎসবে সত্যই সে উদ্দেশ্য সাধনে সদলে কৃতার্থ হইতে পারি।

ক্ষুদকণা।

১। তৃণ—হে মানব! তোমার দ্বারে একজন ভিখারী দণ্ডায়মান, তিনি তোমার নিকটে অতি মূল্যবান্ উদ্যান চাহেন না; কিন্তু এক গাছি ক্ষুদ্র তৃণ ভিক্ষা করিতেছেন। তুমি যদি সেই গাছি তাঁহাকে দিতে পার তাহা হইলে তিনি চিরকালের জন্য তোমার ঘরে বন্দী হইয়া থাকিবেন।

সেই ভিক্ষুকটী কে বুঝিয়াছ? তিনি বিশ্বজয়ী পবিত্রাত্মা। সেই তৃণগাছি কি তুমি জান? তাহা তুমি স্বয়ং। "তৃণাদপি-সুনিচেন"।

২। দুর্ব্বা—হে মন! তৃণের ন্যায় পদদলিত হইয়াও যখন তুমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে, তখন তোমার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইবে। কিন্তু সে জীবন রক্ষা করিতে হইলে তোমাকে সবুজ দুর্ব্বার ন্যায় চির সজীব থাকিতে হইবে। মা সন্তানকে ধান দুর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, সেই দুর্ব্বার অর্থ হিন্দুজননী জানেন, পুত্রকে দুর্ব্বার ন্যায় (শুষ্ক তৃণের মত নহে) সজীব থাকিতে আশীর্ব্বাদ করা। তুমি যদি দুর্ব্বার ন্যায় সজীব হও তাহা হইলে তোমার দৈনিক জাগরণ, দৈনিক ভজন এবং ভোজন এই সমুদায়ই যে ঈশ্বরের নিত্য আশীর্ব্বাদ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তৃণের ন্যায় বিনম্র এবং দুর্ব্বাদলের ন্যায় সজীব ছিলেন; সর্ব্বদা তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইতেন। তাঁহার জীবন-

বেদ পড়িলে পাঠক ইহার প্রমাণ পাইবেন। তিনি তাঁহার সম-বিশ্বাসীদিগকে বলিতেন, "আমি যখন বেদীতে বসিয়া তোমাদিগকে উপদেশ দান করি, তোমরা মনে করিতে পার তোমাদের মস্তকের উপর আমার রাজসিংহাসন; কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপে জানি তোমাদের চরণতলে আমার আসন।"

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

"নববিধানের গুরু।"

যিনি পাপ হরণ করেন বা ঈশ্বরকে দেখান তিনিই গুরু। প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসী ভক্তগণ এই ভাবেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা আচার্য্য উপদেষ্টাদিগকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ভক্তির আতিশয্যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাবতার বা পাপীর পরিত্রাতা বলিয়া পূজা করিয়াছেন বা সম্মান দিয়াছেন। এই জন্য "গুরু" শব্দ ব্যবহার করিতে ব্রাহ্মসমাজ ভীত। শ্রীকেশবচন্দ্রও মুঙ্গেরের ভক্তির আতিশয্য সময়ে যাঁহারা তাঁকে গুরুপদবাচ্যে অভিহিত করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহাতে প্রশ্রয় দেন নাই।

কিন্তু তাঁর শেষ জন্মোৎসব দিনে তিনি বলিলেন, "আমি বুঝেছি একটা মাঝে খুঁটি চাই, কোথা থেকে আস্‌বে আদেশ মা? তুমি একজনকে দাঁড় করিয়েছ। হে চন্দ্র সূর্য্য, সাক্ষী হও, আমার বাবা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আবার গুরু হতে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হব? আমার কথা এখন যার খুসি যেটা ইচ্ছা নিচ্চেন যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্ছেন। আমি যেন গরীব বাণের জলে ভেসে এয়েছি। কেবল যেন দু'টো কথা এদের শেখাতে এয়েছি। তা করলে তো হবে না। যদি মান্‌তে হয় ষোল আনা মান্‌তে হবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে একজন থাকুন দেড় জন থাকুন। মা আজ বলছেন, যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে সেই আসুক, আর কেহ নয়।"

ইহার অর্থ এই যে শ্রীকেশবচন্দ্রকে যে নববিধানের মানুষরূপে ঈশ্বর স্বয়ং দাঁড় করিয়াছেন, এবং তিনি যে নববিধান প্রচার করিয়াছেন তাহাতে ষোল আনা বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা আপনার বুদ্ধি যুক্তি দ্বারা ছাড় বাদ দিয়া লইলে চলিবে না। তাহা করিলে নববিধান গ্রহণ করা হইবে না। গুরুবাক্য সাধারণতঃ শিষ্যেরা যেমন অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই ভাবে তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট বাণীকে গ্রহণ করিতে হইবে।

আবার অন্য ধর্ম্মের গুরুদিগকে যেমন শিষ্যেরা ঈশ্বরাবতার বা পরিত্রাতা বলিয়া পূজা করেন এবং তাহাতেই পরিত্রাণ হইবে বিশ্বাস করেন শ্রীকেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তাহা করিলেও চলিবে না।

তাই তিনি বলিলেন, "আমি এদের বাহ্যতঃ সম্মান লইব না। এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়। এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।" ইহার অর্থ এই যে তাঁহাকে অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত কেবল গুরু গুরু না বলিয়া, তিনি যে মাকে মা বলেন এক সেই মা আমাদেরও মা, তিনি যে পবিত্রাত্মার দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া নববিধান মূর্ত্তিমান জীবন যে প্রণালীতে লাভ করিলেন, আমরাও তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহার সহযোগীতায় তাঁহার সহোদর বা এক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে তাঁহাতে গ্রথিত হইয়া সেই নববিধান মূর্ত্তিমান হইব, অন্যথা হইবে না। মস্তক এবং অন্যান্য অবয়ব যেমন একই দেহ, একই নিশ্বাসে নিশ্বেসিত, একই রক্তে সঞ্জীবিত, একই দৃষ্টিতে দুই চক্ষু দর্শন করে, একই বাণী দুই কর্ণই শ্রবণ করে, একই পথে দুই পা গমন করে, একই অন্ন পানীয় সর্ব্বাঙ্গকে পরিপুষ্ট করে, সেই ভাবে বিশ্বাস করিয়া, নববিধান জীবন যাপন করিতে হইবে। নববিধান বিশ্বাসী মাত্রেরই এই ভাবে নবভক্তকে ও তাঁহার সহিত পরস্পরকে পূর্ণ বিশ্বাস ও অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই নববিধানে গুরু গ্রহণ। চিদাত্মা কেশব বা তাঁহার ভিতর পবিত্রাত্মাই "নববিধানের গুরু"।

[এই সংখ্যার প্রথম প্রার্থনা শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের "দৈনিক প্রার্থনা" ৪র্থ ভাগ হইতে সঙ্কলিত।]

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে, সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম আমার হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ সমুদয় হইল। যখন তুমি পৃথিবীতে আমাকে আনিলে তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড। ক্রমে নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, ঠোঁট সব বিদেশে গেল, শরীরের অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল। কেহ দক্ষিণে, কেহ পশ্চিমে, কেহ উত্তরে প্রচার করিতে গেল। অখণ্ড খণ্ড হইল। নববিধান একজন মরিবার পূর্ব্বে আবার অখণ্ড হইবে এই বাসনা আছে।

আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া, আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে, মাধবী থাকে বৃক্ষ জড়াইয়া, বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া, বৃক্ষ ছাড়ুক তখনই শুকাইবে। কেহ বাঁচাইতে পারিবে না।

হে ঈশ্বর, ইঁহারা আমার যোগেতে আশ্রিত, এঁদের বসিবার পাহাড় আমি, যোগ করিবার গহ্বর আমি। এঁরাও যা আমিও তা, আমিও যা এঁরাও তা, আমি আর এঁরা একটা। পরমেশ্বর, এই ভিক্ষা, এক শরীর এক প্রাণ কর। সকলে এই ঘরে বসে একখানা মানুষ হই। একখানাই গড়াইতে গড়াইতে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণে যাবে।

এই ত আমার গৌরব হরি, যে কেউ নিলেও আছি, না নিলেও আছি। স্বর্গের ছাপমারা দলিল আছে আমার কাছে।

গোড়াও ঠিক আছে। এ জন্য বড় গ্রাহ্য করি না কে কি বলে, কে কি করে।

দয়াময়, মনুষ্য সমাজের এই ভ্রান্তি দূর কর, যে তাকে কখন কি বিদল করা যায়, যে স্বর্গে ছিল সদল অখণ্ড? মা, তোমার সন্তান ত কখন একজন হতে পারে না স্বার্থপর হয়ে। সেখানে সকলে মিলে একখানা।

একজন মানুষ, কিন্তু তার চক্ষু কর্ণ নাসিকা অঙ্গ সকলে। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, ভাগবত সব স্বতন্ত্র, কিন্তু সব একখান হইল নববিধানে। সব এক হউক, এক বিধানের অঙ্গ হইয়া থাকুক।

এদের বুঝিতে দাও যে এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না, সব এক। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নিচে, পাঁচটা মানুষ যেন না দেখি। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে; "একমেবাদ্বিতয়ং", নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে, সমুদয় মনুষ্যসমাজ এক। নবদুর্গার সন্তান নবমানুষ। শত শত হস্ত, শত কর্ণ শত নাসিকা, শত চক্ষু এই যে প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ সেই আমি।

আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে থাকেন আমি যাই। এঁরা একশরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন সেই এক পুরুষ করেন।

দয়াময়, এক কর, এক কর, এই ঘরে তুমি দয়া করিয়া নববিধানের লক্ষণ বিবৃত কর, আমরা সেইগুলি চরিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লই। আহার সাত্ত্বিক, বসন সাত্ত্বিক ও বাড়ী সাত্ত্বিক, স্নান সাত্ত্বিক, সব সাত্ত্বিক। অন্তের দ্রব্য লইব না, ব্রহ্মহস্ত হইতে যা প্রদত্ত হইবে কেবল তাই লইব। অসাত্ত্বিক কাপড় শরীরে উঠিও না, অসাত্ত্বিক ধন হস্তে আসিও না, অসাত্ত্বিক বাড়ী আমার শরীরকে আশ্রয় দিও না। যদি কেউ এই ব্রত লইয়া আবার ডুব দিয়া জল খান, তারা নববিধান কাটিবে।

যোগচক্ষে দেখতে দাও, তুমি এক আমরা এক।

কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ।

[শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের উপদেশ হইতে সংগৃহীত]

আমাদিগের আচার্য্যদেব যাহা চাহিয়াছিলেন, আজ আমাদিগকে তাহা দিতে হইতেছে। তিনি কি চাহিয়াছিলেন? তিনি চাহিয়াছিলেন আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করি? কি ভাবে গ্রহণ করিব? বন্ধু ভাবে। তাঁহার অভিলাষ এই যে, তিনি বন্ধু হইয়া আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।

যখন আমাদিগের জীবনে কোন একটী কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইবে, সাধনের পক্ষে জীবনের পক্ষে ব্যাঘাত হইবে, আমরা সেই বন্ধুর দিকে তাকাইব এবং দেখিতে পাইব যে, সেই সমস্ত তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি সে সকল অতিক্রম করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বন্ধুগণকে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। এ অনুরোধ তাঁহার নিজের নয় স্বয়ং বিধানপতির অনুরোধ। বর্ত্তমান বিধানে সকল বিধানবাদীকে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিতেই হইবে।

এ বিধান যেমন নূতন, এ বিধানে মানববন্ধু গ্রহণও তেমনই নূতন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যাঁহারা প্রবর্ত্তক হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জগতের নিকটে সিদ্ধাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জন্ম হইতে সিদ্ধ ছিলেন। অসিদ্ধ সিদ্ধ হইল, পাপী পুণ্যাত্মা হইল, অযোগী যোগী হইল, অভক্ত ভক্ত হইল, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনের মধ্যে অতি বিরল।

এবার বিশেষ অভিপ্রায়ে ভগবান নববিধানের ভক্তকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। ভগবান পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন, পৃথিবী তাঁহাদিগকে জন্মসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিল, ইহাতে ফল এই হইল যে, সাধারণ লোকে আর তাঁহাদিগের জীবনে জীবনবান্ হইতে সাহসী হইল না। তাই এ সকল মহাজনগণের সঙ্গে মানবমণ্ডলীর বিচ্ছেদ ঘটিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমাগত মহাজনকে লইয়া এক একটি ভিন্ন ভিন্ন দল সংসৃষ্ট হইল।

ভগবান এই সকল দোষ পরিহারের জন্য তাঁহার বক্ষে নিদ্রিত বর্ত্তমান বিধানের ভক্তকে আহ্বান করিলেন। সমাগত ভক্তের নাম কেশবচন্দ্র হইল। বিশ্বাস বিবেক বৈরাগ্য লইয়া তিনি আসিলেন, কিন্তু দেহের উপাদানের সঙ্গে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইল। পাপী হইতে পুণ্যাত্মা হইতে হয় কি প্রকারে, ইহা দেখাইবার জন্য যাঁহার জীবন, তাঁহাতে এরূপ কেনইবা না হইবে?

আমরা সকলে সাধারণ লোক। আমাদিগের জীবনে বহু বিঘ্ন এবং অন্তরায়। আমরা অনেক সময়ে এই সমুদয় অন্তরায় বিদূরিত করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি। কিন্তু যখন কেশবচন্দ্রের জীবনের দিকে দেখি, এবং আত্মজীবনের ছবি তন্মধ্যে দেখিতে পাই, তখন আর নিরাশা থাকে না। অমনই এই বলিয়া আশার সঞ্চার হয় যে, তিনি যখন অমুক বিঘ্ন অন্তরায়কে এক ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়া, তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত বিবেকের আদেশ অনুবর্ত্তন করিয়া অতিক্রম করিয়াছেন, তখন কেনই বা আমি সেইরূপ পথ আশ্রয় করিলে সেগুলি অতিক্রম করিতে পারিব না? 'বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হইবে' এ কথার আর কোন সন্দেহ নাই। পাপ অন্ধকারের ভিতরে, বিপদ পরীক্ষার মধ্যে কেশবের জীবন বাস্তবিকই অত্যন্ত আশাপ্রদ। তিনি আসিলেন স্বর্গ হইতে বিশ্বাস বিবেক বৈরাগ্য লইয়া, কিন্তু এখানে আসিয়া এক প্রার্থনার বলে যখন যাহা প্রয়োজন হইল সকলই লাভ করিলেন।

এ জীবন প্রথমতঃ নীতির কঠোর ভূমিতে ছিল। দেখ যোগ-

ভক্তি সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য প্রেম আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল। এই প্রেম পরম উদার, কিন্তু এ প্রেম ত তাঁহাতে প্রথম হইতে ছিল না। তিনি আপনি কি বলিতেছেন, "যে অপ্রেমিক ছিল প্রেমিক হইল, সাম্প্রদায়িক ছিল হইল সার্ব্বভৌমিক, কাল মলিন ছিল ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল।"

তিনি ত এই বলিয়া সকলকে আশা দিতেছেন, "আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরোধ ছিল, এমন আর কার জীবনে আছে?" এ বিরোধ ঘুচিল কিসে? প্রেমে। সে প্রেম আসিল কোথা হইতে? স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতে। যে সেই প্রেমের ভিখারী, তাঁহাকেই ভগবান্ সে প্রেম দিবেন।

সে প্রেম আসিলে, প্রাণের ভিতরে সকল ধর্ম্ম এক হইয়া যাইবে, ঈশা মুসা গৌরাঙ্গ প্রভৃতি আর স্বতন্ত্র থাকিতে পারিবে না, মা আসিবেন সন্তানদিগকে কোলে লইয়া।

শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র যে তোমাদিগকে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন জানিও তাহা এই জন্যই। যে প্রেমে কেশবচন্দ্র প্রেমিক হইয়া নববিধান-বিরোধী-জীবনসত্বে নববিধানে সিদ্ধ হইয়া উহা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া তোমরাও তাহাই কর।

কেশবচন্দ্রের জীবন একত্বের জীবন, সেই একত্বে প্রবিষ্ট হইয়া যেন একত্বের ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, কেশবচন্দ্র কাহাকেও ছাড়েন নাই আমরা যেন কাহাকেও না ছাড়ি। না ছাড়ার প্রবৃত্তি সংক্ষেপ কথায় কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র যোগ ছাড়িতে পারেন না, ভক্তি ছাড়িতে পারেন না; জ্ঞান ছাড়িতে পারেন না, কর্ম্ম ছাড়িতে পারেন না; বেদ ছাড়িতে পারেন না, কোরাণ ছাড়িতে পারেন না; বাইবেল ছাড়িতে পারেন না, ললিতবিস্তর ছাড়িতে পারেন না। কেশবচন্দ্র কেবল একখানি না ছাড়িবার প্রবৃত্তি, যেখানে এইরূপ না ছাড়িবার প্রবৃত্তি সেইখানে কেশবচন্দ্র।

—০—

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বাভাবিকত্ব।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে চাক্ষুস দর্শন করিবার সৌভাগ্য কখনও হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা উপদেশ জীবনবেদ ও প্রার্থনাদির ভিতর তিনি যে সজীব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছেন তাহা নিত্য মানসচক্ষে দর্শন করিতেছি এবং এই দৃষ্টি কখনও ম্লান হইবার নহে। ধর্ম্মজীবন ও চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাই যাহা কিছু উৎকৃষ্টাংশ ও সত্য তাহা কেশবচন্দ্র। যৌবনের প্রথম উন্মেষের সময়ে কেশবচন্দ্র প্রদর্শিত যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম এখন বার্দ্ধক্যে একটুও লজ্জিত ভীত বা লজ্জিত হইবারত কিছুই দেখিতেছি না, বরং উহা এত উচ্চ ও খাঁটি সত্য যে তাহা হইতে জীবন অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে।

যে নববিধানকে কেশব নিজ জীবনে মূর্ত্তিমান্ করিয়া প্রদর্শন করিলেন, সেই ধর্ম্ম সহজ ও স্বাভাবিক, অথচ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সঙ্গত ও কুসংস্কার বর্জ্জিত।

কেশবের বিশ্বাস নিশ্বাস যোগ। ভেবে চিন্তে, টেনে বুনে ঈশ্বর প্রতিপন্ন করা নহে। চক্ষু খুলিলাম আর ঈশ্বর দর্শন হইল। এত সহজ ও সরল পথ তিনি দেখাইবার জন্য আসিলেন। যদি কঠোর পরিশ্রম ও সাধন করিলে ঈশ্বর দর্শন দুর্লভ হইত, তাহা হইলে ভগবান্ মনুষ্য সমাজকে নিষ্ঠুরের ন্যায় তাঁহা হইতে বঞ্চিত করিলেন বলিতে হইবে। এই মত কেশব মানিতেন না। নিশ্বাস যেমন সহজে প্রবাহিত হয়, বিশ্বাসও সেইরূপ সহজ এবং স্বাভাবিক। সকল মনুষ্যেরই ঈশ্বর দর্শন ও শ্রবণের স্বাভাবিক অধিকার। কিন্তু কত লোক তাঁহার দর্শনের ও শ্রবণ কথা লইয়া বিদ্রূপ করিয়াছে ও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। কিন্তু তিনি পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহেন। টাউন হলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাভাবিকত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং সকলকে সেই পথে আহ্বান করিয়াছেন।

দর্শন শ্রবণের অবশ্যম্ভাবী ফল জীবনে প্রত্যাদেশ লাভ ও তদ্দ্বারা জীবন পরিচালনা। সর্ব্বসাধারণের জন্য এই অধিকারও তিনি স্থাপন করিয়া গেলেন। জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু দূর ভবিষ্যতে তাঁহার এই সাহসিকতার জন্য পৃথিবী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে।

সহজে ও স্বাভাবিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্বরূপও সহজ ও অনায়াসলভ্য হইয়া যায়। এই জন্য সর্ব্বশেষে যোগীজন দুর্লভ ব্রহ্মকে মাতৃরূপে দর্শন করিলেন এবং মা, মা, বলিয়া তাঁহাকে শিশুর ন্যায় ডাকিয়া গেলেন। এই মাতৃরূপের ভিতর কত বিজ্ঞান ও সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে ইহাও পৃথিবী বুঝিবে। ঈশা ঈশ্বরের পিতৃরূপ প্রকাশ করিয়া সমগ্র খৃষ্টীয়জাতিকে পিতার চরণে টানিয়া আনিলেন। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের মাতৃরূপ দেখিবার জন্য সমগ্র মনুষ্য জাতিকে আহ্বান করিলেন।

প্রত্যাদেশে পূর্ণ হইয়া কেশব পৃথিবীর ধর্ম্ম সকলকে বিধাতার বিধানরূপে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার বিধান সত্য তাহা ঘোষণা করিলেন। সুতরাং ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ তিরোহিত হইল। কেবল তাহা নহে, ধর্ম্মে মিলন, সাধুভক্তবিশ্বাসীদের ও বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ সকলের সম্মিলন সংঘটন হইল। সকল ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইয়া নববিধানরূপ মহাসাগর-সঙ্গমে মিলিত হইল। এইরূপে এক নবধর্ম্ম, নবতীর্থ ও নববৃন্দাবন রচিত হইল।

এই নববৃন্দাবনের মূর্ত্তি কেশব মানব-চক্ষে দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। তিনি নববৃন্দাবন নাটক অভিনয় করাইয়া আদর্শকে সকলের চক্ষে জাজ্জ্বল্যমান করিতেও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আহা! এমন দিন কবে হইবে যখন সকল ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায় এই নববৃন্দাবনরূপ মহাতীর্থে মিলিত হইয়া

"আমরা মায়ের, মা আমাদের" বলিয়া আনন্দময়ী মাকে পরি-বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিবে।

শ্রীরাজকুমার দাস।

চিদাত্মা শ্রীকেশব।

[শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।]

যে কেশব ধর্ম্মজগতে ভাবী কালের সাধকরূপে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন, তিনি পুরাতন মহাজনদিগের বংশে, চিৎপুর নগরে, চিদাকাশে, ব্রহ্মের ঔরসে এবং পবিত্রাত্মার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গ-বিদ্যালয়ে স্বয়ং ভগবানের তত্ত্বাবধানে অমরাত্মা সাধু গুরুগণের নিকটে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হয়।

কেশবচন্দ্র জনের নিকটে অনুতাপ, সক্রেটিসের নিকট আত্মতত্ত্ব, ঈশার নিকট বিশ্বাস ও বৈরাগ্য, মুসার নিকট আদেশ, শাক্যের নিকট নির্ব্বাণ, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রেমভক্তি, পল ও মহাদেবের নিকট গার্হস্থ ধর্ম্ম, মোহম্মদের নিকট একেশ্বরবাদ, জনকের নিকট অনাশক্তি, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যোগ সমাধি এবং পবিত্রাত্মার নিকট দিব্যজ্ঞান শিক্ষা করেন। তাঁহার ধর্ম্ম এক কল্পবৃক্ষ বিশেষ। শেষ জীবনে তাহা হইতে বহুবিধ অমৃত ফল সকলকে তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

যৌবনের প্রারম্ভে কেশব এক অদ্বিতীয় অনন্ত গুণাকর চিন্ময় ব্রহ্মের উপাসক হন। তিনিই তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্যের যেখানে যাহা কিছু ছিল, ক্রমে সে সমস্ত দেখাইয়া দিয়াছিলেন। প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর শ্রবণ করেন, যাহা অভাব হয়, তাহা আনিয়া দেন, এই বিশ্বাস লইয়া প্রথমে তিনি স্বর্গরাজ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তদনন্তর আর আর যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমুদায় তাঁহার করতলগত হইল।

শ্রীকেশবচন্দ্রের কথা।

আচার্য্যদেব সম্বন্ধে কি লিখিব? তিনি আমার সত্য সত্যই গুরুদেব ছিলেন। যেদিন তাঁকে প্রথম কলুটোলার বাড়ীতে দেখিয়াছি, সেইদিনই আমার মন প্রাণ হরণ করিয়াছেন। আর সে মূর্ত্তি ভুলিবার যো নাই। চিরদিনের জন্য তিনি আমার ক্ষুদ্র জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন, আর থাকিবেন।

একদিন আমি আদি সমাজে গিয়া ছিলাম। সে কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে উপাসনা করিলেন?" আমি বলিলাম, "তিন জন বেদীতে বসে ছিলেন। মধ্যে প্রধানাচার্য্যদেব বসে ছিলেন। তিনিই উপদেশ দিলেন। এই উপদেশের মর্ম্ম:—মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ মলিন হৃদয়ে ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হয় না। আর বাত্যাদ্বারা আন্দোলিত সরোবরে যেমন চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখা অসম্ভব, সেইরূপ বিষয়-কামনারূপ বাত্যাদ্বারা চিত্ত আন্দোলিত হইলেও ব্রহ্মদর্শন স্পষ্টরূপে সম্ভোগ হয় না। এই কথা শুনিয়া আচার্য্যদেব খুব আনন্দিত হলেন। কিন্তু কোন কোন প্রচারক মহাশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আচার্য্যদেব বলিলেন, "পিতার যদি কোন দোষ ত্রুটিও থাকে তবে কি তিনি পিতা নন।" তখন সকলে নীরব হলেন।

আর একদিন কমলকুটীরে একজন বলিলেন, যে লোকে বলে আমরা ক্রমে হিন্দু হয়ে যাচ্ছি; তিনি তখন ক্রাইষ্টের ছবি দেখাইয়া বলিলেন, "যতদিন ক্রাইষ্ট আমাদের বাড়ী থাকিবেন ততদিন আমাদের হিন্দু কেহ বলিতে পারিবেন না।"

নবনৃত্যের সময় একবার কান্তি বাবুকে বলিলেন, "আমার বড় ক্ষুধা হয়েছে আমাকে খাবার দেও।" তখনই খাবার দেওয়া হল, তখন খাচ্ছেন আর নৃত্য হচ্ছে।

আচার্য্যদেবের ব্যাপার কত বলিব। শ্রদ্ধেয় বঙ্গ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুইজন প্রেরিতের কথা বলা হল, তৃতীয় ব্যক্তির কথা যে কিছুই বলা হল না?" তখন তিনি বলিলেন, তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলিতে গেলে ত ত্রিশ কোটীর কথা বলিতে হয়।" একবার বলিলেন, "যেমন মেরির গর্ভে পবিত্রাত্মা দ্বারা ক্রাইষ্টের জন্ম হয়েছে বলে, তেমনি প্রত্যেক আত্মাতে পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে যিশুর অর্থাৎ পুত্রত্বের জন্ম হবে।"

সেবক—শ্রীচন্দ্রমোহন দাস।

আশার সাক্ষ্যদান।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় জীবনের সেই ঊষাকালে, প্রতাপ বাবুর "কেশব জীবনী" ও ব্রহ্মানন্দের "ব্রহ্মগীতোপনিষদের" মধ্য দিয়া। প্রথম দর্শনেই চিনিলাম ও চিরানুগত হইলাম। ক্রমে তাঁর সম্বন্ধে অনেক পড়িলাম, বুঝিলাম। কুচবিহারের বনে অনেকে পথহারা হইয়া তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। চৈতন্য-ভাগবত লেখক বৃন্দাবন দাসের মত আমি আজও দুঃখ করি, "হায়, কেন আমি তাঁহার সময় জন্মি নাই, তাহা হইলে আমার ধর্ম্মলাভ সহজে হইত; তাঁহার সঙ্গে চিরদিন বেড়াইতাম।"

তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তিনি ব্রহ্মবাদী। নিজমুখে বলিলেন "যদি অন্য কেহ কুচবিহারে যাইত, আমি নিজে তাহার প্রতিবাদ করিতাম; কিন্তু এ স্থলে ব্রহ্মের আদেশ।" তাঁহার এই কথায় আমি চিরদিন বিশ্বাসী। বহুদিন পরে আরও ভাল ব্যাখ্যা নিজ জীবনে পাইলাম। দেখিলাম তিনি নিষ্কলঙ্ক, আমাদের অনেক ভাগ্যে মহাপ্রেমসূর্য্যের কিরণমালায় ভূষিত হইয়া কেশবচন্দ্র উদিত হইলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে অগ্নি ভ্রমে পরিত্যাগ করিলেন, কেহ বা কিরণজ্যোতি সহ করিতে না পারিয়া অন্ধ হইলেন।

উত্তরের জন্যই দুঃখ হয়। যাহাহউক "আসা দিন নাহি রহেগা।"

যত দিন যাইতেছে বুঝিতেছি ধর্ম্মলাভ, প্রেমলাভ কি কঠিন ও তিনি কি ছিলেন! কি অপরূপ অবস্থাই লাভ করিয়াছিলেন! ব্রহ্ম তাঁহার কাছে কত স্বাভাবিক ছিলেন, কত মিষ্ট ছিলেন, কত সুন্দর ছিলেন, কত আপন হইয়াছিলেন! তাঁর মত কে এমন করে সাধন বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করবেন! সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের তিনি প্রথম সাধনদাতা। "ব্রহ্মগীতোপনিষতের" এই সাধন বিজ্ঞান সকলের জন্য, সকল ধর্ম্মের জন্য, সকল দেশ কালের জন্য। আমরা এই সকল অবলম্বন করি ও দেবতাকে দর্শন করে ধন্য হই।

আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•—

শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

ভক্তের জীবন স্বয়ং ভক্তবৎসলের অতি আদরের সামগ্রী। আবার বিশ্বাসীগণের নিকট প্রেরিত ভক্ত মহাজনের জীবন আপনাদের নিজ আত্মা অপেক্ষাও অধিকতর নিকটবর্ত্তী। "The prophet is nigher unto the true believers than their own souls." আমরা নববিধান বিশ্বাসী। আমাদের নিকট যদি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন আমাদের নিজ আত্মা অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্ত্তী না হইত, অধিকতর আদরের, গৌরবের সামগ্রী না হইত কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব আমাদের নিকট এমন আনন্দের উৎসবে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিরাট ধর্ম্মজীবন গ্রহণে আমাদের অধিকার অল্প, এ বিষয়ে আমাদের বলিবার বিষয়ও অল্প, তাই অল্প কথায়, এ বিষয়ে কিছু লিখিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

ভক্ত জীবন গ্রহণ নববিধানের বিশেষ ব্যবস্থা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই এ বিষয়ে শ্রেষ্ট পথ প্রদর্শক।

প্রত্যেক বিধানের বিধানবাহক মহাপুরুষের জীবন গ্রহণ বিধান অনুবর্ত্তনকারিগণের পক্ষে অপরিহার্য্য। কেন না স্বর্গের একটি ধর্ম্মবিধান ও সেই বিধানের বাহকের জীবন এমনই পরস্পর অনুস্যূত যে একটি ধর্ম্মবিধান সে বিধানের আলোকে গ্রহণ করিতে গেলেই সেই বিধানের বাহক মহাজনকে গ্রহণ করিতে হয়। পুরাতন এবং নূতন সকল বিধানই আমাদের গ্রহণীয়। তাই অতীতের ধর্ম্মবিধানগুলি গ্রহণ করিতে যাইয়া যেমন ঈশা, শ্রীচৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি মহাজনদিগকে আমরা গ্রহণ করিব, তেমনই নববিধানের সমগ্র সাধনপথে কেশবচন্দ্রের জীবন গ্রহণ আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য।

সাধু মহাজনদিগের জীবন গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই—অখণ্ড ভাবে গ্রহণ এবং খণ্ডশঃ গ্রহণ। যখন ঈশ্বরের পিতৃভাব সাধন করিতে যাইয়া নিজ জীবনে পুত্রত্ব সাধন করিব, তখন শ্রীঈশার চরিত্রকে অখণ্ডভাবে মানস পটে রাখিয়া আদর্শ পুত্রের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। কিন্তু যখন ঈশার বিনয়, শান্ত মেষস্বভাব অথবা ঈশার আত্মত্যাগের বিশেষ ভাব আমার জীবনের বিশেষ স্তরে বিশেষ প্রয়োজনে সাধন করিব, তখন শ্রীঈশাকে খণ্ডশঃ গ্রহণ করিব। এখানে তাঁহার সমগ্র জীবন নয়, জীবনের বিশেষ বিশেষ ভাব খণ্ডশঃ লইব।

কেশবচন্দ্রের জীবন সমন্বয়ের জীবন। তাঁহার সমন্বয়ের সুন্দর সুগঠিত জীবন আমরা অখণ্ড ভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সমন্বয়ের জীবনের অগ্নি আমাদের জীবনে প্রজ্বলিত রাখিব। পাছে আমরা যোগপথে ঝুঁকিয়া ভক্তি বিষয়ে উদাসীন হই, পাছে আমরা ভক্তি পথে ঝুঁকিয়া যোগ অথবা কর্ম্মের প্রতি উদাসীন হই, এ জন্য কেশবচন্দ্রের জীবন আমাদের ধর্ম্মজীবনের পথে পথপ্রদর্শক ও সমন্বয় ভাবের অগ্নি উদ্দীপক ও অগ্নি রক্ষক। শুধু তাহা নহে, তাঁহার জীবন আমাদের প্রতিদিনের আচরণে, পূজা, বন্দনায়, স্মরণে মননে, আহারে, কথায় ও অনুষ্ঠানে বিশেষ সাত্বিক ভাব ও ধর্ম্মাগ্নি রক্ষার পক্ষে অপূর্ব্ব সহায়। এ সকল অবস্থায় কেশবজীবনকে অখণ্ড ভাবে আমাদের সহায়রূপে গ্রহণ প্রয়োজন। আমরা সমন্বয়ের সাধনপথে যখন আমাদের জীবনে যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ দিক্ জীবনের বিশেষ স্তরে স্বতন্ত্র ভাবে সাধন করিব, তখন যোগ সাধনের স্তরে তাঁহার চরিত্রের যোগ ভাব, ভক্তি সাধনের স্তরে তাঁহার জীবনের ভক্তিভাব ইত্যাদি খণ্ডশঃ গ্রহণ করিব, অথবা বৈরাগ্য সাধন সময়ে, তাঁহার বৈরাগ্য ভাব, বিবেক সাধন সময়ে তাঁহার জীবনের বিবেক ভাব খণ্ডশঃ গ্রহণ করিব।

তাঁহার প্রকাণ্ড ধর্ম্মজীবন সৌধের মূলদেশে তাঁহার চরিত্রের যে অতুলনীয় শুদ্ধতা, সাত্বিকতারূপ শুভ্র স্ফটিক খণ্ড বিরাজ করিতেছে, এই জন্মোৎসব মাসে পবিত্রাত্মা তাঁহার চরিত্রের সেই স্বর্গীয় শুদ্ধতার দৃশ্য আমার অন্তশ্চক্ষুর গোচরে বিশেষরূপে প্রতিভাত করিয়াছেন। এই শুদ্ধতা আমার জীবনের পক্ষে মহৌষধি। কেশবচন্দ্র আপনার জীবনের শুদ্ধতার এই সুনির্ম্মল, সুবিমল প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক সময় বলিয়াছিলেন, "আমার মণ্ডলীর লোক বরং পৌত্তলিক হইতে পারে, কিন্তু সাত শত বৎসরেও তাহাদের পক্ষে ব্যাভিচারী হওয়া সম্ভব হইবে না।" শুদ্ধতা ধর্ম্মজীবনের পরম সম্বল। কবে কেশবজীবনের এই লোভনীয় শুদ্ধতা লাভ করিব।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

শ্রীকেশব শিশু।

অনেক শিশুর অনেক রকম সৌন্দর্য্য থাকে। কাহারো নাকটী সুন্দর, কাহারো চক্ষুটী খুব সুন্দর, কাহারো বর্ণ খুব উজ্জ্বল ইত্যাদি, কিন্তু সর্ব্বোপরি শিশুত্বের একটী নিজস্ব সৌন্দর্য্য

আছে। শ্রীকেশবের ভিতরে এই শিশুত্বের সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইয়াছিল। শ্রীকেশব তো আমা অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ ছিলেন। বাহিরে তো তাঁহার আকৃতি ও পূর্ণ পরিণত বয়স্ক লোকের ন্যায় হইয়াছিল। এ সব সত্ত্বেও ক্রমে শিশুত্বের ভাব তাঁহাতে পরিস্ফুট থাকিত। সে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! তাহা দেখিয়া আদর স্নেহ করিতে ইচ্ছা হইত।

একদিন গাজিপুরে গঙ্গার ঘাটে শ্রীকেশব স্নান করিতেছিলেন, ঘটি ঘটি জল হাসিমুখে মাথায় ঢালিতেছিলেন। আমি দেখিলাম, ঠিক যেন একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু মার স্নেহজলে স্নান করিয়া ধন্য হইতেছেন। এইরূপে তাঁহাকে অনেক সময় শিশু ভাবে দেখিয়া অন্তরে স্নেহের সঞ্চার হইত। বস্তুতঃ শ্রীকেশবের শিশুত্ব একটী সত্য ব্যাপার, ইহা মত, ভাব বা কাব্যের কথা নহে।

শ্রীকেশব, বিশ্বাসী বিবেকী ও বৈরাগী ছিলেন। যে আত্মাতে এই তিনটী বস্তু থাকে, সেই আত্মারই স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়—প্রার্থনা। তাই শ্রীকেশবের জীবনবেদের প্রথম কথাই প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই শ্রীকেশবের সর্ব্বস্ব ছিল। ইহাই তাঁর "সবে ধন নীলমণি" ছিল। বস্তুতঃ তাঁর প্রার্থনা কতগুলি কথা নয়—"ইহা দাও, উহা দাও" নয়। তাঁহার প্রার্থনাও যা, প্রত্যাদেশও তাই। তাঁহার প্রার্থনা কখনও প্রত্যাদেশ বিহীন নহে। এই প্রত্যাদেশেই তিনি জীবিত থাকিতেন। এই প্রত্যাদেশের জীবনই নববিধানের জীবন। এই প্রত্যাদেশ প্রভাবেই তিনি আনন্দময়ী মাকে সম্মুখে দেখিতেন, মার অপূর্ব্ব চিদানন্দময় মুখশ্রী তাঁর মুখে প্রতিভাত হইত এবং স্বর্গীয় শোভায় সুন্দর হইয়া মার কোলে নবশিশুরূপে প্রতীয়মান হইতেন। শ্রীকেশবের স্বর্গারোহণের অল্প দিন পূর্ব্বে ঢাকাতে নগর-সঙ্কীর্ত্তনে এই কথা কয়টী গ্রথিত হইয়াছিল :—

"ঐ দেখ আনন্দময়ী এলেন ধরাতলে রে। মার প্রেম কোলে,
প্রিয় শিশু কেমন হাসে খেলে রে।

আদরে এ শিশুবরে, বক্ষে যে ধরিবে রে, বিনা মূলে মায়ের চরণ সেইজন পাবে রে ॥

শ্রীদীনদাস।

শিশু কেশব।

মা সারদা দেবী চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দুইটী সন্তান প্রসব করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার তৃতীয় সন্তান। অগ্রহায়ণ মাস শীতের প্রারম্ভ, এই সময় জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হন। সারদা দেবী পুত্রের পীড়ার জন্য সদাই চিন্তিত ও দুঃখিত। মনে মনে কেবলই বলিতেন ;—"কে ছেলে যে এবার আসিতেছে, নবীনের এত অসুখ, এখন যদি সন্তান না হয়, বেশ হয়।" আশ্চর্য্য, ১৯শে নবেম্বর, ৫ই অগ্রহায়ণ, প্রাতঃকালে বিনা বেদনায় সারদা দেবীর সন্তান প্রসব হইল, সূতিকা ঘরেও যাইতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার প্রসব বেদনাই হয় নাই। মা সারদা বিনা বেদনায় প্রসব করিলেন,—সুন্দর সুঠাম, সুপুত্র, দেব-শিশু। বাড়ী আনন্দ উৎসবে পূর্ণ হইল।

শিশুর নাম হইল কেশবচন্দ্র। তাঁহার দুইটি নাম হয়, একটী জয়কৃষ্ণ আর দ্বিতীয়টি কেশবচন্দ্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন এই দ্বিতীয় নামটি দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের এক ভৃত্য ছিল, তাহার নাম "বামু"। ভৃত্য বামু কেশবচন্দ্রকেও "বেসো" বলিয়া ডাকিত। পিতামহ রামকমল একদিন শিশু কেশবচন্দ্রকে কোলে করিয়া দর্পণের কাছে গিয়া বলিলেন, "তুই সুন্দর, কি আমি সুন্দর? তুইই সুন্দর।" আরো বলেন "কেশবই আমার নাম রাখ্‌বে, আমার গাদ নেবে।"

একদা অন্তঃপুরে কেশবচন্দ্র "চারটা গোল্লা খাব", "চারটা গোল্লা খাব" বলিয়া বায়না করেন। এজন্য মা সারদা তাঁহাকে প্রহার করাতে কেশবচন্দ্র বড়ই রোদন করেন। রামকমল কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বিন্দুবাসিনী বলিলেন "বেসো সন্দেশ খেতে চেয়েছিল, সেই জন্যে মেজ বৌ মেরেছে!" রামকমল সেন তখনই আট ঝাঁকা সন্দেশ আনিতে হুকুম দিলেন, আর বিন্দুকে বলিলেন "আমি প্রতিদিন ৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করি আমার কেশব সন্দেশ খেতে চেয়েছিল ব'লে মেজ বৌমা তাকে মেরেছেন!" সন্দেশ আসলে বলিলেন "চার ঝাঁকা কেশবের জন্যে, আর চার ঝাঁকা সন্দেশ কেশবের দাদির (ঠাকুরমার) জন্যে।"

কেশবচন্দ্র যখন পঞ্চম কি ষষ্ঠ বৎসরের শিশু, তখন তাঁর মা জেঠাইমা পিসিমা সকলে একদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন, কেশবচন্দ্র মার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। মা বলিলেন, "কিছু গোল কর্‌বি না ত?" কেশবচন্দ্র বলিলেন "না।" গাড়ী করিয়া চাঁদপালের ঘাটে সকলে উপস্থিত হইলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া সারদা দেবী কেশবচন্দ্রকে ঘাটের যে ঘর ছিল তাহার এক কোণে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "এই খানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্!" তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদিকে মা, জেঠাইমা, পিসিমা স্নান করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বাড়ী ফিরিলেন, পথের মধ্যে কেশবচন্দ্রের কথা মনে হওয়াতে মা কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। কিন্তু কি করিবেন?

বাড়ীতে পৌঁছিবামাত্র মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সারদা কাঁদিয়া অধীর। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন ত্রিতল গৃহ হইতে কান্নার শব্দ ও নানা গোলমাল শুনিতে পাইলেন, উপর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" কারণ জানিতে পারিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। যাঁহারা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করিয়া সেই গাড়ীতেই তৎক্ষণাৎ নিজে চাঁদপালের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন

সুন্দর শিশু কেশবচন্দ্র শান্তভাবে ঘাটের ঠিক সেই কোণটীতে তখনও দণ্ডায়মান, যে স্থানে যে ভাবে তাঁহার মাতা তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবে সেই স্থানে তখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

হরিমোহন শিশুকে পাইয়া আনন্দে বুকে তুলিয়া লইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেসো, তুই কি তোর মা জেঠিদের এখান থেকে যেতে দেখিস্ নি?" শিশু বলিলেন, "হাঁ"। "তবে তুই কেন গেলি না?" "মা যে বলেছেন, তুই গোল করিস্ না, এইখানে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে থাকিস্।" হরিমোহন কেশবচন্দ্রের এই অসাধারণ মাতৃভক্তি ও বাধ্যতা দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। এবং তাঁহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

(মহারাণী) শ্রীমতী সুনীতি দেবী।

সঙ্গীত।

(শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে)

বাউলে সুর।

কি এক মজার লোক হেরি নববিধানে,
ইনি ধন্য নাকি কলিযুগে ব্রহ্মকে দে'খে শু'নে!
ইনি সংসারে বাস ক'রেও নাকি
মহা বৈরাগী, ব্রহ্মপদানুরাগী, লোকে কয়;
সদা ধন জনের অন্তরালে ম'জে থাকেন যোগ ধ্যানে।
কখন্ বলেন "হরি হরি", কখন্ বলেন "মা",
কখন্ বলেন "জিহোভা",—এ কেমন!
আবার "আল্লা" বলেন গভীর স্বরে, শু'নে কি যে হয় মনে!
কভু উদাসীন হয়েরে সবার দ্বারে দ্বারে যান,
কেঁদে হরিনাম বিলান, কি লীলা!
আবার রাজার পাশে মোহন বেশে বসেন দিব্য আসনে!
করেন কভু সিংহনাদ "জয় হরি ব'লে"
বিধান-পতাকা তুলে,—গগনে;
আবার পাপীর দুঃখ সৈতে নারে লুটান তাদের চরণে (প্রেমে)।
দীনদাস ভিখারী অতি বিনয় ক'রে কয়
এতো অন্য কিছু নয়, কি বিস্ময়?
এ যে ব্রহ্মানন্দের ভক্তি-লীলা সচ্চিদানন্দের সনে।

শ্রীমতিলাল দাস।

ভক্তপ্রসঙ্গ।

একবার নিশান বরণের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পিতৃদেবের হাত ধরিয়া দুইজনে "আমরা মায়ের মা আমাদের" বলে খুব নৃত্য করিতে দেখিয়াছি।

বাবা যখন উপাসনার সময় ধ্যান করিতেন, কতই মৃদু হাসি হাসিতেন। ভগবানকে যে ঠিক সম্মুখে দেখিতেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

বাবা একতারা লইয়া অনেকক্ষণ সমাধিযোগে মগ্ন থাকিতেন, শেষে যোগ ভঙ্গ হইলে আর ভাল করে খাইতে পারিতেন না।

পিতৃদেব যখন যোগেতে বিহ্বল হইতেন, তখন তাঁর হস্ত পদ শীতল হইয়া যাইত। এক দিন আমি কমলকুটীরে বাবার ঘরে সুধাকে কোলে লইয়া বসিয়া বাবার পায়ে হাত বুলাইতেছিলাম। শেষে দেখি পা ঠাণ্ডা হইয়া গেল, প্রায় এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ভগবানের সঙ্গে উচ্চৈস্বরে কথা বলিতে লাগিলেন। এ রকম উচ্চহাস্য ও খেলা আমি তাঁর মুখে কখনও শু'ন নাই। সাক্ষাৎ তাঁর জননীর সঙ্গে কথা ও হাসি দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। পরে যখন যোগ ভঙ্গ হইল, তখন হাসি থামিল। ভক্তবৎসলা ভক্তের সঙ্গে কত খেলাই খেলেন। কলিযুগেও তাহা দেখে ধন্য হইলাম।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।

মহর্ষি ও কেশবচন্দ্রের পত্র বিনিময়।

হিমালয়, দার্জিলিং,
৭ই জুলাই, ১৮৮২।

ভক্তিভাজন মহর্ষি,

"হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রাহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন "ব্রহ্মানন্দ" নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয় তদপেক্ষা অধিক ধন মনুষ্যের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্ব্বাদ করুন যেন আরো অধিক শান্তি ও আনন্দ তাঁহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি আনন্দময়; হরি কি সুধাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে আর কি দুঃখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন! আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তগণকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

***

প্রত্যুত্তর।

আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ,

"৩০শে আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনু-

স্তব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে সত্য সত্য তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্য-মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম, এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ আফ্‌শোষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

"কাহাকেও এমন পাই না যে আমার কথায় সায় দেয়", তোমাকে সে পাগ্‌লা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মস্ত হয়ে উঠ্‌ত, আর খুস হয়ে বল্‌তে থাকিত,—

"কি মস্তি জানি না যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।" তোমাকে আমি কবে "ব্রহ্মানন্দ" নাম দিয়াছি এখনো তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগ বন্ধন হইয়াছিল; নানাপ্রকার বিপর্যায় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন—সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। "তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা;" সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান—উচু নিচুর কোন খিরকিচ্‌ নাই। ইতি, ২রা শ্রাবণ, ৫৩ ব্রাঃ সং।

তোমার অনুরাগী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।
মসূরী পর্ব্বত।"

—•—

সংবাদ।

শ্রীকেশব জন্মোৎসব—আগামী বৃহস্পতিবার, ১৯শে নবেম্বর প্রত্যুষে কলুটোলার বাড়ীতে উষাকীর্ত্তন হইবে। প্রাতে ৭॥০টায় কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে উপাসনা হইবে। তাহার পর পাঠ সৎপ্রসঙ্গাদি হইবে। অপরাহ্ণে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কীর্ত্তন ও সন্ধ্যায় শিশুদিগকে লইয়া উৎসব হইবে। পরে কথকতাও হইতে পারে।

২০শে নবেম্বর, শুক্রবার—৫টায় আলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভা হইবে।

২১শে নবেম্বর শনিবার—ভিক্টোরিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ে জন্মোৎসব হইবে।

২১শে ও ২২শে নবেম্বর, শনিবার ও রবিবার—শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে জন্মো[illegible] হইবে।

১লা [illegible] হইতে নবদেবালয়ে, প্রতিদিন প্রাস্তুতিক উপাসনা হইয়া [illegible]তেছে। তাহার মধ্যে গত ৫ই নবেম্বর, আমাদের ঢাকা [illegible]বাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস মহাশয়ের কন্যা কুমারী মা[illegible] দেবী নবসংহিতানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভাই প্রমথলাল উপাসনার প্রথমাংশ ও দীক্ষা দান করিলে ভাই প্রিয়নাথ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা ও শান্তি-বাচন করেন।

৮ই নবেম্বর, রবিবার—নবদেবালয়ে ভ্রাতা নন্দলালের পারলৌকিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে সমুদয় দান উৎসর্গ করা হয়, তাহা নববিধান সাধনার্থ যাঁহারা যাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, সুগম্ভীর উপাসনান্তে তাঁহাদিগকে তাহা বিতরণ করা হয়। ভ্রাতা নন্দলাল যেমন নববিধানের নীরব সাধক ছিলেন, দানগুলি তাঁহার সাধনারই উপযোগী। মণ্ডলীতে সাধনের ভাব পুনরুদ্দীপনের জন্যই এই দানগুলি উৎসর্গ করা হইয়াছে। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়।

শুভ বিবাহ—"বিগত ২৮শে অক্টোবর গিরিধিতে স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার আচার্য্যের কন্যা ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার বি, রায়ের পালিতা শ্রীমতী কিশোরী বালার সহিত স্বর্গীয় বীরসনের পুত্র পুত্র ও লাহোরের শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পালিত শ্রীমান্ লালজি দাসের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। তৎপূর্ব্বদিন বর কন্যা উপাসনা ব্রত গ্রহণ করেন। উভয় অনুষ্ঠানেই শ্রীযুক্ত ডাঃ বি, রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিবাহ ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারি হইয়াছে। প্রভু পরমেশ্বর নবদম্পতীকে ধর্ম্মজীবনের ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।—(প্রেরিত)

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান—সন্তাপের বিষয় শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কেদারনাথ দের পুত্র শ্রীমান্ মনোগতধন দের একটী কন্যা পিতা মাতা পরিজনকে শোকাকুল করিয়া হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতাস্থ প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ এক এক দিন পারিবারিক উপাসনা সম্পাদন করেন এবং গত ১৫ই নবেম্বর রবিবার ভাই প্রমথলাল পারলৌকিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন। কন্যার পিতা শোকার্ত্তীর প্রার্থনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

সাম্বৎসরিক—গত ৯ই নবেম্বর, ভাই প্রসন্নকুমার সেনের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে প্রার্থনাদি হইয়াছে।

গত ১৩ই নবেম্বর, স্বর্গগত প্রাচীন সাধক শ্রীযুক্ত হরগোপাল সরকার মহাশয়ের জামাতা সম্বলপুরের সুবিখ্যাত উকিল স্বর্গীয় শ্রীবামাপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও সন্তানগণের কলিকাতাস্থ বাসায় বাদ্রদাস টেম্পল্ লেনে, সম্পাদিত হইয়াছে। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং ভ্রাতা প্রেমসুন্দর বসু শাস্ত্র পাঠ ও সঙ্গীত করেন। মধ্যম পুত্র শোককারীর প্রার্থনা করেন।

গত ৬ই নবেম্বর, শুক্রবার—স্বর্গীয় অম্বিকা চরণ সেনের সাম্বৎসরিক দিনে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮ বি, অপার সার্কুলার রোড।

১৯শে নবেম্বর হইতে ২১শে নবেম্বর, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার পুস্তকাবলী স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হইবে।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৬০ ভাগ। ২২শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ। 2nd December, 1925. | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

মা, যখন তুমি আমাদিগকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে দিয়াছিলে, তখন কেমন সুন্দর, সুঠাম, সরল, নির্ম্মল করিয়া পাঠাইয়াছিলে। কিন্তু পৃথিবীর বাতাসে এবং সংসারের সহবাসে আমরা ক্রমেই মলিন, কলঙ্কিত, পাপাসক্ত, বার্দ্ধক্য ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলাম। তুমি তো চাও আমরা চিরশিশু হইয়া থাকি, কেন না শিশুরাই তোমার স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত। তাই তুমি আমাদিগকে তোমার নববিধানে আনিয়াছ। তোমার নববিধানের অর্থ নবজীবন। আমাদিগকে নবজন্ম দান করিতেই তোমার এই নববিধান সমাগত। পক্ষীশাবক যেমন অণ্ড ভেদ করিয়া দ্বিজ হয়, শূদ্র মানবও তেমনই নবধর্ম্ম প্রভাবে নবজন্ম বা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। কলঙ্কিত পাপপ্রবণ মানবসন্তান পরিবর্ত্তিত হইয়া নবজন্ম নবশিশুত্ব লাভ করিবে, ইহারই জন্য নববিধান। তাই তুমি নববিধানের মানুষকে নবশিশু করিয়াছ, বৃদ্ধও পুনরায় কেমনে পরিবর্ত্তিত শিশু হয়, তাহাই তুমি এই বিধানে প্রদর্শন করিলে। তবে মা আনিলে যদি তোমার নববিধানে নিজ কৃপাগুণে, আমাদিগকেও প্ররিবর্ত্তিত করিয়া তোমার পবিত্রাত্মাজাত নবশিশু কর। যাঁহাকে তোমার নববিধান মূর্ত্তিমান করিয়া নবশিশুরূপে জন্ম দিয়াছ, তাঁহার সহিত এক অঙ্গ, এক মন, এক প্রাণ করিয়া তেমনি আমাদিগকেও বিধান মুর্ত্তিমান কর। নবজন্মোৎসব সাধন যেন আমাদিগের এই ভাবে সার্থক হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

জননি, দয়াময়ী, তুমিই প্রসব কর। যেন বিশ্বাস করি ভগবতীর সন্তান হয়ে জন্ম হইল শিশুর। ঋষিসন্তান ঋষি পুত্র নারায়ণের বংশ, প্রত্যেক মনুষ্য প্রত্যেক ক্ষুদ্র শিশু তোমা হইতে সাক্ষাৎ বিনির্গত হয়। অতএব মহর্ষি ঈশার জন্মের কথা আমরা যাহা শুনেছি, সকল শিশুর জন্মে আমরা যেন তাহা সংলগ্ন রাখি।—"জীবজন্ম"।

হে ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই সকল ক্ষুদ্র দেহ হইতে নূতন মানুষ বাহির হয়। অণ্ডের ভিতর হইতে জীবাত্মা পক্ষী বাহির হইয়া মুক্তির সমাচার মুখে লইয়া দেশে দেশে উড়িয়া যাইবে। তুমি যাদুকর হইয়া নূতন বিধানে নূতন মানুষ আন।—"নূতন মানুষ বাহির করা।"

—•—

নবজন্মোৎসব।

মা নববিধানবিধায়িনী জননী তাঁর নবভক্তের জন্মোৎসবে এবার আমাদিগকে নবজন্মোৎসব সাধন করাইয়া ধন্য করিলেন।

কলুটোলার সেন পরিবারে একদিন যে শিশুর জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার জন্মদিন স্মরণ কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু সেই শিশু জগজ্জননীর নববিধানে যে নবশিশু জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, তাহাতেই মা জগজ্জনকে নবজন্মলাভের আশায় যে কেবল আশান্বিত করিলেন তাহা নয়, তাঁহার সঙ্গে আমাদিগকেও নবজন্মোৎসব সম্ভোগে সক্ষম করিলেন।

যুগে যুগে যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনা যাঁহাদিগের দ্বারা বিধাতা সম্পাদন করেন, তাঁহারা সকলেই সিদ্ধপুরুষ হইয়া, বা সাধারণ কথায় যেমন বলে ক্ষণজন্মা হইয়া, জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র যদিও আপনাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কিন্তু তিনি যে একজন অসাধারণ ক্ষণজন্মা পুরুষ, তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহার জীবন দেখিয়াছেন তাঁহাদিগের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ না করিলেও, "অসিদ্ধ মানুষ কেমন করিয়া সিদ্ধ হয়, অপ্রেমিক কেমন করিয়া প্রেমিক হয়, কাল ছেলে কেমন করিয়া জ্যোতির্ম্ময় হয়, কাল ছেলেও মার কাছে কেমন করিয়া দৌড়িয়া যায়, যাঁহার জীবনে নববিধানের বিরোধ ছিল সে ব্যক্তি কেমনে নববিধান মূর্ত্তিমান হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবা কেমন করিয়া ধর্ম্মের পাগল মাতাল শিশু হইতে পারে," তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, তিনি যে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত, ইহা কে না স্বীকার করিবে?

ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মকে মা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া, তাঁহারই প্রেরণায় এক প্রার্থনার বলে কেমন করিয়া যথার্থ পরিবর্ত্তিত নবজীবন প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা তাঁহার জীবনে ভগবান প্রমাণ করিয়াছেন।

তিনি যে প্রাচীন ধর্ম্মসঙ্গত কষ্টসাধ্য সাধনায় বা নিজ পুরুষকার বলে এই নববিধান-জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহা ত তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি কৃপাসিদ্ধ, সহজে সরল শিশুর ন্যায় প্রার্থনার ফলে তাঁহার জীবন নববিধানের আদর্শ জীবন হইল।

তাই আমরাও যখন ব্রহ্মকৃপাবলে বর্ত্তমান যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এই যুগধর্ম্মবিধানে বিশ্বাস লাভ করিয়াছি, তখন আমাদিগকে এবং বর্ত্তমান যুগের সকল মানবকেই এই নবযুগধর্ম্মবিধানের জীবন পরিগ্রহ করিতে হইবে, ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়। সুতরাং যে আদর্শে বিধাতা এই বিধানবাহককে গঠন করিয়াছেন এবং তাঁহাতে সমগ্র মানব পরিবারকে এক অঙ্গে গাঁথিয়া যেমন এক অখণ্ড মানবজীবনরূপে গঠিত করিলেন, আমাদিগকে সেই আদর্শে এবং তাঁহারই সহযোগী বা অনুবর্ত্তী ভাবে গঠিত করিবেন বলিয়াই যে এই যুগে এই বিধানে জন্ম দিয়াছেন, ইহা কি আমরা বিশ্বাস করিব না?

এই জন্য তাঁহার জন্মোৎসবে আমাদেরও নবজন্মোৎসব বলিয়া আমাদিগকে এই জন্মোৎসব সাধন করাইলেন। ধন্য মার কৃপা।

নবজন্ম কেমনে লাভ হইবে?

আমরা দৈহিক ভাবে যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন সকলেই শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সংসারে আসিয়া এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পেষণে ও সঙ্গ সহবাসে এবং আপনাপন আমিত্বের বশে পাপে তাপে কতই কলঙ্কিত ও মোহ অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আত্মহারা হইতেছি, আমরা যে ব্রহ্মসন্তান, দেবাংশ তাহা একেবারেই যেন ভুলিয়া গিয়াছি, তাই এই অবস্থা হইতে মানবাত্মাকে পরিবর্ত্তিত দ্বিজত্ব দিবার জন্যই পবিত্রাত্মার নববিধান সমাগত।

এই নববিধান যথার্থ দ্বিজত্ব বিধানের বিধান। পুরাতন জীবনের মরণে বা "আমি আমার" পরিবর্ত্তনেই এই দ্বিজত্ব সমাধান হয়। দ্বিজত্বই নববিধানের মনুষ্যত্ব।

এই নববিধানের বাহকরূপে বিধাতা যাঁহাকে জন্ম দিলেন তাঁহার জীবনকেও সহানুভূতি যোগে সকল মানবের পাপ প্রবণতা ও মানবীয় দোষ দুর্ব্বলতার অনুভূতি দিয়া গঠন করিলেন। তিনিও জীবনের ঊষাকালে অন্তরস্থ পবিত্রাত্মার বাণী শুনিয়া সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করিলেন এবং তাহাতেই ব্রহ্মকৃপাবলে আমিত্বশূন্য নব বিধানের আদর্শ জীবন, ব্রহ্মানন্দ-নবশিশু-জীবন বা পরিবর্ত্তিত নবজীবন লাভ করিলেন।

এই জীবন লাভ করিতেই ত বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধানে আমরাও স্থান পাইয়াছি। কিন্তু আমাদিগের পুরাতন

পাপ প্রবণ আমিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য যে এই জীবন লাভের অন্তরায়। আমরা পুরুষাকার বলে, নিজ সাধন বলে এই দ্বিজত্ব লাভ করিব ইহা মনে করি বলিয়াই আমাদিগের এত দুর্গতি। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বিধাতার শরণাপন্ন হইলে, যাঁহাকে পবিত্রাত্মাজাত আদর্শ-জীবন দিয়া মূর্ত্তিমান নববিধানের মানুষরূপে বিধাতা প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়া আমরাও একমাত্র ব্রহ্মকৃপায় তাঁহার সহিত এই দ্বিজত্ব বা নবশিশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইব, এইজন্যই মা এই জন্মোৎসব করাইলেন।

ইহা কেবল একজনের জন্মোৎসব নয়, ইহা সমস্ত জগজ্জনের নবজন্মলাভের উৎসব। জগতের পুরাতন পাপ-প্রবণ মৃত জীবন ঘুচিবে এবং জাগ্রত ব্রহ্মগত জীবন্ত নবজীবন লাভ হইবে। এই জন্যই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম নব-জীবন দানের বিধানরূপে অভিব্যক্ত।

পরিবর্ত্তিত জীবন লাভ বা নবজন্ম লাভ কখনই মানবের সাধ্য সাধনায় বা পুরুষকার সাধনায় হয় না। একমাত্র ভগবানের কৃপা গুণেই হইয়া থাকে। তাই এই নবজন্মদানের জন্য নববিধান মাতৃকৃপারই বিধান।

এই বিধানে বিশ্বাসী হইলে ষোল আনা বিশ্বাস মার কৃপাতে দিতে হয়। যে নবভক্ত এই নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকেও পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিতে হয় এবং তিনি যে বিধানবলে ও প্রত্যাদেশ প্রভাবে এই বিধান মূর্ত্তিমান হইয়াছেন তাহাতেও পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে হয়। সন্দেহ যুক্ত আংশিক বিশ্বাসে নববিধানের নবজন্মলাভ হয় না।

শ্রীকেশবের দৈহিক জন্মলাভ এক অপরিষ্কার অন্ধকার-ময় ঘরে হইয়াছিল এবং তাঁর জন্মকালে তাঁহার মাতাকে নাকি প্রসব বেদনাও অনুভব করিতে হয় নাই, এই ঘটনা অলৌকিক না হইলেও ইহার ভিতরেও বিধাতার শিক্ষা এই যে, আমাদের পাপ অন্ধকারময় জীবনেও নবশিশুত্ব বা দ্বিজত্ব জন্মগ্রহণ করিবে এবং ইহা আমাদিগের বিনা কষ্টসাধ্য সাধনায় একমাত্র মাতৃকৃপাবলে সহজে সিদ্ধ হইবে, নববিধানে ইহাই বিধাতার বিধান।

মা আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই একজনের জন্মোৎসবে আমাদেরও সমগ্র জগজ্জনের নবজন্ম লাভ হয় এবং পাপা-হত মৃত পুরাতন জীবন শেষ হইয়া নববিধানের নব জীবনে নবজাগরণে সমস্ত মানবপরিবার সঞ্জীবিত হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

তালে তালে গান।

তালে তালে গান গাহিলেই লোকে শুনে, বেতালে বেলয়ে গাহিলে কেউ শুনে না। ভক্ত-আত্মা মার তালে তালেই গান ধরেন, তাই লোকে ভক্তমুখে তাহা শুনিলে দলে দলে তাঁর অনু-গমন করে। ভক্তমুখে ভগবানের সুর শুনিয়া ভক্তির আতিশয্যে তাঁহাকে অনেকে ভগবানের অবতারও মনে করে। বাদ্যযন্ত্রের সহিত সুর মিলাইয়া গান গাহিলেই ঠিক সুরে গান হয়। ভক্ত ভগবানের বাদ্যযন্ত্র, হারমোনিয়মের ন্যায় তাঁহাতে বাঁধা সুর, তাই ভক্তসঙ্গে সুরে সুর মিলাইয়া গাহিলেও ঠিক তালে তালে গান হয়।

নবশিশু।

মানব শিশু অজ্ঞান পশু। শিশুতে পশুতে বিশেষ পার্থক্য কিছুই নাই। কিন্তু শিশুর ভিতর যে স্বাভাবিক সরলতা, বৈরাগ্য, শুদ্ধতা, নিরাশ্রয় ভাব, মার উপর নির্ভরশীলতা, এ সমুদয় স্বর্গীয়। যখন অজ্ঞান শিশু অহং জ্ঞানরূপ বৃক্ষের বিষময় ফল খায় তখন আরো ক্রমে পশুবৎ জীবনই লাভ করে। কিন্তু যখন তাহাতে ব্রহ্মালোক প্রবেশ করিয়া আত্মজ্ঞান সঞ্চার হয়, তখন সে সজ্ঞানে সচৈতন্যে পুনরায় নিজ শিশুকালের স্বাভাবিক স্বর্গীয় গুণ সকল লাভ করে ও পরিবর্ত্তিত হইয়া নবভাবে শিশুজীবন প্রাপ্ত হয়। পারগত বয়স্ক হইয়াও পুনরায় যিনি শিশু হন তিনিই নবশিশু। যিনি জ্ঞানে বৃদ্ধ দেবত্বে শিশু, তিনিই নবশিশু। শিশু জ্ঞানলাভে মানুষ হয়, মানুষ নবজীবন পাইয়া দ্বিজত্ব লাভ করিলে নবশিশু হয়। মানবের পুনরুত্থানই নবশিশুত্ব।

কর্ত্তার ডাক।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে বাড়ীর কর্ত্তা না ডাকিলে কেহ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না। অপর কেহ ডাকিলে লোকে অপমান বোধ করে। বিধান মন্দিরেও স্বয়ং ঈশ্বর কাহাকেও না ডাকিলে কেহ আসে না, অন্য লোক ডাকিলে শুনিতেই চায় না। এই জন্যই যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ কর্ত্তার বাণী শুনিতে পায়, লোকের কথায় কোন মানুষের ধর্ম্মে মতি হয় না, মানব প্রকৃতিকে বিধাতা এমনই করিয়া গঠন করিয়াছেন। তাই হয় তো একজন "কলা বাসনায় আগুন দে", এই কথা শুনিয়াই তাহার অর্থ মনের বাসনাতে আগুন দিতে স্বয়ং বিধাতা বলিতেছেন ইহাই মনে করেন ও বৈরা-গ্যের পথ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। আবার হয় তো মহা পণ্ডিত উপদেষ্টার উচ্চ শাস্ত্রসঙ্গত উপদেশেও কাহারও মনে ধর্ম্মের লেশ মাত্র প্রবেশ করে না। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মবাণী শ্রবণ বিনা কাহারও মন পরিবর্ত্তিত হয় না, ইহাই বিধাতার বিধান।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

আমার উপর চৌকীদারীর ভার যখন দিয়াছ, দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প'ড়য়া রহিলাম, শরীর যাক আর মৃত্যু আসুক, ভার লইয়া থাকিতেই হইবে।

মানুষ প্রস্তুত করিবার জন্য রাখিয়াছ, বিনীত ভাবে এই কাজ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে পড়িয়া থাকি, তুমি আশীর্ব্বাদ করিলে কার্য্য সফল হইবে।

পিতা, বসিয়া তো কাজ করিলাম অনেক দিন, লোকেও তো প্রশংসা অভ্যর্থনা করে, ইঁহাদের উপর লোকেরও খুব শ্রদ্ধা ভক্তি। ইঁহাদের মধ্যে সামান্যতম যাঁরা, তাঁরাও ভারতের কোন না কোন দলের প্রার্থনীয়।

জগতের সকলেই তুষ্ট ইঁহাদের উপর, কিন্তু একজনের কেবল তুষ্টি হয় না। আমার মন তুষ্ট ইহাতে হয় না, ইঁহারা বলুন যে সর্ব্বস্ব দিয়া থাকেন যদি, তার অপেক্ষা অনেক অধিক পাইয়াছেন।

হরি, সব হইল, কিন্তু দুঃখীর আশা পুরিল না। এই একজন লোকের মন সম্পূর্ণ তুষ্ট হয় না, একটু একটু উন্নতিতে আমার তুষ্টি হয় না; ইঁহাদের চরিত্রের পূর্ণতা হইল না। মনের মানুষ কৈ? এখনও হইল না; সেই উচ্চদরের মানুষ কৈ; নববিধানের আদর্শ এখনও হইল না। নববিধানের মানুষ কৈ আমাদের ভিতর? ইঁহারা যতদিন পৃথিবীতে থাকিবেন লোকের উপকার পাবেন, টাকা পাবেন, আদর শ্রদ্ধা পাবেন।

প্রেমময়, এ কাঙ্গালের মনের আশা পূর্ণ করিবার উপায় কর। ইঁহারা প্রচার করিতে যান, জগতের সুখ্যাতি সম্মান শ্রদ্ধালাভ করুন, কিন্তু এ লোকটার মনের মতন হইয়াছেন কি না তা যেন মনে থাকে। চৌকীদার এই চায়, একটু যদি অভাব থাকে সুখ্যাতির উপযুক্ত বলিব না। মানুষ শ্রদ্ধা করিল আমার ভাইদের, কিন্তু গরিবের কাছে তুমি যা চেয়েছিলে, যে মণ্ডলী তৈয়ার করিতে বলেছিলে তা পারিলাম না, এ জন্য কাঁদিব। যতদিন আমার মনের মতন না হইবে, আমার প্রাণের গভীর দুঃখ যাইবে না। তোমারও কান্না থামিবে না। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলেই আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অন্য ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে স্থান লইয়া তোমার মনের মত দল হইতে চেষ্টা করি।

ব্রহ্মানন্দের আহ্বান।

ভাই বঙ্গবাসী, ভাই ভারতবাসী, ভাই জগদ্বাসী, যদি বাঁচিতে চাও, তবে ব্রহ্মানন্দের আহ্বান শ্রবণ কর, ব্রহ্মানন্দের উপদেশ গ্রহণ কর, অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্ম্ম গ্রহণ কর। ব্রহ্মানন্দ বলিতেছেন:—"এত দিনের পর সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হইল, সকল ধর্ম্ম এবং সকল সত্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইল। সকল ভ্রম কুসংস্কার দূর হইল। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আবার এক হইল। যে দিন নববিধানরূপ সুকুমার প্রসূত হইল, সেই দিন হইতে সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইল। সকল দেশ সকল জাতি একীভূত হইল। এক বিধাতা, এক বিধান, এক মনুষ্য প্রকৃতি, এক সত্য, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় আপন আপন বিশেষ লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এক সার্ব্বভৌমিক সমাজে পরিণত হইল। বিশ্বাসী অনুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেন সকল ধর্ম্ম এক হইল। এক ঈশ্বর, এক পরিবার, এক ধর্ম্ম; যাহারা এক ঈশ্বরের উপাসক তাহারা সকলেই এক পরিবারভুক্ত। বিশ্বাসী-দিগের ঐক্যের নাম নববিধান। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিশ্বাসী যোগী ভক্ত এবং কর্ম্মী, তাহারা সকলেই নববিধান ভুক্ত। কি হিন্দু সমাজে, কি মুসলমান সমাজে, যিনি শুদ্ধতার নেতা, অথবা যথার্থ যোগী তিনিই এই বিধানরাজ্যে একজন প্রধান লোক। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্মের নিশান উড়িয়াছে সে সমস্ত নববিধানের নিশান।"—আচার্য্যের উপদেশ, ১০ম খণ্ড, "ঈশ্বরের শত্রু" (পৃঃ—২১১)।

এই কালের জন্য এই দেশের পক্ষে, এই পৃথিবীর পক্ষে, ইহা অপেক্ষা অমূল্য উপদেশ হইতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতার ঘাটে জগতের জীবন তরণী ঠেকিয়াছে। এই সমন্বয় মন্ত্রের সাধনা ভিন্ন হিন্দু মুসলমান এক হইতে পারে না। মহাত্মা গান্ধীও কি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না? নেতৃবৃন্দ যদি আচার্য্য কেশব চন্দ্রকে সঙ্গী এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-সমন্বয় মন্ত্র গ্রহণ করেন, তবেই দেশ, তবেই জগৎ অনায়াসে বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারে। জাতিগত হিংসা, বিদ্বেষ বিষের ইহাই একমাত্র মহৌষধ। বীজরূপে এই ধর্ম্মসমন্বয় মন্ত্রের উল্লেখ আমরা কোরাণেও দেখিতে পাই:—"কুলু আমান্না বিল্লাহে ওআ মা উন্‌জেলা এলা যনা ইব্রাহিমা······ও আল্‌ আসবাতে ও-আমা উতিয়া মুসা ও-আ ঈশা ও আমা উতিয়া নাবিয়ুনা মিন্‌ রাব্বেহিম্‌। লানু ফারি কো বাইনা আহাদিন্‌ মিন্‌হুম্‌। ওয়া নাহ্‌নু লাহো মুস্‌লেমুনা।"—(২—১৩৬)

"ও-আ লাকাদ্‌ বা আশনা ফীকুল্লে উম্মাতীন্‌ রাসুলান্‌"—(১৬—৩৬)। "বল আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, এবং যাহারা আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে ও যাহা ইব্রাহিমের নিকট ও যাহা নানা জাতীয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা মুসাকে ও ঈশাকে প্রদত্ত হইয়াছে এবং জ্ঞানীগণ তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সমুদয় বিশ্বাস করি, তাহাদের কাহারো মধ্যে আমরা কোন প্রকার প্রভেদ করি না; এবং আমরা একমাত্র ঈশ্বরেরই অনুগত।" "নিশ্চয় আমরা সকল জাতির নিকটে উপদেশ বাহক প্রেরণ করিয়াছি।" এখনও কি তবে আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের আহ্বান শ্রবণ করিব না?

মনের রোগের এই মহৌষধ "শেকা উল্লে মাফীসুদুরে" (১৭—৫৭) সেবন করিব না ?

"ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ॥"—ঋগ্বেদ। ১০—১৪—১৫॥ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সৃষ্টির আদিতে জাত (পূর্ব্বজেভ্যঃ) ধর্ম্মপথের আবিষ্কারকারী ঋষিদিগের প্রতি এই নমস্কার।"

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

শ্রীকেশব-কাহিনী।

বিশ্বাসের প্রমাণ।

"Faith liveth in resignation and hath absolute trust in Providence."—*True Faith.*

একদা শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যোগভূমি হিমাচলে উপাসনান্তে বসিয়া আছেন। তাঁহার সুন্দর গৌরবর্ণ দেহখানি গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত, বদনমণ্ডল কি এক অপার্থিব হাস্যপ্রভায় প্রদীপ্ত, নয়নের দৃষ্টি মধুময়, যোগস্থ প্রাণ ভূমানন্দে মগ্ন। কয়েকজন বিধানভক্ত তাঁহার চারিদিকে স্থির ধীর ভাবে নীরবে উপবিষ্ট। সকলেরই দৃষ্টি আচার্য্যদেবের প্রেমসুন্দর মুখশ্রীতে নিবদ্ধ। তিনি মধুর স্বরে নবীন ব্রহ্মতত্ত্ব কথা বলিতেছেন, আর বিশ্বাসীগণ গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহা শুনিতেছেন। একজন তত্ত্বপিপাসু কথা প্রসঙ্গে ব্যাকুলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন :—"বিশ্বাসই যদি ধর্ম্মের মূল হয়, তবে সেই বিশ্বাসের প্রমাণ কি ?"

শ্রীকেশবচন্দ্র গম্ভীর ভাবে সম্মুখস্থ একটী বিশাল কেলু বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ কেলু গাছের শীরোদেশ হইতে লম্ফ প্রদান করাই প্রকৃত বিশ্বাসের জীবন্ত প্রমাণ।"

শিষ্য কম্প্রিতস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "তবে তো আত্মহত্যা আবশ্যক ; কেন না ঐরূপ স্থলে মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী।"

"কথনও নয় ! কথনও নয় !" ব্রহ্মানন্দদেব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসী ভূমিতে পতিত না হইতেই আনন্দ-ময়ী মা তাহাকে আপনার অমৃতবক্ষে ধারণ করিয়া লইবেন।"

হা ব্রহ্মানন্দদেব ! তোমার মাকে কিম্বা তোমাকে আমরা কেহই ত চিনিলাম না। তুমি বিশ্বাসযোগে তোমার মাকে "সঙ্গের সঙ্গী দিল দরদী"রূপে লাভ করিয়াছিলে, তাই তুমি অনায়াসে মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া অমৃতের অধিকারী হইলে। মহা প্রস্থানের সময় তুমি আমাদের জন্য কি কান্নাই কাঁদিলে।

এমন ভাবে মায়ের কথা আর কেহ কি কোন দিন শুনাইয়া গিয়াছেন ? তোমার সেই শেষ বিশ্বাস-বাণী কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যুগ যুগান্তের ভিতর দিয়া অনন্তগামী মানবহৃদয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর তানে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। এই বাণী আমাদের জীবনের বীজ মন্ত্র হউক।

"ভাই রে, আমার মা বড্ড ভালরে বড্ড ভাল, মাকে তোরা চিনলিনে।......এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য, মা আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা। বিষম রোগ যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ-সুধা। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয় ! জয় সচ্চিদানন্দ হরে।" বিশ্বাসের এমন জীবন্ত জলন্ত প্রকাশ আর কোথায়।

শ্রীমতিলাল দাস।

অখণ্ড মানব।

ব্রহ্মানন্দ যে ঠিক কি তাহা বুঝান বড়ই কঠিন। আমরা পুরাতন ভাবাপন্ন, তাই পুরাতন ভাবে তাঁকে বুঝিতে বা বুঝাইতে গিয়া ভ্রম প্রমাদে পতিত হই। বাস্তবিক পুরাতন ভাবে তাঁহাকে কোন ভাষাতে বুঝান যায় না। তাই শ্রীব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে অনেকের আতঙ্ক যে ভক্তির আতিশয্য বশতঃ লোকে অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় তাঁহাকেও ঈশ্বর স্থানীয় ভাবিয়া পূজা করিবে।

কিন্তু আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা যে এ আতঙ্ক নিতান্তই অলীক, কারণ ব্রহ্মানন্দের অনুগমনকারী মাত্রেই বিশ্বাস করিবেন যে, তিনি অবশ্যই মিথ্যা কথা বলেন নাই এবং যখন তিনি আপনাকে ভক্তদের শ্রেণীভুক্ত করেন নাই এবং সেই ভক্তদিগকেও ঈশ্বরত্ব দেন নাই, তিনি যখন নিজেই বলিয়াছেন, "আমি যা বলি তা পূর্ণ সত্য," তখন তাঁহার অনুগমন যিনি করিবেন তিনি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া, কিরূপে ঈশ্বরবোধে পূজা করিতে পারেন ?

বিশেষতঃ নববিধান যে পবিত্রাত্মার বিধান, নববিধান সাধন যিনি করেন পবিত্রাত্মা তাঁহাকে স্বীয় আলোকে পরিচালিত করিয়া ভক্ত ও ভগবানের পার্থক্য কি তাহা পরিষ্কাররূপে চিনাইয়া দেন। তাঁহারা স্পষ্টই দেখিবেন যেমন পৌত্তলিকদিগের কাছে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের রংই ভিন্ন, তেমনি ভক্ত ও ভগবানের রংই বিভিন্ন, একজন মৃণ্ময়ে চিদাত্মা, একজন চিন্ময় চিদ্ঘন।

যাহাহউক নববিধান-বিশ্বাসী মাত্রকেই কিন্তু ব্রহ্মানন্দকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তিনি নিজে আপনার যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে দিতে হইবে। তৎসম্বন্ধে কোনরূপ আশঙ্কা বিশ্বাসী মাত্রেরই মনে থাকা উচিতও নহে, তাহার কোন কারণও নাই। অবিশ্বাসীর সন্দিগ্ধ চিত্তেই কেবল সেরূপ আশঙ্কা আসিতে পারে।

এই নববিধান কেবল একেশ্বরবাদ বা এক ঈশ্বর বিশ্বাসেরও বিধান নহে। এক ঈশ্বরের সহিত মানবের যে যোগ এবং মানবে মানবে যে যোগ তাহা প্রতিষ্ঠার জন্যই এই নববিধান। সুতরাং এক ঈশ্বর আমাদের যেমন উপাস্য, উদ্দেশ্য বলিয়া পূজা করিব, এক অখণ্ড মানব-যোগসাধনও নববিধানের প্রধান সাধন বলিয়া গ্রহণ করিব।

জীবন্ত ঈশ্বরকে পিতামাতারূপে পূজা করিতে গেলেই তিনি তাঁর সন্তানকে কিম্বা তাঁর মানুষকে বক্ষে লইয়া দেখা দেন। কারণ পিতা বা মাতা যিনি তিনি নিঃসন্তান কখনই নন। যাঁর সন্তান হয় তিনিই পিতা, তিনিই মাতা এবং সমুদয় মানবই ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই তাঁহার অঙ্গে একাঙ্গীভূত। তিনি যে সকল মানবকেই নিজ অঙ্গে অখণ্ড মানবরূপে প্রকট করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই তিনি উপলব্ধ করাইতেছেন। মা কি কখনও কোন সন্তানকে অঙ্কচ্যুত করিয়া থাকিতে পারেন?

বাস্তবিক আমরা কেবল এক ঈশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী যদি হই, তাহা হইলে ভক্ত গ্রহণ নাও করিতে পারি, কিন্তু যখন আমরা নববিধানের বিশ্বাস পাইয়াছি, তখন নববিধানের প্রকৃত সাধন আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। এ সাধন পুরুষাকারেরও সাধন নয়, কেবল একেশ্বর পূজারও সাধন নয়, নববিধানে ব্রহ্মকৃপা বা পবিত্র আত্মা উভয় ব্রহ্মের সহিত এবং তাঁর সন্তানেরও সহিত আমাদের যোগ সমাধান করাইয়া দিতেই অবতীর্ণ, তিনিই যে স্বয়ং মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মকে দেখান এবং সর্ব্ব মানব সন্তানের যে পরস্পর যোগ তাহাই সমাধান করাইয়া দেন। ইহা কি আমরা বিশ্বাস না করিয়া পারি?

তাই স্বয়ং ব্রহ্মই যখন আমাদের নিকট এই ব্রহ্মানন্দকে নববিধানের আচার্য্যরূপে বা নববিধান মূর্ত্তিমানরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন নববিধান জীবন লাভ করিতে হইলে, আমাদের প্রতি জনকে তাঁহারই সহিত যুক্ত করিয়া পরস্পরের সহিত মহামিলনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, ইহাই বিধাতার বিধান বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। এ বিধান অতিক্রম করিয়া আমরা কেমনে নববিধান জীবন পাইব?

শ্রী:—

"শ্রীব্রহ্মানন্দধাম।"

শ্রীনবদেবালয় ও কমলকুটীর "ব্রহ্মানন্দধাম" নামে অভিহিত হয়, স্বর্গীয় ভ্রাতা প্রফুল্লচন্দ্রের ইহাই আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভক্ত-পরিবার ও সাধকমণ্ডলী এই নববিধানের নবতীর্থধামকে যে নামে বিধাতার [illegible] অভিলাষ করেন তাহা পরে স্থির হইবে। তবে শ্রীব্রহ্মানন্দ [illegible] চন্দ্রের স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখিতে যে নাম দিলে [illegible] নাম ও তাঁহার ভাবের উপযুক্ত হয় তাহাই করিতে [illegible]

এক্ষণে শীঘ্র যাহাতে শ্রীদরবার, ভক্ত-পরিবার এবং মণ্ডলীর অগ্রণীগণ এই তীর্থ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সমবেত ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আমরা ব্যাকুল অন্তরে সবার চরণে ধরিয়া ইহাই ভিক্ষা করিতেছি।

বাস্তবিক "শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণং।" শুভ কার্য্যে বিলম্ব করিলে কতই না ব্যাঘাত অত্যাপাত আসিতে পারে। এই মানব জীবনের অস্তিত্বেরও স্থিরতা কিছুই নাই। শ্রীব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পর এই একচল্লিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের অগ্রণীগণ ও পরিবারস্থ কয়েকজনও একে একে দেহপুরবাস ত্যাগ করিয়া অমরধামে যাত্রা করিলেন, যাহাদিগকে বিধাতা এখনও দেহে রাখিয়াছেন, এই দেহ থাকিতে থাকিতে যাহাতে আমরা এই তীর্থ ভবিষ্যদ্বংশের জন্য রক্ষা করিতে পারি তজ্জন্য যেন কৃতসংকল্প হই। সত্য যাহার সংকল্প, জীবন্ত ঈশ্বর তাহার সহায়। ভক্তের মান ভগবান রক্ষা করিবেনই। সামান্য তৃণগুচ্ছ সংযুক্ত হইলে মত্ত হস্তীকেও আবদ্ধ করিতে পারে। কাঠবিড়ালীও সাগর বাঁধিতে পারে। এই তীর্থ রক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে যতটুকু পারি, যাহার যতটুকু শক্তি যদি নিয়োগ করি, নিশ্চয়ই ভক্তজননী ভক্তকে ও তাঁহার বিধানকে গৌরবান্বিত করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

এবার নবজন্মোৎসবে, ব্রহ্মানন্দের পুনরুত্থানে, মণ্ডলীর নবজীবন লাভ ও আমাদের সবার নবকার্য্যোদ্যমে নবদেবালয় এবং কমলকুটীরের নবজাগরণ হইবে যদি আমাদিগের বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে আর এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পুরাতন অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব থাকা কখনই উচিত নহে।

এই তীর্থ যাহাতে শ্রীব্রহ্মানন্দের নামে রক্ষিত হয়, ইহাতে মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী পরিবারের প্রতিনিধিরূপে সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষিত। এক্ষণে মণ্ডলীর অগ্রণীগণ কে কি ভাবে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে চান তাহার পরিচয় দিলে আগামী খৃষ্টমাস উপলক্ষে সকলকার সমবেত সঙ্ঘ আহ্বান [illegible] জানুয়ারী নবদেবালয়ের প্রতিষ্ঠা দিনেই যাহাতে এই নবতীর্থ প্রতিষ্ঠান কার্য্য সংসাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করেন ইহাই আমাদিগের সানুনয়ে ভিক্ষা। অন্ততঃ এক শত জন কর্ম্মশীল যুবা কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন কেন্দ্রে সমবেত ভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত হইলে, অনায়াসেই লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হয়, আপাততঃ তাহার অর্দ্ধেক সংস্থান হইলেও কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে।

এই সম্বন্ধে ইতিমধ্যে সহৃদয় সাধক সাধিকার নিকট হইতে আমরা যে দুই একখানি পত্র পাইয়াছি নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি :—

"ধর্ম্মতত্ত্বে "নবদেবালয় ও কমলকুটীরের" বিষয় যে আলোচনা ও প্রস্তাবনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা অতি উত্তম ও সাময়িক হইয়াছে। ভরসা করি মনে প্রাণে সকলে অগ্রসর হইয়া ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে ত্রুটি করিবেন না। পূর্ব্বে নববিধান

প্রচারাশ্রম নির্ম্মাণের জন্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও এই কার্য্যে প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইবে। আমার মনে হয় কাগজের মধ্যে আন্দোলন পর্য্যবসিত না করিয়া ২।৪ জন কর্ম্মী ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের নানা স্থানে এই অর্থ সংগ্রহের জন্ত পর্য্যটন করিলে সফলকাম হইবেন। তবে ইহার পশ্চাতে মণ্ডলীর আগ্রহ ও শুভ সংকল্প থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সকলকে প্রস্তুত করিতেছেন ইহা ভাল।

প্রণত—শ্রীরাজকুমার দাস।

"শ্রদ্ধেয় মহাশয়,—ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় "কমলকুটীর ও নবদেবালয়ের" সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শুধু যে একান্ত সময়োপযোগী ও সমিচীন তাহা নহে, উহা আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় নববিধান ব্রাহ্মমণ্ডলীর পক্ষে একটী Danger signal (আসন্ন বিপদসূচক আহ্বান ধ্বনি)। যথা সময়ে মণ্ডলীর সম্পত্তির উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা না করিলে উত্তরকালে কি বিপদ সমুপস্থিত হয়।······নবদেবালয় ও কমলকুটীর সম্বন্ধে যথা সময়ে সুব্যবস্থা না করিলে উহার অবস্থা যে আলবার্ট হলের মত না হইবে কে বলিতে পারেন? কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী এক্ষণে কমলকুটীর ও নবদেবালয়ের সত্বাধিকারিণী সত্য এবং তাঁহার জীবিত কালে উক্ত কমলকুটীর ও নবদেবালয় লইয়া কোন গোলযোগ হইবে এরূপ সম্ভবপর নহে, কিন্তু তিনিও এক্ষণে প্রাচীন, এবং শোক তাপে জরাজীর্ণ। সুতরাং তাঁহার অবর্ত্তমানে উহার পরিণাম কি হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। আপনি এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া আচার্য্য দেবের কমলকুটীর ক্রয়ের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।······তবুও আমি আপনার লক্ষ টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা সঙ্গত বোধ করি না।

মণ্ডলীর উৎসাহী সেবকগণ যদি পারেন, এই মহৎ কার্য্যে প্রাণ মন ঢালিয়া দিউন। তবে "শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কাল হরণং" এ কথা যেন মনে থাকে। মঙ্গলময় ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি তাঁহার পরম ভক্ত মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীমদাচার্য্যদেবের পবিত্র গৃহ ও দেবালয় দ্বারা ঈশ্বরের নাম মহীয়ান হউক, ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং তাঁহার ভক্ত সেবকের সাধ পূর্ণ হউক।

চিরদাস—শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

ধর্ম্মতত্ত্বে "কমলকুটীরের" লেখা সব পড়ছি। এক চাঁদার উপর সর্ব্বনির্ভর করেন, কত দিকে চাঁদা দেবে মানুষ। মহারাণী দিদির স্বাক্ষরিত চিঠি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরিত চিঠি প্রাপ্ত মফস্বলের সম্পাদককে পাঠালে আমরা লাগতে চেষ্টা করি, কিন্তু কয়জন নববিধানী বা আছেন, যাঁরা নববিধানের স্মরণচিহ্ন ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য রেখে যেতে ব্যগ্র?"······

শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ।

দ্বৈতবাদ।

আগে দ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা না কর্‌লে, অদ্বৈতবাদ ভাল ক'রে বুঝা যায় না। উপনিষদের মূলমন্ত্র "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ব্রহ্ম এক, দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই। ব্রহ্ম ও জগৎ পৃথক। ব্রহ্ম স্রষ্টা, জগৎ সৃষ্ট, ব্রহ্ম সর্ব্বাশ্রয়, আর সকল তাঁর আশ্রিত। ব্রহ্ম দাতা ও সকল জীব, মায় মানুষ, ভোক্তা। ব্রহ্ম উপাস্য, পূজ্য, জীবাত্মা উপাসক, পূজক। ব্রহ্ম সেব্য, জীবাত্মা অর্থাৎ মানুষ সেবক। ব্রহ্ম মানুষের আত্মায় ও সমুদয় জড় জগতে ওতপ্রোত হ'য়ে আছেন অথচ সেই সমস্ত হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক। জীবাত্মার সকলই পরিমিত—অপূর্ণ। ব্রহ্ম—পরমাত্মা—পরব্রহ্ম, পূর্ণ, অসীম ও অনাদি অনন্ত। জীবাত্মা স্বাধীন ইচ্ছা সম্পন্ন। পাপ, পুণ্য, কর্ম্ম করা না করা, তার ইচ্ছাধীন। সে জন্য, সে পরব্রহ্মের নিকট দায়ী। নিজ কর্ম্মের ফল—দণ্ড ও পুরস্কার পায়। কেবল তারই জন্য আইন আদালত, তারই জন্ত কারাগার ও ফাঁসী কাঠ। মানুষ ভিন্ন আর কোন জীবের দায়িত্ব নাই, সুতরাং বিচার বা দণ্ড পুরস্কার নাই।

অদ্বৈতবাদ।

অদ্বৈতবাদ ইহার ঠিক বিপরীত। অদ্বৈতবাদী "একমেবাদ্বিতীয়মের" অর্থ করেন যে, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগতের তাবৎ পদার্থ ই ব্রহ্ম। এই মতানুসারে মানুষের শরীর ও আত্মা, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, আকাশ, নভোমণ্ডলস্থিত অগণ্য সৌর জগৎ, গ্রহ তারা নক্ষত্র সবই ব্রহ্ম। আমি ব্রহ্ম, সব মানুষ ব্রহ্ম। সুতরাং অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মের পূজা অর্চ্চনা করেন না। কে কাহার উপাসনা কর্‌বে। সবই ত ব্রহ্ম। কি অদ্ভুত কথা। মানুষ চুরি, ডাকাতি, খুন করচে, আর বলে কি না, সে কর্‌চে না, ব্রহ্ম করচেন। মানুষের পৃথক অস্তিত্ব নাই। তার স্বাধীন ইচ্ছা নাই। কাহারও নিকট সে দায়ী নহে এবং সে ব্রহ্ম। সুতরাং অদ্বৈতবাদ অলৌকিক, বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রাহ্য নহে।

মহাভারতে কথিত হয়েছে, অর্জ্জুন আত্মীয় ও জ্ঞাতি বধ মহা পাপ মনে ক'রে, যুদ্ধে বিরত হ'তে চাইলে, তাঁর প্রবৃত্তি জন্মাবার জন্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বল্‌লেন, "কে কাহাকে বধ কর্‌বে? আমিই বধ কর্‌চি ও কর্‌বো, তুমি নিমিত্ত মাত্র।" এই মতাবলম্বী নরহত্যা প্রভৃতি অতি ভীষণ পাপাচরণ ক'রেও আপন মনকে বিলক্ষণ প্রবোধ দিতে পারে। সে নিজের কর্ম্মের জন্ত ভগবানের নিকট দায়ী এ কথা ভুলে যায়। সহজ জ্ঞান, আত্ম প্রত্যয় ও বিবেক বুদ্ধি বলে সে স্বাধীন ও দায়ী। কিন্তু সে তাহা অস্বীকার করে। তাই আজ কাল রাজবিদ্রোহীরা এত গীতা পড়ে ও সেই মতাবলম্বী। অথচ গীতাই আবার "কর্ম্মফল" মত প্রচার করেচেন। বলেচেন মানুষ পূর্ব্বজন্মের আপন কর্ম্মফল এই

জীবনে ভোগ কর্‌চে। জন্মমূক, বধীর, জন্মান্ধ, জন্মখঞ্জ ও জন্ম ব্যাধিগ্রস্থ, তার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ কর্‌চে। একজন ধনী, একজন অতি দরিদ্র; একজন মূর্খ, আর একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত; একজন অতি কুৎসিত, অপর একজন পরম সুন্দর পুরুষ। এ বৈষম্য কোথা হ'তে এলো? গীতা বল্লেন, "পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল।"

"কর্ম্মফল" শব্দের অর্থ এই যে, মানুষ পূর্ব্বজন্মে যেমন পাপ পুণ্য করেচে, এজন্মে তাহার দণ্ড পুরস্কার স্বরূপ এই বৈষম্য। তবেই ত, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, ভগবানের নিকট তাহার দায়িত্ব ও দণ্ড পুরস্কার সবই এসে পড়্‌ল। সুতরাং অদ্বৈতবাদ এবং কর্ম্মফল-ত পরস্পর বিরোধী।

শ্রীসিতিকণ্ঠ মল্লিক।

—•—

শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব।

এবার ১লা নভেম্বর হইতে প্রাস্তুতিক সাধনের পর ১৮ই নভেম্বর বিশেষভাবে পুরাতন পাপের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত সাধন হয়। এই দিন সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ গীতাভিনয় করেন।

১৯শে নভেম্বর নবদেবালয়ের প্রাঙ্গণে ও মঙ্গলবাড়ীতে উষাকীর্ত্তনের পর ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ প্রচারাশ্রম হইতে এক দল উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে কলুটোলার জন্মতীর্থে গমন করেন। কীর্ত্তনান্তে ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন। পরে ভ্রাতা সরলচন্দ্রও স্ত্রী সন্তান সন্ততিদের লইয়া উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে গিয়া জন্মতীর্থে ভক্তি-কৃতাঞ্জলি অর্পণ করেন।

প্রাতে ৭৷৷০টার সময় নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনার প্রথমাংশ ভাই প্রমথলাল ও শেষাংশ ভাই প্রিয়নাথ সমবেত ভাবে সম্পন্ন করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। পরে আলোচনাদি হয় ও অপরাহ্নে একজন মৌলবী কোরাণ-সরীফ ব্যাখ্যান করেন ও খৃষ্ট সম্প্রদায়ের যুবকগণ সংকীর্ত্তন করেন, পরে সন্ধ্যাকালে নববিধান-বিশ্বাসী বন্ধুগণ সংকীর্ত্তন করেন। কমলকুটীরের অন্তঃপুরে শিশুসম্মিলন ও কল্পতরু হয়। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সমাগত শিশুদিগকে ও মণ্ডলীস্থ ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে জলযোগ করান হয়। রাত্রে বিশেষভাবে কমলকুটীরের ছাদে আলো দেওয়া হয়।

২০শে আলবার্ট হলে বাবু বিপিনচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে পুণ্যস্মৃতি সভা হয়। ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দোপাধ্যায়, বাবু দয়াল চন্দ্র ঘোষ, বাবু প্রতুলচন্দ্র সোম, মিঃ ত্রিবেদী মহাশয় ও সভাপতি শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনের মহত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

২১শে ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ সমস্ত দিন-ব্যাপী উৎসব করেন। কেশব একাডেমিতেও উৎসব হয়। সেখানে ভ্রাতা প্রেমসুন্দর বসু ছাত্রদিগকে কেশবচন্দ্রের জীবন-কাহিনী ও চরিত্র-মাহাত্ম্য বিবৃত করিয়া উপদেশ দেন।

২১শে ও ২২শে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে জন্মোৎসব হয়। দুই দিনই উষাকীর্ত্তন, উপাসনা, পাঠ, আলোচনা, কীর্ত্তন ও প্রীতিভোজন হয়। ২১শে অপরাহ্নে শিশুসম্মিলন ও কল্পতরু হয়। শিশুগণ সুন্দর আবৃত্তি ও সঙ্গীত করিলে কেশব-শিশুর গল্প বলা হয়। পরে শিশুদিগকে জলপান করান হয়। আশ্রম আলোকদানে ও পুষ্প পত্র পতাকায় সজ্জিত করা হইয়াছিল।

সিরাজগঞ্জের জন্মোৎসব।

মা আনন্দময়ী বিধানজননীর আশীর্ব্বাদে সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুতিসাধন পুরঃসর আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব সম্ভোগে প্রবৃত্ত হই।

যথারীতি পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন ও নিমন্ত্রণ বিতরণ সত্ত্বেও ১৯শে নভেম্বর প্রত্যুষে উষাকীর্ত্তন দ্বারা সংবাদ জাগরিত ও চেতনার উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হয়।

অপরাহ্নে নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্ব হইতেই স্থানীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত সমূহের সমস্ত হাকিম মহাশয়গণ, ডাক্তার ও অন্যান্য পদস্থ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যবহারজীবিগণ, শিক্ষকগণ, ব্যবসায়ীগণ এবং ছাত্রবৃন্দ একে একে সভাস্থানে সমবেত হন।

সভার President S. Sen Esq., I.C.S., মহোদয় হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় কলিকাতার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয় আমাদিগের অনুরোধে সম্মত হওয়ায় তাঁহাকেই সভাপতি পদে বরণ করা হয়।

কেশবজীবন স্মরণমূলক সঙ্গীতে সভাস্থল উদ্দীপিত করে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমেই শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস একটী সুন্দর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাধিকালাল বসাক (ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট) ভক্তি-বিগলিত ভাবে নববিধান বাস্তবিকই যে মধুরধনি সমস্ত ধর্ম্মের মধুচক্র এই ভাব অভিব্যক্ত করেন।

মৌলভি আবদুল বাড়ি (ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট) কেশবচন্দ্রের greatness সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। পণ্ডিত অবনী নাথ লাহিড়ী উকীল হিন্দু দর্শনের দিক্ আলোচনাপূর্ব্বক শ্রীকেশবচন্দ্রের মাহাত্ম্য ও শ্রীনববিধানের নূতন সাধনা বিষয় সবিশেষ আলোচনা করেন। পণ্ডিত দ্বিগেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য "জীবনবেদ" অবলম্বন করে ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা বিষয়ে আলোচনা করেন।

শেষে সভাপতি প্রবন্ধ লেখকের বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশংসার সংক্ষেপে জীবনবেদের স্বাধীনতাদি দুএকটী বিষয় আলো ও রাজা রামমোহনের সার্ব্বভৌমিক দৃষ্টির বিষয় আলোচনা ক।

পরে সঙ্গীত ও প্রার্থনায় যথাক্রমে বিধানজননীকে প্রণাম করিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হয়।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস গুপ্ত।

শ্রীব্রহ্মানন্দের সিংহনাদ।

সঙ্গীতাচার্য্য গাহিলেন, "গাওহে ভক্ত সিংহ সবে সিংহরবে ব্রহ্মনাম গান, কর ভীমনাদে ধরা কম্পবান।"

ব্রহ্মতনয় ঈশা বলিলেন, "যদি একটী সর্ষপ কণার ন্যায়ও তোমাদের বিশ্বাস থাকে তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তর হও, অমনি উহা চলিয়া যাইবে।"

বিশুদাস ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রেরও সেইরূপ জীবন্ত বিশ্বাসের কতই পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। তিনি প্রার্থনায় বলিলেন, "ঠাকুর এই সময়ে আমাদের বলবিক্রম দাও, আমরা যদি শত্রুকে পরাজয় করিবই বলিয়া রণে যাই, আর তুমি আমাদের সহায় হও, তাহা হইলে সব ওদের সোলার মানুষকে ফুঁদিয়া উড়াইয়া দিই। ওরা আগুণ বান ছাড়ুক আর আমরা বরুণ বান ছাড়িয়া সব নিবাইয়া দি। আমরা ইন্দ্রজিৎ সকল রণ জয় করিব। আমরা কামানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিশ্বাস রাজ্য স্থাপন করিব। মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন। আমরা সকলে এই কথা বলিয়া রণে যাইব। ক্ষত্রিয়ের বংশ কখন চাঁড়ালের হইতে দিব না।"

বর্ত্তমান সময়ে মহর্ষি ঈশার খাঁটি ও জ্বলন্ত বিশ্বাস ও যোগীভক্ত ব্রহ্মানন্দের সিংহের মত বিক্রম ব্যতীত জগতের এই যে বিবিধ প্রকারের দুর্গতি, দুরাচার, যুদ্ধ বিগ্রহ, ভ্রাতৃদ্বেষ, মাতৃসম নারীজাতির প্রতি দুর্দ্দান্ত পুরুষ জাতির নির্ম্মম ব্যবহার, কিছুতেই যাইবে না।

মহর্ষি বলিলেন, "যদি তুমি কোন নারীর পানে কুদৃষ্টিতে তাকাও তাহা হইলে অমনি ব্যভিচারী হইলে।" শ্রীব্রহ্মানন্দও বলিলেন, যে যদি কোন নারীর সহিত কোন প্রয়োজনে ৫ মিনিট কথা বলা দরকার হয়, তুমি তাহাই সম্ভ্রমের সহিত বলিবে, কিন্তু তদতিরিক্ত সময় যদি সেখানে থাক, অমনি তোমার অন্তরে আসক্তি আসিবে ও অপবিত্র হইবে। এই যে নীতি ইহাই নববিধানের পবিত্র আদর্শ।

সেইরূপ অর্থ সম্বন্ধীয় নীতির কথা তিনি কতই বলিয়াছেন। একদিকে ধনী মানীর উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকেশবের কি আশ্চর্য্য বিনয় ছিল, তাই তিনি বলিলেন, "আমি যদি জাতি নির্ণয় করি, তাহা হইলে ঐ পথের মুটেরাই আমার স্বজাতি, আমি নিতান্তই দীন দরিদ্রজাতীয়।" আর একদিকে স্বর্গীয় বিধানের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া প্রার্থনা করিলেন:—"রাজা সম্রাটদিগের মুকুট পদতলে রাখিয়া মা বিশ্বজননী, মা বিধানজননী আমরা তোমার আরতি করি।"

এক্ষণে মণ্ডলী, দেশ ও সমস্ত জগৎ যদি মোহনিদ্রা পরিহার করিয়া মহর্ষি ঈশা ও ঈশাগত প্রাণ শ্রীব্রহ্মানন্দের জীবন লাভ করিতে পারে তবেই ধরাধাম স্বর্গধাম হইবে। মহর্ষি যে বলেন ঐ দেখ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, তোমরা মন ফিরাও" সত্যই স্বর্গের দেবতার দিকে মন না ফিরাইলে আমরা বাহিরে কিংবা অন্তরে স্বর্গরাজ্য দেখিতে পাইব না। তবে এস ভাই ভগিনী, আমরা সবাই ব্রহ্মানন্দের অতি আদরের ভাই চিরঞ্জীবের সুরে সুরে মিলাইয়া গান করি "হুঙ্কার নাদে দলি পদতলে চিরবৈরী মহাপাপ রিপু-দলে, জয় জয় বলে যাই স্বর্গে চলে, করিয়ে তব মহিমা গান।" আর সদলে স্বর্গে চলিয়া যাই।

সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

শান্তি।

জড়কে জড়ায়ে আছি জড় হয়ে,
ছোট যাহা তাই আছি আকড়িয়ে,
তাই ছোট নিয়ে তৃপ্ত এ ধরায়,
ছোটটুকু গেলে করি হায়! হায়!
অনাদি কালের তুমি যে আমার,
তোমাতেই আছে প্রেম পরিবার,
যারা গেছে চলে যারা আসিতেছে,
তোমার ওবুকে সবাই রয়েছে।
অণু পরমাণু কোটী গ্রহ তারা,
নহে তো তোমাতে কেহ কভু হারা,
শুধু কি আমার সে হারান ধনে,
হারা হব আমি তোমার ভবনে?
যাদেরে রেখেছ, লয়ে গেলে যারে,
সবে মিলে আছি তব পরিবারে,
সঁপিলে সবাকে তোমার ও পায়,
পাইব সবাকে তব মহিমায়।

শ্রীজগন্মোহন দাস।

—০—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

ভাই প্রসন্নকুমার সেন।

ভাই প্রসন্নকুমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের একজন "বড় বাবু" ছিলেন। অবস্থাতেও তিনি বড় বাবু ছিলেন। ভাই উমানাথ, কান্তিচন্দ্র তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রভাবাধীনে আসিয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রচারকদিগের সেবায় আত্ম-সমর্পণ করেন। নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকের মধ্যে কার্য্যো-দ্ধার করা তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এই জন্য আচার্য্যদেবের নিকট "কার্য্যোদ্ধার" নামে অভিহিত হন। আচার্য্যদেবের

তিরোধানের পর প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় "কেশব একাডেমি" স্থাপিত হয়। Refuge স্থাপনেও তিনি অনেক সহায়তা করেন। তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ৯ই নবেম্বর নবদেবালয়ে ও প্রচারাশ্রমে উপাসনা ও প্রার্থনাদি হয়। বাঁকিপুরেও তাঁহার পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার সেনের ভবনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রেরিত ভাই অমৃতলালের প্রভাবাধীনে পড়িয়াই ভাই প্রাণকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন, কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সমাজের সংস্রব ত্যাগ করিবার উপক্রম করেন, এমন সময়ে নববৃন্দাবন নাটকাভিনয়ের জন্য শ্রদ্ধেয় রাজমোহন বসুর আকর্ষণে পুনর্ব্বার তিনি শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রেমের জালে ধরা পড়িয়া যান। "বলাই বৈদ্য" সাজিয়া অভিনয় দ্বারা তিনি সকলকেই মোহিত করেন। এই নাটক অভিনয় তাঁহার জীবনে মহা পরিবর্ত্তন সংসাধন করিল। অবিলম্বেই তিনি সকল বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন। প্রচার করিতে গিয়া দুই একটী অনাথ শিশুকে পাইয়া একটী অনাথাশ্রম স্থাপন করিতে তিনি প্রেরণা অনুভব করেন। প্রথমে মাত্র ।• আনা ভিক্ষা পাইয়া তাহাতেই অনাথাশ্রম খুলিয়াদেন। শেষে প্রায় শতাধিক বালক বালিকার উপযোগী এক অট্টালিকা ও এই সকল অনাথ সন্তানগণের ভরণ পোষণের এবং শিক্ষাদির সংস্থান রাখিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। "কলিকাতা হিন্দু অনাথাশ্রমের" তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিপালক। অপুত্রক হইয়াও সহধর্ম্মিণী সহ অনাথ বালক বালিকাদিগকে পিতামাতার ন্যায় সস্নেহে লালন পালন করিতেন। এইজন্য অনাথাশ্রমের বালক বালিকাগণ গত ২৮শে নবেম্বর তাঁহার স্বর্গারোহণ দিনে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া ধন্য হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

ভাই শাম্বশিব রাও।

ভাই শাম্বশিব রাও মান্দ্রাজ দেশবাসী। বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে তিনি নববিধানে বিশ্বাসী হইয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম্মশিক্ষার্থ বৃত্তি লইয়া বিলাতে ও আমেরিকায় গমন করেন এবং সেখানে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অন্ধ্রদেশের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধান প্রচার ব্রতে অভিষিক্ত হন। কিন্তু বেশী অধিক দিন তিনি দেহে অবস্থান করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হন নাই। আত্মত্যাগ ও কঠোর বৈরাগ্য সাধন হেতু শীঘ্রই [illegible] রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তিনি অতি [illegible] মহাবিশ্বাসী শান্তচিত্ত নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। গত ২৩শে নবেম্বর তাঁহার স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিন সাধিত হইয়াছে।

ভ্রাতা শ্রীমৎ করুণাচন্দ্র সেন।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাটী হইতে কলুটোলার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই করুণাচন্দ্রের জন্ম হয়। এই ঘটনায় ভগবানের বিশেষ করুণা অনুভব করিয়াই আচার্য্যদেব পরম আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম করুণাচন্দ্র রাখেন। মহর্ষিদেব আসিয়া মহা ঘটা করিয়া কলুটোলার বাড়ীতে প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে এই নামকরণ অনুষ্ঠান করেন।

করুণাচন্দ্র বড়ই পিতৃ অনুরক্ত ছিলেন। পরিণত বয়সে আচার্য্যদেবের সহকারী কার্য্য-সম্পাদকরূপে তাঁহার সমুদয় কার্য্য করিতেন। যুবক সঙ্ঘের তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তখনকার যুবাদলকে অনেক প্রচারক মহাশয় "সুখোর দল" বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহার পারিবারিক নাম "সুখ" ছিল। "নববৃন্দাবন" অভিনয়েও তিনি "হরিসুখ" সাজেন। "ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী" গঠিত হইলে করুণাচন্দ্র মহা উৎসাহের সহিত আচার্য্যদেবের পুস্তক সকল মুদ্রণ কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার পরে প্রফুল্ল চন্দ্রের চেষ্টাতেই আচার্য্যদেবের অধিকাংশ বক্তৃতা ও লেখা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এজন্য নববিধানবিশ্বাসী মাত্রেরই তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন।

২৯শে নভেম্বর তাঁহার স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

শ্রীমান্ মহারাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণ।

শ্রীমান্ কুমার হিতেন্দ্রনারায়ন কোচবিহারাধিপতি নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও শ্রীমতী সুনীতি দেবীর চতুর্থ বা কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি যৌবনেও সুকুমার এবং কুমার জীবনেই দেহত্যাগ করেন। সরলতা, স্বদেশ-প্রিয়তা ও দানশীলতা তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল। যখন পাশ্চাত্যদেশে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয় হিতেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার মহারাজার প্রতিনিধিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন এবং বিশেষ সম্মান ও বীরত্বের সহিত স্বকার্য্য সাধনে প্রশংসা লাভ করেন। তিনি নববিধানে শ্রদ্ধাবান এবং মাতৃদেবীর, আত্মজন ও প্রজাবর্গের বড়ই প্রিয় ছিলেন।

গত ৭ই নভেম্বর তাঁহার স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিনে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা যোগে তাঁহার আত্মার কল্যাণ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধার্পণের জন্য প্রার্থনাদি হয়। বিশেষ ভাবে তাঁহার শোকসন্তপ্তা মাতৃদেবীর ও কোচবিহার পরিবারস্থ সকলকার জন্য সান্ত্বনা কামনা করা হয়। এবারকার অনুষ্ঠানে রাজপরিবারের পেন্সন্‌প্রাপ্ত একজন কর্ম্মচারী

উপাসনায় যোগ দিয়া কাতর প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবীও দার্জ্জিলিং "কলিন্টন" প্রাসাদে উপাসনাদি করিয়াছিলেন এবং কোচবিহারেও "কেশবাশ্রমে" উপাসনা হয়।

—•—

বিশ্ব-সংবাদ।

সম্রাট-মাতা মহারাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা।

আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের প্রিয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ মাতৃহীন হইয়াছেন। মহারাজ্ঞী মাতা আলেকজান্দ্রা দেখিতেও যেমন সুরূপা ছিলেন, সদ্গুণেও তিনি তেমনি সুন্দরী ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া মা ভিক্টোরিয়ার প্রভাবাধীনেই তিনি আজীবন গঠিত হন। এবং তাঁহারই ন্যায় দানশীলা ও সাধ্বী রমনী ছিলেন। দীন দরিদ্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া ছিল। সাম্রাজ্ঞী হইয়া, জগতের শান্তি সংস্থাপক সম্রাট এডোয়ার্ডের প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে তিনি সমগ্র জগতে সমাদৃত হন। কিন্তু স্বামী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরলোক গমনে রাজমাতা হইয়াও নিভৃতভাবে সংসারে অনেকটা বৈরাগ্য অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেছিলেন। গত ২৭শে নভেম্বর তাঁহার সমাধি উপলক্ষে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। তাঁহার পরলোক গমন সংবাদে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেও প্রার্থনাদি হয়। এই শোক সংবাদে আমাদের প্রিয় সম্রাটকে অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত নবেম্বর, শ্রীমৎ আচার্যদেবের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুব্রতচন্দ্রের জন্মদিন স্মরণে নবদেবালয়ে মাতৃচরণে বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়। এই দিন মহারাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণেরও স্বর্গগমন স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়।

জাতকর্ম্ম—গত ২২শে নবেম্বর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের পুত্রের জাতকর্ম্মানুষ্ঠানে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ২৩শে অক্টোবর, এণ্টনি বাগানে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের কন্যার জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

নামকরণ—গত ৩০শে নবেম্বর, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে শ্রীমান্ ক্ষীতিশচন্দ্র সিংহের দ্বিতীয় পুত্রের শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। শিশুর নাম "দিব্যজ্যোতি চন্দ্র" রাখা হইয়াছে। মা শিশুকে ও তাহার পিতামাতা, ভাই ভগ্নীকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে দান ১৲ টাকা।

ঐদিন মঙ্গলপাড়াতে স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ নন্দনের পৌত্র ও সুরেন্দ্রনাথ নন্দনের ২য় পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। শিশুর নাম "সুপ্রকাশ" রাখা হইয়াছে। মা শিশুকে ও পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা প্রচার আশ্রমে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২৫শে নবেম্বর, ভ্রাতা শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশ দাসের পুত্রের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠানে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন ও শিশুকে "ধ্রুবেন্দ্র" নাম প্রদান করেন। উপাসনার পর প্রীতি-ভোজন হয়। মার শুভাশীর্ব্বাদ শিশু ও তাঁহার পিতা মাতার মস্তকে বর্ষণ হউক।

গৃহপ্রবেশ—গত ২৫শে নবেম্বর, পার্ক ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত চৈতন্য প্রকাশ ঘোষের ও শ্রীযুক্ত আনন্দ প্রকাশ ঘোষের নবগৃহপ্রবেশ উপলক্ষে উপাসনা হয়। এবং ২৯শে নবেম্বর ভবানীপুর সম্মিলনী ব্রাহ্মসমাজে নবান্নের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা হয়। এই দুই স্থানে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা কার্য্য করেন।

৩০শে নভেম্বর করেয়াতে দীনাজপুরের জজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার সেন মহাশয়ের নবগৃহপ্রবেশ উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

ভাইফোঁটা—এবার বিলাতেও ভাইফোঁটার উৎসব হইয়াছে, স্বর্গীয় ভাই কেদার নাথ দের কন্যা কুমারী বনলতা দেবী ভাই-ফোঁটা দেন।

সেবা—গত ৮ই নবেম্বর, ভাই অক্ষয়কুমার লধ বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন।

বক্তৃতা—গত ৩০শে নবেম্বর, বিলাতের "সুইডেনবর্গ সোসাইটীর" প্রচারক Mr. Sutton ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মমতের মিলন বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

নবদেবালয়—এখন নবদেবালয়ে প্রতিদিন প্রাতে ৭টায় উপাসনা হইতেছে। পল্লীস্থ কয়জন নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতেছেন। রবিবারে পরিবারস্থ ও মণ্ডলীস্থ সকলে সমবেত ভাবে আসিয়া উপাসনা করেন, এজন্য ঐদিন ৯টায় উপাসনার সময় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

কমলকুটীর—এখানে ৫ই নবেম্বর, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীমান ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস সঙ্কীর্ত্তন করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। আশা করি সকলে যোগদান করিবেন।

সাম্বৎসরিক—গত ১লা ডিসেম্বর, শ্রদ্ধাস্পদ ভাই উমানাথ গুপ্তের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে প্রত্যুষে নবদেবালয়ে ও মধ্যাহ্নে তাঁহার মঙ্গলপাড়াতে বিশেষ উপাসনা হয়। মঙ্গলবাড়ীতে ভাই প্রমথলাল উপাসনা করেন।

গত ৯ই ডিসেম্বর, স্বর্গগত ভাই প্রসন্নকুমার সেনের স্বর্গারোহণ দিনে তাঁহার প্রিয় পুত্র মিঃ পি, কে, সেনের বাঁকিপুরস্থ ভবনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন।

গত ১৯শে নবেম্বর, স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ গুপ্তের সাম্বৎসরিক দিনে ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

উৎসব—২৪শে নবেম্বর, কলুটোলাস্থ আচার্য্যের পুরাতন ভবনে প্রথম ব্রহ্মোৎসব হয়। এই শুভদিন স্মরণার্থ সে দিন সেই বাড়ীতে সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন, পাঠ, প্রার্থনাদি যোগে বিশেষ উৎসব হইয়াছে।

মুঙ্গের উৎসব—৪ঠা পৌষ হইতে কয়েকদিন মুঙ্গের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব হইবে।

অমরাগড়ী সেবক সমিতির উৎসব—আমাদের অমরাগড়ী মণ্ডলীর বন্ধুগণ গ্রামবাসী হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা, শাস্ত্রপাঠ ও সাধারণ ব্যক্তিদের সেবার জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী সেবাসমিতি গঠন করিয়াছিলেন। বিগত ২৯শে কার্ত্তিক রবিবার, ঐ সমিতি ও লাইব্রেরী গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। হাওড়ার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস. সি, মুখার্জ্জি ঐ উৎসব সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত প্রার্থনা হয়। ঐ সভার কার্য্যের প্রথমে সমিতির সভাপতি রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধ চন্দ্র রায় তাঁর লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন এবং সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকও পদ্যে একটী উৎকৃষ্ট অভিভাষণ পাঠ করেন। যথাক্রমে সম্পাদকের রিপোর্ট পাঠ ও বক্তৃতান্তে নবগৃহের দ্বার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর উদ্ঘাটন করিলে গৃহমধ্যে মঙ্গলময় শ্রীহরির কৃপা প্রার্থনা হয়। তৎপরে সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সুললিত বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সমিতির কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে ব্যায়ামক্রীড়া ও সায়ংকালে ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির অন্যতম কর্ম্মী বাবু প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথমে মাতৃমঙ্গল তৎপরে ধ্রুবচরিত্র বিষয়ক বিবিধ চিত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক সুন্দর কথকতা করেন। পরদিন সোমবার সায়ংকালে স্থানীয় যুবক ও বালকদিগের প্রীতি সম্মিলন ও প্রীতিভোজন হয়। স্থানে স্থানে এইরূপ সর্ব্বজাতীর সম্মিলনীতে যেন সমাজ স্থাপন হয়। এই উৎসবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বাবু মন্মথ নাথ রায় এম, এ, বি, এল ও রায় জয়কালী চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এবং উলুবেড়িয়ার সুযোগ্য সবডিভিসন্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত নিরোদ কৃষ্ণ রায় প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া গ্রামবাসীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই সভায় স্থানীয় অনেকগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তিগনের শুভাগমন হইয়াছিল। এই শুভানুষ্ঠানে আমরা মঙ্গলময়ের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

বিশেষ দান—ভাই প্যারীমোহন এখন অসুস্থ। তাঁহার ঔষধ ও পথ্যের জন্য নিম্নলিখিত বন্ধুগণের নিকট হইতে বিশেষ দানপ্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি:—শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দাস এম, এ, ১২৲, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বারিপদা) ২৲, শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দুর্গানাথ রায় (ঢাকা) ৫৲ টাকা।

কুচবিহার সংবাদ—কুচবিহারে যথারীতি দুর্গোৎসব ও [illegible] হয় এবং কলিকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আত্মিক যোগ রক্ষা করিয়া উপাসনা করা হয়।

১৯শে অক্টোবর ২রা কার্ত্তিক সোমবার প্রচারাশ্রমে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও ভাইফোঁটা দান করা হয়।

২০শে অক্টোবর ৩রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার, প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের স্বর্গীয় সহধর্ম্মিনীর ৫ম বর্ষের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শশধর সেনের আহ্বানে তাঁহার বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়। কেদার বাবু বিশেষ উপাসনা করেন।

ঐ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন মধ্যাহ্নে করুণাকুটীরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছিল। কেদার বাবু নিজেই উপাসনা প্রার্থনা পাঠাদি করেন এবং তাঁহার পত্নী সঙ্গীত ও একটি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১লা নভেম্বর শ্রীমদাচার্য্যদেবের মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় নন্দলাল সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ কলিকাতা লিলিকটেজ নবদেবালয়ে সম্পন্ন হয়। তাহাতে যোগ রক্ষা করিয়া প্রচারাশ্রমে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় বিশেষ উপাসনা হয়। কেদার বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন।

ঢাকার সংবাদ—ভাই মহিম চন্দ্র সেন প্রায় সপ্তাহকাল পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছেন।

বিগত অক্টোবর মাসের শেষাংশে ভাই মহিমচন্দ্রের ২য় পুত্র মহেন্দ্রলাল সেনের পরলোক গমন হয়। ঐ সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার গৃহে উপাসনা হইয়াছিল। ঐ দিন স্মরণার্থ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ৫৲ দান প্রদত্ত হইয়াছে।

৪ঠা নভেম্বর চট্টগ্রাম নিবাসী কর্ম্মবীর রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিবসে সায়ংকালে নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার জীবন ও চরিত্র বিষয়ে আলোচনা ও প্রার্থনা হইয়াছিল।

—•—

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী বৎসর শেষ হইতে চলিল। "ধর্ম্মতত্ত্বের" নববর্ষারম্ভের প্রায় দেড়মাস মাত্র অবশিষ্ঠ রহিয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহক অনুগ্রাহক, অভিভাবক সকলেই যে সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন তাহাদের অনুগ্রহই ইহার জীবনোপায়। অতএব তাঁহারা যদি নিজ কৃপাগুণে নিজ নিজ অর্থ সাহায্য যথাসময়ে না দেন কেমন করিয়া ইহার জীবন রক্ষা হইবে। আক্ষেপের বিষয় ইহার মুদ্রন ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আমাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। প্রেসের কর্ম্মচারীগণ যথাসময়ে বেতন না পাইলে আমাদিগকে তাহাদের অভিসম্পাত ভোগ করিতে হয়। তাই সানুনয়ে গ্রাহক মহাশয়দিগের চরণে ধরিয়া মিনতি করি আমাদিগকে এই ঋণ পাপ ও অভিসম্পাত হইতে যেন মুক্ত করেন। দানশীল অভিভাবকগণও যদি কিছু কিছু এককালীন অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগকে ঋণদায় হইতে অব্যাহতি দেন কৃতার্থ হইব।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ব্রাহ্মপকেট ডায়েরী।

শীঘ্রই বাহির হইবে। যাঁহারা যত খণ্ড চান লিখিয়া জানাইলে কৃতজ্ঞ হইব। এবার অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সম্পাদক—ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী,
৭৮ বি, আপার সারকুলার রোড, কালকাতা।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন" প্রেসে কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg. No. C. 37.

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ স্থনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধৰ্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬০ ভাগ। ২৩শ সংখ্যা।
১লা পৌষ, বুধবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ।
16th December, 1925.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲।

প্রার্থনা।

হে পিতা, তুমি আমাদিগকে তোমারই কৃপাগুণে মানবজন্ম দিয়া এই পৃথিবীতে আনিয়াছ। কিন্তু মোহবশতঃ আত্মবিস্মৃত হইয়া আমরা আমাদিগের এই জন্মবৃত্তান্ত ভুলিয়া গিয়া পাপাহত মৃতপ্রায় হইয়াছি। তাই আমরা কে, কার সন্তান, কি আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য তাহা দেখাইবার জন্যই তুমি তোমার পবিত্রাত্মা-জাত ব্রহ্মনন্দনের জন্ম দিলে, যেন আমরা সকল নর নারী যে তোমার ব্রহ্মনন্দন ব্রহ্মনন্দিনী, ইহা আত্মজ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হই। তোমার ইচ্ছা যে, আমরা পাপ মৃত্যু হইতে মুক্ত হইব, তোমাকে পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, ভক্তিতে তোমার অনুরক্ত হইব এবং তোমার নিত্য আনন্দে আনন্দিত হইব। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার সেই পবিত্র ইচ্ছা আমাদের প্রতিজীবনে পূর্ণ হয় এবং তোমার প্রিয় পুত্রের পৃথিবীতে অবতরণ সিদ্ধ হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

দীনবন্ধু, কেবল আত্মবিশ্বাস, আত্মজ্ঞান হইল না। আত্মপরীক্ষা করিলাম না, এই জন্য এত দুর্গতি। হায় বিমূঢ় আত্মা, আত্মবিস্মৃত আত্মা, ধিক্ তোমার বুদ্ধিকে. তোমার প্রত্যাদেশ হয়, তুমি বল হয় না। ব্রহ্ম তোমার সঙ্গে কথা বলেন তুমি বল বলেন না। আত্মা তুই দুরাত্মা, তুই বলিস্ ঈশ্বরকে দেখা যায় না। তাঁর কথা শুনা যায় না। তুই আমার "আমি" নোস্। ব্রহ্মজাত আত্মাই আমার আত্মা।

জননি, আমরা তোমার সন্তান নই যদি পৃথিবীর মহারাণী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে না ডাকি। হে পিতা, জাগাইয়া দাও, শ্মশান হইতে ফিরিয়া তোমার নববিধানের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হই।—"জাগ্রত কর"।

ব্রহ্মপুত্রোৎসব।

ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মোৎসবকেই মহোৎসব বলিয়া সাধন করেন। ব্রহ্মোৎসব নিশ্চয়ই আমাদিগের মহামহোৎসব। কিন্তু ব্রহ্মোৎসব যেমন, ব্রহ্মপুত্রোৎসবও তেমনি আমাদের বিশেষ সাধনের ও সম্ভোগের উৎসব বলিয়া নববিধান প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

যখন প্রথমে ব্রহ্মোৎসব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একমাত্র ব্রহ্মকে লইয়া কেমন করিয়া পৃথিবীর মানবগণ উৎসবানন্দ

সম্ভোগ করিতে পারেন তাহাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মারাধনা, ব্রহ্মনাম গানে ব্রহ্মানন্দ-রস পান তখনকার উৎসবের বিশেষ সম্ভজনীয় বিষয় ছিল।

তখন ব্রহ্মপুত্রোৎসব বা ভক্তগণকে গ্রহণ করিয়া বা তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া উৎসব সাধনের ভাব ব্রাহ্মসমাজে তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। ব্রহ্মপুত্রকে স্বয়ং ব্রহ্মবোধে ব্রহ্মপুত্রোৎসব করা ও তাহার বাহ্য আড়ম্বর, আমোদ প্রমোদই তখন বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ব্রহ্মপুত্রোৎসব বলিয়া সাধিত হয়, এইজন্য ভক্তের নাম করাও ব্রাহ্মদিগের নিকট বিভীষিকার বিষয় ছিল।

কিন্তু ধন্য নববিধান, এখন আর সে বিভীষিকা নাই। ব্রহ্মপুত্র যে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নন, পুত্র যে কখনও পিতা হইতে পারেন না, ইহা বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ সমগ্র মানবমণ্ডলী যে ব্রহ্মেরই পুত্র, এই আত্মজ্ঞান আত্ম মর্য্যাদা উদ্দীপন করিতে, ও তদ্দ্বারা নীচ পাপজীবন হইতে মানবাত্মার উদ্ধারের জন্য, ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গ সহায়তা আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করা যে ব্রহ্মোৎসব সাধন করিতেও নিঃসন্দেহে প্রয়োজন, তাহা এখন অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এমন কি, না "মিলে সাধু অমর দলে" "আনন্দ আনন্দময়ী"রে দেখাও হয় না, "মহামহোৎসব" বা ব্রহ্মোৎসব হইতেই পারে না, ইহাই আমরা নববিধানে শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

তাই ব্রহ্মোৎসবের পূর্ণতা সাধন করিতে নববিধানে ব্রহ্মপুত্রোৎসব সাধনও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

বিশেষভাবে খৃষ্টোৎসবকেই ব্রহ্মপুত্রোৎসব নামে অভিহিত করা হয়। যদিও সকল ভক্তই ব্রহ্মপুত্র, কিন্তু শ্রীঈশাই সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তদ্দ্বারা সকল ভক্ত সকল মানবই যে ব্রহ্মেরই পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিবার পথ দেখাইলেন।

তাই খৃষ্টোৎসব বা এই ব্রহ্মপুত্রোৎসব যে কেবল খৃষ্টসম্প্রদায়েরই আনন্দোৎসব তাহা নহে। ইহা সমগ্র মানব পরিবারেরই আন্দোৎসব।

কেননা মানবমাত্রেই যে আমরা ব্রহ্মেরই পুত্র হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কেবল পৃথিবীর পিতা মাতাই আমাদের জন্মদাতা নন, আমাদের দেহ পার্থিব পিতা মাতা হইতে হইলেও আমরা যে যথার্থ ব্রহ্মেরই আত্মজ, ব্রহ্মাত্মজাত ব্রহ্মপুত্র শ্রীঈশা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ইহাই উপলব্ধি করিতে শিখাইলেন।

আমরা নীচ মানবকুলোদ্ভব হইলেও আমরা ব্রহ্মনন্দন, এই আত্মদর্শন কি কম উচ্চ অধিকার? নীচ চণ্ডাল যদি ব্রাহ্মণের উচ্চ অধিকার লাভ করে তাহার যত না আনন্দ হয়, তাহার অনন্তগুণ আনন্দ হয়, যখন মানবাত্মা আপনাকে ব্রহ্মসন্তানত্বের অধিকারী বলিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করেন

শূদ্রের দ্বিজত্ব লাভ যেমন, পাপী মানবের ব্রহ্মপুত্রত্ব লাভও তেমনি। তাই খৃষ্টোৎসব কেবল বাহ্য আড়ম্বরের বা আমোদ প্রমোদের আহার পানের উৎসব নহে, এক ব্রহ্মপুত্রের জন্মে মানুষ হইয়াও যে আমরা ব্রহ্মপুত্র হইবার বা দ্বিজত্ব লাভের সৌভাগ্য পাইলাম, ইহাই স্মরণ করিয়া আমরা উৎসব করিব, আনন্দিত হইব। এবং যাহাতে সর্ব্বমানবমণ্ডলীসহ আমরা ব্রহ্মপুত্রত্ব লাভে জীবনে ধন্য হইতে পারি তাহারই জন্য ব্রহ্মপূজা, আরাধনা, প্রার্থনা, ধ্যান ধারণা সঙ্কীর্ত্তনাদি যোগে ব্রহ্মোৎসব করিব।

এক ব্রহ্মপুত্রের জন্মে যে সবার নবজন্ম হইল ইহা উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত একাত্মতা লাভে আমরাও নবজন্ম পাইয়া ব্রহ্মোৎসব করিব ইহাই আমাদিগের ব্রহ্মপুত্রোৎসব।

প্রশ্নতত্ত্ব।

নূতন বিধান।

তপ্ত অন্ন যেমন শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ, পর্য্যুষিত অন্ন তেমন নহে। তেমনি উপাসনা প্রার্থনা নব নব ভাবব্যঞ্জক দেবনিঃশ্বসিত হইলেই আত্মার পক্ষে পুষ্টিকর তৃপ্তিজনক নবজীবনপ্রদ হয়। বিচার বুদ্ধিসম্ভূত মুখস্থ বাক্যবিন্যাস বা চর্ব্বিতচর্ব্বণ কথার উপাসনা বা মুখের প্রার্থনা পর্য্যুসিত অন্নের ন্যায় আত্মার পক্ষে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ও তাহাতে আত্মার অবনতি আনয়ন করিয়া থাকে। নূতন বিধানে সবই নিত্য নূতন

নব ভক্তি।

নিরাকারকে ঠিক প্রত্যক্ষ ব্যক্তিরূপে দর্শনে, তাঁহাতে যে ভক্তি উদ্দীপন হয়, তাহাই নবভক্তি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে ভক্ত মহাপুরুষদিগকে ব্রহ্মাবতার বোধে তাঁহাদের অনুবর্ত্তীগণ কতই ভক্তিদান করিয়াছেন এবং তাহাতেই উন্মত্ত হইয়াছেন; কিন্তু ভক্তগণকে ব্রহ্মপুত্র মানুষ স্বীকার করিয়াও ভক্তিদান করাই নবভক্তি সাধনের অঙ্গ। এমনই মনুষ্য মাত্রকেই এক ব্রহ্মসন্তান জানিয়া

তাঁহার মানবীয় দোষ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাঁহার ভিতর ব্রহ্মসন্তানত্ব দর্শনে পরস্পরকে ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ ও পরস্পরের পদে অবলুণ্ঠন এবং আপনাকে দীন জানিয়া তাইকে উচ্চ সম্মান ও ভক্তি প্রদান করা ইহাই নবভক্তির বিশেষ সাধন।

সুরে সুর।

ওস্তাজের সহিত সুর মিলাইয়াই শিক্ষার্থীকে গান গাহিতে ও শিখিতে হয়। হারমোণিয়মের সুরের সঙ্গে সুর সাধিলে তবে ঠিক সুর সাধা হয়। শিক্ষার্থী বা সাধকের নিজের সুরে ওস্তাজের সুর বা হারমোনিয়মের সুর নামিবে না। তেমনই যখনই আমরা আচার্য্যের সহিত উপাসনা প্রার্থনা করি আমাদিগকে তাঁহার ভাবের সঙ্গেই ভাব মিলাইতে হইবে। যদি না তাহা মিলাইয়া লইতে আকাঙ্ক্ষিত হই আমাদের কখনই উন্নতি হইবে না। আচার্য্যের প্রার্থনায় নিত্য উপাসনা সাধন করিতেও আমাদের ভাবের সঙ্গে না মিলিলে তাঁহার প্রার্থনার ভাবের সঙ্গেই আমাদের ভাব মিলাইতে হইবে।

আচার্য্যের প্রার্থনা।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা এখন আমাদের উপাসনার একটী অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অনেকেই ইহা অন্যান্য শাস্ত্র-পাঠের ন্যায় পাঠ করিয়া থাকেন। তাহা করিলে আচার্য্য-দেবকেও কি শাস্ত্রকার ও সাধুদিগের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় না? প্রথমতঃ তিনি ত কখনই ভক্তশ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে চান নাই। দ্বিতীয়তঃ নববিধানের আচার্য্য নব-বিধানবাদীদের সঙ্গে একাত্মতা সম্পাদনার্থই পবিত্রাত্মার প্রেরণায় প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভাবের সহিত যোগ রক্ষার জন্যই তাঁহার প্রার্থনায় প্রার্থনা করিবার ব্যবস্থা। তিনি যখন দেহে অবস্থিত ছিলেন তখন যেমন তাঁহার প্রার্থনায় যোগ দিলেই আমাদের প্রার্থনা করা হইত, আমাদিগের আর স্বতন্ত্র প্রার্থনা করিতে হইত না, তেমনি এখনও তিনি আত্মায় চিরজীবিত, ইহাই বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় যোগানুভব করিলে কি আমাদের তাহাতেই প্রার্থনা করা হয় না? নববিধান বিশ্বাসীগণ নববিধানাচার্য্যের সহিত "সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী" হইবে ইহাই তিনি চাহিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনায় প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যও এই যে, আমরা তাঁহার সহিত সমযোগী সমভক্ত সমবিশ্বাসী হইব। যদি না সে ভাবে তাঁহার প্রার্থনা করি, তাঁহার প্রার্থনা পাঠ করা শাস্ত্র পাঠ মাত্র, তাহা করিলে তাঁহার সহিত সমযোগ বা একাত্মতা সাধন হয় না।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শ্রীদরবারের ঘোষণা।

[শ্রীআচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে]

"যেহেতু রাজধানীতে এবং অন্যান্য স্থানে যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যে মতব্যতিক্রম এবং চরিত্রদোষ সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিদিত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নামে, তাঁহার আদেশে, আমাদিগের সমাজের কল্যাণের জন্য, দেশের সকল স্থানে অবস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলীকে এমন সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত যে, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের মত ও নীতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইতে পারে। পরমেশ্বর সকল সময়ে অল্পবিশ্বাসিগণকে শাসন করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগত লোকদিগের বিন্দুমাত্র সংশয়কে জঘন্য পাপ বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। সংশয় ও অস্থিরতা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেক বিশ্বাসীর সম্পূর্ণ সুদৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া উচিত।

যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক মূলমতসম্বন্ধে সংশয় পোষণ করে, অথবা ধর্ম্মের সার সত্য লইয়া উপহাস করে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর এবং আমাদের সমাজের শত্রু। যে কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতা, ধ্যান ধারণা উপাসনা এবং বিশ্বাসে আপনাকে খর্ব্ব হইতে দিয়া ক্রমে জ্ঞানোন্নতি হইতেছে বলিয়া গর্ব্ব করে, সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। তাহার অণুমাত্র সংসর্গে লোকসমাজ কলুষিত হয়। এই সকল লোকের প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার করা উচিত যে, তাহারা তাঁহাদিগের বিপদ দেখিতে পাইয়া উহা পরিহার করিতে পারে।

আমরা অতি বিনীত ভাবে ভারতবর্ষীয় সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও আচার্য্যগণকে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা আমা-দিগের সমাজের সার সার মতগুলি, যথা ঐশ্বরিক আবির্ভাবের বাস্তবিকতা, বিধাতৃত্ব, প্রত্যাদেশ, দৈনিক উপাসনাযোগ, আত্মার অমরত্ব, ইত্যাদি রক্ষা করিবেন এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে যথাসাধ্য ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতা এবং ধ্যান ও ধারণা উপাসনা বৰ্দ্ধন করিবেন।

আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যে আমাদিগের পবিত্র প্রিয় সমাজকে তাঁহারা সকল প্রকার সংশয়ী, তর্কবাদী, অবিশ্বাসী এবং উপহাসপরায়ণদিগের দুর্নীতি প্রভাব হইতে সর্ব্বদা সযত্নে নির্ম্মুক্ত রাখেন।

সামাজিক পবিত্রতার অত্যুচ্চ আদর্শে আমাদিগের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে আমরা মনে করি যে, স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি আচার ব্যবহারসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শিথিলতাও সমাজের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। আপাততঃ অনিষ্টকর না হইলেও অযথোচিত স্বাধীনতা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দ্বারা প্রণোদিত হয়, তবে উহা ঈশ্বর এবং আমাদিগের পবিত্র সমাজের চক্ষে অতীব ঘৃণিত। ঈশ্বরের আদেশ এই—স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সর্ব্বদা পবিত্রতম সম্বন্ধ অবস্থিত করিবে, এবং যে কোন অবস্থা হউক না কেন,

অত্যল্প পরিমাণেও এরূপ স্বাধীনতা লইতে দেওয়া হইবে না যাহা আত্মার মঙ্গলের পক্ষে অন্তরায়।

অতএব আমরা এই সভাতে গম্ভীরভাবে সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, ঈশ্বরাদেশে যে প্রচারব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, যত দিন আমাদের সেই ব্রতে ব্রতী থাকিবার অনুমতি ও অধিকার থাকিবে, আমরা কর্ত্তব্য জানিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা স্ত্রীজাতির অধিকার ও কল্যাণের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিব, সতর্কতার সহিত তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা করিব, তাঁহাদিগের লজ্জাশীলতা ও সতীত্ব দৃঢ়তা সহকারে রক্ষা করিব, সকল প্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অনুমোদন ও পরিহার করিব, এবং যে সকল দুর্নীতি দ্বারা গূঢ়ভাবে সামাজিক ধর্ম্মের পত্তনভূমি উৎখাত হয়, তাহা হইতে ব্রাহ্মসমাজকে নির্ম্মুক্ত রাখিব।

আগ্রহাতিশয় সহকারে আমরা দেশস্থ বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও ধর্ম্মজ্যেষ্ঠগণকে নিবেদন করিতেছি যে, নর নারীর সম্বন্ধ শিথিল করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহা তাঁহারা সাধ্যানুসারে নিবারণ ও দমন করেন এবং আমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষগণকে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবারস্থ বিশুদ্ধ ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ শিক্ষা দেন। যে কোন স্থানে অপবিত্র সাহিত্য, দূষিত নাটক, অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোক ও বিলাসপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল যুবকবৃন্দের সংসর্গে চরিত্র দূষিত হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানে আমাদিগের মহিলাগণের গমনাগমন না হয়, এজন্য আমাদিগের পবিত্র সমাজের নামে আমরা বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে দায়িত্ব অনুভব করুন, এবং সতর্ক হইয়া চেষ্টা করুন যেন সভ্যতার ছদ্মবেশে ও ভদ্রতা এবং স্বাধীনতার নামে আমোদ প্রমোদ, হাস্য কৌতুক এবং অবৈধ ব্যবহার আমাদের সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার উচ্চ নীতি এবং আর্য্যনারীগণের সুপ্রসিদ্ধ লজ্জাশীলতা ও নির্দ্দোষ পবিত্রতা অণুমাত্র খর্ব্ব না করে। এ বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

"মুঙ্গেরের কেল্লা।"

"তাই বল্‌ছি, যদি মুঙ্গেরের কেল্লায় ভিতর বসে এঁরা সাধন কর্ত্তেন, নিরাপদ হতেন।" কতই না আক্ষেপ করিয়া আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এই কথা বলিলেন।

তিনি আরো বলিলেন, "এই যে এত বড় নববিধান, এর ভিতর মুঙ্গের নাই, সোণার মুঙ্গের নাই, প্রাণের মুঙ্গের নাই।"

"আমি তো মথুরার রাজা হতে চাই না। আমার সে মুঙ্গেরের বৃন্দাবনে রাখাল হয়ে থাকার মিষ্ট ভাব কি করে ভুলিব?"

মুঙ্গেরের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব আগতপ্রায়। এ সময়ে বিধানাচার্য্যের প্রাণস্পর্শী প্রার্থনাবাণীর মর্ম্ম কি আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করিবে না?

বাহিরের মুঙ্গেরে বাহিরের উৎসবে যোগ দিতে আমরা সহজে পারি। কিন্তু সেই বাহিরের মুঙ্গেরের কেল্লার ভিতর যে আচার্য্য কি "কেল্লা", কি "বৃন্দাবন" দেখিলেন, এবং এত বড় নববিধানের ভিতর যে সে মুঙ্গের নাই, তাঁর সোণার মুঙ্গের নাই, তাঁর প্রাণের মুঙ্গের নাই বলিয়া কাঁদিলেন ইহার অর্থ কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে এ সময় চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত নয়?

তিনি যে নববিধানের মথুরার রাজা হওয়া অপেক্ষা মুঙ্গের বৃন্দাবনের রাখাল হওয়া শ্রেয় মনে করিলেন তাহারই বা অর্থ কি?

ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে স্মৃতি-শাস্ত্র প্রধান শাস্ত্র। ধর্ম্মজীবনে এই স্মৃতি সাধন পরিত্রাণপ্রদ সাধন। বিধানজননী যুগে যুগে সময়ে সময়ে জীবনের ইতিহাসে যে তাঁহার করুণা বিধান করেন, তাহার স্মৃতি যত আমরা জাগ্রত রাখি ততই আমরা ধর্ম্মসাধনে যথার্থ উন্নতি লাভ করিতে পারি। আত্মবিস্মৃতি বা স্মৃতি-হীনতাই আমাদিগের অবনতি, আমাদের ধর্ম্মজীবনের মৃত্যু।

তাই মুঙ্গেরের অর্থ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের কাছে কেবল বাহিরের মুঙ্গের ত নয়। ঐ মুঙ্গের ধামে যে নবভক্তির উন্মেষ হইয়াছিল তাহারই পবিত্র স্মৃতি ব্রহ্মানন্দের প্রাণে জাগ্রত হওয়াতেই, তাঁর শেষ জন্মোৎসব দিনে হৃদয় ভেদিয়া ঐ মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি তাঁহার রসনা হইতে বাহির হইয়াছে।

"মুঙ্গেরের কেল্লা" তাঁহার প্রাণে নবভক্তির কেল্লা। যদিও নববিধানে আমরা স্থানের কোন বিশেষত্ব স্বীকার করি না, কালেরও কোন বস্তুতঃ মাহাত্ম্য নাই, কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তজীবনে ভগবান যে কালে যে স্থানে বিশেষ কোন ভক্তিভাব উদ্দীপন করেন, বিশেষ স্বর্গীয় প্রসাদ সম্ভোগে সক্ষম করেন, সে স্থান সে কাল তাঁহার নিকট সামান্য স্থান সাধারণ কাল বলিয়া কখনই প্রতীত হয় না।

সেই জন্য মুঙ্গেরের কেল্লায় ব্রাহ্মভক্তদল যে ভক্তির চক্ষে ভগবানকে ও তাঁহার আচার্য্যকে ও পরস্পরকে দর্শন করিয়াছিলেন, যে প্রেমে, যে বিশ্বাসে, যে দ্বিধাশূন্য ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে দীন অকিঞ্চনা ভক্তি সহকারে পরস্পরের চরণে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং যথার্থ পাপবোধে আকুল হইয়া পরিত্রাণার্থীর ভাবে পরস্পরকে সহায় মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ভক্তের প্রাণে "সোণার মুঙ্গের, প্রাণের মুঙ্গের", সেই মুঙ্গেরই ভক্তের "বৃন্দাবন"। পুরাণে রাখালদলে শ্রীকৃষ্ণের যে মধুর প্রেমের ভাব বর্ণিত আছে, সেই ভাবই অনেকটা নিরাকার-বাদী ব্রহ্মভক্তদিগের মধ্যে মুঙ্গেরের কেল্লায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

নিরাকার ব্রহ্ম জাবন্ত মেষপালক ও ভক্তদল তাঁহার রাখাল-দল ইহাই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার ভাবই নবভক্তির মধুর ভাব। সেই পবিত্র স্মৃতি নববিধান বিশ্বাসীদিগের প্রাণে পুনরুদ্দীপনার্থই ব্রহ্মানন্দ ঐ কথাগুলি উল্লেখ করিলেন। ব্রহ্মানন্দজীবনে নিরাকারে ভক্তি বা নবভক্তির সেই ভাব মুঙ্গেরে নিরাকারবাদী ব্রাহ্মধর্ম্মাব-

লক্ষীদলে উন্মেষ হয়, তাহা হইতেই নববিধানের অভিব্যক্তি। ভক্তিই নববিধানের প্রধান শক্তি। নীতি, ভক্তি, বিশ্বাস এবং যোগ নববিধানের জীবন। প্রেম ভক্তিই নববিধানের সমুদয় ভাবকে সিঞ্চিত সমন্বিত করে। যদি সেই প্রেম ভক্তিই না থাকে নববিধানের বাহ্য ঐশ্বর্য্য প্রাণশূন্য হয়। তাই নবভক্ত মুঙ্গেরের ভক্তিমাহাত্ম্য এত উচ্চভাবে স্মরণ করিলেন এবং আমাদেরও প্রাণে সেই পুণ্যস্মৃতি জাগ্রত করিয়াদিলেন।

মুঙ্গেরের কেল্লা মূর্ত্তিমান নবভক্তির কেল্লা, বাস্তবিক এই কেল্লায় বসিয়া নববিধান সাধন করিতে পারিলেই তবে আমরা নিরাপদ। অর্থাৎ প্রেম ভক্তি বিহীন হইয়া যদি আমরা নববিধান সাধন করি আমরা নববিধানের উচ্চমত মানিতে বা প্রচার করিতে পারি, কিন্তু জীবনে তাহা কখনই পরিণত করিতে সক্ষম হইব না। প্রেম ভক্তি বিনা কেবল মতে ধর্ম্ম থাকিলে তাহা জীবনগত হয় না। এইজন্য মুঙ্গেরের অকিঞ্চনা নবভক্তির পুনরাগমন আমাদিগের নববিধান জীবন লাভের জন্য একান্তই প্রয়োজন। তাহা সঙ্গতের নীতি ও নববিধানের বিশ্বাসের সহিত সমন্বিত করিয়া সাধন করিলেই আমরা নববিধানের মানুষকে অভ্রান্ত ভাবে জীবনে গ্রহণ করিতে পারি এবং পরস্পরকে একই দেহের অঙ্গরূপে প্রেম ভক্তিভাবে গ্রহণ করিয়া নববিধান জীবন প্রাপ্ত হইতে পারি। মুঙ্গেরের কেল্লার উৎসবে যেন এবার সেই ভক্তিলাভে আমরা ধন্য হই, মা নবভক্তজননী আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

—০—

শ্রীকেশব-কাহিনী।

"Faith is strong in the strength of the Almighty and hath invincible power."—*True Faith.*

মঙ্গলময়ের বিশেষ বিধানে কোচবেহার বিবাহের বাগ্দান অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হইয়া গেলে যখন বিরোধী দল শ্রীকেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন তিনি স্থির শান্ত ভাবে বলিয়া ছিলেন:—

"ধনী মানী জ্ঞানী কেহই আর আমার কাছে রহিল না, রহিল কেবল কয়টী কাঙ্গাল, আর কাঙ্গাল আমি, ইহাদিগকে লইয়াই সংসার জয় করিব।'

ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার এই প্রভু-সর্ব্বস্ব সেবকটীর মনস্কামনা কি আশ্চর্য্য ভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য চিরকাল প্রদান করিবে।

বিশ্বাসের অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যিনি ঐশী তেজে পূর্ণ, তিনি যে শুধু কয়টী "কাঙ্গাল আর কাঙ্গালকে" লইয়া সংসার জয় করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অভয় চরণে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ যাঁহার জীবনের আরম্ভ ও শেষ সংসারের ভীষণ ঝড় তুফান তাঁহার আর কি করিবে? ঐ শুন বিশ্বাসাত্মা পুরুষ চারিদিকে বিপদের ভ্রূকুটী দেখিয়া কি ভাবে তাঁহার প্রাণের হরিকে ডাকিতেছেন:—

"হে হরি, তুমি সহায় থাকিলে আমাদের বিপদের মেঘে কিছু করিতে পারিবে না। এই পর্ব্বতের ন্যায় অটল বিশ্বাসী কর। পৃথিবীতে বাতাস হইবে, ঝড় উঠিবে, পর্ব্বতকে কিছু করিতে পারিবে না; কিন্তু ছোট ছোট বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যাইবে। পৃথিবী আমাদেরও পীড়ন করিবে না কে বলিল? কিন্তু মুখের বাতাসে ফুঁ দিয়া সকল উড়াইয়া দিব। আমরা পৃথিবীর সামান্য বিশ্বাসী নহি। কারণ আমরা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, ছুঁইয়াছি, ধরিয়াছি।"

শ্রীমতিলাল সেন।

—•—

দ্বৈত অদ্বৈতবাদের মিলন ভূমি।

সাধনক্ষেত্রে সকল বৈষম্যের মিলন ভূমি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঋষিরা—সাধকেরা, ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হ'লে, প্রথমে জড় জগতে তাঁকে উপলব্ধি করতে লাগ্‌লেন। প্রত্যেক পদার্থে; গ্রহ তারা নক্ষত্রে, তুষারাবৃত সমুচ্চ পর্ব্বতমালার গাম্ভীর্য্যে; তথা হ'তে নিসৃত রূপার তারের গুচ্ছের ন্যায় নির্ঝরে, বেগবতী স্রোতস্বতীতে, বহুবিধ ফুল ফলে সুশোভিত গহন কাননে, তাদের রচয়িতার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য অনুভব কর্‌তে লাগলেন। বিবিধ জীব জন্তু সরিসৃপ, কীট, পতঙ্গ ও মানব দেহের কৌশলে ব্রহ্মকে তাদের প্রাণরূপে অনুভব কর্‌তে পারলেন। বিশাল জলধিবক্ষে অপূর্ব্ব তরঙ্গমালার উল্লাস নৃত্য সেই অপার আনন্দময়কে দেখাইয়া দিল। সকলের মধ্যে পরব্রহ্মকে তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ করতে পার্‌লেন।

তার পর তাঁদের নিজের দিকে দৃষ্টি পড়্‌ল। নিজ নিজ শরীরকে ছেড়ে, তার প্রাণ, অন্তরাত্মার দিকে লক্ষ্য গেল। শরীরের রক্তস্রোতে ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যাহা দ্বারা পরিচালিত হ'চ্ছে, সেই জীবাত্মা, যাহাকে "আমি" বলি, সেই দিকে দৃষ্টি পড়্‌ল। ইহাকেই অন্তর্দৃষ্টি বলে। এই অন্তর দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে দেখ্‌তে গেলেন। তখন বুঝলেন "আমিই" এই শরীরের প্রাণ। এই "আমার" অধিষ্ঠান বশতঃ শরীর জীবিত। এই "আমি" তথা হ'তে তিরোধান হ'লে, শরীর শব মাত্র।

তারপর পরমাত্মাকে জীবাত্মার প্রাণ বলে বুঝ্‌তে পারলেন। যে পরমাত্মা জড়জগতের প্রাণ, তিনিই জীবাত্মার প্রাণরূপে অনুভূত হলেন। তখন ধ্যান ধারণায়, জ্ঞান যোগে সেই চৈতন্য স্বরূপে—প্রাণস্য-প্রাণকে, সর্ব্বত্র উপলব্ধি কর্‌লেন। তখন জড়কে ও আর সকলকে, আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলে গেলেন। সেই মুহূর্ত্তে আর দুই রইল না। তখন জগৎ ব্রহ্মময় দেখ্‌লেন। তখন দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এক হয়ে গেল। তখন কোন সাধক "তত্ত্বমসি"

কেহ বা "সোঽহং" কেহ বা "অহং ব্রহ্ম" বলে ফেল্লেন। যাঁহারা সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় জগৎকে ও আপনাকে ব্রহ্ম ব'লে বিশ্বাস করলেন, তাঁরাই অদ্বৈতবাদ প্রচার করে পৃথিবীতে এই অনর্থ ঘটালেন। "জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ জানাম্য ধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" মহাভারতের এই মহা মন্ত্রের অপব্যবহার ক'রে মানুষ আপনার যথেচ্ছাচারের পোষকতা করে। এ কথা সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেব, মহর্ষি ঈশা প্রভৃতি মহাপুরুষদের মুখে শোভা পায়। ডাকাত, খুনি জালিয়াৎ প্রভৃতি পাপাচারী বল্লে ঘৃণাসম্পদ এবং আমার মত সাধারণ মানুষ বল্লে হাস্যসম্পদ হয় মাত্র।

পরমাত্মা অতি মহান্ ও জীবাত্মা "ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রং" এ বিশ্বাস মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। এই বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে দুর্ব্বল মানুষ সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে বিপদে, রোগ শয্যায় ও মুমূর্ষকালে স্মরণ ক'রে আরাম ও শান্তি পায়। হীনবল মানুষ প্রলোভনে প'ড়ে, সেই শুদ্ধ পবিত্র স্বরূপের নিকট ধর্ম্মবল প্রার্থনা করে এবং ব্যাকুল অন্তরে তাঁরে ডাক্‌তে থাকে। সে কাতর ও সরল প্রার্থনা কখন নিষ্ফল হয় না। দীন ধনী হয়, ভীরু অভয় হয়, অনাথ সনাথ হয়। এ বিশ্বাসকে কি মানুষ এক মুহূর্ত্ত জন্যও ছাড়্‌তে পারে? এই বিপদসঙ্কুল ধরাধামে, এই কণ্টকাকীর্ণ সংসারাশ্রমে, ক্ষণেকের জন্যও কি তিষ্ঠিতে পারে? ব্রহ্মের আরাধনায় ও ব্রহ্ম সহবাসে যে আনন্দ পায়, মানুষ কি তা ভুলতে পারে? কখনই না। দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতৃহারা হ'লে তার যে দুর্দ্দশা হয়, মানুষ ব্রহ্মকে ছাড়লে সেই দশা প্রাপ্ত হয়। কূট তর্কের দ্বারা এই সরল নির্ভরের ভাব দূর করা অসম্ভব। ঋগ্বেদের "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে" ইত্যাদি এবং এই ভাবের অন্যান্য শ্লোক অদ্বৈতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করেচে। তথাপি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই মতভেদ যায় না।

শ্রীসিতিকণ্ঠ মল্লিক।

—০—

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

আমার নিয়োগ।

আমার শৈশবে কোন মণ্ডলী বা সমাজে যোগ দেওয়ার পূর্ব্বে সংসারকে জাগ্রৎ করিবার জন্য আমি আহূত হইয়াছিলাম। আমি লোকদিগকে জাগাইবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলাম। তখন আমার কোন উপাসকমণ্ডলীও ছিল না, কোন অনুগামীও ছিল না, সুতরাং আমি পথের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতাম। তখন আমার খ্যাতিও হয় নাই, প্রচারের কোন প্রণালীও শিখি নাই, সুতরাং বিনা খ্যাতি বিনা কোন প্রণালীতে, পথ দিয়া যে সকল লোক যাইত, তাহাদিগকে বলিতাম, কিন্তু তাহারা আমার কথায় মনযোগ দিত না।

তাহার পর আমার কথা শুনিবার জন্য যখন জনকয়েক বালক পাইলাম, যত দূর আমার সামর্থ্য আমি তাহাদিগকে জাগ্রৎ করিবার জন্য যত্ন করিলাম। ইহার পরে যখন আমি শ্রোতা পাইলাম, তখন আরও উৎসাহসহকারে বলিতে লাগিলাম। অনন্তর আমি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

দোকানী, সামান্য লোক, জ্ঞানী, শিক্ষিত, সকলেই আমার প্রচারের পাত্র হিলেন।

এখন প্রায় সকল পৃথিবী আমার কথা শুনিয়াছে, তবু আমি নগরের চতুষ্কোণে নদীর কূলে যে সকল বহুসংখ্যক লোক একত্র হন, আমার কথা শুনিতে আসেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রমুগ্ধ করিতে যত্ন করি। যত দিন আমার কথা কহিবার শক্তি থাকিবে, তত দিন আমি লোকদিগকে আহ্বান করিব, এবং জাগাইব।

মানবচরিত্রগঠনের জন্য আমি আহূত হইয়াছি। কত বর্ষ চলিয়া গেল আজও সমান উৎসাহ সমান যত্ন আছে। যাঁহারা আমার নিকটে আসেন আমি তাঁহাদের ভার লই। ভার লইয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিক চরিত্রগঠন আমার গভীর সর্ব্ববিস্ময়কর চিন্তাভিনিবেশের বিষয়। আমি প্রিয় হইতেও চাই না, অপ্রিয় হইতেও চাই না, যে সকল ভাইকে পিতা আমার পিতা আমায় দিয়াছেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিতে চাই, যাহাতে তাঁহাদের চরিত্র পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, এবং তাঁহাদের ভিতরে যাহা কিছু ভাল তাহা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে।

যে কোন ব্যক্তি আমার নিকটে আসেন আমি তাঁহার ভিতরে আমার ঈশ্বরকে দেখিতে পাই, সুতরাং আমি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি না। আমি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াসক্তি সহিতে পারি না, তাঁহাদের নীতিঘটিত দোষ উপেক্ষা করিতে পারি না।

আমার নিয়োগ ঈদৃশভাবাপন্ন যে, যত কেন গভীর পাপ হউক না, আমায় ক্ষমার বাহির্ভূত করিতে পারে না অথবা কাহাকেও ক্ষমার সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না। আমি এক জনকেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। যখন সে আমায় পরিত্যাগ করে, তখনও আমি কখন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমার প্রভু যাঁহাদিগের আমার চারিদিকে সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের চরিত্রগঠন তাঁহাদের চরিত্রের পরিপক্কতা সাধন আমার জীবনের একমাত্র উচ্চাভিলাষ।

আমি লোকদিগের সেবা করিবার নিমিত্ত আহূত হইয়াছি, কেবল তাঁহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ দেখা আমার লক্ষ্য নয়, তাঁহাদের দৈহিক কল্যাণ দেখাও আমার লক্ষ্য। তাঁহাদের সব আয়োজন হইয়াছে ইহা না দেখা পর্য্যন্ত আমার মনের

বিশ্রাম নাই। আমার ভাইদের প্রতি আমার ঈদৃশ চিত্তাভিনিবেশ আমি বাহিরে দেখাইতে চাই না, কিন্তু আমি আমার বিবেক এবং অন্তঃসাক্ষী ঈশ্বরের নিকটে নিবেদন করি, আমার ভাইয়ের সেবা করিতে না পারিলে আমার ভয় হয় যে আমি পরিত্রাণ পাইব না।

যদিও মনে হয় যে আমি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ দিতেছি না, তবুও আমার ইচ্ছা যে তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন। আমার প্রতি তাঁহাদের আশ্বস্তভাব আমায় যেমন আহ্লাদিত করে না, আমার প্রতি আশ্বস্তভাবের অভাব যেমন আমায় ক্লেশ দেয় এমন আর কিছুতেই ক্লেশ দেয় না। লোকদিগের সেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম এটি দেখা অপেক্ষা আমার মৃত্যুও ভাল।

আমার বিশ্বাস, কোন মানুষ এই সেবার কার্য্যে আমায় আহ্বান করে নাই, কোন মানুষের ইহা হইতে আমায় বঞ্চিত করিবারও কোন অধিকার নাই। আমার প্রভুর বাণী আমায় যেমন আদেশ করিবেন তেমনি ভাবে আমি জীবনান্ত পর্য্যন্ত মানুষের সেবা করিতে থাকিব। ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা পৃথিবীর নিকটে ঘোষণাকরার জন্য আমি আহূত হইয়াছি। আমায় লোকে সম্মান করুক বা উপহাস করুক আমি সে কার্য্য করিবই।

যে পরিমাণে আমার বিশ্বাস বাড়িয়াছে, শক্তি বাড়িয়াছে, অনুগ্রহ লাভ হইয়াছে, সেই পরিমাণে আমি সেবার কার্য্য করিয়াছি। প্রথমে আমায় লোকে অপরিপক্ক যুবা বলিয়া উপহাস করিয়াছে, পরে আমার মত গ্রহণ করিয়াছে। আমায় তাহারা কাণ্ডাকাণ্ডশূন্য বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু তাহার পর আমার প্রবর্ত্তিত সংস্কার তাহারা গ্রহণ করিয়াছে।

তাহারা আমায় 'পোপ' বলিয়া গালি দিয়াছে; কিন্তু তাহারাই আমার সকল ভাব ধার করিয়াছে, আমার প্রার্থনা আমার উপাসনা প্রণালী আপনার করিয়া লইয়াছে। এখন আমায় স্বপ্নদর্শী বলিয়া দোষ দিতেছে; আমি জানি অল্প দিনের মধ্যে তাহারা আমার স্বপ্ন গভীর সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে।

জীবনের প্রতিসোপানে পিতা আমার নিকটে তাঁহার স্বরূপ ও অভিপ্রায় যেমন প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও তেমনি তাঁহার স্বরূপ ও অভিপ্রায় লোকের নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছি।

আমার নিয়োগের কার্য্য আমি সম্পন্ন করিয়াছি ইহা বলিতে পারি না। কেন না আমি যত বৃদ্ধ হইতেছি তত আমার যে নিয়োগ পূর্ব্বে সহজ ছিল তাহা ভাবে ও দায়িত্বে বাড়িয়া যাইতেছে। পবিত্রাত্মা যেন আমায় সেই মন দেন যে মনে আমি সব গ্রহণ করিতে পারি, সব পূর্ণ করিতে পারি।

আমি প্রভুত্বকরিবার জন্য আহূত হই নাই, কিন্তু মিলন সাধন করিতে আসিয়াছি। এই জন্যই আমি যখন আমার লোকদিগের মধ্যে বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং মন্দভাব দেখি, হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করি। আমি জানি, অগ্রে আমার সঙ্গে তাহাদের মিল করিয়া লইলে তবে আমি তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে মিল করাইয়া দিতে সমর্থ হইব।

এ জন্যই যদি কেহ আমায় ভালবাসিতে বা আমার ভালবাসা পাইতে আমার নিকটে আইসেন আমি যেন তাঁহাকে দূর করিয়া না দিই, এইটি আমার গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়। আমি জানি আমায় অনেকে অতিরিক্ত ভক্তি দেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে এই ভয়ে বাধা দিই না যে কি জানি বা বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শোধন করিতে গিয়া আমি উঁহাদিগকে একেবারে আমা হইতে দূর করিয়া দিই।

কিন্তু আমি এই কথা পরিষ্কার বলি, তাঁহারা পরস্পরকে সম্মান না করিলে আমি কদাপি তুষ্ট হই না।

যদি লোকে আমায় ঘৃণা করে, আমি তাহাতে কোন অভিযোগ করি না। কিন্তু আমার তখনই দুঃখ হয় এবং হৃদয়ে বাধে যখন দেখিতে পাই যে আমায় ঘৃণা করিতে গিয়া ঈশ্বর যে কার্য্য আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন সে কার্য্যকে পর্য্যন্ত তাহারা ঘৃণা করে।

আমার যাহা নিজের ব্যক্তিগত, ভ্রান্তি ও দোষের অধীন, তৎপ্রতি দোষারোপ করিতে বা বীতরাগ হইতে আমি প্রতি ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিই। কিন্তু আমার ভিতরে এমন কিছু আছে যাহা আমি নই, যেটি আমার নিয়োগ, সেইটিকে কোন লোকের ঘৃণা করা উচিত নয়। আমার নিয়োগকে যাহারা ঘৃণা করিবে, সত্যধর্ম্মকে ঘৃণা করিবে, এবং অসত্যে গিয়া অবতরণ করিবে।

যাহারা আমার নিয়োগকে ভালবাসে, নিশ্চয়ই তাহারা সময়ে পরস্পর মিলিত হইবে, ঈশ্বর ও সত্যধর্ম্মকে ভালবাসিবে, এবং মুক্তি ও আনন্দে অবতরণ করিবে।

আমার নিয়োগ শান্তিসংস্থাপন। চারিদিক্ হইতে মত ও বিশ্বাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড লইয়া একটি পূর্ণ বিধানাবয়বে উহাদিগকে সংযুক্ত করিতে আমি যত্ন করি। যেটি ঈশ্বরের নিশ্বাসবাণীতে ভূতকে বর্ত্তমানের সঙ্গে, প্রাচীনকে আধুনিকের সঙ্গে, পূর্ব্বকে পশ্চিমের সঙ্গে সম্মিলিত করিবে।

হিন্দুধর্ম্ম বা তাহার পৌরাণিক কাহিনীকেও আমি তুচ্ছ করিতে সাহস করি না। খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন মত বা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি উদাসীন হইতে সাহস করি না। বৌদ্ধধর্ম্মের যে মুগ্ধকর সামর্থ্য আছে তাহা আমার নিকটে সত্য ও স্বর্গীয়, আমার নিকটে মোহম্মদ ঈশ্বরের দাস ও প্রেরিত। আধ্যাত্মিক প্রয়োজনবশতঃই এগুলি আমায় স্বীকার করিতে হয়, অঙ্গীভূত করিতে হয় এবং সকল গুলিকে একত্র বান্ধিতে হয়।

এগুলিকে আমি বান্ধি না, আমার ঈশ্বর আমার ভিতরে থাকিয়া বান্ধেন। আমার চারিদিকে কোন ধর্ম্মভাব বা অবস্থাকে আমি তুচ্ছ করিতে পারি না। কোন ধর্ম্মের আদর্শকে আমি ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারি না, আমার প্রভু ও পিতা যে সকল

অধ্যাত্ম পোষণ সামগ্রীর কণা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন সেগুলি আমার একত্র সংগ্রহ করিতেই হইবে। আমার সকলকে সংযুক্ত, মিলিত এবং একত্র বদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই আমার নিয়োগ।

ব্রাহ্মসমাজে প্রথম সমস্তদিনব্যাপী উৎসবের জীবন্ত স্মৃতি।

ব্রাহ্মসমাজের অতীত ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আদি সমাজ হইতে উন্নতিশীল যুবক ব্রাহ্মদল যখন পৃথক হইয়া পড়িলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের পিতৃস্নেহ ও অভিভাবকত্বের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া এই যুবক ব্রাহ্মদল কিরূপ নিঃসম্বল ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুধু যে তাঁহারা বাহিরের সুযোগ সুবিধা হারাইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের অনেকের জীবনে আধ্যাত্মিক ভয়ানক আতঙ্কজনক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহা অটল বিশ্বাসী, ধীর, গম্ভীর, সরল হৃদয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই পরীক্ষা ও বিপদের অবস্থায় বিপদভঞ্জন যিনি, বিশ্বাসী কেশবচন্দ্র তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইলেন এবং সেই অদ্ভুতকর্ম্মা বিধাতা কেশবচন্দ্রের অন্তরে যে সময়ে নব আলোক ঢালিলেন, কেশবচন্দ্র সেই আলোকের অনুসরণে সকলকে লইয়া দৈনিক মিলিত উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

উপাসনাক্ষেত্রে স্বর্গের কৃপা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল, শুষ্ক প্রাণগুলিকে সরস করিল, রসাল করিল, সকলের মধ্যে সেই কৃপা নবজীবন আনয়ন করিল। ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। উপাসনার গভীরতা, সরসতা মধুরতা সকলের প্রাণকে আশা বিশ্বাস আনন্দে পূর্ণ করিতে লাগিল। উপাসনা ক্রমে দীর্ঘ হইতে লাগিল। শেষে ১৮৬৭ শকের ৯ই অগ্রহায়ণ সেই উপাসনা সমস্তদিনব্যাপী উৎসবে পরিণত হইল। প্রাতঃকাল ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত জমাট ভাবে উৎসবের কার্য্য চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে প্রমত্ত কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সন্ধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উৎসবক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। তাঁহাকে ঘেরিয়া কিছুক্ষণ সকলে প্রমত্ত কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভাবে গদগদ হইয়া পূর্ব্বাহ্নে "আনন্দরূপামৃতম্" মধ্যাহ্নে "আনন্দরূপামৃতম্" অপরাহ্নে আনন্দরূপামৃতম্" এইরূপে উদ্বোধন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উপাসনার বিশেষ অংশ শেষ হইলে ব্রহ্মানন্দ একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাহার পর সঙ্গীতাদি হইয়া রাত্রি ১০টায় উৎসব শেষ হয়।

ব্রাহ্মসমাজে প্রথম এই দিনব্যাপী উৎসবের পুণ্যস্মৃতি জাগাইবার জন্য কলুটোলায় কেশবচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ীর যে গৃহে এই উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, গত ৯ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যায় নববিধানমণ্ডলীর অনেকে সেই গৃহে মিলিত হন। প্রথমে প্রমত্ত কীর্ত্তন হয়। সেই সময় সকলে প্রাণ খুলিয়া এমন জমাট, মধুর ও মত্ততাপূর্ণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, মনে হইল সেই প্রথম দিনের দিনব্যাপী উৎসবের সন্ধ্যায় কেশব প্রমুখ ভক্তদল পবিত্র মূর্ত্তি ধর্ম্মপিতা দেবেন্দ্রনাথকে ঘেরিয়া যে ব্রহ্মনাম ধ্বনিতে আকাশ বাতাসও চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়াছিলেন, আজ পবিত্রাত্মা এই কীর্ত্তনে তাঁহার সেই ভক্তদলসহ অবতীর্ণ হইয়া সেই আনন্দ উৎসবের পুণ্যস্মৃতি জীবন্তভাবে সকলের প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেছেন। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত লীলা অদ্যাবধি কেমন চলিতেছে, মরুভূমিকে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে কেমন বন্যায় পরিণত করিতে পারেন এই উপলক্ষে তাহা দেখাইয়া, তাহা সম্ভোগ করিতে দিয়া আমাদিগকে এ দিন ধন্য করিলেন। এ দৃশ্য মানসপটে দর্শন করিয়া কে আর বলিবে নববিধানক্ষেত্রে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া এখন বন্ধ হইয়াছে?

এইরূপ প্রাণস্পর্শী প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন অনেকক্ষণ হইলে ভাই প্রমথলাল সেন ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রতাপচন্দ্রের ইংরাজী লেখা হইতেও ত্রৈলোক্য নাথের ও উপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গলা লেখা হইতে সেই প্রথম দিনব্যাপী উৎসবের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পাঠ করেন। পরে আচার্য্যদেবের একটী প্রার্থনা পঠিত হইলে অন্তকার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ।

১৩ই অক্টোবর, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ।

আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতা নন্দলাল সেন গত ২রা অক্টোবর, বেলা ১২—৩৫ মিনিটে সুদূর সিন্ধুদেশে করাচি নগরে দেহমুক্ত হইয়া মাতৃক্রোড়ারোহণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র। বাল্যকাল হইতে ইনি বিশুদ্ধ চরিত্র ধর্ম্মশিক্ষা ব্রতধারী নববিধান-পরিবারের একজন চিরকুমার, ধ্যান চিন্তাশীল বৈরাগী ও উন্নত ধর্ম্মজীবনসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তিনি বিধিপূর্ব্বক প্রকাশ্য ভাবে প্রচারক মণ্ডলীভুক্ত হন নাই, তথাপি তাঁহার উন্নত ধর্ম্মজীবন দ্বারা তিনি যে সিন্ধুদেশবাসীদিগকে নববিধানের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত করিতে এবং বহু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সে প্রদেশে নববিধানের মহিমা ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ও স্মরণ করিব। তাঁহার অগ্রজ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নিগণ এবং পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনগণ ও সিন্ধুদেশবাসী বন্ধুগণ, যাঁহারা তাঁহার শোকে সন্তপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমরা আমাদের অন্তরের সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

১লা ডিসেম্বর, ১৯২৫।

মহামাননীয়া সম্রাটমাতা এবং ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী আলেকজেন্ড্রা মহোদয়া গত ২০শে নবেম্বর অপরাহ্ণ ৫—৩০ ঘটিকায় দেহমুক্ত হইয়া পরম মাতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। ইনি প্রাতঃস্মরণীয়া সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার ন্যায় কোমল-হৃদয়, দয়াশীলা, দানশীলা, পরদুঃখকাতরা সাধ্বী রমণী ছিলেন। নববিধান সমাজের শ্রীদরবার এই শোককর ঘটনায় ভারতের সকল নর নারীর সহিত এক প্রাণ হইয়া সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও রাজপরিবারের সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

—•—

"কমলকুটীর" ও "নবদেবালয়"।

(প্রেরিত)

আজ কয়েক মাস ধরিয়া "নবদেবালয়" ও "কমলকুটীর" আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিচিহ্নরূপে রক্ষা করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এই প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সুখের বিষয়। ইহা অচিরে যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার জন্য মণ্ডলীর সকলের প্রাণপণ যত্ন করা একান্ত প্রয়োজন। এক সময় স্বর্গগত প্রেরিত প্রচারক শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতে তিনি বলেন, "কলিকাতার মাটীর মূল্য এখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই, যেখানে ভক্তপদধূলি মেশান আছে। মহর্ষি ঈশার পর এরূপ ভক্ত পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই"। ভক্ত পরিচয় দুর্ল্লভ, সকলের ভাগ্যে হয় না, প্রেরিত অমৃতলালের তখনকার মুখমণ্ডল ও নয়নের ছবি আমার সম্মুখে রহিয়াছে, অন্তরস্থ মহাভাবের বিহ্বলতা তাঁহার বদনমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। বর্ত্তমানে নবদেবালয় ও কমলকুটীরের দিকে যে মণ্ডলীর শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহাতে উপরোক্ত ভক্তের কথা স্মরণ করিয়া মনে হয় বুঝি মণ্ডলী বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "কলিকাতার মাটীর মূল্য।"

এই সঙ্গে আমি আরও একটী প্রস্তাব করি, এই কলিকাতার মাটীতে কলুটোলার বাটী, যে বাটীতে ভক্তের জন্মস্থান, প্রথম সাধনক্ষেত্র, প্রথম ব্রহ্মোৎসব ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন। তার পর নববিধান মন্দির, প্রেরিতগণের বাসভূমি "মঙ্গলবাড়ী" ও "শান্তি-কুটীর। এই সকল স্থানের দিকেও মণ্ডলীর দৃষ্টি পড়া উচিত। কি করে আমরা এই সকল স্থানের মহত্ব রক্ষা করিতে পারি এখন তাহাই ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

তারপর প্রিয় মুঙ্গেরের দিকেও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করি, ইহাও ত বাঙ্গালার মাটীতেই অবস্থিত। নবভক্তির লীলা ভূমি।

নিবেদক

কুল্টী, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়।

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই উমানাথ গুপ্ত।

হালিসহরের উচ্চ বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাই উমানাথ গুপ্ত হুগলী কলেজে বিদ্যা উপার্জ্জন করেন। তাহা করিতে করিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা হয়। সহপাঠীদিগের সঙ্গে মিলিয়া নিজগ্রামে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। এই যুবাদের অনুরোধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং গিয়া সমাজপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান করেন। গ্রামের কর্ত্তাদিগের নিকট এজন্য যুবাদিগকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। তাহাতে অনেকে সরিয়া পড়িল, কিন্তু উমানাথ আরও দৃঢ়নিষ্ঠ হইলেন।

ক্রমে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রভাবে পড়িয়া তাঁহার বিশ্বাস ঘনীভূত হইল। রেল আফিসে বেশ কাজ করিতেছিলেন, সব কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া গৃহবাস ত্যাগ করিয়া প্রচারকদলভুক্ত হইলেন। দেশের গৃহ বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইলেন তাহাতেই মঙ্গল বাড়ীতে ঘর বাড়ী বাঁধিলেন। সত্য-বিশ্বাসী উমানাথ প্রথম জীবনে যেমন সন্তানদ্বয়ের নাম সত্যশরণ ও পরে সত্যভূষণ রাখিলেন, কার্য্যতঃও জীবনে সত্যের অনুসরণ করিয়া ও সত্যকে ভূষণ করিয়া পূর্ণ বিশ্বাসের পরিচয় দান করিয়া গেলেন।

আচার্য্যদেব যে বলিলেন, মাতে, মাতৃ-সন্তানেতে আর বিধানেতে এবং প্রত্যাদেশেতে পূর্ণ ষোল আনা বিশ্বাসী হইলে আমরা নববিধানে স্বর্গলাভের উপযুক্ত হইব, ভাই উমানাথ তাহাই অভ্রান্ত ভাবে জীবনে প্রদর্শন করিলেন। আচার্য্যকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ ও তাঁহার জীবনকে জীবনে গ্রহণ করা তাঁহার বিশেষ সাধন ছিল। "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিলেই যেমন বুঝা যায়, সমস্ত ভাত সিদ্ধ কি অসিদ্ধ", তেমনি নববিধানে প্রেরিতদল এক ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলনে এক হাঁড়ির ভাতের ন্যায় নববিধানে সুসিদ্ধ হইবেন, ইহাই ভাই উমানাথের জীবনের বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাস তাঁহার বিশেষত্ব বলিয়া আচার্য্যদেব নির্দ্দেশ করেন। গত ১লা ডিসেম্বর তাঁহার স্বর্গারোহণ দিন সাধিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ সাধু অঘোরনাথ।

সাধু অঘোরনাথ শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসিয়া বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তাঁহাকে অবস্থাচক্রে পড়িয়া অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া শীঘ্র চাকরী করিতে হয়। ঢাকায় গিয়া পণ্ডিতের কাজ করিতে করিতে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হন।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্রের প্রভাবে পড়িয়া প্রচারকদলভুক্ত হন। অসবর্ণ বিধবা-বিবাহ তিনিই প্রথম করেন। মুঙ্গেরের নবভক্তিভাব সর্ব্বপ্রথমে সাধু অঘোরনাথের প্রাণেই উন্মেষ হয়, ব্রহ্মানন্দের জীবন সংযোগে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া সমগ্রদলকে সংক্রামিত করে। যোগ-সমন্বিত ভক্তিই

যথার্থ নবভক্তির পরাকাষ্ঠা, তাই অঘোরনাথ আচার্য্যের নিকট যোগশিক্ষার্থী হইয়া যোগ সাধন করেন এবং নববিধানের ভক্তি-যোগ-সমন্বিত সাধুজীবন লাভ করেন। আচার্য্যদেব তাঁহার তিরোধানে তাঁহাকে "সাধু" নামে অভিহিত করেন। যখন নববিধান প্রচারার্থ প্রেরিত নিয়োগ হয় সাধু অঘোর নাথ পঞ্জাব অঞ্চলে প্রেরিত হন। কতই কঠোর প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তিনি সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত গিয়া নববিধান ঘোষণা করিয়া ফিরিতে না ফিরিতে লক্ষৌ আসিয়া দেহরক্ষা করেন। গত ৯ই ডিসেম্বর নবদেবালয়ে ও প্রচারাশ্রমে এবং ২৪শে সাধুর পুত্রগণের বাসভবনে উপাসনাদি হয়।

শ্রদ্ধেয় ভাই কালীনাথ।

শেষে এসে আগে গেলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ভাই কালীনাথ প্রধান। তিনি কি প্রাণের তানেই গান গাহিতে গাহিতে ইহ-লোক হইতে পরলোকের জন্ম কতই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ভাই "রেলের ষ্টেসনে বসে আছি" বলে মার ডাক শুনিবামাত্র অনন্ত উৎসবে যাত্রা করিলেন। ধন্ত তাঁর সাধনা।

তাঁর স্নেহের বিদুষী কন্তাও এবার সকলকে আদরে আহ্বান করিয়া লিখিলেন, "আমার পিতৃদেব অনন্ত উৎসবে মা আনন্দময়ীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। সেই মহাতীর্থযাত্রীর সহিত একযোগে সম্মিলিত হইয়া বিশ্বজননীর পূজায় যোগ দিবার নিমিত্ত আপনা-দিগকে শ্রদ্ধারসহিত আহ্বান করিতেছি।" ইহা নিশ্চয়ই তাঁর কন্তারই উপযুক্ত প্রাণের আহ্বান। আমরা এই আহ্বানের ভিতর স্বয়ং বিধানজননীরও আহ্বান অনুভব করিয়া সত্যই সেই পর-লোকস্থ মহাতীর্থযাত্রীদলে বিশেষ ভাবে ভাই কালীনাথের সঙ্গে মিলিয়া বিশ্বজননী বিধানজননীর পূজায় যোগ দিয়া এবার কৃতার্থ হইয়াছি। মার কোলে শ্রীব্রহ্মানন্দ-প্রতাপ-অমৃতের দলে আমাদের প্রাণের প্রিয়বন্ধু কালীনাথও যে মিলিত হইয়াছেন ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া সে দিন ইহলোকেই পরলোক সম্ভোগ করিয়াছি।

ধন্ত নববিধান, এই বিধানে যাহারা আহূত হন তাঁহারা কেহই মরেন নাই, মৃত্যুর অধিকার যে তাঁহাদিগের উপর নাই। কেন না স্বয়ং মৃত্যু য় জীবনের জীবন যিনি তিনি যে জননীরূপে সতত নিত্য বিদ্যমানা। দেহে অবস্থানেও আমরা তাঁহারই ক্রোড়ে অব-স্থিত, দেহমুক্ত হইলে আমরা তাঁহারই ক্রোড় ভিন্ন আর কোথায় থাকিব। তাই অমর ভাই কালীনাথের সঙ্গে তাঁহারই রচিত গানে তাঁহার প্রাণভরা প্রেমভক্তি অনুরাগ উচ্ছ্বাস ও প্রত্যক্ষ যোগভক্তিপ্রসূত উপাসনায় আমরা তাঁহার পরিবারস্থ প্রিয়জনগণ ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ সহযোগে মাতৃপূজা করিয়া সত্যই ভাইয়ের অমরাধাম দিব্য সহবাস সম্ভোগ করিয়া ধন্ত হইয়াছি।

ভাই কালীনাথ চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানকার ব্রাহ্মসমাজ মা' আহ্বানেই যোগদান করেন। কলিকাতায় আসিয়া নববিধানের যুবা সঙ্গে মিশিয়া স্বাভাবিক উদ্যম উৎসাহ উচ্ছ্বসিত ভক্তি প্রভাবে ভাই অমৃতলাল ও ভাই প্রতাপচন্দ্রের প্রীতি আকর্ষণ করেন ও তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত হন। তাঁহার সহযোগীদিগের মধ্যে ভাই প্রমথলাল প্রথম প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন। কালীনাথও প্রাণের আবেগে বিষয়ের পথ ছাড়িয়া প্রচার ব্রতের দুঃখ দারিদ্র্য আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া আত্মোৎসর্গ করেন। "শের দিয়া ত রোণা ক্যা" বলিয়া এই ব্রত প্রাণ ভরিয়া সাধন করেন এবং কতই স্থানে কতই পরিবারে আপনার প্রাণের গান শুনাইয়া ও ভাবোচ্ছ্বসিত উপাসনা করিয়া প্রেমযোগে আত্মার অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হন। কিন্তু এত শীঘ্রই যে তাঁহার পার্থিব জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া যাইবেন আমরা তাহা ত জানিতাম না। বিধা-তার বিধান কে বুঝিবে? তিনিই সময় বুঝিয়া তাঁর প্রিয় সন্তানকে আজ দুই বৎসর পূর্ণ হইল আপন ক্রোড়ে লইয়া অমর দলে অনন্ত উৎসবে মত্ত করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাসিনী সহধর্ম্মিণী যূথভ্রষ্ট চাতকিণীর ন্যায় হইয়াও প্রাণগত ভাবে সে দিন স্বামীর বিশ্বাস প্রেমের সাক্ষ্যদান করেন। ধর্ম্মবন্ধু দেবেন্দ্রনাথ বসুও হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে লিখিত প্রবন্ধে বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করেন। ভাই প্রমথলাল শাস্ত্রাদি পাঠ করেন এবং ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গৃহস্থ-বৈরাগী শ্রদ্ধেয় রাজমোহন বসু।

নববিধান ঘোষণার অব্যবহিত পরেই সাধকদিগকে গৃহস্থ বৈরাগীর ব্রত দান করা হয়। গৃহস্থ হইয়াও বৈরাগ্য ব্রতধারী জীবন যাপন করিতে হইবে, উপার্জ্জিত অর্থ বিধান ব্যাঙ্কে জমা দিয়া কেবল পারিবারিক অভাবানুযায়ী নিজ অবস্থার অনুরূপ সেই অর্থ আচার্য্যের অনুমোদনে ব্যয় করিতে পারিবেন, আপন উপার্জ্জিত অর্থ [illegible] সম্পূর্ণ অনঃস্বার্থ হইতে হইবে, ইহাই সে ব্রতের [illegible] সাধক-দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে শ্রদ্ধেয় রাজমোহন [illegible] কালীনাথ চক্রবর্ত্তী আচার্য্যদেবের নিকট এই [illegible] করেন। তাহার পর শ্রদ্ধেয় রামেশ্বর দাস [illegible] ছিলেন।

সাধক রাজমোহনের অগাধ [illegible] পড়িয়া উফ্ সাহেবের দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, [illegible] কর্ত্তারা রাজমোহনকে উচ্চ শিক্ষা দিতে চান নাই। [illegible] নিজেই গোপনে গোপনে আত্ম-চেষ্টায় [illegible] শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। পবিত্রাত্মার প্রভাবে তাঁহাকে [illegible] মোহন ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গ সহবাসে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হন। তাঁহার মাতা শেষে আক্ষেপ করিয়া বলেন, "একটী ছেলে যমে নিলে, একটী নিলে উফ্ সাহেব, শেষে রাজ-মোহনকেও কেশব সেন নিলেন।" শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রভাবে পড়িয়া তিনি নববিধানের উচ্চ সাধক শ্রেণীভুক্ত হন। নব-বৃন্দাবন নাট্যাভিনয়ে তাঁহাকে ষ্টেজ অধ্যক্ষের কাজ করিতে

হয় এবং "শশধর" ও "পাপ পুরুষের সঙ্গিনী" সাজিয়া তিনি সকলকে মোহিত করেন। আচার্য্যের তিরোধানের পর ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী ও আর আর কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিয়া কেশব-তীর্থ সাধন ব্রত গ্রহণ করেন ও বিশেষ সাধনায় নিরত হন। ধর্ম্মবন্ধুগণের মৃত্যুর পর কটকে সপরিবারে গিয়া আদর্শ প্রেম-পরিবার সাধনে ও নববিধানের গৃহস্থ প্রচারকরূপে কার্য্য করিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি সরল বালকস্বভাব সদা হাস্যমুখ প্রেমিক নববিধান-বিশ্বাসী সাধক ছিলেন। গত ৫ই ডিসেম্বর তাঁহার স্বর্গারোহণের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে বিশেষ উপাসনাদি হয়, সায়াহ্নে নবদেবালয়েও প্রার্থনাদি হয়।

শ্রদ্ধেয় সাধক প্রকাশচন্দ্র রায়।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ও সতী জগন্মোহিনী দেবীর পর প্রকাশ্য ভাবে শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী অঘোর-কামিনী দেবীই নববিধানের যুগল ব্রত গ্রহণ করেন এবং সংসারে বৈরাগ্য সাধনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। প্রকাশচন্দ্র প্রথমে অতি অল্প বেতনের কেরানীর কাজ করিতেন, কিন্তু ক্রমে মেধা, অধ্যবসায় ও উচ্চ জীবনপ্রভাবে ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হন। অর্থনীতি সম্বন্ধে তিনি অতি দৃঢ়নিষ্ঠ ও আদর্শ নীতিপরতন্ত্র ব্রাহ্ম ছিলেন। আয়ের অধিক ব্যয় করা কিম্বা অর্থব্যয় সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারী হওয়া তিনি ভয়ানক পাপ ও অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন। ঋণ করাকে এমনই মহাপাপ মনে করিতেন যে, অর্থ না থাকিলে সপরিবারে অনাহার বা অল্পাহারেও দিন কাটাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সংক্ষেপে মিষ্ট উপাসনা তিনি যেমন করিতে পারিতেন এমন প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না। তিনি একজন ভাবনশীল মিষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া সহধর্ম্মিণীর বিয়োগের পর গৃহস্থ প্রচারকের ভাবে স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নববিধান প্রচারে নিরত হন। বাঁকিপুরই তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এখানকার নববিধান সমাজ ও বিশেষভাবে বালিকা-বিদ্যালয় তাঁহার এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট চিরঋণী থাকিবেন। গত ৭ই ডিসেম্বর তাঁহার স্বর্গারোহণ সাধন দিনে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ বিধান চন্দ্রের গৃহে ভাই প্রমথলাল সেন বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীমতী ভক্তিমতী মিত্র, শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী ঘোষ ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন। তাঁহার বাঁকিপুরস্থ অঘোর-পরিবারেও এই দিন শ্রদ্ধেয় ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

শোক-সংবাদ।

শ্রদ্ধেয় ভাই কাশীরাম।

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি—গত রাত্রে শ্রদ্ধেয় ভাই লালা কাশীরাম রায় সাহেব লাহোরে দেহপুর-বাস ত্যাগ করিয়া মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছেন। এই শোক-সংবাদ পাইয়াই তারযোগে শ্রীদরবারের সমবেদনা ভাইয়ের শোক সন্তপ্ত পরিবারস্থদিগকে জ্ঞাপন করা হয়।

শ্রীদরবারস্থ ভাইগণ সপ্তাহকালব্যাপী শোক সাধন ব্রতধারণ করিবেন নির্দ্ধারণ করেন ও আগামী মঙ্গলবার, ২৯শে ডিসেম্বর, পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধার্পণার্থ পারলৌকিক অনুষ্ঠান করিবেন স্থির করিয়াছেন। ভাইয়ের জীবন-কাহিনী পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার পরলোকগমনে প্রচারক পরিবারের আর একটী দৈহিক অঙ্গ ভঙ্গ হইল ইহাই অনুভব করিয়া আমরা বিশেষ শোক অনুভব করিতেছি। কিন্তু যাঁহারা যান তাঁহারা বাহ্য ভাবে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও সেই একই মার ক্রোড়ে অমরদলে মিলিত হন এবং সেখান হইতেও আমাদিগকে অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতে সহায়তা দানে সর্ব্বদাই নিরত, ইহাই যেন উপলব্ধি করিয়া আমরা আশ্বস্ত হই। মা বিধানজননী পরলোকগত ভাইয়ের আত্মাকে অমরদলে নিত্য শান্তি বিধান করুন এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে তিনিই সান্ত্বনা দান করুন।

সংবাদ।

আচার্য্য-জন্মোৎসব—বিগত ১৯শে নবেম্বর সন্ধ্যা ৫॥০টায় শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ভাগলপুরে কেশব-অনুরাগী স্বর্গীয় সাধক হরিসুন্দর বসুর গৃহে, মহিলা সমিতির মহিলাগণ মিলিত হইয়া বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। কয়েকটী মহিলা উক্ত উপাসনায় আগ্রহ করিয়া যোগ দিয়াছিলেন। একজন ভক্তিমতী হিন্দু মহিলা পূজার সকল আয়োজনের বিশেষ সহায়তা করেন।

উৎসব—উল্টোডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বাৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে হইবে স্থির হইয়াছে। ২৪শে ডিসেম্বর, ৯ই পৌষ, বৃহস্পতিবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসব এবং ৫॥০টায় স্বর্গীয় কানাই লাল সেনের বার্ষিক শ্রাদ্ধ ও স্মৃতি-সভা। ২৫শে ডিসেম্বর, ১০ই পৌষ, শুক্রবার প্রাতে ৮টায় উপাসনা, বৈকালে ৩টায় বালক বালিকা-সম্মিলন, সন্ধ্যা ৬টায় কথকতা।

নামকরণ—গত ৩রা ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবারে নওগাঁও প্রবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্তের তৃতীয় পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। এই শিশু গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায় মহাশয় উপাসনা করেন। শিশুর নাম শ্রীমান্ দেবকুমার দত্ত রাখা হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় নওগাঁও ব্রাহ্মসমাজে ২৲, কলিকাতা প্রচার আশ্রমে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

সেবা—ভাই অক্ষয়কুমার লধ, ৩রা নবেম্বর কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া পাটনা, গয়া, খগোল (দানাপুর), গাজিপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, ছাপরা, বাঁপুর ও ভাগলপুর হইয়া ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া চট্টগ্রাম গিয়াছেন।

ব্রহ্মমন্দির—গত ৫ই ডিসেম্বর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন এবং "ব্রহ্মানন্দ কেশবজীবনে শ্রীঈশার জন্ম" বিষয়ে আত্ম-নিবেদন করেন।

ধর্ম্মসেবকের প্রতি অত্যাচার—গত ১২ই ডিসেম্বর, শনিবার, রাত্রি ৭টার পর ভ্রাতা অখিলচন্দ্র রায় অমরাগড়ী নব-

বিধান ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়া স্থানীয় উপাচার্য্যের সদর বাড়ীতে আসিবামাত্র কোন দুষ্ট লোক পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহার চোখ ও মুখ চাপিয়া ধরিয়া ভূতলশায়ী করে ও সজোরে মুখ ঘসড়াইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার উপক্রম করে। তিনি "মা গো মেরে ফেল্লে গো" বলিয়া খুব উচ্চরবে চীৎকার করিলে প্রতিবাসীরাও আসিতে উদ্যত হন ইহাতে ঐ দুষ্ট লোক আমাদের ভ্রাতাকে ছাড়িয়া তাঁহার শীতবস্ত্রখান কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাচার্য্যের বাটীর ভিতর ভয়ে পলাইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। কয়েক বৎসর হইল ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকও অমরাগড়ীতে উৎসব করিতে গিয়া প্রথম দিন রাত্রিতেই ঐ প্রকার দস্যুহস্তে পড়িয়া পায়ে ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হন। দস্যু তাঁহার মূল্যবান ব্যাগ ও অতি প্রয়োজনীয় হস্তলেখনী ও পুস্তকাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। বিধানজননী তাঁর সেবককে যে দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। দস্যুকেও তিনি পরিবর্ত্তিত করুন এই প্রার্থনা করি।

সাম্বৎসরিক—বালীবন নিবাসী বিধান-বিশ্বাসী ভ্রাতা নিবারণ চন্দ্র বসু ও তাঁহার কন্যা ইন্দুপ্রভা বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গত ১১ই অগ্রহায়ণ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক ভবানীপুরস্থ আবাসে উপাসনা হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। মাতা ও মাতামহের এই পারলৌকিক অনুষ্ঠানোপলক্ষে শ্রীমান্ নির্ম্মল প্রচার আশ্রমে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১১ই ডিসেম্বর শ্রীমৎ আচার্য্যদেব-মাতা মা সারদা দেবীর স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে প্রাতে কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও ভাই প্রমথলাল সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় কলুটোলার বাড়ীতেও উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়।

শান্তিপুর-সংবাদ—জন্মোৎসব—গত ৩রা অগ্রহায়ণ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিপুর ব্রাহ্ম-প্রচার আশ্রমে উপাসনা, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

স্বর্গারোহণ—২৩শে অগ্রহায়ণ স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে শান্তিপুরস্থ ব্রাহ্মেরা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বেলা পরাতে সাধু অঘোরনাথের বাটীতে গমন করিলে সাধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী সাদরে সকলকে গ্রহণ করেন। এবং অঘোরনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজেন্দ্র উপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। তৎপরে প্রচার আশ্রমে বিশেষ ভাবে উপাসনা হয়। সাধু অঘোরনাথ শান্তিপুরের লোক। তাঁহার স্বর্গদিন উপলক্ষে শান্তিপুরস্থ ব্রাহ্মেরা কীর্ত্তন ও উপাসনা করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৫, জুলাই মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

এককালীন দান বা অনুষ্ঠানিক দান।

স্বর্গগতা সরলা খাস্তগীরের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে নববিধান ট্রাষ্ট ৫৲, তাঁহার স্বামী রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর ১০৲, মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী দীপ্তিময়ী নন্দন ২৲ শ্রীমতী হাস্যময়ী রায় ২৲, বিশেষ দান—S. N. Sen ১০৲, কন্যার নামকরণ উপলক্ষে শ্রীমান্ খড়্গসিংহ ঘোষ ২৲, মাতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জ্যোতিকণা ঘোষ ২৲, মাতৃ সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদার ২৲। এককালীন দান—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী ৫৲, স্বর্গগতা স্বামীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী দেবী ২৲, নূতন গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে বাবু বেচুনারায়ণ ২৲, পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীমতী দীপ্তিময়ী নন্দন ২৲, শ্রীমতী হাস্যময়ী রায় ৩৲, স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা ৩৲, স্বর্গগত ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲, পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ ৪৲, পিতার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দেওয়ান হাসারাম ১০৲, স্বর্গীয় শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০৲। বিশেষ দান—শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲ টাকা।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ দত্ত ৯৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন রায়, ৪৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, কোন মাননীয়া মহিলা ১০৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, স্বর্গগত মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীমতী চারুবালা হালদার ১৲, ব্রহ্মমন্দির ১০৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০০৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

পুস্তক পরিচয়।

সুনীতি কুসুম—আমাদের বর্ষীয়ান নববিধান প্রেরিত শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্যারিমোহন চৌধুরী মহাশয় পূর্ব্বে "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও অন্যান্য পত্রিকায় সময়ে সময়ে যে সমুদয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও ব্রহ্মমন্দিরে যে সময়ে সময়ে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টিহীনতা ও শারীরিক নানাপ্রকার অসুস্থতা এবং বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও যে একমাত্র ধর্ম্মনীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রাণগত অদম্য ধর্ম্মোৎসাহের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরই তিনি অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। পুস্তকাতে সুনীতি বিষয়ে অতি সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ সকল সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশাদি না দিলে পুস্তকখানি বেশ স্কুলপাঠ্যরূপে গৃহীত হইতে পারিত। যাহা হউক সাধারণ পাঠকগণ এবং বিশেষতঃ আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণ এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। নববিধান-বিশ্বাসী পরিবার মাত্রেই ইহার এক একখানি ক্রয় করিয়া এক্ষেত্র বৃদ্ধ ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে আমরা যথার্থই সুখী হইব।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ব্রাহ্মপকেট ডায়েরী।

খৃষ্টমাস দিনে বাহির হইবে। যাঁহারা যত খণ্ড চান লিখিয়া জানাইলে কৃতজ্ঞ হইব। এবার অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ॥০, কাগজে বাঁধাই।০ আনা।

সম্পাদক—ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটী,
৭৮ বি, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৬০ ভাগ । ২৪শ সংখ্যা ।
১৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩২ সাল, ১৮৪৭ শক, ৯৬ ব্রাহ্মাব্দ ।
31st December, 1925.
বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ ।

প্রার্থনা ।

মা, আজ আর একটীবৎসর শেষ হইল। পুরাতন বর্ষকে আজ বিদায় দিই। তুমি নিত্য বিদ্যমান, কালে ত তুমি বদ্ধ নও। আজও যেমন আছ, কালও তেমনই থাকিবে। যদিও আমাদিগকে দেহে আনিয়া, স্থানে, কালে, আবদ্ধ করিয়াছ, কিন্তু তুমি যেমন নিত্য বলিতেছ, "আমি আছি," তেমনি তোমাকে আমরা বিশ্বাস করিয়া বলিব আমরাও তোমাতেই নিত্য বাঁচি। স্থান, কাল, দেহে আমরা চির নিবদ্ধ থাকিবার জন্য হই নাই, কখনই থাকিতে পারি না। আজ আমরা যে দেহে আবদ্ধ, সে দেহ চিরকাল থাকিবে না, কিন্তু তোমাতে আমরা নিত্য থাকিব, এই জ্ঞান, এই শিক্ষা দিবার জন্যই তুমি এই পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছ। আকাশে মেঘ আসে যায়, কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র তাহাতে চির গ্রথিত রয়, তেমনি আমরা এই স্থান কাল দেহের মায়ায় নিবদ্ধ না থাকিয়া, ইহার অতীত যে অনন্ত তুমি, তুমিই আমাদিগকে তোমার মাতৃস্নেহে এই পৃথিবীতে আনিয়াছ ও বিচিত্র স্থান কাল অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদিগকে গঠিত শিক্ষিত করিয়া লালন পালন করিতেছ। তুমিই আমাদের মা হইয়া তোমারই স্নেহবক্ষে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তুমিই আমাদিগের পিতা ত্রাতা রক্ষক প্রতিপালক। আমাদিগের একমাত্র আশ্রয় অবলম্বন হইয়া নিজ মহা পুণ্যবলে আমাদিগের সকল মোহকৃত পাপ রোগ নিবারণ করিতে ও সকল প্রকার অহং পাপ হইতে মুক্ত করিয়া তোমারই আনন্দে নিত্য আনন্দে রাখিবার জন্য সকল কাল, সকল দেশ, সকল জাতিকে এক করিয়া, ইহলোক পরলোকস্থ সকল আত্মাকে লইয়া মহা মিলনানন্দ-বিধায়িনী আনন্দময়ী জননী রূপ ধরিয়া চিরবিরাজিত রহিয়াছ। আশীর্বাদ কর তোমার এই নিত্য বিদ্যমানতা দর্শন করিয়া যেন পুরাতন বর্ষের সঙ্গে পুরাতন জীবন বিদায় দিয়া, নিত্য নবজীবন যাপনে ধন্য হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনাসার।

হে গুণনিধি, দয়ার সাগর পিতা, তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে তুমি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। দেখ আমরা কে? সেই তোমার পুরাতন সন্তান। পুরাতন পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তোমার কাছে মিনতি করিতেছি।

হে ঈশ্বর, যত দিন যাইতেছে ততই বুঝিতেছি, বাল্য-কাল হইতে যে পাপ আমাদের কাছে প্রশ্রয় পাইয়াছে, তাহা আমাদের অন্তরে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। যে যে ব্যক্তি বাল্যকালে যে যে পাপ করিয়াছে

...যাও, তোমার নিকট ... প্রার্থনা।—"পুরাতন পাপের ভার"—নূঃ দৈঃ প্রাঃ, ২য়।
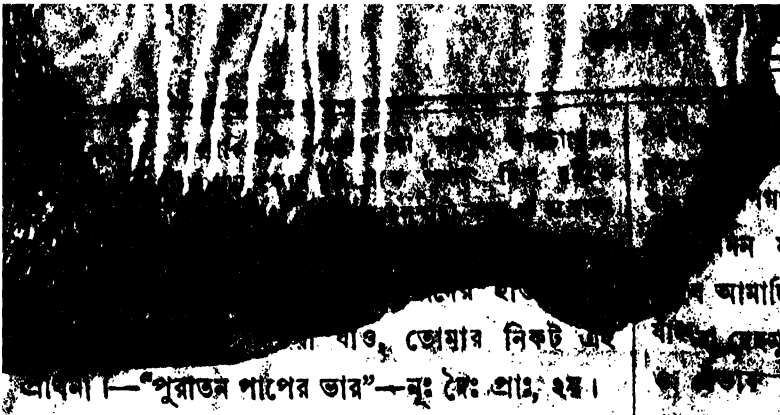
নিত্যোৎসাহ হইয়া তুমি আমাদের জন্য উৎসব গৃহ রচনা করিতেছ। কাল হারিয়া গেল, কাল তোমাকে বৃদ্ধ করিতে পারিল না, তুমি আমাদের জন্য পুরাতন উৎসব আনিতে পার না। উজ্জ্বল নূতন উৎসব রচনা করিতেছ, কত আয়োজন করিতেছ।—"নূতন উৎসব"—নূঃ দৈঃ প্রাঃ, ১ম।

হে গুণসাগর, অদ্য কলঙ্কসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাহাতে কল্য পুণ্যধামে উপস্থিত হইতে পারি এমন আশীর্ব্বাদ করিতে কৃপণ হইও না। বৎসরটা যায়, ৩৬৫ দিন যায়, গেল যে, দিন যে হয়ে আসিল, এই দু-বৎসরের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছি। পুরাতন পাপের জন্য অনুশোচনা করিয়া নববর্ষে নূতন কাজ আরম্ভ করি। হে রাজাধিরাজ, নববর্ষের আরম্ভটা অমনি যাইতে দিও না। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই গম্ভীর দিনে বৎসরের শেস দিনে কি কি ধর্ম্মের ব্যবস্থা গ্রহণ করিব, কি কি কার্য্য করিব ঠিক করিয়া লই।—"নববর্ষের জন্য প্রস্তুত।"

পুরাতন বর্ষ।

আজ আর এক বৎসর বিদাই লইল। এই বর্ষ বিদাই কালে আমরা তাঁরই কৃপা স্মরণ করি, যিনি আমাদিগকে আর একটি বৎসর এই দেহপুরবাসে অধিবাস করিতে সৌভাগ্য দান করিলেন।

এই বৎসর তাঁহার কৃপায় আমাদের এ পাপজীবনে যে সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, শান্তি সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছি; যে পূজা, অর্চ্চনা, সঙ্গীত, বন্দনা, ধ্যান ধারণা, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, সেবা দ্বারা তাঁহার প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে অধিকারী হইয়াছি; যে ভক্তসঙ্গ সহবাস, উৎসব, অনুষ্ঠান সাধনে আত্মার কল্যাণলাভে ধন্য হইয়াছি, যদ্দ্বারা তাঁহার পবিত্র নববিধানে নব-...র আশীর্ব্বাদ ও প্রসাদ কথঞ্চিৎ সম্ভোগে ...ছি, তজ্জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় চিত্তে তাঁহারই ...গত কৃতজ্ঞতা ভক্তি সহকারে অবলুণ্ঠিত হই। ...নি মা, তেমনি তাঁহার স্বর্গস্থ অমরবৃন্দ, বিশেষ ... আমাদিগের প্রিয় নেতা এবং আচার্য্য ও প্রেরিতগণ, ... হইলেও তাঁহাদের দিব্য আত্মার সহযোগ ... আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। আমরা তাঁহাদিগকে ভুলিলেও তাঁহাদের প্রেমার্দ্রহৃদয় আমাদিগকে ভুলিতে বা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহারা অদেহী হইলেও মাতৃবক্ষে চিরজীবিত থাকিয়া আমাদিগকে তাঁহাদিগের আত্মিক সঙ্গ ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা দিয়া আমাদিগের নববিধান সাধনে কতই সহায়তা দান করিয়াছেন। পিতৃলোকস্থ পিতা মাতা আত্মজনগণও তাঁহাদের পবিত্র প্রেম ও স্নেহগুণে আমাদের জন্য কতই কল্যাণ কামনা করিতেছেন ও করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের সকলকার চরণেই প্রাণের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

আমাদের অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, প্রেরিত, প্রচারক ও সাধকগণ, আমাদের গুরুজন, রাজা, রাজপ্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন ধর্ম্মনেতাগণ এবং বন্ধু বান্ধব প্রিয়জন উপকারীগণ ও বিরোধীগণ, এবং অনুগ্রাহকগণ যাঁহারা আমাদিগকে নিয়োজিত কর্ত্তব্যপালনে ও ধর্ম্মজীবন যাপনে এতাবৎ কাল বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন সকলকেই আজ বর্ষশেষ দিনে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিয়া প্রণাম করি।

আমরা জীবনের ব্রত সাধনে ও ধর্ম্ম পালনে কতই আশীর্ব্বাদ প্রসাদ সুযোগ সুবিধা সহায়তা পাইলাম, কিন্তু হয় ত মোহ, অহংজ্ঞান বা আত্মবিস্মৃতি বশতঃ কতই অন্যায় অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য একান্ত হৃদয়ে অনুতাপ করি ও অপরাধ স্বীকার করিয়া বিধানজননীর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করি। তাঁহার ভক্ত সন্তান সন্ততিগণ ও সাধারণ জনগণ সম্বন্ধে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে অপরাধ করিয়াছি তাহারও জন্য করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমরা যেন সে সমুদয় অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া নববর্ষে প্রবেশ করিতে সক্ষম হই, মা নববিধান-বিধায়িনী জননী আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন।

পুরাতন বর্ষ

নববর্ষকে আহ্বান

নিত্য নবজীবনদা

প্রবেশ করি।

স্বর্গস্থ সকল

ধর্ম্মপিতামহ পি

পরিবার, রাজপ্র

পরিবারস্থ ভাই ভগ্নীগণ আত্মীয় প্রিয়জন ও গ্রাহক অনুগ্রাহক সকলকেই সাদরে নববর্ষের শ্রদ্ধাভিবাদন অর্পণ করি।

নববর্ষ দিন হইতেই আমাদিগের নূতন উৎসব আরম্ভ। নববর্ষ দিনের প্রত্যূষেই নববিধানের নবদেবালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের প্রিয় নেতা এবং আচার্য্য আমাদিগকে বলিলেন যে এই দেবালয় তাঁহার মার দেবালয়। এই দেবালয় ছাড়িয়া তাঁহার দিব্য আত্মা আর কোথায়ই বা যাইবেন; এই দেবালয়ই তাঁর মক্কা, জেরুজেলাম, কাশী, বৃন্দাবন, ঈশাস্থান, মুষাস্থান; এই দেবালয়ের দ্বারা বাড়ীর, পল্লীর, সহরের দেশের কল্যাণ হইবে। এখানে পূজা করিলে অদর্শন যন্ত্রণা দূর হইবে, কেন না এখানে তাঁর সেই মা নিত্য বিরাজিত, যিনি তাঁর সর্ব্বস্ব," তাঁর প্রাণ, তাঁর জ্ঞান, তাঁর ভক্তি দয়া, শ্রীসৌন্দর্য্য বিষম রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও যিনি তাঁর আনন্দ সুধা। এই মাই তাঁর বড্ড ভাল মা, এই মাকে ছাড়িয়া তাঁর ভাইগণ অনুবর্ত্তীগণ আর অন্যসুখ যেন অন্বেষণ না করেন। এই মাকে কেবল কতকগুলি কথা দিয়া না পূজা করিয়া কিছু কিছু দিয়া পূজা করিতে তিনি আমাদিগকে বিশেষ ভাবে আকুল প্রাণে শেষ অনুরোধ করেন। কেন না তাঁর এই মা আমাদের সবারই মা, আমাদের তিনিও বড্ডই ভালবাসেন এবং ইহপরে নিত্যসুখে সুখী করবেন।

বিধান প্রবর্ত্তকের এই প্রার্থনায় প্রার্থনা করিয়া আমরা নবদেবালয়ে প্রবেশ করিয়া এই "মহামিলন" তীর্থে যেন নূতন উৎসবে প্রবেশ করি।

আমরা আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন এবং ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি আমাদিগের যে অশেষ ঋণ তাহা স্মরণ করিব।

তাহার পরদিন হইতে এক একদিন নববিধানের প্রতি যে আমাদের অশেষ ঋণ, মাতৃভূমির প্রতি যে ঋণ, শিশু-

মহোৎসবের অমৃত দান করিবেন তাহাই পান করিয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিব। আমাদের আচার্য্যদেবের সহিত এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া আমরাও যেন নববর্ষ আরম্ভ করি এবং সমগ্র মণ্ডলী, দেশ, জাতি, মানব পরিবার সঙ্গে নববর্ষের নব জীবন লাভে ধন্য হই, মা আমাদিগকে এমন কৃপা বিধান করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সহজ ব্রহ্মদর্শন।

বিশ্বাসযোগে অনন্যদৃষ্টি, অনন্যচিন্তা হইয়া নয়ন মন যখন সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতেছে, তাহাই জীবন্ত ব্রহ্মসত্বাতে পূর্ণ উপলব্ধি করে, তখনই সহজে ব্রহ্মদর্শন হয়। চেষ্টা করিয়া "চিন্তা তাড়া" "চিন্তা তাড়া" করিয়া যে ব্রহ্মদর্শন তাহা সহজ ব্রহ্মদর্শন নয়। তাহাতেও আমার কল্পনা আসিতে পারে। ব্রহ্মের জীবন্ত অস্তিত্বে প্রত্যক্ষ বিশ্বাসেই ব্রহ্মদর্শন সহজসাধ্য। ব্রহ্মবিশ্বাসই ব্রহ্মদর্শন।

প্রকৃত ধর্ম্মের প্রমাণ কি ?

জীবন। ধর্ম্মগত জীবনই প্রকৃত ধর্ম্মের প্রমাণ। ধর্ম্মমত, বুদ্ধিযুক্তি, তর্ক, ভাব এ সকলে ধর্ম্মের প্রমাণ হয় না। থিয়েটারে যাহারা অভিনয় করে তাহারা তাহাদের বক্তৃতায়, উপদেশে, হাব ভাবে, অঙ্গ ভঙ্গিতে অনেক উচ্চ ধর্ম্মগীত অভিনয় করিতে পারে। তাহারা বুদ্ধ, ঈশা সাজিয়া দর্শক ও শ্রোতাদিগকে হাসাইতে কাঁদাইতে, ভাবাবেশে মোহিত করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের জীবন কইই তান। এই জন্যই শূদ্র বেদোচ্চারণ করিলে তাহাকে পূর্ব্বে শাসন করিবার বিধি ছিল। কেন না জানি যাহার বেদ বিধির অনুরূপ নয়, তাহার বেদোচ্চারণে বেদের অবমাননা হয়; বেদজীবনপদ। যদি ঔষধে বিকার না যায়, সে ঔষধ যেমন ঔষধই নয়, তেমনই বেদোচ্চারণ দ্বারা অভিনয় দ্বারা, যদি জীবনের পরিবর্ত্তন আনয়ন না করে তবে তাহা বৃথা, তাহার জীবনপ্রদ শক্তি নাই, ইহাই প্রমাণ করা হয়। নিরর্থক ঈশ্বরের নাম লইতে

নববিধানের মূল ভিত্তি সুনীতি। সমুতের সুনীতি সাধন নববিধানের প্রথম সাধন। সুনীতি বিনা পূর্ণধর্ম কিছুতেই রক্ষা হয় না। তাই সকল যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণই সুনীতির উপরেই ধর্ম্মের মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। যখনই যে ধর্ম্মে এই নীতির ভিত্তি শিথিল হইয়াছে তখনই সেই ধর্ম্মের পতন হইয়াছে। দুই দিন একই নারীর নিকট ছোট হরিদাস ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে আসক্তির সঞ্চার হইয়াছে সন্দেহ করিয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে চিরবর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তীগণের জীবনে সুনীতির সে তীব্র বন্ধন যখন শিথিল হইল, ভাবেতে, ভক্তিতে, জ্ঞানেতে, বিশ্বাসেতেও তাঁহারা যদিও অনেক উচ্চ ভাব লাভ করিলেন, জীবনে চরিত্রে তাঁহারা প্রভুর আদর্শ পালন করিতে আর পারিলেন না। এমনই খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ে, মুসলমান সম্প্রদায়েও আর সে উচ্চ সুনীতিসম্পন্ন চরিত্রগত ধর্ম্মজীবন কই রহিল? নববিধানাচার্য্য তাই প্রধানতঃ সুনীতির উপরেই নববিধান জীবনরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। যে সুনীতি-বিহীন, সে নববিধানদ্রোহী। বিশ সহস্র বৎসরেও নববিধানপরিবারে সুনীতির প্রভাব শিথিল না হয় ইহাই তিনি বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করিলেন। আমরা যেন এ সম্বন্ধে তাঁহার ভাব বিস্মৃত না হই। যেন কোন প্রকারে দুর্নীতির প্রশ্রয় না দিই।

—•—

ভক্তিতে ভক্ত।

জলেতেই পদ্মের উৎপত্তি, জলেতেই মৃণালের বৃদ্ধি ও স্থিতি। তৃণের জন্ম ধূলারাশিতে ও বৃদ্ধি আকাশের শিশিরে। ভক্তিতে ভক্তের অবস্থা সেইরূপ, ভক্তি-জলে ভক্তের উৎপত্তি, ভক্তিতে তাঁহার বৃদ্ধি এবং ভক্তি-জলেই তিনি ভাসিতে থাকেন। ভক্তের ভিক্ষা "তৃণাদপি সুনীচেন" হওয়া। তৃণ নিম্ন ভূমিতে ধূলির শয্যায় শায়িত ও নিত্য পদদলিত, কিন্তু ধূলারাশি প্রসূত ও পদদলিত তৃণ আকাশ হইতে প্রাণপ্রদ সুশীতল শিশির প্রাপ্ত হইয়া নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছে। তৃণাদপি সুনীচেন ভক্ত সেইরূপ উপর হইতে জীবনপ্রদ কৃপা-শিশির প্রাপ্ত হইয়া নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছেন।

ভক্তের ভিক্ষা ব্যর্থ হয় না। ব্রহ্মাকাশ তাঁহাকে নিত্য প্রাণপ্রদ শিশির বিতরণ করিতে থাকেন। আকাশের শিশির—আকাশের সলিল যেমন শস্য গুচ্ছকে নিত্য অভিষিক্ত করিতেছে, সেইরূপ কৃপার জল ও কৃপার শিশির আসিয়া ভক্তকে অভিষিক্ত [illegible] নি ভিক্ষা করেন তিনি প্রাপ্ত হন। ভিক্ষাই [illegible] এই ভজনা-সঙ্গত ভিক্ষা-লব্ধ বস্তুই ভক্তি। [illegible] ন জল চায় এবং তৃণ যেমন শিশিরের প্রার্থী হয়, ভক্তও [illegible] ক্তির প্রার্থী। তৃণ রাজপ্রাসাদে থাকিতে চায় না, [illegible] ড়িয়া থাকিতে চায়। পদ্মও সাগরের জল ভিক্ষা করেন না—ক্ষুদ্র জলাশয়েই তৃপ্ত। ভক্ত এক বিন্দু ভক্তিলাভ করিলেই পরিতৃপ্ত। ভক্তিতে তাঁহার ক্ষুৎ পিপাসা দূর হয়। ভক্তিধন তাঁহার কমণ্ডলুকে পূর্ণ করে। পদ্ম-গুরু ও ঘাস-গুরুর কাছে ভক্ত তাঁহার ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। "দীনাত্মারা ধন্য" এ শাস্ত্র জীবনে ফুটিয়া না উঠিলে বিশ্বাসী কি সে বস্তু লইয়া চলিতে পারেন? বিশ্বাসের রাজ্যে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন দীন ভাবই তাঁহাদের সম্বল ছিল।

নববিধানে ব্রহ্মানন্দ এই দীনতাই সাধন করিয়াছেন, সে সাধনা মুঙ্গেরে পদ্মের মত ফুটিয়াছিল। ভক্তচন্দ্র কেশব চন্দ্র এই মহাসাধনার ভিতরে পড়িয়া জলাভিষিক্ত কমলের মত ভক্তির প্রবাহে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন সে দৃশ্য ত আমরা দেখিয়াছি। যুগের সভ্যতা ভুলিয়া গিয়া "ব্রহ্মানন্দ" ব্রহ্মানন্দে মাতিয়া কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে শুভ্রপদে নাচিয়া গিয়াছেন। জলের উপর পদ্ম ভাসিতে ভাসিতে বায়ুর হিল্লোলে নৃত্য করিতে থাকে, ভক্ত কেশব চন্দ্র সেইরূপ হরিনামের হিল্লোলে নৃত্য করিয়াছেন। এই হরিনামের হিল্লোলে ভক্ত কেশব পায়ে নূপুর ও হাতে বালা পরিয়া ব্রহ্মমন্দিরে নাচিয়া গিয়াছেন। নদীয়ায় যে হরিনামের বন্যা আসিয়াছিল ব্রহ্মানন্দের সময়ে নববিধানে সে বাণ ডাকিয়া গিয়াছে।

নদীর বন্যা একদিনে আসে না। জল বাড়িতে বাড়িতে বন্যা আসিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র বীজ হইতে একদিনে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ নির্গত হয় না, অল্প অল্প করিয়া তাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। পক্ষীমাতার পক্ষের উত্তাপ লাগিতে লাগিতে ডিম ফুটিয়া পক্ষীশাবক বিনির্গত হয়। ভিতরে আয়োজনের পরিপক্কতা না হইলে গুটিপোকা হইতে প্রজাপতি বাহির হয় না। "The mulberry leaves" মলবেরি পত্রও প্রক্রিয়া বিশেষের মধ্য দিয়া সময়ে সাটিন্ বস্ত্রে পরিণত হয়। সেইরূপ ভক্তি সাধন-সাপেক্ষ। ব্যাকুল প্রার্থনা ও ভজনা বিনা ভক্তিধন সুদূরপরাহত।

পাটনা। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

নবভগ্নিদল।

"ধর্ম্মসমাজ অপূর্ণ, যদি না ইহাতে ভগ্নিদল গঠিত হয়। পুরুষের উন্নতি ও জীবন পরিবর্ত্তনের জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু ব্রহ্মপুত্রগণের শিক্ষা ও সাধনের আবশ্যকতা

যেমন, ব্রহ্মকন্যাগণেরও তেমনি", শ্রীব্রহ্মানন্দ "নববিধান" পত্রে এই কথা লিখিয়াছিলেন, এবং কেবল কাগজে লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সে সময়ে একদল ভগ্নীকে শিক্ষা ও সেবা সাধনের জন্যও প্রাস্তুতিক ব্রত দান করিয়াছিলেন।

এখন আমাদিগের প্রচারক দল ক্রমে ক্রমে দেহপুরবাস ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সে দলেও নূতন নূতন লোক তেমন কই আসিতেছেন? প্রচারব্রত ধারণ করিবার জন্য পূর্ণ নববিধান-বিশ্বাসী আত্মত্যাগী ধর্ম্মোৎসাহী যুবাদল প্রেরিতদলে যোগ দিতে প্রস্তুত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিতে না আসিলে, আমাদের প্রচারকার্য্য যে আর চলিতেছে না।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব শেষ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, প্রচারকগণের পূর্ণবৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও বিশুদ্ধতা চাই। সে ব্রত সম্বন্ধে শিথিলতা আসিয়া এই দলের ধর্ম্মোৎসাহ বা দেবনিঃশ্বসিতা inspiration লাভের শক্তি হ্রাস হইতেছে। সুতরাং নবাগত ব্রতধারীগণের প্রধানতঃ এই চারিটী ব্রত শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের নির্দ্দিষ্ট ভাবে গ্রহণ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রচারক জীবন গ্রহণের পূর্ব্বে প্রাস্তুতিক অবস্থা হইতেই এই কয়টী ব্রত সাধন না হইলে নববিধানের প্রচারক ব্রত ধারণের কখনই আমরা উপযুক্ত হইতে পারি না।

এতদ্ভিন্ন প্রচারক নিয়োগ কালে আচার্য্যদেব যে উপদেশ দান করিলেন, তাহাও পূর্ণ মাত্রায় পালন করিতে প্রচারক ব্রতধারণার্থীদিগের কৃতসঙ্কল্প হওয়া উচিত।

তেমনি এখন ভগ্নীগণেরও জাগরণ বিশেষ প্রয়োজন। কবি লিখিয়াছিলেন, "না জাগিলে ভারতললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" ব্রহ্মানন্দর তাই বলিলেন, "ধর্ম্মরক্ষিণী স্ত্রী।" স্ত্রীজাতি, মাতৃজাতি, ভগ্নিজাতিই পূর্ণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রেরিত। শ্রীব্রহ্মানন্দ এই জন্যই আপন মাতাকে এতই উচ্চ আসন দিলেন যে বলিলেন, "মা, আমার যাহা কিছু সকলই তোমার জন্য।" এবং সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী সম্বন্ধেও উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, "আমরা দুজনে একজন।" "স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া সাধন করিতে করিতে মন সতী হইয়া পতির অন্বেষণ করে। সতী নারীর মত সতী হয়ে ঐ পতির দিকেই কেবল মন ধাবিত হউক।"

নববিধানে ব্রহ্ম মাতৃরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাই ত আচার্য্য প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রেমময়, তুমি যদি মাতৃরূপ হইলে, তবে স্বামী স্ত্রী এই পৃথিবীতে সেই মাতৃরূপ সাধন করিতে করিতে স্বামী যিনি তিনি সতীত্ব প্রাপ্ত হইলেন, পতি যিনি পত্নীত্ব পাইলেন।" "আচার্য্যের মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত হইল।" "এ সব পুরুষ-কণ্টক বিনাশ কর।"

এজন্য এখন মাতৃজাতি ভগ্নিজাতি কার্য্যক্ষেত্রে, সাধনক্ষেত্রে, প্রচারক্ষেত্রে না নামিলে যুগধর্ম্মবিধান নববিধান যথার্থ প্রচার হইতেছে না। মাতৃদল, ভগ্নিদল, নারীদল এখন জাগিলেই "পুরুষ-কণ্টক" দলের শৈথিল্য বিনাশ করিয়া নবজাগরণে নবজীবন দানে সঞ্জীবিত করিতে পারিবেন। তাই এখন নববিধান প্রচারের জন্য এক দল ভগ্নী-প্রচারিকা উত্থান করুন। তাঁহারা পরিবারে পরিবারে, অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নববিধানের উপাসনা, প্রার্থনা, নাম পাঠ, নাম গান, সুনীতি ও গৃহধর্ম্ম পালন, নিষ্ঠাপূর্ব্বক নবসংহিতা অনুরূপ সংসারধর্ম্ম পালন ইত্যাদি শিক্ষা দিন।

এইরূপ এবারকার উৎসবে বিশেষ ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক এক "ব্রহ্মনন্দিনী দল" প্রস্তুত হন, ইহাই আমাদিগের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের দেহাবস্থান কালে এই ভাবে ভগ্নিদল প্রস্তুতের জন্য যাঁহারা বিভিন্ন ব্রত গ্রহণ করেন তাঁহাদিগের মধ্যে একবার ১১ জন কিছু দিনের জন্য নিম্নলিখিত ভাবে ব্রত গ্রহণ করেন। (১) প্রত্যূষে ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ ও সাধু ভক্তগণকে স্মরণ, (২) প্রাতঃ উপাসনার পর ঋগ্বেদের শ্লোক পাঠ, (৩) স্বহস্তে অন্ন পাক, (৪) মধ্যাহ্নে ভাগবত পাঠ, (৫) সাধকদিগকে জল বা সরবত দান, (৬) মন্দিরে উপাসনা কালে মস্তকাবরণ, (৭) সন্ধ্যায় বাইবল পাঠ, (৮) ধ্যান ও সঙ্গীত ও নববিধান সঙ্গীত কীর্ত্তন শিক্ষা, (৯) সন্ধ্যায় শিশু ও নারীদিগকে লইয়া সংক্ষিপ্ত উপাসনা, (১০) চৈতন্যের জীবনী শ্রবণ।

অবিবাহিত বা ছোট ছোট মেয়েদিগকেও তাহাদের উপযোগী স্বতন্ত্র ব্রত দেওয়া হইয়াছিল।

এই ভাবে নববর্ষ দিন হইতে বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়া আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভগ্নিদল প্রস্তুত হইবেন কি?

—•—

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আত্ম-কথা।

হে দলপতি, কিসে তোমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রবল হইবে, তাহা শীঘ্র বলিয়া দাও। স্বর্গ হইতে ধর্ম্ম আসিল ইহা দেখিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার হইল না।

হৃদয়বন্ধু, অনুপযুক্ত লোকের প্রতি এত বড় ভার দিলে? লোকে বিশ্বাস করে না, কেহইত শোনে না? এরা মানে না, তাহার জন্য আমি কেন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব? আমি কেন বিধানকে ফেলে দেবো? সমস্ত জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া মানুষ দেখিল, কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিল না, সকলেই দোষ দেখাইতে চায়। এই কথা শুনিতে শুনিতে জীবন শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, এ একটী পরীক্ষা।

কাহারও ভাল লাগে না আমাকে, কাহারও এ মত ধরিতে ইচ্ছা করে না, এ বড় শক্ত, এ করিলে সংসার সাধন যায়।

কেমন সকলের অপছন্দ হইলাম। যদি হিন্দুসমাজের কাছে প্রিয় হইতাম তাহলে ব্রাহ্মসমাজের কাছে অপ্রিয় হইতাম, ক্রমে সকলের কাছেই অপছন্দ হইলাম।

দেখ একে একে সব যাইতেছে। ছোট লোকের মত কেহ হইতে চায় না। আমি চাই সকলে ঝাঁট দিবে, আমি চাই প্রচারকদের জীবন সন্ন্যাসীদের মত হয়, তাঁরা আমাকে গালাগালি দেন।

আমি যাহা দিতেছি এঁরা লইতে লয় লউন, আমি চলিয়া যাইব, ইঁহারা আমার কথা মানেন না, সুতরাং পিতা, এ সকল লোককে আমি চিনেছি বুঝেছি। আমি যা চাই এঁরা তা চান না। এঁরা বলেন, "ক্ষমার পথ অতি নীচ, জঘন্য। লোকের সঙ্গে কলহ বিবাদ না করা কাপুরুষের কাজ তাহা না হইলে সংসার চলিবে না।" এই সকলের জন্য আগুনে পুড়িতে হইবে।

আজ নয় পঁচিশ বৎসর এই কথা শুনিতেছি। আরও যদি বাঁচি, আরও তাঁদের অপ্রিয় হইব। না তপস্যার দিকে মন আছে, না আগুন খাবার দিকে মন আছে, না নীচ হয়ে ব্রহ্মের ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার দিকে মন আছে। আমি অভদ্র হইলাম। নীচ হইলাম, দুর্ব্বল দলপতি নাম পাইলাম। এই রকম করিয়া কোন স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে।

যারা আগে দলকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন না, তাঁহারা এখন সুখী করিবার চেষ্টা করেন, আমি যাহাদের কত করিলাম, বলে "এ সকল ঠিক নয়, মনগড়া, আমি নিজে বলি।"

লোকে যখন তর্ক করিতে আসে, জানে না তোমাকে তাহারা মারিতে আসে। আমি যাহা বলি সমুদয় তোমার কথা, এ জিহ্বা মিথ্যা বলে না।

পৃথিবীর গতি কি করে হবে বলিয়া দিতে পার? সকলে একবাক্য হয়ে যদি বলে যে, এ যা বলিতেছে সকল ঠিক্ তাহলেই হয়। আমার কথা যে অন্যায় বলে তাহার ভয়ানক শাস্তি। আমার কথাকে কেহ মিথ্যা বলিতে পারে না। তাহা হইলে গরীবদের কি করিয়া তোমার কাছে আনিব? হাতে বল দাও, বুকে বল দাও, তোমার রাজ্য বিস্তার করি।

মা, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের নিজের মত আর না খাটাই, এই সময়ে যে কোথা হইতে আদেশ আসিতেছে, এই দোহাই তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিব।

ভক্তের জন্মোৎসব।

ছোট বেলায় বাবা যখন আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক মনোনীত হয়ে পঞ্জাবে প্রচারে গমন করিলেন, ভক্তিভাজন শ্রীআচার্য্যদেব আমাদের "মঙ্গলবাড়ীতে" বাস করিতে বলিলেন।

তাঁর মেয়েদের সঙ্গে আমাদের যখন Miss Pigot এর School এ ভর্ত্তি করে দিলেন, সেই সময় থেকে শ্রীআচার্য্যদেবের প্রতি বিশেষ ভক্তি হয়। শনিবারে School এর ছুটি থাক্‌তো। আমরা বাগানে গিয়ে ফুল তুলে তাঁকে দিতাম। ফটকের দিকে দ্বিতলে একটী ছোট ঘরে সেই সময় তিনি বিশ্রাম বা কিছু লেখা পড়া করিতেন। পাখা টানিতাম, পায়ে ধূলা নাই বলিয়া খড়মের ধূলা লইতাম, আরও কত ভাবে সেবা করিতাম ও ইচ্ছা হইত, কিন্তু এইটী বেশ মনে আছে শ্রীআচার্য্যদেব কখনও বিরক্ত হইয়া কিছু বলেন নাই অথবা আমাদের নিষেধ করেন নাই।

তখনকার সময় শ্রীআচার্য্যদেবের জন্মদিনের বিশেষ কথা কিছু শুনিতাম না কেবল সে দিন রাত্রে মা আমাদের জন্য কমলকুটীর থেকে খাবার এনে বল্‌তেন কর্ত্তার জন্মদিন আজ, তাই গিন্নি দিলেন। তখন প্রচারক পরিবারেরা ভক্তকে এইরূপে অভিহিত করিতেন।

শ্রীআচার্য্যদেবের তিরোধানের পর থেকে তাঁর জন্মদিনটী আমরা প্রতি বছরে নানা রকমে সম্ভোগ করছি।

একবার এই ভক্ত ব্রহ্মানন্দের অভ্যুত্থানের শুভদিনে কুচবেহারের মহারাণী সুনীতি দেবীর সঙ্গে অতি প্রত্যুষে কলুটোলার বাড়ীতে গিয়ে তাঁর জন্মস্থানটীর সন্নিকটে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন করা হয়েছিল। ছোট অন্ধকার মাটির মেঝের ঘরটী দেখে মনে হল শ্রীঈশা যেমন জাব পাত্রে জন্মে আজ ২০০০ বছর পরেও তাঁর ধর্ম্ম এবং নাম জগতে গৌরবান্বিত করেছেন, নববিধানের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এই ঘরে জন্ম নিয়ে যে নববিধান, যে সর্ব্বধর্ম্মকে সমন্বয় করে দেখালেন জীবনে; বিশ্বাস কার ভবিষ্যতে এই নববিধান জগতের ধর্ম্ম হবে, যার আভাস ভারতে এখন দেখ্‌তে পাচ্ছে।

এই শুভ আনন্দের দিনে "কল্পতরু" প্রতিষ্ঠা করে আমরা প্রতি বছর প্রচুর আনন্দ সম্ভোগ করি। যখন বাঁকিপুরে ছিলাম "ব্রহ্মানন্দ ভোজ" নামে সহস্র দরিদ্রকে এই মহোৎসবে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়ান হত। নিদর্শন পত্র দিয়ে তাদের আহ্বান করা হত আর ভোজন আরম্ভের পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা কামাখ্যানাথ বন্দোপাধ্যায় শ্রীব্রহ্মানন্দের জয় ঘোষণা করে প্রার্থনা করিতেন। কত সম্ভ্রান্ত মহিলারা দেখিতে আসিতেন ও সকলে চাঁদা দিতেন।

এই প্রকার নানা উপচারে ভারতবর্ষের নানা দেশে এমন কি England এ পর্য্যন্ত শ্রীব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব হইতেছে। বঙ্গদেশের অপেক্ষা পঞ্জাব, সিন্ধু, উৎকল ইত্যাদি দেশ পরম পূজনীয় ব্রহ্মানন্দকে গ্রহণ করেছে। ধন্য ঈশ্বরতনয় শ্রীব্রহ্মানন্দ তাঁর জন্ম চিরজন্মযুক্ত হোক।

প্রতি বৎসর যেখানেই থাকি এই মহোৎসব সম্ভোগ করি এবং শ্রীহরির পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করি, হে দয়াময়, আমরা যেন তোমাকে তোমার নববিধানকে তোমার ভক্তকে তোমার প্রত্যাদেশকে বিশ্বাসের সহিত ভক্তি দিয়ে মগ্ন হই।

জনৈক—বিধান সেবিকা।

—০—

শ্রীকেশব-কাহিনী।

"চিরপূর্ণ-উৎস।"

"Faith is the deep full ocean of peace and doth never ebb."—*True Faith.*

একদিন নববিধান প্রেরিত শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ গুপ্ত দুঃখের সহিত শ্রীকেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা ভগবৎ কৃপায় এক একটী উৎসবে এত পাই, তবু প্রাণে কেন জমাট বাঁধে না।" বিধানাচার্য্যদেব একটু হাসিয়া এই ভাবে উত্তর করিলেন:—

"তোমাদের ধর্ম্ম ভাব সমুদ্রে বান ডাকার মত, হু হু করিয়া আসে আর হু হু করিয়া অমনি চলিয়া যায়; পড়িয়া থাকে শুধু শূন্য শুষ্ক বালুচর। কিন্তু বিশ্বাসী কি করেন? তিনি সংসার-ক্ষেত্রে নিশি দিন ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া থাকেন আর বিন্দু বিন্দু করিয়া চিদাকাশ হইতে বর্ষিত ব্রহ্মকৃপাবারি সমস্তই তাঁহার উন্মুক্ত হৃদয়ে পরম যত্নে ধারণ করেন। কালে এই সঞ্চিত জল স্বভাবের প্রেরণায় চিরপূর্ণ উৎসের আকারে জগতের তৃষ্ণা দূর করার জন্য নির্ম্মল ধারায় উৎসারিত হয়।"

ভক্ত উমানাথের বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে যিনি বিশ্বাস-রাজ্যের এই মধুর তত্ত্ব কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার নিজের জীবনটীই সেই অবতীর্ণ ব্রহ্ম-করুণার চিরপূর্ণ অমৃত-উৎস।

শ্রীমতিলাল দাস।

ভ্রম সংশোধন :—গত সংখ্যায় "কাঙ্গাল আর কাঙ্গালকে" লেখা ছাপার ভুল। "কাঙ্গাল আর বাঙ্গালকে" হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা কিরূপে হইতে পারে?

ব্রহ্মজ্ঞান জগতের সকল সমস্যা পূরণের নিদান। অতএব সেই ব্রহ্মজ্ঞান এই দেশে প্রতি মানবের লাভ করা প্রয়োজন। বহু পুরাকালে ব্রহ্মজ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমানেও শতাধিক বর্ষাবধি এই ভারতেই ব্রহ্মজ্ঞান শিখা ধীর ভাবে আলো বিস্তার করিতেছে। "ব্রহ্মজ্ঞান" এ শব্দটী ভারতীয় এবং "ব্রহ্মকে জানা" এই ভাবে অন্য কোনও দেশে এ তত্ত্ব এ দেশের ন্যায় বিবৃত ভাবে কোনও কালে আলোচিত হয় নাই, আমার এইরূপ ধারনা। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা ও তদালোচনা এই দেশে যেমন স্বাভাবিক ও সহজ এমন অন্যত্র সম্ভব নয়; তাই ভগবান কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান পুনরায় ভারতেই প্রদীপ্ত হইয়াছে। অতএব ভারতে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার কিরূপে বিস্তার হইতে পারে তাহাই এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সেই বহু পুরাকালে যে দিন ভারত উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় ছিল, সেই সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে সমাদরে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জ্ঞানে শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রতি রাজকুমার পর্য্যন্ত গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী হইয়া যুদ্ধাদি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার সঙ্গে অতি সমাদরে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিতেন, ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা শেষ না হইলে সংসারাশ্রম গ্রহণের অনুমতি পাইতেন না। এইক্ষণে সেই ব্রহ্মজ্ঞান এ দেশে হতাদর প্রাপ্ত; তাই এ হতভাগা দেশের এ প্রকার দুর্দ্দশা। পুরাকালে রাজশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার নিয়ামক ছিল, এইক্ষণে বৈদেশিক রাজা কাহারও কোন ধর্ম্মের চালক বা নিয়ামকরূপে ধর্ম্ম কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না এরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, সুতরাং রাজশক্তির সাহায্যে আশা করা যাইতে পারে না।

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব গৃহে আপনাপন পুত্রের উপনয়ন দান কালে তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান মন্ত্র গায়ত্রী শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই গায়ত্রী মন্ত্র কণ্ঠস্থ করাতেই তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা পর্য্যবসিত হয় ও সেই হইতেই সেই ব্রাহ্মণপুত্র ব্রাহ্মণ আখ্যায় পরিচিত হন। এই ভাবে বর্ত্তমানে এ দেশে ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে প্রাচীনকালের ন্যায় গুরুগৃহে পুত্রগণকে রাখিয়া শিক্ষাদানের সুযোগ ও সুব্যবস্থা নাই। বর্ত্তমান স্কুল কলেজে সেইরূপ শিক্ষার প্রচলন অসম্ভব। তাই বলিতেছি প্রতি গৃহে ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত করাই বর্ত্তমান উপযুক্ত ব্যবস্থা। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রতি পিতা মাতার এ বিষয়ে সন্তানের গুরু হইতে হইবে, অথবা স্কুল কলেজের শিক্ষার জন্য যেমন গৃহে শিক্ষক রাখিয়া থাকেন, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতার ও পুত্র কন্যার সঙ্গে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীরূপে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা ও সংসারের যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিতে হইবে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে ভারতের প্রতি পরিবারে এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞান কি বস্তু তাহা অনেকেই অবগত নহেন। জ্ঞানই জীবন, জ্ঞানহীন অবস্থার নামই মৃত্যু; অজ্ঞানতাই অন্ধকার, ইহারই নামান্তর অসত্য; অসত্য আর কোথাও থাকে না ও থাকিতে পারে না, কেবল জ্ঞানহীন অন্ধকারময় অস্ফুট মৃত জীবনই তাহার বাসস্থান। তাই এ ব্রহ্মজ্ঞানহীন দেশ মৃত। তাই যদি এ দেশে জীবন সঞ্চার করিতে চান, তবে সত্বরে ঘরে ঘরে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত করুন।

আমার মতে এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বাগ্রে দায়ী; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের কথঞ্চিৎ আস্বাদ ভগবানের কৃপায় পাইয়া ইহারাই ভগবান কর্তৃক এই জ্ঞানালোক বিতরণের জন্য নিয়োজিত। আজ ব্রাহ্মসমাজ যদিও সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তথাপি সত্যের তেজোপ্রভাবে ও ভগবত কৃপায় এই তৃণাদপিই পর্ব্বতচূড়ের ন্যায় চড়িয়া যাইবে। ব্রাহ্মসমাজ যে কোন সংস্কারের কার্য্যে সত্যকে আশ্রয় করিয়া চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেই সফল কাম হইয়াছেন। বর্ত্তমানে আচার ব্যবহারাদি যে কোন সামান্য বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ যাহা করেন, সমুদয় সমাজই তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন।

যখন আমরা দেখিব প্রতি ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখায় প্রতি গৃহে পিতা মাতা পুত্র কন্যা সকলেই ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, তখনই আমি আশা করি বিনা চেষ্টায় দেশের অন্যান্য সমাজের প্রতি গৃহেই এইরূপ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন নরনারী দেখিতে পাইব। আমি আশা করি সেই দিন ভারতের মুখচ্ছবি পরিবর্ত্তিত হইয়া নবীন সুবিমল সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত হইবে। অতএব সকল ব্রাহ্মসমাজ এই সর্ব্ববাদিসম্মত মতদ্বৈধ বিহীন বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে সমবেত ভাবে অগ্রসর ও সচেষ্ট হউন।

বিনীত—জনৈক অধম।

জড়বাদ ও মায়াবাদের সমন্বয়।

মায়াবাদ।

জড়বাদের উল্টা মায়াবাদ। জড়-বাদ বলে যাহা চর্ম্ম-চক্ষে দেখ্‌ছি, যার আঘ্রাণ পাচ্চি, যা শুন্‌চি, যার আস্বাদন গ্রহণ করচি ও যে সমুদয় স্পর্শ ক'রে জান্‌চি, সমস্তই সত্য। তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। তবে তারা সসীম—অপূর্ণ—পূর্ণ সত্য নহে—আপেক্ষিক সত্য। তাহার শেষ, ক্ষয় ও ধ্বংস আছে, সুতরাং তা একেবারে খাঁটি সত্য নয়। একমাত্র পরাৎপর ব্রহ্মই পূর্ণ সত্য।

মায়াবাদ বলে জড়ের অস্তিত্ব নাই—তাহা ভ্রম মাত্র (Illusion, Idea) এক মায়াবাদীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনার সম্মুখে এই প্রাচীর কি ?" তিনি বল্লেন, "ও কিছুই নয়"। আমি বল্লাম, "তবে আপনি উহা ভেদ্ ক'রে চলে যান।" রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী যাচ্চে, তার সম্মুখে দাঁড়াতে বল্লাম। গাড়ীর সম্মুখে রেলের উপর দাঁড়াইয়া থাকতে পারেন কি না ? তিনি বল্লেন, "পা[illegible], কিন্তু মায়া বুদ্ধি করতে দিবে না।" এ কথার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। কেবল বাক্‌চাতুরী ব'লে বোধ হ'ল। অপর সকল মানুষের মত তিনি আহার বিশ্রাম, মল মূত্র ত্যাগ করচেন ও সময়ে সময়ে পুঁথিও পড়েন। কি ভ্রম, কি বিশ্বাস ? পুঁথিতে পড়েছেন জড়জগৎ মায়া। তাই বিশ্বাস করেন। তার প্রকৃত অর্থ বুঝেন না ব'লে মনে হ'ল।

সমন্বয়।

জড়বাদ এবং মায়াবাদের সমন্বয়ও সাধন সাপেক্ষ। পূর্ণ অনন্ত অনাদি ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করতে করতে জড়জগতের সবই ক্ষণভঙ্গুর, পরিবর্ত্তনশীল ব'লে সাধকের অনুভূতি হয়। যখন অনুধাবন করা যায়, অতি প্রবল প্রতাপশালী রাজ্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্চে, লোকের বাড়ী ঘর পড়ে যাচ্চে, কুবেরের ন্যায় ধন-ভাণ্ডার কোথায় উড়ে যাচ্চে তখন মনে হয় এ মায়া নয় ত আর কি ? পরম সুন্দর শিশু এই খেলা করচে, হাসচে, টুনটুনি পাখীর মত টুন্‌টুন্ করে সুমিষ্ট কথা বলচে। রোগশয্যায় প'ড়ে চোক বুজে আছে, মুখ মলিন। ডাক্তার কবিরাজ তার চারিদিকে ঘিরে ব'সে রয়েচেন। তবুও ধরে রাখ্‌তে পারেন না। এমন কি লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া রাখলেও ধরে রাখিবার যো নাই পাখী কোথা দিয়ে উড়ে যায়। এ মায়া বই আর কি ! নগরের এক দিকে মানুষ জন্মাচ্চে, আর এক দিকে মরচে। এক বাড়ীতে অন্নপ্রাসনের উৎসব, পাশের বাটীতে মড়াকান্নার গোল। রাস্তার এক পাশ দিয়া অতি সমারোহে বরের শোভা যাত্রা, অপর ধারে শববাহকদের "হরিবল" ধ্বনি। এমনি মায়া, যে তথাপি মানুষের চেতনা হয় না। সাধক জ্ঞানচক্ষে এই সব ব্যাপার যখন দেখেন ও চিন্তা করেন, তখন তিনি মায়াবাদী হ'য়ে যান। নচেৎ মায়াবাদের অপর কোনও অর্থ হয় না। বাস্তবিক কি এ সকলের অস্তিত্ব নাই ? পরব্রহ্মের সহিত তুলনায় এই সমস্ত অস্থায়ী বস্তু মায়া মাত্র—অসার। এই হচ্চে আসল কথা। ভগবানের ইচ্ছা যে, মানুষ এই মায়ায় তাঁকে ভুলে না যায়। তৎসমুদয়ে আস্থা ও প্রেম স্থাপন করলে কেবলই দুঃখ শোক ও কান্না। সে সব ছেড়ে পূর্ণ পরাৎপর শ্রীহরি ভগবানের শরণাপন্ন হ'লে, তাঁতে প্রীতি ভক্তি স্থাপন করলে মানুষ চিরশান্তি পায়। যেখানে জরা মৃত্যু শোক তাপ নাই, সেই আনন্দলোকে—ব্রহ্মধামে মানুষ বাস করতে পারে।

হে ভগবন্! অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। এই মতের অনর্থ হইতে আমাদিগকে দূরে রাখ। তুমিই আমাদিগের স্রষ্টা, পালক, আশ্রয়, সেব্য ও পূজ্য। তোমার সেবায় পূজায় আমাদের মোক্ষ ও স্বর্গ, এ কথা আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত ক'রে দাও। আমরা নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য তোমার নিকট দায়ী এ কথা ভুলে না যাই। "আমি ব্রহ্ম" এ কথা যেন ক্ষণেকের জন্যও আমাদের মনে স্থান না পায়। আমরা তোমারই দাস দাসী হ[illegible] থাকতে চাই। মায়াময় সংসারে আমরা ভুলে না থাকি—তাতে ডুবে, মজে না যাইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়ে থাকতে পারি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীসিতিকণ্ঠ মল্লিক।

শ্রদ্ধেয় ভাই লালা কাশীরাম রায় সাহেব।

ভাই লালা কাশীরাম লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে নববিধানের প্রেরিত প্রচারক দলে তিনি সংযুক্ত হন। যৌবনের প্রারম্ভেই ১৬ বৎসর বয়সে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের স্যানিটারী কমিশনরের আফিসে সামান্য বেতনে কেরাণীগিরি চাকরী লইয়া সীমলা শৈলে প্রতি বর্ষে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীমৎ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাবাধীনে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে

ত্যাগ করেন, কিন্তু সত্যের অনুরোধে, বিশ্বাসের অনুরোধে তিনি কোন রকম পরীক্ষাতেই বিচলিত হন নাই।

লাহোরে যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, লালা কাশীরাম প্রকাশ্য ভাবে তাহাতে যোগদান করেন এবং পরে এই সমাজের অন্যান্য সভ্যদিগের সহিত মতভেদ উপস্থিত হইলেও তিনি এ সমাজ শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন নাই।

প্রথম নববিধান ঘোষণার সময় কলিকাতার উৎসবে আসিয়া আচার্য্যদেবের জীবন্ত অগ্নিময় সংস্পর্শে আসিয়া বিষয় কর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রচার ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আত্ম-সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু তখন তাঁহার মনের অবস্থা এতই উন্মত্ত হইয়া উঠে যে, তাঁহাকে কিছুদিন সেবা ও চিকিৎসার অধীন থাকিতে হয়। এরূপ মানসিক অবস্থায় প্রচার ব্রত ধারণ সঙ্গত নয় বলিয়া তিনি পুনরায় বৈষয়িক কার্য্য করিতে আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য পরে তিনি রায় সাহেব উপাধি লাভ করেন।

বাহিরে প্রচার ব্রতধারী না হইলেও গৃহস্থ প্রচারকরূপে তখন হইতে বরাবরই তিনি প্রচার কার্য্যে নিরত ছিলেন। তাঁহাকে শ্রী ২ আচার্য্যদেব নববিধানের Statistical Secretary বা প্রাদেশিক কার্য্য-বিবরণী সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন।

যখন আচার্য্যদেব শেষ সময়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সীমলা শৈলে গমন করেন, তখন ভাই কাশীরাম, তাঁহার প্রায় নিত্য সঙ্গী হন। এই সময়ে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব তাঁহার নিকট শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যেন হিমালয়ে তাঁর মার একটি মন্দির স্থাপিত হয়।

আচার্য্যদেবের তিরোধানের পরেই ভাই কাশীরাম কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া "হিমালয় ব্রহ্মমন্দির" স্থাপন করেন। এবং তাহার সঙ্গে একটি আশ্রমও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ক্রমে এই মন্দিরের সম্পত্তি প্রসারিত করিয়া ইহাতে ভাড়া দিবার জন্য কয়েকটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বার্ষিক প্রায় ৪০০০৲ হাজার টাকা আয়ের দেবত্তর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এই সম্পত্তির আয় হইতে কেবল যে এই মন্দির ও আশ্রম রক্ষিত হইবে তাহা নহে, এখানে প্রচারকগণ ও প্রচারব্রত শিক্ষার্থীগণ গিয়া শিক্ষা সাধনাদির সাহায্য পান, তাহারও ব্যবস্থা আছে। এই "হিমালয় ব্রহ্মমন্দির" ভাই কাশীরামের জীবনের এক অদ্ভুত ত্যাগ ও কার্য্যদক্ষতার কীর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ সম্মিলন উপলক্ষে ভাই কাশীরাম প্রচারব্রত গ্রহণ করেন এবং শেষ জীবনে সীমলা, লাহোর ও সিন্ধুদেশের নানা স্থানে প্রচার কার্য্যে নিরত থাকিতেন। তিনি "Theist" নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রতি বৎসর সীমালায় গিয়া বৎসরের মধ্যে প্রায় ৬।৭ মাস সেখানে বাস করিয়া মন্দিরের সেবা করিতেন। এবং সমস্ত দিন প্রায় ঐ মন্দিরের নানা প্রকার কার্য্যে দিন যাপন করিতেন। পঞ্জাবীর অগ্নিময় উৎসাহ এবং ভক্ত্যনুরাগ তাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষণ ছিল।

তিনি লাহোরে নানা প্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। "দয়াল সিংহ কলেজ" ও লাইব্রেরীর তিনি বহুদিন সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন, শেষে মৃত্যুশয্যাতে শুইয়াও নাকি লাইব্রেরীর কার্য্য করিতে অবহেলা করেন নাই।

এজন্য স্থানীয় সকল শ্রেণীরই লোকের নিকট তিনি বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার শব দেহ লইয়া বহু সংখ্যক স্থানীয় যুবা সঙ্গীত করিতে করিতে শ্মশানভূমি পর্য্যন্ত গমন করেন।

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্পণের জন্য লাহোরে স্মরণার্থ সভায় বহু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরেও গত ২৬শে ডিসেম্বর বহু লোক উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতার শ্রীদরবারের সভ্যগণ সপ্তাহ কাল তাঁহার প্রতি সম্মানার্থ শোকব্রত গ্রহণ করেন ও গত ২২শে ডিসেম্বর নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা করেন। ভাই গোপাল চন্দ্র শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে শোকাকারীর প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই প্রমথলাল বিশেষ প্রার্থনা করেন।

স্বর্গীয় কাশীচন্দ্র গুপ্ত।

চট্টগ্রাম বিশেষভাবে দুইটী জীবনালোকে আলোকিত ছিল। সেই দুইটী জীবন মধ্যে একটী স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্ত, অপরটী স্বর্গীয় কাশীচন্দ্র গুপ্ত। কাশীচন্দ্র স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র। এই দুই জীবনের বিশিষ্টতার দিক দেখিতে গেলে একজন জ্ঞানী কর্ম্মী, অন্যজন বিশ্বাসী দীনাত্মা সেবক। স্বর্গীয় রাজেশ্বর গুপ্তের বর্ত্তমানে কাশীচন্দ্র রাজেশ্বরের একান্ত অনুগত সহকর্ম্মী সহসাধক ও অনেক বিষয়ে অনুসরণকারী ছিলেন।

রাজেশ্বর বাবুর পরলোকের পর কাশীশ্বর আপনার জীবনের অগ্নিময় বিশ্বাস ও অদম্য সেবাপরায়ণতা দ্বারা চট্টগ্রামকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। তিনি গরিব ছিলেন। গরিব থাকিয়া, কত সময় নিরন্ন থাকিয়া নিরন্ন গরিবের অন্ন যোগাইতে কতই পরিশ্রম করিতেন। গরিবের সেবা তাঁহার জীবনের বিশেষ অন্ন পান ছিল। তিনি জগজ্জননীর দীন উপাসক ছিলেন। জগজ্জননীর শ্রীহস্তের প্রসাদই তাঁহার অন্ন পান ছিল; জগজ্জননীর স্তন্যপান উপাসনাক্ষেত্রে তাঁহার আত্মার পরিপোষণের উপাদান ছিল। তিনি জগজ্জননীর নামে মন্ত্রপূত হইয়া চট্টগ্রামের গরিব কাঙ্গালের নানা ভাবে সেবা করিলেন, সেই সেবার ভিতর দিয়া জগতের সেবা করিলেন, জগদ্বাসীর সেবক হইলেন। অন্তিমে মা নাম করিতে করিতে বিশ্বাসের

অনুভব করিয়া বাবুইয়া স্বর্গলোকে বিশ্বাসী দলে মায়ের ক্রোড়ে স্থান লাভ করিলেন। চট্টগ্রামের সকল শ্রেণীর লোক বিশ্বাসী সেবাপরায়ণ কাশীচন্দ্রের পরলোকগমনে শোকসন্তপ্ত। তাঁহার দিব্য আত্মা আনন্দলোকে এখন আনন্দিত।

—•—

স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক।

শ্রীকেশব-জননী মা সারদা দেবী।

শ্রীবুদ্ধমাতা মা মায়াদেবী, শ্রীঈশামাতা মেরী দেবী, শ্রীগৌরাঙ্গমাতা মা শচী দেবী যুগে যুগে দেব-সন্তানপ্রসবিনী বলিয়া পূজিতা হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের নববিধান প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দের মাতা মা সারদা দেবীও অসামান্যা নারী ছিলেন। "এ ব্যক্তির প্রত্যেক বিন্দু সত্যেতে পূর্ণ" বলিয়া যিনি আত্ম-পরিচয় দান করিলেন, তিনিই স্বর্গারোহণ শয্যায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, "আমার যাহা কিছু সকলই ত মা তোমার গুণে।" সে কথা কি আমরা কখনও অবিশ্বাস করিতে পারি? ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিলেন, "মা তোর নাড়ী ভুঁড়ি ছিঁড়ে এর পর জগতের লোক নচ্‌বে।"

বাস্তবিক সৎমাতার গর্ভেই সৎপুত্র কুলপাবনের জন্ম হয়। মাতৃচরিত্রের প্রভাব মানব-চরিত্রে সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রে বলেন পুত্রের যশেই মনুষ্যের পুণ্যের পরিচয় হয়। তাই মা সারদা যে কত পুণ্যবতী তাহা তাঁহার কেশবচন্দ্রের দেবত্ব ও মহত্বের পরিচয়ে বুঝা যায়। মা সারদার তিন পুত্রই তিন রত্ন। জ্যেষ্ঠ শ্রীনবীনচন্দ্র কর্ম্ম ধর্ম্মবীর মধ্যম শ্রীকেশবচন্দ্র ত জগৎজ্যোতি, কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণবিহারীও জ্ঞান গরিমায় ও মাতৃভক্তিতে অতুলনীয়।

মা সারদা শাক্ত-পিতার কন্যা, বৈষ্ণব-স্বামীর সহিত বিবাহিতা হন। তাই তাঁহার জীবনে শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমন্বয় হয়। এই সমন্বয়ের সূত্র হইতেই সমন্বয়াচার্য্য ব্রহ্মানন্দের জন্মলাভ হয়। এবং বিধাতার আশ্চর্য্য আলৌকিক বিধানে পূর্ণভাবে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের আদর্শ জীবন, তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হয়।

মা সারদাও এই সমন্বয় ধর্ম্মেই শেষ জীবনে বিশেষ ভাবে সাধনে নিরত হন। তিনি যদিও প্রাচীন পূজা ব্রত অনুষ্ঠানাদি একেবারে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তাহার ভিতর আধ্যাত্মিক ভাব সাধনেই তিনি নিরত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মানন্দের প্রেরিতত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং আমাদিগের নিকট মুক্তকণ্ঠে বার বার স্বীকার করিয়াছেন, "আমার কতই অর্থ আভরণ, জগৎ আলো সন্তান সন্ততি ছিল, এখন সকল গিয়াছে, কিন্তু আমার কেশব আমাকে যে তাঁর মাকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তাঁর মুখ দেখেই আমি সব শোক ভুলেছি।" কি তাঁর মাতে ও সন্তানেতে বিশ্বাস!

গত ১৪ই ডিসেম্বর মা সারদা দেবীর স্বর্গারোহণ সাম্বৎসরিক দিন নবদেবালয়ে প্রাতে বিশেষ ভাবে সাধিত হয়। ভাই প্রিয়নাথকে দিয়া মা উপাসনা করান। ভাই গোপালচন্দ্র ও ভাই প্রমথলাল উভয়েই প্রার্থনা করিয়া ভক্ত-জননীর প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করেন। সন্ধ্যায় কলুটোলায় "কৃষ্ণভবনে" বিশেষ উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়।

—

শ্রীমান্ মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ভুপ বাহাদুর।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেব আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "যাহাকে তিনি (ঈশ্বর) অধিক ভালবাসেন, তাহাকেই তিনি অধিক পরীক্ষা করেন।" তাই কি ব্রহ্মানন্দ-কন্যা মহারাজ-মাতা মহারাণী সুনীতি দেবীকে ঈশ্বর এতই পরীক্ষা করিলেন? এমন কোচবিহার রাজ্য, এমন মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্বামী, এমন দুইটি মহারাজা পুত্র যাঁহাকে দিলেন, তাঁহার পক্ষে সে স্বামী বিরহ, সে পুত্র শোকের আঘাত কি সামান্য পরীক্ষা? ভক্ত পিতা বল্লেন, "আমার সুখ দেওয়া মাকে সবাই ভালবাসে। আমার দুঃখ দেওয়া মাকে ঈশা আর সাধুরাই ভালবাসেন।" তাঁর দেওয়া নেওয়া দুই ভালবাসা যিনি ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই ধন্য।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের জীবনের সদ্গুণ তাঁহার পুত্রগণের জীবনেও অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছিল। উভয় রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ও জিতেন্দ্রনারায়ণ পিতার বদান্যতা, সৌজন্য, উদারতা, দেশহিতৈষনা, প্রজাবাৎসল্য এবং বিশেষভাবে মাতৃভক্তি জীবনে প্রতিবিম্বিত করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। মহারাজা জিতেন্দ্র শেষ বিলাত যাত্রার সময় এতই মা মা বলিয়া মায় প্রতি অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন যে তাহা স্মরণ করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। মাতা মহারাণী সুনীতি লিখিত Nine Ideal Women of India নামক পুস্তক পড়িয়া লিখিয়াছিলেন, "প্রিয় মা, তুমি যাঁহাদের জীবনী লিখিয়াছ, তাঁহাদিগকে "আদর্শ" বলিয়াছ, যদি আমি এই বই লিখিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি আর একজন যোগ করিতাম, সে তুমি। এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ কন্যা, এমন বিশ্বাসী স্ত্রী, এমন সন্তানবৎসলা মা তুমি।" কি তাঁর মাতৃভক্তি!

রাজা হইয়াও দীন দুঃখীদিগের প্রতি এমন দয়ার্দ্রচিত্ত মহারাজা জিতেন্দ্রের ন্যায় কমই দেখা যায়। রাস্তার গরীব শিশুদিগকেও নিজ গাড়ীতে তুলিয়া আদর করিতেন। প্রজাবাৎসল্যও তাঁহার প্রাণগত ছিল। তাঁর মৃত্যু তাই কোচবিহারবাসী মাত্রেই বিশেষ সন্তপ্ত।

তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তাঁর একজন পদস্থ কর্ম্মচারী যে শোক সন্তাপ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন আমরা তাহার পত্র পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

গত ২০শে ডিসেম্বর নবদেবালয়ে তাঁহার স্বর্গারোহণ দিনে উপাসনা হয়। মহারাণী সুচারু দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। কোচবিহারে কেশবাশ্রমেও মহারাণী সুনীতি পুত্র শোকোচ্ছ্বাসে আকুল প্রার্থনা করেন। ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন। রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ অনেকেই উপস্থিত থাকিয়া শ্রদ্ধার্পণ করেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই আশুতোষ রায়।

গত ২১শে ডিসেম্বর ভাই আশুতোষের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে ঝাঁটঝায় তাঁহার বিধবা ও পুত্রগণ উপাসনাদি করিয়াছেন। নববেদালয়েও তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণসূচক প্রার্থনাদি হয়।

অমরাগড়ীতে ভাই ফকীরদাস যে কয়েকজনকে লইয়া নববিধান মণ্ডলী গঠন করেন, ভাই আশুতোষ তাহার মধ্যে একজন। আশুতোষের গলার সুর খুব সুমিষ্ট না হইলেও তাঁহার ভক্তি উচ্ছ্বসিত প্রাণের সঙ্গীত সকলেরই অতি মিষ্ট বোধ হইত। ঊষাকীর্ত্তন করিতে ও সংকীর্ত্তন করিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাস্তবিক তিনি সংকীর্ত্তনে ভাই ফকিরদাসের অনুবর্ত্তী ছিলেন এবং সঙ্গীতাচার্য্য ভাই ত্রৈলোক্যনাথের সমুদয় সংকীর্ত্তন ও প্রায় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। উপাসনা প্রার্থনা কালে ঠিক উপযোগী সঙ্গীত গাহিতে তাঁহার মত আর কে?

তিনি একটী বালবিধবাকে বিবাহ করিয়া সেই নিরাশ্রয় বিধবা ও কয়েকটি অপগণ্ড শিশু রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। এখন এই পরিবারের প্রতিপালন ভার ও শিক্ষার ভার নববিধান মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত। যাহাতে এই পরিবারটী ভাই আশুতোষের উপযুক্ত নববিধান পরিবাররূপে গঠিত হয়, মণ্ডলীর বিশ্বাসীগণ তৎসম্বন্ধে যেন সহায়তা করেন।

—•—

সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২০শে ডিসেম্বর আচার্য্য পুত্র সরলচন্দ্রের শুভ জন্মদিন। এই দিন স্বর্গীয় মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণেরও জন্ম ও পরলোক গমন দিন। পৃথিবীতে এবং স্বর্গের উভয় জন্মদিন স্মরণে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। মহারাণী সুচারু দেবী এই উভয় জন্ম স্মৃতি স্মরণে প্রার্থনা করেন।

জন্মোৎসব—গত ২৬শে ডিসেম্বর শ্রীমৎ আচার্য্য পত্নী ব্রহ্মনন্দিনী সতী জগন্মোহিনী দেবীর জন্মোৎসব দিনে নবদেবালয়ে মহারাণী সুচারু দেবী প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর, ভাই প্রমথলাল সেনের জন্মোৎসব প্রচার আশ্রমে সম্পন্ন হয়। মহারাণী সুচারু দেবী উপাসনা করেন।

দেরাদূনে আচার্য্য জন্মোৎসব—বিগত ১৯শে নভেম্বর ব্রহ্মানন্দদেবের জন্মদিন ২৪নং লিটন রো রোডে 'জ্যোতসদনে' করা হয়। সন্ধ্যার সময় দীপালী দেওয়া হয়। প্রথমে আচার্য্যদেবের জীবনবেদ হইতে "জীবনবেদ" সম্বন্ধে ও "ভক্তি সঞ্চার" সম্বন্ধে পাঠ করা হয়। এবং পঞ্জাবের সর্দ্দার পুরাণ সিং মহাশয় ব্রহ্মানন্দ দেবের বিষয় ইংরাজীতে সুন্দর ভাবে বলিয়াছিলেন। তাহার পর স্থানীয় প্রবাসী বাঙ্গালী অনেকে মিলিয়া হরি সংকীর্ত্তন করেন। শেষে সামান্য মিষ্টান্ন সকলকে খাওয়ান হয়।

বিলাতে আচার্য্যের জন্মোৎসব—ভ্রাতা নির্ম্মল চন্দ্রের উদ্যোগে এবার বিলাতে বিশেষ সমারোহে আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। সেখানে প্রকাশ্য স্মৃতিসভায় ব্রহ্ম-সঙ্গীত করিয়া ইংরাজীতে প্রার্থনা হয়। ভারতের হাই কমিশনর শ্রীযুক্ত স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। ইংরাজ মুসলমান বক্তাগণ বক্তৃতা করিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মহত্বের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধার্পণ করেন।

খৃষ্টোৎসব—এবার খৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে মুঙ্গেরে ভাই প্রমথলাল কতিপয় বন্ধু সহ গিয়া উৎসব করিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতা শান্তিকুটীরেও ভ্রাতা প্রেমসুন্দর বসু উপাসনা করেন। শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে পরিবারস্থ এবং স্থানীয় কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া ভাই প্রিয়নাথ ব্রহ্মপুত্রোৎসব করিয়াছেন। এখানে ভ্রাতা রসিকলাল রায় ও ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রার্থনা করেন।

বিশেষ উপাসনা—গত ২৩শে ডিসেম্বর ময়ুরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের সমাধিতীর্থে প্রাতে বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথের দ্বারা সম্পাদিত হয়। মহারাণী সুচারু দেবী আকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন।

গত ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মিসেস পি, সি, সেন ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত তাঁহাদের ভবনে এবং গত ২৮শে ডিসেম্বর রামকৃষ্ণপুর "নিত্যধামে" ভ্রাতা লোকনাথের সহিত বিশেষ উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ করেন।

নবদেবালয়—১লা জানুয়ারী প্রত্যূষে ৬টায় নবদেবালয় প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সঙ্গীতপূর্ব্বক দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া আচার্য্যদেবের প্রার্থনা হইবে। পরে ৯টায় উপাসনা হইবে। ৮ই জানুয়ারীও শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ দিনে প্রত্যূষে ৬টায় তাঁহার শয়নকক্ষে ব্রহ্মস্তোত্র সমবেত ভাবে উচ্চারিত হইবে এবং ৯টায় নবদেবালয়ে উপাসনা হইবে। অন্যান্য দিন নবদেবালয়ে বিশেষ উৎসবাদির দিন ব্যতীত সমস্ত মাস ১০টায় উপাসনা হইবে। বিশ্বাসী মণ্ডলীর যোগদান প্রার্থনীয়।

প্রচার—ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ এবার দেরাদূনে গত অক্টোবর মাসে সেখানকার A. P. Mission Institution এর হলে "রাজা রামমোহন রায় এবং তৎপরবর্ত্তী কাল সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহাতে নাভার মহারাজার সভাপতি হইবার কথা ছিল, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ তিনি উপস্থিত থাকিতে না পারায় ঐ Institution এর Principal সাহেব সভাপতি হন। তাহার পরদিন কয়েক জন বাবুর অনুরোধে Superman সম্বন্ধে ডাক্তার ঘোষের বাসায় কথা বার্ত্তা হয়। এবং উক্ত Institution এর ছাত্রদিগকে Temperance সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ডাক্তার ঘোষ মুসুরীতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে Theology সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা বলিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া প্রতি রবিবারেই তাঁহার দেরাদূনে ২৪নং লিটন রোডস্থ বাসায় উপাসনা করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই বিহারীলাল সেন মহাশয়ও প্রতি রবিবার উপাসনাদি করিতেন।

গৃহপ্রবেশ—গত ২৭শে ডিসেম্বর মিসেস বি, কে, চট্টোপাধ্যায়ের থিয়েটার রোডস্থ নবগৃহে সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও নবসংহিতার গৃহ প্রবেশের প্রার্থনা সহকারে নবগৃহ প্রবেশ উৎসব

সম্পন্ন হয়। অনেক গুলি হিন্দু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত হইয়া যোগ করেন। ভাই প্রিয়নাথ উপাচার্য্যের কার্য্য করেন।

সেবা—ভাই অক্ষয় কুমার লধ চট্টগ্রাম নববিধান সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সমাপনান্তে নোয়াখালী হইয়া মাতৃদর্শন করিয়া ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—২৭শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামে নববিধান বিশ্বাসী সাধক ভক্ত, গৃহস্থ প্রচারক শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় কাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার আশ্রমকুটীরে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, নাবালক ও বিধবা পুত্রবধূ সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই অক্ষয় কুমার লধ উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র চৌধুরী শ্লোক পাঠে সাহায্য করেন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বেদ পাঠ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ কেদারেশ্বর গুপ্ত কাশীবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। স্থানীয় অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গধামে রক্ষা করুন এবং শোকার্ত্ত জনের প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন। তাঁহাদের সহিত আধ্যাত্মিক যোগরক্ষা করিয়া কলিকাতা ও কুচবিহার প্রচারাশ্রমে বিশেষ প্রার্থনাদি করা হইয়াছে।

বিশেষ দান—শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের ঔষধ পথ্যাদির জন্য নিম্নলিখিত বন্ধুগণের নিকট বিশেষ দান প্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি:—

পূর্ব্বে স্বীকৃত—৩৪।৶০, অধ্যাপক ডাঃ বিয়ান বিহারী দে—৮৲, মিঃ বসন্তকুমার হালদার—৫৲, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র চন্দ্র দেব—২৲, শ্রীমতী চারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায়—৫৲ টাকা।

শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেনের জন্মদিন উপলক্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

বাবু রেওয়া চাঁদ হীরা সিং—৫৲, বাবু স্বপ্রকাশ দাস—৫৲ বাবু বেণীমাধব দাস—১৲, বাবু হরিসুন্দর দাস—১৲, বাবু পুলক চন্দ্র সিংহ—১৲, বাবু মিলনানন্দ রায়—২৲, বাবু হরিদাস তালুকদার—১৲, বাবু অজিতানন্দ রায়—১৲, বাবু অবনীমোহন গুহ—১৲ টাকা।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের বালিকাগণ ফুল দিয়াছিলেন এবং সাজাইবার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।

কুচবিহার সংবাদ—শ্রীশ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী সি, আই মহোদয় দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিবার সময় গত ১১ই ডিসেম্বর রাজধানীতে পদার্পণ করেন। তাঁহার শুভাগমনে কুচবিহারবাসী বাসিনী সাধারণেরই আনন্দ হয়। তিনি যতদিন রাজধানীতে অবস্থিতি করেন, ততদিনই মন্দিরে পুরুষ মহিলা অনেকে উপস্থিত হন। সমাধি তীর্থেও কোন কোন মহিলারা সোমবাসরীয় উপাসনায় যোগদান করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি তিনি কুচবিহারেই বেশী দিন বাস করেন। এ যাত্রায় মাত্র ২৭ দিন ছিলেন।

১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি তিনটার কিছু পূর্ব্বে শ্রীমান্ বিমলচন্দ্রের ৪র্থ পুত্র সুললিত চন্দ্র ২ বৎসর ৭ মাস ৪ দিন বয়সে পিতা মাতা ও ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অমরধামে গিয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় করিয়াছে। গত ২৪শে ডিসেম্বর, তাঁদের নিজ বাস ভবনে শিশু পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। মাতামহ শ্রীনবীনচন্দ্র আচে উপাসনাদি করিয়াছেন। শিশুর পিতা শোককারীর প্রার্থনা করিয়াছেন।

১৫ই ডিসেম্বর নাবালক মহারাজা শ্রীমান্ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের ১০ম বার্ষিক জন্মোৎসবোপলক্ষে প্রচারাশ্রমে শুভকামনা সূচক সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করা হইয়াছে।

১৭ই ডিসেম্বর স্বর্গীয় মহারাজা সার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের তিথিশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা করা হইয়াছে।

২০শে ডিসেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকার সময় সমাধিতীর্থে স্বর্গীয় মহারাজ সার জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের ৩য় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমতী মহারাজমাতা প্রার্থনা করেন, ভ্রাতা নবীনচন্দ্র উপাসনা করেন।

ঐ দিন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনাতেও মাননীয়া মহারাণী দেবী যোগদান করিয়াছিলেন।

২৫শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

দানপ্রাপ্তি—১৯২৫, আগষ্ট মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে:—

এককালীন দান।—আগষ্ট, ১৯২৫।

পিতৃ-সাম্বৎসরিক উপলক্ষে স্বর্গীয় ডাক্তার মতিলাল মুখার্জ্জির সহধর্ম্মিণী ৪৲, পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মহেশচ চক্রবর্ত্তী ২৲, স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, স্বর্গগত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের সাম্বৎসরিক দিনে শ্রীমতী মাখনমণি বসু ১৲, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের চা বাগানের ডিভিডেণ্ট ১২৫৲, প্রথমাপত্নীর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকার ৫৲, পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র কুমার লাহা ৫৲, Ray Brothers & Co., ৬।৶০, এককালীন দান শ্রীমতী সুহাসিনী ঘোষ ৫৲, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায়ের সহধর্ম্মিণী ৪৲, বিশেষ দান শ্রীযুক্ত মিলনানন্দ রায় ৪৲ টাকা।

মাসিক দান।—আগষ্ট, ১৯২৫।

শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, কোন বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ১০৭৲, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার পাঁচ মাসের দান ২৫৲, শ্রীযুক্ত অতুল সহায় ঘোষ তিন মাসের ৬৲, শ্রীমতী সুমতী মজুমদার ১৲, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৲, মেজর জ্যোতিলাল সেন চারি মাসের ৮৲, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ২৲, শ্রীমতী সরলা দাস ১৲, শ্রীমতী কমলা সেন ১৲, মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী ১৫৲, স্বর্গীয় মধুসূদন সেনের পুত্রগণ ২৲, শ্রীযুক্ত S. N. Gupta ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার ৫৲, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ ২৲, শ্রীমতী মনোরমা দেবী ২৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল খাস্তাগির ১৲, কোন মাননীয়া মহিলা তিন মাসের ৩০৲, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲ টাকা।

আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

Edited, on behalf of the Apostolic Durbar, New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" বি, এন, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।